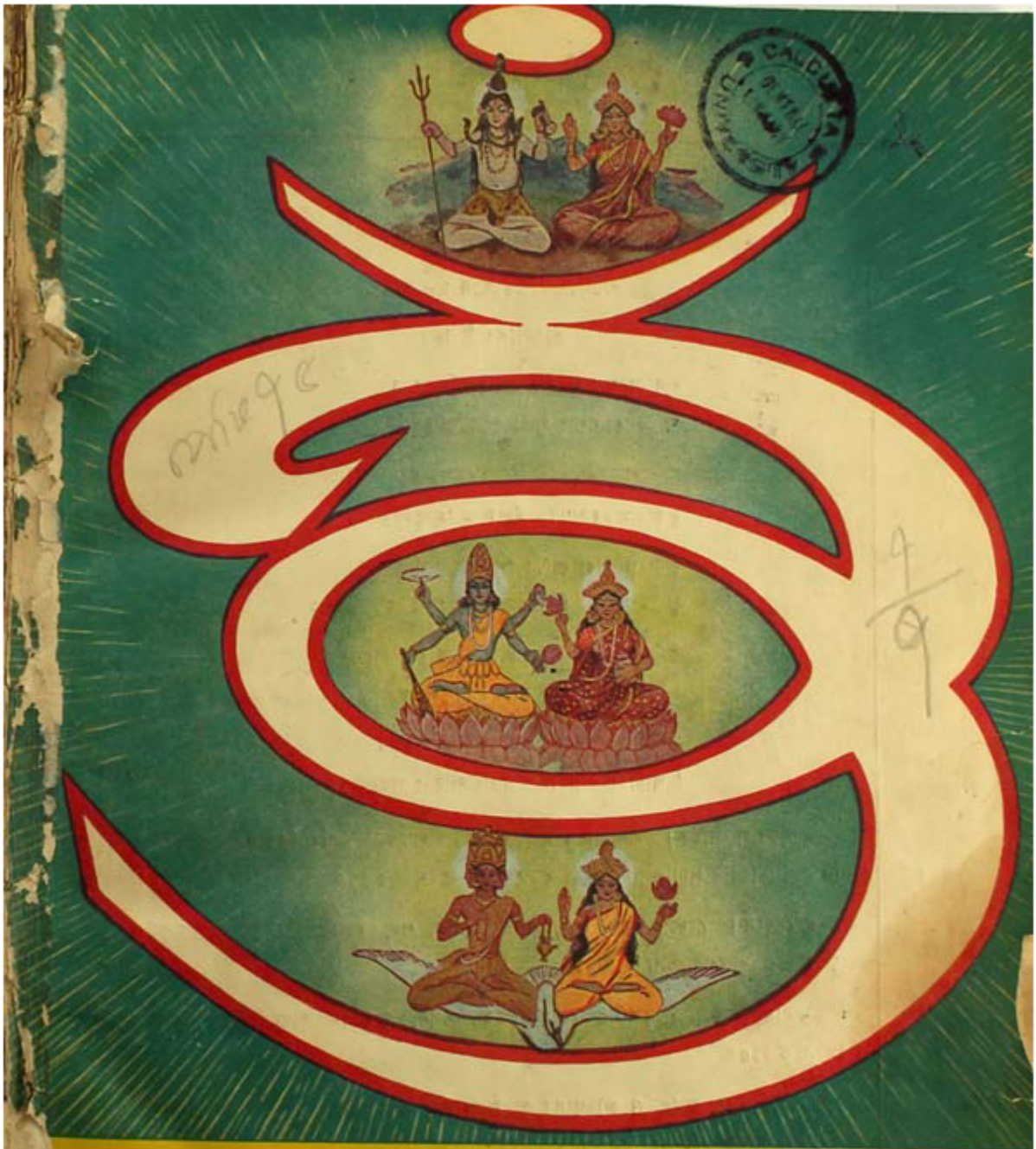

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

স্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে ১৮ অধ্যায়ে

শ্রীসদাশিব উবাচ।

পৃচ্ছ বাদ অন্যং যে তদ্বদিষ্যামি তাবত।
পার্ব্বত্যৈ কথিতং পূর্ব্বং প্রাবচন্ত যথাবদৎ ॥১৫১

যজ্ঞোব্রতানি যজ্ঞশ্চ তপো যোগঃ শমো দমঃ।
কৃষ্ণনাম জপস্যাপ্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীং কলাং ॥১৫২

কৃষ্ণনাম পরং ব্রাহ্মং পিতৃণাং তর্পণং পরং।
কৃষ্ণনাম পরা প্রীতিঃ কৃষ্ণনাম পরঃ প্রভুঃ ॥১৫৩

কৃষ্ণনাম জগৎ সত্যং তস্মুরাঃ তারণং পরং
জীবনং পরমং কৃষ্ণ নামৈব বিপুলং যশঃ ॥১৫৪

কৃষ্ণনাম জগদ্বন্ধু র্জগদ্ধাতুঃ গুণঃ পরং।
যোগাযোগং কৃষ্ণনাম জগতাং পাবনং পরং ॥১৫৫

হে নিষ্পাপ নারদ! তোমার মঙ্গল হউক। পার্ব্বতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা আমি যথাযথরূপে বলিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর ॥১৫১

হে দেবর্ষে! যে অধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, শম, দম প্রভৃতি কৃষ্ণনামের ক্ষুদ্রতম অংশের এক অংশের তুল্য নহে ॥১৫২

কৃষ্ণনাম পরম পিতৃদেবের শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধ তর্পণ, কৃষ্ণনাম পরা প্রীতি, কৃষ্ণনাম পরম প্রভু ॥১৫৩

কৃষ্ণনাম পরম, জগৎ ও জীবনের পরম কারণ, কৃষ্ণনামই জীবন, পরম, (আত্মার হিত ও পরলোকে) বিপুল যশ ॥১৫৪

কৃষ্ণনাম জগতের বন্ধু, জগদ্ধাত্রীর, পরম গুণ—(গুণ গণ) কৃষ্ণনাম যোগের যোগ, জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র কারক ॥১৫৫

[সপ্তমবর্ষ, পৌষ মাস, ১৩৭৫]—৭৬ [সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক সাহায্যে ও সম্মতিক্রমে মহামান্য সরকারমহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক পুনরায় ছেপে সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মূল-সম্পূরক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যব্রতপ্রকাশনম্
(সরকার সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভাগবতাচার্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীবিশ্বপদকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, এ

মুদ্রক-প্রকাশক :—
বিনয় বিদ্যানন্দ।
বা: শ্রীনিবেদন নাথ বে, এল্, বি., ডি, ও এল্, এল্, ডি. পি. এইচ্, ডি. টি. এল্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. কাঁড়েই, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯৪, বাঁ পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কিত। ১৫ই পৌষ, ১৩৭১।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৩-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যাবার্তা বাঙ্গলার মাসিক পত্র। প্রতি মাসের ইংরাজী ১ই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমাজ বিজ্ঞানবিষয়ক, প্রত্নতত্ত্ব-বৃত্তিপ্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, রাজনীতি-আলোচনা, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে অনেকগুলি প্রকাশিত হইতেছে। ভবিষ্যতে আর্যাবার্তায় অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যাবার্তা বাঙ্গলাবাসিকদিগে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাকে ও পাকিস্থানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাঙ্গলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাঙ্গলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাঙ্গলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যাবার্তা, ৬৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখির নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা দীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যাবার্তার পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগে ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৬২, সি. আর্টি. টি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্যাবার্তা

৺শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পূজনীয়
অমলদা-কুঞ্জ
পৌষাই
চট্টগ্রাম

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'রবে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টীকা
২। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

(সূচিপত্র—ব্রহ্ম, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, মনুগণ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, মনুযম, অত্রি, আঙ্গিরস, কশ্যপ, মনু-বিশালাক্ষ, দাক্ষ, শাতাতপ, যোগীশ্বর, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ ৩০·০০ টীকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

শৈলপুত্রেষু মুখ্যেষু দেবতায়তনেষু চ।
মৃগ-পক্ষিবিমুক্তেষু রমণীয়েষু সর্ব্বদা ॥২২
কৃত্বা চ পরমং রূপং সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সপ্তমস্থা মুকুন্দস্য রময়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২৩
ততৈব ধনুর্গৃহে পুণ্যিতরুষবন্দিনি(১)।
নগরাদ্ রমণীয়েষু পদ্মোৎপলযুতেষু চ ॥২৪
নদী-বীপপ্রদেশেষু বৈদূর্য্যসিকতাসু চ।
সুতীর্থ-বনতোয়াসু তথা বিবিধকৌসু চ ॥২৫
কাননেষু বিচিত্রেষু পুণ্যিতরুষবন্দিনি।
হিমবদ্দরিকুঞ্জেষু তথাস্থ বিবিধাসু চ ॥২৬
প্রফুল্লপত্রপত্রেষু নগোপবনরাজিষু।
নাগবৃক্ষ প্রদেশেষু ঋষিসেবিতটেষু চ ॥২৭
পঙ্কজেষু (২) চ রম্যেষু মহাপালবনেষু চ (৩)।
দেবায়তনপুণ্যেষু তথা পর্ব্বতসানুষু ॥২৮

গুহ্যকালয় নিবাসেষু তাপসালয়বেষু চ।
সর্ব্বর্তুফলবন্তেষু (৪) বাসেষু নগেষু চ ॥২৯
বিজহ্রতী পরমং রূপং বরবর্ণিনী পাণ্ডবম্।
রময়ন্তী তথা ভীমং তত্র তত্র মনোজবা ॥৩০
এবমেষা মহাযক্ষী পুত্রং ভীমসেনায়বর্দ্ধনম্।
বিরূপাক্ষং মহাবক্ষুং সঙ্কর্ষণং বিভীষণম্ ॥৩১
ভীমনাদং মৃগব্যাঘ্রতীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাবলম্।
মহেষ্বাসং মহাবীর্য্যং মহাসত্ত্বং মহাদ্যুতম্ ॥৩২
মহাজবং মহাকায়ং মহারাজর্ষিসম্মতম্।
সৌমেধসং মহোরস্কং বিকটৌষ্ঠপরিচ্ছদম্ ॥৩৩
অমানুষং মানুষজং ভীমবেগং মহাবলম্।
যং পিশাচাস্তথা ভীতাস্তথা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥৩৪
বালোঽপি যৌবনং প্রাপ্তো মানুষেষু বিশাম্পতে।
সর্ব্বাস্ত্রেষু পরং বীরং প্রকর্ষমগমদ্ বলী ॥৩৫
যস্মো হি যর্ত্তাং বাক্ষস্যো লব্ধে প্রবর্ত্তি চ।
তামরূপধরাশ্চৈব তথা বহুরূপিণ্যঃ ॥৩৬

হরিবংশ পর্ব্বতসানু ও দেবমন্দিরসমূহে এবং বিবিধ পক্ষ-পক্ষীর অগম্য সুরম্য পরম রমণীয় স্থানে সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত পরম সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া বিহার করিতে লাগিল ॥২২-২৯

এইরূপ পুষ্পিতবৃক্ষলতাপরিপূর্ণ দুর্গম বন, পদ্ম ও উৎপলশোভিত রমণীয় সরোবর, নদীসকলের দ্বীপসমূহ, বৈদূর্য্য মণিসদৃশ বালুকা, সুন্দর ঘাট ও নির্জ্জনস্থানে পরিপূর্ণ পার্ব্বত্য নদী, পুষ্পিতবৃক্ষ-লতাপূর্ণ বিবিধ কাননসমূহ, বিবাদস্থের বিবিধ বিহিতকূপ, আহা, প্রফুল্লকমল নিবাসস্থলে পরিপূর্ণ বিবিধ জলাশয়, মণি ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ নাগরক্ষীয় প্রদেশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর পুষ্পিতবৃক্ষসমূহ, দেবালয়, পুণ্য পর্ব্বতের সানুদেশ, যক্ষগণের নিবাসভূমি, তাপসগণের আশ্রম এবং সকল ঋতুর পুষ্প ও ফলে পরিশোভিত মানস সরোবরসমূহে রমণীয় রূপলাবণ্য ধারণ করত রাক্ষসী বিহার করিতে লাগিল।

অনন্তর তার বেগশালিনী রাক্ষসী এইরূপে ভীমের সহিত বিহার করত বিহার করিয়া ভীমসেন হইতে গর্ভধারণ করিয়া এক মহাবলশালী পুত্র প্রসব করিল। তাহার চক্ষু বিকট, মুখ বিশাল, কর্ণ মনুষ্যের ন্যায় এবং দেহটি অতি ভয়ানক ছিল। তাহার মুখ ভয়ানক ছিল, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও দাঁত তীক্ষ্ণ ছিল। সে অমানুষবল মহাবলশালী, মহাবক্ষুক, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, মহাবাহু, মহাবেগ, মহাসত্ত্ব ও মহাদ্যুতিবিশিষ্ট

পাঠভেদ :—(১) পুষ্পিতরুষবন্দিনি। (২) পঙ্কজেষু। (৩) তথৈবোপবনেষু চ।

(৪) সর্ব্বর্তুফলবন্তেষু।

প্রণম্য বিনতঃ পাদৌ মাতুরস্যাঃ ন পিতুস্তদা।
অদূরুক পরমেষ্বাসস্তৌ চ নাদাক্ষ চক্রতুঃ ॥৩৭
ঘটো হাস্যোৎকচ ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত।
অরবীৎ যেন নাদাক্ষ ঘটোৎকচ ইতি স্ম হ ॥৩৮
অনুরূপস্ত তনয়ো পাণ্ডবান্ ন ঘটোৎকচঃ।
তেজসা বলিতো বিদ্যাবাহুনিত্যো বহুন হ(১) ॥৩৯
সংবাসসহয়া ভীর্ণ ইত্যাভাষ্য তমাত্মজম্।
হিড়িম্বা দয়িতং ভূয়ঃ যাং গতিং প্রত্যপদ্যত ॥৪০
ঘটোৎকচো মহাকায়ঃ পাণ্ডবান্ পৃথগা স্থিতঃ।
অভিবাদ্য যথান্যায়ং মাতরৌ চ প্রতাত তান্ ॥৪১

ছিল। তাহার নাক ও কর্ণ বিশাল ছিল। মানুষ হইতে সেই অমানুষ ভীমসেন ও যক্ষরাজকন্যার পুত্র জন্মিল; সে অন্যান্য পিশাচ ও রাক্ষসদের হইতে অধিক বলশালী হইল।২৪-৩৬

হে রাজন্! যখনে বালক হইলেও মানুষের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করিতেই প্রীতি হইল এবং সে সর্বদাই পাণ্ডবদের নিকটে থাকিয়া বিশেষ রক্ষা করিতে লাগিল।৩৭

রাক্ষসীদের সঙ্গে বর্তমানের জন্য সঙ্গে প্রসব করে এবং ইচ্ছামত রূপধারণ করিয়া বিচরণ করিতে পারে।৩৮

সেই বেদপূত পুত্র পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিল, তখন তাঁহারা তাহার নামকরণ করিলেন।৩৯

"উহার 'ঘট' অর্থাৎ মস্তক 'উৎকচ' বেদপূত, সুতরাং ইহার নাম ঘটোৎকচ হউক," এই কথা বলিয়া মাতা তাহার নাম রাখিলেন ঘটোৎকচ।৪০

সেই ঘটোৎকচ পাণ্ডবদলের পরম অনুরক্ত হইয়া সেবা করিত, এবং পাণ্ডবগণও তাহাকে খুব ভালবাসিত। সে তাঁহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া সর্বদা থাকিত।৪১

কিং করোম্যহমার্যাণাং নিদেশং বদতাশু মে।
তং ব্রুবন্তু তৈরুক্তঃ কুর্যাং বচনমুত্তমং ॥৪২
যং দৃষ্ট্বা মুদিতা মাতা নাদাক্ষীৎ তীব্রমন্যুমান্ হসি।
জ্যেষ্ঠো পুত্রোঽসি পক্ষানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক ॥৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পৃথায়াশ্চোদ্যমুক্তস্য প্রণয়েনাভিভাষণম্।
যথা হি ব্রাহ্মণো লোকে ইক্ষ্বাকুষ্ণ মহাবলঃ।
যথা বীর্যবলো লোকে বিশিষ্টশ্চাসুরং প্রতি ॥৪৪
কৃত্যকাল উপস্থানে পিতৃনিধি ঘটোৎকচ।
অব্রুবন্ত বচসাং জ্যেষ্ঠঃ প্রণয়ে চোত্তরং দিদম্ ॥৪৫

ভীমসেনের সহিত বাস করিবার পূর্বে সর্ত উল্লেখ হইয়াছে দেখিয়া হিড়িম্বা পাণ্ডবগণকে উহা নিবেদন করার শপথপূর্বক পুনরায় বর্ষন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করত নিজ অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।৪০

বিশালাক্ষের ঘটোৎকচ পুত্রের সহিত পাণ্ডবগণকে যথারীতি প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করত বলিল,—"হে বিশালাক্ষ: আমি আপনাদের কি কার্য সাধন করিব, আপনারা তাহা নিবেদন করুন।" তখন কুন্তী প্রত্যুত্তরে ভীমপুত্রকে বলিলেন—"তুমি কুরুকুলে জন্মিয়াছ, সাক্ষাৎ ভীমের তুল্য বলবান্ তুমি এবং পক্ষপাণ্ডবের তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং হে পুত্র! তুমি পাণ্ডবদলের সাহায্য করিবে" ৪১-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথার কথা শুনিয়া ঘটোৎকচ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"রাজন্ ও ইক্ষ্বাকুদের যেরূপ শারীরিক বল ও বীর্য ছিল, এই মর্ত্যলোকে আমারও তদ্রূপ। ইহার তাহাদের চেয়ে অধিকও হইতে পারে। যখনই আমার প্রয়োজন হইবে, স্মরণ করিলেই আমি পিতৃকর্মের সেবায় তখনই আসিয়া উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া ঘটোৎকচ সকলের নিকট বিদায় লইয়া উত্তর দিকে

পাঠান্তর :—(১) বিদ্যাবাহুনিত্যো বহুন হ।

ন হি সন্তো ব্যবস্যন্তি শক্তিসম্বেষ্টিধারণম্।
কর্ণপ্রাপ্তিমবিষ্যন্ত প্রতিযোদ্ধা মহারথঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি, হিড়িম্ববধপর্বণি ঘটোৎকচোৎপত্তৌ চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৪

চলিয়া যেন ॥৪৫-৪৬

অর্জুনের বীর্যশালী কর্ণের একাঘ্নীমাত্র শক্তির আঘাত সহনের যোগ্য করিয়া উহা ঘটোৎকচের মৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটোৎকচ কর্ণের প্রতিযোদ্ধা মহারথ ছিল ॥৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সকলসংহিতা সাহিত্য মহাভারতের অন্তর্গতী ভাবার্থদীপিকা হিড়িম্ববধপর্বে ঘটোৎকচোৎপত্তিনামক চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবগণের বেদব্যাসের দর্শনলাভ, একচক্রানগরে গমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে তমেব বনং গত্বা মহেন্দ্রং দুরতিক্রমম্।
অপশ্যন্ত মুনিং রাজংস্ত্রয়াণাং জনকং বিভুম্ ॥১
বৎসানাং ত্রিসহস্রাণাং পক্কানাং হৈমমালিনাম্।
ধর্মিষ্ঠানাং স্বয়ংদোগ্ধ্রীং প্রেক্ষমাণাং সহস্রশঃ ॥২
ছায়াং কৃত্বাত্মনঃ সর্বে স্বস্তপোভিরবাসসঃ।
সহ কৃষ্ণা মহাত্মানো বিস্রব্ধাস্তাপসং বপুঃ ॥৩

কচিৎ মহতো জনসঃ স্বয়ংগ্রাহা মহারথাঃ।
কচিদ্বেদেন গচ্ছন্তং জপন্তঃ প্রসভং পুনঃ ॥৪

ব্রাহ্মং বেদমধীয়ানা বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ।
নীতিশাস্ত্রঞ্চ সর্বজ্ঞা বৃহস্পতে পিতামহম্ ॥৫
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং বিভূ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে সহ ভার্যা পরন্তপাঃ ॥৬

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের ব্যাসদেবের দর্শনলাভ এবং একচক্রানগরে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! পাণ্ডবগণ সেই বন পরিত্যাগ করত বন হইতে বনান্তরে অতিক্রম করিয়া ক্রমে চলিতে লাগিলেন। পথে দেখিতে দেখিতে চলিতে চলিতে তাঁহারা মরু, হিমবৎ, পাঞ্চাল, ঔশীনর প্রভৃতি জনপদের রমণীয় বনসমূহ দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন ॥১-২

দ্রৌপদীর সহিত মহারাজ পাণ্ডবগণ জটা ধারণ এবং বল্কল ও অজিনের (কৃষ্ণমৃগের) বস্ত্র পরিধান করত তাপস বেশ ধারণ করিলেন। কোথাও জনসঙ্ঘ তাঁহাদিগকে ধরিয়া ক্রমে চলিতে লাগিলেন, কোথাও পুনরায় ধীরে ধীরে নিজে ইচ্ছামত চলিতে লাগিলেন ॥৩-৪

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণ তাঁহারা প্রতিদিন বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিতেন। একদিন তাঁহারা স্নানাহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় পিতামহ বেদব্যাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫

অজাতশত্রু তাঁহারা মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখিবামাত্রই ভার্যার সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করত করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥৬

* শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদাঙ্গ।

ব্যাস উবাচ।

অহমেবং ব্যবসন্ পূর্বং বিচিত্রং ভরতর্ষভম্(১)।
ন্যযাম্ভ বৈচিত্রবীর্যে রাজ্যানিত্যব্রবিষম্ ॥৭
তম্ বিনিত্যাদি সম্ভারাংস্তচ্চিকীর্ষূ: পরমং বিভুম্।
ন বিনয়াদ্রাজ ধর্মজ্ঞ: সর্বমেতৎ তথা চ তৎ ॥৮
সমস্তে চৈব যে সর্বে মুখ্যাশ্চৈব ন মুখ্যত:।
ভীষ্মেণ দাসবচ্চৈব প্রেষ্যা: কুর্বন্তি সাধবঃ(২)
তস্মাদবশ্যবিধ: প্রেষ্য: পুত্রাশ্চ মম সাম্প্রতম্ ॥৯
স্নেহপূর্বং চিকীর্ষামি বিনয়ং বসুধাধিপ।
ইদং বচনমাসাদ্য যদীয়ং নিবোধতম্।
যদ্যন্যথা প্রতিজ্ঞা মমাফলত্বমাপ্নুয়াৎ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স তাম্ সমাশ্বাস্য ব্যাস: সত্যবতীসুতঃ।
একান্তমাশ্রিতয়: কৃষ্ণামেবাভ্যভাষত ॥১১

ব্যাস উবাচ।

ভীষ্মপুত্রি সুব্রতেঽস্মিন্ ধর্মজ্ঞেত্যা যুধিষ্ঠিরম্।
ধর্মে পৃথিব্যাং নিত্যা মহাত্মা পুত্রবর্তয়।
পৃথিব্যাং পার্থিবান্ সর্বান্ প্রশাসিষ্যতি ধর্মবাই ॥১২

পৃথিবীমখিলাং জিত্বা সর্বান্ নাগবরৌজসঃ।
ভীমসেনার্জুনবলাদ্ লোকজেতে বাজ সংশয়ঃ ॥১৩

পুত্রাস্তব চ যাজ্ঞাস্ত সর্ব এব মহারথাঃ।
যজ্ঞার্হে বিবিধৈস্তিত্ত্ব সুবহুন্ সমদক্ষিণৈঃ সদা ॥১৪
দক্ষস্তি চ মহাযাজ্ঞা নিত্যিত্য পৃথিবীমিমাম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাংশ্চ ক্রতূনিষ্ট্বা বিবিধৈঃ সদা ॥১৫

অনুগৃহ্য সুতান্ সর্বান্ ভোগৈশ্চর্যাসনেন চ।
পিতৃলোকাদয়ং রাজ্যমিহ লোকান্তি তে সুতাঃ ॥১৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণ! আমি তোমাদের নির্জনবাস, ভক্তপুরুষার প্রভৃতি যে বিষয়ের কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। কৃষ্ণাপুত্রগণ যেরূপ অর্থ করিয়া তোমাদের রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—তাহা জানিয়া তোমাদের পরম বিনয়াবলম্বনের ইচ্ছাতে এখানে আসিয়াছি। তোমরা বিষণ্ণ হইও না, এ সমস্তই তোমাদের সুখেরই কারণ হইবে।৭-৮

কৃষ্ণাপুত্রের পুত্রগণ ও তোমরা সকলেই আমার কাছে সমান স্নেহের পাত্র; কিন্তু হীন ও বালকদের উপর লোকে অধিক স্নেহ করে। এইজন্য তোমাদের প্রতি আমার এখন অধিক স্নেহ উপস্থিত হইয়াছে।৯

স্নেহবশতঃ আমি তোমাদের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিতেছি; তোমরা আমার কথা ভাল করিয়া শুন। তোমরা এই বিষয়ে যদীয় মতাবলম্বে তোমরাবিষণ্ণ হইয়া আমার পূর্বাভাষণের অন্যথা করিবে না।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে এইরূপে আশ্বাসপ্রদান করত তাঁহাদের সহিত একচক্রানগরে গেলেন এবং কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন।১১

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে ভীষ্মিতপুত্রে অবনি! তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মনিরত, মহাত্মা, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজা হইবে।১২

ভীম ও অর্জুনের বলে যুধিষ্ঠির সামান্য সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া ভোগ করিবে ইহাতে সংশয় নাই।১৩

তোমার ত্রিভুবন এবং বাসুদেব ভ্রাতৃপুত্র—এই মহাবল পুত্রগণ সকলেই নিজ বাহুবলে রক্ষিত হইয়া আনন্দে বিহার করিবে।১৪

ইহারা পৃথিবীকে জয় করিয়া আহরণ ধনের দ্বারা রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিবে।১৫

তোমার ও ঐশ্বর্য্যসুখের দ্বারা সুহৃদ্‌বর্গকে

পাঠান্তর।—(১) পূর্বং ত্বমব বিচিত্রং ভূপাঃ।
(২) সাধবঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা বিবেশৈতান্ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
অজ্ঞাতাং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠাস্তিষ্ঠেথে পাণ্ডবস্য তা ॥১৭

ইত্যুক্ত্বা প্রস্থিতাস্তস্মাদ্ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণালয়ং পুরঃ।
তেন-কালেন বিপ্রেন্দ্রৈর্ব সম্পাপুঃ পাণ্ডবা মুদম্ ॥১৮

অনন্তর তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের ব্রাহ্মণকে তোমার পুত্রগণ তোষ করিবে ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া যখন বৈশম্পায়ন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥১৭

তোমরা একমাসকাল প্রতীক্ষা কর, আমি পুনরায় আসিব। যেন কাল বিলম্বনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়; তোমরা পরম আরামে এখানে থাক" ॥১৭-১৮

হে রাজন্! "তাহাই হউক" বলিয়া পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থান করিলে যখন যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেইখানে চলিয়া গেলেন ॥১৯

শ্রীমন্মহাভারতের অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত বিদুরাগমন এবচক্রাপ্রবেশনামক পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রাহ্মণপরিষদ্বধায় দুঃখদূতীকথায়াং কুন্তী-ভীমসেনয়োরালাপঃ, ব্রাহ্মণস্য চিন্তাপূর্ণবিলাপশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

একচক্রাং গতাস্তে তু কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ।
অত ঊর্দ্ধং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

একচক্রাং গতাস্তে তু কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ।
ঊষুর্ব্রাহ্মণিমুখ্যস্য কালং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥২

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণপরিষদের বধ করিবার জন্য দুষ্টা ও ভীমসেনের পরস্পর আলাপ এবং ব্রাহ্মণের চিন্তাপূর্ণ বিলাপ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহারথ কুন্তীপুত্র পাণ্ডবগণ একচক্রানগরে গিয়া অতঃপর কি করিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—একচক্রানগরে গিয়া মহারথ কুন্তীপুত্রগণ ব্রাহ্মণের গৃহে কিছুদিন বাস করিলেন ॥২

হে রাজন্! তাঁহারা ভবতীর ন্যায় নানাপ্রকার ভিক্ষার দ্বারা কৃষ্ণা, যমজ, ধর্ম্ম ও মরুতের সহিত মিলিয়া

পাঠান্তর :—(১) ঔর্দ্ধদৈহিকম্।

সর্বলক্ষণসম্পন্না কৈশ্যং বাপ্নোতি বিন্দ্যতঃ।
কার্ত্যাধিকতরাভাতি তর্বস্তু ইতি চোচ্যতে।
ষড়্বাষমধিতব্যমুপচিত্যা তু বাসরাঃ।
তদ্ববাদি চ পূর্ণানি তদ্ধরলাল্যেরতাদ্ধাম্ ॥
যৌবরাজ্যে স্থাপুক্তা কৈশ্যং মৃত্যুং পাওবাঃ।
ব্রাহ্মণ চিন্তয়ন্ দৃষ্ট্বা শোচন্তীতি চ পাওবাঃ।
ব্রহ্মণাপ বিবর্তন্তে বাস্তুশৌরবংশ্চিতাঃ ॥)
নিবেদয়তি স্ম তদা কুন্তায়ে কৈশ্যং সখা বিদুঃ।
তস্য বিলপমানস্য কুরুতে স্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥৫
অর্থং তে কুরুতে বীরাঃ সহ মাত্রা পরন্তপাঃ।
অর্থং সর্বত্র কৈশ্যস্য তৌমো কুরুতে মহাবলঃ ॥৬
তথা তু তেষাং বসতাং তস্মিন্ বারণসাহ্বয়ে।
অতিক্রান্তঃ সুমহান্ কালোঽথ ত্রয়তর্বস ॥৭

তত্র কদাচিৎ কৈশ্যস্য গতায়াং পুরুষর্বভা ॥(১)
সংজ্ঞয়া ভীমসেনস্তু তত্রাবে পৃথয়া সহ ॥৮
অথাভিরম্যে মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
ঘৃতসূপসমিদ্ধং ঘোরং ভুক্ত্বা তত্রান্নমাত্মবান্ ॥৯
রোহমাণায় বাস্তুভ্যো দৃষ্ট্বা পরিবেষ্টকম্ চ।
কারুণ্যাৎ সাধুকামায় কুন্তী রাজন্ ন চক্ষমে ॥১০
মধ্যাহ্নেন সুতেনাথ ভদ্রেণ পৃথা তদা।
উবাচ ভীমং কল্যাণী কৃপাবিষ্টমিদং বচঃ ॥১১
ন্যস্তাং ত্বয়ক্ষং পুত্র ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
অজ্ঞাতা ধার্তরাষ্ট্রৈস্ত সংকৃতা বীরসম্মতা ॥১২
ন চ চিন্তয়সে পুত্র ব্রাহ্মণস্যাস্য কিং স্বয়ম্।
প্রিয়ং কুর্যাদিতি সুতে যৎ দুর্যুক্তিতাঃ সুখম্ ॥১৩

ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণের বাসগৃহের নিকটে স্থিত হইলেন।৩-৪

(ঐহাদিগকে দেখিয়া নগরবাসিগণ তর্কবিতর্ক করিয়া নানারূপ জল্পনা করিত,—ইহাদের যেরূপ সুন্দর আকৃতি, তাহাতে ইহারা ব্রাহ্মণকুলজ বলিয়া মনে হয়; ইহারা ভিক্ষা করিবার যোগ্য নহেন, ইহারা রাজ্যভোগের যোগ্য; ইহাদের মন্ত্রীর ভোগন এবং সর্বলক্ষণসম্পন্না; ইহারা ধনবী হইলেও ভিক্ষা করিবার যোগ্য নহেন। অন্য কোন প্রয়োজনে নগর ভিক্ষা করিয়া থাকেন। নাগরিকগণ পাণ্ডবগণের আগমনের আজিজনের আগমন মনে করিয়া তাঁহারা ভিক্ষা করিতে আসিলেই পাত্র পূর্ণ করিয়া অন্ন ও ভোজ্যদ্রব্যসমূহ প্রদান করিতেন এবং পাণ্ডবগণও সৌজন্যে তাহা গ্রহণ করিতেন। বিলম্ব করিলে রাজা ভিক্ষার্থিত হইবেন মনে করিয়া তাঁহারা মাতৃসৌহৃদবশতঃ অল্পমাত্রই ভিক্ষা আনিতেন।)

প্রতিদিনই যাহিতে তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমূহ আনিয়া মাতৃকে নিবেদন করিতেন এবং তিনি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিলে সকলে তাহা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে খাইতেন।৫

পরদিবস বীর চারিভাতা মাতার সহিত ভিক্ষালব্ধ অন্ন খাইতেন এবং অন্য অর্ধেক মহাবল ভীম খাইতেন।৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সেই নগরে বাস করিতে করিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের অনেকদিন অতীত হইল।৭

অনন্তর একদিন নগরেই চারিভাই ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, ভীমসেন কোন ব্রাহ্মণগৃহে ভুক্তীর ভারে আছেন।৮

হে রাজন্! এমন সময় কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে অগ্নিহোত্রের ভস্মাবশেষ আর্তনাদ করিতে পাইলেন।৯

হে রাজন্! ঔহাদের রোদন ও বিলাপ শুনিয়া করুণা ও সাধুতাবশতঃ কুন্তী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না।১০

দুঃখে অন্ধ হইয়া কল্যাণী কুন্তী

পাঠান্তর :— (১) ভারতর্ষভ।

এতাবান্ পুরুষত্বাত দুঃখং বন্ধিন্ ন বিদ্যতে।
যাবন্ত কুর্যাদ্যোহন্ত কুর্যাদ্যত্রাধিকং ততঃ ॥১৪

তমিদং ব্রাহ্মণত্বাত দুঃখমাপতিতং প্রভুম্।
তত্রত্ত যদি পাত্রায় কুর্যাদুপকৃতং ভবেৎ ॥১৫

ভীষ্মেণ উবাচ।
জানাম্যহং যদ্ দুঃখং ব্রহ্মণস্তস্য সমুত্থিতম্।
বিধিনা যাস্যসীত্যপি যদপি স্যাৎ তদুচ্যতাম্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তৌ কথয়তো ত দুঃখং তদ্ব্রাহ্মণঃ যবম্।
আত্মিনং তত্র বিপ্রস্য সভার্যস্য বিশাম্পতে ॥১৭
অন্তঃপুরং ততস্তস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
বিবেশ ত্বরিতা কৃষ্ণা যত্রাস্তে সা পতিব্রতা ॥১৮

তত্রস্থং ব্রাহ্মণং তত্র ভার্যয়া চ সুতেন চ।
দৃষ্ট্বা চৈব সহিতং দদর্শাভিমতাননম্ (১) ॥১৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।
যিস্মিন্ জীবিতং লোকে সফলাকাঙ্ক্ষবর্ধনম্।
দুঃখমূলং পরাধীনং সুখপ্রতিহতাত্মি চ ॥২০
জীবিতে পরমং দুঃখং জীবিতে পরমো জ্বরঃ।
জীবিতে মর্ত্যমানস্য দুঃখান্যায়ান্তমো ক্রমঃ ॥২১
আত্মা যেনেহ বি ধর্মার্থী কামৈশ্চাপি বিবর্জিতঃ।
এতৈস্তু বিপ্রযোগোঽপি দুঃখং পরমনন্তকম্ ॥২২
আহুঃ কেচিৎ পরং যোগং ন চ যান্তি কথঞ্চন।
অর্থপ্রাপ্তৌ তু নরকঃ দুঃখস্য প্রসবঃ পরঃ ॥২৩
অর্থেপ্সুনা পরং দুঃখমর্থপ্রাপ্তৌ তদ্বাধিকম্।
জ্ঞাতয়স্তস্য চার্থেষু বিপ্রযোগে মহত্তরম্ ॥২৪

তখন ব্রাহ্মণ ভীষ্মকে বলিলেন,—"আমরা অনেকদিন এই ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্রপৌত্রসহ অজ্ঞাতবাসে নিরুদ্বেগে এখানে বাস করিতেছি। এক্ষণ আমার মনে হইতেছে, ইঁহার দুঃখ যখন এতদিন সুখে কাল কাটাইয়াছি, তখন ইঁহারও বিপদ হইতে আমাদের রক্ষা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করে, সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। সুতরাং অন্যলোকে এই বিপদে ঐ ব্রাহ্মণের যে উপকার করিত, তোমাকে তাহা অপেক্ষা অধিক করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের বিপদই বিপদ কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যদি বিপ্র উপকার এ সময় করিতে পারি, তবে খুবই ভাল হয়।১১-১৫

ভীষ্মসেন বলিলেন,—আপনি ইঁহাদের কি দুঃখ, এবং কি কারণে ঐ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিয়া আসুন। জানার পর যদি বুঝা যায় যে ইহা দূরকর্ম, তাহা হইলেও ইহা সাধন করিতে চেষ্টা করিব।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। কৃষ্ণা ও ভীম যখন এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তখন পত্নী সহিত ব্রাহ্মণের পুরমধ্যে আগমন তাঁরা দেখিতে পাইলেন।১৭

দুঃখের বিষয়ে যাহারা বাধা থাকিলে যাজ্ঞী যেমন' অন্য গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণা তখন অন্তঃপুরে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।১৮

তিনি দেখিতে পাইলেন ব্রাহ্মণ, পত্নী, পুত্র ও কন্যার সহিত অবনতমুখে বসিয়া আছেন।১৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—যে জীবন ইহলোকে অনর্থক, দুঃখমূল, দুঃখমূল, পরাধীন এবং অপ্রিয়কর, সে জীবনে ধিক্।২০

বাঁচিয়া থাকিলেই দুঃখ, বাঁচিয়া থাকিলেই পরম সন্তাপ এবং বাঁচিয়া থাকিলেই নানাবিধ দুঃখের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী।২১

পাঠান্তর।—(১) দদর্শ বিপ্রকাম্যম্।

পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণের পুরমধ্যে আগমন তখন দেখা গেল

ন হি যোক্ষ্যে প্রপদ্যাহি যেন মুচ্যেয়মাপদঃ।
পুত্রদারেণ যা সার্ধং প্রাদ্রবেয়মনাথবৎ ৫২৪
ধর্মজ্ঞং বৈ সদা পূর্বং সেব আত্মানি তত্ত্ব তথা।
সেবেত ধর্মতত্ত্বো গচ্ছং স্বর্গং তু সহ ন সংশয়ঃ ৫২৫
ইহ রাজা বিমুচ্যাহি পিতা চাপি অমেতি বৈ।
উভয়তশ্চাপি দুর্মেধে বাচ্যমানা মহাসহৎ ৫২৭
ধর্মযোগাচ্চাপি (১) পিতা দুষ্টদুষ্টা ন তা চিরং তব।
ভজতা দুষ্টপুরাণ্ড ঠত্র যাসে তু কা ভক্তিঃ ৫২৮
সোহহং তে বন্ধুনাশায়া অশুভায়া অঘো মম।
বন্ধুনাশাৎ সমুদ্ভূতো দুঃখরূপো মম ৫২৯

অথবা বন্ধুবিনাশোত্থং ন হি পক্ষ্যামি কর্হচিৎ।
পরিত্যক্তুং মমেচ্ছা বৈ ভীরুং দুষ্টসমং ৫৩০
সহধর্মচারীং ভার্যাং বিদ্যাং বান্ধবমাত্মনঃ মম।
সখায়ং শিষ্যিতাং সেবৈরিতাং পরিচিতাং গতিম্ ৫৩১
পিতা মাতা চ বিদিতাং সদা গার্হস্থ্যভাগিনীম্।
বর্ধয়িত্বা প্রযাস্যামি অনুমতং পতিব্রতং চ ৫৩২
কুলীনাং শীলসম্পন্নামপত্যজননীমপি।
স্বামিনং জীবিতস্যার্থে নাস্মীমনসা চারিণীম্ ৫৩৩
পরিত্যক্তুং ন পক্ষ্যামি ভার্যাং নিত্যানুব্রতাম্।
কৃত এব পরিত্যক্তুং দুষ্টং পক্ষ্যামি কর্হচিৎ ৫৩৪

এক আত্মাই বন্ধু, অর্থ ও ভাম ভোগ করে; অথচ ইহাদের বিয়োগে অনন্ত দুঃখ লাভ হয় ।২৪

কেহ কেহ যুক্তি দেখে এই কথা বলেন, কিন্তু ঐ যুক্তি আমার পক্ষে দুর্যুক্তি ;(কারণ অর্থের জন্য আমার ভার্যা পুত্রদের ত্যাগ করিতেই হইবে, অথচ) অর্থের প্রাপ্তি হইলেই সম্পূর্ণ অনন্তদুঃখ মুক্তির হয় ।২৩

অর্থের নিন্দাই দুঃখের কারণ, অর্থপ্রাপ্তি হইলে আরও বেশী দুঃখ; আবার ঐ অর্থের উপায় করিয়া রাখিবার পর উহা যদি না হয়, তবে আরও বেশী দুঃখ হয় ।২৫

এখন কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি, যা, যাহার দ্বারা এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, অথবা পুত্রপৌত্রাদিকে সঙ্গে করিয়া নিরাপদে অরণ্যে যাইতে পারি ।২৬

হে ব্রাহ্মণি। আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি এ স্থান ত্যাগ করিয়া অরণ্য বিপদ্‌হীন স্থানে যাইবার জন্য—ইহা তুমি জান কিন্তু তুমি আমার কথা শুন নাই ।২৭

হে বুদ্ধিহীনে। আমি বার বার বলিলেও আমার কথা শুন নাই; আরও বলিয়াছ যে, "এখানেই জন্মিয়াছি, বড় হইয়াছি, আমার পিতা এখানেই

পাঠান্তর :— (১) ধর্মযোগি।

যাইবেন" ।২৭

তোমার শ্বশুর পিতা ও মাতা যে সব ভাল ভাল খাদ্য তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তুচ্ছপূর্ব বন্ধুগণও অর্থ গিয়াছেন, তথাপি সেই স্থানের প্রতি এত আসক্তি কেন ।২৮

তুমি বন্ধুবান্ধবদের সহিত একত্র বাসের আমার যে আশার কথা শুন নাই, তাহাই তোমার দুঃখজনক সেই বন্ধুবিনাশরূপ ফল এখন উপস্থিত হইয়াছে ।২৯

অথবা এখন আমার সম্পূর্ণ বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে; আমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নির্বিঘ্নের তার অন্য জাতির প্রাণ বিনাশ হইতে বিরত পারি না ।৩০

যে আমার সহধর্মিণী, সংকার্যেরিতা, বান্ধবস্থানা, সেবকগণ যাহাকে সখা ও পরমাত্মীয়রূপে বিবেচনা করিয়াছেন, পিতা মাতা যাহাকে গার্হস্থ্যধর্মের সহিনী করিয়া দিয়াছেন, যাহাকে যথাবিধি বেদ পড়িয়া গ্রহণ করিয়া আনিয়াছি, যিনি কুলীনা, লজ্জাশীলা, পুত্রবতী, সাধ্বী ও নিষ্পাপা, সেই নিজ পত্নীকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যে পুরুষ বালক, অজ্ঞানবশতঃ, যে এমন কথা বলিতেই শিখে নাই, সেই পুরুষই বা কেমন করিয়া পরিত্যাগ

যানমপ্রাপ্তবয়সমজাতব্যঞ্জনাকৃতিম্।
অর্ভকং মাং নিহিতং জ্ঞাত্বা ত্বং ত্যক্তুমর্হসি ॥৫৫
যদা দৌহিত্রজন্মানমাশ্রমে শিশুভিঃ সহ।
মদ্বৎসাঃ ক্রীড়িষ্যন্তি কথং ত্বংস্নেহদুঃখিতে ॥৫৬
অক্ষয়ে কেতিবিধিং স্নেহঃ পুত্রে পিতুর্নৃণাম্।
কন্যায়াং কেতিপয়ে মম তুল্যানুকৌ স্মৃতৌ ॥৫৭
যত্তাং লোকাঃ প্রশংসন্তি ত্বিতা নিত্যমথো সুখম্।
অপাপাং জাতবং মাতঃ কথং ত্বংস্নেহদুঃখিতে ॥৫৮
আত্মানমপি চোৎসৃজ্য তপস্যামি পরলোকগঃ।
ত্যক্তা স্নেহে যদা বাক্তং স্নেহং শক্যামি বীক্ষিতুম্ ॥৫৯

এবাকৃতেরবজ্ঞাগো মৃগংসো ধিষিতো ময়া।
আত্মত্যাগে কৃতে ঘোরে ধিষিতস্তি সদা বিদা ॥৬০
ন কৃতঘ্নস্যাস্তি লোকো ন পরস্যেহমাপদম্।
অহো ধিক্ ত্বাং অধিং ত্বং গমিষ্যসি সত্বরম্।
সর্বৈঃ সহ সুহৃদ্ ভেদো ন চ মে জীবিতং ক্ষমম্ ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে পরলোকস্থাং সংবিধায়া দৈহদিক্যাদিপর্বণি বসুধাপর্বণি ব্রাহ্মণচিত্রায়াং ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১১৫৬

করিব? যে কন্যা পাইবার জন্য ভগবান্ আমায় বিশেষ লক্ষিত করিয়াছেন, যাহার এখন কোন স্ত্রীলোকের চিহ্ন হয় নাই, আমি শিশুগণের সহিত যাহার গর্ভজাত দৌহিত্রকে পিতামহী অর্থাৎ লালন করিতে জানি, যাহাকে আমি নিজে জন্ম দিয়াছি, সেই বালিকাকেই বা আমি কেমন করিয়া ত্যাগ করিব ।৫১-৫৬

কেহ কেহ বলেন—পিতার কন্যাপেক্ষা পুত্রে অধিক স্নেহ হয়; আবার কেহ কেহ বলেন—পুত্রাপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ হয়; কিন্তু আমার কাছে উভয়েই সমান ।৫৭

যাহার পুত্রের উপর পুণ্যলোক, যশোলাভ এবং নিজসুখ—সব কিছু নির্ভর করে, সেই নিষ্পাপা বালিকাকে মানুষ কি করিয়া পরিত্যাগ করে? ।৫৮

নিজেকে পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে গিয়া এই ভাবিয়া দুঃখ হইবে যে, আমার অভাবে উহারা সকলেই হয়ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে ।৫৯

উহাদের মধ্যে কাহাকেও ত্যাগ করাকে আমিও নির্দয়তাপূর্ণ ও নিন্দনীয় বলিয়াছি। হায়, আমি মরিয়া গেলেও আমার বিরহে উহারা কেহই বাঁচিবে না ।৬০

অহো! আমি আজ ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায়ই নাই। অহো, আমাকে ধিক্! জাতিধ্বংস সন্নিকট আমার কি গতি হইবে? আমার বাঁচিয়া থাকা কখনও উচিত নয়। সুতরাং আজ সকলে মিলিয়া একসঙ্গে মরিব ।৬১

অধ্যায়ে ঘোর অন্যায়ে ৫৮ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়—

(তুমি এই পরিত্যাগ। তুমি পরলোকের যশ।
আমাদের সঙ্গে ইহাকে পরিত্যাগ করিও না ।
তুমি যাহাকে নিজের পুত্র হইতে। বিশ্ব করা।
আর তুমি পিতৃকুলের যত যাহার স্নেহের।
যাহার যে তুমি যাহাকে তাহার বিশ্বাসের।
তুমিও সে তুমি যাহাকে তাহার বিশ্বাসের।
তুমিও স্নেহের তুমি দুঃখিনীকে বিদ্ধ।

যে পিতামহীদিগে তুমি তাহাদিগে পুত্রম্।
তাহাদের যে সন্তানেরা যে যা যে তুমিও যে।
তুমি তো তুমি পুত্রা যে আর তাহার যে তুমি।
যে পুত্রাদি তাহা আর তুমি তুমি তুমিও আমিও।
তুমিতেও যে পত্যাদি তুমি যত্ন তুমি যে।
এমন তাহার। যে পরাদি তুমিও তুমিও।
আর তাহাদের যা যদি পত্যাদি তুমি।
পরিত্যাগ তুমি তুমি তাহা জীবন্ তুমিও।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সরলাবেদী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাংশের বসুধাপর্বে ব্রাহ্মণচিত্রানামক ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণ্যঃ বহুধর্ম্মজ্ঞো প্রজাস্থ, পত্নীভীষ্মকথনঞ্চ।]

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ প্রাণত্যাগেন ভার্গবি।
ন হি সন্তাপকালোঽয়ং বৈক্লব্যস্য তব বিদ্যতে ॥১

অবশ্যং বিবশৈঃ সর্বৈর্ম্মর্ত্তব্যমিহ জন্তুভিঃ।
অবশ্যম্ভাবিনর্থে চ ন সন্তাপো মম ক্ষিতে ॥২

ভার্য্যা পুত্রোঽথ দুহিতা সর্ব্বমাত্মার্থমিচ্ছতে।
যাচমানে ময়ি সুভ্রূত্বা যৎ মাং যাচসি তত্ত্ব চ ॥৩

এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনম্।
প্রাণানাং পরিত্যাগো যদ্ ভর্ত্তুর্হিতমাচরেৎ ॥৪

তদ্ধ তত্র কৃতং কর্ম্ম তবাপীহ সুখাবহম্।
অবতারয় চাত্মানং লোকেঽস্মিংশ্চ কুলন্ধর ॥৫

এষ চৈব পরো ধর্ম্মঃ প্রবক্ষ্যাম্যহং তব।
অর্থশ্চ তব ধর্ম্মশ্চ যত্রাবত্র প্রবৃত্ততে ॥৬

যদর্থমিচ্ছতে ভার্য্যা প্রাণান্ লোকেশ্বরস্য হি।
কস্তাং তৈক্ষ্ণ সুমাত্মানং কৃতাবমন্যতা ত্বয়া ॥৭

সমর্থঃ পোষণে চাপি সুতয়ো রক্ষণে তথা।
ন ত্বয়ং সুতয়োঃ শক্তা তথা যজন-পোষণে ॥৮

যদ্ধি যদ্বিহীনায়াঃ সর্ব্বপ্রাণধনেশ্বর।
কথং ভার্য্যাং তবৈবাদ্য বাসনী অবেক্ষক কথং ত্বয়ম্ ॥৯

কথং হি বিধবানাথা কুলপুত্রী বিনা ত্বয়া।
বিশুদ্ধং ভার্গবিষ্যামি শ্রুতা সাধুত্বতে পথি ॥১০

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক নিজ দুষ্কার ইচ্ছা প্রকাশ এবং পতির জীবন কামনা।]

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—আমার মতন মানুষের প্রায় আপনার এমন দুঃখ করা উচিত নয়, আপনার প্রায় বিদ্বানের পক্ষে ইহা সন্তাপ করিবার সময়ও নয়।১

সকল মানুষই একদিন না একদিন মরিবেই, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোক করা উচিত নয়।২

ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা সকলেই নিজের জন্য ইচ্ছা করেন। সুতরাং আপনি সুবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া দুঃখ পরিত্যাগ করুন। আমি নিজেই যেখানে যাইব।৩

নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও পতির হিতসাধন করা কর্ত্তব্য—ইহাই মনুষ্যলোকে পত্নীর পরম ধর্ম্ম।৪

পতির জন্য আমার এই প্রাণ পরিত্যাগ-রূপ কর্ম যেমন আপনার পক্ষে ইহলোকে সুখকর এবং যেমনই আমার পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে অক্ষয় ধর্ম্মের কারণ।৫

আমি এখন এই প্রধান ধর্ম্মের কথা আপনাকে বলিব, যাহাতে আপনার অর্থ ও ধর্ম উভয়ই প্রচুর পরিমাণে রক্ষা হইতেছে।৬

যাহার জন্য আপনি পত্নী চাহিয়াছিলেন, আপনি এক কন্যা ও এক পুত্র লাভ করায় আপনার তাহা সিদ্ধ হইয়াছে এবং আমিও রক্ষা হইয়াছি।৭

আপনি পুত্র ও কন্যার রক্ষণে এবং পালনে সমর্থ, কিন্তু আমি তাহাদের রক্ষণপোষণে সমর্থ নহি।৮

যে প্রাণ ও ধনের ঈশ্বর! আপনি মরিয়া গেলে এই পুত্র ও কন্যার কি দশা হইবে? আমি ইহাদিগকে কেমন করিয়া বাঁচাইব?৯

আপনি চলিয়া যাইলে আমি অনাথা ও বিধবা হইয়া সাধুপথে অবস্থান করত এই শিশুপুত্রকন্যাকে কি করিয়া বাঁচাইব?১০

অবরুদ্ধাসি বৈ কন্যে প্রার্থ্যমানাস্বিহাং গৃহাৎ।
অমুষ্যৈতদ্ধ সদৃশে কথং সজ্যাদি রক্ষিতুম্ ॥১১
উৎসৃষ্টমস্মিন্ ভূমৌ প্রার্থয়ন্তি যথা খগাঃ।
প্রার্থয়ন্তি তথা সর্বে পতিহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্ ॥১২
গাং কিলাস্যামো বৈ প্রার্থ্যমানা দুরাসদিঃ।
ন্যাসং পশ্যি ন সজ্যাদি সজ্জমেতে দ্বিজোত্তম ॥১৩
কথং তব সুতৈকেয়মিয়ং বালাবমন্যতে (১)
সিংহস্যেবাস্যতে যূথং নিবাত্ত্বমনুৎসহে ॥১৪
কথং সজ্যাদি বালেয়মিমং গুণবদাত্মজম্।
অনাথে সর্বতো দুঃখে ত্যক্ষ্যে ত্বং দুর্বলিষ্যসি ॥১৫
ইত্যেবমপি চ ত্বে বালামন্যথাঃ পরিরক্ষিতুম্।
অনর্হাঃ প্রার্থয়িষ্যন্তি সূক্ষ্মা বেণ্যেব তিত্তিরিং যথা ॥১৬

আপনার কুলের অযোগ্য অন্যায়ী কোন পুরুষ যদি আমার কন্যাকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে চায়, তখন আমি কেমন করিয়া তাহার হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করিব ?১১

পক্ষিগণ যেমন পরিত্যক্ত আমিষকে চায়, তেমনই পতিবিহীনা স্ত্রীকে ইই পুরুষগণ প্রার্থনা করে।১২

হে দ্বিজোত্তম! দুরাত্মাগণ আমাকে প্রার্থনা করিয়া যখন সংপথ হইতে বিচলিত করিবে, তখন আমি কি করিয়া সেই সংপথে থাকিতে পারিব ?১৩

আপনার কুলের একমাত্র বালিকা বিনষ্টপ্রায়া কন্যাকেই বা কি করিয়া দিব। শিংহের প্রকৃতি দেখিয়া সংপথে রাখিতে পারিব ?১৪

আপনি বলেন, আপনি যেরূপ এই বালককে সদ্‌গুণসম্পন্ন করিতে পারিবেন, আপনি না থাকিলে সর্বাধিকারী অনাথ এই বালককে আমি যা কি করিয়া আপনার ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন করিব ?১৫

অনধিকারী সূক্ষ্ম বেমন বেণ্যবণ করিতে ইচ্ছা করে, তেমনই ইহারাও এই অনাথা বালিকাকে আমাকে পরাভূত করিয়াও প্রার্থনা করিবে।১৬

কাক যেমন হংসের গতি দেখিয়া মরে, তেমনই সেই মন্দ বুদ্ধি লোক আপনার উত্তম গুণে গুণবতী এই কন্যাকে আমি দিতে না চাহিলে জোর করিয়াই হরণ করিবে।১৭

হে ব্রহ্মন্! আমি যদি দেখিতে পাই যে, আপনার পুত্র আপনার ন্যায় গুণী হয় নাই এবং আপনার কন্যা দুই পুরুষের হাতে পড়িয়াছে, তাহা হইলে আমি আমার এই অপহারিণী ও অযোনিজা জীবন রাখিব না।১৮–১৯

আমাকে ও আপনাকে উভয়কেই হারাইয়া জলশূন্য জলাশয়ে মৎস্যের ন্যায় ইহারা উভয়েই বিনষ্ট হইবে।২০

আপনার বিষয়ে সর্বপ্রকারে এই বিনতী প্রার্থনা নিষ্ফলহয় নষ্ট হইবে, সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনার কর্তব্য।২১

পাঠান্তর :—(১) বালমন্যতে ত্বাম্।

পাঠান্তর :—(১) পরা পতিঃ। (২) ক্ষয়ম্।

(পিতরং ধনমাপ্নোতি হি পিতা পিতরং মাতা পিতরং ভ্রাতা।
অপিতরং হি ন ভ্রাতারং বা পত্নিং বাপ্নোতি ॥)
পত্নিত্যাগঃ সুতত্যাগাৎ দুর্নিবেকঃ তথা ধনম্।
তস্মাদ্ধনং পরিত্যজ্যাত্মার্থং জীবিতং চ যে ॥২৩
যৌতকস্তোভিনিয়তৈর্যোনৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
বিশ্লিষ্যন্তে স্ত্রিয়া ভর্তুর্নিত্যং প্রিয়বিতো বিধিঃ ॥২৪
তস্মিন্ ধনকৃতার্থাদি ধর্মং পাতকসম্মতম্।
ইষ্টৈরেনং বিবাহৈশ্চ তথা চৈব সুতৈশ্চ ন ॥২৫
ইষ্টানি চাপ্যপত্যানি ত্রয়াণি ত্রয়শঃ স্ত্রিয়াঃ।
আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ॥২৭

পুত্রীকৃতৈশ্চ নার্যা বৈ ভার্যা পুত্রো ধনং সুতম্।
সর্বমেতৎ বিবাহেষু বুধানামেব নিশ্চয়ঃ ॥২৮
একতো বা সুতঃ কৃৎস্নমন্যতো বা সুতা সমা।
ন হ্যেকং সর্বমেবেতি বুধানামেব নিশ্চয়ঃ ॥২৯
ন সুতস্য ময়া কার্যা তারয়াত্মানমাত্মনা।
অনুজানীহি মামার্য সুতো মে পরিপালয় ॥৩০
অবধ্যাং স্ত্রিয়মিত্যাহুর্ধর্মজ্ঞা ধর্মনিশ্চয়ে।
ধর্মজ্ঞাম্ ঋতুকালাদূর্ধ্বং ন চ মাং হন্তুমর্হসি ॥৩১
নিঃসংশয়ং ধ্রুবঃ পুত্রাৎ স্ত্রীণাং সংপ্রসবো যতঃ।
অতো মামেব ধর্মজ্ঞ প্রজাপতিমুদাহর ॥৩২
সুতং প্রিয়ায়াস্তাতানি ধর্মজ্ঞ চরিতো মহান্।
তৎ প্রবৃত্তিং প্রিয়া প্রাপ্তা ন মাং তস্যাস্ত-
জীবিতম্ ॥৩৩

হে রাজন্! পুত্রবতী স্ত্রী যদি পতির মৃত্যুর পূর্বেই মরে, ধর্মবিদ্‌গণের মতে তাহাই তাহার উত্তম গতি ॥২৪

(পিতা, মাতা ও পুত্র—সকলেই পরিমিত সুখ দান করে, কিন্তু পতি পত্নীকে অপরিমিত সুখ দান করে; সুতরাং সেই পতিকে কোন্ স্ত্রী অতিক্রম করে?) আমি আপনার জন্য নিজের এই জীবন, এই পুত্র ও কন্যা এবং সমস্ত বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিলাম ॥২৩

স্ত্রী যদি পতির প্রিয় ও হিত কার্যেই তৎপরা থাকে, তবে তাহা যাগযজ্ঞ, তপস্যা, দান প্রভৃতি সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক ॥২৪

সুতরাং আমি যাহা করিতে চাহিতেছি, তাহাই সজ্জনসম্মত পরম ধর্ম এবং উহা আপনার ও আপনার কুলের পক্ষে পরম ইষ্ট ও হিতকর ॥২৫

সজ্জনগণের মত এইরূপ,—পত্নীই পুত্রবতী, ধনসম্পত্তি, প্রিয়পরিজন, সুতস্বরূপ এমন কি পত্নী—এসমস্তই আপন হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই—ইহাই সজ্জনগণের অভিমত ॥২৬

বিপৎকালের জন্য ধন রক্ষা করিবে, ধনের দ্বারাও পত্নীকে রক্ষা করিবে, পত্নী ও ধনের দ্বারাও নিজেকে সর্বদা রক্ষা করিবে ॥২৭

জ্ঞানিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ভার্যা, পুত্র, ধন ও ভৃত্য—এ সমস্ত ঔরস (লৌকিক) ও অঔরস (পারলৌকিক) ভেদের জন্য বিভিন্নরূপ হইবে ॥২৮

একদিকে সমস্ত ধন এবং অন্যদিকে ধনসম্পত্তি নিজে; এই উভয়ের তুলনা করিলে সমস্ত ধন আপনার তুল্য হইবে না—ইহাই জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত ॥২৯

সুতরাং হে পরমপূজ্য। আমার দ্বারা আপনি অবশ্যই কার্য করুন, আপনাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন, আমাকে যাইবার অনুমতি দিন; এই পুত্র ও কন্যাকে পালন করুন ॥৩০

ধার্মিকগণ ধর্মনির্ণয়স্থলে স্ত্রীকে অবধ্যা বলেন, আর রাজসমক্ষেও তাঁহারা ধর্মজ্ঞ বলিয়াছেন; সুতরাং সেই যুক্তিবলে আমাকে না মারিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে ॥৩১

পুত্র হইতে তাহাকে যে অবশ্যই বর লাভ করিবে,

ভাতৃপুত্রা চ বৃদ্ধা চ প্রিয়কামা চ মে সদা।
সর্বাভিস্তনয়ৈঃ সর্বং যাচনায়াং করোম্যহম্ ॥৩৩
উৎসহ্যাপি হি ভার্যায়া প্রাপ্যতেঽর্থাপি প্রিয়ম্।
তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতো ধর্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব ॥৩৪
ন চাপ্যবর্তঃ কল্যাণ বহুপত্নীকৃতাৎ (১) মৃষাৎ।
স্ত্রীণামবর্তঃ সুমহান্ ভর্তুঃ পূর্বং মহাদ্যুতে ॥৩৫
এতৎ সর্বং সমীক্ষ্য ত্বমাত্মত্যাগক মহিষম্।
আত্মানং ভারতাগ্র্যাণাং কুলে স্রেষ্ঠং চ কারকৌ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তদা ভর্ত্রা সা সমাদিশ্য ভারত।
মুমোচ বাষ্পং শনকৈঃ সরংস্তো কুলমুদ্বহন্ ॥৩৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি দ্রাক্ষীয়ায়ণ্যুপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৭

কিন্তু স্ত্রীকে বধ নাও করিতে পারে; অতএব হে ধর্মজ্ঞ! আপনি আমাকে পাঠাইয়া দিন।৩২

আমি প্রিয় বস্তুসমূহ ভোগ করিয়াছি, অনেক ধর্মও করিয়াছি, আপনার নিকট হইতে সন্তানও লাভ করিয়াছি; সুতরাং ইহা আমাকে কোন দুঃখ দিতে পারিবে না।৩৩

আমি পুত্রবতী ও বৃদ্ধা হইয়াছি; আপনার প্রিয়কার্য করিতে সর্বদাই আমি উদ্যুক্ত; এই সব চিন্তা করিয়া আমি ধর্মলাভের জন্য ভিক্ষা করিয়াছি।৩৪

আর্য! আমার অভাবে আপনি অন্য স্ত্রীও পাইবেন; তাহাতে আপনার পারিত্র্য ধর্মও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।৩৫

হে কল্যাণবর! পূর্বে বহু পত্নী করিলে তাহাতে কোন অধর্ম হয় না; কিন্তু পূর্ব পতি ভিন্ন অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলে স্ত্রীলোকের গুরুতর অধর্ম হয়।৩৬

এই সব চিন্তা করিয়া আপনি দ্বিতীয়বার আত্মত্যাগ না করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন এই পুত্র ও কন্যাকে এবং আপনার কুলকে রক্ষা করুন।৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশধর! স্ত্রী এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করত অশ্রুর সহিত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ধীরে ধীরে অঙ্গবিসর্পণ করিতে লাগিলেন।৩৮

পাঠান্তর :—(১) বহুপত্নীকৃতাঃ।

শ্রীবরদরাজবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বের দ্রাক্ষীয়ায়ণ্যুপাখ্যানের সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণকন্যারাত্মায়-বিবেকপ্রকর্ণম্, তথা সর্বেষাং শমীপে কৃত্যা গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথার্দ্ধরাত্রিসময়ে ব্রাহ্মণস্যাত্মজাঃ নিশম্য তু।
তাসাং দুঃখপরীতানাং কথা তাবজ্জনেশ্বর ॥১
বিবেকং কৃতবন্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ ব্রাহ্মণাত্মজৌ।
অথাপি ভ্রাতরং বাক্যং প্রত্যুবাচ চ কিঙ্করঃ কনীয়ান্ ॥২
ধর্ম্মজ্ঞাশ্চৈব পরিত্যাজ্যা দুষ্করৈর্নাত্র সংশয়ঃ।
ত্যক্তব্যাশ্চ ত্বয়া পরিত্যাজ্যা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে যত্নেনৈব ॥৩
ইত্যুক্তস্তেন তদ্বাক্যং ভ্রাতৃভিস্তৈস্তি আত্মভিঃ।
অস্মিন্ পূর্ব্বতরে কালে তৎপ্রঃ প্রবভাষিরে ॥৪
ইহ বা জায়তে দুঃখাদ্ দুঃখং বা প্রেত্য জায়তে (১)।
সর্ব্বথা জায়তে দুঃখং দুঃখাদ্যতে দুঃখং ॥৫

আকাঙ্ক্ষন্তে চ যৌষিত্রাম্ ধরি নিত্যং পিতামহাঃ।
তৎ যদ্যহং বৈ পরিত্রাতে দুষ্কৃতী জীবিতং পিতুঃ ॥৬
আত্মা চ মম যাস্যোহয়ং স্বর্গে লোকমনুত্তমম্।
অনিষ্টেনৈব কালেন বিমুক্তস্য ন সংশয়ঃ ॥৭
তাতেঽপি হি গতে স্বর্গং বিনষ্টে চ মমানুজে।
পিতঃ পিতৃণাং বৃদ্ধিস্যাৎ তৎ তেষাং বিপ্রিয়ং
অবৎ ॥৮
পিত্রা ত্যক্তা তথা মাত্রা ভ্রাত্রা চাহমসংশয়ম্।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য ক্ষিপ্রমেবানুযোক্ষ্যতা ॥৯
ইতি ভ্রাতৃবচঃ শ্রুত্বা মাতা ভ্রাতা চ যে পিতুঃ।
সন্তানস্যৈব পিতুশ্চ প্রতিষ্ঠাকরমাত্মনঃ ॥১০

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের কন্যাকর্তৃক ত্যাগ ও বিবেক প্রকর্ণ এবং তাহার সকলের নিকট গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর দুঃখপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বালিকা কন্যা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া পিতা-মাতাকে বলিতে লাগিল ॥১

কেন আপনারা দুইজনে অত্যন্ত দুঃখার্ত হইয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছেন, আপনারা আমার কথাও শুনুন, তাহার পরে কর্ত্তব্য হয় করুন ॥২

ধর্ম্মজ্ঞজনেরও আপনারা আমাকে বিবাহ দিয়া পরিত্যাগ করিবেন বলা,—ইহাতে সন্দেহ নাই সুতরাং এজন্যই আমাকে আপনারা এখনই পরিত্যাগ করিয়া সকলকে পরিত্রাণ করুন ॥৩

সন্তানের ইচ্ছা মানুষ এই জন্যই করে যে, সে মাতাপিতাকে সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিবে। আজ সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; আপনারা নৌকার ন্যায় আমার দ্বারা আপনাদিগকে ত্রাণ

পাঠান্তর :—(১) ক্ষেত্র জায়তে।

করুন ॥৪

ইহলোকেই হউক অথবা পরলোকেই হউক, পুত্র পিতামাতাকে ঐহিক বা পারত্রিক দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবে, ইহাই জন্য জানিবেন (ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখত্রাতাকে) পুত্র বলে ॥৫

আমরা পিতামহগণ আকাঙ্ক্ষা করেন যে, তাঁহাদের যৌষিত্র অর্থাৎ আমার পুত্র তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। আমি পুত্রের উপর ভরসা না করিয়া পিতার জীবন রক্ষা দ্বারা স্বয়ংই পরিত্রাণ করিব। (তাহা হইলে অর্থতঃ তাঁহাদেরও পরিত্রাণ করা হইবে; কেননা পিতা বাঁচিয়া থাকিলে আরও কন্যা হইতে পারিবে এবং সেই কন্যার পুত্র তাঁহাদের পিণ্ড দিতে পারিবে।) ॥৬

আমার ভ্রাতা বালক, আপনি বাঁচিয়া থেকে অতিকালের মধ্যে সেও মরিবে—সন্দেহ নাই ॥৭

যদি পিতা স্বর্গে যান ও অনুজ ভ্রাতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে পিতৃপুরুষের পিণ্ড লোপ হওয়ায় তাঁহাদের অপ্রিয়ই করা হইবে ॥৮

পিতা, মাতা ও ভ্রাতা যদি আমাকে ত্যাগ

আত্মা পুত্রঃ দদা জাতো হৃদয়স্থ দুর্হিতা পিতঃ।
ন কৃচ্ছ্রাদ্বোদ্ধুমাত্মানং মাঞ্চ ধর্মে নিযোজয় ॥১১
অনঘা কৃপণা বালা ত্বদ্ভক্তপরমাধিনী।
অবিষ্যামি ত্বয়া তাত বিহীনা কৃপণা ভৃশং ॥১২
অথবাহং করিষ্যামি কুলনাশঞ্চ বিশোচনম্।
ত্বৎসমক্ষং অবিষ্যামি কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ॥১৩
অথবা যাচমে তাত ত্যক্ত্বা মাং বিজয়ায় বৈ।
পীড়িতাং অবিষ্যামি তবৈবেতদ্ব ধার্যতাং ॥১৪
তদ্বচনমর্থং ধর্মার্থং শ্রুত্বার্থং স পরন্তপ ।(১)
আত্মানং পরিত্যজ্য তাতকার্যং মাত্ম সন্ত্যজ ॥১৫

ধর্মস্তদ্বচনশ্রেষ্ঠং ন ত্বা ত্রাং কালোঽত্যগাদয়ম্।
কিং ত্বতঃ পরমং দুঃখং যদ্ যয়ং ধর্মতো ত্যজি ॥১৬
যাচমানা পরাধর্মং পরিত্যাবেবহি ত্বয়ং।
ত্যজি ত্বয়োগে নির্মুক্তে শ্রেয়োলাভং সমাপ্নুহি।
অন্যত্র মরতী লোকে অবিষ্যামি ত্বয়াবিনা ॥১৭
ইতঃ প্রয়াণে যোরাশ্চ পিতর্যেষি ন প্রত্যুত্।
ত্বয়া রক্ষেন ঘোরেণ অবিষ্যন্তি হিতায় বৈ ॥১৮-৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুবিধং তত্র বিলপ্য পরিদেবিতম্।
পিতা যাত্রা চ দা চৈব তত্র প্রত্যক্ষতুষ্টয়ঃ ॥১৯

হইয়া যায়, তবে তাঁহাদের অভাবে শুশ্রূষার লোকে দুঃখার্তা হইয়া আমিও নিশ্চয় মরিয়া যাইব।১৩

আপনি বাঁচিয়া থাকিলে, আমার মাতা, পিতৃ ভ্রাতা, সন্তানসন্ততিরা ও পিতৃ—সবই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে সন্দেহ নাই।১৪

লোকে বলে পুত্র তো আত্মা, পত্নী মিত্র; কিন্তু কন্যা কেবল কষ্টের কারণ; সুতরাং কষ্টের কারণ আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনারা রাক্ষসদের আপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করুন এবং আমাকেও পুণ্য অর্জন করিতে দিন।১৫

হে তাত! আপনার অভাবে যাদিয়া আমি অবাধা ও কৃপণা (দয়ার পাত্রী) হইয়া ইহার যেখানে সেখানে চলিয়া যাইব।১২

অথবা আমি আমার মৃত্যুর দ্বারা এই দুঃখের ইতি করিব। এই দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করিয়া যে পুণ্য লাভ করিব, তাহাতে আমার জন্য সফল হইবে।১৩

হে রাজর্ষে! আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই রাক্ষসের কাছে চলিয়া গেলে আমি কিরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইব, তাহাও তো আপনার দেখা দরকার।১৪

অতএব হে সাধুশিরোমণে! আপনি আমার ভবিষ্যৎ দুঃখ মোচনের জন্য, বংশের জন্য এবং ধর্ম-পরম্পরা রক্ষার জন্য নিজেকে রক্ষা করুন; আমাকে তো অবশ্যই তাহাকে দিতেই হইবে, আজই আমাকে এই রাক্ষসের হাতে দিয়া দিন।১৫

হে পিতঃ! অকর্তব্যের জন্যে আপনার দুঃখ বিলম্ব করা উচিত নয়; সময় অতীত হইতে চলিয়াছে। ইহার চেয়ে আমার পক্ষে অধিক দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে যে, আপনি চলিয়া গেলে আমার জন্য আমাকে পরের কাছে দুঃখের জন্য দুইহাতই ঘষিতে হইবে। অথবা আপনি সমাদরে অনায়াসে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলে আমি এই পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে গিয়া পরম সুখী হইব এবং মরিয়া অমৃতের ন্যায় থাকিব।১৬-১৭

পাঠান্তর :—(১) অনর্থকং সন্তম।

অতঃপর কোন কোন সংস্করণে ১৮ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়—

[ইত্যেবমুক্তবতি তাতে বিলপ্য তত্র বহিরম্।
অন্তঃপুরমাবিবেশ পিতা তত্র মুহূর্তম্ ॥
সন্তাপিতমাত্ম পুত্রেণ অবিষ্যাতো জনাধিপঃ।
ন তু পুত্রং পিতাবী পুত্রস্তু অবিষ্যতঃ।

তত্রঃ প্রহর্ষিতান্ সর্বান্ বিসর্জ্যাথ মুতস্তদা।
উৎসৃজ্যনগরো রাজা জনমেজয়স্তদাঽভবৎ ২০
যা পিত্রা তস্য যা মাত্রা সর্বস্মাচ্চ চতুরুৎ।
প্রহর্ষমিব সর্বাংস্তানেকৈকমুপলক্ষয়ন্ ॥২১
তত্রঃ স তুরগাযাস্য প্রহর্তুঃ পুনরুত্তরৎ।
অন্বেবাহ ইতিহাসি রাজ্ঞঃ পুণ্যাহকদ্ ॥২২
তথাপি তেষাং দুঃখেন পরীতানাং বিশাম্ পতে।
বালস্য রাজ্যবধ্যাক্তং হর্ষঃ সমভবন্মহান্ ॥২৩

অয়ং কাল ইতি জ্ঞাত্বা কৃষ্ণো দ্বৈপায়নস্তদা।
পত্রাপুসমুত্তেনৈব জীবন্তীবমভরৎ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ষষ্ঠবংশপর্বণি
ব্রাহ্মণকন্যাপুত্রবাক্যে অষ্টপঞ্চাশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৮

ব্রাহ্মণকে আশ্বাসদানে পিতামহ পিতৃসুহৃদ্বধ ও যেরূপ ঘটিয়া গিয়াছে, তথাপি আপনার হাতের জলাঞ্জলি লাভ করিয়া আমার প্রতি পূর্বে অপেক্ষা সন্তুষ্ট হইবেন ॥১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কন্যার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া পিতা, মাতা ও কন্যা নিজে—তিনজনই বিষণ্ণভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১৯

তাঁহাদের বিষণ্ণভাবে ঐরূপ কাঁদিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের পিতৃসুহৃদ্ প্রত্যুত্তরদানে অত্যন্ত মধুর স্বরে বলিতে লাগিল ॥২০

"না। কাঁদিও না" "রাজা। কাঁদিও না" "বিধি।

কাঁদিস্ না" এইরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিতে বলিতে এক একজনের নিকটে গেল। পরে একখানা খড় লইয়া আকাশতলে বলিল—"আমি এই খড় দ্বারা বরদায়ক রাক্ষসটাকে মারিয়া ফেলিব" ॥২১-২২

তাঁহাদের প্রথম দুঃখে আকুল থাকিলেও ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত মধুর কথায় সকলেই হাসিতে লাগিল ॥২৩

"ইহাই উপযুক্ত সময়"—এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অত্যন্ত দ্বারা মৃতব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন ॥২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বংশপর্বে ষষ্ঠবংশপর্বে ব্রাহ্মণকন্যাপুত্রবাক্যবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কৃষ্ণা প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে বরদানবর্ণন।]

কৃষ্ণ উবাচ।
মৃতেষ্বপুত্রিষু দুঃখং ভবতীষ্বভিবর্ততে ভৃশম্।

বিনিষ্ক্রাম্যতামেষাং শরীরেভ্যঃ শুচিস্মিতে ॥১

কৃষ্ণা বলিলেন,—আপনাদের এই দুঃখের মূল কারণ কি, তাহা যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। যদি আমার সাধ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিকার করিব (এই করিব) ॥১

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়।

[কৃষ্ণার প্রশ্নে ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজ দুঃখের কথা বর্ণনা।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

উপপন্নং সত্যবতেরুক্তং বাক্যমিদং ত্বয়ি।
ন তু দুঃখমিদং শক্যং মানুষেণ ব্যপোহিতুম্ ॥২
সমীপে নগরস্যাস্য মহতী রক্ষতি রাক্ষসঃ।
(হিত্বা পত্নীমিমাং ত্বন্তি বহুমায়ধরো গুহা।
তস্মাৎ ত্যজেমং ন বসতি ত্রিরাত্রাৎ পুরুষাদকঃ ॥)
ঈশো হ্যনশনস্যাস্য পুরস্য চ মহাবলঃ ॥৩
পুরী মানুষমাংসেন দুর্মতিঃ পুরুষাদকঃ।
(তেনেয়ং পুরুষাদেন রক্ষ্যমাণা দুরাত্মনা।
অনাথা নগরী নাশং ত্র্যহাদ্যাং নাধিগচ্ছতি ॥)
রক্ষত্যুদ্যতধারেণ নিত্যমিষুং ভয়াবহম্ ॥৪
নগরস্যৈষ দোষস্তু রক্ষোবলসমন্বিতঃ।
উৎসৃজেমাং পরিচ্ছায়াং ত্বং হি নো ভয়ম্ ॥৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে উপযুক্ত! সত্যবতীর উপযুক্ত কথাই আপনি বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই দুঃখ দূর করা মানুষের সাধ্য নহে ॥২

এই নগরের নিকটে দুই ক্রোশ দূরে বহুমায় গহ্বরে এক ভীষণ বহুমায়াশালী হিংসাপ্রিয় ভয়ানক রাক্ষস বাস করে। সেই মহাবল রাক্ষস ও নগরের প্রভু ॥৩

(দুরাত্মা নরখাদক এই রাক্ষসই মানুষের মাংস খাইয়া বেঁচে করে। এজন্য এই পুরী অনাথার ন্যায় অত্যন্তদীনভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহার ভয়ে কেহ বাস করে না) মানুষের মাংসে পুষ্ট সেই দুষ্ট মহাবলশালী রাক্ষস, রাক্ষসসৈন্যগণের সহিত এই নগর ও নগরবাসীদের রক্ষা করে। তাহার খাদ্য রক্ষিত হইয়া আমাদের অন্য পলায়ন বা হিংসা করা হইতে কেন ভয় নাই ॥৪-৫

অনেক কোন মহাভারত নিম্নলিখিত শ্লোকটী ও তাহার পর অধিক দেখা যায়—

(তথাপি তদনাথায়াং দুঃখোদ্রেকং সহন্।
পরস্য বা যদি বাহুবলং পুনঃ অরং। ব্যাহরেৎ।)

৮৭

যেন্দ্রঃ তত্র বিহিতং শালিবাহন ভোজনম্।
ঘরিষ্যে পুরুষশ্চৈকো নগরস্যাস্য রক্ষণে ॥৬

একৈকশ্চাপি পুরুষং প্রত্যহং ভোজনম্।
ন বাধো মহতির্বৈর্ঘবলাদ্রক্ষতো নরৈঃ ॥৭

ঊর্ধ্বযোক্তার যে কেচিদ্ বসন্তি পুরুষাঃ ক্ষিতিং।
সপুত্রদারাংস্যক্ত্বা তু তস্য ভক্ষো ভবিষ্যতি ॥৮
যেন্দ্রকীয়মুদ্বে রাজা নাম নির্যাতয়িষ্যতি।
উপায়ং তং ন কুরুতে যস্মাদপি ন রক্ষতি।
অনাথং নগরস্যাস্য যেন স্যাদ্য শাশ্বতম্ ॥৯

এতদর্থী বয়ং মূঢ়াঃ সর্বাসো দুঃখসংশ্রয়ে।
বিদ্মঃ নিবাসমেবাস্য ১) দুরাত্মানমুপাশ্রিতাঃ ॥১০

তাহার ভয় দূর করা সম্বন্ধে—প্রতিদিন তাহার ভোজনস্বরূপ বিশ ঘড়া (ধারা) শালি ধান্যের অন্ন, দুইটী মহিষ এবং একটী পুরুষ, যে ঐ অন্ন লইয়া তথায় গমন করে ॥৬

প্রত্যেক পুরুষ একদিন করিয়া তাহাকে ভোজন দেয়। যদিও বহু বৎসর পর এক এক পুরুষের পালা পড়ে, তথাপি তাহা দেওয়া সকলের পক্ষেই খুব কষ্টকর হয় ॥৭

যদি কোন মানুষ তাহা না দিয়া থাকিতে চায়, তবে সেই রাক্ষস স্ত্রীপুত্রের সহিত তাহাকে মারিয়া খাইয়া ফেলে ॥৮

যজ্ঞকল্পক এখানকার যে রাজা, সে যেন্দ্রকীয়-যুদ্ধে স্বর্গে যাবে। সে এই রাক্ষসের হাত হইতে প্রজাদের বাঁচিবার এমন কোন উপায় করে না, যাহাতে এখানকার প্রজার স্থায়ী শান্তি হইতে পারে ॥৯

পাঠান্তর :—(১) বিদ্মাবিবিধাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ কস্য বক্তব্যাঃ (১) কস্য বাজ্ঞচাপিতঃ।
ভীষয়েত্ব হি মৎ কশ্চিৎ কালপাশ পরিবৃতো যথা ॥১১
রাজানং প্রথমং হিংস্যাৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্।
ব্রাহ্মণ সঙ্কল্পমাত্র স্তুতীব্র পুত্রাংশ্চ তাদৃশান্ ॥১২
বিপরীতং ধ্রুবং হ্যেতৎ ব্রাহ্মণঃ সর্বমুপাদিদৃক্ষতি।
ঔরিষ্যমাণঃ প্রাপ্য দুঃখং ত্বপ্যাহমে যদ্ ॥১৩
সোঽয়মস্মানুপাবৃত্তো ঘোরঃ কুলবিনাশনঃ।
ভোজনং পুত্রমৈত্রেণ প্রেষ্যং বেতনং যথা ॥১৪
ন চ মে বিদ্যতে বিত্তং যেনেমং পুরুষং ক্রয়ম্।
ন চাপ্যহং প্রজাস্তুক্ত ন শক্যামি কথঞ্চন ॥১৫
শক্তিরেষ ন পশ্যামি তস্মাদ্যোক্ষ্যে ত্বকম্।
দেহং দুঃখার্ণবে মগ্নং যথা মুচ্যেয়মুদ্ধরে ত্বম্ ॥১৬
সৌহৃদৈরৈতৈর্বিজ্ঞাপি যাচ্যমৈরক্ত যাচনম্।
ভক্তো মঃ সহিতম্ পুত্রঃ সর্বাপেক্ষোপপদ্যতি ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধপর্বণি কুন্তীপ্রশ্নে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৯

আমরা বস্তুতই এরূপ দুঃখসাগরে মগ্ন। কেবল, আমরা এরূপ একটি দুর্জন ব্রাহ্মণের প্রাণে মারিতে বসিয়াছি ॥১০

ব্রাহ্মণগণকে কে কি বলিতে পারে? যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন, তাহারাই শক্তিমদে মত্ত হইয়া যে রাজার জন্য এই সব শুভ দেখেন, তখনই বধ করেন ॥১১

প্রথমে উপযুক্ত রাজাকে আঘাত করিবে, তারপর স্ত্রী ও ধনের ক্ষয় করিবে। এই বিনাশ ব্রাহ্মণের বধা জাতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট হইবে পরিত্রাণ করিবে ॥১২

আমার এই বিপদটি বিপরীতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিপদে পড়িয়া আজ আমরা অন্যের অনুভাপ করিতেছি ॥১৩

সেই পাপী আজ আমাদের উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আমাদের কুলের বিনাশকরূপে উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমাদের একজন মানুষকে ভক্ষণরূপ দিতে হইবে ॥১৪

আমার এমন অর্থ নাই যে একজন পুরুষকে ক্রয় করিতে পারি; অথবা পুত্রদের মধ্যেও কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥১৫

এই রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচিবার কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ একটা ভয়ানক দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥১৬

স্ত্রী-পুত্র সকলকেই লইয়া সেই রাক্ষসের নিকট যাইব স্থির করিতেছি। সে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না ॥১৭

পাঠান্তর ।—(১) বক্তব্যাঃ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বকবধপর্বের কুন্তীপ্রশ্নবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তী-ব্রাহ্মণয়োঃ কথোপকথনম্।]

কুন্ত্যুবাচ।

ন বিষাদস্ত্বয়া কার্য্যো ভদ্রেঽস্মাৎ কথঞ্চন।
উপায়ঃ পরিদৃষ্টোঽয়ং তস্মাদ্যোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥১

একস্তব সুতো ব্রহ্মন্ কন্যা চৈকা তপস্বিনী।
ন চৈতয়োরিতঃ পশ্যে গমনং তব মোক্ষয়ে ॥২

অয়ং পঞ্চ সুতা ব্রহ্মংস্তেষামেকো গমিষ্যতি।
ভবন্তং ঘাতয়িষ্যন্তং তত্র পাপস্য কথ্যতাং ॥৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহমেতৎ করিষ্যামি কৃতঘ্নার্থং কথঞ্চন।
ব্রহ্মস্বস্যাভিধেষ্টেব যাবৎ প্রাণান্ ধিয়োদ্বহন্ ॥৪

ন যেজমূনীনাং নাবমিত্রোঽস্তি কিঞ্চন।
যদ্ ব্রহ্মবার্থং বিস্রংস্তে দুষ্কৃতেনাপি চাত্মনঃ ॥৫

আত্মনস্ত্বয়া ক্ষেমো যোঽয়মাশির্তি মোক্ষতে (২)।
ক্ষেমব্যাহৃতয়া বা ক্ষেমাশাস্তয়া ন ॥৬

ক্ষেমব্যা পরং পাপং নিষ্কৃতির্বাত্র বিদ্যতে।
অনুষ্টিপূর্বং কৃত্বাপি ব্রহ্মস্বাস্তয়া ন ॥৭

ন ত্বয়া ধর্মকামেন ব্রহ্মস্বাস্তয়া কৃতে।
পাপো কৃতে ময়ে পাপং ন কিঞ্চিদ্বি বিদ্যতে ॥৮

অভিসন্ধিকৃতে হ্যত্র ব্রহ্মবধে ময়ে ময়া।
নিষ্কৃতি ন প্রপশ্যামি নৃশংসং কুরুষে চ ॥৯

আত্মনস্ত্বয়ং ত্রাণস্তুষ্যে পরমার্থিনঃ।
যাচমানস্য চ ময়ো নৃশংসো হি ন বুধ্যতে ॥১০

কুন্ত্যাস্তু নিশ্চিতং কর্ম ন নৃশংসং কথঞ্চন।
ইতি পূর্বে মহাত্মান আপদ্ধর্মিণো বিদুঃ ॥১১

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[কুন্তী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন।]

কুন্তী বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আমি এই ব্রাহ্মণ বধের পরিত্রাণের এক উপায় দেখিতে পাইয়াছি, আপনি ভয় করিবেন না ॥১

আপনার একমাত্র পুত্র ও একমাত্র তপস্বিনী কন্যা এবং ইহাদের একমাত্র পালিকা জননী। ইহাদের কাহারও যাওয়া আমার নিতান্ত অনিচ্ছা হয় ॥২

আমার পাঁচ পুত্র আছে; ইহাদের মধ্যে একজন আমার ঘোর ভার লইয়া সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের নিকট যাইবে ॥৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার বাঁচিবার ইচ্ছা এমন নয় যে, আমার জন্য কোন অতিথি ও ব্রাহ্মণের প্রাণ দিতে হইবে ॥৪

আমার যাহা ক্ষেম, তাহা আমাকেই বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ব্রহ্মস্ব ও আত্মবধের মধ্যে আত্মবধই ঘোর। ব্রহ্মবধে যে পাপ হয়, তাহার কোন নিস্তার নাই। অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধ অপেক্ষাও আত্মবধ ঘোর ॥৫-৭

যে তুমি। আমি অবশ্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে চাই না। কিন্তু অন্যে আমাকে মারিয়া ফেলিলে তাহাতে আমার কোন পাপ নাই ॥৮

জানিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণ বধ করিলে তাহার ন্যায় নির্দয় ও নীচ কর্মের কোন নিস্তার দেখিতেছি না ॥৯

তুমাকে পুত্রের ত্যাগ, আপনার ত্যাগ এবং নিজের জন্য যে প্রার্থনা করিতেছে, তাহার বধ —এ সকলই আমার নিষ্ঠুর নিকৃষ্টতম কর্ম ॥১০

পাঠান্তর।—(১) আশীর্নিমিত্তকম্।

পাঠান্তর।—(২) ঘোরে।

জোষ্ঠায়ৈ মহাভাগায় বিবাহোৎসব ইব স্বয়ম্।
আজ্ঞাপয় ত্বরং বাহুদুহিতৃণাং ত্বমগ্রতঃ ॥১২

কৃষ্ণ উবাচ।

ব্রহ্মণ্যো ধর্মভৃদ্বিপ্রো ন্যস্তা ইতি বিধা।
ন ত্বাপরিষ্টাৎ পুত্রো মে ন চ পূর্বঃ কথঞ্চন ॥১৩
ন চলো ব্রাহ্মণঃ শক্তো ন পুত্রবিনাশনে।
বীর্যবান্ মন্ত্রসিদ্ধশ্চ বেদজ্ঞো ন গুরুর্ন চ ॥১৪
ব্রাহ্মণায় চ দত্তং যৎ তদ্বিদ্ধি ত্বমনিন্দিতে।
যোক্ষ্যন্তিরন্তি চাস্মাকমিতি যে নিশ্চিতা মতিঃ ॥১৫
লক্ষণজ্ঞশ্চ বীরেণ দৃষ্টপূর্বশ্চ বাহুকঃ।
ফল্গুনো আকারা নিবর্তয়িতুমর্হতি ॥১৬

ন হিংস্যে কেনচিৎ ক্রুদ্ধঃ ব্যাহর্তব্যং কথঞ্চন।
বিজ্ঞাপিতো হি যে পুত্রান্ বিপ্রকুর্যুঃ কুতূহলাৎ ॥১৭
ওজসা চানুভাবেন প্রাহরেয়ং যদ্ যুদ্ধে অহম্।
ন স জীবাৎ তথা কার্যং বিজ্ঞাপ্তিরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮
এবমুক্তস্ত পৃথা স বিপ্রো ভার্যয়া সহ।
জগাম সম্পূজয়ন্ বৃষ্ণ্যন্ধকান্যুপোষিতম্ ॥১৯
ততঃ সুতৌ চ বিপ্রস্য সহিতাবশ্বিনাবিব।
অযত্নতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ন তয়োর্জন্মতুঃ সমৌ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুপরিপর্বণি হরিবংশপর্বণি
ভীষ্মবসুদেবসংবাদে ষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬০

আপদ্ধর্মবিদ্ মহাবাহো পূর্বে বলিয়াছেন যে, কোনরূপ মিথ্যা কথা ও স্ত্রীর তর্ক করিবে না ॥১১

যদি আমি আর স্ত্রীপুত্রের মতির মতিয়া যাইব, তথাপি আমার কথা তাহাদের আমি অনুমোদন করিবে না ॥১২

কৃষ্ণী বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমারও এই স্থির সিদ্ধান্ত যে ব্রাহ্মণদের কথা কখনও বার্থ। আপনার পুত্র যেমন আপনার প্রিয়, তেমনই আমি শতপুত্রবতী হইলেও কোন পুত্রই আমার কাছে অপ্রিয় হইত না (সুতরাং অগ্নি বিবেচনাপূর্বক কোন পুত্রকে পাঠাইবেন না) ॥১৩

তবে আমার এই পুত্র বলবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ আমার এই পুত্রকে বধ করিতে সক্ষম নহে ॥১৪

আমার এই পুত্র বিবাদ করে—আমার এই পুত্র সেই ব্রাহ্মণের কাছে তোমরণ পৌঁছাইয়া দিবে এবং বিপক্ষেরও হত্যা করিবে ॥১৫

আমার এই পুত্র ইহার পূর্বে বহুবার বীরের লক্ষণ দৃষ্ট করিয়াছে; বহু বলবান্ বিপক্ষ শত্রুর লক্ষণ দেখিয়াছে ও বধও করিয়াছে ॥১৬

হে ব্রহ্মন্! আপনি এজন্য আর কাহাকেও বলিবেন না। কারণ, আমার পুত্রগণ এমনও লেখাপড়া করিতেছে, যাহে (কৌতূহলবশতঃ) ইহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে ॥১৭

যদি আমার এই পুত্র তাহা আজ না লইয়া কাহাকেও এই মন্ত্র উপদেশ করে, তবে সে সেই বিদ্যার দ্বারা আমার পুত্রের ন্যায় কার্য সিদ্ধি করিতে পারিবে না—সংপুত্রবধের ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৮

কৃষ্ণী এই কথা বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ নিজ ভার্যার সহিত তথা হইয়া কৃষ্ণীর সেই অতুল পুত্র লাভের অনেক প্রশংসা করিলেন ॥১৯

তখন কৃষ্ণী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে মিলিয়া বাসুদেব ভীষ্মকে সেই কাজ করিতে বলিলে ভীষ্ম "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকার করিলেন ॥২০

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের খিলপর্বান্তর্গত হরিবংশপর্বে ভীষ্মবসুদেবনামক ষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমং রাক্ষসবধায় প্রেষয়িত্বা দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরয়োর্বার্তালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু ইতি তীমেন প্রতিজ্ঞাতেষু ভারত।
আজগ্মুস্তে ততঃ সর্বে তৈক্যমাদায় পাণ্ডবাঃ ॥১

আকারেণৈব তং জ্ঞাত্বা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরঃ।
যত্না সমুপবিষ্টৈকস্তয়ঃ পশ্চাদ্ব্যবস্থিতম্ ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং চিকীর্ষতি তীমো ঽদ্য কর্ম তীমপরাক্রমঃ।
অবজ্ঞায়েব তদ্ভিং যদ্যং বা কর্তুমিচ্ছতি ॥৩

কৃষ্ণোবাচ।

যথৈব বক্ষসেনেন করিষ্যতি পরন্তপঃ।
ব্রাহ্মণার্থে মহৎ কৃত্বা মোক্ষায় নরকং ত ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমিদং সাহসং তীমঃ কৃতবান্ দুষ্করং কৃষ্ণম্।
পরিত্যাগং হি পুত্রস্য ন প্রশংসন্তি সাধবঃ ॥৫

কথং পাঞ্চালকার্যার্থে বহূনং ত্যক্তুমিচ্ছসি।
লোকবেদবিরুদ্ধং হি পুত্রত্যাগাৎ কৃতং ত্বয়া ॥৬

যস্য বাহু সমাশ্রিত্য বয়ং সর্বে পরাজয়ে।
রাজ্যকাপহৃতং ক্ষুদ্রৈস্তস্য তীমস্য পৌরুষম্ ॥৭

যস্য দুর্যোধনো ঘোরাঃ চিরমুদ্বহতি ক্লমঃ।
ন শেতে হৃদয়ে শল্যো দুঃখাদ্দুর্মনা ইব ॥৮

যস্য বীরস্য ঘোরোঽয়ং দুষ্কৃতঃ কর্তুমুদ্যমঃ।
অস্মদ্ভাগ্যৈস্য পাপেভ্যো ঽবরুদ্ধস্য পুরোচনাৎ ॥৯

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেনকে রাক্ষসের নিকটে প্রেরণের বিষয়ে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের বার্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! ভীম যখন সেই কার্য্য করিব বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন অন্য সকলে পাণ্ডব নিকা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।১

ভীমসেনের আকার ইঙ্গিত দেখিয়াই পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিতে পারেন। নির্জ্জনে বসিয়া একাকী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যা, ভীমপরাক্রমশালী এই ভীম কোন্ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছে? তাহা কি আমাদের অবজ্ঞাবশতঃ করিতেছে না স্বেচ্ছায় করিতেছে?৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমার অনুমানিতেই পরন্তপ এই ভীম ব্রাহ্মণের জন্য এবং নগরের পরিত্রাণের জন্য এই মহৎ কার্য্য সাধন করিবে।৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যা! আপনি কেবল করিয়া এই দারুণ দুষ্কর সাহস করিলেন? সাধুগণ এইরূপ পুত্রত্যাগ কার্য্যকে কখনও প্রশংসা করেন না।৫

আপনি অন্যের পুত্রের জন্য নিজ পুত্রকে ত্যাগ করিতে কেন প্রস্তুত হইয়াছেন? পুত্রত্যাগের দ্বারা আপনি লোক ও বেদ এই উভয়েরই বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন।৬

আমরা সকলে যাহার বাহুবলের বলকে আশ্রয় করিয়া সুখে শয়ন করি এবং যাঁহাদের দুর্যোধন কর্তৃক অপহৃত আপনার রাজ্যকেও পুনরুদ্ধার করিবার আশা রাখি।৭

যাহার বাহুবীর্য্যের কথা চিন্তা করিয়া দুর্যোধন দারুণ উদ্বেগে শল্যের ন্যায় হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারে না।৮

যে মহাবীরের বাহুবলে আমরা জতুগৃহ হইতে মুক্ত হইয়াছি, অন্যান্য পাপাত্মাগণের অরিষ্ট হইতে মুক্ত হইয়াছি এবং পুরোচনকে যে তাহার নিজের কর্ম্মে নিহত করিয়াছে।৯

যত্র ধীর্যাঃ সমাজিত্য বহুপূর্বাঃ বহুক্ষয়াঃ।
ইমাং মহাক্ষয়ং প্রাপ্তাঃ বিদ্ধি মাং দ্রুহিণোপমম্ ॥১০

তত স্তদর্থনিষ্ক্রান্তো বুদ্ধিমান্ধায় ধীমতা।
কর্ষিষ্যে দুরাধর্ষাং বিদ্ধি মাং পুরুষোত্তমম্ ॥১১

কৃষ্ণোবাচ।

যুধিষ্ঠির। ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যো দ্রুহোদরে।
ন চায়ং বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্ ব্যবসায়ঃ কৃতো ত্বয়া ॥১২

ইহ বিপ্রস্য তনয়ে যাঃ পুত্র! সুযোষিতাঃ।
অজাতা ধার্তরাষ্ট্রেণ সংকৃত ঔরসৈঃ সমাঃ ॥১৩

তত প্রতিক্রিয়া পার্থ! অস্মাভিঃ প্রসমীক্ষিতা।
এতাবদেব পুরুষঃ কৃতং যদ্বিন্দতে বশী ॥১৪

যাহার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া বৃকোদরাদিসহকারে বহু বহিয়া বহুপূর্ব বহুবীর আমরা লাভ করিয়া কেলিয়াছি বলিয়া মনে করি।১০

আপনি কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছেন—আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দুঃখসমূহে আমাকে দহিয়া আপনার বিবেক নষ্ট হইয়া বুদ্ধি লোপ পায় নাই তো?১১

কৃষ্ণা বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! তুমি বৃকোদরের জন্য চিন্তা করিও না। আমি বুদ্ধির দৌর্বল্যবশতঃ এরূপ নিশ্চয় করি নাই।১২

হে পুত্র! এই ব্রাহ্মণের ভবনে বৃকোদরাদিসহকারে আমাদের সহিত তুমি ও ক্রোধহীন হইয়া নিবাস করিয়াছ।১৩

হে পার্থ! তাহারই প্রত্যুপকারস্বরূপে এই কার্য্য করিতে নিশ্চয় করিয়াছি। সেই প্রকৃত মানুষ, যাহার প্রতি কৃত উপকার কখনও বিফল হয় না।১৪

(অর্থাৎ যিনি উপকারের কথা না ভুলেন, তিনিই মানুষ)।১৪

যত্তত্ত্ব সূর্য্যসঙ্কাশস্ত্বং সূর্য্যাদ্ বহুতরং তপঃ।
(ব্রাহ্মণার্থে ত্বয়া ঘোরো জনাসাদিতঃ সুকোদরে)॥
দৃষ্ট্বা তীব্রস্য বিক্রান্তং তথা রক্ষসি সংযুগে।
বিক্রিয়ায়াঞ্চ সর্বাসাং বিস্ময়ো মে সুকোদরে ॥১৫
হয়োর্বলং হি ভীমস্য নাগায়ুতসমং মতম্।
যেন যুদ্ধে গদাপ্রাণা নির্জিতা বাহুশালিনা ॥১৬
কৃষ্ণোদরেণ সদৃশো বলেনান্যো ন বিদ্যতে।
যোঽস্মাংস্তারয়তে দুর্গে ক্লেশেভ্যশ্চ বৃকোদরঃ ॥১৭
ভাতরস্তা পৃথা চৈব ময়াচাপি পরিক্ষিতৌ।
সর্বাংশ্চৌরবয়ামস্ত বিনা গাণ্ডৈর্বিমুচ্যতে ॥১৮
তস্মাৎ প্রজ্ঞয়া জ্ঞাত্বা বলং ভীমস্য পাণ্ডব।
প্রতিকারো চ বিদ্বদ্ভিঃ কৃতবতী মতিম্ ॥১৯

অতএব যে মানুষ ইহার তত্ত্ব যে উপকার করিতে পারে, আমাদের তাহার চেয়ে অনেকগুণ বেশী উপকার করা উচিত। তরুতুল্য ভীমের মহাক্লেশের এবং বিক্রিয়ের মধ্যে দেখিয়া আমার বৃকোদরের প্রতি অসীম বিশ্বাস জন্মিয়াছে।১৫

ভীমের বাহুবল দশ হাজার হাতীর সমান; এইজন্য তোমাদের ন্যায় বজ্রতুল্য বলশালী ভাইগুলিকে লইয়াই সে অনায়াসে বারণাবত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিয়াছে।১৬

বৃকোদরের সমান বল আমারও নাই; সে যুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা ইহারও সমুচীন হইতে পারে।১৭

যে দুর্গন্ধর কথা—এ জতুগৃহের আমার কোল হইতে পাশুরের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে ইহার কিছুই হয় নাই। কিন্তু ইহার পরীক্ষের কাহিনী ও তজ্জন্যবশতঃ পাণ্ডব দুর্গ বিদুর্গ হইয়া গিয়াছে।১৮

অতএব হে পাণ্ডুনন্দন! আমি প্রজ্ঞার দ্বারা ভীমের বল বুঝিতে পারিয়াই ব্রাহ্মণের দুঃখের

নেদং লোকায় চাজ্ঞায়াং ন মোহাদ্ বিনিশ্চিতম্।
বুদ্ধিপূর্বন্তু ধর্মস্য ব্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥২০

অর্থো বাপ্যপি নিস্পন্নো ভূবিষ্ঠিব ভবিষ্যতি।
প্রতীকাঙ্ক্ষ ধনস্য ধর্মস্য চ বিধেঃ ফলম্ ॥২১

যো ব্রাহ্মণস্য সাহায্যং কুর্যাদ্যর্থে কথঞ্চিৎ।
ক্ষত্রিয়ঃ সমরে ত্যক্তান্ প্রাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥২২

ক্ষত্রিয়স্যৈষ কুর্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো ধর্মমেবলম্।
বিপুলাং কীর্তিমাপ্নোতি লোকেঽস্মিংশ্চ

পঞ্চত্র ৬ ॥ ২৩

বৈকল্যার্থে চ সাহায্যং কুর্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূবি।
ন সর্বেষ্বপি লোকেষু প্রভা ধরতলে ভবেৎ ॥২৪

ভূয়স্তু লোভাদ্ রাজা পরদারিবরোধজম্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে ভূত্বা সদ্যস্তদ্ধি বিমুচ্যতে ॥২৫

এবং যং ভগবান্ ব্যাসঃ পুরা কৌরবনন্দন।
প্রোবাচাস্মদ্ধরপ্রজ্ঞস্তমেবং চিকীর্ষিতম্ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি ভূরি-ভূরিবচন-
সংবাদে একষষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১

প্রতিকার করিবার জন্য নিন্দিত কর্ম করিয়াছি।১৯

আমি লোভ, অজ্ঞান অথবা মোহবশতঃ এইরূপ নিন্দিত কর্ম করি নাই, কিন্তু বুদ্ধিপূর্বকই ধর্মের ব্যবস্থা করার জন্য এইরূপ নিন্দিত কর্ম করিয়াছি।২০

হে ভূরিশ্রবঃ! আমার ইহার দ্বারা আমাদের দুইটি কার্যই নিষ্পন্ন হইবে। একটি ব্রাহ্মণের জন্য, অপরটি মহৎ ধর্মের আচরণ।২১

যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্যে সাহায্য করে, সে স্বর্গ লোক পাইয়া থাকে—ইহাই আমার ধারণা।২২

যদি কোন ক্ষত্রিয় অপর কোন ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করে, সে ইহলোকে বিপুলা কীর্তি ও পরলোকের যথাযথ লাভ করে।২৩

বৈকল্যের কার্যে যদি কোন ক্ষত্রিয় সাহায্য করে, তবে সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রভাসম্পন্নের ন্যায় লাভ করে।২৪

যদি কোন ক্ষত্রিয় সহসাই হইয়া আসর মৃত্যুকে রক্ষা হইতে মুক্ত করে, তবে ক্ষত্রিয়ধর্মের সমানিত উত্তমলোকপূর্ণ সদ্গতিতে অগ্রসর হয়।২৫

হে কৌরবনন্দন! অনুপমবীর্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যাসদেব আমাকে এই কথাগুলি পূর্বে উপদেশ করিয়াছিলেন। এই কথাই আমি এই কার্য করিতে নিশ্চয় করিয়াছি।২৬

শ্রীমদ্ভারতবিবরণপ্রসঙ্গে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বের ভূরি-ভূরিবচনসংবাদনামক একষষ্টাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভোজনং দত্ত্বা বকাসুরসমীপে ভীমস্য গমনম্, ভোজ্যভক্ষণপূর্বকং যুদ্ধং কৃত্বা বকাসুরবধশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপপন্নমিদং মাতর্যদ্ ব্রূষি পুরুষর্ষভম্।
আর্তস্য ব্রাহ্মণস্যৈবমনুক্রোশাদিদং কৃতম্ ॥১
প্রজহ্যুর্ন্তি তীব্রোঽয়ং নিয়মঃ পুরুষাবকম্।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণার্থে ত্বমনুক্রোশবত্যসি ॥২
যথা হিতং ন বিদ্মস্তুর্বথা বদতি নিত্যঃ।
তথাহং ব্রাহ্মণো যাচ্যঃ শরীরস্যাপি রক্ষণে ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(যুধিষ্ঠিরেণ লব্ধ্বা ব্রাহ্মণার্থমিতিশ্চয়।
কুন্তী প্রস্থিত আদিত্যে সাধুবাদান্ দদাবস্য ॥)
ভোক্তা ত্বয়াহং যাচ্যোঽস্মাদন্নমাদায় পাণ্ডবঃ।
ভীমসেনো বৃকো নাম পুরুষাদঃ পুরুষাদকঃ ॥৪

আদায় তু তদন্নং স একচক্র পাণ্ডবো বলী।
আজুহাব ততো রাজ্ঞা তদন্নমুপপাদয়ন্ ॥৫
ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো ভীমস্য বলাৎ(১) ক্ষুধা।
আজগাম মুখং ব্যাদায় যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥৬
মহাকায়ো মহাবেগো মহারক্ষ ইবোদ্যতঃ।
লোহিতাক্ষঃ করালশ্চ লোহিতশ্মশ্রুমূর্দ্ধজঃ ॥৭
আকর্ণাদ্ বিদৃতক্ষ্চ শঙ্কুকর্ণো বিভীষণঃ।
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা দশন্ দশনমক্ষয়ম্ ॥৮
ভুজাবস্যং তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো ন রাক্ষসঃ।
বিস্ফার্য্য নয়নে ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৯
কোঽয়মস্মিন্ ক্ষণে ক্রুদ্ধে কৃতান্তপুরুষোপমে।
পঞ্চত্বায় মম প্রাপ্তিমিচ্ছত্যদ্যাতিদুর্ম্মতিঃ ॥১০

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভোজন লইয়া বকাসুরের নিকট ভীমের গমন, সকল ভোজ্যভক্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া বকাসুরের বধ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মাতঃ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি দয়াপরবশা হইয়া যাহার উপকারার্থে যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।১

তখন ব্রাহ্মণের অর্থে আপনি দয়াবতী হইয়াছেন, তখন ভীম নিশ্চিতই সমুদয়ভক্ষক রাক্ষসকে বধ করিয়া অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে।২

যাহাতে একথা নগরবাসী মনুষ্যগণ না জানিতে পারে, ইহা ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া বলিয়া দিতে হইবে।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! যুধিষ্ঠিরের সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী অকপটে প্রত্যেকের ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিলেন।) তাহার রাত্রি অবসান হইলে পাণ্ডুনন্দন ভীম অন্ন লইয়া যেখানে সেই ব্রাহ্মণ আছে, সেইখানে গমন করেন।৪

বলবান্ পাণ্ডব সেই ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার অন্ন খাইতে খাইতে ভীম সেই ব্রাহ্মণকে রাগ ধরাইয়া তাড়িতে লাগিলেন।৫

ভীমের (অন্নখাওয়া) দেখিয়া রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইল এবং যেখানে ভীম অবস্থান করিতেছেন, সেখানে ক্রত আসিয়া উপস্থিত হইল।৬

দীর্ঘশরীরধারী, মহাবল, মহাবৃক্ষকেশ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট বিভীষণাকার সেই রাক্ষস মহাবেগে পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে উপস্থিত হইল।৭

তাহার মস্তকটিমাত্র আকর্ণবিস্তৃত, কর্ণ শঙ্কুর ন্যায় এবং আকার অতি ভয়ানক ছিল। সে ত্রিশিখাযুক্ত ভ্রুকুটী করিয়া দাঁতের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে আসিয়া দেখিল যে, ভীম তাহার সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিতেছে। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"যমলোকে যাইবার ইচ্ছুক দুর্ব্বুদ্ধি-দশায় কে এই ব্যক্তি আমার সমক্ষে আমার অন্ন আহার করিতেছে ?৮-১০

পাঠান্তর :—(১) বলাৎ।

ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধো (১) গ্রহণমিব তারয়ন্।
রাক্ষসং তমনাদৃত্য দুষ্টবুক্ত এব পরাদ্রবৎ ॥১১
যদা ন ভৈমসেনং স কৃত্বা সুমহদন্তরম্।
অভ্যদ্রবদ্ ভীমসেনঃ ক্রিয়াবদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥১২
তথাপি পরিদুষ্টেন প্রেক্ষমাণো বৃকোদরঃ।
রাক্ষসং দুষ্টবুক্ত এবাস্যং পাণ্ডবঃ পরবীরহা ॥১৩
অথার্জবেন তু সম্পূর্ণং দুষ্টাপূক্তং বৃকোদরম্।
জঘান পৃষ্ঠে পাণিভ্যামুভাভ্যাং পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥১৪
তথা তলবতা ভীমঃ পাণিভ্যাং বৃত্তবাহুতঃ।
নৈবাবলোকয়ামাস রাক্ষসং দুষ্টবুক্ত এব সঃ ॥১৫
ততঃ স দুষ্টঃ সংক্রুদ্ধো বৃক্ষমাদায় রাক্ষসঃ।
আভুগ্নিষ্ণুরতো ভীমং পুনরভ্যদ্রবদ্ বলী ॥১৬
ততো ভীমঃ শনৈর্মুক্ত্বা তমাসং পুরুষর্ষভঃ।
ধার্মুলেস্পৃশ্য সংক্রুদ্ধস্তস্থৌ মধ্যান্তরে ॥১৭
তিষ্ঠন্ত্রু ক্রুদ্ধবদ্ ভীমঃ প্রতিলক্ষ্যাস্য বীর্যবান্।
সহসৈব পাণিনা ভীমঃ গ্রহণমিব তারয়ন্ ॥১৮
ততঃ স পুনরুদ্যম্য দুষ্টান্ বহুবিধান্ বলী।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় তচ্চৈব ভীমস্য পাতয়ন্ ॥১৯
তদ্ দুষ্টবুক্তবদ্বহীরবিনাশনম্।
যোধয়ন্তঃ মহারাজ নররাক্ষসয়োস্তদা ॥২০
নাম বিস্মার্য তু বকঃ সর্বচক্রুঃ পাণ্ডবম্।
দুষ্টাত্মাং পরিদুষ্টাত্মা ভীমসেনং মহাবলম্ ॥২১
ভীমসেনোঽপি তং বক্ষঃ পরিঘাভ্যাং মহাভুজঃ।
বিস্ফুরন্তং মহাবাহুং বিচকর্ষ বলাদ্ বলী ॥২২

হে তাত! রাক্ষসের কথা শুনিয়া ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে রাক্ষসকে গ্রাহ্য না করিয়াই বিপক্ষীভূমুখে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১১

তাহাতে মহাবীর রাক্ষস ক্রোধে অধীর হইয়া বৃক্ষ হাতে লইয়া ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য ধাবমান হইল ॥১২

তথাপি তাহাকে আক্রমণ করিতে পরমবীরবাহী ভীমসেন তাহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন আর তখন করিতে লাগিলেন ॥১৩

রাক্ষস দুষ্টবুক্ত বৃকোদরের এই অবস্থা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করত দুই হাতে তাহাকে আঘাত করিল ॥১৪

বলবান্ রাক্ষস দুই হাতে অতি জোরে আঘাত করিলেও ভীম রাক্ষসের দিকে একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া যাইতেই থাকিলেন ॥১৫

অনন্তর বলশালী রাক্ষস তাহাকে জোরসহকারে একটী বৃক্ষ উপড়াইয়া তাহাকে মারিতে মনে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল ॥১৬

তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ মহাবলী ভীম ধীরে ধীরে সেই গাছ ধরিয়া ফেলিয়া দুই হাত দূরে ফেলিলেন এবং তাহাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইলেন ॥১৭

হে তাত! রাক্ষস ক্রোধে সেই বৃক্ষ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলে পরাক্রমী ভীম তাহা হাতে হাসিতে হাসিতে ধরিয়া ফেলিলেন ॥১৮

তখন সেই বলবান্ রাক্ষস নানা বৃক্ষ উপড়াইয়া ভীমের দিকে এবং পাণ্ডব ভীমও তাহার দিকে ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন ॥১৯

হে মহারাজ! তখন নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও রাক্ষসরাজ বকাসুরের মধ্যে বৃক্ষবিনাশকারী ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২০

বক নিজের নাম ভুলাইয়া ও ভীমের প্রতি ধাবিত হইয়া মহাবল ভীমকে দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল ॥২১

পাঠান্তর।—(১) ভীমসেনস্ত ক্রুদ্ধঃ।

ন হুঙ্কারেণ তীব্রেণ ভর্ৎসয়ামাস পাণ্ডবম্।
সমুদ্যম্য তীব্রেণ ভ্রমেণ পুরুষাদকঃ ।২৩
অবার্যমেনং মত্বা তু পৃথিবী সমকম্পত।
পাদপাংশ্চ মহাকায়াংশ্চূর্ণয়ামাস দুর্মদা ।২৪
তীব্রমানস্তু তং তস্য সমীক্ষ্য পুরুষাদকম্।
বিস্ফিজ্য ভুজৌ তাভ্যাং সমাজঘ্নে বৃকোদরঃ ।২৫
অভ্যেত্য জগৃহে পৃষ্ঠমবধীত্য বলাদিব।
বাহুভ্যাং পরিগৃহ্যৈনং পিষ্ণেন শিরোধরাম্ ।২৬

সংযোজ্য চ কটীদেশে মুষ্টী বামদৃশি পাণ্ডবঃ।
তদ্ যন্ত্রো বিকৃতঃ চক্রে ভ্রমন্তং ভৈরবং রবম্ ।২৭
ততোঽস্য জানুনা পৃষ্ঠং প্রাক্ষ্যদ্ বিস্ফন্দতঃ।
অন্যমানস্ত তীব্রেণ তস্য ঘোরস্য রক্ষসঃ ।২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধপর্বণি বকভীমসেন-যুদ্ধে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।১৬২

মহাবাহু বলবান্ ভীমসেনও দুই হাতে রাক্ষসকে ধরিয়া ধরিল এবং ধনুকিকে হাড়াইবার চেষ্টা করিলেন তাহাকে টানিয়া আনিতে লাগিল ।২১

তীব্র তাহাকে এবং রাক্ষসও ভীমকে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছিল কিন্তু মহাবাহু রাক্ষস অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল ।২৩

উহাতে ভীষণ বেগে পৃথিবী কম্পিতা এবং রাক্ষসের আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ বিদলিত হইতে লাগিল ।২৪

রাক্ষস যখন বুঝিলেন যে, মহাবাহু রাক্ষস ক্রমশঃ বলহীন হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া বাহুদ্বয়ের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ।২৫

অনন্তর তীব্র বাহুদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া বলপূর্বক তার হাতে তাহার মাথা এবং বাঁ হাতে তাহার কটিদেশ ধরিয়া কেবলই টানিতে তাহাকে দুমড়া করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস বিকট চীৎকার করিতে লাগিল ।২৬-২৭

হে রাজন্! তখন তাহার রাক্ষসের চোখদুটা বাহির হইয়া গেল এবং সে মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল ।২৮

শ্রীমহাভারতে বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বকবধপর্বে বকভীমসেনযুদ্ধনামক দ্বিষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বকানুচরদ্বয়ং ভীমেনা রাক্ষসবধা পলায়নং, নগরবাসিনাং প্রসন্নতা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ স তস্যপার্শ্বস্থো বধিত্বা তৈরবং রবম্।

বৈশম্পায়নপ্রভৃতীনাং গতানুচরবদ্ বকঃ ।১

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[বকানুচরের বধে ভীম রাক্ষসবধের পলায়ন এবং নগরবাসীর প্রসন্নতা।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বকানুচর পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ তার হওয়ায় পর্বতাকার শরীর বারম্বার ভূতলে ফেলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে

তেন স্পৃষ্টেন বিপ্রেণ্ড জলস্তম্ভাব বক্ষসা।
নিশ্চলাঙ্গ তুষাদ্ রাজন্ সহসৈব পরিচারিভিঃ ॥৪
তান্ তাঞ্জন্ বিপ্রজ্ঞানান্ ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ।
দাশুরাষ্ট্রস্য বলবান্ সমরে চ জয়েপ্সয়া ॥৫
স বিদ্ধো বাসুদেব ভূয়ো ভূয়াভিবিধ্যতি ভবিষ্যতি।
বিপ্রজ্ঞাং হি তং শৈনেয়মেবং তত্রাবধারয়ন্ ॥৬
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা তানি বচাংসি তাদৃশ।
এবমস্ত্বিতি তং প্রাহুর্জলদাঃ সমরঞ্চ তৎ ॥৭
ততঃ প্রবৃত্তি চক্রাণি তত্র সৌম্যানি ভারত।
নগরে প্রত্যদৃশ্যন্ত নরৈর্নগরবাসিভিঃ ॥৮
ততো ভীষ্মবচাদ্ রাজা দাশুরাষ্ট্রঃ সুদুর্মনাঃ।
রাজদ্বারে বিনিক্ষিপ্য জলাত্মানমুপলক্ষিতঃ ॥৯
দৃষ্ট্বা ভীষ্মহতোদ্ভূতং বলং বিপ্রিয়মাত্মনঃ।
অন্তরোদস্য অযোধিয়াঃ প্রতিজগ্মুস্তদন্তরম্ ॥১০
ততঃ স ভীষ্মস্তং দৃষ্ট্বা গত্বা ত্রাসবশেন তৎ।
আচচক্ষে যথাবৃত্তং রাজ্ঞঃ সর্বমশেষতঃ ॥১১
ততো নরা বিনিক্রান্তা নগরাৎ কুরুসত্তম।
দদৃশুর্বিবৃতং দ্বারং রাজ্ঞশ্চ রথমোক্ষিতম্ ॥১২
তমভিদ্রুত্য তুরগং বিনিকীর্য চ তদ্বলম্।
দৃষ্ট্বা সহস্রশোঽপশ্যন্ বহূন্যত্র শরীরাণি ॥১৩
এবমুক্ত্বা ততো হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিং প্রত্যপূজয়ন্।
ততঃ সহস্রশো রাজন্ নরা নগরবাসিনঃ ॥১৪
ত্বরান্বিতমুখাঃ হৃষ্টাঃ সহস্রাণ্যনুযযুস্তদা।
ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা তদ্ বিস্ময়ং মহৎ।
তৈরেবানুগতাঃ সর্বে পুরং তে প্রবিবেশিরে ॥১৫

প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥১

হে রাজন্! সেই রাজপুত্র তাদৃশ ভয়ানক অস্ত্রে পরিচারকগণের সহিত রাজপুত্রের পাঞ্চিবাহিত লোকসকল নিজ নিজ মৃত হইতে বাহির হইল ॥২

এদিকে ভীষ্ম ভগবান্ ভীষ্ম ভগবান্কিতে ভীত ও মূর্ছাপন্ন দেখিয়া সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন ॥৩

ভীষ্ম বলিলেন,—"তোমরা কেহ কখনও পুনরায় কোন মানুষকে হিংসা করিবে না, করিলে সকলেরই নিশ্চই এবম্বিধ অবস্থা হইবে ॥৪

হে ভারত! ভীষ্মের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ 'এইরূপই হউক' এই বলিয়া ভীষ্মের গর্ব হারিয়া লইল ॥৫

তাহার হইতে সেই নগরের নগরবাসিগণ লক্ষ্য করিল যে, ব্রাহ্মণগণ সৌম্যমূর্তি ধরিয়া পথ চলিতেছে ॥৬

ভীষ্ম তখন সেই ব্রাহ্মণের মৃতদেহ লইয়া নগরের রাজদ্বারে রাখিয়া অলক্ষিত অবস্থায় দূরে রহিলেন ॥৭

ভীষ্মদেবের অদ্ভুত পরাক্রম বলে শত্রুকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া কলিঙ্গপুরের অধিবাসিগণ অতীব ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল ॥৮

অনন্তর ভীষ্ম তাহাকে এবং তাহার রাজপুত্রের মৃতদেহ কিরিয়া দেখিলেন এবং মূর্ছিতাবস্থায় সকল বৃত্তান্ত বলিলেন ॥৯

তাহার নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত অনেক মানুষ সকলে মিলিয়া একত্রাক্রমে রাজদ্বার অবস্থায় বিবৃত হইয়া ভূমিতে পতিত দেখিল ॥১০

মাধবিতনয় রাজপুত্রের সেই পর্বতাকার ভয়ানক মূর্তি নগরদ্বারে বিক্ষিপ্ত দর্শনে বিস্ময়ে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হইল ॥১১

তাহারা তাড়াতাড়ি এবচক্রপুরীতে যাইয়া সেই সব কথায় জানাইল। হে রাজন্! বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোক সহস্র সহস্র সকল নগরবাসী একত্রাক্রমে দেখিতে আসিল ॥১২

হে রাজন্! তখনই আবালবৃদ্ধবনিতা সকল নগরবাসী সেখানে আসিয়া একবাক্যে অতিমানুষ কর্মদর্শনে বিস্মিত হইয়া সেবারই পূজা করিল ॥১৩

তস্য প্রণয়মাণস্য তস্য যাচোঽভ লোকয়ে।
আত্মা চায়ম্ তং বিপ্রঃ পশ্যন্তু সর্ব এব তে ॥১৪
এবং পৃষ্টঃ স বহুশো ব্রহ্মবাদান্ পাণ্ডবান্।
উবাচ রাজন্ সর্বাংস্তান্ বিপ্রর্ষভবল ॥১৫
অজাতশিত্রু রাজন্নে ব্রহ্মবাদ সখা তব।
ধর্ম ব্রাহ্মণ ভক্তিমুদ্বিজো মহাবলঃ ॥১৬
পরিপৃচ্ছ স তাঃ পুরঃ পরিক্রম্য পুনশ্চ ৮।
অন্বরীষ্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো বিস্ময়ন্ প্রহসন্নিব ॥১৭
প্রাপরিক্রমাদঃ তস্য অন্তরেষু দুরাত্মনে।
অন্বিষ্টিতং তদ্ চাপি ন কার্যৈর্মিতি চাব্রবীৎ ॥১৮

ন তমন্বুপালয় সতো বকনঃ প্রতি।
তেন পূর্বং তথেত্যুক্তং তৎ লোকবিজয় কৃৎস্নম্ ॥১৯
তমতে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে ক্ষত্রিয়াশ্চ দুর্বিষিহয়া।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দুষ্টাশ্চক্রুর্ব্রহ্মণ্যা তদা ॥২০
ততো জানপদাঃ সর্বে আজগুর্নগরং প্রতি।
তমদ্ভুতং তদা দৃষ্ট্বা পার্থিবর্ষেব চাব্রবন্ ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি বকবধপর্বণি
বকবধে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৩

তারপর যখিরা দেখিল সেদিন বকরাক্ষসের ভোজন দিবার তাহার পালা ছিল; পরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ॥১৪

তাহারা পুনঃ পুনঃ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাণ্ডবগণকে রাক্ষসের অর্থাৎ তাঁহাদের নিজের গোপন করত তাহাদের সকলকে বলিলেন ॥১৫

আমার পালায় আমি স্ত্রীপুত্রগণের সহিত রহস্য করিতেছিলাম, তখন এক মহাবিদ্ধ মহাবলী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বেড়িলেন ॥১৬

আমার দুঃখের কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করত হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন যে, আপনার অন্ন লইয়া আমি রাক্ষসের নিকট যাইতেছি, আপনি আমার জন্য কোন অন্ন রাখিবেন না" ॥১৭

তিনি রাক্ষসের অন্ন লইয়া বকবনে গিয়াছিলেন। তিনিই নিশ্চয় এই লোকবিজয় কার্য করিয়া থাকিবেন ॥১৯

অনন্তর নগরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণগণের উপরোধে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন ॥২০

অনন্তর এই কথা শুনিয়া গ্রামবাসিগণও দলে দলে সেখানে আসিয়া সেই অদ্ভুতকার্য দেখিতে লাগিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরগণও সেই দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন ॥২১

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ের সম্ভবপর্বস্থ বকবধপূর্ব
ত্রিষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণের সমীপাৎ পাণ্ডবানাং প্রাণরক্ষাশ্রবণম্।]

জনমেজয় উবাচ।

তে তথা পুরুষব্যাঘ্রা বিহৃত্য বকরাক্ষসম্।
অত ঊর্ধ্বং ততো ব্রহ্মন্ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঊষুস্তত্র তদা রাজন্ বিহৃত্য বকরাক্ষসম্।
অধিরাজ্যং পরং তস্য ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥২

তস্য কতিপয়াহস্য ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
প্রতিজগ্রাহ তদ্ বেশ্ম ব্রাহ্মণস্য তথায় হ ॥৩

ন সম্যক্ পূজয়িত্বা তু বিপ্রং বিপ্রর্ষভস্তদা।
যযৌ প্রতিগ্রহং তীব্রং লব্ধা সর্বাতিথিব্রতঃ ॥৪

তত্রস্থে পাণ্ডবে সর্বে পৃথা কৃত্বা বরাংবরাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে বিপ্রং তথৈবঃ তথা তুষ্টাঃ ॥৫

তথারাসীদ্ বেশ্মনশ্চ তস্যাগ্নি সমিতস্তদা।
ব্রাহ্মণশ্চ বিবিধান্যর্থান্ বেশ্মনশ্চৈব পুরাণি চ ॥৬

স তত্রাকথয়ৎ বিপ্রঃ কথান্তে জনমেজয়।
পঞ্চালেষ্বদ্ভুতাকারং রাজসেন্যস্য বহ্নয়ম্ ॥৭

দৃষ্টদ্যুম্নস্য চোৎপত্তিমুৎপত্তিং চ শিখণ্ডিনঃ।
অযোনিজাং কৃষ্ণায়া দ্রুপদস্য মহামখে ॥৮

তদদ্ভুততরং শ্রুত্বা লোকে তস্য মহাত্মনঃ।
বিস্ময়েনৈব পঞ্চালাঃ কথান্তে পুরুষর্ষভাঃ ॥৯

পাণ্ডব উচুঃ।

কথং দ্রুপদপুত্রস্য দৃষ্টদ্যুম্নস্য ধীমতঃ।
যজ্ঞেষ্যাচ্চ কৃষ্ণায়াঃ সম্ভবঃ কথয়স্বতঃ ॥১০

(চৈত্ররথপর্ব)

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পাণ্ডবগণের বাল্য কথা শ্রবণ।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডুনন্দনগণ বকরাক্ষসকে বধ করার পর তথায় কি করিলেন ?১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! বক-রাক্ষসকে বধ করার পর তাঁহারা বিশেষরূপে বেদ অধ্যয়ন করত ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন ।২

অনন্তর অল্পদিনের পর একজন অতীব ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া আসিলেন ।৩

সর্বদা অতিথি সৎকারপরায়ণ সেই গৃহস্থামী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অর্চনা করার আদেশ দান করিলেন ।৪

তখন কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে অন্যান্যদের কথা উপদেশ করিতেন ।৫

সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকট নানাদেশ, তীর্থ, নদী, রাজা ও নানা আশ্চর্যদর্শন ও অমরসদৃশের বর্ণনা করিতেন ।৬

হে জনমেজয়! সেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য কথার শেষে পাঞ্চালদেশে রাজসেনীর অদ্ভুত জন্মের কথা বর্ণনা করিলেন ।৭

তিনি রাজা দ্রুপদের পুত্র মহাযজ্ঞ হইতে তাঁহার দৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি এবং কৃষ্ণার অযোনিজ জন্মকথা বর্ণনা করিলেন ।৮

মহাত্মা ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত কথা শুনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কথান্তে তাঁহাকে বিস্তারে তাঁহাদের উৎপত্তির কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন ।৯

পাণ্ডবগণ কহিলেন,—অগ্নি হইতে দ্রুপদপুত্র

কথং দ্রৌপদ্যাহরেদ্ভার্যাং সর্বাস্ত্রাণ্যধিগম্য চ।
কথং বিপ্র সখাযৌ বৌ বিযৌ কস্য সুতেন বা ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এষ বৈশ্যোদিতো রাজন্ ন বিপ্রঃ পুরুষর্ষভ।
কথয়ামাস তৎ সর্বং দ্রৌপদীলম্ভনং তদা ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি দ্রৌপদীলম্ভনে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৪

দৃষ্টদ্যুম্নের এবং যাজ্ঞসেনী হইতে দ্রৌপদীর অদ্ভুত উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইল ?১০

দৃষ্টদ্যুম্ন কেমন করিয়া দ্রোণপুত্রের দ্রোণের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ বিষয়ে করিল ? হে বিপ্র ! তাহাদের সখ্য এবং উহার বিচ্ছেদ—উহাই কেমন করিয়া হইয়াছিল ।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে দ্রৌপদীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে লাগিলেন ।১২

দ্রৌপদ্যাহরণোপাখ্যানসহিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে দ্রৌপদীলম্ভনামক চতুঃষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রুপদের দ্রোণতাপমানবৃত্তান্তবর্ণনম্।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।
পঞ্চালাবাং প্রতি যযাদ্ বহুধর্ম্মবিতত্তমাঃ।
তত্রাসন্নো মহাপ্রাজ্ঞঃ সত্যবাং সংশিতব্রতঃ ॥১

সোঽভিষেকং সুতো গঙ্গাং পূর্বমেবাগমদ্ গতীম্।
যত্রপ্লবনমস্যোগ্রং তুতাপোগ্রং তপোনিধিঃ ॥২

তত্রা বাহুর্মহৌজাবে মমার্ষ্য ঘৃতবৎ তদা।
অপশ্যদ্ঘৃতাচীমাং দৃষ্ট্বা তাদ্বিস্মিতমনা তদা ॥৩
তস্যাং সংসক্তমনসঃ কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
চিত্তং রেতশ্চস্কন্দ তদ্বিরোগ আযযে ॥৪
ততঃ দ্রোণবরং দ্রোণঃ কুমারমজনয়ত্ তদা।
অযোনীতো ন কোণশ্চ বেদাদাবি চ সংশ্রুতঃ ॥৫

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রুপদকর্তৃক দ্রোণের অপমানবৃত্তান্তবর্ণন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! পঞ্চালদেশে (ভরদ্বাজ) একজন মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপস্বী ভরদ্বাজ নামে এক ঋষি ছিলেন ।১।

তিনি গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়া পূর্বে হইতেই সেখানে আসিয়া স্নানরিয়া ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিলেন ।২

গঙ্গার তীরে মহাত্মা তাঁহার অঙ্গ অপ্সরার জন্য ঘৃতাচীকে উলঙ্গাবস্থায় দেখিয়া কামার্ত হইয়া পড়িলেন ।৩

আত্মবান্ ভরদ্বাজ সেই ঋষির মন সেই অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় তাঁহার রেতঃপাত হইল এবং তিনি তাহা দ্রোণ (যজ্ঞকলস) মধ্যে রক্ষিলেন ।৪

বীমান্ ঋষি ভরদ্বাজের সেই অযোনি বীর্য

অবধ্যোঽস্তু মু সখা পৃষতস্য নাথ পাঞ্চিমঃ।
তথাপি দ্রুপদো নাম তস্য সখ্যমবধ্যবৎ ॥৬

স নিত্যমামর্ষবশং গতো দ্রোণেন বৈ পার্থিব।
নিঃশ্বসন্নাস্যবান্ চৈব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ং প্রতি ॥৭

তমহং পৃষতস্যার্থে ন যাচে দ্রুপদোঽবধ্যবৎ।
দ্রোণোঽপি যাচ্যতাং বিপ্রঃ স্বয়ং বিদ্ধি নরাধিপ ॥৮

বরং তু প্রহিণোম্যদ্য তবার্থায় দ্বিজোত্তমম্।
আত্মানং বিদ্ধি রাজেন্দ্র যং বিদ্ধি দ্রোণ দ্বিজোত্তম ॥৯

দ্রুপদ উবাচ।

শরীরমাত্রমেবাস্য ময়া সখ্যমুপেয়িবৎ।
অস্ত্রাণি বা শরীরং বা ব্রহ্মন্নেতদ্ধনং বৃণু ॥১০

দ্রোণ উবাচ।

অস্ত্রাণি চৈব সর্বাণি তেষাং সংহারমেব চ।
প্রয়োগং চৈব সর্বেষাং প্রার্থয়ন্তি যে ভবান্ ॥১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ততস্তস্মৈ প্রদদৌ কৃষ্ণসম্ভবা।
প্রতিগৃহ্য তদা দ্রোণঃ কৃতকৃত্যোঽভবৎ তদা ॥১২

সম্প্রহৃষ্টমনা দ্রোণো ধারাং পরমসম্মতাম্।
তমাহূয় সমুদ্বাহ্য নেত্রেভ্যোঽধিকোঽভবৎ ॥১৩

ততো দ্রুপদমাসাদ্য ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ পুরুষব্যাঘ্র সখায়ং বিদ্ধি মামিতি ॥১৪

দ্রুপদ উবাচ।

নাযোনিয়ঃ ক্ষেত্রিয়স্য নেশ্বরো ধনিনঃ সখা।
নাবাজা পার্থিবঃ কশ্চিৎ সখিপূর্বং ত্বিতীর্ষতে ॥১৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ন বিবিৎসুর্ময়া সখ্যং পাঞ্চাল্যঃ প্রতি বুদ্ধিমান্।
ইত্যাহ কৃষ্ণসুখানাং নৃপঃ সাম্রাজ্যমাস্থিতঃ ॥১৬

হইতে দ্রোণের জন্ম। দ্রোণ বড় হইয়া বেদাধ্যয়ন সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।৪

ভরদ্বাজের সখা রাজা পৃষতেরও সেই সময় দ্রুপদনামক এক পুত্র হইয়াছিল।৫

মহর্ষিপুত্রের পৃষত-কুমার দ্রুপদ নিত্যই আশ্রমে গিয়া দ্রোণের সহিত অধ্যয়ন ও খেলা করিত।৭

পৃষতের মৃত্যুর পর দ্রুপদই রাজা হইলেন। দ্রোণাচার্য শুনিতে পাইলেন যে, পরন্তপ তাঁহার সমস্ত ধন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া বনে যাইতেছেন। তিনি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন,—"হে নৃপোত্তম। আমি ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ, আপনার নিকট ধনের জন্য আসিয়াছি।"৮-৯

পরন্তপ বলিলেন,—আমার ধনের মধ্যে শরীর ও অস্ত্রবিদ্যাই অবশিষ্ট আছে, তুমি এই দুইটীর মধ্যে যে দ্রোণ একটী লইতে পার।১০

দ্রোণ বলিলেন,—আপনি ধনুর্বিদ্যার সহিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং উহার প্রয়োগ ও সংহারের বিদ্যা আমাকে দান করুন।১১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'তথাস্তু' বলিয়া কৃষ্ণসুবিপুল পরন্তপ দ্রোণকে সমস্ত সমর্পিয়া প্রদান করিলেন এবং দ্রোণও নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।১২

দ্রোণ পরন্তপের নিকট অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত যথা বিধিবিধান দ্রৌপদী অর্জন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১৩

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রতাপী দ্রোণ রাজা দ্রুপদের নিকট গিয়া বলিলেন—"হে রাজন্। তোমার সখা দ্রোণ বলিয়া আমাকে জানিবে"।১৪

দ্রুপদ বলিলেন,—অবোধিৎ বেদবিদের, অধনী ক্ষত্রীয় এবং অরাজা কখনও রাজার সখা হয় না। সুতরাং পূর্ব্ব সখ্য স্মরণ করিয়া কি লাভ?১৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ দ্রোণ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার সময়

ঔষেয় পৌত্রান্ শতানীক ধনুষি বিবিধানি চ।
প্রাহরন্ প্রথমো তেষাং শিষ্যান্ দ্রোণায় ধীমতে ॥১৭

দ্রোণস্ত শিষ্যতঃ পার্থাংশ্চক্রে ধনুষ্যরগ্রণীঃ।
সমানীয় তু তান্ শিষ্যান্ দ্রুপদস্যাহরায় বৈ ॥১৮

আচার্যেত্বেতদ্ বিজ্ঞিপ্তি যদ্ বর্ততে তব।
তৎকর্তুমেতে প্রস্তুতাঃ স্বাং তনুং যুদ্ধতানঘাঃ।
সোঽর্জুনপ্রমুখৈরেতৈঃ কৃতাস্ত্রৈরিতি শুশ্রুম ॥১৯

বয়ং চ পাণ্ডবাঃ সর্বে কৃতাস্ত্রাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
অতো দ্রোণোঽব্রবীদ্ দৃষ্ট্বা বেদনার্থমিদং বচঃ ॥২০

পার্ষতঃ দ্রুপদো রাজন্ যজ্ঞসেনঃ সহোদরঃ।
তস্মাদাহর তদ্ রাজ্যং যদ্ যৈঃ প্রোক্তং প্রতীহতম্ ॥২১

(বার্তয়াহূয়ৈশ্চ সহিতাঃ পঞ্চালান্ পাণ্ডবা যযুঃ।
যজ্ঞসেনেন সহসা কর্ণ-দুর্যোধনাদয়ঃ।
বিজিতাঃ সংঘবর্তন্ত তাবেব ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।)
তমঃ পাণ্ডুসুতাঃ পঞ্চ নিজিত্য দ্রুপদং মৃধি।
দ্রোণায় দর্শয়ামাসুর্বদ্ধা সচিবং তদা ॥২২
(আহূয় ইব দুর্ধর্ষো মহেন্দ্র ইব দানবম্।
অহেন্দ্রসুতঃ পাঞ্চালঃ কিরীটেনার্জুনস্তদা।
তদ্ দৃষ্ট্বা তু মহাবীর্যাঃ কার্মুকজ্যাবিকৃষ্টবান্।
ব্যসৃজন্ত তদা সর্বে যজ্ঞসেনস্য বাহবঃ।
বাস্তাবর্জুনতো বীর্যে রাজপুত্র ইতি শ্রুতম্।)

দ্রোণ উবাচ।

প্রার্থয়ামি যদা সখ্যং পুনরেব মহীপতে।
অরাজা কিল যো রাজ্ঞঃ সখ্যং ভবিতুমর্হতি ॥২৩

করিয়া তথা হইতে কৌরবগণের রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন।১৬

তখায় ভীষ্মদেব বুদ্ধিমান্ দ্রোণকে বহু বিবিধ ধনুস্ত প্রদান পূর্বক সংকার করত কুরুকুমারগণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।১৭

দ্রোণ শিষ্যগণকে বিশেষতঃ কুন্তীপুত্রগণকে আকার্যা দ্রুপদকে দৃঢ় বিবার জন্য বলিলেন,—হে শিষ্যগণ! আমার মনে একটী বিশেষ অভিলাষ আছে, তোমরা কৃতাস্ত্র হইয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আমার সেই অভিলাষকে পূর্ণ করিবে। এ বিষয়ে যাহার যা আমাদের সম্মতি আছে, তাহারা প্রতিজ্ঞা কর, তখন অর্জুনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সম্মতি জ্ঞাপন করত 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া দ্রোণাচার্যের অভীষ্ট পূরণে প্রতিজ্ঞা করিলেন।১৮-১৯

যখন পাণ্ডবগণ কৃতাস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, তখন দ্রোণ তাঁহাদিগকে গুরুদক্ষিণার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন—"দ্রুপদের পুত্র দ্রুপদ হরণকরী সেনার রাজা; তাহার রাজ্য তুমি জয় করিয়া আমাকে দান কর।"২১

(বৃহদশ্ব পুত্রগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিলেন। কর্ণের সহিত দুর্যোধনাদি একশত ভাই প্রথমতঃ যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিলেন।) তখন পাঁচ পাণ্ডব দ্রুপদকে যুদ্ধে জয় করিয়া সচিবের সহিত তাঁহাকে বন্দী করত দ্রোণাচার্যকে অর্পণ করিলেন।২২

(দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ ইন্দ্রপুত্র অর্জুনও তেমনই রাজা দ্রুপদকে পরাজিত করিলেন। অর্জুনের সেই অদ্ভুত বীরত্বদর্শনে যজ্ঞসেনের (দ্রুপদের) জ্ঞাতিগণ সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ইহা নিশ্চয় করিলেন যে, অর্জুনের ন্যায় বীর কোন রাজপুত্র হইতে পারে।)

দ্রোণ বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার সহিত পুনরায় আমি সখ্যতা কামনা করি। অরাজার

অতঃ প্রবর্তিতং রাজ্যে যজ্ঞেনেষ্ট্বা মহৎ।
রাজন্যে বসিষ্যে কূলে তাক্ষ্যস্যাংশুসমুদ্ভবে ॥২৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমুক্তো বি পাকাস্যো জারাজেন ধীমতা।
উবাচেদং বিনীতো যোগঃ ব্রাহ্মণসকাশম্ ॥২৫

এষ তন্তু তবাত্রে যে ভাবয়াম্যহমাগতে।
সখ্যং তবেব তন্তু শশ্বদ্‌ যদিচ্ছসি তদস্তু ॥২৬

এবমুক্ত্বা তু তৌ কৃত্বা সখ্যমন্যোন্যমব্যয়ম্।
জগ্মতুঃ স্বাশ্রমপদান্যৌ যথাগতমিবাশ্রমৌ ॥২৭

অনংকাঙ্ক্ষ ন তু জরাং মৃত্যুমপি তথা তু।
নাপৈতি যাবদ্‌ রাজ্ঞো দুর্নীতঃ ন কুলোদ্বহম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি দ্রৌপদীসম্ভবে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৫

সহিত রাজার যে কখনও সখ্য হয় না; এজন্য যে যজ্ঞেরও। আমি রাজ্য অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। তুমি তাক্ষ্যবংশ লক্ষিত কূলে এবং আমি উহার উত্তর কূলে রাজা হইলাম ॥২৩-২৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ধীমান্ জারাজের (দ্রোণের) কথা শুনিয়া পাকাসন্নাম ক্রুদ্ধ অগ্নিবেশ্যগোত্রের শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর দ্রোণকে বলিলেন ॥২৫

"যে মহাত্মন্! তাবদ্যাবৎ আপনার কন্যার পুত্রদ্বয় পঞ্চাল্যন্ বৈ লোকোপরতেরতঃ।
যাস্যি শ্রেষ্ঠতমাঃ যে ইতি নিত্যমচিন্তয়ৎ ॥২
আত্মনঃ পুত্রাদ্‌ ন নির্বেদাদ্‌ বিদ্ম বন্ধুমিতি ত্বয়ীৎ।
নিত্যমপ্রতিকল্পাদ্যো দ্রোণঃ প্রকৃতিচর্কটীঃ ॥৩

লোকান্তরিত হইলে যিনি শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। যিনি বিবাহের এই চিন্তা করিতেন যে, আমার কোন শ্রেষ্ঠ সন্তান নাই। তাঁহার যে সকল পুত্র বা বন্ধুবান্ধব হইয়াছিল, তাহারা কেহই দ্রোণ-সদৃশ সর্ব

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

(দ্রুপদের যজ্ঞে দৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি।)

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অনন্তর রাজা কর্মকালে নিপুণ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণের বিবাদস্থানসমূহে খুঁজিতে লাগিলেন।

প্রজাবং বিনয়ং শিক্ষাং ক্ষেমঞ্চ চরিতানি চ।
কথয়েন্ন চ যদ্যেনাং ত্যজেয়ং ব্যাধ্যমেব চ ॥৪
প্রতিকর্তুং মৃষাজ্ঞেতো বরযানোঽপি জায়ত।
অভিতঃ সোদরং কন্যাযাং পদাসূলে পরিস্রজম্ ॥৫
ব্রাহ্মণায়ন্বয়ং পুণ্যবাসসাং মহীপতিঃ।
তত্র ব্যাস্রাতকঃ কশ্চিৎ চাণ্ডালস্ত্রী বিভঃ ॥৬
তথৈব চ মহাভাগঃ সোঽপশ্যৎ সপ্তমিত্রয়ৌ।
যজ্ঞোপবীতৌ ব্রহ্মণ্যৌ পাদযোর্নিপতৌ ॥৭
সর্বিতাযানেন যুক্তৌ সোমস্কন্দাপি কাঞ্চনৌ।
তাবপশ্যৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবুত্তিলক্ষণৌ ॥৮

স তাবাসনমুপাযান্তং সরকাংস্যৈরভিস্তিতঃ।
মুহূর্তা বদঃ তত্রোস্থুঃ কনীয়াংসমুপস্থিতে ॥৯

প্রশ্নেন হৃদয়ং কাশ্যেরূপযাতং দুরুত্তরম্।
পাদশুশ্রূষণে যুক্তঃ প্রিয়বাদ্ সর্বকামদা ॥১০
অর্চয়িত্বা যথান্যায়মুপায়ন্তমুবাচ হ।
যেন যে কর্মণা ব্রহ্মন্ পুত্রঃ স্যাদ্ লোকপূজিতে ॥১১
উপযাস্যে তুতে তস্মিন্ সবাং ব্যাহরণি ক্ষেমমুত্তমম্।
যদ্ যা তেঽহম্ বিজশ্রেষ্ঠ মনসঃ প্রিয়মুত্তমে।
সর্বং তৎ তে প্রদাস্যামি ন হি মেঽত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥১২
ইত্যুক্তো ব্যাহরিষ্যেতং তদ্বিদঃ প্রত্যভাষত।
আযাস্যতিস্তব শ্রুতঃ স চ তং পর্যচারয়ৎ ॥১৩
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে শ্রুতশ্রবা স বিজোত্তমঃ।
উপযাতোঽত্রবীৎ কালে রাজন্ মমুরা ত্বিহ ॥১৪
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্বান্ সমনে বনে।
অপরিজ্ঞাতশৌচাচারঃ সুমহী বিপতিষ্যতি ॥১৫

সহ ভাবিয়া সেখানে ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিয়া সোমযজ্ঞে সমর্থ পুত্র লাভের জন্য ইষ্টাভিধান আরম্ভ করিতে লাগিলেন ॥২-৩

হে ভারত! ক্রোধের প্রকার, বিনয়, শিক্ষা, চরিত্র এবং তাহার অবস্থানের কথা ভাবিয়া তিনি আত্মজনের দ্বারা আপনাদের প্রতিকারের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখনই ক্রুদ্ধ মনোভাবে তাহার ভগিনী ও ভগ্নীপতি ব্রাহ্মণদিগের একটী পবিত্র আসন দেখিতে পাইলেন। যেখানে ব্রহ্মর্ষি পাদপ্রক্ষালন ও বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করার পরে নাই—এমন একজন ব্রাহ্মণও ছিলেন না ॥৪-৬

মহাভাগ্যশালী রাজা সেখানে ব্যাঘ্রচর্মধারী ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী যজ্ঞোপবীতধারী বাহু ও উপবাহু যাহক দুইজন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন ॥৭

উভয়েই সবিতার অধ্যয়নে নিযুক্ত, ব্রাহ্মণ-যোগ্যই, সুখোপবেশনে আসীন ও উত্তম ঋষি ছিলেন ॥৮

রাজা বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাদের সামর্থ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠকে সকল আদরযত্ন প্রদানের দ্বারা আবদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মচারী উপযাজকে পাদসংবাহনাদির দ্বারা অর্চনা করত তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি যদি আমাকে এমন পুত্র দান করিতে পারেন যে লোকের স্তব করিতে পারিবে, তাহা হইলে আমি আপনাকে দশ কোটী গাভী প্রদান করিব এবং ইহা ব্যতীত আপনার আরও কামনা থাকিলে তাহাও প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ করাই ॥৯-১২

রাজার কথা শুনিয়া উপযাজ বলিলেন—"আমি পারিব না", তথাপি রাজা পুনরায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥১৩

এক বৎসর পর বিদায়ের উপযাজ মধুর ভাষায় রাজাকে বলিলেন—হে রাজন্! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যাউন ॥১৪

অপশ্যন্তস্তদা ভ্রাতৃন্ পাঞ্চালান্ প্রভদ্রকান্।
বিসৃজ্য শস্ত্রমাদায় বাহুং তূর্ণং তলাঞ্চম ॥১৪

দৃষ্ট্বা তদন্তকপ্রখ্যম্ দ্রোণম্ পাপানুবন্ধকম্।
বিধিনির্দিষ্ট ন শৌচং যঃ সোঽস্ত্রজ্ঞানপি তথা
অকৃৎ ॥১৫

তদহিতায়াস্মাকং তূর্ণম্ বধম্ গুরুসূদন চ যঃ।
ইত্যস্মৎসঙ্কল্পকথাং তূষ্ণীং তে চ তদা তথা ॥১৬

কীর্তয়ন্ত্যশ্চাপ্যমানাদ্বৃষ্ণী চ পুনঃ পুনঃ।
অব বৈ ব্যাধিনং প্রেক্ষ্য ভ্রাতরং তর্কয়ন্তুত ॥১৭

তং বৈ সত্যেষু বৃদ্ধেষু ন বাং দাশার্হকিতিতি।
ধৃতদ্যুম্নাবো বৃণক্তির্মন্যসে বিচিকিৎসসি ॥১৮

উপযাচকঃ স্ত্রিয়া রাজন্ত্রাহ্মণত্বমবলম্বাৎ।
অভিলম্ব্য পুনর্হন্তুমেব বাক্যমুবাচ হ ॥১৯

অনুজানি ব্রহ্মবন্ধৌ গর্হ্যং রাজন্ যং দ্বিজো।
দ্রোণবৈরাভিসন্তপ্তঃ প্রহ্লাদ্যিষ্যুর্যদি ॥২০

ন হি ব্রহ্মবিদঃ শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাস্ত্রে শস্ত্রমুচ্যতে।
তস্মাদ্ দ্রোণঃ পরাবৈষ্ট যং বৈ সর্ববিদ্রবে ॥২১

ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তস্যান্যঃ পৃথিব্যাং কশ্চিদগ্রণী।
যৌধমাচার্যমুখ্যন্ত যাবদ্ধন্তে যুধাং যুধঃ ॥২২

দ্রোণস্ত পরমাস্ত্রাণি প্রাপ্তিশ্চেহরাণি চ।
যতমানো যুদ্ধশান্ত দৃষ্ট্বা পরবং যহৎ ॥২৩

ন হি ব্রাহ্মণ্যমেবাস্ত্রে কাংশ্চিৎ বেদেষ্বনন্তরম্।
প্রতিহন্তি মহেষ্বাসো ভারদ্বাজো মহাবলঃ ॥২৪

তিনি হয়ত ধীরতা রক্ষিতে পারেন, তাহার মনে ভাবনা আছে, আমি সৈন্যদিগকে মধ্যে বিভাগ করিতে করিতে তূষ্ণি তাহার যা অন্তরিতার কোন বিচার না করিয়াই পরা হত্যা করাইয়া লইবেন ॥১৫

তাঁহার এই অনুচিত কর্ম দেখিয়া আমার ধারণা হইল অন্তরিতাদিগোরে সম্বন্ধে কোন বস্তু গ্রহণে তাঁহার কোন বিচার নাই ॥১৬

অস্ত্রগ্রহণে সমর্থিত কোন পাপ বা অন্তরিতা সম্বন্ধে তিনি যখন বিচার করেন নাই, তখন অস্ত্রও করিবেন না বলিয়াই মনে করি ॥১৭

সর্বদিকার অধ্যয়নের সময়েও গুরুকুলে বাস করত তিনি আমার পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং নিজেরও সেই সময়ে মুখে মুখে প্রণামাদি করিতেন।

যখন এইরূপ তাঁহার বিশাল দৃষ্টিতে আমি তাঁহাকে দেখি, তখন আমার মনে হয় তাহার ঐহিক ভোগে কামনা নাই বলিয়াই আছে ॥১৮-১৯

হে রাজন্! আপনি তাঁহার নিকটেই যাইয়া, তিনি আপনার কথা যত্ন করিবেন। রাজা দুর্যোধনের কথা শুনিয়া দ্রোণের এই আচরণের মনে বিচার করিলেন উপায়ের কথা অনুসারে রাজের আশ্রমে গেলেন এবং তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজো! "দ্রোণের বৈরীভাবে অভিসন্তপ্ত আমাকে আপনি রাজন করিয়া লড়াই করুন, আমি আপনাকে আর্য রাজার যোগ্যে করিব ॥২০-২২

দ্রোণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগে অভি বিদ্বান্, সেনার সহিত যুদ্ধে তিনি আমাকে পরাজিত করিতেছেন ॥২০

এমন কোন অগ্রণী ক্ষত্রিয় এ পৃথিবীতে নাই, যে কৌরবাচার্য দ্রোণের সম্মুখীন হতে পারে ॥২১

দ্রোণের পরমাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্তির দেহবাসকারী, তাঁহার বিশাল বহুত প্রায় হয় হাত লম্বা ॥২২

তিনি ব্রাহ্মণ্যযোগে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়; সেই মহাবলী মহাধনুর্ধর ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম ॥২৩

ক্ষত্রোপেতস্য বিধিবো জাতস্য হবিষাগ্নিতঃ।
তস্য ব্রহ্মবলং ঘোরমপ্রতীক্ষ্যং বিশেষতঃ ॥২৭

ব্রাহ্মং হতাশবলবো হ্যব্রহ্মবিবিবর্ধনঃ।
সংহরেয় স বৎসস্তে কামমেবং পুরোদয়ঃ ॥২৮

ব্রহ্মবন্ধুস্তু বিধিবে ব্রাহ্মং ক্ষেত্রং বিগর্হতে।
সোঽহং ক্ষত্রাদ্ বলাদ্ভীতো ব্রাহ্মং ক্ষেত্রং
প্রপেদিবান্ ॥২৯

ক্রোধাদ্ বিশিষ্টদানাচ্চ তবাহং ব্রহ্মবিত্তমম্।
ক্রোধান্তকরং পুত্রং লব্ধুমিচ্ছে দুরি দুর্জয়ম্ ॥৩০

তৎ কর্ম কুরু যে যজ্ঞ বিধানাদ্যুক্তিসংযুতম্।
জনয়িষ্যতি পুত্রং তে ক্রোধং কশ্চিদ্ দুরাসদম্ ॥৩১

ঔর্ব ইতি চাকাশমুপযাতস্তবোরুতঃ।
যস্যো ক্রোধবিনাশায় প্রতিজজ্ঞে তদা চ সঃ ॥৩২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য উপযাজো মহাতপাঃ।

আহয়ো কর্ম বৈতানং তব পুত্রকরায় বৈ ॥৩৩

স চ পুত্রো মহাবীর্যো মহাত্মা ভবিতা তব।
ইক্ষ্বাকু বংশিনো রাজন্ ভবিষ্যতি ন তে ভয়ম্ ॥৩৪

তস্যাহবেষু ব্রহ্মাস্ত্রং সোঽভিক্ষ্যতি ভৃগূত্তম।
তদস্ত্রং তব তথা সর্বং ক্রপয়ঃ কর্মসিদ্ধয়ে ॥৩৫

রাজন্ হবনকালস্তে দেবীমাজাপয়স্ব তথা।
প্রেষি মাং রাজি পৃথতি মিথুনং ত্বামুপস্থিতম্ ॥৩৬

আহয়োঃ (পরস্পরের) তার কর্মফলের ইচ্ছাতেই তিনি সেই হইয়াছেন। এই পৃথিবীতে তাঁহার অনুকরণে এরূপ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ॥২৭

তিনি ব্রাহ্মতেজকে হ্রাস ও ক্ষত্র তেজঃ প্রবর্ধিত করিয়া ক্ষত্রকে ব্রহ্মবলকে বশীভূত করেন। ২৮

ক্রোধাচার্যের ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র উভয় তেজঃই বর্তমান আছে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মতেজই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ক্ষত্রবলকে আমি ব্রহ্মবলকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম তেজেরই শরণ লইলাম ॥২৯

ক্রোধের তেজও ব্রাহ্মতেজে বেশী আপনাকে অধিক ক্ষমতাবান্ জানিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমার বিশ্বাস আমি আপনার কৃপায় দুষ্ট দুর্জয় ক্রোধবিনাশক পুত্র লাভ করিব ॥৩০

হে রাজ! আপনি সেই কার্য্য সাধন করুন; আমি আপনাকে দশ কোটি গাভী দান করিব।" তখন রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া ক্রতুর অনুষ্ঠান জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥৩১

"ইহা অতি ভালরূপ কার্য্য" ইহা মনে করিয়া রাজা তাঁহার বিধান মতো উপযাজকে এ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। (তাঁহার সম্মতি পাইয়া) ক্রোধবিনাশের জন্য রাজা যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর মহাতপস্বী উপযাজ পুত্রজন্মলাভের জন্য যে আধানাদি যজ্ঞ করা করিতে হইবে, ক্রতুকে তাহা বুঝাইলেন ॥৩২-৩৩

তিনি রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি যেরূপ পুত্র চাহেন, সেইরূপ মহাবীর্যশালী মহা-মহাপরাক্রমী ও মহাতেজস্বী পুত্র আপনার হইবে" ॥৩৪

রাজা ক্রতুও তখন ঐরূপ ক্রোধহন্তা পুত্রলাভের ইচ্ছায় উপযাজের উপদেশানুরূপ যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিলেন ॥৩৫

রাজা যজ্ঞকালে দেবীকে (ক্রতুর পত্নীকে) ডাকিলেন—হে পৃথুর পুত্রবধূ! হে ভদ্রে! আপনি শীঘ্র আসুন; (পিতৃকুলের রাজ্য ও কুমারী) মিথুন অর্থাৎ সন্তানযুগল আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ॥৩৬

(দ্রুপদস্য দ্রৌপদ্যাশ্চ পিতৃবংশবিস্তরে।)

রাজ্যুবাচ।

অবগিতং দূতঃ ব্রহ্মন্ যিয়াদ্ গচ্ছাম্ বিজর্মি চ।
দুরমর্থে সোপলভ্যাস্মি তিষ্ঠ যাজ যদা স্থিরে ॥৩৭

যাজ উবাচ।

যদেতে ধ্রুপিতঃ দ্রব্যমুপযাজাভির্মন্ত্রিভিঃ।
কথং তাজেন লভ্যাৎ বা তৎ বিপ্রেষি তিষ্ঠ বা ॥৩৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

একমুক্তঃ তু যাজেন দুরে হ্যেষি সংস্কৃতে।
উদ্বেগো পাবকাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণায়ো দেবসম্মিতঃ ॥৩৯
কালাহর্ণো যোষরূপঃ কিরীটী বর্ম্ম তোত্তবান্।
বিভ্রৎ সমৃদ্ধ্যঃ সমরে ধনুষ্মান্ বিনদন্ মুহুঃ ॥৪০
সোঽস্যাযোহন্ ইষবঃ তেন চ প্রথমো বলঃ।
তস্যঃ প্রসেহুঃ পাঞ্চাল্যঃ প্রকৃষ্টাঃ সাধু সাম্বিতি ॥৪১

হর্ষাবিষ্টাস্তস্তথৈবাস্ নেত্রে সেহে সমুদ্যতা।
তস্যাপত্যে যজ্ঞসেনঃ পাঞ্চালানাং কুলস্য ॥৪২

যাজ্ঞ শোকাপহো ভাত এষ দ্রোণবধায় বৈ।
ইষ্ট্বাসাদ্য যজ্ঞ কৃষ্ণমুক্তং যেনায়ং তথা ॥৪৩

কৃষ্ণায়ী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী যদিমমবতলোচনা ॥৪৪

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা।
তাম্রসূক্ষ্মনখী সুভ্রুশ্চারুপীনপয়োধরা ॥৪৫

মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদ্দেবধনিনী।
নীলোৎপলসমো গন্ধঃ যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবাতি ॥৪৬

যা বিভর্তি পরং রূপং যস্যাঃ নাস্ত্যুপমা ভুবি।
যেনানুবন্ধ্যাবীপিতাং দেবৈর্দ্রুপদে ॥৪৭

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার মুখ হইতে নিত্য আছে এবং আমি শপথ করিয়া যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হে যাজ! সুতরাং আমি পুত্রলাভের জন্য এখন যজ্ঞস্থলে যাইয়া উহা ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না, আমার এই প্রিয় কার্য্য বিষয়ে একটু অপেক্ষা করুন ॥৩৭

যাজ বলিলেন,—যে ঘৃত আহুতি করিবার জন্য যাজ ও উপযাজ অভিমন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা কখন প্রত্যর্পণ করিতে পারে না; সুতরাং আপনি আসুন, অথবা এখানেই দাঁড়াইয়া থাকুন ॥৩৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এই কথা বলিয়া যাজ সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে অমনি অগ্নির মধ্য হইতে দেবতুল্য পুত্র উৎপন্ন হইল ॥৩৯

অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, যোদ্ধবেশ ও উত্তম কিরীটধারী সেই কুমার খড়্গ, শর ও ধনু হাতে সুবর্ণরথ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্নি হইতে উঠিল ॥৪০

সেই বালক এক উত্তম রথে চড়িয়া তখনই দূরে যাইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া পাঞ্চালগণ আনন্দিত হইয়া 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৪১

তখন হর্ষোৎফুল্ল পাঞ্চালগণের তাহা যেন পৃথিবী সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় অদৃশ্য আকাশচারী মহাভূত বলিলেন,—এই রাজকুমার রাজা দ্রুপদের শোকহারী, পাঞ্চালগণের হর্ষবর্দ্ধনকারী, যজ্ঞকর্ত্তা এবং দ্রোণবধের জন্যই জন্মিয়াছে ॥৪২-৪৩

কৃষ্ণায়ী পাঞ্চালী বেদীমধ্য হইতে উত্থিতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার অঙ্গসমূহ দর্শনীয়, লোচন অতিসুন্দর ও বিস্তৃত ॥৪৪

তিনি কৃষ্ণবর্ণা, তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল, তাঁহার কেশ নীল ও কুঞ্চিত, নখসমূহ তাম্রবর্ণ ও উন্নত, ভ্রূযুগল এবং জঘনদেশ সুন্দর ও পুষ্ট ছিল ॥৪৫

তং চাপি ভ্রাতরং মুক্তোঃ বাসুদেবাদনন্তরম্।
সর্ব্বযোধিতা কৃষ্ণা বিবীহু কুরুতাম্ ভবান্ ॥৩৮

সুবলার্থমিদং কর্ম্ম কথিতন্তে সুতস্য বৈ।
অতো হেতোঃ কৌরবাণাং মহুৎপৎস্যতে ভয়ম্ ॥৩৯

ততস্তত্র সর্ব্বপালাঃ প্রণেতুঃ সিংহনাদবৎ।
ন চৈতাদ্ বর্ষসম্পূর্ণমিতি সেহে বসুদ্ধরা ॥৪০

তৌ দৃষ্ট্বা পার্থিবৌ রাজন্ প্রস্থিতৌ বৈ সুতাধিনৌ।
ন বৈ মন্যে ভবন্তৌ তানৌরসাত্মিতি ॥৪১

অথেত্যুবাচ তং রাজা রাজন্ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
ওমোম্ভ বাচ্যো চক্রুস্তে সম্পূর্ণমনসঃ ॥৪২

বৃষ্টদ্যুম্নস্য বিদ্বাংস্তু দ্যুমান্নাম্নঃ সুতস্য বৈ।
বৃষ্টদ্যুম্না দ্রুপদাদ্ দ্রুপদস্য তথৈব চ ॥৪৩
দ্রুপদেত্যেবমুক্তম্ বৃষ্ণাং বৃষ্ণাহুং না হি বর্ণিতঃ।
তথা তস্মিন্নুতে রাজ্ঞে দ্রুপদস্য ব্যজায়ত ॥৪৪
বৃষ্টদ্যুম্নং তু পাঞ্চাল্যমানীয় স্বং নিবেশয়ম্।
উপাধ্যায়োপস্তুবেতোর্ব্বরয়ন্তঃ প্রযাপয়ম্ ॥৪৫

অমোঘাস্তৈব হি তাবি যদা জাতাস্মি।
তথা তৎ কৃতবান্ দ্রোণ আত্মকীর্ত্যনুরক্ষণাৎ ॥৪৬

(ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রত্যা জন্মুস্তে বৃহৎ ব্রাহ্মণাঃ সপুরোহিতাঃ।
পাঞ্চালরাজং দ্রুপদমিতং বচনমব্রুবন্ ॥

সাক্ষাৎ অবতারতা যেন মানুষের ন্যায় ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে নীল পদ্মসদৃশ গন্ধ ৫৪ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিত হইয়াছিল ॥৩৬

যিনি পৃথিবীকে অনুপম রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বের উপিতা সেই যেরূপিণী কন্যার জন্মমাত্রেই আকাশবাণী হইল—"সর্ব্বযোষিৎশ্রেষ্ঠা এই কৃষ্ণা সমস্ত ক্ষত্রিয়কে ক্ষয় করিবে ॥৩৭

এই সুবলতনয়া যজ্ঞসেনের কার্য্যসাধনের জন্যই অবিয়াছেন; ইহার জন্য কৌরবদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥৩৯

তাহা শুনিয়া পাঞ্চালগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া সিংহনাদের ন্যায় ধ্বনি করিয়া উঠিলে তাঁহাদের সেই ভার যেন বসুন্ধরা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না ॥৪০

সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া দ্রুপদরাজপত্নী যাজের নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমি সন্তানবিহীনা। ইহারা যেন আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও না বলিয়া না জানে ॥৪১

যাজের প্রিয়কার্য্য করিতে উদ্যুক্ত হইয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে"। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ সফলমনোরথ হইয়া তাঁহাদের নামকরণ করিলেন ॥৪২

যজ্ঞাবভৃথ স্নান ও অবভৃথ হওয়ায় এবং দ্যুম্ন অর্থাৎ তেজোময় কবচ, মহাপ্রভৃতি ও আভরণের সহিত উদিত হওয়ায় দ্রুপদের এই কুমারের নাম "দ্যুম্ন" হইল ॥৪৩

এই কন্যার বর্ণ যখন কৃষ্ণ, সুতরাং ইহার নাম 'কৃষ্ণা' হইল। এইরূপে দ্রুপদের সেই মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যারূপ বিদুষ উপস্থ হইল ॥৪৪

প্রতাপী ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ এবং কথা জানিয়াও পাঞ্চালরাজকন্যা কৃষ্ণাকে বীর্য্য শুল্কে আনাইয়া তাহাকে অর্জ্জুনকে দান করিতে উপায় করিলেন ॥৪৫

মহামতি দ্রোণ ভাবী দৈবকে অনতিক্রমণীয় জানিয়া এবং নিজ কীর্ত্তি রক্ষার জন্য তিনি তাহাকে অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন ॥৪৬

ব্যর্তরাষ্ট্রঃ সহামাত্যো যত্রস্থিরা পরন্তপম্।
পাণ্ডবানাং বিনাশায় মতিং চক্রে সুদুষ্কৃতাম্॥

দুর্যোধনেন প্রহিতঃ পুরোচন ইতি শ্রুতঃ।
অরণাবতমাসাদ্য কৃতা জতুগৃহং মহৎ॥

তস্মিন্ গৃহে সুবিশ্বস্তান্ পাণ্ডবান্ পৃথয়া সহ।
অথাদায় মহারাজ দহতাং ন সুরোচতে।

অথিনা তু বরমপি দগ্ধং মুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ॥
এবমুক্ত্বা তু কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রঃ সমাধবঃ।
প্রস্থা তু পাণ্ডবান্ দগ্ধান্ ধৃতরাষ্ট্রোঽবিকাদ্রুতঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা তদা রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
অন্তর্দোষং প্রবক্তারং পপাত বিদুরং তদা।
পাণ্ডবানাং মহারাজ কুরু পিতোর্ধদেহিকম্॥

অথ পাণ্ডুরিতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং বিনাশনে।
তস্মাদ্ ভ্রাতৃবধাৎ তথা কুরু পিতোর্ধদেহিকম্॥

অথো বিদিত্বাভিপ্রায়ং গতপ্রত্যাগতং তথা।
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্রমৎ তত্র ধৃতরাষ্ট্রঃ সমৌরসঃ॥

প্রস্থা তীর্থেন বিধিবৎ কৃতবানৌর্ধদেহিকম্।
পাণ্ডবানাং বিনাশায় কৃতং কর্ম সুদারুণম্॥

এতৎ কার্যতমং কর্তা তু ন দৃষ্টো ন শ্রুতঃ পুরা।
এতৎ কৃতং মহাঘোরং পাণ্ডবান্ প্রতি যৎ প্রভুম্॥

প্রস্থা তু তদ্বনং তেষাং বস্তুমেবো মহাত্মনাম্।
যথা তত্রত্যকঃ শোচেদৌরসশ্চ বিশাম্পতে।
তথাতপ্যত পাঞ্চালঃ পাণ্ডবানাং বিনাশনে॥

সমাপ্তমু প্রকরণং মহিতং সর্ব বাচকৈঃ।
কারণাদেব পাঞ্চাল্যঃ (দ্রৌপদ্যাঃ কথনম্)॥

জনমেজয় উবাচ।
অহো ব্রহ্মন্নহো বৈর্যাদহো ধৈর্যঞ্চ বিশ্রুতম্।
ক্ষিপ্তানাং বিধাতারমন্বগচ্ছন্ত প্রতি বান্ধবাঃ॥

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো মাত্রা সোঽনুভূত সুখাশনে।
কিমাশ্চর্যমিতঃ লোকে কালো হি দুরতিক্রমঃ॥

(ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"জতুগৃহের ঘটনা জানিয়া পুরোহিতের সহিত ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবদিগের জন্মের নিকট আসিয়া বলিলেন,—অমাবস্যার সহিত পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য অন্যের দুষ্কর দুষ্টি স্থির করিলেন। দুর্যোধনের প্রেরিত পুরোচন বারণাবতে আসিয়া সুন্দর জতুগৃহ নির্মাণ করত দুষ্টের সহিত বিনয় পাণ্ডবদিগের বাসের ব্যবস্থা করিয়া মহারাজে অভিপ্রায় বোধ করিল। মহারাজ! সেই কৃপায় বারণও সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। 'পাণ্ডবগণ দগ্ধ হইয়াছে' শুনিয়া আনন্দিত অম্বিকা পুত্র ধৃতরাষ্ট্র শোকের ভাণ করিয়া খুবই কাঁদিলেন; বিদুরের অজ্ঞাত হইলেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"মহারাজ! পাণ্ডবগণের তর্পণ করুন। বিদুর! পাণ্ডবগণের বিনাশে যেন পাণ্ডু মরা মৃত হইয়াছে" এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গাতে যাইয়া তাঁহার তীরে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলেন। "অহো দুর্বিবেচকতা: পাণ্ডবগণ মৃত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতি বর্গের সহিত একাকার হয়ে করিলেন। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ঔর্ধ্বদেহিক কার্যাদি সম্পাদন করিলেন। পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র যারা করিয়াছেন, এইরূপ কার্য কেহ কখনও করে নাই বা করিতে পারিবেও না।" এইকথা শুনিয়া মহামতি জনমেজয় (জনমে) যেন নিজ ঔরসজাত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশে প্রজাগণকে আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণদের সহিত কথাবার্তায় এই কথা বলিলেন।

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আমার কেবল সেই অর্জুনের কথা মনে পড়িতেছে। তাহার

বিদ্যা প্রতিজ্ঞা লোকেষু কিং বক্ষ্যামি সভাসদঃ।
অন্তর্গতেন দুঃখেন মহতাগ্নে বিদাম্যহম্।
যত্নোপগতয়ো সংকৃত্য বাধিতো যৌ মহাবলৌ।
জনয়ামাস যত্নাত্ত দেবীং চাপ্যমুষিকং বৈ।
সোঽহমদ্য দেবৃ যজ্ঞেন তথা যজ্ঞেন বৈ সুতম্।
যজ্ঞেন পুত্রকামীয়ং দুত্বা তোষয়িত্বাসুরৌ।
দুষ্টাত্মানঞ্চ দুত্বা চ বন কৃষ্ণিবাসুরৌ।
কিং করিষ্যামি কে নষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথয়া সহ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা পাঞ্চালঃ শুশোচ পরমাতুরঃ।
দৃষ্ট্বা শোচন্তমত্যর্থং পাঞ্চালং গুরুমব্রবীৎ।
পুরোধাঃ সত্যসন্ধঃ সত্যং বিদ্বান্ বিশেষবান্।

গুরুরুবাচ।

কৃতানুশাসনে নষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ ধর্মচারিণঃ।
তাদৃশ্য ন বিনশ্যন্তি নৈব যান্তি পরাভবম্।

যত্র বৃষ্ণীন্ধকাঃ সর্বে পৃথুর মনুজাধিপ।
ব্রাহ্মণৈঃ কথিতং পূর্বং যেষু চ যত্র প্রভুম্।
বৃহস্পতিমুখেনাথ পৌলোম্যা চ পুরা প্রভুম্
নষ্টে ইন্দ্রে বিনশ্যত্যুপপ্রভ্যা তু দর্শিতা।
উপপ্রভির্বিহারাশ্চ পাণ্ডবেষু যথা প্রভুম্।
অত্র যা তত্র জীবন্তি পাণ্ডবাস্তে ন সংশয়ঃ।
যথা দৃষ্টানি লিঙ্গানি প্রবেশস্তি পাণ্ডবাঃ।
অমিত্রবিষয়ান্তে তত্র পুরং নরাধিপ।
যত্রস্থঃ ক্ষত্রিয়াণাং কথাসানে প্রদর্শিতঃ।
যত্রযত্র নগরে দুষ্টতাং যাজসত্রয়ম্।
যত্র যা নিবসন্তে পাণ্ডবাঃ পৃথয়া সহ।
দৃষ্ট্বা বা যদি পশ্যেঃ বর্ণয়ং বাপি পাণ্ডবাঃ।

শ্রুত্বা যত্নযত্নং রাজন্ সংস্থিতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ যত্নযত্নো রাজন্ দুষ্টতাং যা চিরং কৃষ্ণাঃ।

কি বৈর্য, কি রূপ এবং কি শিক্ষা। ভাইদের অগ্নির এবং মাতার সহিত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে? ইহা অতি আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতেছে। কাল সভায় দুরাত্মারা। আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইল; আমি লোকের কি বলিব; অন্তরের দুঃখে আমি বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছি। যাজ ও উপযাজের প্রসন্ন করিয়া এই পুত্র ও কন্যাকে পাইয়াছিলাম। পুত্রকে পাইয়াছিলাম যোগাচার্যদের জন্য এবং কন্যাকে পাইয়াছিলাম অর্জুনকে বিবাহ করিবার জন্য। দুষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা উভয়েই আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল বটে; কিন্তু আজ কি করিব? পাণ্ডবগণ সত্যই কি পৃথার সহিত নষ্ট হইল?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই বলিয়া পাঞ্চালরাজ পরম আতুরের ন্যায় শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ শোক করিতে দেখিয়া পরম মানিক ও পরম বিদ্বান্ পাঞ্চালরাজের গুরু ও পুরোহিত তাঁহাকে বলিলেন।

গুরু বলিলেন—রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাকে যাঁহারা লাভ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানকারী এইরূপ পাণ্ডুপুত্রগণ কখনও বিনাশ বা পরাভব লাভ করিতে পারেন না। আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া দেখিয়াছি; এই সভা ব্রাহ্মণগণ দেখিয়াছেন, অনেকে কেহই দেখিতে পাইয়াছে, এই কথা বৃহস্পতি পৌলমীকে (শচীকে) বলিয়াছিলেন, বৃত্রবধের ইন্দ্রের ন্যায় হইয়া এইরূপ বিপদ্ধারণ করিতে পারিয়াছিল। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, তাহাও উপপত্তি (বিপদ্ধারণ)। কোথায় বা কোথায় পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন—ইহাতে সংশয় নাই। আমি এরূপ নিদর্শন দেখিয়াছি, যাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে যে পাণ্ডবগণ অবশ্যই প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইবেন। হে রাজন্! যে উপায়ে তাঁহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রুত্বা পুরোহিতবচো রাজানঃ প্রীতিমাযযুঃ।
যেনাষাঢ়ং নগরং তেনোপযযুরঞ্জসা॥
পুরুষাদে তু রোহিণ্যাং গুপ্তাশ্চক্রে গুহে স্ত্রিয়ৌ।
দিবসৈঃ পঞ্চমস্তস্যা ভবিতেতি ন সংশয়ঃ॥
দেব-গন্ধর্ব-যক্ষাশ্চ নরাশ্চ বলোদয়াঃ।
নরবরং ত্রাতুকামা নাশক্নুবন্ত্যেব সংশয়ঃ॥
তব পুত্রা মহাত্মানো দর্শনীয়া বিশেষতঃ।
দৃষ্ট্বা তু পাঞ্চালী ত্রাহ্মণ ন মন্যুমভি পদ্যতে॥
কো হি ত্রাসাদ্ভয়াল্লোকে প্রজাপতিবিদং পদম্।
তস্মাৎ সপুত্রা স্নুষয়া ত্রাহ্মণ্যৈ বধি রোচতে॥
নিশ্যাকাশে ইতিকান্তে পাঞ্চালায় ত্বপোবনে।
যজ্ঞসেনস্য যাজ্ঞস্য সত্যবাদিন্যনিন্দিতা॥
ত্রাহ্মণ্যা বাসবাশ্চাপি ত্রাহ্মণ্যাস্তিথিপ্রিয়াঃ।
বিবাহকালং প্রখ্যাতমি আমন্ত্রণমাচিরম্॥
অথ তত্র মহাত্মানি যাস্যন্তি নিগমৌকসঃ।
একরাত্রং প্রযাতা যো ত্রাহ্মণ্যৈ বধি রোচতে॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ ত্রাহ্মণো বিহায়সা বৈ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি
দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে ষড়ধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৬॥

হইবেন, তাহা আপনি শুনুন। আপনি রাজ্যে যজ্ঞের সভার ঘোষণা করাইয়া দিন। পাণ্ডবগণ যেখানেই থাকুন, এখানে উপস্থিত হইবেন। পাণ্ডবগণ দূরে নিকটে অথবা স্বর্গেও যদি অবস্থান করেন, তাহা হইলেও যজ্ঞের কথা শুনা মাত্র তাঁহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সুতরাং যজ্ঞের আয়োজন করিতে আপনি বিলম্ব করিবেন না।

রাজা বলিলেন,—পুরোহিতের কথা শুনিয়া পাঞ্চালরাজ আনন্দিত হইলেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা মনে ঘোষণা করিয়াদিলেন। আজ হইতে পঞ্চমরাত্রিতে (পঞ্চম) দিবসে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে (একাকী) তত্র তিথিতে যোদ্ধা নরগণ দ্রৌপদী লাভ করিবে। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুরের ও ঋষিগণ সকলেই স্বয়ম্বর দেখিতে যাইবেন সন্দেহ নাই। তোমার পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা, বিশেষতঃ দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহাদিগকে দেখিলে তোমার ন্যায় দ্রুপদও পাঞ্চালী সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কাহার বিধাতার উপর বিধান কে জানিতে সমর্থ? অতএব যদি আমার কথা তোমাদের ভাল লাগে, তবে পুত্রবধূ সহিত তুমি সেখানে যাও। পাঞ্চালী যেন সর্বদা সুরক্ষিত থেক। যজ্ঞসেন সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ ভক্ত ও অতিথিপ্রিয়। তাঁহারা প্রতিদিনই অযাচিতভাবে আমন্ত্রণ করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া থাকেন। আমিও শিষ্যদের সহিত সেখানে যাইব। হে ব্রাহ্মণি! যদি আমার কথায় তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদের সহিত একরাত্রের যাইতে পার।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া বিদায় হইলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে
দ্রৌপদীস্বয়ম্বরোপযোগী ষড়ধিকশততমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বসুদ্রাণাং সমক্ষং দ্রৌপদ্যা পাতালগমনায় শঙ্কয়া কৃষ্ণায়াঃ প্রশ্নঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা তু কৌন্তেয়া ব্রাহ্মণাং সংশিতব্রতাং।
সর্বে ভ্রাতরস্তস্য বসুমুতে অবাসনাঃ ॥১

তত্র কৃষ্ণা সুবাম্ দৃষ্ট্বা সর্বাংস্তেজসাবৃতান্।
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং ধর্মং সত্যবাদিনী ॥২

কৃষ্ণোবাচ।

চিরমাত্মোদিতাঃ স্থেহ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
যজ্ঞকর্মণি পুণ্যে চ সততৈকা মহাত্মনঃ ॥৩

যানীহ যজ্ঞিয়ানি দ্রব্যাণ্যুপকরণানি চ।
সর্বাণি তানি দৃষ্টানি পুনঃ পুনরিহাস্য ॥৪

পুনর্দৃষ্টং হি তানীহ শ্রীমদ্ভির্ন চ বস্তুভিঃ।
তৈরেকস্থ ন তথা ধীর লক্ষ্যতে মুক্তসংশয় ॥৫

যে বয়ং সাধু পাঞ্চাল্যাম্ যজ্ঞায় যদি যজ্ঞসে।
অনুরূপেণ বীর দক্ষিণাঃ প্রবিভক্তি ॥৬

দৃষ্টিকাশ্চৈব পাঞ্চাল্যঃ শ্রেয়স্তে যজ্ঞকর্মণি।
যজ্ঞসেনস্য রাজর্ষেঃ শ্রুতা ইতি তথেদৃশম্ ॥৭

একত্র চিরবাসস্য ক্ষমো ন চ মতো মম।
তে বয়ং সাধু পাঞ্চাল্যো যদি ত্বং পুত্র মন্যসে ॥৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তথৈতা যজ্ঞসেনস্য কার্যং তদ্বাক্যং পরং হিতম্।
অনুজানীত মে সর্বে গচ্ছাম্যুদ্বেতি বা পুনঃ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণা তথেত্যেবং ধর্মরাজং যমৌ তথা।
উবাচ পুরুষঃ কে চ ব্রুবেত্যেবাক্যকুশলা ॥১০

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[বিনা যুদ্ধেই সন্ধি হওয়ায় কৃষ্ণার পাতাল দেখে যাইবার জন্য প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাত্মা যজ্ঞসেনের মুখে এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণা সেই মহাবীর পুরুষদের অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।১

অনন্তর সত্যবাদিনী কৃষ্ণা সকলেরই মন পরাধীন দেখিবার জন্য চিন্তিত হইয়াছে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।২

কৃষ্ণা বলিলেন,—আমরা মহাত্মা এই ব্রাহ্মণের গৃহে অনেক রাত্রি কাটাইয়াছি এবং এই সময় দেখিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিয়াছি।৩

হে মহাত্মন্! এখানে যে সকল রমণীয় দ্রব্য ও উপকরণ আছে, আমরা সে সকলই পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি।৪

হে ধীর! সেগুলি যদি আমরা পুনরায় দেখি, তবে তাহারা আমাদের প্রীত করিতে পারিবে না। হে মুক্তসংশয়! এখানে কিছুরই প্রয়োজনবাহুল্য দিখিতেছে না।৫

হে বীর! যদি তুমি ভাল মনে কর, তবে চল আমরা পাতাল দেশে যাই; সেখানে অত্যুত্তম রমণীয় দেশ দেখা যাইবে।৬

হে মহাবাহু! পাতাল দেশে অবাধগতিতে ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং রাজা যজ্ঞসেনও ব্রাহ্মণ ভক্ত ইহা আমি শুনিয়াছি।৭

এক জায়গায় বেশী দিন থাকাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। পুত্র! যদি তুমি মনে কর, তবে আমরা সকলেই পাতালদেশে যাই।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনার যাহা মত, উহা আমাদের পরম হিতকর, তবে আমরা যাইবে কিনা যাইবে তাহা তো ঠিক জানি না।৯

তত আচম্য তং বিপ্রং তুষ্টা বাক্যমুবাচ হ।
প্রত্যুবাচ নমস্তে২স্তু ব্রূহ্যস্মাকং বরানৃতে ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি পাঞ্চাল-প্রস্থানযাত্রায়াং সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায় ॥১৬৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রুপদ ঔপযেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সংযেসকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও 'আমরা যাইব' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন ॥১০

হে রাজন্! অনন্তর দ্রুপদ সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুত্রগণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিলেন ॥১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে পাঞ্চালদেশযাত্রাধিকরণ সপ্তষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবের আগমন, পাণ্ডবগণসমীপে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মবৃত্তান্তবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদেষু তেষু প্রস্থেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
আজগাম তদা ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥১

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য প্রত্যুত্থায় পরন্তপাঃ।
প্রণিপত্যাভিবাদ্যৈনং তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥২

সমনুজ্ঞাপ্য তান্ সর্বানাসীনান্ মুনিসত্তমঃ।
প্রজ্ঞয়া পূর্বিকাঃ পার্থৈঃ প্রীতিপূর্বমিদং বচঃ ॥৩

অপি ধর্মেণ ধর্মজ্ঞাঃ পাল্যতে ব পরন্তপাঃ।
অপি বিপ্রেষু পূজা বঃ পূজার্হেষু ন হীয়তে ॥৪

অথ ধর্মার্থযুক্তানি বাক্যানুক্তো স তত্ত্ববিৎ।
বিচিত্রাশ্চ কথাস্তাস্তাঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥৫

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের আগমন এবং পাণ্ডবগণের নিকট দ্রৌপদীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ পাণ্ডবগণ যখন সেই ব্রাহ্মণের মুখে প্রস্থানরূপে বাহির পাঞ্চাল দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন ॥১

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পাণ্ডব পাণ্ডবগণ তাঁহার। প্রত্যুদ্গমন করত প্রণিপাত ও অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১

মুনি তাঁহাদিগকে বসিবার অনুমতি দিলে তাঁহারা উপবেশন করিলেন এবং প্রজ্ঞানুসারে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। তখন ব্যাসদেব প্রীতির সহিত এই কথা বলিলেন ॥৩

"হে পাণ্ডবগণ। তোমরা ধর্ম ও ন্যায়ানুসারে চলিতেছ তো। পূজনীয় ব্রাহ্মণদের পূজা তোমরা আদর করা বাই তো ত

অনন্তর তত্ত্ববিৎ বেদব্যাস ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলিয়া বিচিত্র কাহিনী তাঁহাদিগকে শুনাইলেন এবং তারপর তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন ॥৫

ব্যাস উবাচ।

আসীৎ তপোধনে কশ্চিদ্‌ঋষে কন্যা যশস্বিনী।
বিদ্যাবত্যা তপোযুক্তা সর্বভূতাতিথিঃ সদা ॥৭

ধর্মজ্ঞা ব্রহ্মচর্যেণ সা তু দুর্গমা সমাপয়ত।
ব্রাহ্মণাদ্বৈ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী ॥৮

তস্যাস্তপ্তমথাবেদ্য পরার্থমনসা তদা।
তোষয়ামাস তপসা সা বিলোক্যেশ শঙ্করম্ ॥৯

তস্যাঃ স ভগবাংস্তুষ্টস্তাবুবাচ বৃষধ্বজঃ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যাবোঽহমিতি শঙ্করঃ ॥১০

অথেশ্বরমুবাচেদমাত্মনঃ সা হিতং বিভুম্।
পতিং সর্বগুণোপেতং ব্রাহ্মণাদিতি পুনঃ পুনঃ ॥১১

তামথ প্রত্যুবাচেশো যথার্থং বচনং তদা।
পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে ভবিষ্যন্তীতি ভারত ॥১২

এবমুক্তা ততঃ কন্যা দেবং বরদমব্রবীৎ।
একমিচ্ছাম্যহং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ পতিং প্রভো ॥১৩

পুনরেবাব্রবীদ্‌ দেবং ইদং বচনমুত্তমম্।
পঞ্চকৃত্বস্তু ভ্যক্তঃ পতিং ত্বৌত্যাং পুনঃ ॥১৪

দেবেনৈবং বরদাতা যথোক্তং তদ্‌ ভবিষ্যতি।
ত্রুটিস্তত্র কুতো ভদ্রে সা কন্যা দেবরূপিণী ॥১৫

নিধিষ্টা ভবতাং পত্নী দ্রুপদস্যাত্মসম্ভবা।
পাঞ্চালনগরে রম্যে মহাবলা ॥
দুর্বিনীতামনুপ্রাপ্য ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥১৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—ঐশ্বর্যশালী ঋষিগণ! তপোবনে এক মহাত্মা ঋষির এক কন্যা ছিল। সে রূপবতী, গুণবতী, সুশ্রী এবং সকলকেই অন্নদান করিত ॥৭

সেই কন্যা রূপবতী ও সতী হইলেও পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিবশতঃ তাহার উপযুক্ত পতির লাভ হইল না ॥৮

তখন সে দুঃখিতা হইয়া পতিলাভের জন্য ঐকান্তিক অন্তরের উপাসনা করিতে লাগিল ॥৯

ভগবান্ শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন এবং বরদাতা সেই শঙ্করকে বলিলেন,—তোমার কল্যাণ হউক। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি, তুমি বর চাহিয়া লও ॥১০

তখন সেই কন্যা নিজের হিতকর বর প্রার্থনা করিল। 'সর্বগুণান্বিত পতি আমাকে প্রদান করুন' এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল ॥১১

যে ভারতর্ষভ! তাহাকে তখন ভগবান্ বলিলেন—"হে কল্যাণি! তোমার পাঁচটি পতি হইবে" ॥১২

"হে প্রভো! হে দেব! আমি আপনার নিকট একটি পতি প্রার্থনা করি" এই কথা বলায় শঙ্করকে বলিল ॥১৩

শঙ্কর তখন পুনরায় তাহাকে বলিলেন—"হে ভদ্রে! তুমি "পতিং দেহি" বলিয়া পাঁচ বার প্রার্থনা করিয়াছ, সুতরাং তোমার পাঁচ পতিই হইবে। তবে এজন্মে তাহা হইবে না, জন্মান্তরে হইবে। দেবরূপিণী সেই কন্যা শঙ্করের মুখে ঐরূপ শুনিয়াছে ॥১৪-১৫

দ্রুপদের অনিন্দিতা কন্যাই সেই কন্যা, তাহার নাম কৃষ্ণা, সে তোমাদের পাঁচজনের পত্নীরূপে বিধাতা কর্তৃক বিহিতা হইয়াছে। অতএব হে মহাবলগণ! তোমরা পাঞ্চালনগরে গিয়া বাস কর। তাহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তোমরা সুখী হইবে সন্দেহ নাই ॥১৬

এবমুক্ত্বা মহাত্মানঃ পাণ্ডবাস্তে পিতামহঃ।
পার্থমাদায় কুন্তীঞ্চ প্রবিবিশুস্তদা পুরম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরকথনে একোনসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৮

এই বলিয়া মহাত্মা ও মহাবলী পিতামহ বেদব্যাস পাণ্ডবগণ ও কুন্তীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে দ্রৌপদীপূর্বস্বয়ম্বরকথনবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবগণের পাঞ্চালদেশযাত্রা, অর্জুন কর্তৃক চিত্ররথগন্ধর্বের পরাজয়, তাঁহার সহিত মিত্রতা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গচ্ছন্তে জনপদে পাঞ্চালানাং মনোরমে।
তে শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রা মাতরং পুরুষর্ষভাঃ ॥১
আহুস্তে ব্রাহ্মণং পূর্বমিহাস্মাভিঃ সুমন্ত্রিতঃ।
সহৈভিরনুজৈর্ভৈক্ষং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২
তে বাক্যমাহুরাগত্য হৃষ্টাঃ সোমসমপ্রভাঃ।
অয়মেষ্যতি পুরুষব্যাঘ্রো গঙ্গায়াং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩
উত্তরং তু সমুদ্রস্য ভোগবত্যাং বসত্যুত।
প্রকাশার্থং তথা হ্যত্র যজ্ঞার্থঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৪

উত্তর পঞ্চালদেশে রম্যে বিবাহ্য ভৌমতীম্।
ঋদ্ধাং স্ফীতজনাকীর্ণাং দ্রুপদস্য পুরীং প্রতি ॥৪
শ্রুত্বা তেষাং স তদ্বাক্যং কুন্তীং সমুপসর্পিণীম্।
যেন পক্ষেন তাং রাত্রিং তেন বস্তুমনা বসৎ ॥৬

স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাংস্তত্র সর্ব এবাস্ত্রপারগান্।
বিস্ময়ং পরমং রাজন্ জগাম সহ বন্ধুভিঃ ॥৭

সর্বা সংবর্ধয়ামাস তেষাং পূর্বাগমেষু বৈ।
অতীতিভির্বিবিধৈর্বীরঃ সমুদ্রঃ প্রতিপদ্যতে ॥৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণ একদিন ও এক রাত্রি যাইয়া ঐরূপে গঙ্গাতীরস্থ সোমাশ্রমনামক তীর্থে পৌঁছিলেন ॥৫

সকলকে রক্ষা করিবার ও পথ দেখাইবার জন্য মহাবল ধনঞ্জয় আগে আগে মশাল লইয়া চলিতে লাগিলেন ॥৬

সেই তীর্থের নির্জন পঞ্চালদেশে দ্রৌপদীকে লইয়া একত্রিত হইবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থবাসিগণ পঞ্চরাত্র বিশ্রাম পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ॥৭

সমীপ দিয়ে পাণ্ডবগণের আগমন শুনিয়াই

বিহিতং রাক্ষসানাং যৎ-তদ্ধর্ম-ইতি নঃ শ্রুতম্।
ঘোরকর্মব্রতানাং তদ্ধর্ত্তব্যং বৈ সুব্রতম্ ॥৯
ঘোরাং প্রজাং প্রজানন্তি রাক্ষসা বৈ নরান্ বিনা।
উপসর্পামি তৃপ্তার্থো রাক্ষসৈঃ সহ বাসিনম্ ॥১০
অতো রাত্রৌ প্রপাস্যামো বলং তত্রাশ্রিতা বয়ম্।
গর্হয়ন্তি নরান্ সর্বান্ বলবান্ দুর্বলানিহ ॥১১
আবাং তিষ্ঠত মা যুদ্ধং মধ্যেসূপসমর্পিতম্।
ভক্ষয়ামো বাহিতানীত প্রাপ্তং ভাগীরথীজলম্ ॥১২
অস্মাবসর্পং সন্ধর্ব বিদ্ধি মাং ধনদাত্মজম্।
অয়ং হি মানী সৌহার্দাদ্ ভ্রুবেতদ্ ব্রিয়ঃ সখা ॥১৩
অস্মাবসর্পমিত্যেতদ্ যাচ্যতেঽস্মদ্ ধনং মম।
অনুক্তমং চরন্ রাজ্ঞাং-শ্চতুরঃ বয় রথাশ্বান্ ॥১৪

ন কৌশলাঃ সুবিদিতা ন চ বেদা ন চ মানুষাঃ।
ইদং সুপ্তমসংজ্ঞং বৈ কিং নস্ত্বমনুমন্যসে ॥১৫

অর্জুন উবাচ।

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নক্তমাসাদ্য দুর্লভে।
রাত্রাবহনি সন্ধ্যায়াং কথং গুপ্তঃ পরিব্রজেঃ ॥১৬
ভূতো যাম্যবলাভূতো রাত্রাবহনি বেদ চ।
ন তালমিত্রো ভূতি পুমান্ প্রাপ্তা শ্রিয়ং ত্বয়া ॥১৭

বয়ং শক্তিসম্পন্না অকালে বাপ্যুপস্থিতে।
অপক্ষা হি ক্ষয়ে ক্ষুদ্রা ভূয়াংসশ্চিন্তি মানবাঃ ॥১৮
পুরা হিমবতশ্চৈনা যেনভূমাং বিনিঃসৃতা।
গঙ্গা পদ্মা সমুদ্রান্তং গত্বা লবণতাং গতা ॥১৯

বলশালী গন্ধর্ব ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত হইল।৮

যাজ্ঞার সহিত পরক্ষণ পাণ্ডবগণকে আসিতে দেখিয়া সেই গন্ধর্ব ক্রোধ বশতঃ বিস্ফারিত করিয়া এই কথা বলিল।৯

সন্ধ্যা আরম্ভ হইবার পূর্বে পশ্চিম দিকে যে লাল রংএর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন হইতে আগামী অর্থাৎ দিবসারম্ভ যাহা কিছু যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে মুহূর্ত বলে, এই মুহূর্তই তাহাদের বল, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণের জন্য বিধিষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট সময় দিন মনুষ্যগণের কর্মানুষ্ঠানের জন্য।৮-৯

যে সকল মনুষ্য লোভবশতঃ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, রাক্ষসদের সহিত আমরা সেই দুর্বলদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিব।১০

অতএব রাত্রিকালে জলের নিকট সকল মনুষ্য ও বলশালী মনুষ্যেতরগণকেও আমরা যেচ্ছাবিহার করিয়া থাকি।১১

তোমরা দূরেই থাক, নিকটে আসিও না। আমি যে ভাগীরথীর জলে আসিয়াছি উহা কেন বুঝিতেছ না? আমাকে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ বলিয়া জানিবে। আমি নিজ বলকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করি; আমি মানী, ঈশানপরায়ণ এবং ভ্রুবেরের প্রিয় সখা।১২-১৩

আমার এই বন অঙ্গারপর্ণ নামে খ্যাত; আমি বলের নিকটে বিচরণ করত ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকি।১৪

আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে রাক্ষস, যক্ষ, দেবতা ও মনুষ্য কেহই আসিতে সাহসী হয় না; তোমরা কেন এখানে আসিতেছ।১৫

অর্জুন বলিলেন,—দুর্মতে! সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে, এবং এই বনাদিতে রাত্রি, দিন অথবা সন্ধ্যার কোন সময়েই তাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই।১৬

যে যেমন। তুমি অথবা অন্য তাহারও পক্ষেই রাত্রি বা দিনে গঙ্গার আসিতে কোন বাধা নাই। সুতরাং গঙ্গা সম্বন্ধে কোন আইন নিয়ম নাই।১৭

আমরা শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং আমরা অকালেও তোমাকে বধ করিতে পারি। যে ক্ষুদ্র। যাহারা অলস, তাহারাই তোমার ন্যায় চিন্তা করে।১৮

এই গঙ্গা পূর্বে হিমালয়ের যেস্থান হইতে বিনির্গত হইয়া সমুদ্রে মিলিয়া লবণাক্ত বিস্তৃত

গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্লক্ষজাঃ সরযূস্তথা।
রথস্থা নদমূঢ়েন গোমতী গণ্ডকী তথা ॥২০
অনর্ভূবিরূপাশ্চাত্তে নদ্যঃ সপ্ত বিশ্রুতা যে।
ইমাং ভূত্বা চৈবমেতা শুচিকাশপদা পুনঃ ॥২১
যেষু যদা গর্ভ প্রাযোগ্যকলত্বমস্তি।
তদা পিতৃন্ বৈতরণী ভূতলা পাপকর্মভিঃ।
গত্বা তরতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥২২
অসবাসা যেবলী বর্ণসম্পন্নাসবী শুভা।
কল্যাণিন্যপি তাং যোক্তুং বৈষ গর্ভঃ প্রযাচতঃ ॥২৩
অনির্বাণমনস্কাং তব যাচে কথং বরম্।
ন স্পৃশেদ্ যদ্যকামাং পুণ্যাং তাদৃগবীজসম্ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাবপর্ণমুদ্ধৃত্য ক্রুদ্ধ আনম্য কার্মুকম্।
মুমোচ বাণান্ বিশিতানযৌনাংস্তিষ্ঠতি বিদ্ধ্যসি ॥২৫
উদ্যুক্ত আত্মরক্ষণং পাণ্ডবস্তস্য চোরসি।
ন্যপাতয়ত শরাংস্তস্য সর্বাবেব মনস্বিনঃ ॥২৬

অর্জুন উবাচ।

বিভীষিকা বৈ গন্ধর্ব মানুষেষু প্রযুজ্যতে।
অস্মাসু প্রযুক্তেষু কথং ত্বমিহ মন্যসে ॥২৭
মানুষাণাং গন্ধর্বাণাং সর্বান্ গন্ধর্ব লক্ষয়ে।
তস্মাদস্ত্রেণ দিব্যেন যোৎস্যেঽহং ত্বা তু মায়য়া ॥২৮
পুরাস্ত্রবিদমাচার্যাঃ প্রাহুঃ কিল বৃহস্পতিম্।
তমাচার্যং গন্ধর্ব তুভ্যমহং পরতপ্তয়ো ॥২৯
তয়োস্তপতিষেণুঃ অহিষেণোঽথ তুগর্ব।
শাস্তিং মহাস্ত্রং দ্রোণো ব্রাহ্মণস্তস্য ॥৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ ক্রুদ্ধো গন্ধর্বায় দুরোদরে।
প্রণীতমস্ত্রমাগ্নেয়ং তস্যাস্ত্রং ব্যসৃজৎ তদা ॥৩১

হইয়াছেন ॥১৯

গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষজাত হইতে উৎপন্না সরযূ, রথস্থা, নদমূঢ়, গোমতী এবং গণ্ডকী—এই সাতটী নদীর জল যাহারা পান করে, তাহারা অনায়াসে পাপমুক্ত হয়; এই সকল আকাশযায়িনী অবস্থায় বেতসাশ্রমের নিকট অলকানন্দারূপে, পিতৃতুল্যগণের জন্য বৈতরণী নদীরূপে প্রবাহিতা হয়। পাপী পুরুষগণ কখনও বৈতরণীপার হইতে পারে না। এই হেতুই আসিয়া ঐ নদীর নাম পরা হইয়াছে—ইহা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন ॥২০-২২

যাহাপুত্রা সর্বসম্পন্নবতী মলবর্জী এই বেতসী সর্বপ্রকার কল্যাণকারিণী; সুতরাং তুমি কখনও আমাদিগকে কেন রোধ করিতে চাহিতেছ? ইহা সনাতন ধর্ম নহে ॥২৩

সর্বদা অনিবার্য যাহাপুত্র এই পুণ্য গঙ্গার জল আমরা বৈতরণীতে কেন আচমনার্থ স্পর্শ করিব না ॥২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুনের কথা শুনিয়া অস্ত্রবর্ষণ ক্রোধভরে বহু মানব করিয়া তাহা দ্বারা উত্তরীয় সর্পের ন্যায় বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২৫

পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রথচক্র ঘুরাইয়া ও উহার দ্বারা নিজ সকল দিকই বর্ম করিয়া লইলেন ॥২৬

অর্জুন বলিলেন,—হে গন্ধর্ব! মনুষ্যের বিরুদ্ধে কোন বিভীষিকা প্রয়োগ করা উচিত নয়, প্রয়োগ করিলে উহা কেবল তার ব্যর্থ হইবেই ॥২৭

হে গন্ধর্ব! গন্ধর্বগণ মানুষ অপেক্ষা শক্তিশালী, সুতরাং আমি তোমার সহিত দিব্যাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিব, মায়ার দ্বারা নহে ॥২৮

গন্ধর্ব! এই কারণে আমি পূর্বে ইন্দ্রের আচার্য গুরু বৃহস্পতি অস্ত্রবিদ্যাবিদ্, অস্ত্রবিদ্যাবিদ অগ্নিবেশ্যকে এবং অগ্নিবেশ্য আমার গুরু দ্রোণাচার্যকে এবং বিপ্রবর দ্রোণাচার্য আমাকে

৯২০ ভারতম্ [আশ্বমেধিক পর্ব

বিজয়ং বিষ্ণুকল্পং তু ন গন্ধর্বঃ প্রযাস্যতি।
অস্মাভিঃ প্রহৃতঃ পূর্বং প্রণম্য শরণং গতঃ ॥৩২
বিশ্রান্তরথমুক্তং তু তুরগাণাং তৃণোদকম্।
ভ্রাতৃন্ প্রতি চ গন্ধর্বঃ সোঽস্মাভিরনুশাসিতঃ ॥৩৩
যুধিষ্ঠিরং তত আহ্য প্রণম্যে পরমার্থিনী।
নাম্না দুঃশীলনী নাম পত্নিত্রাণমভীপ্সতী ॥৩৪

গন্ধর্ব্যুবাচ।

ত্রায়ধ্বং মাং মহাভাগ পতিং মেঽমং বিমুঞ্চত যে।
গন্ধর্বী শরণং প্রাপ্তা নাম্না দুঃশীলনী প্রভো ॥৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুঞ্চ ক্ষিপ্রং মনোজ্ঞাং স্ত্রীমাত্মবধপরাক্রমম্।
কো নিযুঙ্ক্তে বিনা ভার্যাং দুঃখেনাং বিপুলেন ॥৩৬

অর্জুন উবাচ।

ঔর্বিজং প্রতিগৃহ্যেমং গন্ধর্বং মা বধীঃ প্রভো।
প্রহিণ্বন্ত্রস্তং যেন মুক্তবানো যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৭

গন্ধর্ব উবাচ।

জিতোঽহং পূর্বকং নাম মুক্তাস্মাভাবপর্বতম্।
ন চ দ্রাঘে বলেবাহং ন মায়া জনমেজয়ি ॥৩৮
সাধিকং সপ্তশতাৎ সোঽহং বিদ্যামুপাগমম্।
গান্ধর্ব্যা সপ্তশত্যাপি সংযোগবিদুষর্ষিভিঃ ॥৩৯
অস্মাভিনা বিচিত্রোঽহং মন্ত্রো যে বধ উদ্যতে।
সোঽহং চিত্ররথো ভূত্বা নাম্না দগ্ধরথোঽভবম্ ॥৪০
পঞ্চত্বা চৈব বিদ্বেষাৎ সম্পর্কেণ বয়া পুরা।
বিবর্ণত্বিষ্ণে তাপেন প্রণষ্টায় মহাত্মনে ॥৪১

বিজয়ের ॥২৯-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কৃষ্ণা পাণ্ডব ক্রুদ্ধ হইয়া সেই প্রধান আশ্রমের নিকট গন্ধর্বের উপর বিষদৃষ্টি করিলেন। সেই আশ্রম হইতে প্রথমেই গন্ধর্বরাজ ভগ্ন হইয়া পড়িল ॥৩১

মহাবল অর্জুন ধনুর্বাণ ও বিমল গন্ধর্বকে অস্ত্রাঘাতে অচেতন করিয়া দূর বীর তরঙ্গ প্রহার হইতে রেখিয়া এক বাক্যে ভাহাকে ভুল করিয়া অস্ত্রাঘাতে জ্ঞানশূন্য গন্ধর্বকে ভাতৃগণের নিকট টানিয়া লইয়া গেলেন ॥৩২-৩৩

দুঃশীলনী নাম্নী তাহার স্ত্রী পতির প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্না হইলেন ॥৩৪

গন্ধর্বী বলিলেন,—হে মহাভাগ! হে প্রভো! আমি দুঃশীলনীনাম্নী গন্ধর্বী, আপনার শরণাপন্না হইয়াছি। আপনি আমাকে ত্রাণ করুন এবং এই আমার পতিকে পরিত্যাগ করুন ॥৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বিপুলযশ! ইহাকে ছাড়িয়া দাও। যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভয় পাইয়াছে, যে পরাক্রমশূন্য ও স্ত্রীবাক্য, এমন

অর্জুন বলিলেন,—হে গন্ধর্ব! তুমি ঔর্বের নাম কর, কেন ভাবিতেছ? কৃষ্ণাসহ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন ॥৩৭

গন্ধর্ব বলিল,—হে অর্জুন! আমি পরাজিত হইয়াছি; সুতরাং অলীকপূর্ণ এই পূর্ব নাম আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি অনর্থকভাবে আমার বল ও মায়ার দ্বারা গর্ব করিব না ॥৩৮

আমার পরাজয়ের লাভ এই হইল যে, আমি বিদ্যাপ্রদায়ী অর্জুনকে শিষ্যরূপে পাইলাম। এখন আমি ইহাকে গান্ধর্বী মায়া বিদ্যা দিব ॥৩৯

অস্ত্রাগ্নির দ্বারা আমার এই বিচিত্র উজ্জ্বল রথ দগ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আমি নামে চিত্ররথ হইলেও দগ্ধরথ হইয়াছি ॥৪০

আমি পূর্বকালে দ্বেষবশতঃ পঞ্চত্বা নাম্নী মায়া বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম; আমি আজ আমার প্রাণ-রক্ষার্থে সেই বিদ্যা দান করিব ॥৪১

দ:ভয়ন্তিমা ভবনা কিং পরলোকম্ ।
যো বিদ্যুঃ লোকেষু প্রাণৈঃ কল্যাণং কিং ন
লোকয়ন্তি ॥৪২

চাক্ষুষী যাম্য বিদ্যেয় যাং লোকায় মন্যে জপ্যা ।
যস্যাং ন বিদ্যাকরণে ভয় বিদ্যাবহুর্মনো ॥৪৩

লোকং কাপুরুষং প্রাপ্তা ভবন্তো প্রবদন্তি ।
আত্মসম্ভাবনা নাম প্রেত্যেহ দীর্ঘং প্রতিনিবর্ততে
যে ॥৪৪

যজন্তুমা ভ্রষ্টুমিচ্ছেৎ যিন্ লোকেষু কিঞ্চন ।
তৎ পশ্যেম্ বাদৃশং চেহেদৃ তাদৃশং ভ্রষ্টুমর্হতি ॥৪৫

একপাদেন যদ্যেনং স্থিত্বো বিদ্যাং পরেদ্যিয়াৎ ।
অনুমেয়াময়ং বিদ্যাং যদ্যং দুঃখং ভ্রষ্টমুকৃতে ॥৪৬

বিদ্যা হ্যেষা যাতম্ যস্য মৃত্যো নিশ্চিতিঃ ।
অথাপিষ্টোপ্ত দেবানামনুকারপ্রবর্ণিনঃ ॥৪৭

অন্তর্ধানাবেদোবাসঃ পুরুষপশবঃ ।
আকৃতয়শ্চ ভূতানাং চ পুরুষাঃ পশব স্মৃতম্ ॥৪৮

দেবমনুষ্যবাধাতে বিদ্যাবর্ণা অনোজবাঃ ।
কীণাকীণা ভবন্ত্যেতে ন হীয়ন্তে চ সর্বদা ॥৪৯

পুরা কৃতং অহস্রস্য যজ্ঞং কুত্রবিদো বিদুঃ ।
ন্যগ্রা পরমা চৈব ওঙ্কারঃ কুত্রমূর্ধনি ॥৫০

ঋগো ব্রাহ্মীয়তে: সৌম্যৈরন্তরাম উপাকরে ।
লোকে যদ্যৎ যজ্ঞ কিঞ্চিৎ সৌম্য যজ্ঞতনুং পৃথা ॥৫১

যজুপাদির্ভবেৎ স্তোম: ক্রাং অন্ত: যজুষং স্মৃতম্ ।
সৌম্যা বৈ সর্বযজ্ঞাস্ত কর্তব্যো দীর্ঘসত্রিণা ॥৫২

যিনি অন্যের আত্মা শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া বিদ্যালাভ করেন এবং পরে সেই বিদ্যার শরীরে প্রাণধারণ করেন, তিনি কোন্ ফললাভের অধিকারী না হন ॥৪২

চাক্ষুষী যাম্যা যে বিদ্যা মনু লোকের (ব্রহ্মার) বিদ্যাছিলেন, তাহা তন্ত্র বিদ্যাবহুকে এবং বিদ্যাবসু আমাকে বিদ্যাছিলেন ॥৪৩

এই বিদ্যা যদি কোন কাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে উহা নাশ প্রাপ্ত হয় ; এই আমি ইহার প্রাপ্তির পরম্পরা বলিলাম। এখন ইহার অধিক কথা আমায় বিস্তার করিতে বলিবেন ॥৪৪

এই বিদ্যা লোকে যাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই দেখা যাইবে এবং যে রূপ মূর্তি ধারণ করিতে ইচ্ছা হইবে, সেইরূপই দেখা যাইবে ॥৪৫

এই বিদ্যালাভ করিতে হইলে গুরুমুখ একপদে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিতে হয়। কিন্তু আপনাকে বিদ্যা শ্রবণকালেই ইহা প্রদান করিব ॥৪৬

হে রাজন্ ! এই বিদ্যার প্রভাবে মানুষের মৃত্যুর নিশ্চিত জ্ঞান হয় এবং দেবগণের অনুকরণ করিয়া ইহারা অন্তর্ধান করিতে পারে ॥৪৭

ইহারা ইচ্ছামত বাসস্থান নির্দেশ করিতে পারে, ইহারা পুরুষ পশু প্রভৃতি সকল আকৃতি ধারণ করিতে পারে ॥৪৮

দেব ও মনুষ্যকর্তৃক বাধিত এবং বিদ্যাবর্ণবিশিষ্ট এই অশরীর অথচ তীব্র বেগশালী। ইহারা প্রয়োজনানুসারে ক্ষুদ্র ও স্থূল হইতে পারে, কিন্তু কখনও ইহাদের ক্ষয় হয় না ॥৪৯

পূর্বকালে ইন্দ্র যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন ; ইহা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারায় পণ্ডিতগণ বিদিত হইয়াছিল ॥৫০

ঋগ্বেদ যেমন সমস্ত অক্ষর এক এক স্থানে এইরূপে স্থূল হয়েন ; লোকে যজ্ঞ, যজ্ঞ প্রভৃতি যাহা কিছু দেখা যায়, সে সমস্তই ঋগ্বেদের শরীর ॥৫১

অধিক দক্ষিণাদানকারী ঋত্বিকের যজ্ঞ হয় না, অধিকের ক্ষয় হয়, বৈকল্যের দ্বারাই যজ্ঞ এবং পুরুষগণের দেবাই হয় ॥৫২

অন্যেষাং চাপি ভূতানাং অবধ্যো বাসিতঃ পুরা।
তথাহং বচনং সূতে পুরাকল্পবিদো বিদুঃ ॥৪৩
কামবর্ণাঃ কামরূপাঃ কামতঃ সন্তু সর্পবিদাঃ।
ইতি গন্ধর্বরাজা কাম্যঃ পুরস্তাদ্ভবি মে বরঃ ॥৪৪

অর্জুন উবাচ।

যদি শ্রীরস্ত মে হয়ঃ সখ্যে তৌষিকরক্ষ বা।
বিক্রীতেন হয়ং গৃহ্য ন ত্বং গন্ধর্ব নোৎসহে ॥৪৫

গন্ধর্ব উবাচ।

ন্যাসেনেহ বৈ শ্রীস্তিতরো মহৎস্ব প্রজিঘৃক্ষতে।
তৌষিকস্ত প্রদানেন শ্রীতো বিত্তং দদামি তে ॥৪৬
ভ্রাজোপায়ং প্রযৌক্তারি মন্ত্রসংযোগমুত্তমম্।
তেনৈব যোদ্ধুং যৌধংসো চিত্রায় তরসোদ্যতঃ ॥৪৭

অর্জুন উবাচ।

অস্ত্রাণ্যস্ত্রেণ মুঞ্চো মাম্ সংযোগং শাস্ত্রতোঽস্তু নৌ।
সখে তব ঋষি গন্ধর্ব যুদ্ধেষ্বা যত্তদা ভবেৎ ॥৪৮
কস্যাং তস্যাং গন্ধর্ব ক্রিয়ং বহ্ন যেন ন বধ্যসে।
যাজ্যো যেনস্মি পূর্বং স্তস্তো বব্রাথর্বশিখস্তথা ॥৪৯

গন্ধর্ব উবাচ।

অনয়োরেবাহুজয়া তা চ বিশ্রুতরূপতাঃ।
যুয়ং অন্যা ধনিতাঃ স্থ যদা বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৫০
(জানন্তা চ যদা তস্মাৎ যেনশ্চাভিজনং চ বঃ।
ইহ যজ্ঞিয়তাং শ্রেষ্ঠা ধনিনঃ বৈ কৃতা ঋতিঃ ॥
লোকে যজ্ঞেষু লোকেষু ন যে তুল্য গন্ধর্ব,
বৈতৎ দেবিষ্যতঃ শ্রীমৎ যশোঽগ্র্যং ভূবিবর্চসম্ ॥)

কামবরাঃ এর অর্থ ইচ্ছামত রূপধারণ। গন্ধর্বলোকের অধীশ্বর চিত্ররথ; এঁরা অশ্বপালনের জন্যে এবং ঘোড়ার অশ্বের জন্যে বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।৫০

এই গান্ধর্ব অশ্বগণ কামবর্ণ, ইহাদের এবং কামবাহের উপস্থিত হয়; অতএব গন্ধর্বলোকের এই অশ্বগণ আপনার সমস্ত কামনা পূরণ করিবে ॥৪১

অর্জুন বলিলেন,—হে গন্ধর্ব! তুমি যদি যজ্ঞের জন্যে আমাকে প্রীত হইয়া দান কর, তাহা হইলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না ॥৪৫

গন্ধর্ব বলিলেন,—মহাপুরুষদিগের সহিত সম্বন্ধে প্রীতিকর; আপনি গ্রাহ্য বলিয়াই আপনাকে বিক্রয়দান করিব ॥৪৬

আপনার নিকট হইতে এই উত্তম অশ্বের মূল্য আমি গ্রহণ করিব। হে শত্রুতাপনকারী অর্জুন! তাহা দ্বারা আমাদের উভয়ের যোগ্য যৌথ ক্রিয়াকলাপের জন্য যাইবেন ॥৪৭

অর্জুন বলিলেন,—অস্ত্রের বিনিময়ে আমি তোমার নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিব। আমাদের এই মিত্রতা শাশ্বত থাকুক। কিন্তু হে সখে গন্ধর্ব! তোমার নিকট হইতে আমাদের কার মন্ত্রের কি জন্য হইতে পারে ?৪৮

হে গন্ধর্ব! আমরা সকলেই বেদবিদ্ এবং শস্ত্রকে যখন ইচ্ছা করিবার শক্তি আমাদের আছে। তা সত্ত্বেও তুমি যাহাতে যাজ্যতাপীড়ন আমাদের আক্রমণ করিতে কেমন করিয়া। ইহার কারণ বল ॥৪৯

গন্ধর্ব বলিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দনগণ। আপনারা অধিভূত অর্থাৎ অন্যান্যের অনন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াও এখন বিবাহ না করায় অধিভূত হইয়াছেন। তাহাতে আপনারা প্রতিষিদ্ধ অধিকারে যেন নাই এবং আপনাদের কোন পূর্বপরিচয় নাই। এই জন্যই আপনাদের উপর আমি আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম ॥৫০

(বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! আপনারা

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগমানবাঃ।
বিদ্যাধরা মুক্তকাশ্চ যৌধাস্তথর্ষয়ো যে ॥৬১

বাহুপ্রহরণা যুদ্ধে যেষাং নাস্ত্রং মৃধা ক্রতম্।
তথান্যে কবয়শ্চ যৌ পূর্বেষাং তব যৌধাস্তাম্ ॥৬২

যস্তং তাপি মহা বৃদ্ধিস্তথা সাগরবাসম্।
ইমাং যজ্ঞভৃতাং শ্রেষ্ঠাং প্রভাবং তদুলূপস্য যে ॥৬৩

যেষে বসুষি চাচার্যমতিপাপানি যেষ্বপি।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু তাবন্তাং ধর্মচারিণম্ ॥৬৪

ধর্মং যমুং শক্রং বিত্তেশমগ্নিনৌ তথা।
পাণ্ডুং চ কুরুশার্দূল যত্নেনাং কুরুধর্মিণম্।
পিতৃনেতানহং পার্থ যেষাংস্তুষ্যন্তরাত্মনাম্ ॥৬৫

ত্রিষ্বাত্মানো আত্মানঃ সর্বশুক্লহরা যথা।
অন্তরা ত্রাবয়ঃ পূতাঃ সর্বে শুক্লহিতত্বতঃ ॥৬৬

উত্তমাং চ অবাপ্তাহি ভবতা তাবিতাত্মবান্।
তাবন্তাপি চ যঃ পার্থ কৃতবানিব বর্ধনাম্ ॥৬৭

স্ত্রীলক্ষণে চ কৌরব্য ন পুমান্ কর্তুমর্হতি।
বর্ধনাত্মনঃ পরস্য বাহুপ্রহরণাত্মিকাম্ ॥৬৮

নক্তং চ বলমস্যাঃ তু দূর এবাভিবর্ততে।
যক্তং তা মাং কৌন্তেয় বলং বন্ধুষ্যাত্মিকম্ ॥৬৯

মোক্ষ্যে অহং বিভিন্নঃ সংগো ত্রাপতাবর্ধনি।
যেন যেনেহ বিধিনা কর্তব্যাস্তং নিবোধ মে ॥৭০

ভেদ ও মূলোচ্ছিন্ন প্রভৃতি কোন্ উপায়ে আমরা সহজে এই রাজ্যের আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতে পারিব। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনারা মহাভেজস্বী এবং নিজ নিজ গুণে আপনারা যে সর্বলোকের ও মহৎ যশ বিস্তার করিয়াছেন, ত্রিলোকমধ্যে তাহা কে না জানে?) বৃদ্ধিমান্ ধৃষ্ট, যুদ্ধদুর্মদ, প্রাংশু, শিশাম্ভ, দাশ, ও ভারব—ইহারা সকলেই সর্বিদ্ধের কুরুবংশের অধিপতি করিয়া থাকে ॥৫৯

হে বীর! এতদ্ব প্রভৃতি দেবর্ষিগণের মুখে আমি আপনাদের বৃদ্ধিমান্ পূর্বপুরুষগণের গুণের কথা শুনিয়াছি ॥৬০

এই সাগরবাসী সমস্ত বসুগণ মহৎ করিয়া আমি নিজেও আপনাদের মঙ্গলের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥৬১

হে অর্জুন! বেদ ও মহর্ষিগণের আপনার আচার্য, ভরতশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকে বিশ্রুত ও ধর্মশীল লোকাচার্য তাহাদের আমি জানি ॥৬২

হে কুরুশার্দূল! আমি ইহাও জানি যে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মহারাজ পাণ্ডু এই ছয়জনই কুরুবংশ বৃদ্ধিকারক। হে পার্থ! দেবতা ও মনুষ্যগণের এই ছয় ব্যক্তিকে আপনাদের পিতৃরূপে জানি ॥৬৩

আপনারা সব ভাই যে দেবকল্প, মহাত্মা, সত্যবিক্রমশালী, মহাবীর ও সর্বদিক ইহাও আমি জানি ॥৬৪

আপনারা সকলেই গুণবান্, আপনাদের মন ও বুদ্ধিও উত্তম; এই সব জানিয়াও পূর্বোক্ত কারণগুলি বশতই আপনাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিয়াছিলাম ॥৬৫

হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ! আমার ঐরূপ সাহস করিবার কারণ হইয়াছে যে, নিজ বাহুবলের অভিমানী কোন পুরুষই স্ত্রীলোকের সম্মুখে নিজের বিক্রমের স্তব করিতে পারে না ॥৬৬

হে ভূরীশ্রবা! বিশেষতঃ সমিতিতে আমাদের বল অত্যন্ত বর্ধিত হয়, এজন্য পাণ্ডব সহিত আমার মধ্যে ঘোর প্রবেশ করিয়াছিল ॥৬৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! এই সব বুঝিয়া আমার যাহা সংকল্প আমি যে ভাবে আপনার

ব্রহ্মবন্ধুঃ পরো ধর্ম্মঃ ন চাপি বিজয়ক্রিয়া।
যস্মাৎ তস্মাদহং পার্থ ত্বদন্যমি বিজিগীষয়া ॥৭১
যস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়ঃ কশ্চিৎ ভাষমাণঃ পরাজয়ম্।
ন তং হন্যুর্হি ভূতানি স চ ন ক্ষীয়েৎ কদাচন ॥৭২
যস্য স্যাৎ ভাষমাণোঽপি পার্থ ব্রহ্মপুরোহিতঃ।
তদ্দেবাস্তস্য সর্বান্ ন পুরোধিস্তুর্দহতি ॥৭৩
তস্মাৎ ভাপত্য যৎকিঞ্চিৎ পার্থ ক্ষেত্র ইবেপ্সিতম্।
অস্মিন্ কর্ম্মণি যোক্তব্যা ব্রাহ্মণাস্তাত পুরোহিতাঃ ॥৭৪
যেষে বচসে নিরতাঃ শুচয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মাত্মানঃ কৃতাত্মানঃ ন্যস্তদণ্ডাঃ পুরোহিতাঃ ॥৭৫
তাদৃশ নিয়তা রাজ্ঞঃ বর্ত্তন্তে জনমেজয়।
তস্য স্যাৎ ধর্ম্ম এবাদ্যো পুরোধাঃ শীলবান্ শুচিঃ ॥৭৬
সাধ্বং সত্যবচসং বা সন্তং বা পরিচক্ষিতম্।
পুরোহিতং প্রকুর্বীত রাজা ভূতদমন্বিতম্ ॥৭৭
পুরোহিতস্য হি ক্ষিপ্রং ন ইহৈব সুকৃতফলম্।
প্রাপ্নুয়ুঃ বহবঃ সর্বাঃ সর্বশঃ সাধুসম্মতাম্ ॥৭৮
ন হি কেবলপৌরেণ ভাপত্যাভিজনেন চ।
ভবেদ্ভোক্তব্যঃ কশ্চিৎ ভূমিঃ ভূমিপতিং বিনা ॥৭৯
তস্মাদেষ বিধানৌহি কুরুষ্বাং ভরতর্ষভ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখং রাজ্যং শক্যং পালয়িতুং চিরম্ ॥৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি গন্ধর্বপরাজয়ে একোনসপ্ততাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৯

নিকট মুখে পরাজিত হওয়াও, তাহা বলিতেছি শুনুন।৭০

যে ব্রহ্মবন্ধু পরম ধর্ম, ইহা আপনাকে বলা হইয়াছে; হে পার্থ! সেই কারণে আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি।৭১

হে পার্থ! যদি কোন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব থাকিতে এখানে আসিয়া, সে কখনও আমার হাত হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন পাইত না।৭২

যদি কোন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে অগ্রভাগে রাখিয়া পথ চলে, তবে সেও ইহলোকে সকল বন্ধুবান্ধবের জয় করিতে পারে।৭৩

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ। এ জীবনে ভোগ-প্রাপ্তির জন্য কোন কর্ম করিতে ইচ্ছা হইলে, সেই কর্মে সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করা উচিত।৭৪

যিনি ব্রহ্মতেজের সহিত ক্ষাত্রতেজে তুল্য, পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্মাত্মা ও যমনী, তিনি রাজার পুরোহিত হইবেন।৭৫

যে রাজার বাহিনে, বাক্যে, চরিত্রবান্ ও পবিত্র পুরোহিত আছেন, তাঁহারই ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ নিশ্চিত।৭৬

যদি কোন রাজাকে অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইতে হয় এবং প্রাপ্ত বস্তুকে রক্ষা করিতে হয়, তবে রাজা সর্বগুণান্বিত পুরোহিতকে বরণ করিবেন।৭৭

যে রাজা সাধুব্যক্তিগণ সকল বন্ধুবান্ধবকে সম্মানিত করিতে চান এবং নিজের অক্ষয়ধর্ম কামনা করেন, তাঁহার পুরোহিতের মতানুসারে চলা উচিত।৭৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। কেবল পৌর ও জানপদের দ্বারাই কোন রাজা পৃথিবী লাভ করিতে পারেন না, যদি কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত না করেন।৭৯

হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ। আপনি ইহা জানিয়া রাখুন যে, ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়াই রাজা দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিতে সমর্থ।৮০

ইতি মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বের গন্ধর্বপরাজয়নামক একোনসপ্ততাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্য্যকন্যা তপতীকে দেখিয়া রাজা সংবরণের মোহ।]

অর্জুন উবাচ।

তাপত্য ইতি যৎ প্রোক্তমৃক্ষবানসি ভাষিণ।
তন্মে ভবানুচ্চিনোতু তাপত্যাং বিবিধিৎসতে ॥১

তপতী নাম কা চৈষা তাপত্যা যৎকৃতে ভবান্।
কৌন্তেয়ং বি যথা সাধো তন্মমাচক্ষ্ব বেদিতুম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স গন্ধর্বো মুদ্গীপুত্রঃ ধনঞ্জয়ম্।
বিস্ময়ন্ শ্লিগ্ধ লোকেষু শ্রাবয়ামাস বৈ কথাম্ ॥৩

গন্ধর্ব উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি কথামেতাং মনোরমাম্।
যথাবদ্বিদিতাং পার্থ সর্বলোকেষু বৈ ॥৪

উক্তবানসি যেন যদ্ তাপত্য ইতি কং যদা।
তৎ তেহহং কথয়িষ্যামি শৃণুষৈকমনা ভব ॥৫

য এষ দিবি বিক্রান্তো ভাতি ভাস্করতেজসা।
একস্য তপতী নাম বহ্নের দুহিতা সুতা ॥৬

বিবস্বতো বৈ দেবস্য সাবিত্র্যাবরজা বিভো।
বিশ্রুতা ত্রিষু লোকেষু তপতী তপসা যুতা ॥৭

ন দেবী নাসুরী চৈব ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী।
তাদৃগ্রূপবতী তদ্বৎ কন্যা ক্বাপি ভবেদ্ ॥৮

সবিতৃত্বাবরজাতী বলিতাবয়বলোচনা।
ছায়ায়া চৈব সাধ্বী চ সুবর্ণা চৈব ভামিনী ॥৯

ন তস্যাং কশ্চন কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু ভারত।
কর্তারং বরয়িত্বা বৈ রূপশীলগুণপ্রদম্ ॥১০

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সূর্য্যকন্যা তপতীকে দেখিয়া রাজা সংবরণের মোহ]

অর্জুন বলিলেন,—আপনি যে আমাকে এখানে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহার কারণ কি? তাপত্য শব্দের নিশ্চয় অর্থ বিস্তার করিয়া বলুন।১

যে সাধুভাবে গন্ধর্বরাজ! তপতী কে ছিলেন? যাহার জন্য আপনি আমাদিগকে তাপত্য বলিলেন? আমরা যে আমাদিগকে কৌন্তেয় বলিয়াই জানি, সুতরাং উহার রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুনের এই কথা শুনিয়া তখন সেই গন্ধর্ব মুদ্গীপুত্র ধনঞ্জয়কে বিস্ময়াবহ কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন।৩

গন্ধর্ব বলিলেন,—হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ পার্থ! আমি আপনাকে সেই মনোরমা কাহিনী যথাযথ সম্পূর্ণ বলিতেছি।৪

আমি আপনাকে যে এক তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি তাহার কারণ বলিতেছি, একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন।৫

এই যে আকাশে উদিত থাকিয়া তেজোমণ্ডল দ্বারা সর্বলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত সূর্যদেবকে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার তপতী নামে এক কন্যা ছিল। হে প্রভো! সূর্যদেবের অন্য কন্যা সাবিত্রী হইতে তিনি বয়সে কনিষ্ঠা ছিলেন, তিনি সর্বদা তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল তপতী।৬-৭

তিন লোকে দেবী, অসুরী, যক্ষী, রাক্ষসী অথবা গন্ধর্বী, কেহই তাঁহার সমান রূপবতী ছিলেন না।৮

সেই সুন্দরীর অনবদ্যাঙ্গী সবিতার ভগিনী, ছায়ার কন্যা, সুবর্ণা ও ভামিনী ছিলেন।৯

হে ভারত! এই কন্যার রূপ, গুণ, শীল ও সাধুজনসম্মত কোন উপযুক্ত পতি এ ত্রিলোকে সূর্যদেব দেখিতে পাইলেন না।১০

সম্প্রাপ্তযৌবনাং পত্নীং দৃষ্ট্বৈবং তু তাম্।
সোপস্নেহং ততঃ পার্থি সম্প্রধার্য বিচিন্তয়ন্ ॥১১
অথর্ক্ষপুত্রঃ কৌরব্য কৃতদারপরিগ্রহঃ।
সূর্য্যমারাধয়ামাস মৃগঃ সংবরণস্তদা ॥১২
অর্ঘ্যাদানোপবাসাদ্যৈর্ব্রতৈশ্চৈব নিয়তঃ শুচিঃ।
বিধিবৎকল্পদৃষ্টেন তপোবিধিবিধানবিৎ ॥১৩
শুক্লস্রগ্বস্ত্রসংবীতো শুচিঃ পৌরবনন্দন।
অংশুহস্তঃ স্থণ্ডিলস্থঃ সূর্য্যমেকমনা ভক্ত্যা ॥১৪
ততঃ কৃতজ্ঞঃ ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রাপ্তকালমনুত্তমম্।
তপত্যাং দদৃশে সূর্য্যো মৃগাঃ সংবরণং ভুবি ॥১৫
তামুদ্বাহং ততঃ কৃত্বা সূর্য্যো সংবরণায় তাম্।
মুদোত্তমাং কৌরব্য বিস্তরাভিধানাং চ ॥১৬

যথা হি দিবি সৌরাণাং প্রভাসতি কেবলম্।
তথা ভুবি মহীপালো যোত্যা সংবরণোত্তমঃ ॥১৭
যথার্চতি চাদিত্যমুদয়ন্তং তথাদিতিঃ।
তথা সংবরণং পার্থ ব্রাহ্মণাবরজাঃ প্রজাঃ ॥১৮
ন সোমবতি ভাস্বত্যাদিত্যবতি কেবলম্।
বভূব নৃপতিঃ শ্রীমান্ প্রজাঃ দুর্ত্তমপি ॥১৯
এবংগুণস্য নৃপতেস্তস্যাত্মজ কৌরব।
তস্মৈ দাতুং মনশ্চক্রে স্বসারং তপতী বরম্ ॥২০
ন চাস্যাভিমতো রাজা শ্রীমাংশ্চাপি নিত্যশঃ।
চচার তপসা পার্থ পর্ব্বতোপবনে বিভুঃ ॥২১
চরতো নৃপতেঃ তস্য মৃগয়োপগতস্য বৈ।
মমার রাজা কৌরব্য বিনাবগ্রহিতো হয়া ॥২২

কন্যা যৌবন লাভ করিয়াছে, সুতরাং ইহাকে সম্প্রদান করা প্রয়োজন—এই সম্প্রদানের চিন্তা করিয়া তিনি শান্তি পাইলেন না।১১

হে কুরুনন্দন। অনন্তর ঋক্ষের পুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবলশালী রাজা সংবরণ সূর্য্যের আরাধনা করিতেছিলেন।১২

হে পৌরবনন্দন! তিনি অর্ঘ্য, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির দ্বারা সকলের শুচি হইয়া সমস্ত নিয়ম, উপবাস ও বিবিধ উপচার অবলম্বন পূর্ব্বক অহরহ পবিত্রভাব ধারণ করিয়া বিশুদ্ধবাসী ঐশ্বর্যবান সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিতে পূজা করিতেন।১৩-১৪

সূর্য্যদেব তখন তুষ্ট, ধর্ম্মজ্ঞ, অনুপমেয় তপস্যার ও ভক্ত সংবরণকে উপযুক্ত যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিলেন।১৫

হে কুরুকুলপ্রবর। তিনি মনে মনে ত্রৈলোক্যসুন্দর সংবরণকেই নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন।১৬

সূর্য্যদেব যেমন নিজ রশ্মিসমূহে আকাশে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা সংবরণও নিজ তেজে পৃথিবীতে দীপ্যমান ছিলেন।১৭

হে পার্থ! যেমন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ আদিত্যকে অর্চনা করেন, তেমনই প্রজারা বৈশ্য প্রভৃতি প্রজাগণও রাজা সংবরণের উপাসনা করিতেন।১৮

তিনি কমনীয়তায় চন্দ্রকে ও তেজে সূর্য্যদেবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; এইরূপ সেই ঐশ্বর্যশালী রাজা সকল ও নিজ সকলেরই অন্যায় পাত্র ছিলেন।১৯

হে কৌরব! রাজাকে এইরূপ গুণযুক্ত দেখিয়া পরে সূর্য্যদেব তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থির করিলেন।২০

হে পার্থ! অনন্তর একদিন অতিশয়তেজস্বী শ্রীমান্ রাজা পর্ব্বতসন্নিহিত উপবনে মৃগয়া করিতে গেলেন।২১

হে কুরুনন্দন; মৃগয়া করিতে করিতে তাঁহার অনুপম অশ্ব ক্ষুধা ও পিপাসায় আর্ত হইয়া সেই পর্ব্বতে পড়িয়া মরিয়া গেল।২২

ন হ্যরূপস্তরুম্ পার্থ পশ্যামশ্চ ত্রিদশেষু বৈ।
মর্ত্যলোকে তু কস্যায়ং তরুর্ভবিতুমর্হতি ॥২৩
ন চৈব হ্যেবমাত্মানম্ কন্যাং পরবলার্দনঃ।
অন্যো নৃপতিসার্দূলঃ পশ্যন্নিচ্ছেদ্ধনঞ্জয় ॥২৪
ন হি তাং তর্কয়ামাস রূপেণ নৃপতিঃ স্বিয়ম্।
পুনঃ সংতর্কয়ামাস মনসা বীক্ষ্য চাপ্যুত ॥২৫
বপুষা বর্চসা চৈব বিদ্যয়াপি বিশাংপতে।
প্রজাসর্গেণ কান্ত্যা চ চন্দ্রলেখামিবাপরাম্ ॥২৬
সিতপুষ্পে তু সা তস্থৌ স্থিত বলিসুতোপমা।
বিস্ময়ন্তী তদা তত্রে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী ॥২৭
তস্যা রূপেণ সা সিদ্ধির্বেদৈশ্চ বিনয়েন চ।
ন সদৃক্ষমুপলক্ষ্যো হিরণ্ময়ী ইবাভবৎ ॥২৮

অনন্তরং চ তাং দৃষ্ট্বা সর্বলোকেষু বিশ্রুতা।
অযাতং চাহ্বয়ন্নেনং ন রাজা চক্রুষঃ সুতঃ ॥২৯
তস্য প্রবৃত্তি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টবান্ স মহীপতিঃ।
রূপং চ পরমং তস্যাস্তর্কয়ামাস কিঞ্চন ॥৩০
তয়া যদ্ধনমস্তম্ভু পাশেনাপ্রতিমৌজসা।
ন চালং তদ্ধনুঃ স্তম্ভাদ্ বৃষ্ণিবীরে ন চ ক্বচিৎ ॥৩১
অথাত্র মূলং বিজ্ঞায় কন্যায়াঃ সত্যবাদিনম্।
লোকং নির্বর্ত্য বীরেষু রূপ-বিক্রমিণং কৃতম্ ॥৩২
এবং সংতর্কয়ামাস রূপ-দুর্বিদগ্ধবৎ।
কন্যাধনুষ্টি লোকে নৃপঃ সংবরণসুতঃ ॥৩৩
অথ দৃষ্ট্বৈব কন্যাং তাং কন্যাপরিজনো নৃপঃ।
তস্যাং হৃদয়ং চিক্ষেপ কামবাণেন পীড়িতঃ ॥৩৪

অনন্তর তিনি পার্থ পাঞ্চালরাজ দ্রৌপদী ও বিরূপাক্ষকন্যা এক কন্যাকে দেখিতে পাইলেন।২৩

মর্ত্যলোকবাসী একাকী দেবলোকে অবস্থান একাকিনী সেই কন্যাকে দেখিয়া অনন্যমনস্কে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।২৪

রাজা তাঁহাকে দেখিয়া একবার ভাবিলেন "ইনি আমার লক্ষ্মী হইবেন"। আবার ভাবিলেন "ইনি সূর্য হইতে বিচ্যুতা কোন প্রভা হইবেন"।২৫

শরীর ও বেশে তিনি সূর্যের বিভার ন্যায়, কান্তি ও প্রজ্ঞায় নির্মল চন্দ্রলেখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন।২৬

অতিশয় রূপলাবণ্যা সেই কন্যা যে সিতপুষ্পে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে হিরণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল।২৭

বিশেষতঃ তাঁহার রূপ ও বেশে বিভূষিত হইয়া রূপলক্ষণজ্ঞা পরিপূর্ণ সেই পর্বত সুবর্ণময় বলিয়া মনে হইতেছিল।২৮

তাঁহাকে দেখিয়া অবধি সকল প্রজারা রাজ

উপর রাজার অনুরাগ বৃদ্ধি হইল, তিনি তাঁহার জন্ম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন।২৯

রাজা সংবরণ বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি অন্য হইতে যত রূপ লক্ষ্য করিয়াছেন, এই কন্যার সমান রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই।৩০

তাঁহাকে রাজার মন ও চক্ষু একত্র আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি সে স্থান হইতে চলিতে পারিলেন না এবং অন্যকে বিস্মৃত হইলেন।৩১

বিশ্বই বিধাতা যেন, অসুর ও মানুষের সকল রূপকে বিনষ্ট করিয়া এই বিশালনেত্রা কন্যার রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।৩২

এইরূপ বিচার করিয়া রাজা সংবরণ সেই কন্যাকে রূপসম্পদে অনুপমেয় রূপবতী বলিয়া স্থির করিলেন।৩৩

কন্যাধনুর মূলে উপস্থিত রাজা সংবরণ কন্যাপরিবৃতা সেই কন্যাকে দেখিবামাত্র কামবাণে পীড়িত হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন।৩৪

মহাবক্ষা ন তীক্ষ্ণেন মৃগজিহ্মবধাত্মিনা।
অপ্রবক্ষাঃ প্রবক্ষাচ্চ অনাবাচ্চ অনেবরাম্ ॥৫৫
কাসি কল্যাসি ভদ্রোক্ষ কিমর্থং চেহ তিষ্ঠসি।
ভবতী নির্জনেঽরণ্যে চন্দ্রেণেব তমিস্রিকে ॥৫৬
যক্ষ হি সর্বাবয়বৈঃ সর্বাভরণভূষিতা।
বিদ্যুৎসমিতি মে বুদ্ধিঃ ভূষণায়ামতীব তে ॥৫৭
ন দেবীং নাসুরীং চৈব ন যক্ষীং ন চ রাক্ষসীম্।
ন চ তোমরধারীং ত্বাং ন গন্ধর্বীং ন মানুষীম্ ॥৫৮
যা হি দৃষ্টা ময়া কাচিদ্রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
ন ত্বয়া সদৃশী মত্তে ভাবেঃ সরসরাশিনি ॥৫৯
দৃষ্ট্বৈব চারুসর্বাঙ্গীং চন্দ্রাং কামমবেঃ তব।
কন্দর্পস্তাক্ষমঃ কর্তুং মন্মথঃ সুমহাবলঃ ॥৬০

এবং স্ত্রীং ন মহীপালো ধর্মজ্ঞে ন দৃষ্টপূর্বা।
তামার্তঃ নির্জনেঽরণ্যে প্রসহ্যাহরত ক্ষিপ্রম্ ॥৬১
অতো লালপ্যমানস্ত পার্থিবস্তাং তপস্বিনীম্।
মৌদামিনীং চলন্তীং তোয়ান্তরগতামিব ॥৬২
তামেবেকাং ন মৃগয়ন্তিঃ পরিক্রান্তো নরাধিপঃ।
ধনং ধনপতেস্ত্রাসাৎ ব্রহ্মস্বমিব তাপসঃ ॥৬৩
অপশ্যমানস্ত তু তাং যত্র তত্র বিলপ্য চ।
নিশ্চেষ্টঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠো দুঃখাৎ ন ব্যচলচ্চ তৎ ॥৬৪

ইতি শ্রীমদ্রামায়ণে পরমধর্মপ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিকব্যে চতুর্বিংশসহস্র্যাং সংহিতায়াং উপরি-ভাগে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৭॥

রাজা তাঁহার কামাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রকৃতভাবে সেই অপ্রকৃতা মনোহারিণী কন্যাকে বলিলেন ॥৫৫

হে ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেন এখানে অবস্থান করিতেছ? হে তন্বি! এই নির্জন অরণ্যমধ্যে একাকিনী কেন বিচরণ করিতেছ ॥৫৬

তোমার সর্বাঙ্গ অতিশয় সুন্দর ও সর্বাঙ্গসুন্দর ভূষিত। তোমার সমস্ত আভরণেরও তুমি অত্যন্ত আভরণস্বরূপ ॥৫৭

তোমাকে দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, গন্ধর্ব বা মানুষের মধ্যে তোমার ন্যায় রূপবতী কন্যা আমি কখনও দেখি নাই ॥৫৮

আমি যত রূপবতী কন্যা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, হে যৌবনমদমত্তে! তাহাদের কাহাকেও তোমার তুল্য রূপবতী বলিয়া মনে করি না ॥৫৯

হে সারসলোচনে! তোমা হইতেও অধিক রূপবতী তোমার অনন্যসদৃশ সুখস্পর্শ দেখা মাত্রই মদন আমার হৃদয়কে অত্যন্ত মথন করিতেছে ॥৬০

রাজা তাঁহাকে এই কথা বলিলেও সেই কন্যা কামার্ত রাজার সহিত সেই নির্জন অরণ্যে কোন কথা বলিলেন না ॥৬১

রাজা যখন ঈদৃশের ন্যায় ঐরূপ প্রলাপ করিতেছিলেন, তখন সেই কন্যা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর (বিদ্যুতের) সদৃশরূপের ন্যায় সেইখানেই অন্তর্ধান করিলেন ॥৬২

তখন রাজা ঈদৃশের ন্যায় সেই বনের মধ্যে সব দিকেই কমলনয়না কন্যাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥৬৩

তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া রাজেন্দ্র অনেক বিলাপ করত মুহূর্ত কাল তথায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥৬৪

শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয় আদিকাব্যে চতুর্বিংশসহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ে বৈয়াসিক্যাং উপরিভাগে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ সমাপ্ত।

একশততাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তপতী-সংবরণয়োঃ কথোপকথনম্।]

গর্গ উবাচ।

অথ তত্রাগমদ্রাজা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং গাং দত্ত্বা বশিষ্ঠবে ॥১

তস্মিন্ বিশ্রম্ভিতে তূষ্ণীং বসতি চ মুনৌ তদা।
পুনঃ পীনস্তনশ্রোণী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥২

অথাবভাষে কল্যাণী স্বগতা মধুরং নৃপম্।
ওঁ নমস্তে নৃপবর কামমোহিতচেতসম্ ॥৩

উবাচ মধুরং বাক্যং তপতী প্রহসন্নিব।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে ন মমর্ষ্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥৪

যোঃ নৃপতিসার্দ্দূল মন্ত্রমাবিশ্য তিষ্ঠতি।
একমুক্তোঽথ নৃপতির্বাচা মধুরয়া গিরা ॥৫

গর্গ বিপুলশ্রোণীং তামেবমভিমুখে স্থিতাম্।
অথ তাম্রদিব্যপাদৌষ্ঠাং বরারোহাং পপাবিব ॥৬

মদঘূর্ণিতলোচনাং সদ্যস্নাতামলম্বরাং বিভা।
সাধু সুন্দরি সাধ্বীতি ভাষমাণঃ মধুরাক্ষরম্ ॥৭

ব্রূহি ভদ্রমিতি মাং ত্বং প্রেক্ষা হি প্রবদন্তি মাম্।
ত্বদর্থং হি বিশালাক্ষি মারঃ শিল্পৈঃ সমেয়ুষে ॥৮

কামঃ করোতু বশগে প্রতিবিধানং ন পশ্যামি।
ত্বয়ি মে মনোঽভিরূঢ়ে ত্রয়ে কামমোহিনি ॥৯

না ত্বং দীনাহমস্মীতি মামনুশাধি করবাণি।
ত্বদধীনা হি যে প্রাণাঃ কিমাবেদয়সে ততোঽধিকম্ ॥১০

চারুসর্ব্বাবয়বাঙ্গি পাদয়োস্তব পার্থিবঃ।
ন ভবতি মধুরে তীক্ষ্ণমাত্মানং মন্যতে ভবান্ ॥১১

একশততাধিকশততম অধ্যায়।

[তপতী ও সংবরণের কথোপকথন।]

গর্গ বলিলেন,—তপতী অদৃশ্য হইলে অকলঙ্কশশিমুখ রাজা মদমত্ত কামমোহিত হইয়া বশিষ্ঠাশ্রমে পতিত হইলেন।১

রাজা ভূমিতে পতিত হইলে চারুহাসিনী বিশালনিতম্বা তপতী পুনরায় রাজাকে বর্ণন করিলেন।২

অনন্তর কল্যাণময়ী তপতী মধুরাক্ষরে মৃদুবচনে ভূমিতলে রাজাকে বলিলেন।৩

তপতী যেন হাসিতে হাসিতে মধুর ভাষায় বলিলেন,—হে নরনাথ! আপনি উঠুন উঠুন। আপনার কল্যাণ হউক।৪

"হে নরশার্দ্দূল! আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষের পক্ষে এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হওয়া শোভা পায় না। মধুর তাহার ঠিক এই কথা শুনিয়া রাজা উঠিয়া দেখিলেন যে, বিপুল-নিতম্বা সেই কন্যা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা আছে। কামমোহিতচিত্ত রাজা তখন সেই আকাশচারিণী তপতীকে অল্পশ্রী ভাষায় বলিলেন—"হে অনিন্দ্যসুন্দরি সুলোচনে যৌবনবতি! আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে ভজনা কর; মনুষ্য এখনই আমার প্রাণ আমাকে পরিত্যাগ করিবে। হে বিশালাক্ষি পয়োধরবর্ণি! তোমার জন্য মদন আমাকে তীক্ষ্ণ পঞ্চশরের দ্বারা অতিবিদ্ধ করিয়াও শান্ত হইতেছে না। হে ভদ্রে! আমি তোমার মনোযোগের দ্বারা লব্ধ হইয়াছি।৫-৯

হে বীরাঙ্গনাশ্রেষ্ঠে সুবদনে! তুমি কৃপা করিয়া যখন পুনরায় বর্ণন দিবে, তখন আমাকে তুমি রক্ষা কর। বিহ্বলীকৃত অনুরক্তজনকে। আমার প্রাণ তোমারই অধীন।১০

হে ভীরু! তোমার সর্ব্ব অঙ্গই মনোহর ও অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণোদ্ভিন্ন, তোমার মুখপদ্ম

ভাঃ কমলপত্রাক্ষি প্রতিবিধাতি মাধবম্।
তস্মাৎ কুরু বিশালাক্ষি ময্যনুক্রোশমঞ্জসে ॥১২

ভদ্রং তাবদ্বিশালাক্ষি ন পরিত্রাতুমর্হসি।
ত্বং হি মাং প্রীতিযোগেন প্রাপ্তুমর্হসি ভাবিনি ॥১৩

ভদ্রমিত্যুক্তবত্যেবং মনস্বিনি যে ভবান্।
ন তাবৎ দৃষ্টপূর্বস্তে ভর্তুঃ কল্যাণি যোনিতঃ ॥১৪

প্রসীদ ভদ্রমাধত্তে যে ভবান্ মাং ভজ ভাবিনি।
দৃষ্টৈব মাং ত্বয়া যস্মাদ্যোনে মদনযো বৃণঙ্ক্ষনে ॥১৫

অন্তর্গতং বিশালাক্ষি বিদ্যতি ন পরং ত্রিভিঃ।
ভদ্রমাত্মিন্যুপক্রান্তে মাং কমললোচনে ॥১৬

প্রীতিসংযোগযুক্তাভিঃ প্রলাপভদ্র যে।
পুণ্যাহুং ভুবনৈঃ প্রভগনরভার্তুজম্ ॥১৭

ভদ্রমিত্যেবমুক্তে বিধাতুং দুঃসহৈঃ পরৈঃ।
উপপাদয় কল্যাণি আত্মানমন ভাবিনি ॥১৮

গান্ধর্বেণ বিবাহেন মাধুপেহি যশস্বিনি।
বিবাহানাং হি সর্বেষাং গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥১৯

তপস্ত্বুবাচ।
নামযোনাত্মনো ভাবং কথা পিতৃমতী বহুম্।
যদি ত্বংস্তি তে প্রীতির্বাচং শিক্ষাং দদ ॥২০

যথা হি তে ভবং প্রাপ্তাঃ সংগৃহীতা ভবেষয়া।
ধর্মলাভেন তুষ্যন্তু তথা প্রাপ্নুহি মাধবম্ ॥২১

ন চাহমীদৃশী লোকে ভূতপূর্বা পতিব্রতে।
সধীনং লোলধর্মাণি ন কুর্যাং হি যোষিতঃ ॥২২

হয়ের ন্যায় দুষ্কর। তোমাকে ছাড়িয়া আমি প্রাণে বাঁচিব না ॥।

হে কমলপত্রাক্ষি। এই বনে আমাকে অভিলাষ বিদ্ধ করিতেছে। সুতরাং হে বিশালনয়নে। তুমি আমার উপর দয়া কর ॥১২

হে অভিলাষাক্ষি! আমি তোমার ভক্ত; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। হে ভাবিনি! তুমি প্রীতা হইয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥১৩

হে কল্যাণি। তোমাকে দর্শন করিয়া আমার মন তোমাতে এত আসক্ত হইয়াছে যে, আর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতেই ইচ্ছা হইতেছে না ॥১৪

তুমি প্রসন্না হও; ভাবিনি। আমি তোমার ভক্তিযুক্ত ভক্ত; আমাকে তুমি ভজনা কর। হে বরারোহে। হে বিশালাক্ষি। তোমাকে দেখা অবধি মদন আমাকে অন্তরে বিদ্ধ করিয়া অতিশয় ব্যথিত করিতেছে। কমলাক্ষি হয়! আমাকে তুমি প্রীতিপূর্ব বাক্যরূপ অমৃতের দ্বারা আমাকে শান্ত কর। কল্যাণি; তুমারা পুণ্যবতী মনুষ্য তোমার দর্শনমাত্রেই আমার মনে উৎপন্ন হইয়া দুঃসহ মদনবাণের দ্বারা আমাকে ভয়ানক বিদ্ধ করিতেছে; হে ভাবিনি। তুমি আগমন করিয়া আমাকে শান্ত কর ॥১৫-১৮

হে মহাভাগে। গান্ধর্ব-বিবাহে তুমি আমাকে বিবাহ কর। হে ভদ্রে। বিবাহসমূহের মধ্যে গান্ধর্ব-বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত ॥১৯

তপতী বলিলেন,—হে রাজন্। আমি অল্পা নহি, আমার পিতা আছেন, আমাকে যদি আপনি সত্যই ভালবাসেন, তবে আমার পিতার নিকট প্রার্থনা করুন ॥২০

হে নরেশ্বর। আপনি যেমন বলিতেছেন আপনার প্রাণ আমি হরণ করিয়াছি; তেমনই আপনিও ধর্মলাভেই আমার প্রাণ হরণ করিয়াছেন ॥২১

তা হি সর্বেষু লোকেষু বিশ্রুতাভিজনা নৃপম্।
কন্যা বাভিমতোপা ভর্তারং তত্তমংলভে ॥২৩

তস্যাশ্চৈব শুভে কালে দাতব্য পিতরা মম।
আদিত্যঃ প্রথিপাতেন তপসা বিস্ময়েন চ ॥২৪

ন চেৎ কাময়তে রাজন্ তব মাং বরবর্ণিনম্।
অবিচারয় তে রাজন্ সত্যতঃ বদামিনী ॥২৫

অহং হি তপসো বীর্য সাবিত্র্যাশ্চরণস্য চ।
অস্য লোকপ্রদীপস্য সবিতুঃ কশ্যপস্য চ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামারণ্যপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি তপতুপাখ্যানে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭১॥

যে নৃপতিসত্তম! আমি আমার পতীদের প্রভু নহি, এজন্য আপনার নিকটে বলা উচিত কি না; তাহাও স্ত্রীলোক কখনও বলা হয় না ॥২২

এমন কোন নারী আছে যে বিদ্যাবংশে জাত ভরতবংশজ রাজাকে পতিরূপে কামনা না করে ॥২৩

সুতরাং এতদ্ব্যতীত আপনি যথাসময়ে আমার পিতা পর্যাকে তপস্যা, নিয়ম ও প্রথিপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥২৪

হে অরিন্দম! যদি তিনি আমাকে বিক্রয় করেন, তবে হে রাজন্! আমি নিশ্চয়ই আপনার বশবর্তিনী হইব ॥২৫

হে অরিন্দম! আমি সাবিত্রীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী ও সর্বলোকপ্রকাশক সূর্যদেবের কন্যা। আমার নাম তপতী ॥২৬

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমঃ অধ্যায়ঃ।

[বশিষ্ঠদেবের সহায়তায় সাবর্ণির তপস্যাতে লাভ।]

গন্ধর্ব উবাচ।

এবমুক্ত্বা তপতী সূর্যস্যোর্ধ্বমনিন্দিতা।
ন তু রাজা পুনর্দৃষ্টো তস্যাং বিস্ময়পাত ॥১

অথৈবমাত্ত সংবৃত্তং রাজানং দুঃখকর্ষিতম্।
অমাত্যা নামুষজ্ঞন্ত তং দৃষ্ট্বা তত্রাগতম্ ॥২

বিহ্বলো নিপতিষ্যং কালে শত্রুসৈন্যবিমোহিতম্।
তং হি দৃষ্ট্বা মহারাজং নিয়তং পতিতং ভুবি ॥৩

বভূব লোকস্য মতিঃ সম্প্রলীনা ইবাম্বিনা।
ধ্বজা ইবোপরক্তস্য রেজালক্ষণবর্জিতাঃ ॥৪

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বশিষ্ঠদেবের সহায়তায় সাবর্ণির তপস্যাতে লাভ।]

গন্ধর্ব বলিলেন,—এই কথা বলিয়া অনিন্দিতা তপতী দেবী আকাশে উঠিয়া গেলেন আর রাজা সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইলেন ॥১

এদিকে রাজাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অনুযায়িগণ সহিত অমাত্য সেই স্থানে উঁহাকে দেখিলেন ॥২

তং সমুপাসরমাণং নৃপতিঃ তামমোদিতম্।
দূরাদেব দুর্বিপাকেন স্থিতেন পতিতং ভুবম্ ॥৮
প্রজ্ঞয়া বলবাঁ চৈব বৃদ্ধঃ ধীর্ত্যা যশেন চ।
অমাত্যাঃ সমুপাস্যন্ত বহুশ বিনয়ক্রিয়াঃ ॥৯
উবাচ চৈনং কল্যাণং বচঃ মধুরয়োদিতম্।
ন তৈর্বুদ্ধমানার্থৈঃ ত্বমত্রবস্থ ঋষিবৎ ॥৭
দুঃখিপাস্যপরিশ্রান্তঃ ক্লমমাপ্তো ন বৈ ভবান্।
পতিতঃ পাদপং সংখ্যে পক্ষিরাজঃ মহৌজসম্ ॥৮
বাসিতা চ দুর্দিনেন শিরসাত্মানমেব চ।
অস্মচ্ছত্রচ্ছায়ায়াং রাজঃ পুত্রীকৃতস্তিনা ॥৯
ওতঃ প্রত্যাগতপ্রাণস্ত্বং বলবান্ নৃপঃ।
সর্বং বিসর্জয়ামাস ইত্যেকঃ পতিতং বিনা ॥১০

তত্তস্তজাজ্ঞা রাজো বিপ্রতস্থে অনু বলম্।
স তু রাজা বিনিষ্ক্রম্য তস্মিন্ পুনরুপস্থিতে ॥১১
তত্তস্মিন্ গিরিবরে শুচির্ভূত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
আদিত্যমভিমুখঃ সূর্যং তস্থাবূর্ধ্বভুজো নিশি ॥১২
জপ্যেন বলবাঁ চৈব বলিষ্ঠমভিতস্তদা।
পুরোহিতর্ষিবিপ্রেন্দ্রঃ সংবভূব নৃপঃ ॥১৩
নক্তং দিনমথৈকত্র স্থিতে রুদ্রিয় তস্মিন্।
অথাজগাম বিপ্রর্ষিঃ ঘণ্টাশব্দেন ॥১৪
স বিধিবৈব নৃপতিঃ তপস্যা তত্তমাবসন্।
নিয়োজ্য বিধিনা রাজ্যে ভার্যিতস্থা অথাদিশৎ ॥১৫
তথা তু বিপ্রবাক্যানি স নৃপঃ নৃপবিদ্বরঃ।
আবভাষে ন বর্ষাত্মা ত্রৈস্তথার্থচতুরৈর্বরা ॥১৬

অমাত্যগণ রাজা ও তাঁহার মহাবলবীর্য ও তপস্যা হইতে দূরে রাজাকে দূরদৈবে নিপতিত দেখিয়া সচিব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ধৈর্যসহকারে সমীপে রাজার নিকটে গিয়া পিতা যেমন পুত্রের গায় কাপড়োদির সেই রাজাকে ধরিয়া উঠাইলেন। সচিব বয়সে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানগুণে ও খ্যাতিতে রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি রাজাকে ধরিয়া তুলিয়া শিক্ষাপুত্র হইলেন ॥৩-৬

তখনকার মধুর বাক্যে সচিব রাজাকে বলিলেন,—"হে নৃপতিশার্দূল। যে বিপদ আপনার জন্য হইল, আপনি তাহা হইবেন না ॥৭

দুঃখ সমুদ্রকে দুস্তর নিশাচরকারী রাজাকে দুঃখিত পতিত দেখিয়া সচিব মনে করিলেন রাজা দুঃখ ও নিশাচার পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। দুর্দিনের হইলেও রাজার মুখটি মলিনই ছিল। তখন তিনি দুর্দিনের পক্ষিরাজের তলের ছায়া রাজার মস্তক অভিষিক্ত করিলেন ॥৮-৯

ইহাতে রাজা চেতনা পাইলেন। তারপর বলবান্ রাজা সচিব ব্যতিরিক্ত সকলকে বিদায় দিলেন ॥১০

তখন রাজাজ্ঞায় বিশাল সৈন্যবাহিনী চলিয়া গেল। তারপর রাজা সেই গিরিপ্রস্থে পুনরায় উপস্থিত হইলেন ॥১১

অবশেষে সেই গিরিপ্রস্থে সূর্যদেবকে আরাধনা করিতে মানসে রাজা শুচি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্ধ্বমুখে ভূতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১২

তারপর মহাবলী রাজা সমস্ত মনে মনে পুরোহিত ঋষি বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন ॥১৩

রাজা দিবারাত্র একস্থানে দাঁড়াইয়া সূর্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তারপর দিনে ঋষি বশিষ্ঠ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৪

তপস্যা ঋষি দিবাচক্ষে পূর্বেই আসিতে পারিয়াছিলেন যে তপস্বী রাজার চিত্তকে আশ্রয় করিয়াছে। ধর্মাত্মা বুদ্ধিমান রাজাকে বিনয়সহকারে পূর্বের ন্যায় সেবা করিতে দেখিয়া নৃপতির ধার্য-

স তত্র সম্পূজ্যমানো গন্ধর্ব্বৈঃ সমন্ততঃ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে শ্রীমাংস্তারকাঃ তারয়ন্নিব ॥১৭
সংস্থাপ্যতং তথো বিপ্রঃ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
বশিষ্ঠোঽস্মীতি শ্রীমান্ স চাত্মানং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮

(বশিষ্ঠ উবাচ।

অজায় লোকত্রয়পাবনায়
কৃশানবে লোকহরায় হুবাম।
সূর্য্যায় সর্ব্বপ্রসবায়িনায়
নমো মরীচ্যত্রিমুনিস্তথায় ॥
বিবস্বতে ভাবনস্তস্থুষায়নে
তথা প্রতীপায় তথৈব তেজিনে।
তথাকুবে পীতমধ্রাকুবে
তথোরুবায়াধিবিভেরুদে নমঃ ॥
নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতি-স্থিতি-নাশহেতবে।

ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥)

তমুবাচ আগচ্ছেতি বিবস্বান্ পুনিরব্রবীৎ।
অর্ঘে মামব তেঽস্ত্বদ্য ভবতস্ত ময়ার্চ্চিতম্ ॥১৯
বশিষ্ঠস্যি ব্রহ্মাণ মতঃ প্রভৃত্যহং ত্ব।
তৎ যে মনস্যভিপ্রেতং বরমদ্য তাং বৃণীষ্বম্ ॥২০

(ভবোঽস্মি ভবতস্তেহং বরং বরয় সুব্রত।
ঋষিস্তুয়োক্তো ভগবান্ ভগোঃ ভবসোঽস্মাহম্ ॥)

এবমুক্তঃ স তেজস্বিবশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচহ।
প্রণিপত্য বিবস্বন্তং ভাস্করন্তু মহাদ্যুতিঃ ॥২১

বশিষ্ঠ উবাচ।

ত্বয়া তে ভগবন্ যাবৎ সান্নিধ্যমবতা কৃতা।
তাবৎ যাবৎ সংস্থাস্যন্তি ত্বদ্ভক্তি বিবাসনো ॥২২

সাধন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট বিষ্ণু তথা বলিলেন ॥১৫-১৬

পরে সূর্য্যকিরণমালা ছাড়িয়িশিষ্ট ঋষি ভগবান্ বশিষ্ঠ ভাস্কর সম্মুখেই সর্ব্বাকে স্তব করিবার মানসে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন ॥১৭

সূর্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া 'আমি বশিষ্ঠ' বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন ॥১৮

(বশিষ্ঠ বলিলেন,—অজন্মা, লোকত্রয়পাবন, কৃশানু, লোকপতি, হর, সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রভু ভাস্কর,—এইরূপ যে সূর্য্য, তাঁহাকে নমস্কার। বিবস্বান্, ভাবন, অস্তগামী, জগৎপ্রতাপ, জগদ্বিধাতা, অরুণ, পীতমধ্রাকু, অধিবিভেদা সুরোরুকে নমস্কার। জগতের চক্ষুঃ, জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শঙ্করের আত্মস্বরূপ সবিত্রাদেবতাকে নমস্কার।) তখন ভগবতেজস্বী সূর্য্যদেব ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আপনার স্বাগত হউক, আপনার আগমনের কারণ বলুন ॥১৯

হে ভাস্কর! হে ভগবান্! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে অদ্যই বর প্রার্থনা করুন; সুব্রত হইলেও আমি উহা প্রদান করিব ॥২০

(আমি আপনার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি বর প্রার্থনা করুন; আপনি এই স্তুতি দ্বারাই সকলের সমক্ষে গণ্য হইবেন। আমি বরদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।) আদিত্যের কথা শুনিয়া মহাতপস্বী ঋষি বশিষ্ঠদেব বিনম্রভাবে আদিত্যকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন ॥২১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বিভাবসো! আপনার করিয়া আপনার যে তপস্যা লাভে কথা আছে, তাহাতে আমি যাবৎ সংসারের জন্য প্রার্থনা করিতেছি ॥২২

ন হি ভাতা দৃঢ়ং কৌশিকস্যাপি বিদ্যতে।
তুল্যং সংবসতো বর্ষং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥২৩
ইক্ষ্বাকূণাং ন সর্বেষাং ত্বমেবাতিপ্রিয়ো নিত্যম্।
প্রত্যাখ্যানং ন তে বিপ্রঃ প্রতিহন্যাদ্ দিবাকরঃ ॥২৪
তস্মাৎ সংবসতো রাজ্ঞঃ শতযোজনং গতো দূরে।
তপসো যোগিতাং শ্রেষ্ঠাং বিশ্বামিত্রপরীপ্সয়া ॥২৫
তস্মাৎ সর্বানবদ্যাঙ্গী তপসো তপসঃ ফলম্।
লভতাং সংবসন্নদ্যৈব বশিষ্ঠস্য মহামুনে ॥২৬
প্রতিগ্রহাদ্ তু তস্যাঃ ফলমাহরিতপস্বিনঃ বয়ম্।
বশিষ্ঠোঽপি বিসৃষ্টস্তু পুনরেবাগমদ্ গৃহম্ ॥২৭
অত্র বিশ্বাগতিঃ শ্রুত্বা কুশলামুপকোশলম্।
স রাজা সহসাবিষ্টস্তমাশ্রমমুপাগমৎ ॥২৮

দৃষ্ট্বা চ দেবকন্যাং তাং তপসঃ ফলরূপিণীম্।
বশিষ্ঠেন সমাহূতাং সাধুসাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৯
তমব্রবীৎ পার্থিবং পুণ্ড্রকাপরাষ্ট্রং বরতনাৎ।
সৌদামিনীব বিমলা সোঽবতস্থৌ দিশস্থিত ॥৩০
কৃতাঞ্জলিবরাসনে মু তত্ত্ব রাজ্ঞঃ সমাহিতে।
আজহার বিশুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠো জলমাদৃতঃ ॥৩১
তপসাহার্য্য যজ্ঞং সো পরিষেচনপূর্বম্।
দেবে সংবৎসরে সার্দ্ধং বশিষ্ঠস্তৈরব ভোজনম্ ॥৩২
তত্রতন্দিন্ দিবিজেষ্ঠে সে-বন্ধুবর্গসহিতে।
তত্রায় বিধিবৎ পাণিং তপসা; স বরবর্ণিনী ॥৩৩
বশিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতস্তদ্দিনেন যথাবিধি।
সোঽভ্যগচ্ছত যাম্যাদিবিধিবদ্ধূং সহ ভার্য্যয়া ॥৩৪

সেই রাজা যথাবিধিক্রমে, যথার্থভাবে ও উপযুক্তরূপে; যে তপস্বিবরিষ্ঠা আপনার ভগ্নীর যে উপযুক্ত পতি হইয়া আসিয়াছে তাহা ত্রিলোকে বিদিত আছে।২৩

বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিলে দিবাকর যাঁহার কথা অতিক্রম করা কিছুতেই নিশ্চিত হইতে পারে না, তিনি বলিলেন "আমি তপতীকে দিব"।২৪

অযোধ্যা রাজকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনিও মহর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তপতীও নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; সুতরাং এরূপ শ্রেষ্ঠ দান কাহার না অভিপ্রেত হইবে।২৫

অতএব আজ তপতীদেবী সর্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে সংবৎসরের ব্রত সমাপ্ত বশিষ্ঠের হাতে অর্পণ করিলেন।২৬

মহর্ষি বৈশিষ্ঠদেবও সেই কন্যা তপতীকে গ্রহণ করিলেন এবং সূর্য্যদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেইস্থানে আগমন করিলেন, যেখানে বিশ্বামিত্রপত্নী কুশলেশ রাজা সংবৎসর মহর্ষিবশিষ্ঠদেবের অবস্থান করিতেছিলেন।২৭-২৮

রাজা বশিষ্ঠদেবের সহিত চারুহাসিনী দেবকন্যা তপতীকে দেখিয়া একই আনন্দিত হইলেন।২৯

মেঘ হইতে বিদ্যুৎ সৌদামিনীর ন্যায় তপতীও গগন হইতে ভূতলে আসিবার সময় অতীব শোভা পাইতে লাগিলেন।৩০

অতীব সহিত একাগ্রচিত্তে রাত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত রাজা আসনস্থ হইয়া অবস্থান করিবার পর মহর্ষি বশিষ্ঠ তপতীকে লইয়া তথায় পৌঁছিলেন।৩১

মহারাজ বিশুদ্ধাত্মা পূর্বদেব তপতী দ্বারা আরাধনা করিলেন বশিষ্ঠদেবের কৃপাতেই রাজা সাদরে তপতীকে লাভ করিলেন।৩২

অনন্তর সেই দেবগন্ধর্বসেবিত সেই পর্বতে রাজা বিধিপূর্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।৩৩

মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া রাজা সেই পর্বতেই ভার্য্যা তপতীর সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন।৩৪

ততঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ অন্তঃপুরগতেষু চ।
আবিবেশ মহীপালস্তমেব সচিবং তদা ॥৩৯

মৃগয়ন্তি স্ম তং সর্বে ধর্মিষ্ঠোঽয়মিতি প্রজাঃ।
সোঽথ রাজা বিবেশাশু তস্মিন্ বিজনমাশ্রমে যথা ॥৪০

ততো রাজন্ পুরাণি ত্যক্তবান্ ধনধান্যবন্তি চ।
রেমে তস্মিন্ বিনা রাজ্ঞা তদ্বৈব সহ ভার্যয়া ॥৪১

তস্য রাজ্ঞঃ পুরে তস্মিন্ সদা বাসং প্রকুর্বতঃ।
ন কশ্চিৎ সস্মরে রাষ্ট্রে তৈরাজ্যং তাবতঃ ॥৪২

ততস্তস্যাত্মনাত্মানং প্রবৃত্তাদ্ধর্মচিন্তয়া।
প্রজাঃ কথমুপাত্তন্তু; সর্বাঃ সর্বাপু-তনয়াঃ ॥৪৩

তস্মিংস্তথাবিধে কালে ধর্মস্থানে সুরাসুরৈঃ।
নাস্তরায়ঃ সপাপোঽন্যঃ ততঃ পশ্যামি নারদম্ ॥৪৪

ততো বিস্মাকুলো জন্যঃ কুতুহলপরিপ্লুতঃ।
কুশাদি সম্পরিত্যজ্য যযুঃ প্রতিপথং দ্বিজ ॥৪৫

ততস্তস্মিন্ পুরে রাষ্ট্রে তাবতাপরিগ্রহে।
পরস্পরমথপ্রশ্নাঃ কুশার্থে জগ্মিরে জনাঃ ॥৪৬

তৎ কুশার্থৈর্বিনাভাবৈঃ পরমূষ্টমভূদ্ ভুবঃ।
অতস্তৎ প্রেক্ষমাণস্য পুরং প্রেতৈর্বিনাকৃতম্ ॥৪৭

ততস্তৎ ভাবমং দৃষ্ট্বা স এব ভগবানৃষিঃ।
অত্যবর্ষৎ পর্জন্যো ধর্মিষ্ঠঃ পৃথিবীপতেঃ ॥৪৮

তত্র পার্থিবমার্গেষু ধান্যরাশয়ঃ তৎ পুরম্।
তপস্যা সহিতঃ রাজন্ ধারিতঃ পাথসা সহ(ঃ)
ততঃ প্রবৃত্তসস্যাঢ্যং সর্বধান্যসুখাবহম্ ॥৪৯

অবশেষে রাজধানী এবং ধন ও ঐশ্বর্য সহিত সমস্ত রাজ্যের শাসন করিবার ভার মন্ত্রীর উপর দিয়া রাজা মন্ত্রীকে বিদায় দিলেন ॥৩৮

মহর্ষি বশিষ্ঠও রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আশ্রমে গেলেন এবং রাজাও সেই পর্বতে দেবতার ন্যায় তপস্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৯

অবশেষে বহু বৎসর পর্যন্ত রাজা সেই পর্বতের বন ও ঐশ্বর্যসমূহে আশ্রম তপস্যার সহিত বিহার করিলেন ॥৪০

যে পাপপূর্ণ রাজ্যে রাজার ঐশ্বর্যভোগের জন্য যত ধনের ইচ্ছা সেই রাজ্যে এবং রাজধানীতে বর্তমান থাকিলেন না ॥৪১

যে অধিকন্তু অন্যান্য এইরূপ তপস্যায় থাকিলে রাজার তুল্য সহিত সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল ॥৪২

সেই তুল্যরূপ রাজন্য সমস্ত রাজ্যে এক পৌত্রের মৃত্যু না হওয়ায় সত্য একেবারেই বিলুপ্ত হইল না ॥৪৩

তখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া তখনই বিস্ময়াভিভূত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেড়াইতে লাগিল ॥৪৪

রাজধানীতে প্রজাগণ তীক্ষ্ণ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা অভিক্রম করিল এবং কুশার তাড়নায় পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল ॥৪৫

তখন কুশার বিনাশের সমুদ্ভবের জন্য সমস্ত পরিপূর্ণ নগরী প্রেতরূপে পরিণত প্রেতপুরীর ন্যায় পরিণত হইল ॥৪৬

পৃথীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া ধর্মাত্মা মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ নিজ তপোবলে সেই রাজ্যে বর্ষণ করাইলেন ॥৪৭

অবশেষে মহর্ষি যত্ন বর্ষ হইতে প্রবাসী রাজাকে প্রজাগণ সহিত পৃথীতে আনাইলেন। তখন ইক্ষ্বাকুবংশ শ্রেষ্ঠরাজ পুরুষদ্বং সেই রাজ্যে বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৮

পাঠান্তর :— ১) অর্ধ শ্লোকের পর।

অস্মিন্ মৃগাজিনমূলে প্রবিষ্টে নগরং পুরে।
প্রবর্ষে সপ্তরাত্রং পর্জন্যো জনয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৬
তত্র সপ্তাহ্নি মুমুচে তদ্ পুরং পয়সা মুদা।
তেন পার্থিবমুখ্যেন জনিতং জনিতাত্মনা ॥৪৭
অতো ভাবশ্চ বর্ষাণি পুনরাসীন্ নরাধিপঃ।
তপসা সহিতঃ পত্ন্যা যথা শক্র্যা মরুৎপতিঃ ॥৪৮

সূত উবাচ।

এবমাসীদ্ বরারোহা তপতী নাম সৌমিত্রী।
তস্য বৈবস্বতী পার্শ্বে তপসাস্যুঃ যথা হরঃ ॥৪৯

তস্যাং সংজনয়ামাস কুরুং সংবরণো নৃপঃ।
তপত্যাং তপতাং শ্রেষ্ঠ তাপত্যান্ত্রু তবাংস্ততঃ ॥৫০
(কুরুবংশ যতো মুখ্যঃ সৌরবাঃ কুরুসত্তমাঃ।
সৌরবং আজমীঢ়ংশ্চ রাজন্ত্ব বংশমবর্ধয়ৎ।
তপসাবিদ্ধিঃ শ্রোক্তঃ বৃত্তান্তঃ তস্য পূর্বকম্।
পুরোহিতকৃতং মুখ্যং কুরুক্ষেত্রং চ পুণ্যভাক্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি তপত্যুপাখ্যান-সম্বন্ধে দ্বিসপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭২

রাজা পুরীতে পুনরায় প্রবেশ করিবার সময় সপ্তরাত্র (৭দিন) ধরিয়া করিলেন এমন পর্জন্য প্রভূত উৎপন্ন হইল ॥৪৬

অনন্তর সপ্তাহকাল উপরোক্ত সংবরণের দ্বারা প্লাবিত হইয়া সমস্ত রাজ্যের সহিত সেই নগরী সমুদ্রমধ্যে মগ্ন হইল ॥৪৭

অনন্তর পরাক্রমীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তপস্বীর সহিত রাজা সংবরণ বায়ু সমস্ত পাপী ব্যক্তির অন্তর্ধান করিলেন ॥৪৮

সূতবংশ বলিলেন,—হে কৃষ্ণীনন্দন! এইরূপে সূর্যকন্যা মহাভাগা তপতী আপনাদের পূর্বপুরুষের জন্ম দিয়াছিলেন, যেরূপ আপনাকে তাপত্য। বলিয়াছি ॥৪৯

রাজা সংবরণ সেই তপতীর গর্ভে কুরুকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। যে তাপত্যবংশে আপনি। এই জন্যই আপনারা তাপত্য ॥৫০

(হে ভারত! কুরু হইতে উৎপন্ন হওয়ায় আপনারা যেমন কৌরব, অজমীঢ় হইতে উৎপন্ন যেমনই আজমীঢ়, সেইরূপ তপতী হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহার বলিয়া আপনারা প্রসিদ্ধ। এই আপনাকে তপতীর তপস্যা কাহিনী বলিলাম। এই কাহিনী শুনিয়া আপনারাও উপযুক্ত পুরোহিতকে লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করুন।)

শ্রীমহাভারতীয় ব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে তপত্যুপাখ্যানসম্বন্ধি নামক দ্বিসপ্তাধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বসিষ্ঠদেবের অন্তর্ধানের, সৌদাসের তত্র গমনে পাণ্ডবেতর পর্বের (প্রস্তাবনার)।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স পুরোধাঃ পুরা তস্য কল্মাষস্য মহাত্মনঃ।
অর্থিত্বে পরমা তস্মাৎ পুণ্যস্ত্রী ইবাভবৎ ॥১

দ্বিসপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[বসিষ্ঠদেবের অন্তর্ধান এবং তাঁহাকে পুরোহিত-রূপের জন্য পরমেশ্বরের পাণ্ডবেতরকে প্রেরণারম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! পরমর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীর দ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় পুণ্যস্ত্রীর ন্যায় অনুমতি (লাভ) করিলেন ॥১

উবাচ চ মহাতেজা গন্ধর্বঃ কুরুনন্দনঃ।
লাজকৌমুদলোহস্তীব বর্ণিষ্ঠস্য তপোবলাৎ ॥৭

বর্ণিষ্ঠ ইতি তস্যেহ পূর্বোহয়ং ঋষিরিষ্যতে।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ভবান্ বক্তুং যদি ক্ষমং মে ॥৮

ন এষ গন্ধর্বপক্ষস্য পূর্বজঃ স পুরোহিতঃ।
আপীড়স্যাভবদ্রাজন্ ন এষ ভগবানৃষিঃ ॥৯

গন্ধর্ব উবাচ।
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বশিষ্ঠোঽরুন্ধতীপতিঃ
তপসা বিজিতো লোকস্তেনায়মৃষিসত্তমঃ ॥১০

কাম-ক্রোধানুতৌ যস্য ত্রয়ৌ সংবর্ধকাবুভৌ।
ইন্দ্রিয়াণাং বশকরো বশিষ্ঠ ইতি চ স্মৃতঃ ॥১১

যস্তু লোকেশ্বরং ক্রুদ্ধো ভূমিকামানুপাবধীঃ।
বিশ্বামিত্রাপরাধেন বাসমন্ত্যমবাপ্তবান্ ॥১২

পুত্রব্যসনসন্তপ্তঃ পরিত্যক্তুমনাঃ স্বয়ম্।
বিশ্বামিত্রবিনাশায় ন চক্রে কর্ম দারুণম্ ॥১৩

উক্তশ্চ পুনরত্যর্থং পক্ষঃ পুত্রান্ বধেন তে।
কৃতান্তে মতিরিত্যেবং বেলামিব মহার্ণবঃ ॥১৪

স প্রাপ্য বিধিতাস্ত্রাংস্তু মহাস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদাং।
ইক্ষ্বাকবে মহীপাল দেহিত্রে পৃথিবীমিমাম্ ॥১৫

পুরোধিষ্ঠিতবান্ প্রাপ্য বশিষ্ঠঃ কুরুসত্তম।
ইজিরে ক্রতুভিশ্চেমং ধুন্ধুমারং কুরুত্তম ॥১৬

ন হি তান্ যাজয়ামাস কশ্চিদন্যঃ পুরোহিতস্তদান্।
ঋষিঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ত্বদন্যঃ পৃথিবীপতেঃ ॥১৭

বশিষ্ঠের তপোবলের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজের কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গন্ধর্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

বশিষ্ঠ ঋষির 'বশিষ্ঠ'—এই নাম কেন তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে তাহা যথাযথ বলুন।৮

হে গন্ধর্বপতে! যিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের পুরোহিত ছিলেন, এই ভগবান্ ঋষি সে কি তাহা আমাকে বলুন।৯

গন্ধর্ব বলিলেন,—ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন এবং ইহার পত্নীর নাম ছিল অরুন্ধতী। ইনি তেজঃপ্রভাবে অনেক কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। কাম ও ক্রোধ—এই দুই রিপু ইহার চরণতলে বসিয়া এবং সর্বদা ইহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং সর্বদা ইহাকে বর্ধিত করিত এজন্য ইহার নাম ছিল বশিষ্ঠ।১০-১১

বিশ্বামিত্রের অপরাধে অত্যন্ত উত্তেজিত বশিষ্ঠদেব রাজা ক্রোধবশে বাক্য উচ্চারণ করেন, পরন্তু তিনি ভূমিজ ধানের মূলে উচ্ছেদ করেন নাই। (আমার মনে হয়, তিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন)।১২

পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া তিনি শক্তি দ্বারা অত্যন্ত বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করিবার জন্য কোন দারুণ কর্ম করেন নাই।১৩

তিনি ইচ্ছা করিলে যমালয় হইতে পুত্রগণকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন, কিন্তু সমুদ্র যেমন বেলাভূমে কখনও অতিক্রম করে না, তিনিও তেমনই ধর্মের অতিক্রম করেন নাই।১৪

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজগণ এই পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন।১৫

হে কুরুনন্দন! এই যজ্ঞে বশিষ্ঠকে পুরোহিতরূপে

---

* নিম্নলিখিত শ্লোকটী ৯ শ্লোকের পর কোন কোন মহাভারতে অধিক দেখা যায়—

তথা ভারত ক্রোধস্ত বিশ্বামিত্রবিনাশনঃ।
বিশ্বামিত্র, বিনা লোকাঃ সর্বাস্তস্য বিনা বিভো।

তস্মাৎ ধর্মপ্রধানাত্মা যোদ্ধব্যমিতি নিশ্চয়ঃ।
ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিৎ পুরোধাঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১৩

অধিরোহতিভদ্রেণ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছসি।
পুরঃ পুরোধিঃ কার্যঃ পার্থ রাজ্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥১৪

অতএব গুণবান্ কশ্চিৎ পুরোহিতঃ ত্রিবিদ্যেন্দ্রিয়ঃ।
বিদ্বান্ ক্ষমাবান্ যো হিংস্রো ধর্ম-কামার্থতত্ত্ববিৎ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ঐরাবতবংশবর্ণনে পুরোহিতকরণ-কথনে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৩

পাইয়াই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ॥১১

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণশক্তি যেরূপ ক্ষত্রিয়কে বল প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ক্ষেত্রে সুদাসবংশকে বল প্রদান করিয়াছিলেন ॥১২

সুতরাং আপনারা বলপ্রধান, বেদ ও ধর্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ এইরূপ একজন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে বরণ করুন ॥১৩

হে পার্থ! অতিবল যোদ্ধা অত্রি পৃথিবীকে জয় করিয়া রাজ্যবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে এরূপ পুরোহিতকে অবশ্যই বরণ করা কর্তব্য ॥১৪

পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছুক রাজা ব্রাহ্মণকে অগ্রে রাখিবেন। অতএব গুণবান্, ত্রিবেদজ্ঞ, বিদ্বান্ এবং ধর্ম ও অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ যোগ্য ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে রাজা অবশ্যই বরণ করিবেন ॥১৫

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত ঐরাবতবংশবর্ণনায় পুরোহিতকরণবর্ণনায় ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বশিষ্ঠদেবকাম্বুক-কথাপ্রসঙ্গেন বিশ্বামিত্রস্য পরাভবঃ।]

অর্জুন উবাচ।

কিল বিশ্বামিত্রভূতৈঃ বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠয়োঃ।
কথ্যতে রাজপুত্রৈশ্চ পিতৃভ্যো নঃ সমীপতঃ ॥১

গন্ধর্ব উবাচ।

ইদং বাশিষ্ঠমাখ্যানং পুরাণং পরিপঠ্যতে।
পার্থ সর্বেষু লোকেষু যথাবৎ তন্নিবোধ মে ॥২

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বশিষ্ঠদেবের কামধেনুর কথা বিশ্বামিত্রের পরাভব।]

অর্জুন বলিলেন,—পিতৃগণ আমাদের বংশ রক্ষিত হইবার জন্য বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কি কারণে শত্রুতা হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলুন ॥১

গন্ধর্ব বলিলেন,—হে পার্থ! সর্বলোকেই বশিষ্ঠদেবের এই উপাখ্যান অতি পুরাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি যাহা যথাযথভাবে কীর্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ॥২

কাঞ্চনমুখো মহানাসীৎ পার্থিবো ভরতর্ষভ।
গায়ন্তি দ্বিজসংঘা লোকে কৃশিকস্যাত্মসম্ভবম্ ॥৩
তস্য বর্ষায়ুতঃ পুত্রঃ সত্যবল-পরাক্রমঃ।
বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতো বভূব বিপুলযশাঃ ॥৪
স চচার মহাযজ্ঞান্ পুত্রায় ভরতে ধনম্।
ভূপান্ বিজিত্য বাহুভ্যাং ধর্ম্যেণ মনুজর্ষভ ॥৫
ন্যায়াবলম্বিতঃ সোঽথ চতুর্দিক্ষু পিপালিতঃ।
আজগাম মহাশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠস্য গৃহং প্রতি ॥৬
তস্যাশ্রমপদং দিব্যং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ পুরা নৃপ ॥৭
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈস্তং প্রতিগৃহ্য চ ভারত।
ঋষিণা পরিদত্তাগ্র্যং বন্যং হবিরথো নৃপঃ ॥৮

তস্যাথ কামধুক্ শ্রেষ্ঠা বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ঊহুঃ কামান্ প্রযত্নেন সা কামান্ দুহতে পয়ঃ ॥৯
গ্রাম্যারণ্যাংশ্চতুষ্পাদো দুহতে পয় এব চ।
বহুরূপধরা ধন্যা যজ্ঞার্থমমৃতোপমম্ ॥১০
ক্ষৌদ্রমৌদ্গানি পেয়ানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
লেহ্যান্নরসকল্পানি ভোজ্যানি চ তথার্হণে ॥১১
ফলানি চ সুমেধ্যানি বাসাংসি বিবিধানি চ।
তৈস্তা কামৈঃ সমস্তৈস্তু পূজিতশ্চ মহীপতি ॥১২
সামাত্যঃ সবলশ্চৈব সুখেন ন সুখং যযৌ।
ষড়্রাত্রং তত্রাধ্যোষ্য পূর্ণে সপ্তমেঽহনি ॥১৩
বন্যমূলফলাহারঃ শীলেনেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
সুবাসনিঃ সমুদ্ভূতাং চাক্ষুষস্য ঃ মনোহরাম্ ॥১৪

ভরতর্ষভ = ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ। কাঞ্চনমুখ হলেন কুশিকের পুত্র গাধি নামে এক বিখ্যাত নরপতি ছিলেন ॥৩

সেই গাধির বলশালী পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র ছিল। তিনি সত্যপরায়ণ এবং ভোগ ও রাজ্যে সম্পন্ন ছিলেন ॥৪

সেই রাজা বিশ্বামিত্র একসময়ে অমাত্যগণের সহিত মৃগয়ায় বাহির হইয়া বন, বরাহ প্রভৃতি বন্যজন্তুসেবিত বহুবৃক্ষসমন্বিত উপবনে বিহার করিতে করিতে অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহামি বশিষ্ঠও রাজা বিশ্বামিত্রকে অতিথিরূপে আপ্যায়ন করিলেন ॥৫-৭

তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় এবং বন্যফলমূলাদি দ্বারা বনজাত হবিঃ দিয়া তাঁহার সৎকার করিলেন ॥৮

মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের একটী কামধেনু ছিল; তাহার নিকট "তুমি অমুক অভিলাষ পূর্ণ কর" এইরূপ বলামাত্রই সে তাহা পূর্ণ করিত ॥৯

সেই কামধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য চতুষ্পদ (গরু, বাঘ, বরাহ প্রভৃতি) হইতে দুগ্ধ প্রদান করে, অমৃততুল্য উত্তম রসায়ন ভোজনীয়, পেয়, ভক্ষ্য, লেহ্য ও ভোজ্য প্রভৃতি আহার্য পদার্থ, এবং ফি অমৃততুল্য ফল ও রসযুক্ত ঐ কামধেনু প্রদান করিত। হে ভরতর্ষভ! কামধেনুর প্রদত্ত সেই সকল বস্তুর দ্বারা সৈন্য ও অমাত্যগণের সহিত বিশ্বামিত্র পূজিত হইয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

মহর্ষি সেই কামধেনুর মস্তক, গ্রীবাদেশ, জঙ্ঘা, পদতল, পুচ্ছ ও স্তন—এই ছয় অঙ্গ দীর্ঘ ও বিস্তৃত ছিল। তাহার পার্শ্বদেশ ও উরু সুন্দর ছিল। তাহার ললাট, দুই নেত্র ও দুই কান—এই পাঁচ অঙ্গ পুষ্ট ছিল। উহার চক্ষু মনুষ্যের ন্যায়,

---

ঃ কোন কোন অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী ও শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—

ধান্যমাষতিলৈর্যচ্চ ক্রীতং পর্যুষিতং ন যৎ।
বিশ্বামিত্রায় তৎসর্বং বশিষ্ঠস্তপোধনঃ।
তৃপ্তাশ্চ সুরসংঘাশ্চ পিতরো মানবাশ্চ যে।
তেন তস্মিন্ নিবসতা বৈশ্বদেবাঃ সমাহৃতাঃ।

পুষ্টোরুস্থিরোত্তীবাঃ বিশ্বিতঃ সোঽশ্বিনৌভবম্।
অভিবন্দ্য চ তাং রাজা অশ্বিনৌ সমিবেশয়ৎ ॥১৪
অন্তরীক্ষ ইবাক্ষুব্ধঃ পুষ্টো ন রাজা তত্রাপি তদা।
অর্চয়েব তদা রাজন্ মম ভাবেন বা পুনঃ ॥১৫
অশ্বিনৌ সম্প্রহৃষ্যেব পুত্রকৃত্যে বরাননে।
বশিষ্ঠ উবাচ।
যেনবাহির্বপুস্তিষ্ঠেৎ রাজ্যার্থে পরমেষ্ঠী ॥১৭
অহং বা অশ্বিনোর্বৈ মন্ত্রোঽপি তবানঘে।
বিশ্বামিত্র উবাচ।
অত্রিরোধঃ তদাম্ বিপ্রতপঃ-স্বাধ্যায়লাঘবম্ ॥১৮
ব্রাহ্মণস্য সুতো যৌঃ প্রশান্তস্য দৃঢ়ব্রতঃ।
অর্চয়েব তদা বহ্নিঃ ন চ তদ্বিদ্যতে ॥১৯

অথর্ব ন এবাত্মানি বেদানি চ তদেন বাম্।
(অত্রিরোধস্মি ন ক্ষিপ্রোঽহং বাহুবীর্য্যোদ্যমি বর্ষভঃ।
তস্মাদ্ ভুজবলেনেমাং হরিষ্যামীহ পশ্যতঃ ॥)
বশিষ্ঠ উবাচ।
বলবন্তমপি ত্বাহং চ বাহুবীর্য্যে অত্রিয়া ॥২০
অবেক্ষস্ব তদা ক্ষিপ্রং কুরু যা তে ক্ষমিষ্যতি।
অথর্ব উবাচ।
এবমুক্তস্তদা পার্থ বিশ্বামিত্রো বলাধিব ॥২১
হংসস্তুপ্রতীকাশাং অশ্বিনৌ তাং তদার বাম্।
ক্ষমাগুণপ্রপূর্ণিতাং কালাগ্নাগ্নিসমত্বিষম্ ॥২২
হস্তাবলম্বা কল্যাণী বশিষ্ঠস্যাথ অশ্বিনী।
আসয়াত্রিমুখী পার্থ তস্থৌ তত্ত্বমুখী ॥২৩

আকৃতি সুন্দর, স্তন স্থূল, অধিকাঙ্গুলের ন্যায়, পৃষ্ঠ সুন্দর, কর্ণ অল্প গাত্র ও মুখ মনোহর ছিল ১০-১৪

উহার বক্ষঃ ও শ্রোণী অত্যন্তই পুষ্ট ও আয়ত ছিল। এইরূপ দেবকন্যাসদৃশী অশ্বিনীমাতা রাজমহিষীকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইলেন এবং উহাকে অভিনন্দিত করিলেন।১৪

অনন্তর সন্তুষ্ট হইয়া রাজা মহর্ষিকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আপনি অর্থতঃ (স্বকোটি) যাহা অথবা আমার যাজ্ঞায় বিনিময়ে আপনার অশ্বিনীকে প্রদান করুন এবং আমার যাজ্ঞা ভোগ করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বিস্পাপ রাজন্। দেবতা, অতিথি, পিতৃপুরুষ ও যজ্ঞের জন্য এই পরমিনী (দুগ্ধবতী) অশ্বিনী আমি আপনাকে যাজ্ঞার বিনিময়েও দিতে পারিব না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আমি ক্ষত্রিয় এবং আপনি ব্রাহ্মণ। আপনার বাহুবল বা বাহুবীর্য্য ও তপস্যা। প্রশান্ত ও দৃঢ়ব্রতসম্পন্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহা তোমারও। আপনি যখন অক্ষম (স্বকোটি) যাজ্ঞায় বিনিময়েও আমাকে আমার উচিত এই ধেনু প্রদান করিলেন না, তখন আমি অথর্ব পরিত্যাগ করিব না, বলপূর্বকই এই অশ্বিনীকে লইয়া যাইব।

(আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহি। আমার বাহুবীর্য্য প্রয়োগের অধিকার বর্তমানে আছে, সুতরাং আমি বলপূর্বকই ইহাকে আপনার সমক্ষেই হরণ করিব।)

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আপনি ক্ষত্রিয় এবং বাহুবলসম্পন্ন রাজা, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা নিজেই করুন, তোমা বিষয়ে করিবার প্রয়োজন নাই।

অথর্ব বলিলেন,—হে পার্থ। এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র হংস ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণা অশ্বিনীকে হাতে ধরিয়া প্রথমে পূর্বদিক আকর্ষণ করিয়া লইতে উদ্যত হইলেন।১৬-২২

রাজা হাত ধরিয়া টানিতে থাকিলে বশিষ্ঠের কল্যাণময়ী অশ্বিনী বশিষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া উহার দিকে

ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্।
ক্ষমা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা যজ্ঞো ধর্ম্মস্য যোনিষু ॥২৯

বশিষ্ঠ উবাচ। (১)

কিং নু তস্যাকৃতিজ্ঞস্য তপসঃ ক্ষয়কারিণঃ।
অস্মাকমিহ ক্ষমা ব্রহ্মন্ নেতুরেণ ক্ষমা ন বৈ বলায় ॥৩০

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন ত্বাং ত্যজামি কল্যাণি যাবন্নাস্য শরীরতঃ।
দুষ্টেয়ং লক্ষ্যতে যাবদ্যাবন্নাস্য বিকৃতং মুখম্ ॥৩১

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

যাবদ্রাক্ষিতে তস্মিন্ বশিষ্ঠস্য সাধ্বী।
ঊর্দ্ধাকিতপ্রযোগাত্মা প্রবক্ষ্যে যৌক্তপর্ণিকা ॥৩২

ক্রোধহর্ষেক্ষণা নাম যৌক্তপর্ণিকবন্ধনা।
বিশ্বামিত্রস্য তৎ বৈরং যাবন্নাহরতে মনঃ ॥৩৩

মুখ করিয়া রহিল। পুনঃ পুনঃ তাকিয়া হইয়াও সে আমার ত্যাগ করিল না।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার পুনঃ পুনঃ বিশ্বামিত্র বল প্রতিষেধ এবং বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে বারণ দেখিতেছি। কিন্তু আমি কি করিব; আমি যে ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ ॥৩০-২৮

গন্ধর্ব্ব বলিলেন,—হে ভগবন্! বশিষ্ঠী বিশ্বামিত্রের ও তপোবলপ্রভাবের ভয়ে ভীতা হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আসিল ॥২৯

শার্ঙ্গী বলিল,—হে ভগবন্! বিশ্বামিত্রের বিপুল তৈজস আমাকে অনাথের ন্যায় তপোবল প্রভৃতির দ্বারা প্রহার করিতেছে দেখিয়াও আপনি কেন উপেক্ষা করিতেছেন ?২৭

গন্ধর্ব্ব বলিলেন,—বশিষ্ঠী এইরূপে বলিয়া রহিয়া রহিয়া রোদন করিতে থাকিলেও মহামুনি ক্রোধে অধিকতর থাকিয়া কুণ্ঠিত ও ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না ॥২৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যই বল এবং ব্রাহ্মণের ক্ষমাই বল। ক্ষমা দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সুতরাং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে বিশ্বামিত্রের নিকট যাইতে পার ॥২৯

বশিষ্ঠী বলিল,—হে ভগবন্! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? নতুবা আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? হে ব্রহ্মন্! আপনি যদি আমাকে ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার শক্তি তাহারও নাই ॥৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—কল্যাণি! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি না; তোমার যদি সামর্থ্য থাকে, অবশ্যই তুমি এখানে থাকিতে পার। মস্ত ঋষির দ্বারা তোমার বাহুকে বাঁধিয়া উহারা বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে ॥৩১

গন্ধর্ব্ব বলিলেন,—'তুমি এখানেই থাক' বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া পরমাধ্বী সেই বশিষ্ঠী

পাঠান্তর :—(১) ঔর্ব্বোবাচ।

ফলাগ্রওক্তিরা কাশ্চিন্নাসা হস্তকৃতঃ।
ক্রোধকৃতেক্ষণা ক্রোধঃ ক্ষুর এব সমাদধে ॥৩৩
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে ক্রোধোদ্যতপুরস্কৃতঃ।
আসারবর্ষং মুঞ্চন্তী দহন্তী সর্বতোদিশঃ ॥৩৪
অবকীর্ণং সহস্রেণ পুঙ্খানাং প্রজ্বলদ্ভিরিবাহবাৎ।
যোধয়িত্বাত্ত যবনান্ শকরঃ শবরান্ বহূন্ ॥৩৫
মুহূর্তেনৈব তৎসৈন্যং কাশ্চিদ্ভিন্নশিরোরুহম্।
পৌণ্ড্রান্ কিরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বর্বরান্ খসান্ ॥৩৬
মিলকান্ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হূণান্ সকেরলান্।
দদর্শ কেচিন্ন পৌরাস্তত্র বহ্বিধমিশ্রকান্ ॥৩৭
বৈবিধ্যাদ্ভীষণৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
নানাবেশপ্রহরণৈর্নানাদেশসমুদ্ভবৈঃ ॥৩৮

অনাকীর্ণং সংবৈর্বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
একৈকস্য তদা রোষঃ পক্ষিঃ সপ্তক্ষিতিং গতঃ ॥৩৯
অনুমর্দন্ বলং তস্য যবনানাং বলং তদা।
প্রহস্য সর্বতন্ত্রজ্ঞো বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ ॥৪১
ন চ প্রাপেদিরে কেচিৎ তত্রাস্য সৈনিকাঃ।
বিশ্বামিত্রস্য শস্ত্রৌঘৈর্বার্দিতৈর্ভগ্নবাহবঃ ॥৪২
তা পৌণ্ড্রকং সকাঃ সৈন্যাঃ কাম্বোজান্ যবনাংস্তথা।
বিশ্বামিত্রস্য তং সৈন্যং কাশ্যামাসুঃ দিশোদশম্ ॥৪৩
ক্রোশমাত্রং তদোদ্বিগ্নং ত্রাসাদ্ বাণাভিঘাতজম্।
বিশ্বামিত্রমুখো দৃষ্ট্বা ক্রোধাবিষ্টঃ স রোষণঃ।
ধনুর্বরবরাদ্দিব্যাদ্ ঘোরাদ্ ঘোরপরাক্রমঃ।
ঘোরমস্ত্রবলং ক্ষিপ্তং ঘোরেণৈব মহাত্মনা ॥৪৫
বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তাস্ত্রৈঃ সৈন্যেরেব মহাবলৈঃ ॥

মস্তক ও গ্রীবা উদ্দেশে তীক্ষ্ণধার ভল্লাস্ত্র আঘাত করিল ॥৩১

তাহাতে সে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত হাতা হাতা হাত করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যের দিকে ধাবিত হইল ॥৩২

সৈন্যগণ পুনরায় তাহাকে আসিতে করিতে থাকিলে সে তখন ক্রোধে অধিক আত্মহারা হইল। মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ক্রোধে দীপ্ত হইয়া সে দারুণ হইতে আরও ভয়ানক হইতে লাগিল। তাহাতে আসার বৃষ্টি হইতে লাগিল, প্রলয় হইতে অগ্নি ও শস্ত্রসমূহ এবং যোদ্ধিগণ হইতে যবন ও শবর হইতে সকল সৈন্য সৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৩৩-৩৬

তাহার মুখ হইতে অসংখ্য যবন, পার্শ্বদেশ হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহলদেশীয়, বর্বর ও খসজাতীয় এবং কেশ হইতে মিলক, পুলিন্দ, চীন, হূণ ও কেরলদেশীয় বহু প্রকার ম্লেচ্ছ সৈন্য সৃষ্টি হইল ॥৩৭-৩৮

মালাপ্রকার বহু শস্ত্রধারী, নানা অস্ত্রধারী, নানা ম্লেচ্ছ জাতির দ্বারা সৃষ্টি সেই মহাসৈন্য-বাহিনী বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে ঘিরিয়া ফেলিল। বিশ্বামিত্রের ক্রোধের সম্মুখে তাহারা এক একজন সৈন্য পাঁচ পাঁচ যা করিয়া সাত সাত ম্লেচ্ছ সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হইল ॥৩৯ ৪০

প্রভূত অস্ত্রবর্ষণে আহত হইয়া সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের সম্মুখেই ভীত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল ॥৪১

হে রঘুনন্দন! ক্রুদ্ধ হইলেও বশিষ্ঠের সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের কোন সৈন্যের প্রাণ বধ করে নাই ॥৪২

এইরূপে বশিষ্ঠী বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যকে প্রহার করিতে করিতে ভিন্ন ক্রোধের (যার ক্রোধ) পর্যন্ত দূরে তাড়াইয়া লইয়া গেল ॥৪৩

চীৎকারকারী অত্যধিক সেই সৈন্যগণের কোন রক্ষক তখন দেখা গেল না।

বশিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ঘোরমাশ্রমনাশনম্।
বিশ্বামিত্রোঽপি তেজস্বী ভূয়ঃ সঞ্জনয়িষ্যতি ॥
বিশ্বামিত্রধনুর্যত্তু পুরা দিব্যং নরাধিপ।
আজহার হরস্তেজস্তদ্ধনুঃ প্রবরং তদা ॥
যজ্ঞে গাধিসুতস্যেন্দ্রঃ প্রাদাদ্ বাহুবলং চ যৎ।
বিনষ্টে আশ্রমে যস্মিংস্তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষিসত্তমে ॥
অস্ত্রাণি সর্বতো রাজন্ বিশ্বমুদ্বিজতে ভৃশম্।
ভূতান্যপি মহারাজ সমবেতানি সর্বশঃ ॥
বশিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ব্রহ্মশক্তিপ্রভূতবান্।
দৃষ্ট্বা বিনাশমায়ান্তং সর্বাস্ত্রাণি স যক্ষ্যতি ॥
তদ্ধনুঃ তদ্ধনুষ্মন্তং পশ্যন্তি স মহীতলে।
অপাস্য দিব্যাস্ত্রাণি বশিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

নিগৃহীতোঽপি ময়াযং ভূয়ান্নস্য পার্থিবঃ।
যদি জেষ্যতি নঃ সৌম্য তন্ন শর্ম ভবেদিহ ॥

গন্ধর্ব উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্তদা শ্রুত্বা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ন্যবর্তত মহাতেজা বিনাশভয়মোহিতঃ ॥
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মবলং ঘোরং ব্রহ্মতেজোঽগ্নিজং তদা ৪৩৩
বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রভাবাদ্বিনিবৃত্তো মহাদ্যুতিঃ।
ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্ ৪৩৫
এবমুক্ত্বা বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্।
স রাজ্যং স্ফীতমুৎসৃজ্য যযৌ দক্ষিণমুত্তরম্ ৪৩৬
তোষয়ংস্তু গুরুং তস্য তপসৈব মহাত্মনঃ।
স যত্র তপসা সিদ্ধিং লোকান্ বিষ্টভ্য তেজসা ৪৩৭
তত্তপঃ পরমং প্রাপ্তো ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্।
অপিনদ্ধ ততঃ সোমমিক্ষ্বাকুং স হ কৌশিকঃ ৪৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে পরমাদ্ভুতে শ্রুতিরামায়ণে বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ বিশ্বামিত্রপরাভবে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১৭৪

(তারা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধাগ্নিচিত্তে বশিষ্ঠকে লক্ষ করিয়া আকাশ ও পৃথিবীতে ভয়ানক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘোরাকার আগ্নেয়, বায়ু, সূর্য, ব্রহ্ম প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্রই বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা বিনাশ করিলেন। বশিষ্ঠের মহৎ ব্রহ্মতেজ দেখিয়া বিশ্বামিত্র আরও ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির প্রতি দিব্যাস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অগ্নির প্রতি পতঙ্গসমূহের ন্যায় বিশ্বামিত্রের দিব্যাস্ত্রসমূহ বশিষ্ঠের দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু বশিষ্ঠ ব্রহ্মশক্তিসম্ভবা সেই ঘোরা অগ্নির দ্বারা বিশ্বামিত্রের সমস্ত দৈবাস্ত্র ভস্মসাৎ করিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ! হে কুশিকবংশীয় গাধিনন্দন! তুমি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছ; যদি তোমার আরও কিছু শৌর্য থাকে, তবে তাহাও দেখাইতে পার। গন্ধর্ব বলিলেন—তৈজস্বী ও মহাবীর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এবম্প্রকার বাক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না।) এইরূপ ব্রহ্মতেজের প্রভূত বশিষ্ঠের তাদৃশ মহদ্বাক্যে তখন দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রভাব হইতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—"ধিক্ বলকে ক্ষত্রিয়ের বল ৪৩১-৩৪

এইরূপ বলাবল বিচার করিয়া তিনি তপোবলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। তখন তিনি মহত্ত রাজ্য এবং প্রভূত ঐশ্বর্য এবং ভোগকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যারই মনোনিবেশ করিলেন। অবশেষে তিনি তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজ তেজে লোক সকল প্রভৃত করে তপস্যাই করিতে থাকিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৌশিক ইক্ষ্বাকুর সহিত একত্র বসিয়া সোমপান করিয়াছিলেন ৪৩৫-৩৮

শ্রীমন্মহাভারতের পরমাদ্ভুতা শ্রুতিরূপা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বৈয়াসিকী সংহিতায় বিশ্বামিত্রপরাভবনামক চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূত্রঃ পরশ্চ কল্মাষপাদস্য রাক্ষসপরীতত্বাৎ, বিশ্বামিত্রস্য প্রেষণয়া রাক্ষসেন বশিষ্ঠপুত্রাণাং ভক্ষণং, বশিষ্ঠস্য শোকশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

কল্মাষপাদ ইত্যাসীৎ লোকে রাজা মহাবল:।
ইক্ষ্বাকুকুলজঃ পার্থ বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥১

স কদাচিন্মহাং বন্যাং মৃগয়াং নির্যযৌ পুরাৎ।
মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ চচার বিপুলাং ধরাং॥২

তস্মিন্ কালে মহাবীর্যে রক্ষোঽন্তঃ মহাবলে।
ধৃতা চ মুক্তিতা রাজ্ঞো রাজা নিষ্ক্রান্ত ওজসা॥৩

অকাময়ত তং রাজানং বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
স তু রাজা মহাত্মানং বশিষ্ঠমভিতস্তদা॥৪

দূরাচ্চ দূরতরং এবাসন্নতরঃ স্থিতঃ।
অপক্রম্যাভিতঃ সর্বো দূরং দূরতরং যযৌ॥৫

শক্তিং নাম মহাভাগং বশিষ্ঠকুলবর্ধনম্।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং পুত্রশতাদ্ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ॥৬

অপাক্রম্য পথোঽরাজন্নিত্যুবাচ পার্থিবোঽব্রবীৎ।
তথা ত্বমিতি তং সাধ্বমন্যত দ্বিজসত্তমঃ॥৭

তয়ং পন্থা মহাবাহো বর্ত এষ সনাতনঃ।
রাজা সর্বেষু বর্ণেষু নেতুঃ পন্থা বিধীয়তে॥৮

এবং পরস্পরং তৌ তু পথোঽর্থং রাজসত্তমৌ।
অপনর্তুমনাপেতৌ বাতবন্তাবুদীরিতৌ॥৯

অথাব্রবীন্মহাতেজা রাজন্তমৃষিসত্তমঃ।
নাস্তি রাজা তুল্যবর্ণাৎ ক্রোধাদ্যস্য প্রণশ্যতি॥১০

অতঃ ক্ষত্রস্য পন্থানং ন ত্যজামি নৃপোত্তম।
ব্রহ্মস্বং তপসা ঘোরং ইতি বিদ্ধি নরাধিপ॥১১

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শক্তি নামে বশিষ্ঠপুত্রের রাক্ষসপরীত হইয়া, বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় রাক্ষস কর্তৃক বশিষ্ঠের পুত্রগণের ভক্ষণ এবং বশিষ্ঠের শোক।]

পরাশর বলিলেন,—হে পার্থ! ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্মাষপাদ নামে পৃথিবীতে এক রাজা ছিলেন।১

সেই রাজা কোন সময়ে মৃগয়ার জন্য পুরী হইতে বাহির হইলেন এবং বৃকসমূহকে বিদ্ধ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।২

সেই অতি ঘোর মহা মহা রাক্ষস রাজাকে বল পূর্বক ধরিল; তাহাতে তিনি পরিত্রাণ হইয়া বিচরিতেন।৩

প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র রাজাকে নিজের বশবর্তী করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই মৃগয়ার পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষার্ত হইয়া বশিষ্ঠের বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তির নিকটে গেলে একটা কূপ রাজার দূরে দূরে এবং নিকটে নিকটে উপস্থিত হইলেন, যেখানে একজন রাজা বা রাজপুত্র অথবা অন্য কেহ যাইতে পারে না। বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে শক্তি কুলবর্ধন জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া আমাকে রাজা দাও"। তখন ঋষি অনুচরকে যাহাতে সান্ত্বনাপূর্বক কহিলেন—"হে রাজন্! এ পথ এবং আমার অধিকারে। ইহাই সনাতন ধর্ম যে, রাজা রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিবে।৪-৮

তখন উহাকে কেহ কাহারও কথার উত্তর না দিয়া একে অপরকে 'পথ ছাড়' 'পথ ছাড়' বলিতে লাগিলেন।৯

ধর্মপথে অবস্থান করায় ঋষি পথ ছাড়িলেন না। রাজাও অভিমান ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পথ ছাড়িলেন না। অবশেষে রাজা ঋষিকে পথ ছাড়িতে না দেখিয়া ক্রোধবশতঃ ঘোরে আক্রান্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় মুনিকে তিরস্কার করিলেন।১০-১১

কথাপ্রসঙ্গমিত্যুক্তঃ স মুনিসত্তমঃ।
তং শশাপ নৃপশ্রেষ্ঠঃ বশিষ্ঠঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১২
রাক্ষসীমিব কল্যাণীং বাচং যাং ত্বমভাষথাঃ।
তস্মাৎ ত্বমপ্রতিষ্ঠো দুর্মতে লোকে ভবিষ্যসি ॥১৩
সহস্রপরিমিতে সমতীতে মহীতলম্।
তদা তাবেব দুষ্টাত্মন্ শক্তিনা বীর্যবত্তিনা ॥১৪
তথেতি বাক্যনিমিত্তে তু বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠয়োঃ।
বৈরমাসীৎ তদা তং তু বিশ্বামিত্রোঽন্বপদ্যত ॥১৫
তস্মাদ্বিবাদজোরেষঃ সমীক্ষ্যমুনিসত্তমে।
অভিপ্রপন্নঃ পার্থ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৬
ততঃ স মুদিতো পশ্চাৎ ঋষিঃ মুনিসত্তমঃ।
অথোঃ পুত্রং বশিষ্ঠস্য বশিষ্ঠমিব তেজসা ॥১৭

অন্তর্বাসি তদাত্মানং বিশ্বামিত্রোঽপি জ্ঞাতবান্।
তাবুভৌ বধমিচ্ছন্তৌ চিকীর্ষন্তৌ প্রিয়ম্ ॥১৮
ন তু শক্যতমা তেন শক্তিনা বৈ মুনোত্তমঃ।
জন্যাৎ পরং শক্তিং প্রসাদয়িতুমুদ্যতম্ ॥১৯
তত্র জ্ঞাত্বা বিধিং স মৃদমন্তঃ মুনিসত্তম।
বিশ্বামিত্রতয়ো ব্রহ্ম আবিশেদ মৃগং প্রতি ॥২০
শাপাৎ তস্য তু বিপ্রর্ষেবিশ্বামিত্রস্য ভারত।
রাক্ষসঃ কিঙ্করো নাম বিবেশ নৃপসত্তম তদা ॥২১
তমসা তং গৃহীতং তু বিদিত্বা মুনিসত্তমঃ।
বিশ্বামিত্রোঽপাপাক্রামৎ ততস্তু বেশান্তরিতম ॥২২
ততঃ স মুদিতস্তেন রক্ষসাঽমিততেজসা তৈ।
ঘৃণয়ৎ বিচিত্রাঃ শাপ মানুষ্যা ভরতর্ষভ ॥২৩

মহামুনি সেই বশিষ্ঠপুত্র একথা আপনি যাইয়া ক্রোধে রাজাকে শাপ দিলেন—"হে নৃপাধম! তুমি যখন রাক্ষসের ন্যায় ভীষণকে কথাবার্তা করিলে, তখন তুমি অদ্য হইতে রাক্ষস হইবে। তুমি আজ হইতে মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। যাও, তোমাকে ধিক্কার দিলাম। অপোরীক্ষণশক্তি, এই বলিয়া শাপ দিলেন।১২-১৪

অনন্তর অযোধ্যার লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। বিশ্বামিত্র তখন কথাপ্রসঙ্গের বিষয়ই ভেদন।১৫

হে পার্থ! যে সময় শক্তি ও রাজা উভয়ে বিবাদ করিতেছিলেন, সেই সময় উভয়কর্মী প্রতাপী বিশ্বামিত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন।১৬

অনন্তর নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাজা কল্মাষপাদ পরে বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই বশিষ্ঠপুত্র তেজস্বী বশিষ্ঠেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি শক্তি।১৭

হে ভারত! তখন বিশ্বামিত্রও নিজের প্রিয় আচার্যের সাক্ষাৎ শাপ দিয়াছেন জানিয়া উভয়ে অভিক্রম করিয়া নিকটস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

শক্তি শাপ দিবার পর নৃপশ্রেষ্ঠ কল্মাষপাদের বিবেক ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি শক্তিকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।১৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! রাজা শরণাপন্ন হওয়াতে তাঁহার অন্যায়ভাবে আবির্ভূত দেখিয়া 'ইনি শাপ মুক্ত হইতে পারেন' এই আশয়ে বিশ্বামিত্র এক রাক্ষসকে তাঁহার ভিতর প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন।২০

মহর্ষি শক্তির শাপ ও বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা—উভয়ের সাহায্যে কিঙ্কর নামে এক রাক্ষস রাজার মধ্যে প্রবেশ করিল।২১

হে অরিন্দম! মুনিবর বিশ্বামিত্র রাজাকে রাক্ষসগ্রস্ত হইতে দেখিয়া সে স্থান হইতে অন্তর্ধান হইলেন।২২

তস্মাৎ দ্বিজঃ কশ্চিদ্ রাজানং প্রতিচক্ষ ঈশ্বম্।
অথাচত সুবাসঃ সমাংসং ভোজনং তথা ॥২৪

তমুবাচাথ রাজর্ষিদ্বিজং বিগতসম্বলম্।
অস্মিন্ ব্রহ্মংস্ত্বয়েহৈব মুহূর্তং প্রতিপালয়ম্ ॥২৫

নিহতং প্রতিলক্ষ্যামি ভোজনং তে যথেপ্সিতম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজা ত্বরন্ চ দ্বিজসত্তম ॥২৬

ততো রাজা পরিক্রম্য যথাকামং যথাবিধম্।
নিষ্ক্রান্তোঽন্তঃপুরং পার্থ প্রবিবেশ যথাবয়াঃ ॥২৭

তত্রোর্ধ্বমায় উদ্যম্য সূদমাহাত্য সত্বরম্।
উবাচ রাজা সংস্কৃত্য ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতম্ ॥২৮

গচ্ছানুমিষ্ব যত্রাসৌ ব্রাহ্মণো মাং প্রতীক্ষতে।
অন্নার্থী ত্বং যথাকামং সমাংসোপপাদয় ॥২৯

পার্থ! তারপর রাজা নিজ অনুকরণকারিত্ব ব্রাহ্মণের দ্বারা অন্যান্য পাচিত দ্রব্যের তাঁহার সকল বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিল ॥২৩

একদিন এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ রাজাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া রাজার নিকট সমাংস ভোজন প্রার্থনা করিলেন ॥২৪

রাজর্ষি নিমি (বসুবিপাপ) সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আপনি এখানে মুহূর্ত এবং এক মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন ॥২৫

"আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব" এই কথা বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন এবং সেই ব্রাহ্মণও সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৬

হে পার্থ! অনন্তর মহামনা রাজা নিমি যথাসময়ে ব্রাহ্মণের সহিত পুনিয়া ফিরিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥২৭

তথায় ঊর্ধ্বে আয় উদ্যম করিয়া সূদদ্বারা সত্বর সংস্কার করিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত অন্ন নিবেদন করিলেন ॥২৮

"যেখানে ব্রাহ্মণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন সেখানে গমন করুন; তুমি অন্নার্থী সেই ব্রাহ্মণকে আনিয়া সমাংস ভোজন দিয়া তৃপ্ত কর ॥২৯-২৯

গন্ধর্ব উবাচ।

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সূদঃ সোঽন্নমাহারিষং ক্ষিতিম্।
নিবেদয়ামাস তদা তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যপাষিতম্ ॥৩০

রাজা তু তৎসমাদিষ্টঃ সূদমাহ সত্বরম্।
অন্নপানং নরব্যাঘ্রেণ ভোজয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥৩১

তথেত্যুক্ত্বা ততঃ সূদঃ সংস্কারং যথাবিধিম্।
পরাজহার ঘৃষিতো নরমাংসমপণ্ডিতঃ ॥৩২

এতৎ সংস্কৃত্য বিধিবদ্রোপহিরণাত্ত বৈ।
তস্মৈ প্রাদাদ্ ব্রাহ্মণায় ঘৃণিতায় তপস্বিনে ॥৩৩

ন নিরূপয়তা দৃষ্টা তদ্ধঃ দ্বিজসত্তম।
অভোজ্যমিতি বিপ্রায় ভোজনার্থায় সুব্রতঃ ॥৩৪

অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন এবং সত্বর পাচক ডাকাইয়া বলিলেন,—তুমি সেই বনে যাও; সেখানে অনুক প্রদেশে এক ব্রাহ্মণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তুমি অন্নার্থী সেই ব্রাহ্মণকে আনিয়া সমাংস ভোজন দিয়া তৃপ্ত কর ॥২৮-২৯

গন্ধর্ব বলিলেন,—রাজার কথা শুনিয়া পাচক কোন মাংস না পাইয়া সেই রাজাকে মানুষদিগের বলিল, "মহারাজ! কোন মাংস তো পাকশালায় নাই।" রাজসাধিষ্ঠ রাজা বিনা বিচারে পাচককে পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—"তুমি নর মাংসের দ্বারাই ইহাকে ভোজন করাও" ॥৩০-৩১

'তাহাই হউক' বলিয়া পাচক নির্দয়ে অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিল এবং তাহাই যথাবিধি পাক করিয়া অন্নের সহিত সেই ক্ষুধার্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল ॥৩২

সেই ব্রাহ্মণকে বিনা চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যস্মাদলোভাদস্মাকং ত্বে হৃতবতি ন নৃপাধমে।
তস্মাৎ তবৈষ দুষ্কৃত কবিষ্যত্যত্র লোলুপা ॥৩৭

সকলে বাসুদেবাদ্যে যথোক্তঃ শক্তিপা তদা।
উবেতনৌরো দুরাধর্ষঃ চরিষ্যতি মহীমিমাম্ ॥৩৮

বিশ্বামিত্রাহতে রাজন্ ন শাপো বলবানভূৎ।
অপোহ্যশাপমাত্মৈতৎ বিশংস্তাতমমুং পুনঃ ॥৩৯

ততঃ স নৃপতিশ্রেষ্ঠো বচনাদ্ব্রহ্মতেজসঃ।
উবাচ শক্তিং তং দৃষ্ট্বা সন্নিধাবিব ভাস্করম্ ॥৪০

যস্মাদস্মদ্ধিতে যুক্তো বিশ্বামিত্রেণ হেতুনা।
তস্মাৎ ত্বয়া প্রযুক্তোঽহং যদি যত্র।
তস্মাৎ ত্বয়া প্রযুক্তোঽহং যদি যত্র।
তস্মাৎ ত্বয়া প্রযুক্তোঽহং যদি যত্র।
তস্মাৎ ত্বয়া প্রযুক্তোঽহং যদি যত্র।

এবমুক্ত্বা ততঃ সর্বান্ প্রাণৈর্বিপ্রযুজ্য চ।
শক্তিং তমক্ষয়ায়াস যাতঃ পঞ্চত্বমেব চ ॥৪৩
শক্তিপা তু তং দৃষ্ট্বা বিশামিত্রঃ পুনঃ পুনঃ।
বশিষ্ঠস্যৈব পুত্রেষু তদ্ বৈরং সমচোদয়ৎ ॥৪৪
স তানুক্ত্বাবরান্ পুত্রান্ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তস্মায়াস মহাক্রুদ্ধঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৪৫
বশিষ্ঠঃ প্রাপ্তিমাজ্ঞায় বিশামিত্রেণ তান্ সুতান্।
বায়ুয়ায়াস তং শোকঃ মহাদ্রিমিব মেদিনীম্ ॥৪৬
স চক্রে চাশ্রমবিনাশায় বুদ্ধিং ন সুবিস্তরম্।
ন স্বেষু কৌশিকোদ্দেশে স্নেহেন মহতাঽন্বিতঃ ॥৪৭
স মেরুকূটমাসাদ্য ঘুযোচ তনুমাত্মনঃ।
শিরস্তস্য শিলায়াং বৈ তুলয়াগ্নিমিবাপতৎ ॥৪৮

যে, ঐ মাসে বর মাস ; তখন তিনি "ইহা অভোজ্য" এই বলিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিলেন ।৩৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—যখন এই নৃপাধম আমাকে অভোজ্য অন্ন দিয়াছে, তখন এই ব্রাহ্মণভোজনে সেই মূর্খেরই দোষ হইবে ।৩৭

শক্তি তুমি যেরূপ শাপ পূর্বে দিয়াছিলে, তদনুসারে এই রাজাধম বহুত মাসে আমার হইয়া মনুষ্যের ভক্ষণ উপাদান করত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ।৩৮

তুমিয়া এইরূপ শাপ হওয়ায় পূর্বশাপ বলবান্ হইল এবং রাজসের বলে অন্যায় আবিষ্ট হইয়া রাজা তেমনি হারাইলেন ।৩৯

হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিশেষ অপরাধ হওয়ায় কিছুদিন পর সেই শক্তিকে পুনরায় দেখিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"যেহেতু তুমি আমাকে অন্যায় শাপ প্রদান করিয়াছ, সেইহেতু তোমাকে দিয়াই প্রথম বহুত মাসে ভোজন আরম্ভ করিব।"৩৫-৩৬

এই বলিয়া তাঁহা হইতে অপরাধ শক্তির প্রাণ বিনষ্ট করত যাহার যেমন পশুকে খায়, তেমনই তাঁহাকে খাইয়া ফেলিলেন ।৪০

শক্তিকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া বিশ্বামিত্র সেই রাজকে পুনঃ পুনঃ বশিষ্ঠের পুত্রগণকেই খাইতে প্রেরণা দিতে লাগিলেন ।৪১

অনন্তর সেই (রাজসভাবাপন্ন) রাজা, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণকে বধিয়া খায়, তেমনই মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রগণকে—যাহারা শক্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাদিগকে বধিয়া বধিয়া খাইতে লাগিলেন ।৪২

বশিষ্ঠদেব "বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় রাজা তাঁহার পুত্রগণকে খাইয়া ফেলিয়াছে" শুনিয়া মহাপর্বত যেমন পৃথিবীকে ধারণ করে, তেমনই তিনি তাঁহার শোকবেগকে ধারণ করিলেন ।৪৩

পুত্রগণের মহামুনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠই বশিষ্ঠ নিজ শরীরকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তথাপি বিশ্বামিত্রের বিনাশের ইচ্ছা করিলেন না ।৪৪

অতি তপস্বী বশিষ্ঠ মেরুপর্বতের শৃঙ্গ হইতে

ন ত্বয়ার চ পাত্রেষু ন বধ্যা যেন পাণ্ডব।
আদিষ্টিষ্ট ভবান্ সংখ্যে বধায়ানে ॥৪৬
তে তথা ত্বদভিজ্ঞাংশি ন ত্বয়ার ত্বত্যাপন্না।
যীদ্যাত্মনোঽপ্যাধিক্যে পীতোঽগ্নিরিবেন্ধনে তথা ॥৪৭
ন সন্তুত্যর্থমিচ্ছন্তি শ্লোকার্থিনো মহামুনিঃ।
ত্বত্তো বরং পিতাং তথা বিপাপাং ত্বামহমি ॥৪৮

ন সন্তুত্যোর্থিনেষ্টে বরে তত্ত্বে আত্মনি।
ন ত্বয়ার তথা বিদ্ধি কথঞ্চিৎ সংশিতব্রত ॥
অনার্য ন তত্ত্বঃ বিদ্ধি পুত্রবেষজ্ঞং প্রতি ॥৪৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি বশিষ্ঠোপাখ্যানে
পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৫

পরীক্ষিতে পাণ্ডিত্য করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহে বিশ্বাস উহার তুলাগ্রাণির ন্যায় পরিত হইলেন ॥৪৫

হে পাণ্ডব! সেই সময়ে যখন তাঁহার সন্তুষ্ট হইল না; তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ মহাযশা অরুন্ধতির অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥৪৬

সেই প্রজ্বলিত অগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না; যে প্রকারে তাঁহার স্পর্শমাত্র প্রদীপ্ত অগ্নি শান্ত হইলেন ॥৪৭

তখন মহামুনি বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মস্তকে বিশ্বাস পাণ্ডব রাখিয়া কাশ করিলেন ॥৪৮

সন্তুষ্ট তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া ব্রহ্মলোকে তাঁহাকে তাঁহে ফিরাইয়া দিলেন; তখন অত্যন্ত ক্রোধাবেশে বশিষ্ঠ কোন প্রকারেই ফিরিলেন না, তখন তিনি পুনরায় বিশ্বামিত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥৫১

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি বশিষ্ঠোপাখ্যানে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়।

[কল্মাষপাদের রাক্ষসভাবাপত্তি; বশিষ্ঠের দ্বারা পুত্রলাভ।]

জনমেজয় উবাচ।

ত্বয়া তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ বহিঃ ত্বৈঃ মুনিভির্মিঃ।
নির্বিষ্টায় মহাবাহুঃ পুরুষব্যাঘ্রায়ং তথা ॥১

সোমপক্ষং পরিত্যজ্য পূর্বাং প্রাদুষ্কালে নরাধিপ।
কৃষ্ণাম্ কৃষ্ণবিষাম্ পার্থ হরন্তীং তীরজাম্ যমুম্ ॥২
অথ ত্বিত্বাং সমাসেদে পুনঃ সৌদাসনং নৃপ।
অন্তকল্পা নিষ্কৃতিমিতি দুঃখসন্তপ্তঃ ॥৩

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[কল্মাষপাদের রাক্ষসভাব হইতে মুক্তি এবং বশিষ্ঠের দ্বারা তাঁহার পুত্রপ্রাপ্তি।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবান্ দ্বৈপায়ন ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে যখন কৃষ্ণা যমুনা দেখিয়া বশিষ্ঠদেবের অত্যন্ত দুঃখে সেখানে থাকিতে না পারিয়া পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন ॥১

হে পার্থ! তিনি বর্ষাকালে কৃষ্ণজলে পরিপূর্ণা কৃষ্ণা এবং তরঙ্গাঘাতে বহুবিধ শব্দ সেই নদীর জলে বহিয়া যাইতে দেখিলেন ॥২

হে ভরতবংশজ! সেই নদী দেখিয়া দুঃখিত

ততঃ পাশৈস্তমাদায় গাঢ়ং বদ্ধ্বা মহামুনিঃ।
তস্থৌ তত্রৈব সংরব্ধো বিধমন্ত্রং জপন্ মুনিঃ ॥৪
অথ ছিত্ত্বা নদী পাশানুত্তস্থাবিবলদ্ভবম্।
খলন্তং ভয়মিংস্কৃত্য বিপাশমকরোৎ মুনিম্ ॥৫
উবাচ তমৃষিঃ পাশৈর্বিমুক্তঃ ন মহামুনিঃ।
বিপাশেতি চ নামোক্তা নদ্যাস্তত্র মহামুনিঃ ॥৬
শোকমুক্তিং তদা লব্ধ্বা ন চৈকত্র ব্যবস্থিতঃ।
সোঽগচ্ছৎ পর্বতাংশ্চৈব পরিতশ্চ দদর্শ সঃ ॥৭
দৃষ্ট্বা স পুনরেবর্ষির্নদীং হৈমবতীং তদা।
চতুস্রোতবহাং ভীমাং তস্যাঃ স্রোতস্তদাশ্রয়ম্ ॥৮
স তমপ্যনদং বিপ্রমুচ্ছিদ্য শতধৌজসা।
শতদ্রুরিতি বিখ্যাতা শতধা বিদ্রুতা ॥৯

ততঃ খলন্তং দৃষ্ট্বা তমাপ্যায়নমাত্মনঃ।
বর্ষীয়ঃ ন শশাকাথ মুক্তুং পুনরেবাশ্রমং যযৌ ॥১০
স গত্বা বিবিধান্ দৈশান্ দেশান্ বহুবিধাংস্তথা।
অদৃশ্যন্ত্যাশ্রমং রম্যমাজগাম পুনঃস্বতঃ ॥১১
অথ শুশ্রাব নদ্যস্তা বেদাধ্যয়ননিঃস্বনম্।
পৃষ্ঠতঃ পরিপূর্ণার্থং ঋক্‌সিরৈরলঙ্কৃতম্ ॥১২
অনুব্রজতি কো মেঽদ্য বাহিত্যেবাথ সোঽব্রবীৎ।
অরুন্ধতীসহায়ো মাং পুত্রা প্রত্যুদ্যযৌ তদা।
অরুন্ধতী মহাভাগা তপোযুক্তা তপস্বিনী ॥১৩

বশিষ্ঠ উবাচ।

পুত্রি কস্যৈষ নাদস্তে বেদাধ্যয়নবত্তয়া।
পুত্রা নাদস্য বেদস্য ঋক্‌সিরে ময়া শ্রুতঃ ॥১৪

মহর্ষি মনে মনে চিন্তা করিলেন "ইহার জলেই নিমজ্জিত হইব।"৩

তারপর অত্যন্ত দুঃখিত মহর্ষি লতাপাশদ্বারা নিজেকে বাঁধিয়া সেই মহানদীর জলে নিমজ্জিত হইলেন।৪

শতদ্রৌতবাসক অর্জুন! নদী জলের বেগে তাঁহার পাশবন্ধন ছেদন করত স্থলে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে পাশমুক্ত করিল।৫

তারপর সেই মহর্ষি পাশমুক্ত হইয়া নদীর তীরে উঠিলেন এবং ঐ নদীর নাম রাখিলেন 'বিপাশা'।৬

মহর্ষি সর্বদা শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, একস্থানে থাকিতে পারিলেন না, তাই মহাত্মা, পর্বত ও সমীপস্থ পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে লাগিলেন।৭

তিনি হিমালয় পর্বত হইতে নির্গতা নদী দেখিয়া এবং উহাতে তরাসক গ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তু লক্ষ্য করিয়া তাহার স্রোতে পুনরায় ঝম্প প্রদান করিলেন।৮

সেই নদী মহর্ষিকে অতিদুঃখ মনে করিয়া (তখন) শতধা বিদীর্ণা হইলেন; এজন্য তাঁহার নাম হইল 'শতদ্রু'।৯

তারপর পুনরায় নিজেকে জলমগ্ন দেখিয়া "এখন ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে" এই ভাবিয়া পুনরায় আশ্রমে চলিয়া গেলেন।১০

তিনি বহু পর্বত, দ্রুম ও দেশ দেখিয়া যখন আশ্রমে ফিরিলেন; তখন অরুন্ধতী নারী তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।১১

তিনি বশিষ্ঠের নিকটে যাইতেই পিছনের দিক্ হইতে ঋক্‌সমূহের সহিত সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশক সুন্দর বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।১২

মহর্ষি বলিলেন,—"কে আমার অনুগমন করিতেছে" তখন তাঁহার পুত্রবধূ বলিলেন,—হে মহাভাগ! "আমি অরুন্ধতী, আপনার পুত্রবধূ এবং তপস্যারতা তপস্বিনী শক্তির পত্নী"।১৩

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে পুত্রি! এ কাহার বেদাধ্যয়ননি? পুত্রে শক্তির মুখ হইতে এইরূপ

অগস্ত্যউবাচ।

অয়ং স্থূণো মহাবাহো শক্রেণ নিহিতঃ পুরা তে।
যস্য বাহুং ত্বমস্যোগ্রং বেদানত্যক্তবানসি ॥১৪

গর্গউবাচ।

এবমুক্ত্বা তমৃষিং বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাগৃষিঃ।
অস্তি মন্ত্রাভিঘাতজ্ঞ ইত্যোঃ পার্থ তদর্ভক ॥১৫

ততঃ প্রতিনিবৃত্তঃ স তস্যা যজ্ঞা মহামখ।
তস্মাদপাবসীনঃ স্বর্গং বিজনে বনে ॥১৬

স তু দৃষ্ট্বৈব তং রাজা ক্রুদ্ধ উবাচ তাপসম্।
আত্মিকো যজ্ঞসোত্রেণ ঈহেয়ান্ত্বং তদা দুর্মতি ॥১৭

অনুব্যাহৃত্য তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুরকর্মাণমগ্রতঃ।
তমসংবিবৃতা যাতা বশিষ্ঠেনৈবমব্রবীৎ ॥১৮

অসৌ মৃত্বারিযোগেন তস্তম্ভ তমবাধিতঃ।
প্রভূতৈরেন কাষ্ঠৈশ্চ বাক্যসোহত্যেতি বাসব ॥২০
ততঃ বিশ্বামিত্রঃ শ্রুত্বা মন্ত্রোহয়মতি দুর্বিষহ।
ক্ষুভিতোহভূন্মহারাজ সর্বলোকবিনাশনঃ ॥২১
পাহি মাং ভগবন্ পাপাদস্মাদ্ দারুণদর্শনাৎ।
রাক্ষসোহয়মিবাত্মানং নূনমন্যান্ সমীহতে ॥২২

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন বৈঃ পুত্রি ন ক্ষেতব্যং রাক্ষসাৎ তু কথঞ্চন।
বৈরন্ত্বং তস্য তস্যাৎ পক্ষিণি ক্ষুপরিক্ষতম্ ॥২৩
রাজা কল্মাষপাদোঽয়ং যৌধ্যবাহ্ প্রবিতো ভুবি।
ন হ্যেনমদ্যাপি মনোঽভেদে নিয়তব্রতীভবিষ্যতি ॥২৪

গর্গউবাচ।

তথাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
ব্যাহরদ্রাক্ষসং ঘোরং হুংকারেণৈব ভারত ॥২৫

যোগাসন অবলম্বন করিয়াছি ॥১৪

অগস্ত্য বলিলেন,—হে নৃপ! "এ শিষ্য আপনার পুত্র শক্তির ঔরসজাত। রাজন যজ্ঞমান বলিয়া এ আমার গুরু যোগাসনে অভিশপ্ত করিয়াছে।" ॥১৫

গর্গ বলিলেন,—হে পার্থ! এই কথা শুনিয়া ঋষি বশিষ্ঠ আনন্দিত হইলেন এবং যজ্ঞমানের সন্তান বর্ষমান মনে করিয়া চুপ্ত হইলেন। ইহা পরিত্যাগ করিলেন ॥১৬

হে বিশাল অর্জুন! রাজার যজ্ঞ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তিনি পুত্রবধূর সহিত আশ্রমে ফিরিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন যে, সেই নির্জন বনে কল্মাষপদ দাঁড়াইয়া আছেন ॥১৭

হে রাজন! রাজা মুনিকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর রাক্ষসের আবেশবশতঃ মুনিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥১৮

অদৃশ্যন্তী ক্রুরকর্মা সেই রাক্ষসকে অগ্রে দেখিয়া ভয়ে ভীতা হইয়া বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন ॥১৯

"হে ভগবন্! ঐ দেখুন, ঐ ঘোর রাক্ষস ভাইয়ের ঘোর বধ মনে করিয়া যমের ন্যায় এই দিকে আসিতেছে" ॥২০

হে সর্বলোকবিনাশন মহারাজ! আপনি ভিন্ন উহাকে নিবারণ করিতে পারে এমন কোন পুরুষ পৃথিবীতে নাই ॥২১

হে ভগবন্! এই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা করুন। এ আমাদের উভয়কেই বিনাশ করিতে আসিতেছে ॥২২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে পুত্রি! তুমি রাক্ষস হইতে ভয় পাইও না; যাহাকে তুমি সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছ, এ রাক্ষস নয় মুহূর্ত ভয় পাইও না ॥২৩

এই পৃথিবীতে যৌধ্যবাহী বলিয়া বিখ্যাত যিনি রাজা কল্মাষপাদ; তিনি এই সময় অতি ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন ॥২৪

অগ্নিপুত্রেণ চ পুনঃ স তথেত্যুক্ত্বা বাসিতা।
ভোক্ষ্যমাণেন বৈ পাপাৎ তস্মাদ্ যোনয়ঃ বাধিপম্ ॥২৬

ন হি যাবন্ত বর্ষাণি বাশিষ্ঠৈস্যৈব ভেজসা।
প্রস্থ আসীদ্ অহোরাত্রে পর্বকালে দিবাকরঃ ॥২৭

তস্মিন্ বিপ্রকৃতোঽথ স নৃপস্তস্য তদ্ অহঃ।
ভোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবাদাস সন্ধ্যাত্রয়ম্ব তাদৃশঃ ॥২৮

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞামভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ নৃপতিঃ কালে বশিষ্ঠং বিনতম্ ॥২৯

সৌদাসোঽহং দ্বিজাগ্র্য তাজস্ত্বং বিদিতম্ব।
অস্মিন্ কালে বশিষ্ঠঃ কে ত্বয়ি কিং করবাণি

কে ॥৩০

বশিষ্ঠ উবাচ ;

বৃত্তমেতন্ মযাজ্ঞানাৎ পক্ষ রাজ্যং প্রশাধি বৈ।
ব্রাহ্মণং ত্বা মনুষ্যেন্দ্র মাবমংস্থা কথাস্ন ॥৩১

রাজোবাচ।

নাবমংস্যে মহাভাগ কথঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণানহম্।
ক্ষমিষ্যেষ দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠ পুত্রহিংসাম্যহং দ্বিজাম্ ॥৩২

ইক্ষ্বাকূণাক্ষ যোঽস্মাকং গুরুঃ স্যাঃ দ্বিজোত্তম।
তৎ ত্বাহং প্রাপ্ত বিজ্ঞাপি সর্বযজ্ঞেষিয়ে বরম্ ॥৩৩

অপত্যার্থীস্মি যদ্ ভগবন্ পুত্রমর্থি লক্ষণম্।
ইক্ষ্বাকু-কুল-গুপ্তাশে ত্বদ্ ইক্ষ্বাকুকুলক্ষয়ে ॥৩৪

গুরুর উবাচ।

ক্ষমাবীত্যেব তং তত্র যাজ্ঞাবাং প্রত্যুবাচ হ।
বশিষ্ঠঃ পরমেষ্বাসঃ সত্যসন্ধো দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৫

গুরুর বলিলেন,—হে ভারত ; তাহাকে আপত্তিত হইতে দেখিয়া ভগবান্ অগ্নি বশিষ্ঠদেব গুরুতর হইবেন ভাবিয়া তাহাকে শাপ করিলেন।২৪

তিনি পুনরায় মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করত তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করিলেন।২৫

পর্বকালে সূর্য যেমন রাহুগ্রস্ত হন, সেইরূপ ভগবান্ বশিষ্ঠেরই তেজঃপ্রভাবে শক্তিকে শাপের দ্বারা যাবদ্বর্ষ পর্যন্ত গ্রস্ত দেখিলেন।২৭

রাজার এই শাপ হইতে মুক্ত হইয়া সেই রাজা ভাবিলেন, যেমন সন্ধ্যাকালীন দেবতা বিষ্ণু অর্ঘ গ্রহণ করেন, তেমনই নিজ নীতিতে মন্ত্রকে আলোড়িত করিলেন।২৮

রাজার তখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল ; তখন ঋষিকে অভিবাদন করিলেন এবং উপযুক্ত কালে জানিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলিলেন,—"হে মহাভাগ মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি সূর্যবংশজাত আপনার অনুগামী। এখন আপনার আজ্ঞা কি বলুন ; আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি।২৯-৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্ ! আমার ইচ্ছা সময়াতিক্রমে পূর্ণ হইয়াছে। এখন তুমি নিজ রাজ্য শাসন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণকে কখনও অবজ্ঞা করিও না।৩১

রাজা বলিলেন,—হে মহাভাগ ! আমি ব্রাহ্মণকুলকে কখনও অবজ্ঞা করিব না। এখন আপনার আজ্ঞানুসারেই চলিব এবং ব্রাহ্মণকুলকে পূজা করিব।৩২

হে দ্বিজোত্তম বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ। যাহাতে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের গুরুপুরুষগণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি ; তাহা আপনার নিকট পাইতে ইচ্ছা করি।৩৩

হে ধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে ইক্ষ্বাকুবংশবৃদ্ধির জন্য শীল, কুল ও গুণে গুণান্বিত পুত্র প্রদান করুন।৩৪

গুরুর কহিলেন,—তখন সত্যবাদী দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন—"আমি তোমাকে অবশ্যই পুত্র দান করিব"।৩৫

তত্র প্রতিগ্রহী কালে বশিষ্ঠঃ সহ তেন বৈ।
ব্যাজহ্রে পূর্ণবিধিনা লোকেষ্বখ্যাতয়া সুমেধয়া ॥৩৯

তং প্রজাঃ প্রতিবোধন্তঃ সর্বাঃ প্রত্যুদ্যযুস্তদা।
বিমানস্থং মহাত্মানং দিবৌকস ইবেশ্বরম্ ॥৪০

ঋষিণাথ সমুক্তেন সমযাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
বিবেশ পরিতস্তেন বশিষ্ঠেন মহিষা ॥৪৮

সমৃদ্ধাং ঔদাসদ্রব্যধান্যবাসিনা জনায়।
পুরোহিতেন সহিতঃ বিবাহবিধিবোধিতম্ ॥৪৯

স চ তাঃ পুরমাসাদ্য সন্ধ্যাঃ সন্ধ্যাবিদাং বরঃ।
অযোধ্যাং যোষ শীতাংশুঃ শরৎকাল ইবোডুরিতঃ ॥৫০

সদশিক-বৃষ্টসস্থানঃ পতাকা-ধ্বজশোভিতম্।
মত্ত প্রহ্লাদয়ন্নাদ তত্ত তৎ পুরমুত্তমম্ ॥৫১

ভূষ্ট-পুষ্টজনাকীর্ণা সা পুরী পুরন্দর।
অশোভত তদা তেন স্বর্গেণেবামরাবতী ॥৫২

ততঃ প্রাপ্তে তু রাজর্ষৌ তস্মিংস্তৎপুরমুত্তমম্।
রাজন্যরাজ্ঞা সেবী বশিষ্ঠপ্রমুখৈ দ্বিজৈ ॥৫৩

তত্রাথ মহিষিঃ সা সমযুত তদা সহ।
সেবমা দিব্যেন বিধিনা বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষি ॥৫৪
ততস্তত্রা সমুৎপন্নে গর্ভে সা সুষিসত্তমে।
রাজ্ঞাভিবর্দ্ধিতস্তেন জগাম সুমিত্রাপ্রজম্ ॥৫৫

দীর্ঘকালেন সা গর্ভং সুষুবে ন তু তং তদা।
তদা রেবন্তসংজ্ঞঃ কুক্ষিং নিরিত্তে বর্দ্ধিনী ॥৫৬

যে মহাত্মাদের অনুচর। অনন্তর বশিষ্ঠদেব যথাসময়ে রাজার সহিত তাঁহার বিখ্যাত রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে গেলেন ॥৩৬

যেমন যেমন ইন্দ্রের প্রত্যুদ্গমন অন্তর, প্রজাগণও তেমনই আনন্দিত হইয়া সেই বিমানস্থ ও মহাত্মা রাজার প্রত্যুদ্গমন করিল ॥৩৭

হে সমুদ্রের অর্ণব। বহু বৎসর পর রাজা কন্যাবরণার্থ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের সহিত পুণ্যলক্ষণা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৮

তখন অযোধ্যাবাসী জনগণ পুরোহিতের সহিত আগত রাজাকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় বরণ করিতে লাগিল ॥৩৯

শরৎকালে উদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাদ্বারা গগনকে পরিপূর্ণ করেন, সেইরূপ পুরন্দরতুল্য রাজা নিজ সৌন্দর্য্য দ্বারা অযোধ্যাকে পরিপূর্ণ করিলেন ॥৪০

সমৃদ্ধিশালী ও বিবেচক পরিবারযুক্ত এবং পরাক্রমশালী সেই নরপতি রাজার সহিত আনন্দিত হইল ॥৪১

হে বৃষ্টসত্তম! ৪১ ও পুরী জনে পরিপূর্ণা সেই প্রভাবতী ইন্দ্রসভা অমরাবতীর ন্যায় শোভাদ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ॥৪২

অনন্তর রাজর্ষি সেই পুরীতে প্রবেশ করিলে যথাকালে অনুমতী রাজার পত্নী রাজরাজের বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ আগমন করিলেন ॥৪৩

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিধানমত অবসরপূর্ব্বক বিবাহ-প্রথানুসারে সেই রাজপত্নীতে উপগত হইলেন ॥৪৪

অনন্তর রাজ্ঞী গর্ভধারণ করিলে ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজার অভিপ্রায়ে প্রথম গর্ভ আধানে নিবিষ্ট হইলেন ॥৪৫

যখন দীর্ঘকালেও প্রসব হইল না, তখন গর্ভবিনী রাজ্ঞী অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা সেই গর্ভকে তাড়িত করিলেন ॥৪৬

অত্রাপি যাজনে বৃত্তে ন লভে পুরুষর্ষভঃ।
অন্যতো যাম যাজয়ি: সৌদাসং যো অকেবয়ং ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি সৌদাসমূত্তরোৎপত্তৌ সপ্তসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়: ॥১৭৭

আমারও যাজন বহুদিন পূর্বে সেই অর্থের প্রলয় হইল। এবং অন্যজনের পুরুষশ্রেষ্ঠ যাজয়িত্ব পুত্র বশিষ্ঠদেব; যিনি সৌদাসনামক নৃপের যাজন করিয়াছিলেন ॥১৭

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে সৌদাসমূত্তরোৎপত্তিতে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শক্তি-পুত্র-পরাশরের জন্ম, পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পরাশরের রাক্ষস সংহারারম্ভ।]

গুরব উচুঃ :

আত্মবন্তা ততঃ পুত্রমন্তরা যাজয়ন্ত।
শক্তেঃ কুলকরং রাজন্ দ্বিতীয়মিব শক্তিনম্ ॥১

ভাক্তর্যমধিকাতন্ত্রং ক্রিয়াঃ স মুনিসত্তমঃ।
সৌত্রস্য কারয়ামাস চক্রে তপবান্ যতঃ ॥২

পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ শাক্তিরুক্ত মুনি।
গর্ভস্থেন অতঃ লোকে পরাশর ইতি স্মৃতঃ ॥৩

অবজ্ঞয় স ধর্মাত্মা বশিষ্ঠং পিতরং মুনিঃ।
রক্ষসাং প্রকৃতিং ভেজে পিতৃধীনঃ প্রবর্তয় ॥৪

স তাত ইতি বিপ্রর্ষিং প্রত্যভাষত।
শ্রুত্বা সকলং কৌত্তেয় অদৃশ্যন্তীঃ পরন্তপ ॥৫

তাবেতি পরিপূর্ণার্থং তস্য তদ্বচনং শুভং।
অদৃশ্যন্তীক্রপূর্বাহ্নী শ্রুত্বা চুক্রোধ হ ॥৬

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শক্তি-পুত্র পরাশরের জন্ম, পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ পরাশরকে বশিষ্ঠের সান্ত্বনা দান।]

গুরুগণ বলিলেন,—হে রাজন্! বশিষ্ঠের আদেশে অবহিতা অদৃশ্যন্তী শক্তির কুলরক্ষক দ্বিতীয় শক্তির ন্যায় এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ মহামুনি বশিষ্ঠ স্বয়ংই পৌত্রের জাতকর্মাদি সংস্কার করিলেন ॥২

যেহেতু মহিষি ইক্ষুক বশিষ্ঠদেবকে গর্ভস্থ অবস্থাতেই বিনাশের জন্য উদ্যোগি হইয়াছিল, সেইহেতু পিতার নাম হইল 'পরাশর' ॥৩

ধর্মাত্মা পরাশরমুনি জন্ম হইতেই বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া মনে করায় তাঁহার সহিত সৌজন্যই ব্যবহার করিতেন ॥৪

হে পরন্তপ যুধিষ্ঠির! সেই বালক পরাশর মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষেই বশিষ্ঠদেবকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ॥৫

তাহার সেই অমৃত যোগার্থযুক্ত 'তাত' (পিতা) পদ শ্রবণে অক্ষরপূর্বিকা অদৃশ্যন্তী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৬

যা তাত তাতেতি তবেদং পিতরং পিতুঃ।
তথেতি তস্যিতস্তাত তব তাতো বনান্তরে ॥৭

তদেতে বৈ তু তাতেতি নৈষ তাততবানঘ।
আর্য্য এষ পিতা তত্ত পিতুস্তব বশংবিদঃ ॥৮

স এবমুক্তো দুষ্পার্ষঃ সত্যাবগৃহিতস্তয়া।
সর্বস্যেকবিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥৯

তত্র তথা নিশ্চিতাত্মানং স ন্যায্যা মহাতপাঃ।
অথির্ভিরিতিঃ প্রোচে মৈত্রাবরুণিবংশ,বৌ ॥১০

ঋষিভ্যো যাবদাদান হেতুনা যেন তত্ত্বতঃ।
ঋষিরুবাচ।
কৃতবীর্য্য ইতি খ্যাতো বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥১১

যজ্ঞো বৈশ্যেষু লোকে বৃত্তমুদ্যং সাধিবর্ষভঃ।
স যাজয়ত্নৃত্বগ্ভাং ধাতুনেত্র চ যজনে ॥১২

সোমযজ্ঞে তথাদায় বিপুলেন বিধানতঃ।
তস্মিন্ নৃপতিশার্দূলে স্বর্গায়েব কৃতক্রতৌ ॥১৩

বহুন্ তৎকুলসম্বন্ধান্ ভৃগ্যকার্য্যানুপাহিতান্।
ধনার্থং তু বরং যাতা রাজানং সর্ব এব তে ॥১৪

যাচিতবোঽনিবৃত্যর্থং তাংস্তত্রো ভার্গবসত্তমান্।
কুদ্ধো বৈ নিধনং কেচিৎ কৃপণো বরমন্যয়ন্ ॥১৫

বহবঃ কেচিৎ বিপ্রাস্তে ভ্যো দাতা ক্ষত্রিয়স্তদা তস্য।
কৃপণত্বং বহবঃ কেচিৎ তেভ্যঃ বিত্তং যথেপ্সিতম্ ॥১৬

ক্ষত্রিয়াণাং তদা ত্রাস আদানাত্তস্যশংসতাং।
তেভ্যো মহীতলং তাত ক্ষত্রিয়েণ বসুন্ধরা ॥১৭

ধনজাতিবিহীনং বিত্তং কেচিৎ বৃতবেদবি।
তত্ত্ব বিত্তং বহুতঃ সর্বে লেভিরে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥১৮

যে তাত! তুমি তোমার পিতার পিতা (পিতামহ) ঋষিশ্রেষ্ঠকে 'তাত' 'তাত' বলিয়া সম্বোধন করিও না। তোমার পিতাকে বনমধ্যে তোমা এক বালক পাইয়া ফেলিয়াছে।৭

বৎস! যাঁহাকে তুমি পিতা মনে করিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন; ইনি তোমার যশস্বী পিতারও পিতা।৮

এই কথা শুনিয়া মহামনা সত্যবাদী বালক পরশুর দুঃখিত হইয়া সমস্ত লোকের বিনাশের জন্য নিশ্চয় করিলেন।৯

তাহার ঐ অসাধারণ সঙ্কল্পের কথা বুঝিতে পারিয়া মহাতপস্বী মহামতি মৈত্রাবরুণি (মৈত্র ও বরুণ উভয়ের পুত্র) অত্রি ঋষিকে তাহাকে যে সকল যুক্তির দ্বারা বারণ করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

ঋষিরা বলিলেন,—কৃতবীর্য্য নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। সেই রাজা বেদবিদ্ ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান ছিলেন। বলতঃ সেই মহারাজ সোমযাগ করিয়া অগ্নিহোত্রী ভৃগুবংশীয়দিগকে প্রচুর ধন ও বহু স্থান দক্ষিণা দিয়াছিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ সেই রাজা পরলোক গমন করিলে, ভৃগুবংশীয়দিগের কোন কারণে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইল। তাঁহারা আসিলেন ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের অনেক ধন আছে। তাঁহারা তাঁহাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করিবার উদ্দেশে ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের নিকট আসিলে অনেক ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার ধনের পক্ষপাতের জন্য তাঁহাদের ধন মাটীতে পুঁতিয়া রেখেছিলেন।১০-১৪

কৃপণ হইতে বিত্ত আনিতে পারে বুঝিয়া কেহ কেহ সম্পূর্ণ ধন, কেহ কেহ ইচ্ছানুরূপ ধন দিলেন।১৫

তাত! আমার অন্যান্য কারণের কথা চিন্তা করিয়াও তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে ধন দিলেন। তাত!

অথাব্রুবন্ ততঃ ক্রোধাদ্ ভৃগূণাং গর্ভদায়িনঃ।
নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্বানস্ত্রান্ বিশিখৈঃ শরৈঃ ॥১৯

আগর্ভদর্শনকৃত্তস্তেষাং সর্বাং বসুন্ধরাম্।
তত উদ্বিজমানেষু ভৃগুষেবং তদাৎ তদা ॥২০

ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং বিবিশুস্তা প্রসেদিরে।
তাসামন্তরতো গর্ভং তদাদ্ ঋচীক আহরৎ ॥২১

ঔরুমেকেন বামোরুর্ভূঃ ফুলবিদারণে।
তত্র গর্ভমুপলভ্যাথ ত্রাসাচ্চ ন তদাদিশৎ ॥২২

গত্বেতা তদবস্থায়াং ক্ষত্রিয়াণামুপশ্রুতে।
তস্যাং ক্ষত্রিয়া জন্মুঃ গর্ভং হন্তুমুপায়তঃ ॥২৩

ধৃতর্ত্রাজ্ঞীং তেষাং স্ত্রীণামানীতং মহদ্ধনম্।
অথ গর্ভং ন জিঘাংসুং ব্রাহ্মণ্যা বিবৃধাস্ত্র হ ॥২৪

মুক্তা দৃষ্টীঃ ক্ষত্রিয়াণাং মহ্যাহ্ব ইব তাস্করঃ।
তত্তশ্চক্ষুর্বিহীনাস্তে গিরিমুর্বেষু বভ্রুঃ ॥২৫

তত্রস্তে মোহয়ামাসুঃ রাজানো নষ্টচেতসঃ।
ব্রাহ্মণীং পরমং জন্তুং ঔর্বং ভার্গবনন্দিতম্ ॥২৬

ঔরুস্থৈস্তান্ মহাভাগাং ক্ষত্রিয়ান্তে বিচেতসঃ।
জ্যোতিঃপ্রবীণা দুঃখার্তাঃ শান্তর্চিস ইবাহবঃ ॥২৭

তদবস্থাঃ প্রসাদেন পশ্যেৎ কমু স চক্ষুষা।
ইত্যাস্যে চ পদ্মেন সংহতাঃ পাপচক্ষিষঃ ॥২৮

এমন সময় ক্ষত্রিয় মহারাজের ভৃগুপত্নীর মাটি খুঁড়িতে গিয়া কোন ভৃগুবংশীয়ের ঘর পাইলেন। সকলের অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ সেই ঘর দেখিলেন ॥১৮-১৮

তখন সেই মহাবলবান ক্ষত্রিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের অবধারণা করত তীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপপূর্বক বধ করিয়াছিলেন ॥১৯

এমন কি, গর্ভস্থ শিশুগণের হত্যা করত তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের নিবাসস্থানসমূহ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন ভৃগুপত্নীগণ ভয়ে হিমালয় পর্বতের গুহায় লুকাইলেন। তথায় অবস্থিত ভৃগুপত্নী মহাতেজস্বী ঔর্বকে জন্ম দিয়া উরুতে স্থাপন করিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা গর্ভের মূল নষ্ট করিবেন। কোন ব্রাহ্মণী তাহা জানিয়া সকলের ভয়ে ক্ষত্রিয়গণের নিকট গোপনে সে কথা বলিয়া দিল। তখন ক্ষত্রিয়গণ সেই পর্বতে বিনাশ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন ॥২০-২৩

তাঁহারা দিব্য দেখিলেন যে, গর্ভধারিণী ব্রাহ্মণী নিজ তেজে তেজীয়সী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তখন সেই নিজ ব্রাহ্মণীর উরুদেশ ভেদিয়া নির্গত হইলেন ॥২৪

মহর্ষি আপ্নবান্ তাঁহ ক্ষত্রিয়গণের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের সকলের দৃষ্টিশক্তি হরণ করিলেন। তখন তাঁহারা অন্ধ হইয়া দুর্গম গিরিগুহায় ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন ॥২৫

তখন সেই অন্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূর্ছিতপ্রায় হইয়া দৃষ্টিলাভের জন্য কোনপ্রকারে সেই ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া তাঁহার স্তবন করিলেন ॥২৬

অত্যন্তকাতর দুঃখিত ক্ষত্রিয়গণ মহাতাপসী সেই ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—"হে দেবি! আমরা জ্যোতিঃশূন্য আলোহীন ক্ষত্রিয় তাপ দৃষ্টিশূন্য হইয়া শক্তিহীন হইয়াছি। যদি আপনি কৃপা করেন, তবে সকল ক্ষত্রিয়গণই চক্ষু লাভ করিবে। আমরা আপনার কৃপায় চক্ষু পাইলে বিস্তৃত বিষাদ করিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব ॥২৭-২৮

পশ্যন্তু বঃ প্রসাদং বৈ কর্তুমর্হথ শোভনে।
পুনর্দৃষ্টিপ্রদানেন বাঞ্ছাং স্বাং তু বরার্হণি ॥২৯

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি ঔর্বোপাখ্যানে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৭

হে শোভনে। আপনি পুত্রের প্রতি আমাদের উপর প্রসন্ন হউন এবং আমাদিগকে পুনরায় দৃষ্টিদান করিয়া পরিত্রাণ করুন ॥২৯

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে ঔর্বোপাখ্যানে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃপুরুষৈরুর্বক্রোধস্য নিবারণম্ ।]

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

নাহং দৃষ্টিমি বস্তাত ত্বদৃষ্টিমি কৃতাহিতঃ।
অন্ধং মু তার্গবং মন্যুরুক্তঃ কুর্যাদ্বিনাশনম্ ॥১

ক্ষেম চক্ষূংষি বস্তাত যাতু কোপাগ্নিরাত্মনা।
স্মরতা নিয়তাম্ ষড়্বাস্তানি ন সংশয়ঃ ॥২

বর্তমানা বয়ং মূঢ় তৃতীয়াং তব পুত্রকাঃ।
তাতমাতামহা হ্যর্কে যথা বর্ষশতং গতাঃ ॥৩

ঋচীকস্তপসোগ্রেণ তেজসা চ তথা ভৃগুঃ।
বিবেশ তৃতীয়ং পুনঃ প্রিয়ং চিকীর্ষয়া ॥৪

সোঽহং পিতৃবধাদ্ যাতুং ক্রোধাদ্ যো বস্তুমিচ্ছসি।
ক্ষেমেণা তত্র নিয়েয়ং চক্ষূংষি দৃষ্টিহানি বঃ ॥৫

ক্ষেমেণ মূঢ় যাতব্যমৌর্বং মম মুখোদ্ভবম্।
অন্ধং ত্বং প্রতিপাতেন দৃষ্টো দৃষ্টীঃ প্রযোক্ষ্যতি ॥৬

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পিতৃপুরুষবধ হইতে ঔর্বের ক্রোধের নিবারণ।]

ব্রাহ্মণরা বলিলেন—পুরুষ! আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করি নাই অথবা আমি তোমাদের উপর ক্রুদ্ধও হই নাই। আমার মনে হইতেছে এই ভৃগুবংশোদ্ভবদের উপর হইতে হিংসা নিশ্চয় তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে ॥১

পুরুষগণ। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই মহাত্মা নিজেই ভৃগু আত্মীয়স্বজনকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রোধবশে তোমাদের চক্ষুসমূহ অপহরণ করিয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২

পুরুষগণ। তোমরা যখন ভৃগুবংশীয়দের গর্ভস্থ শিশুসন্তানের বধ করিতেছিলে, তখন আমি এই গর্ভকে উহাদের একশত বৎসর ধারণ করিয়াছি ॥৩

ভৃগুবংশের পুত্র ঋচীকের নিমিত্তই মহর্ষি ভৃগুর সহিত সমস্ত বেদ এই গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ॥৪

সেই এই বালক পিতৃবধপ্রযুক্ত ক্রোধ লাভ করিয়াছে যে, সে তোমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে এবং সেই জন্যই সে তাহার নিজমুখ দ্বারা তোমাদের চক্ষুসমূহ অপহরণ করিয়াছে ॥৫

তোমরা আমার সেই পুত্রের ঔর্বকে প্রতিপাতের দ্বারা রক্ষা করিয়া যাও। নিশ্চয় আমিও বর,

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমুক্তাস্তদা সর্বে রাজানস্তে তমব্রুবন্।
ঊচুঃ প্রসীদেতি তদা প্রসাদক চকার সঃ ॥৭

অনেনৈব চ বিখ্যাতো রাজা লোকেষু সত্তমঃ।
স ঊর্ধ্ব ইতি বিপ্রর্ষিরুক্ত্বা ব্যজ্ঞায়ত ॥৮

চক্রুশ্চাপি প্রতিজ্ঞাং চ প্রতিরক্ষণ্ড তে নৃপাঃ।
তদর্থঞ্চ মুনির্জ্ঞেন সর্বলোকপরাভবম্ ॥৯

স চক্রে তাত লোকানাং বিনাশায় মহামনাঃ।
সর্বেষামেব তাংস্তেষাং মনঃ প্রবলমাস্থিতঃ ॥১০

ইক্ষ্বাকুপতিভিঃ পূর্বং তৃপ্তৈঃ পৃথুবলৈর্নৃপঃ।
সর্বলোকবিনাশায় তপসা যত্নতোঽর্জিতঃ ॥১১

তাপয়ামাস বীর্যোক্তাং সর্বদেবাসুর-মানুষান্।
তপসোগ্রেণ মহতা নমস্কৃত্য পিতামহান্ ॥১২

তমব্রুবন্ পিতামহাস্তত্র কুশলমস্ত্বিতি।
পিতৃলোকানুপাগম্য সর্বে ঊচুর্বিদঃ তদা ॥১৩

পিতর ঊচুঃ।

ঊর্ধ্ব তৃষ্ণা প্রজাহন্তা তপলোভেন পুত্রক।
প্রসাদং কুরু লোকানাং নিবর্তস্ব ক্রোধমাত্মবান্ ॥১৪

নানীতৈষি তথা তাত তৃপ্তির্নাবিদ্যতে ক্বচিৎ।
অথা হ্যপেক্ষিতঃ সর্বৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং
বিশিংবরাম্ ॥১৫

আত্মনা বিপ্রকৃষ্টেন যদা ন ঃ খেদ আবিশৎ।
তদাস্মাভির্বরস্তাত ক্ষত্রবৈশ্যেপিতঃ স্বয়ম্ ॥১৬

সে সহসা হইলে লোকদের দুর্গতি হিয়াইয়া দিতে পারে।৬

বশিষ্ঠ বলিলেন—রাজার কথা শুনিয়া রাজগণ সেই উদ্যমে ঊর্ধ্বকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন "আপনি প্রসন্ন হউন"। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করিলেন।৭

সেই মহর্ষিশ্রেষ্ঠ এজন্যই লোকের মঙ্গলের উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ঊর্ধ্ব নামে তিনি জগতে বিখ্যাত হইলেন।৮

এইরূপে তাঁহার লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ সকলে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু তাপস ঊর্ধ্বমুনি সর্বলোক-পরাভবের কথা ভাবিতে লাগিলেন।৯

হে তাত পরাশর! তখন মহামনা মুনি ঊর্ধ্ব সকল লোকের বিনাশের জন্য স্থির মনে নিশ্চয় করিলেন।১০

অনন্তর পৃথুবলশালী পৃথুবংশীয় রাজাগণের যজ্ঞের প্রতিজ্ঞায় লইয়া ইক্ষ্বাকু এবং সর্বলোকের বিনাশের জন্য তপস্যা দ্বারা শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।১১

তিনি পিতামহগণের অবমাননার জন্য ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তপস্যাদ্বারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোককে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।১২

তখন তাঁহার পিতৃপুরুষ তাঁহার এই ভীষণ অভিপ্রায়কে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন।১৩

পিতৃগণ বলিলেন—হে পুত্র ঊর্ধ্ব! তোমার তপঃপ্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখন তুমি লোকসমূহের উপর প্রসন্ন হও এবং তোমার ক্রোধকে সংযত কর।১৪

হে পুত্র! তুমি একথা জানিও না যে, প্রজাভক্ষণী তৃষ্ণারাক্ষসীর আত্মা অসন্তুষ্ট হইয়াই বিনাশের ক্ষত্রিয়গণের হাতে নিজ সর্বস্ব উপহার দিয়াছি।১৫

আমাদের আয়ু থাকিতে বিনাশের, কিন্তু মৃত্যু হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না দেখিয়া আমাদিগ খেদ হয়। এজন্য আমরা স্বয়ং ক্ষত্রিয়গণের হাতে নিজেদের বধ চাহিয়াছিলাম।১৬

বিনাশং যদ্য বৈ বিপ্রাঃ কেনচিৎ কৃতবেদবি।
তৈলাদৈব তদা তস্য ক্ষত্রিয়ান্ কোপয়িষ্যতি ॥১৭
কিং নু বিপ্রেণ বঃ কার্য্যং যদ্যেবং নো বিজানত।
ধনমাত্রং ধনাধ্যক্ষঃ প্রভূতং ধনবাহনং ॥১৮
যদা তু যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষে ন চ শক্নোতি সর্বশঃ।
তদাত্মানিধনং বুদ্ধে উপায়ন্তত্র মন্যতে ॥১৯
আত্মনা চ পুরাস্তাত ন লোকাঃ প্রেত্য শোভনাঃ।
তস্মাদাত্মনি নষ্টেষ্বে নাহমাত্মা বিপাদিতঃ ॥২০

ন চৈবমঃ প্রাণং তাত ধনিনং কর্তুমিচ্ছসি।
বিনাশেন ধনঃ পাপাৎ সর্বলোকপরাজয়াৎ ॥২১
যা বঃ ক্ষত্রিয়তোত্তপ্তা ন লোকান্ গন্তু মুদ্যত।
মুহূর্তং তপতেবঃ ক্রোধমুৎসৃজতং যদি ॥২২
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণ্যর্জুনতীর্থযাত্রায়াং অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৮

কেহ কেহ কহেন যে ধন মাটীতে পুঁতিয়া রাখিবার জন্য। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, ক্ষত্রিয়গণ আমাদের উপর কুপিত হইবে ॥১৭

যে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা ক্ষত্রিয়তেজের ধ্বংস করিতে চাহেন? কেননা, সাক্ষাৎ ভূগুবংশ আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ॥১৮

যুদ্ধ যখন কোন প্রকারেই আমাদের নিকট আসিতে পারিতেছিল না; তখন আমরা ইহাদেরই শরণ্য। উপায়রূপে বাহির করিয়াছিলাম ॥১৯

যে তাত! আত্মহত্যাকারী পুরুষ কখনও পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন না; সুতরাং আমরা আত্মহত্যা করিতে চাহি নাই ॥২০

যে তাত! তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ, তাহা আমাদের কাহারই মোটেই প্রিয় নয়। সুতরাং তুমি সর্বলোকবিনাশের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর ॥২১

যে তাত! যে পর্যন্ত তুমি ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিও না এবং সমস্ত লোকদেরও বিনাশ করিও না। উগ্রতপা ক্রোধ তপস্যার তেজকে দূষিত করে; সুতরাং তুমি তোমার এই তপস্যের মূলক এই ক্রোধকে সংযত কর ॥২২

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অর্জুনতীর্থযাত্রায় চৈত্ররথপর্বে ঔর্ব-পরিসংবাদে অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঔর্বের সহ পিতৃপুরুষগণের কথোপকথনম্, ঔর্বের ক্রোধানলকে বড়বানলরূপে সমুদ্রে নিক্ষেপঞ্চ।]

ঔর্ব উবাচ।

ঔর্বমাবসথং যান্তং ক্রোধাৎ প্রক্রিয়তাং পিতরস্তদা।
সর্বলোকবিনাশায় ন মা যে বিদধা অযম্ ॥১

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

(ঔর্ব ও পিতৃপুরুষের কথোপকথন এবং ঔর্ব কর্তৃক নিজ ক্রোধাগ্নিকে বড়বানলরূপে সমুদ্রে নিক্ষেপ।)

ঔর্ব বলিলেন,—হে পিতৃগণ! আমি ক্রোধবশতঃ মনে মনে যে সর্বলোকবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা যেন আমার ব্যর্থ না হয় ॥১

ন্যায়যোগপ্রসিদ্ধো যৌ বাহং জহিমুদ্যতম্।
অনিষ্টৌ দৈবতৈর্লোকে দণ্ডেনেব পিতামহম্ ॥৭
যো হি কালকৃতং ক্রোধং সন্ধারয়তি কত্থনবিৎ।
ন তং সংজ্ঞয়তি ক্রোধঃ ক্রিয়মাণং পিতামহম্ ॥৮
অনিষ্টানাং নিহন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা।
স্থানে রোষঃ প্রযুক্তঃ স্যাদ্ দৈবৈঃ সর্বত্রিভূতিভিঃ ॥৯
অক্ষৌহণীবলৌঘো যঃ পর্বতপ্রতিমদ্রুমঃ।
আয়ান্তং মাতুলং তস্য কৃতঘ্নাঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বধে ॥১০
সহায়ো হি মম লোকে কৃতঘ্নাঃ ক্ষত্রিয়াধমৈঃ।
আনর্তেষ্বভবদ্ যুদ্ধং ক্রোশন্তমনু যং মনুষ্যাধিপম্ ॥১১
সম্পূর্ণকোশাঃ স্ফীতা যে মাতরঃ পিতরস্তথা।
তস্মাৎ সর্বেষু লোকেষু নাধিকস্তুৎ পরাক্রমম্ ॥১২
তস্য কৃতঘ্নাঃ যস্য ন রাজ্ঞঃ কশ্চিদ্ব্যুপস্থিতঃ।
যাতস্য তস্য ধর্মাত্মন্ কথং ত্বং ন শুচো মম ॥১৩
প্রতিজ্ঞেয়ং হি পাপস্য বধ লোকেষু বিদ্যতে।
তথা সর্বেষু লোকেষু পাপমুদ্যোপলভ্যতে ॥১৪
যদা তু প্রতিজ্ঞেয়ং পাপো ন লভতে ক্বচিৎ।
তিষ্ঠন্তি যদবো লোকাস্তদা পাপেষু কর্মসু ॥১৫
জায়ন্তেঽপি চ যঃ পাপং শক্তিমান্ ন নিবর্তয়তি।
ঈদৃশং সদ্ লোকপি তেনেব কর্মণা সম্প্রযুজ্যতে ॥১৬
ব্রাহ্মণৈশ্চেত্তরৈশ্চৈব যদি বৈ পিতরো মম।
পরৈর্ন শক্তিতাস্তাদৃঙ্নিত্যং ভবতি ভীরুবৎ ॥১৭
অত এবাহমুদ্যুক্তো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ভরতস্য বধে রাঘবং সংচিন্তয়িতুম্ ॥১৮

আমি আমার ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না। কারণ, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আমি যেমন অধর্মকে লাভ করিব, এই ক্রোধও আমাকে তেমনই লাভ করিবে।৭

যে ব্যক্তি সময় কারণ হইতে উৎপন্ন ক্রোধকে নিয়মন করে, সে ধর্ম, অর্থ ও কামকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।৮

সর্বত্রিভূতি রাজগণ যথাস্থানে ক্রোধের পরিত্যাগ করিয়া অনিষ্টগণের নিধন ও শিষ্টগণের পরিপালন করিয়া থাকেন।৯

আমি মাতুলআসিয়া যখন পর্বতপ্রায় শরীর ছিলাম, তখন ক্ষত্রিয়াধমগণকর্তৃক কৃতঘ্নতাপূর্বক অযথা সময় আমি অবলীলাক্রমে সংহারকার্য করিতে পারি।১০

*ক্ষত্রিয়াধমগণ পর্বতপ্রমাণ করিয়াও কৃতঘ্নতাপূর্বক আমাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ক্রোধ আমার সহায় হইল।১১

আমাকে আক্রোশ করিয়া আনর্তদেশে ভয়ে আক্রমণের জন্য সমস্ত পৃথিবীও ক্রোধাও আমার পাশ যায়।১২

যখন ক্রোধ লোকই কৃতঘ্নতাপূর্বক ক্রোধাও আশ্রয় দিল না, তখন আমার যে আমাকে উপায় উপায় করিয়া বাহন করিলেন।১৩

যখন পাপের প্রতিষেধক করিতে থাকে, তখনই জগতে পাপকার্য উৎপন্ন হয় না।১৪

যখন পাপকার্যের বাধক কেহ করিতে থাকে না, তখনই অধিকাংশ লোকের পাপকর্মে মতি হয়।১৫

শক্তি থাকিতেও যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও পাপীকে নিবর্ত করে না, সে শক্তিমান্ হইলেও সেই পাপকর্মের ফলের লিপ্ত হয়।১৬

পৃথিবীর ব্রাহ্মণগণ শক্তিমান্ হইয়াও নিজ আত্মার প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ যখন আমাদের পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করেন নাই, তখন আমি ইহাদের সকলের প্রতিই ক্রুদ্ধ হইয়াছি এবং সকলকে নিধন করিবার শক্তিও আমার আছে; সুতরাং আমি আপনাদের বধে নিশ্চিন্ত পারিব না।১৭-১৮

যদ্যপি হেষ অবশ্যবধীরত্ব সুতো মহৎ।
ঔর্বেণ্যস্যাপি পুত্রস্যৈতাবান্ বিধিরাত্মজম্ ॥১৪
ভক্ষয়ন্ত্যমুতো যেঽস্মিল্লোকান্যাস্যন্তি নিত্যদা।
মদ্বেষেণ চ যস্মাৎ ত্বং বিদ্বেষীতঃ ষড়ক্ষসা ॥১৫
অতস্ত্বাং বিজানামি সর্বলোকবিনেষ্টারম্।
তস্মাদ্ বিনশ্য ত্বমুতো লোকান্ যান্ ত্বং চেচ্ছসি ॥১৬

পিতর ঊচুঃ।

ন এষ ব্রহ্মবন্ধুস্তেঽস্মিল্লোকান্যাস্যতুন্মদাৎ।
অস্তু বং মূঢ় তদ্ভদ্রং তে লোকা ইমে
প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৭
আপোময়াঃ সর্বরসাঃ সর্বযাপোময়ং জগৎ।
তস্মাদপ্সু বিমুঞ্চেমং ক্রোধাগ্নিং বিজসত্তম ॥১৮
অথবা ত্বিহৈবৈনং বিপ্র সংস্থাপ্য মহোদধৌ।
অন্যলোকাংশ্চিরধ্বংসাংশ্চ লোকা স্থাপোময়াঃ
কৃতাঃ ॥১৯

এবং প্রতিজ্ঞা সংস্থাস্যে তবাস্য ভবিষ্যতি।
ন চৈবং সাধবো লোকা ধর্ষিষ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০

ঘৃতাচ উবাচ।

ততস্তং ক্রোধজং তাত বৈতোঽগ্নিং ভৃগুনন্দনে।
উৎসসর্জ স চৈবাপ উপযুঙ্‌ক্তে অযোনয়ঃ ॥২১

অবজ্ঞায়ো মুখং বহ্নেঃ ত্বঞ্চ বেদবিদো দ্বিজঃ।
ঔর্বস্যুরুসিবং বক্ত্রাৎ পিতৃভ্যাপো অযোনয়ঃ ॥২২

তস্মাৎ যদপি ভদ্রং তে ন লোকান্ ধক্ষ্যতীদৃশি।
পরাভবং পরিষ্যন্তি লোকান্ জানন্ জানবতাং বর ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণ্যৌর্বোপাখ্যানে একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৯

যদি আমার শক্তি থাকিতেও আমি ঔর্বাগ্নিকে উপেক্ষা করি, তবে উহাদের পাপ আমার উপরই আসিবার ভয় আছে।১৪

তা ছাড়া, ক্রোধ হইতে যে অগ্নি আমার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা সকল লোক বিনাশ করিতে সক্ষম, যদি আমি উহাকে নিজের জন্য বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করি, তবে উহা আমাকেই ভস্ম করিবে।১৫

হে পরিত্রাণ্ পিতৃপুরুষগণ! সর্বলোকের হিত করিবার যে সংকল্প উহা আপনাদের হইয়াছে, উহার অন্যথা আমি বুঝি; এবিষয়ের আপনারা এমন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে সকল লোক ও আমার উভয়েরই হিত হয়।১৬

পিতৃগণ বলিলেন,—ক্রোধ হইতে তোমার জন্য যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা তুমি জলে নিক্ষেপ কর; কারণ জলেই সকল লোক প্রতিষ্ঠিত।১৭

হে দ্বিজসত্তম! সকল প্রকার রসময় বস্তু মাত্রই জলময় এবং সমস্ত জগৎ জলময়; সুতরাং তোমার ক্রোধাগ্নিকে জলে নিক্ষেপ কর।১৮

তুমি যদি সংযত হও, তবে এই ক্রোধাগ্নিকে তুমি সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে সকল লোক ধ্বংস করার অভিপ্রায় তোমার সিদ্ধ হইবে; কারণ, সকল লোকই জলময়।১৯

বিপ্রবর পুত্র! ইহাতে তোমার প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইবে এবং বেদবেত্তা সহিত সকল লোক বিনষ্টও হইবে না।২০

ঘৃতাচী বলিলেন—হে তাত! তখন ঔর্ব তাহার ক্রোধাগ্নিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; আজ পর্যন্তও উহা বড়বানলরূপে সমুদ্রে জলকে শোষণ করিতেছে। এখন ঐ অগ্নি ঘোড়ার আকৃতি ধারণ করিয়া অগ্নি উদ্গিরণ করত সমুদ্রের জল পান করিতেছে। বেদবিদ্ পুরুষগণ অগ্নিকে এই বড়বাকে জানেন।২১-২২

সুতরাং যে জানিয়াছে। তোমাকে জানিয়া শুনিয়া এই সকল লোককে জলে ফেলা সমুচিত নয়, তোমার মঙ্গল হউক।২৩

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে ঔর্বোপাখ্যানে একোনাশীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পুলস্ত্যপ্রভৃতীনাং মহর্ষীণামুপদেশেন পরাশরেণ রাক্ষসসত্রস্য সমাপ্তিঃ।

গুরুর উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রর্ষির্বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
তথেত্যেবাব্রবীদ্ ধোমাং সর্বলোকপরাভবাৎ ॥১

যৎ তে চ ন মহাত্মেজা সর্বমেবমিদং যথা।
ঋষী রাক্ষসসত্রেণ পাক্তোধেন পরাশরঃ ॥২

তেজো বৃদ্ধিঞ্চ বালাংশ্চ রাক্ষসান্ ন জ্ঞাতবান্।
ততো বিনাশে তেষাং শক্তেরুৎপদ্যতে মতিঃ ॥৩

স হি তং যাজয়ামাস পৌত্রো বৈশ্বানরস্য বৈ।
দ্বিতীয়ামপি তাং তনুং প্রবিষ্টা যদ্বি নিস্তরাৎ ॥৪

ব্রহ্মণাং পাবকানাঞ্চ সত্রে তস্মিন্ মহাত্মনঃ।
আলোক্য পুরতাদ্ ধোম্যো দগ্ধুমৈচ্ছৎ পরাশরম্ ॥৫

তেন তেজো গুরোস্তস্য দুরাসদমিব প্রভুম্।
ঋষিমৌপমন্যবাখ্যং পূর্বমেব ব্যলোকয়ৎ ॥৬

যং বশিষ্ঠস্তদা সর্বে ঋষয়স্তত্র মেনিরে।
তেজসা তীব্রমানং বৈ দ্বিতীয়মিব তং তথা ॥৭

তমঃ সাগরতুল্যাশ্চ সর্বোর্মিকলাবহাঃ।
সমাপিপদিষুং সত্রং তস্যর্ত্বিজঃ সুপাবকম্ ॥৮

তথা পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুশ্চৈব মহাক্রতুঃ।
এতান্ ঋষিবরান্ সর্বান্ তীব্রতেজসা ॥৯

পুলস্ত্যস্তু যথা তেষাং রক্ষসাং ক্ষয়মব্রবীৎ।
উপাখ্যানং তথঃ সার্বং পরাশরবধায়তম্ ॥১০

কথিতং ক্রতুনা পূর্বং যে তস্মিন্নভবন্ পুরা।
তেষাং ব্যয়ায়ঃ সত্রে পরেষাং ক্ষয়কারণাৎ ॥১১

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পুলস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের উপদেশে পরাশরকৃত রাক্ষসসত্রের সমাপ্তি।]

গুরু বলিলেন—মহাত্মা বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া মহর্ষি পরাশর সর্বলোকের পরাভব হইতে তাঁহার ক্রোধকে সংযত করিলেন।১

শক্তিনন্দন যেরূপভাবে মহাতেজস্বী মহর্ষি পরাশর রাক্ষসসত্র আরম্ভ করিলেন।২

তখন সেই মহামুনি শক্তির মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া বালক পুত্র সকল প্রকার রাক্ষসকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।৩

বশিষ্ঠদেব তাঁহার প্রথম প্রতিজ্ঞাকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকে আর ভঙ্গ করিলেন না, তাহাতে, তাহা হইলে রাক্ষস পরাভবের সম্ভাবিতা নষ্ট হইবে।৪

সেই সত্রে আহবনীয়াগ্নি দ্বিতীয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় চতুর্থ অগ্নিরূপে মহামুনি পরাশর প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন।

তেজে তাঁহার গুরুর দুরাসদের শক্তিরও।
ঋষিমৌপমন্যবাখ্যং পূর্বেরই ব্যলোকয়ে ॥৬

যে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁহাকে তেজে দীপ্যমান দেখিয়া দ্বিতীয় প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন।৭

অনন্তর তমঃসাগরের উপমাস্থল মহর্ষি অত্রি পরাশরের যজ্ঞকে সমাপ্ত করিবার উদ্দেশে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৮

যে পরাক্রান্ত অনন্তর পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু প্রভৃতি তথায় সমাগত মহর্ষিগণও রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তথায় আসিলেন।৯

হে ভার্গব! মহর্ষি পুলস্ত্য রাক্ষসগণের বধ হইতে দেখিয়া অত্রিকল্প পরাশরকে বলিলেন।১০

"হে পুত্র! সকল রাক্ষসের বধ করাতে তোমার কোন ফল হইবে না। যে সকল রাক্ষস তোমার পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানে না,

এতেনোক্তেন বিধিনা যজ্ঞং ন বি কর্তুং ত্বমর্হসি।
তৈস্তৈর্ত্ত বিবাদৈর্বা ধর্মে বুদ্ধিস্তপস্বিনাম্ ॥১২
সর্ব এব পুরা ধর্মবক্তারঃ পরাশর।
অথর্বিষ্ঠঃ ঋষিষ্ঠঃ সত্যবাদ্ধ ত্বং পরাশর ॥১৩
শক্তিং চাপি বি ধর্মজ্ঞং নাস্তিক্যাদ্বুদ্ধিমোহিতম্।
প্রজাহার্থং ত্বমেতেষাং ন বৈরং কর্তুমর্হসি ॥১৪
পরাশরি মহেষ্বাসিষ্ঠ ইতি তদ্বচনাদ্বিদুঃ।
আত্মবৈরাত্মজেনেহ পুত্রো হ্যুত্পাদিতস্ত্বয়া ॥১৫
ন বি তে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ভক্ষো ভক্ষয়িতুং ক্ষমঃ।
আত্মবৈরাত্মজেনেহ পুত্রো হ্যুত্পাদিতস্ত্বয়া ॥১৬
বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তাদ্বৈ রাক্ষসাস্তে পরাশর।
রাজা কল্মাষপাদশ্চ বিদ্যাদ্বেষ যোগতে ॥১৭

যুক্তসার নির্দোষ, আহারের বর করিয়া কি তোমার প্রীতি হইয়াছে ?১১

হে বৎস; আমার সত্যবাদনের এইরূপ উল্লেখ করা তোমার উচিত নয়। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের ইহা ধর্ম নহে ।১২

হে পরাশর। তুমিই (শাস্ত্রিই) ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম; তুমি তাহাই আচরণ কর। পরাশর। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া অবাধিকের ন্যায় কেন কার্য করিতেছ ?১৩

তোমার পিতা শক্তি বাশিষ্ঠ ছিল, এইরূপ অবধারণা করিয়া আমার যথাযথরূপে উল্লেখ করা কি তোমার উচিত ? আমার সত্যবাদনের উল্লেখ করা তোমার উচিত নয় ।১৪

হে বশিষ্ঠবংশাবতংস। শক্তির নামেই রাজা রাক্ষস হইয়াছিল। সে নিজের দোষেই বিনষ্ট হইয়া স্বর্গে গিয়াছে ।১৫

হে পুত্র। কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। সে নিজেই নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে ।১৬

যে চ শক্ত্যাদয়ঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
যে চ সর্বে মূলা মুক্তা মোক্ষায় দীক্ষিতাঃ পুরৈব ॥১৮

সর্বেষেতম্ বশিষ্ঠস্য বিদিতং বৈ মহাত্মনঃ।
যৎসাক্ষ মন্যুমেবং ত্বং তাত ধারয়িষ্যসি ॥১৯

নিমিত্তভূতমাত্রং হি ত্বমেষাং বশিষ্ঠদায়।
তৎ শান্তঃ মুক্ত আত্মা যে সমাপ্তমিদমস্তু তে ॥২০

গর্গ উবাচ।

এবমুক্তঃ পুলস্ত্যেন বশিষ্ঠেন চ ধীমতা।
তথা সমাপয়ামাস সত্রং পারাশরো মুনিঃ ॥২১
সর্বরাক্ষসসত্রান্ত মন্ত্রবিৎ পারকৃৎ তদা।
উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে ঔর্বমাশ্রম আবসৎ ॥২২

তাহার মৃত্যু যদিও প্রারব্ধ অনুসারেই হইয়াছে। হে পরাশর, বিশ্বামিত্র ও রাজা কল্মাষপাদ উহাতে নিমিত্ত মাত্র ছিলেন। তোমার পিতা এখন স্বর্গে আরোহণ করিতেছে ।১৭

হে মহামুনে। শক্তির যাহারা ছোট ভাই ছিল, তাহারা সকলেই মুক্ত হইয়া এখন স্বর্গে যেরূপের সহিত আনন্দ ভোগ করিতেছে ।১৮

হে মহামুনে। এ সমস্ত কথাই বশিষ্ঠের জানা আছে। তোমরা রাক্ষসযজ্ঞ যে জন্য হইয়া গেল (শুনিয়া তুমি এখন ক্ষান্ত হও) ।১৯

হে বশিষ্ঠনন্দন। তুমি এই যজ্ঞে রাক্ষসগণের মরণের প্রতি কেন নিমিত্ত হইতেছ ? তোমার কল্যাণ হউক ।২০ তোমার এই যজ্ঞও সমাপ্ত হউক ।২০

গর্গ বলিলেন,—হে অর্জুন। পুলস্ত্য ও বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ ঋষির এই কথা বলিলে পরে শক্তি-নন্দন মহামুনি পরাশর যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ।২১

সমস্ত রাক্ষসযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রজ্ঞ পরাশর উত্তর হিমবৎপার্শ্বে ঔর্বাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন ।২২

ন ত্বয়াত্মাপি রক্ষ্যোঽসি দুষ্কৃতেষ্বপি এষ চ।
তস্মাদ্ দুষ্কৃতে বহ্নিঃ সদা পর্বণি পর্বণি ॥২০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণ্যুপপাণ্ডবে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০

সকল রাজলক্ষণের মধ্যে তুমি যে দোষযুক্ত ঔষধার ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিলে ; তিনি তাহা হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে মহাবনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯

সেই স্থানে এখনও সেই অগ্নি পর্ব্বে পর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ, তপ ও প্রজ্বালনমুখে মহা তেজঃ অবস্থান করিতেছে ॥২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্ব্বে ঔর্ব্বোপাখ্যানে একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা কল্মাষপাদের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির অভিলাষপ্রসঙ্গ।]

অর্জুন উবাচ।

রাজ্ঞা কল্মাষপাদেন গুরৌ তস্মিন্নিবেশিতাঃ সুতে।
কারণং কিং পুরস্কৃত্য ভার্য্যা বৈ নাভিরোচিতা ॥১
জানতা বৈ পরং ধর্মং বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
অপত্যায়াচিতং কস্মাৎ কৃতং তেন মহর্ষিণা ॥২
অবসিষ্ঠং বশিষ্ঠেন কৃতং চাপি পুরা সখে।
এতন্মে সংশয়ং সর্বং ছেত্তুমর্হসি পৃচ্ছতঃ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনঞ্জয় নিবোধেদং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বশিষ্ঠং প্রতি দুর্বৃত্তং তথা বিশ্বসখং তৃপম্ ॥৪
কথিতং তে যথা সর্বং তথা পন্থাঃ ন সংশয়ঃ।
শক্তিনা তনয়জ্যেষ্ঠং বাশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥৫
ন তু শাপবশং প্রাপ্তঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
নির্দহন্নিব পুত্রান্ রাজা সমবলাঃ পরন্তপঃ ॥৬

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা কল্মাষপাদের প্রতি রাক্ষসী আবির্ভাব ও অভিশাপ দান।]

অর্জুন বলিলেন,—রাজা কল্মাষপাদ মহাত্মজ্যেষ্ঠ গুরু বশিষ্ঠদেবের নিজ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্য কি কারণে নিয়োগ করিয়াছিলেন ?১

পরম ধর্ম কি তাহা জানা সত্ত্বেও মহর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠই বা কেন অন্যথাচরণ করিয়াছিলেন ?২

হে সখে ! পরম বান্ধব হইয়াও পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব এইরূপ অযাচিতভাবে কার্য্য কেন করিয়াছিলেন ? আমার এই সংশয়গুলি আপনি ছেদন করুন ॥৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ধনঞ্জয় ! আপনি যাহা বশিষ্ঠ ও রাজা বিশ্বসহ কল্মাষপাদ সম্বন্ধে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ বলিতেছি শুনুন ॥৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যেভাবে বশিষ্ঠতনয় শক্তি-কর্তৃক রাজা কল্মাষপাদ অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট সবই বর্ণনা করিয়াছি ॥৫

মহাত্মন রাজা কল্মাষপাদ শাপ-পরবশ হইয়া ক্রোধে আকুললোচনে নিজপুরী হইতে স্ত্রীর সহিত বাহির হইলেন ॥৬

অন্যত্র নির্জনং গত্বা পলাশঃ পর্যচিন্তয়ৎ।
জন্মপ্রভৃতিকর্মাণি যানি সত্যানৃতানি চ ॥৭
যানি ভক্তপরাত্মানি যানি ক্রূরাণি যানি চ।
অন্যত্র যোগমায়াং পাপপ্রজ্ঞঃ পরিস্রবন্ ॥৮
ন ত্বেবাদ্য সুখাধিষ্ঠো দুঃখম্ উদ্যমবান্নরঃ।
ধর্মং তুলয়িষ্যিষ্টঃ কস্মিংশ্চিন্নির্জনে ঘনে ॥৯
ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ্যে চৈব বিদ্যাযোগপরস্য চ।
যৌ তৌ ধর্মৌ তয়োস্তত্ত্বাবকৃতার্থৌ প্রধাক্ষিতৌ ॥১০
তয়োঃ প্রত্যক্ষতোবিপ্রে ব্রহ্মণ্যে ধৃতবিগ্রহাৎ।
দৃষ্টঃ সুচীর্ণঃ কর্তব্যস্তস্য ব্রাহ্মণ্যভাবত ॥১১
শূদ্রে যাজন্ যদ্ যজনং যচ্চ যস্যোপবর্ণনম্।
আদিত্যবৎপ্রভূতত্বং হি নেহাস্তি পরতঃ ॥১২
অপ্রত্যক্ষঃ বিধির্ধর্মে ত্রয়ীপ্রত্যক্ষতো হতঃ।
শ্রুত্যোপনতস্তু দুর্বৃত্তো ন পাপঃ কর্তুমর্হতি ॥১৩

নির্জন স্থানে গিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে মায়া তাঁহার চিত্ত, শক্তি ও প্রাণকে পূর্ণ করিল ॥৭

উহা মায়া তাঁহার চিত্ত, হৃদয় ও শুভজ্ঞানে পরিপূর্ণ করিল। সেই যোগমায়ায় বিমোহিত হইয়াই তিনি পাপপ্রজ্ঞ হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন ॥৮

তিনি একদিন সুখাসীন হইয়া নিজের ভাগ্য ভোগের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া নির্জন অরণ্য মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে মৈথুনরত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহারা মৈথুনে বিরত না হইলেও তাঁহার দৌড়াইতে লাগিলেন ॥৯-১০

পলায়মান মিথুনের মধ্যে ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পত্নিকে ধৃত দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন ॥১১

"হে সুব্রত রাজন্! আপনাকে যাহা বলিতেছি, আপনি আমার সেই কথা শুনুন; আপনি সুধী হইয়া

অনুকালে তু সম্প্রাপ্তে ঋতুর্যস্তনচিন্তিতা।
অকৃতার্থা ত্বয়ং ভর্ত্রা প্রসবার্থে সমাগতা ॥১৪
প্রসাদে নৃপশ্রেষ্ঠ ভর্তারং মে বিসর্জয়ত্।
এষ দ্বিজোপসমাধাস্যতে ন নৃপসত্তম ॥১৫
ভর্তারং ভক্তমাধান যাচ্যো মৃগয়িতেন্দ্রিয়ম্।
তস্যাঃ ক্রোধাভিভূতায়া বাক্যমপ্রতিপত্তয়ে ॥১৬
সোঽর্থিঃ সমবলং হীত্বৈনং হন্তুং ব্যবসিতবান্।
ততঃ স তু পরিত্রস্তো ভর্তৃব্যসনচিন্তিতা ॥১৭
কল্মাষপাদ মাংবিদ্ধি ব্রাহ্মণী ত্বয়া।
ধর্মাত্মনাকৃতার্থায়াস্তুভ্যং নৃপসত্তম ॥১৮
প্রেক্ষন্ত্যা ভক্তিযোগেন হিতো ভর্তা মমেপ্সয়া।
তস্মাৎ যদ্যপি দুর্বৃত্তে মন্মনঃপরিবিপ্লুতম্ ॥১৯
পত্নীত্বায়ানুরূপায় সতস্ত্যক্তুং ন চোৎসহে।
যত্র চর্ষেরনিষ্টস্য ত্বয়া পুত্র বিনাশিতাঃ ॥২০

অনুপ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তখনে প্রসিদ্ধ ॥১২

আপনি প্রসাদপূর্ণ হইয়া বধূ ও শুভজ্ঞানায় বিরত হিলেন। যে দুর্বৃত্ত বীর! এখন যদিও আপনি পাপপ্রজ্ঞ, তথাপি এইরূপ পাপকর্ম আপনার করা উচিত নয় ॥১৩

আমার অনুকাল উপস্থিত হইয়াছে, পতির সহিত সম্ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত; আমি সন্তান লাভের জন্য পতির সহিত মিলিত হইয়াছি। কিন্তু এখনও কৃতার্থা হইতে পারি নাই ॥১৪

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সুতরাং আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার পতিকে ছাড়িয়া দিন। সেই ব্রাহ্মণী এইরূপ কাঁদিতে থাকিলেও তাহাকে কর্দপাত না করিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে বৃষলের ন্যায় যাজ্ঞা যেমন কৃশ তেমন করে, সেইরূপ ভক্ষণ করিলেন; ক্রোধাবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণীর চক্ষু হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল, তাহা অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সেই রাজাকে দগ্ধ করিল। পতিশোকে সন্তপ্তা

তেন লভ্যা তে ভার্য্যা তনয়ং জনয়িষ্যতি।
স তে বংশকরঃ পুত্রো ঋষিস্তুল্যো ভবিষ্যতি ॥২১

এষ পন্থা ত্বয়া রাজন্নয়ং তস্যাধিগন্তব্যঃ।
ঔর্ব্বস্য পরিষদ্যেষ বীতং প্রবিশ হুতাশনম্ ॥২২

বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগঃ সর্ব্বেষামনৃষিঃ কৃতঃ।
জাতয়োঽপ্যস্য ত্বরতা তপসা চ পরন্তপ ॥২৩

মুক্তশাপশ্চ রাজর্ষিঃ কালেন মহতা পুনঃ।
অদৃশ্যন্তেন রূপেণ তদ্বভূব নিবারিতঃ ॥২৪

ন হি সন্তানতঃ পুণ্যাৎ কাশ্চিদ্যোষিদ্ধিতা।
দেব্যাঃ সোমস্য চ ত্রাতা সন্তানো মৃগলক্ষণঃ ॥২৫

তং শাপমনুসংস্মৃত্য পর্য্যতপ্যত্ সুমধ্যমা।
এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজা বশিষ্ঠং সংজহারাহ্বৎ।
ত্বয়াহমনু বহ্মর্ষে শাপোঽয়মভিধিক্তঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথপর্ব্বণি বশিষ্ঠোপাখ্যানে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮১

রাজর্ষি তখন রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিলেন —"রে দুরাত্মন্! যেহেতু পরিজনকে অনুরাগী আমার মহিষী তুমি নির্জ্জনের ন্যায় আমার প্রিয় পত্নিকে ভক্ষণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি অদৃশ্যরূপে পাষাণের উপর হইলেই তোমার ক্ষুধা হইবে। দুর্ম্মতে! যে বশিষ্ঠের পুত্রকে তুমি বিনাশ করিয়াছ, সেই বশিষ্ঠ-ঋষির সহিত সঙ্গম হইলেই তোমার পত্নী পুত্র উৎপাদন করিবে। সে নৃপাধম! সেই পুত্রই তোমার বংশ রক্ষা করিবে" ॥১৮-২১

এইরূপ শাপ দিয়া সেই কল্যাণী আত্মবতী তাহার মনঃপূত প্রজনিত অগ্নিতে শরীর বিসর্জ্জন করিলেন ॥২২

সে পরন্তপ! মহাভাগবান্ যদিও বশিষ্ঠ জানিতেন এ সকলই আগিতে পারিলেন ॥২৩

দীর্ঘকাল পরে শাপমুক্ত হইয়া সেই রাজর্ষি পরীর অনুমরণে যাইতে উদ্যত হইলে তাঁহার পত্নী মদয়ন্তী তাঁহাকে বারণ করিলেন ॥২৪

কামমোহিত সেই রাজার পূর্ব্বশাপের কথা স্মরণ ছিল না। মদয়ন্তী রাজা কর্ত্তৃক করাইয়া দিলে তিনি ভীত হইয়া চিন্তিত হইলেন ॥২৫

তখন রাজা সেই শাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। হে মহর্ষে! এই কারণেই শাপদগ্ধিত রাজা নিজ পত্নীতে পুত্র উৎপাদনের জন্য বশিষ্ঠকে নিয়োগ করিলেন ॥২৬

শ্রীমন্মহাভারতপ্রকটীকা সন্নাহপত্নী সহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্ব্বে বশিষ্ঠোপাখ্যানে একাশীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈর্দ্ধৌম্যস্য পৌরোহিত্যে বরণম্।]

অর্জ্জুন উবাচ।

অস্ত্রাকাঙ্ক্ষানুরূপা বৈ যঃ স্যাদ্ গন্ধর্ব্ব কেচিৎ।
পুরোধিততমাংশ্চৈব সর্ব্বং হি বিদিতং তব ॥১

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমার পুরোহিত হইবার উপযুক্ত যদি কোন বেদবিদ্

ধৌম্য উবাচ।

ধৌম্যম্ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মা তপসি ভাবিতঃ।
ধৌম্য ইত্যুপকৃত্যেতি তং চক্রুঃ পাণ্ডবাস্তদা ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোপযেমে কৃষ্ণাং বৈ ফাল্গুনঃ প্রথমং তদা বিধিবৎ।
পুরোধায় তদা ধৌম্যং তথা বেদবিদাং বরম্ ॥৩
তস্মিন্ বিবাহে তু বিভুর্দদৌ বসূনি ভোজ্যানি ধনানি চৈব।
কার্ষ্ণায়সীং লৌহময়ীং তথৈব শয্যাং মহার্হাস্তরণোপপন্নাম্ ॥৪
তেজোগুণৈরভিপ্লুতা পুরুষৈঃ পাণ্ডবাস্তদা হ।
যস্যাম্ জাতীরথীতীরে যযাচিরে প্রভবিষ্ণবে ॥৫
তত উৎসোচকং তীর্থং গত্বা ধৌম্যাশ্রমং তু তে।
তং চক্রুঃ পাণ্ডবাঃ ধৌম্যং পৌরোহিত্যায় ভারত ॥৬

তান্ ধৌম্যঃ প্রতিগ্রাহ সর্বজ্ঞোবিদাং বরঃ।
অকরোচ্চ তদা তেষাং পৌরোহিত্যং তথৈব হ ॥৭

তে লব্ধ্বা দয়িতাং কৃষ্ণাং শ্রিয়ং রাজ্যং চ পাণ্ডবাঃ।
ব্রাহ্মণং চ পুরস্কৃত্য পাঞ্চালীং যযুরুত্তরে ॥৮

পুরোহিতেন তে সার্ধং তত্রত্যা লক্ষ্যতাং তদা।
মাধবস্যাধিরাজ্যানং মেনিরে ভরতর্ষভাঃ ॥৯

ন হি কেবলধর্মজ্ঞত্বেন্যাঃ শুভলক্ষণযোগতঃ।
তেন বর্ষবরা পার্থা লব্ধা ধর্মিষ্ঠতাং কৃতাঃ ॥১০

ধীমত্ত্বং সহিতাম্ মেনে প্রাপ্তরাজ্যান্ স্বধর্মতঃ।
বুদ্ধি-ধৈর্য্য-দমোৎসাহৈর্যুক্তান্ দেবানিব দ্বিজঃ ॥১১

ব্রাহ্মণ থাকেন, আপনি তাহা বলুন; তাহার আপনি সবই জানেন ॥১

ধৌম্য বলিলেন,—যখন ধর্মের তনিষ্ঠ ভ্রাতা যোদ্ধা উৎসোচকতীর্থে বসতি করিতেছেন, যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিতে পারেন ॥২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অর্জুন বিধি অনুসারে যজ্ঞসেনীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং তুষ্ট হইয়া ধৌম্যকে বলিলেন ॥৩

হে ধৌম্যশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার নিকটেই এখন পাণ্ডবগণ অগ্নিসকল স্থাপন করুন, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমি এবং করিব ॥৪

ধৌম্য ও পাণ্ডবগণ পাঞ্চালী পাঞ্চালকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তথা জাতীরথীতীর হইতে অগ্নিসকল লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥৫

হে ভারত! অনন্তর পাণ্ডবগণ উৎসোচকতীর্থে গমন করত যোদ্ধ্যভূমিতে আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে পুরোহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ॥৬

সকল বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৌম্য পাণ্ডবগণকে বরণের জন্য মুদ্রণার এবং পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সৎকার করিলেন ॥৭

তাঁহাকে পুরোহিতরূপে পাইয়া পাণ্ডবগণ ইহা জানিয়া আনন্দ হইলেন যে, "আমাদের লক্ষ্মী, রাজ্য ও পরমের সখায় দ্রৌপদী—এ সকলই আমরা লাভ করিয়াছি" ॥৮

ধৌম্য ও পুরোহিতরূপে ধৌম্যকে লাভ পাইয়া ভরতবংশশ্রেষ্ঠপাণ্ডবগণ নিজদিগকে সনাথ মনে করিলেন ॥৯

ধৌম্য যেমন বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, সেইরূপ উদারবুদ্ধিসম্পন্নও ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের গুরু হইলেন। গুরু ধৌম্য ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবগণকে নিজের সমান করিয়া লইলেন ॥১০

দ্বিজ ধৌম্যও এইরূপ বিশ্বাস করিলেন যে, পাণ্ডবগণ যেন ধর্ম, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত দেবতারা স্বয়ং সুরক্ষিত হইয়া নিজ রাজ্য প্রাপ্তই হইয়াছেন ॥১১

কৃতবন্তাবনাবেক্ষ্য তত্রতে মনুজর্ষিণাঃ।
মেনিরে সহিতা গন্তুং পাঞ্চালান্তাঃ পরংতপম্ ॥১২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে পরমসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি দৌষ্মন্তপূর্বাধিকরণে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮২

তিনি তাঁহাদের গমনের সময় বহির্দ্বারাদি অবস্থান করিলেন এবং যাবৎকাল পাণ্ডবগণ প্রত্যাগমন করিলেন ॥১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পরমাদরণী সহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ে চৈত্ররথপর্বে দৌষ্মন্ত দৌষ্মন্তিবৃত্তান্ত বর্ণক ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং পাঞ্চালযাত্রা, পথি ব্রাহ্মণৈঃ সহ বার্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে নরশার্দূলা ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
প্রযযুর্দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা তত্র লেভে মহোৎসবম্ ॥১

তে প্রযান্তো নরব্যাঘ্রাঃ সহ মাত্রা পরন্তপাঃ।
ব্রাহ্মণান্ বৃত্তবর্ণার্থে পন্থানং সমকাঙ্ক্ষন্ ॥২

ত ঊচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্ পাণ্ডবান্ ব্রহ্মচারিণঃ।
ন ভবন্তো মদিষ্যন্তি কুতো বাস্যামহে বয়ম্ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আবজানেকচক্রায়াঃ সোমশ্যামেকতঃবিলঃ।
ভবন্তো যৈ বিজানন্তু সহ মাত্রা বিজর্ষভাঃ ॥৪

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

পঞ্চভ্যোঽস্মভ্যো পাঞ্চালান্ ভূপতিঃ নিবেদয়ে।
ঘটমানো মহাংস্তত্র ক্ষত্রিয়ঃ সুমহাবলঃ ॥৫

ত্রাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল যাত্রা এবং পথে ব্রাহ্মণগণের সহিত কথাবার্তা।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সকলেই পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পাঞ্চালদেশ এবং সেখানে প্রস্তুত মহোৎসব দর্শন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥১

মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডব জননীর সহিত গমন করিতে করিতে পথে দেখিলেন অনেক ব্রাহ্মণ একত্রে বসিয়াছেন ॥২

রাজন্! সেই ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচারিণী পাণ্ডবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কোথায় যাইবেন এবং কোথা হইতে আসিতেছেন" ॥৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"হে বিপ্রবৃন্দ! আমরা একচক্রা নগরীবাসী পাঁচ সহোদর। আমার মাতার সহিত একচক্রানগর হইতে আসিতেছি আসিবেন" ॥৪

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—"আপনারা পাঞ্চালনগরে চলুন। সেখানে দ্রুপদ রাজার ভবনে মহান্ ধনরাশির সহিত ধনুর্বেদ উপলক্ষে মহোৎসব হইবে ॥৫

একমার্গং প্রয়াতঃ স্ম যত্র তত্রৈব পশ্যতি।
তত্র ভূতক্ষয়ো ভবিতা দুষ্কৃতোৎপন্নঃ ॥৬

যজ্ঞেনেজ্য হবিভা ভূপালস্ত ব্যবস্থিতঃ।
যৌবন্যাৎ সমুৎপন্না পদ্মস্যন্ত্রিকেক্ষণা ॥৭

ধর্মবীজবরারোহা সুমুখী মনস্বিনী।
কৃষ্ণায়াস্তু তনিত্যী দ্রৌণপাত্রাঃ প্রতাপিনঃ ॥৮

যো জাতঃ কতী যজ্ঞে দশাঃ দশশতম্।
তুলয়িত্বা ব্যবাহাঃ পাবকে পাবকোপমঃ ॥৯

তস্য ভার্যাবরারোহা দ্রৌপদী ভবিষ্যতি।
নীলোৎপলসমো গন্ধে যস্যাঃ ক্রোশাৎ
প্রবাতি বৈ ॥১০

যজ্ঞসেনস্য চ সুতাঃ ষড়্বর্ষাঃ ষড়হোদ্ভবাঃ।
গন্ধাদ্যো বৈ যাঃ ভূত্বা তত্র স্থিতাঃ মহোৎসবম্ ॥১১

ধাত্রায়ন্তঃ তনয়ো ব্যাঘ্রাক্ষো যজ্ঞরক্ষিতা ॥১২

ভরদ্বাজা ধর্মবীজাশ্চ বামাদেশসমাগতাঃ।
ব্যাঘ্রাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূমিপাঃ ॥১৩

যে তত্র বিধিবৎ স্নাত্বা বিজার্থং ব্রহ্মবাদিনঃ।
প্রদাস্যন্তি ধনং গাশ্চ তস্যাং ক্রোশন্তি মর্ত্যাঃ ॥১৪

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং দুষ্ট্বা চৈব যজ্ঞবরম্।
অনুভূয়োৎসবং চৈব গমিষ্যন্তো যথেপ্সিতম্ ॥১৫

নটা বৈতালিকাস্তত্র নর্তকাঃ সূত-মাগধাঃ।
বিদায়কাশ্চ যেষ্যন্তি প্রভূতা ধনমাদায় ॥১৬

এবং কৌতূহলং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
মহাশ্চার্যবরারোহাঃ পুনঃ প্রতিনিবর্তিষ্যে ॥১৭

আমরাও একদিকে চলিয়াছি এবং সেখানেই যাইতেছি। তথায় অদ্ভুত এক অনাচার হইবে।৬

যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর তথায় যজ্ঞবেদির মধ্য হইতে পদ্মপত্রসদৃশলোচনবিশিষ্টা এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে।৭

সেই কন্যা ধর্মবীজা, অনিন্দ্যসুন্দরী, সুমুখী, মনস্বিনী এবং দ্রৌপদকে প্রতাপী কৃষ্ণারূপে জন্মিবে।৮

সেই যজ্ঞাগ্নি কৃষ্ণাতে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নিতুল্য তেজস্বী। তিনি ধনু, শর, কবচ ও খড়্গ ধারণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন।৯

তাঁহারই ভগিনী কৃষ্ণবর্ণা ও অনিন্দ্যসুন্দরী এই দ্রৌপদী। সর্বদা তাঁহার শরীর হইতে নির্গত পদ্মগন্ধ এককোশ দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।১০

যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদ মহাযজ্ঞ সেই কন্যা এবং যজ্ঞবেদ মহোৎসবকে দেখিবার জন্যই আমরা চলিয়াছি।১১

ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যজ্ঞসম্ভূত মহাবীরগণ, ধাত্রায়ন্ত, তনয়, ব্যাঘ্রাক্ষ, যজ্ঞরক্ষিত, ধর্মবীজবরারোহ, ভরদ্বাজ, কৃতাস্ত্র, ব্যাঘ্রাক্ষ ও মহাযজ্ঞ।১২-১৩ ও রাজপুত্রগণ বামাদেশ হইতে আসিয়া সেখানে সমবেত হইবেন।১২-১৩

সেখানে উপস্থিত রাজন্যবর্গ বিজয়লাভের জন্য বিবিধ উপহার, ধন, ধান্য, গাভী, কন্যা ও ভোজ্যবস্তুসমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন।১৪

সেই সব বস্তু পরিগ্রহ করিয়া সেই যজ্ঞের ও উৎসব বর্ণন করত আমরা ও ও স্থানে প্রস্থান করিব।১৫

সেখানে নট, বৈতালিক, নর্তক, সূত, মাগধ এবং বন্দনাকারী সকলে নানা দেশ হইতে আসিবেন।১৬

হে মহাব্রাহ্মণ। আপনারা আমাদের সহিত কৌতুক করিয়া, মহোৎসবরূপ কৌতুক দর্শন করিয়া এবং দানের পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন।১৭

ধর্মরাজাংস্তথা সর্বান্ মেরুপ্রস্থনিবাসিনঃ।
সমীক্ষ্য কৃষ্ণা বরদং দদর্শ চতুরাননম্ ॥১৬

অথ ব্রাহ্মং তদা শ্রীমান্ ধর্মরাজো মহামুনিঃ।
বিমুঞ্চমানো বিনয়ং দদর্শ ত্রিদিবং মহৎ।
আরুরুক্ষন্নথ পুনঃ শ্রীমিং যো ধর্মবিত্তমঃ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পরমং তো ধ্রুবস্থানং ব্রহ্মর্ষে বৈ মহোৎসবম্।
অভিপ্রহিতাঃ সর্বে ভবন্তাত্র যথাসুখম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি পাণ্ডবাশ্রমনে
চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৪

যেরোপ ধর্মরাজ কলসন্ধ আপনাদের দেখিয়া এরূপ হইতে পারে যে আপনাদের অন্য কোন এইরূপকে কৃপা বশে করিয়া লইবে ॥১৮

আপনাদের মধ্যে এই তাই (অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া) দেখিতে সুন্দর ও মহাবলশালী; ইহাকে (ক্রীড়া কৌতুকে) বিজয় করিয়া নিমুক্ত করিলে এ

ত্রৈলোক্যকে বশ করিতে আমার অন্তরাত্মা আপনাদের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছে ॥১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনাদের সকল আশাই ত্রি ত্রেষ্ঠ মহোৎসব ও কথায় আমার ধর্মের ধর্মিতে যাইব ॥২০

ত্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্বে পাণ্ডবাশ্রমনে ত্রাশীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ত্রুপদের রাজধানীতে গিয়া কুরুকারের গৃহে পাণ্ডবগণের অবস্থান, ধনুর্বেদ লাভার্থ দ্রোণ এবং দ্রুপদের যোগ্য ৮।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাঃ প্রয়াতাস্তে পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
দ্রুপদস্য পুরীং রম্যাং দ্রুপদেনাভিরক্ষিতাম্ ॥১

তত্রতে কুলকারস্য তদাত্মানমকল্পয়ন্।
ন্যূষুঃ পাণ্ডব ধীমান্ যুধি বৈশ্যাসনে তদা ॥২

তত্রৈব ন্যবসন্ কৃষ্ণাং সংকারাৎ কৃষ্ণয়া সহ।
ভবায়তে চাত্মযুক্তাস্তাঃ প্রবৃত্তিপরায়ণাঃ ॥৩

পঞ্চতো ব্রহ্মচারীণি ধনানি চ মহান্তি চ।
তত্র তত্র বসন্তশ্চ শনৈর্জগ্মুর্মহাবলাঃ ॥৪

অবসন্ন ধীর পাণ্ডবগণ নিশাগম অনুমিত মহারাজ যুধি বৈশ্যাসনের (ব্যাসের) দর্শন পাইলেন ॥২

তাঁহারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলে তিনি তাঁহাদের সৎকার করিলেন। অনন্তর প্রয়োজনীয় কথা হইবার পর পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্রুপদের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ॥৩

যাজ্ঞসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দ্রুপদো দ্রুপদাত্মজঃ।
আনুপূর্ব্যেণ সম্প্রাপ্তাঃ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুসঞ্জয়াঃ ॥৫
যে তু দৃষ্ট্বা পুরং তত্ত্ব মমকাবারক পাণ্ডবাঃ।
কৃষ্ণকারক পাঞ্চাল্যাঃ নিবাসং চক্রিরে তদা ॥৬
তত্র তৈরিহ সম্প্রাপ্তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ কৃষ্ণিসংগ্রিতাঃ।
তদ্ সম্প্রাপ্তাস্তথা বীরান্ জ্ঞাত্বিরে ন বয়াঃ ক্ষত্রিয়াঃ ॥৭
বজ্রসেনস্ত তাংস্তত্র পাণ্ডবান্ কিরীটিনে।
কৃষ্ণাং তথাবিধিং দৃষ্ট্বা ন চৈনান্ বিদুরোহি সঃ ॥৮
সোঽমন্যতাথঃ কৌন্তেয়ং পাঞ্চাল্যো জয়তেপ্সয়া।
দৃষ্ট্বা ধনুষ্যবনয়ং কার্ম্মুকায়স ভারত ॥৯
যন্ত্রং বৈহায়সং চাপি তায়সায়স কৃত্রিমম্।
তেন যন্ত্রেণ পরিতঃ ধার্য্যং লক্ষ্যং চকার সঃ ॥১০

দ্রুপদ উবাচ।
ইদং দৃঢ়ং ধনুঃ কৃত্বা সজ্যং কুরুত পার্থিবাঃ।
অতীত্য লক্ষ্যং যো বেদ্ধা স লভ্যা মৎসুতামিতি ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইতি স দ্রুপদো রাজা স্বয়ংবরমঘোষয়ৎ।
শ্রুত্বা পার্থিবাঃ সর্বে সমীয়ুস্তত্র ভারত ॥১২

তথৈব রাজান: রাজপুত্রাঃ সিংহবলাঃ।
দুর্য্যোধনপুরোগাশ্চ সর্ব্বতঃ কুরবো নৃপ ॥১৩

কর্ণশ্চাপি মহারাজ ধনুর্ব্বেদপরায়ণঃ।
অভ্যগচ্ছত্তদা রাজন্ দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ ॥১৪

মনীষী হন ও সংযোগসমূহ বর্ণন করিতে করিতে আবশ্যক মত অন্তঃপুরে বাস করত বীরে বীরে মহারাজ পাণ্ডবদের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।৪

যোদ্ধারা ও পরিচারকেরা সকলে সুখে মধুর ও প্রিয় ভাষায় লোকের মনোরঞ্জন করিতে করিতে তাঁহারা ক্রমশঃ পাঞ্চাল দেশে উপনীত হইলেন।৫

দ্রুপদের নগরী ও তাঁহার গৃহাবাসসমূহ (রাজগৃহপ্রকার) বর্ণন করিয়া তাঁহারা এক কুম্ভকারের গৃহে বাসের ব্যবস্থা করিলেন।৬

সেখানে তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করত অবস্থান করায় সেই বীরদলকে কেহই সেখানে চিনিতে পারিল না।৭

বজ্রসেনের (দ্রুপদের) মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কৃষ্ণার পাণ্ডব কিরীটিকে স্বয়ংবর হইবেন। কিন্তু সে কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।৮

যে মহাবাহু। তিনি কৃষ্ণাকে পুত্রিকা ব্যাজে করিবার উদ্দেশে ধনুকে গুণ কেহ গুণ আরোপ করিতে পারিবে না, সৌষ্ঠব সূত্র বহু নির্ম্মাণ করাইলেন।৯

তাহা দ্রুপদ পূর্ব্বে এমন কৃত্রিম যন্ত্র স্থাপন করিলেন, যাহা অবলম্বন করিতে পারিবে এবং সেই যন্ত্রের ছিদ্রের ঠিক উপরে এক লক্ষ্য বস্তু (মৎস্যাদি) রাখিয়া দিলেন।১০

দ্রুপদ বলিলেন,—যে এই ধনুতে গুণ আরোপ করিয়া প্রকৃত বাণসমূহের দ্বারা উপরিস্থিত যন্ত্রের ছিদ্রসমূহে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে পারিবে, সেই আমার কন্যাকে লাভ করিবে।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাজা দ্রুপদ স্বয়ংবর সভার ঘোষণা করিলেন। হে ভারত। তখন নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজগণ সেখানে সমবেত হইতে লাগিলেন।১২

মহাত্মা কর্ণিকও স্বয়ংবর দর্শন করিতে আসিলেন। হে রাজন্! কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণ উপস্থিত হইলেন।১৩

উপোপবিষ্টা যত্রেষ্টা ভূতীর্ভাবাঃ সনাতনাঃ।
ততঃ পৌরজনাঃ সর্বে সাগরোদ্ভবিনিস্বনাঃ ॥১৪
শিবমাসাদ্য প্রাপ্যা ঋদ্ধিমন্তে স পার্থিবাঃ।
প্রাতরুত্থায় বরাহ্ণে দৃষ্টিভাগে সমে শুভে।
সভাদ্বারাট্ শুভমতে ভবনৈঃ সর্বতো বৃতঃ ॥১৬
প্রাকারপরিখোপেতো বাহ্যোদ্যানসমন্বিতঃ।
বিমানেন বিচিত্রেণ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥১৭
সূর্যৌঘসদৃশকীর্তিঃ সর্বার্থাঙ্গমূর্তিমান্।
চন্দনোদকসিক্তশ্চ মাল্যদামোপশোভিতঃ ॥১৮
কৈলাসশিখরপ্রখ্যৈর্ভবনৈরধিরোহিভিঃ।
সর্বতঃ সংবৃতঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈঃ শুভ্রতোয়ুভৈঃ ॥১৯
সুবর্ণজালসংবীতৈর্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ।
সুখারোহণসোপানৈর্বজ্রস্ফটিকসংবৃতৈঃ ॥২০
প্রবালকদলীস্তম্ভৈরুদ্ভতধ্বজমালিভিঃ।
হেমোত্তমৈর্বৈদূর্যৈর্ভূষিতাবেদ্যনুক্রমৈঃ ॥২১
অনঃসাধনসম্ভারৈঃ সমবাস্তরণোত্তমৈঃ।
বহুধা তু শিবস্যাজৈর্হিমবদ্গিরিসন্নিভৈঃ ॥২২
তত্র নানাপ্রকারেষু বিমানেষু বলাহকাঃ।
সর্বে নানাবলাস্তোয়ৈঃ শিবেষুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥২৩
তত্রোপবিষ্টান্ ভূতুর্বঃ সেবপণরাজ্ঞান্।
রাজসিংহান্ মহারাজান্ কৃতাগুরুবিভূষিতান্ ॥২৪

মহারাজাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ নানাদেশ হইতে তথায় আসিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে মহারাজ উপযুক্ত সৎকার করিলেন ॥১৪

অনন্তর দেখিলেন, তথা নগরবাসিগণ সমুদ্র গর্জনের ন্যায় কোলাহল করিতে করিতে সভায় উপস্থিত আসিয়া পার্শ্বপার্শ্বি বসিলেন ॥১৫

রাজধানীর পূর্বোত্তর কোণে উপাস্য দিকে সমতল ভূমির যে সভাভূমি নির্দিষ্ট হইয়াছিল; তাহার অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণগণ বসিলেন। চারিদিকে জনসঙ্ঘে পরিবৃত সেই সভাভূমি অপূর্ব শোভা ধারণ করিল ॥১৬

সভাভূমির চারিদিক প্রাকার ও পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিভিন্ন বর্ণের চাঁদোয়ার দ্বারা সাজান ছিল ॥১৭

কোথাও নানা প্রকার বাজনা বাজিতেছিল ও চারিদিক উৎকৃষ্ট অগুরু ধূপের গন্ধে আমোদিত ছিল। সর্বত্র চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা অভিষিক্ত ছিল; এবং বিভিন্ন প্রকার অনেক, মালাজাল উহার শোভা বর্ধন করিতেছিল ॥১৮

ঐ সভাভূমির চারিদিক্ কৈলাসশিখর সদৃশ শুভ্রবর্ণ অত্যুচ্চ শুভ্র প্রাসাদসমূহের দ্বারা পরিবৃত ছিল ॥১৯

ভিতরে সুবর্ণের জাল ও মণিকুট্টের দ্বারা সাজান ছিল, সুখের সোপানগুলি বজ্রে আরোহণ যোগ্য ছিল এবং মহামূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত সিংহাসন-সমূহ সজ্জিত ছিল ॥২০

ঐ সভাভূমির অবস্থিতি মনোহর ছিল; স্তম্ভগুলি বালাসমূহে সজ্জিত, উহার অগ্রভাগে ধ্বজমালা, হেম ও রত্ন বিভূষিত ভাস্য ভাসর শুভ্র ছিল, উহার মহারাজ এবংবিধ বিভূষিত সুখপ্রবিষ্টি এবং শয্যা ও আসনে সুশোভিত ছিল। উহা নানাবর্ণের বাদুকে চিত্রিত হিমালয়ের শিখরের ন্যায় দেখাইতেছিল ॥২১-২২

বিমানসমূহ নানাপ্রকার মহামূল্য আস্তরণসমূহে সর্বাঙ্গসুন্দর বিভূষিত হইয়া নরপতিগণ পরস্পরের স্পর্ধা সোধন করত উপবেশন করিলেন ॥২৩

মহামূল্য মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নরপ ও অনেক-

অথাগ্রসরমাণ্ ব্রহ্মণ্যান্ দদৃশুঃ পরিবারিতান্।
স্নিগ্ধান্ সর্বত্র সোমস্য দুহ্যমানান্ গবাং শতৈঃ ॥২৫
হৃষ্টেষু চ পরার্ধ্যেষু গৌরাবসথা জনাঃ।
কৃষ্ণাজিনপরিচ্ছন্না সর্বতঃ সমুপাবিশন্ ॥২৬
ব্রাহ্মণৈশ্চ সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্।
তত্রাহ পাঞ্চালরাজস্য পুরোধাস্তমুতত্যম্ ॥২৭
ভদ্রন্তে ব্রহ্মণো বদ্বন্ ন ব্রাহ্মন্ দিবসান্ বহূন্।
ব্রহ্মপ্রবাদবহুলাঃ শোভিতো নৈমিষীয়কৈঃ ॥২৮
বর্তয়ন্তে সদাস্মাকং তু বনবাসেঽপি বোড়শে।
আয়ুষ্মতী সুকন্যা সর্বাভরণভূষিতা ॥২৯
অলঙ্কৃতা সমুদ্যান্তী কাঞ্চনীং সকলংকৃতাম্।
অবতীর্ণা ততো যজ্ঞং দ্রৌপদী তরতর্ষভ ॥৩০
পুরোধিতা সোমকানাং ঋত্বিগ্ ব্রহ্মণ্যঃ শুচিঃ।
পরিস্তীর্য্য হুতাবাগ্নিমাজ্যেন বিধিবৎ তদা ॥৩১

সন্তর্পয়িত্বা হুতভুগ্ ব্রাহ্মণান্ ঋত্বিজো চ তান্।
ব্যসর্জয়ন্ত সর্বেষু দাস্যন্নিষু সমন্ততঃ ॥৩২
নিষ্পন্নেষু তু কৃষ্ণেষু তিলেষু দৃষ্টকর্মসু বিশাম্পতে।
কৃষ্ণাদাদায় বিধিবদ্ঘৃতকুম্ভমধিষ্ঠিতঃ ॥৩৩
জুহাবাগ্নৌ পরময়া দেবযজ্যাবিধা দিবা।
যাজ্যানুবাক্যৈর্মন্ত্রৈশ্চ ব্রহ্মকর্মবিদুত্তমম্ ॥৩৪
ইন্দ্রঃ বসুর্দক্ষিণায়ে চ বাণাঃ
পূষ্ণস্তু যে কৃপণতঃ সমেতাঃ।
ত্বিস্ট্রশ্চ যজ্ঞস্য সমর্পণায়ঃ
শতৈঃ পিতৃর্যৈঃ সহিতৈর্ষণার্বৌ ॥৩৫
এতন্মন্ত্রং কর্ম জুহোতি যো বৈ
মূলেন রূপেণ ফলেন যুক্তঃ।
তস্যাস্য হার্যা ত্রিদিবী যমেতঃ
কৃষ্ণা ত্রিবৃত্তা ন দুষা ত্রয়ীবি ॥৩৬

যাজিগণ দেখিলেন যে, রাজোচিত উচ্চ মহামূল্য আসনসমূহের উপর মহাবলপরাক্রান্ত, মহাভাগ্যশালী, কৃষ্ণমৃগচর্মাদির বস্ত্রপরিহিত, ব্রাহ্মণভক্ত, স্ব-স্বরাজ্যের অধিপতি বিভু ভগবান ও পুণ্যের বলে বলবান, প্রিয় ব্রাহ্মণিগণের কৃষ্ণার বর্ণনের আকাঙ্ক্ষায় উপবেশন করিয়াছেন।২৪-২৬

পাঞ্চালরাজের পুরোহিত সমৃদ্ধি বর্ণন করার ব্রাহ্মণগণের সহিত নিজেই আসনে উপবেশন করিলেন।২৭

আয়ুষ্মান্! যেখানে অনেকদিন ধরিয়া সোমের টান হইতেছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণাদি যাহাতে যজ্ঞ করার স্থান করিতেছিলেন। সেই নৈমিষীয় কুরু ঋষি কথা প্রসঙ্গে করিয়া সকলের আসন বর্ধন করিতেছিল।২৮

পরম বিদ্ধ পর্যন্ত এইরূপ অবস্থানের ষোল দিনে সুকন্যা সুবর্ণ বস্ত্রপরিহিতা, সর্বাভরণে বিভূষিতা দ্রৌপদী কাঞ্চনময়ী থালা হাতে করিয়া সেই যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণা হইলেন।২৯-৩০

মন্ত্রবিদ্ শুচিব্রাহ্মণ সোমক বংশের পুরোহিত অগ্নিহোত্রের চারিদিকে বেদমন্ত্রের দ্বারা বিধিপূর্বক আহুতি প্রদান করিলেন।৩১

তিনি অগ্নিতে হুত করিলে রাজা ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষণ করাইয়া যাজ্ঞসেনীস্বয়ম্বর দর্শন যাজ্ঞিক যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন।৩২

হে মহারাজ! চারিদিক্ নিষ্কণ্টক হইলে মহাদীক্ষিত কৃষ্ণাকে লইয়া মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ হবিষ্য করিয়া ঘৃতাহুতি দেবযজ্ঞপদ্ধতিতে অর্থপূর্ণ মধুর ভাষায় উচ্চারণে এই কথা বলিলেন।৩৩-৩৪

"এই যজ্ঞ, এই বাণসমূহ, ঐ লক্ষ্য; যে যজ্ঞের ফুলফলযুক্ত। আপনারা ভক্তন। যজ্ঞের গুণ আরোপ করিয়া ঐ যজ্ঞের ছিদ্রপথে যাহার দ্বারা ঐ লক্ষ্যকে উত্তম ফুল, সুন্দর ফল ও ধনসম্পদ যে পুরুষ বিদ্ধ

তাবেবমুক্ত্বা ভগবান্ পুনঃ
পপ্রচ্ছাথ তাং ভামিনীমুদারাং।
মাদ্রা চ সোমেন চ কর্ণিকা চ
সংকীর্তয়ন্ দুহিতরোঽস্মেতি ভাষন্ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অংশাবতরণপর্বণি দুষ্টরাজ্যে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৪

তখিনে পারিবে, এইরূপ বলে কর্ণসম্পাদনকারী সেই পুরুষই আমার এই ভগিনীকে লাভ করিবেন ॥৩৫-৩৬

ব্রহ্মণগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ পুনরায় সেই ভগিনীকে বলেন, মাদ্রা ও কর্ণ উচ্চারণ করিয়া তাহাদের রাজকুলের পরিচয় দিতে লাগিলেন ॥৩৭

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ান্তর্গত অংশাবতরণপর্বে দুষ্টরাজ্যে চতুরশীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুষ্টরাজ্যের অংশাবতরে মহাপরাক্রান্ত নৃপাগণ পরিচয়প্রদান।]

দুষ্টরাজ্য উবাচ।

সূর্যোধনো দুর্বিষহো দুর্মুখো দুষ্প্রধর্ষণঃ।
বিবিৎসুর্বিকটশ্চৈব সহ দুঃশাসনেন বৈ ॥১
দুঃস্পর্ধাদুর্মদশ্চৈব জৈত্রবর্মজরৎসবঃ।
ভীমরথো ধনুর্গ্রাহী চ কনকধ্বজবিক্রমঃ ॥২
কুণ্ডভেদ্যসহশ্চৈব সুবর্চাঃ কনকধ্বজঃ।
নন্দকো বাহুশালী চ বৃন্দারো বিকটস্তথা ॥৩
এতে চাস্যে চ বহবো ধার্তরাষ্ট্রা মহারথাঃ।
কর্ণেন সহিতা বীরাস্তথা সমুদয়াদ্বতাঃ ॥৪

অসংখ্যাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
শকুনিঃ সৌবলশ্চৈব বৃষকোঽথ বৃষস্তথা ॥৫
এতে গান্ধাররাজস্য সুতাঃ সর্বে সমাগতাঃ।
অচলশ্চ চ কোপশ্চ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরৌ ॥৬
শল্যশ্চৈবো মহাত্মানৌ ভূরিশ্চ সমরপ্রিয়ৌ।
ভূরিতো মরিষাশ্চৈব ভগদত্তশ্চ পার্থিবঃ ॥৭
সমেষবজ্রসেনৌ যেমকশ্চিত্র পার্থিবঃ।
বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং সুধন্বা চোত্তরেণ চ ॥৮

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দুষ্টরাজকর্তৃক পঞ্চদশ আদম রাজকুলের পরিচয় দান।]

দুষ্টরাজ বলিলেন,—ভৌপদি! দুর্যোধন, দুঃসহ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিৎসু, বিকট, সহ, দুঃস্পর্ধ, দুর্মদ, জয়বর্ম, জরৎসব, ভীমরথ, ধনুর্গ্রাহ, কনকধ্বজ, বিক্রম, কুণ্ডভেদ্য, সহ, সুবর্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী, বৃন্দার ও বিকট,—ইহারা এবং অন্যান্য আরও মহাবলশালী ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ কর্ণের সহিত তোমার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥১-৪

ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য মহাত্মা এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ এখানে আসিয়াছেন। সুবলরাজের শকুনি, বৃষক ও বৃষল, ইহারা গান্ধার রাজের পুত্র—সকলেই আসিয়াছেন। অচলযাদব ও কোপ—ইহারা উভয়েই সকল অস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ইহারা উভয়ভ্রাতায় মিলিয়া তোমার লাভের জন্য এখানে আসিয়াছেন। মহান্, ভূরিশ্রবা,

ধার্ষ্টকেতুঃ সুকুমার ও সেনাবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ।
সুকেতুঃ সহ পুত্রেণ সুবাহুশ্চ সুবর্চসা ॥৯
সুচিত্রো সুকুমারশ্চ বৃকঃ সত্যধৃতিস্তথা।
সুকুমারো রোচমানো নীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা ॥১০
অংশুমাংশ্চেদিরাজানশ্চ জেদিবাংশ্চ মহাবলা।
দমঘোষসুতশ্চৈদ্যঃ শ্রুতসেনঃ প্রতাপবান্ ॥১১
জনমেজয় পিতাপুত্রৌ বিদ্বেতঃ স্ত এব চ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১২
তালিজঙ্ঘত্রিগর্তশ্চ পঞ্চনদাধিপতিস্তথা।
মরুরাজস্তথা গোপঃ সহপুত্রো মহাবলঃ ॥১৩
জয়দ্রথেন বীরেণ তথা ভূরিশ্রবেণ চ।
কৌরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চান্যে মহারথাঃ ॥১৪
শলশ্চেত্রেয়ঃ পূষা ভূরিভূরিশ্রবাঃ শলঃ।
বৃষক্ষিতশ্চ কাম্বোজো ভূতয়শ্চ সৌবলঃ ॥১৫
বৃহদলঃ সুবেণশ্চ শিবিরৌশীনরস্তথা।
পাঞ্চালশ্চিত্রকেতুশ্চ ঔত্তমৌজাধিপস্তিথা ॥১৬
সংকর্ষণো বাসুদেবো রৌক্মিণেয়শ্চ বীর্য্যবান্।
সাম্বশ্চ চারুদেষ্ণশ্চ প্রাদ্যুম্নিঃ পরবীরহা ॥১৭
অক্রূরঃ সাত্যকিশ্চৈব ভোজশ্চ কৃতবর্ম্মা।
কৃতবর্ম্মা চ বার্ষ্ণেয়ঃ পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥১৮
নিশঠশ্চ সহস্রশ্চ শতধন্বা শতাবরঃ।
আশাষাঢ়োঽমিত্রজিচ্চ শত্রুঞ্জয়ঃ সাহিষেণয়ঃ ॥১৯
বীরো ধাতরতিশ্চৈব বিরাটোপিণ্ডারকস্তথা।
উশীনরশ্চ বিক্রান্তো নরশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥২০
ভাগীরথো বৃহৎক্ষত্রঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
বৃহদ্রথো বাহ্লিকশ্চ ক্রথাদ্যশ্চ মহারথঃ ॥২১
উলূকঃ কৈতবো রাজা চিত্রায়ুধস্তথাপরঃ।
বৎসরাজশ্চ বলিমান্ কোশলাধিপতিস্তথা ॥২২
শিশুপালশ্চ বিক্রান্তো জরাসন্ধসুতৌ চ দ্বৌ।
একশ্চাত্র চ যবনো ভানুমানপরাজিতঃ ॥২৩

রাজা যজ্ঞসেন, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সেনাবিন্দু, পঞ্চ ও উত্তরের সহিত রাজা বিরাট, ধার্ষ্টকেতু, সুকুমার, সেনাবিন্দু, কেতবী পুত্র সুবাহুর সহিত রাজা সুকেতু, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সুকুমার, রোচমান্, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান্, চেকিতান্, মহাবেগশালী জেবিমান্, দমঘোষপুত্র প্রতাপশালী শ্রুতসেন, পিতা জনমেজয়, পুত্র বিদ্বেত ও স্বয়ং, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, তালিজ, ত্রিগর্তরাজ, পঞ্চনদাধিপতি পুত্রের সহিত মরুরাজ গোপ, জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার দুই পুত্রের সহিত কৌরব্য সোমদত্ত, ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল—এই তিন বীর, সুবলপুত্র কাম্বোজ ও বৃহদ্বল সৌবল—এই সকল রাজগণ তোমার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন।৫-১৫

বৃহদল, সুবেণ, উশীনরাধিপতি শিবি, চৌরাদির বিরক্ত কাশ্যাধিপতি, সংকর্ষণ (বলরাম), বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ), বীর্য্যবান্ রুক্মিণীপুত্র, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্নের পুত্র, শর, অক্রূর, সাত্যকি, মহারথি ভোজ, কৃতবর্ম্মা, বার্ষ্ণেয়, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, নিশঠ, সহস্র, শতধনু, আশাষাঢ়, অমিত্রজিৎ, শত্রুঞ্জয়, সাহিষেণয়, বীর, ধাতরথি, বিরাট পিণ্ডারক এবং পরাক্রমশালী উশীনর—এই সকল যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ তোমার জন্য আসিয়াছেন।১৬-২০

ভাগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুপুত্র জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, ক্রথাদ্য, উলূক, কৈতব, চিত্রায়ুধ, তদ্ভ্রাতা, বৎসরাজ, বলিমান্ কোশলাধিপতি, শিশুপাল, পরাক্রমশালী জরাসন্ধ—ইহারা এবং আরও নানা জনপদের অধিপতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ তোমার জন্য

অর্থবাচকা অত্র ক্ষত্রিয়াঃ প্রবিষ্টা ভুবি।
এতে ভেৎস্যন্তি ভিক্ষাভাগ্বর্থে পক্ষসূদনম্।
বিদ্যেত ন ইহ পক্ষ্যঃ বয়মেবাঃ তদেবহ তৎ ॥২৪

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং আদিপর্বণি ভারতপর্বণি রাজবংশকীর্তনে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৪

এখানে আসিয়াছেন। যে কন্যাটি। ইহাদের সকলেই তোমার জন্য পরাক্রমের সহিত সংগ্রামের করিবে বলে করিবেন। তবে। ইহাদের মধ্যে যিনি সংগ্রামে জয়িবেন, তুমি তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিবে ॥২১-২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাসাহসী সহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত ভারতপর্বে রাজবংশকীর্তনবাচক পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞাং লক্ষ্যবেধচেষ্টা, তত্রাদাক্ষ্যঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেঽনুজ্ঞাতাঃ কুরুপিণ্ডো ভূয়ঃ
পরস্পরং স্পর্ধমানা মহেষ্বাঃ।
অন্যে ত্বন্যে চাপ্যনি ধন্যমানাঃ
সর্বে সমুৎপেতুরুদাত্তবেগাঃ ॥১

রূপেণ বীর্যেণ কুলেন চৈব
শৌর্যেণ বিত্তেন চ যৌবনেন।
সর্বিজ্ঞপ্তা অবদেতিরিত্থা
মত্তা যথা বৈদ্যবলা গজেন্দ্রাঃ ॥২

পরস্পরং স্পর্ধয়া প্রেক্ষমাণাঃ
সঙ্কল্পজ্ঞেবাকিপন্নিত্যুবাচ।
কৃষ্ণা মমৈবেত্যবিতথ্যবাণী
নৃপাসনস্থাঃ সহসোত্তিষ্ঠন্ ॥৩

তে ক্ষত্রিয়া বলমত্তাঃ সর্বে
ভিন্নৈরবাণা ইব পদ্মহস্তাঃ তাম্।
চকাঙ্ক্ষিরে পর্বতরাজকন্যা-
মুদ্যং যথা ভেরুণা সর্বভূতাঃ ॥৪

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজাদের লক্ষ্যভেদের চেষ্টা ও অসাফল্য।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বিদ্বান্‌দিগের অনুজ্ঞাকারী যুবক নরপতিগণ পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করত নিজেকেই অধিক শক্তি ও বলশালী জ্ঞান করিয়া সকলেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥১

রূপ, বীর্য, কুল, শৌর্য, ধন ও যৌবনের মদে মত্ত সেই নরপতিগণ মদমত্ত হিমালয়োদ্ভব হস্তীযূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২

পরস্পরের প্রতি স্পর্ধার সহিত কৃষ্ণাকে বিশেষরূপ করত বাক্যবাণে বিদ্ধ নরপতিগণ 'কৃষ্ণা আমারই' এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা রাজাসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন ॥৩

পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা উমাকে লাভ করিবার জন্য সমবেত ভেরুণ্ডের ন্যায় সেই মদমত্ত-মনাস্কা কৃষ্ণাকে লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত রাজগণ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪

ফল্গুনীয়াগতিবিশেষবিক্রান্তারঃ
কৃষ্ণাগমনেতে ত্বরমাণা ইবাসন্।
ত্রস্তাবতীর্ণা ক্রমমাণমুক্তার্থঃ
যেষু প্রকৃষ্টঃ কৃতবানপি ত্রাস ॥৫

অথাবরুহ্যাবিষদা বিমানে
ভদ্রাদিষ্টা তদনু রামপূর্বাঃ।
সর্বান্ সমেত্য সমভাষতৈব
মধু পুরাকৃত্য যদূনধীশঃ ॥৬

তৈস্তাঃ সুপর্ণাংশ্চ অবোরুগাংশ্চ
দেবর্ষয়ো গুহ্যকসাধ্যগাংশ্চ।
বিদ্যাধরান্ বারণপর্বতৌ চ
গন্ধর্বমুখ্যাঃ সরলাপয়োভিঃ ॥৭

হলায়ুধস্তত্র তদার্দ্রচক্ষু
কৃষ্ণাস্তকালেষ্ব যথাপ্রধান্।
প্রেক্ষাং স চক্রে ত্বনুবন্ধবাতে
বিত্রাসঙ্ক কৃষ্ণস্য তদা বভাষে ॥৮

দৃষ্ট্বা তু তান্ তত্তদভেদরূপান্
পক্ষাক্ষিপক্ষ্মাদিষু বারণেন্দ্রান্।
তস্মাদ্ভয়াদাদিব ধন্যবাদান্
কৃষ্ণঃ প্রসন্নো বহুবীরমুক্তা ॥৯

সম্পূজ্য রামায় মুনিষ্টিং স
তাংশ্চ সঙ্গিহ্য চ তৌ চ বীরৌ।
পরৈঃ পরেভ্যস্ত্রপনীয় রাজ্যে
তদার্দ্রকং প্রীতমনা বভার ॥১০

অন্তে তু যীয়া নৃপপুত্রপৌত্রাঃ
কৃষ্ণাগতৈর্বৈরমনুস্মরদ্ভিঃ।
ব্যাবল্গমানা স্বকৃতেন তাবৈ
সংবর্তয়ন্তস্তমচেষ্টয়েতাম্ ॥১১

ঔহারাও তখনধামে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণসকাশে অনুজ্ঞাগ্রহণের পর তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য তাঁহাকে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময় যাঁহারা পরস্পরের সুহৃদ্ ছিলেন, তাঁহারাও একে অন্যকে বেষ করিতে লাগিলেন ॥৫

অনন্তর রাম, আত্মিত, বসু, অশ্বিনীকুমারযুগল, সূর্য্য ও মরুৎ (বায়ু) প্রভৃতি দেবগণ সুবেষকে কহুবে স্মরিয়া বিমানে তথায় আকাশমার্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৬

তৈক্ষ্য, সুপর্ণ, অবোরুগ, দেবর্ষি, গুহ্যক ও সাধ্যগণ, বিদ্যাধর, বারণ, পর্ব্বত, গন্ধর্বপতি ও অপ্সরাগণও তথায় আকাশমার্গে সমবেত হইলেন ॥৭

হলায়ুধ (বলরাম), ঔদ্রক, বাক্ষ ও অন্তকালীন কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রধানগণকে উপস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের পক্ষ আশ্রয় করিয়া উদারের ন্যায় বরাবর বিরাজমান থাকিতে লাগিলেন ॥৮

রাজপুত্রের অন্য পক্ষের অক্ষিপুটে অবস্থিত গাত্রলী মহাহস্তীর ন্যায় ও তথাকার্যিত অক্ষির ন্যায় অবস্থিত পক্ষ্মাদিগণকে দেখিয়া বহুবীরমুক্ত শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চিনিয়া ফেলিলেন ॥৯

ভগবান্ অনার্দ্দন (শ্রীকৃষ্ণ) বলরামকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সিংহাসন দিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে হাসিতে লাগিলেন ॥১০

অন্য বীর রাজপুত্রগণের মন কৃষ্ণের আসক্ত থাকায় তাহাদের বুদ্ধি অন্যদিকে বিরত ছিল, সেইজন্য তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করত যাহে যোর সংগ্রামে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের লোভ ক্রোধে পরিণত হইয়াছিল ॥১১

তাবেব পার্থা পৃথুদারহস্তৌ
বাহ্যৌ যমৌ চৈব মহানুভাবৌ।
তা শ্রৌপদীং শ্রেষ্ঠ তমা ন সর্বে
কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ ॥১২

দেবর্ষিগন্ধর্বসমাকুলং তৎ
পুণ্যশ্রিয়া সাধুজনাভিজুষ্টম্।
দিব্যেন গন্ধেন সমাকুলঞ্চ
দিব্যেন্দ্র পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণম্ ॥১৩

মহার্ঘবস্ত্রৈর্ভূষিতাভিশ্চ
বধূভি রত্নপ্রবরাভিরিদ্ধম্।
বিমানসঙ্ঘাবৃতমুৎ পতদ্ভি-
র্দেবৈর্মহীয়ো গগনং বভাসে ॥১৪

তত্রস্থ যে রাজগণা: ক্রমেণ
কৃষ্ণাদিদৃক্ষং কৃতনিশ্চয়াশ্চ।
সর্বর্তুপুষ্পোদ্বনশোভমানা-
শ্রৌপাদ্রিকাখণ্ডমনোহরাশ্চ ॥১৫

কলিঙ্গবঙ্গাধিপপাণ্ড্যপৌণ্ড্র-
বিদেহরাজো বঙ্গাধিপশ্চ।
অন্যে চ রাজানুপপুত্রপৌত্রা
রাষ্ট্রাধিপা: পত্তনপত্তনেশা: ॥১৬

কিরীটিমালাভরণপ্রকাশৈ-
র্বিভূষিতাঙ্গা: পৃথুদারহস্তে।
অনুক্রমং বিক্রমসম্ভৃতা
বলেন বীর্য্যেণ চ স্পর্দ্ধমানা: ॥১৭

তৎ কার্ম্মুকং সংহননোপপন্নং
গজা: ন শেকুর্ন্নমিতুং কথঞ্চন্।
যে বিক্রমন্তঃ স্ফুরতা ভুজেন
বিক্ষিপ্যমাণা বসুধা মহেন্দ্রা: ॥১৮

বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা
ধনাবনং নৈকগুণপ্রযুক্তম্।
অতৌজসঃ প্রত্যকিরীটিবাণা
বিনিঃশ্বসন্তঃ সমরশ্রমার্ত্তা: ॥১৯

মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি তিন ভ্রাতাকে এবং মহানুভব বীর দুই মাদ্রীপুত্রকে দ্রৌপদীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে আহত হইলেন ॥১২

আকাশপথে দেব, ঋষি ও গন্ধর্বগণ এবং সুগন্ধ, মাল্য, অন্নরস ও বিবিধ রত্নসকল হইলেন। বিমানসকল ও বিভূষণসমূহে সর্বদিক সমাকীর্ণ হইল এবং দেবদুন্দুভি প্রভৃতির নিনাদে মুখরিত হইল; বিমানসমূহে আচ্ছাদিত অনেকযোজন ভূমিভিন্ন হইতে উত্থিত বেণু, বীণা ও পণবাদির মধুর নিনাদিত হইল ॥১৩-১৪

অনন্তর কর্ণ, দুর্যোধন, শাল্ব রাজা, অবন্তীরাজ, ক্রাথ, সুষেণক, বৃহদ্বল, কলিঙ্গাধিপতি, রাজাধিপতি পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, বিদেহরাজ, বঙ্গাধিরাজ এবং অন্যান্য নানা রাজা ও রাজপুত্র পৌত্রগণ মুকুট, হার, অঙ্গদ, চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণে বিভূষিত হইয়া পরাক্রমের সহিত পরস্পরের বল ও বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করত মহাবাহু পরশ্রমলোভন মহাধনুতে এক এক গুণযুক্ত করার জন্য বহুত বিষ্টা অভ্যাস করিতে লাগিল ॥১৫-১৭

তাঁহাদের অন্য অন্যকেই অন্যায় যুদ্ধ সেই ধনুতে গুণ চড়াইতে মনে মনেও সাহস করিলেন না। অন্যের স্পর্দ্ধিত ওই বিক্রম প্রকাশ সহিতে পিয়া সেই যুদ্ধ ধনুর আঘাতে ছিটকাইয়া পড়িলেন ॥১৮

তাঁহারা নিজ নিজ শিরা ও পরাক্রম অনুসারে চেষ্টা করিয়াও ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষেত্রভূমি

রাজানুজং তম্ বসুধা বৃণানে
বিস্রব্ধয়ারাদবজগ্রাহাদ্যম্।
কৃতাভিষিক্তং বিধিবদ্ভজাদ্যঃ
রাজ্ঞে তদা বজ্রমদাদ্বিতীয়ং ॥২০

সর্বান্ নৃপানেতদভীক্ষ্ণ কর্ম্মা
বসুর্ঘ্যাণাং প্রথমো জহার।
ইত্যুক্ত্বা তূর্ণং বসুদেববং তৎ
লক্ষ্যং চকারাশু ধনুর্যজ্ঞায় ॥২১

দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা
স্তিস্তা নীতং লক্ষ্যবরং বরায়াম্।
বসুর্ঘ্যা বাষকৃতপ্রতিজ্ঞ-
মত্যুন্নিনোর্ককর্ম্মার্কপুত্রম্ ॥২২

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমূচে-
র্নৈষ নাহং বরয়ামি সূতম্।

সাদর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্য-
ত্যক্ত্যাঞ্চ কর্ণঃ শ্বসিতং ধনুস্তৎ ॥২৩

এবং ক্ষেত্রে বিদ্রুতেষু ক্ষত্রিয়েষু সমন্ততঃ।
ভৌমার্জ্জুনৌ বীরৌ বলবানুজগোপতুঃ ॥২৪

বজ্রযোধমুতো বীরঃ শিশুপালো মহাদ্যুতিঃ।
বসুধায়াধনন্তু ভানুত্যাগমনন্তরম্ ॥২৫

ততো রাজা স্যমীর্য্যো জরাসন্ধো মহাবলঃ।
বসুধোদ্যমনন্তরম্ ততো বিরিঞ্চিবালকঃ ॥২৬

বসুধা পীত্যনন্তরং ভানুত্যাগমনন্তরম্।
তত উদ্যম রাজঃ স মহাদ্রৌণ্যস্ত্রিয়ামিবান্ ॥২৭

ততঃ শল্যো মহাবীর্য্যো মদ্ররাজো মহাবলঃ।
তদপাদোপ্যমনন্তরং ভানুত্যাগমনন্তরম্ ॥২৮

হইলেন এবং কিরাট, হার প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারাইয়া দীপ্তিমান্ পরিত্যাগ করিতে করিতে বিদ্রুত হইয়া গমিলেন ॥১৯

সেই সূত বহু আমাকে যায়, অমর প্রভৃতি দ্বারাইয়া দ্রৌপদীকে পাইবার আশা পরিত্যাগ করত অন্যান্য রাজগণকে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥২০

অনন্তর মহাপরাক্রম বিষ্ণু হইতে দেখিয়া বাহুবীর্য্যপ্রধান কর্ণ ধনুর নিকটে গেলেন এবং ধনু উত্তোলন করিয়া সহসাই তাহা আরোপ করত ধনুতে শরসমূহ যোজনা করিলেন ॥২১

অহি, ব্রহ্ম, সূর্য্য হইতেও অধিক তেজস্বী দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত ও তাঁহাকে পাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধনুতে শরসন্ধান করিলেন, তখন ধনুর্দ্ধর পাণ্ডুপুত্রগণ মনে করিলেন কর্ণ এই লক্ষ্যকে কাটিয়া ফেলিয়া দিবে ॥২২

দ্রৌপদী তাহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না"।

কর্ণ অসহিষ্ণুপূর্ণ হাসি হাসিয়া সূর্য্যের দিকে একবার তাকাইয়া সেই ধনু পরিত্যাগ করিলেন ॥২৩

এইরূপে চারিদিক্ হইতে ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রুত হইলে তখন ভৌমার্জ্জুন মহাবীর বলবান্ বজ্রযোধগণ ধনুগ্রহণ করে, মহাদ্যুতি শিশুপাল ধনুর নিকটে গেলেন এবং ভানু তূর্ণিতে গিয়া আটকে পড়িয়া গেলেন ॥২৪-২৫

অনন্তর মহাবীর্য্য ও মহাবলশালী রাজা জরাসন্ধ ধনুর নিকটে গিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥২৬

কিন্তু ধনুকে গুণ চড়াইতে গিয়া তাঁহার বাঁচায় আটকে পড়িয়া গেলেন এবং লজ্জিত হইয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৭

(অথো দুর্যোধনো রাজা ধার্তরাষ্ট্রঃ পরন্তপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈশ্চ নৃপলক্ষণৈঃ॥
ঈষিতঃ সন্ত্বয়া তত্র ভ্রাতৃত্বেন মহাবলঃ।
বিবাহ্য দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং ধনুষোঽভ্যাসমাগতঃ॥
ন হ্যন্যো ধনুষাদায় শক্তস্তাপয়িতুং যথা।
আরোপয়িত্বা তত্ রাজা ধনুষা খণ্ডিতা ত্বয়া॥
ঔত্তানশয়নাজ্জন্যাদ্ধ্রুবাদ্ধ্রুবতরাদপি।
ন ত্বয়ৌ ভাদ্যিতব্যেন শ্রীর্ভবানিব বরার্থিনঃ॥)

ঔদ্বিগ্নস্তত্রাভবদ্ রাজা
বিবিক্তশরণম্ জনার্দনম্।

দুর্যোধনো বিকুর্বিতেব কর্মণ
সভাং বধূকৃৎ সদসা প্রবীয়সা॥২

(অথো ধর্মিষ্ঠঃ সুরসাধবানা-
মুপাস্যধীর্ব্যক্তি-মুপপ্রবীয়সা।
অবর্ষ যচ্চেন্ন পরীক্ষ্য হেতুং
হেতুং সতাং সাধুভিরক্ত বর্ত্ম॥
ন হ্যন্যুদর্কে সুমনীষিতস্য
সংস্কারতন্ত্রানব পাণ্ডুপুত্রাৎ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টাদশপর্বণি মহাভারতপর্বণি রাজপত্নী-দুর্যোধনে দ্রৌপদীবিবাহপর্বণি ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়: ॥১৭৬

অনন্তর মহাবলশালী মহারাজ দুর্যোধন সভাস্থ বন্ধুকে ওক চড়াইতে দিয়া বন্ধুর আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥১৬

(অনন্তর ভ্রাতৃগণ, নৃপলক্ষণসম্পন্ন, মহাবল, সমস্ত নৃপলক্ষণসম্বলিত, মানী রাজা দুর্যোধন ভ্রাতৃগণের মত হইতে ইচ্ছিলেন এবং দ্রৌপদীর দিকে একবার তাকাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বন্ধুর নিকটে গেলেন। তিনি বন্ধুর বাহন করিয়া নিজের ভার সোজা বাহন করিলেন ; কিন্তু বলবান্ রাজা দুর্যোধন ওক চড়াইতে গিয়া বন্ধুর আঘাতে অঙ্গুলি সকলের অগ্র ভাঙ্গিয়া হইয়া বিশ্বাস হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং বিশেষভাবে লজ্জিত হইয়া আসনে ফিরিলেন।) তখন সেই কর্মের সমাপ্ত অবসান লক্ষ্য করিয়া সভাস্থলের আলোচনাই বন্ধ করিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারাজ অর্জুন সমস্ত বন্ধুকে ওক আরোপ করিতে বন্ধুর নিকটে গেলেন ।২৩

(তখন সূত ও মাগধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদার-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিপ্রবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের হাতকে নিজ হাতে সেবন করিয়া সভাস্থ ধর্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বিবাদ করিলেন যে, দ্রৌপদী আজ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের হস্তগত হইলেন। কিন্তু অন্য কোন বরপতি প্রজ্ঞাবলশালী পাণ্ডু-পুত্রগণকে চিনিতে পারিলেন না।)

শ্রীমদ্ভগবদ্বিদ্বেষব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ের বন্ধুবরপর্বে রাজাগণের বিমুখী ভাবনানামক ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জ্জুনস্য সঞ্জয়বধঃ, দ্রৌপদী-প্রাপ্তিশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদা বিদ্রুতা রাজানো বসুধা সব্যসাচিনা।
অথোপনিন্যে বিপ্রাণাং ব্যাক্ষিপ্তকুলমাত্মনঃ ॥১

উত্তরাসু বিপ্রসুখা বিপ্রতোঽভিযযুর্দিশঃ।
দৃষ্ট্বা সঞ্জয়িতং পার্থৈস্ত্রিভিরেকমনঃক্রমম্ ॥২

কেচিদাসন্ বিমনসঃ কেচিদাসন্ মুদান্বিতাঃ।
আহুঃ পরস্পরং কেচিদ্বিপুলা বুদ্ধিরীদৃশী ॥৩

ন চ কর্ণস্য প্রভাবেণ ন চাস্ত্রৈর্দ্রোণপুত্রতঃ।
নানয়ন্ত বলাদ্ধিত্বা বসুর্বৈশ্রবণাদিব ॥৪

ন চ কৃষ্ণা ত্বয়া ব্রহ্মন্ প্রাপ্তপূর্বা দুরাত্মনা।
দৃষ্টমাত্রেণ শক্যা হি সর্বাঃ কর্তুং বসুদ্বিজাঃ ॥৫

অথব্রাজা তবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বরাজসু।
কর্ণপাঞ্চালসংস্থিতে চাপলাল্লঘীকিতে ॥৬

যদ্যেষ কর্ণার্থমাত্ মাপায় ব্রাহ্মণচাপলাৎ।
প্রস্থিতো বসুধারক্ষঃ বার্য্যতাং সাধু মা গমৎ ॥৭

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

নাবধ্যা ব্রাহ্মণা নিত্যং ন চ শস্ত্রবধার্হিতাঃ।
ন চ বিধিউতাঃ লোকে পরিক্রামো ধ্রুবীকৃতাম্ ॥৮

কেচিদাহুর্ধ্রুবা শ্রীয়ম্ বাগ্বধাঙ্কুরোপমাঃ।
পীনস্কন্ধোরুবাহুশ্চ বৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥৯

সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্ মত্তনাগেন্দ্রবিক্রমঃ।
সন্ত্রাষার্হিম্ কর্মেন্দ্রং নাহাঙ্কাসুরীহতে ॥১০

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

(অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সঞ্জয়বধ ও দ্রৌপদীর প্রাপ্তি।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যখন সকল রাজাই বসু হরণ করাইতে গিয়া বিফলমনোরথ হইলেন, তখন ঔদায়বুদ্ধি ভিক্ষু (অর্জ্জুন) ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥১

ইন্দ্রকেতুতুল্য পৃথাতনয় অর্জ্জুনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ॥২

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিমর্ষ হইলেন, কেহ কেহ বা আনন্দিত হইলেন এবং বুদ্ধিমান্ কোন কোন ব্রাহ্মণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥৩

যে ভিক্ষুগণ। কর্ণ ও শল্যপ্রমুখ বসুর্বৈশ্রবণসদৃশ যোদ্ধৃবিখ্যাত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ যে বসু আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই; সেই বসুকে এই অল্পপ্রাণ-শূন্য শারীরিক বলেও দুর্বল এই ব্রাহ্মণ বালক কি করিয়া আনয়ন করিয়া লইয়া যাইবে ॥৪-৫

অথবা রাজগণ বিনষ্ট ব্রাহ্মণগণ উপহাসের পাত্র হইবেন ॥৬

যদি এই ব্যক্তি কর্ণবধের অথবা দ্রৌপদীর হরণকারী কিংবা চাপলাবশতঃ বসুকে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে বারণ করা যাউক, যেন এ কার্য্য করিতে না যায় ॥৭

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা যেন উপহাসাস্পদ না হই এবং আমরা যেন সকল রাজার নিকট সম্মানিত হইয়া না পড়ি এবং রাজাদের বিদ্বেষভাজন না হই ॥৮

কেহ কেহ বলিলেন,—এই যুবক দেখিতে সুন্দর, ইহার উপর গজরাজের তেজের ভার, ইহার স্কন্ধদেশ, উরু ও বাহুদ্বয় স্থূল, হিমালয়ের ন্যায় ইহার ধৈর্য্য, সিংহের ন্যায় গতি এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইহার বিক্রম। ইহার উৎসাহ দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি এই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ ॥৯-১০

শক্তিমন্তে অযোৎসাহা ন ধনতঃ ধনং ব্রজেৎ।
ন চ তদ্ বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কর্ম লোকেষু
যদ্ ভবেৎ ॥১১

ব্রাহ্মণানামলাভাচ্চ মৃদু সংযমকারিণ্।
অবৃত্তজং বাহুজকাংশ্চ ফলাহারো দৃঢ়ব্রতান্ ॥১২

দুর্বলা অপি বিপ্রা হি ফলাহারৈঃ সতেজসঃ।
ব্রাহ্মণো নাবসীদেত্তু কদাচন্ বা মহাচলম্ ॥১৩

ইমং চ্যুতং মহদ্ব্রহ্ম কর্ম যৎ সমুপাগতম্।
(ঋগ্বেদে চ যজে চ সোমে বিধিবদ্ চ।
ন তং পশ্যামি যেঽপ্যন্যে ব্রহ্মণ্যাস্তাধিকো ভবেৎ।

মন্ত্র-যোগবলেনাপি মহাত্মানুবলেন বা।
ভৃগুরেষ্যতু লোকমন্যং বিক্রমতঃ ত্বয়া
ব্রাহ্মণ্যেন বাবেন নিক্তিঃ ক্ষত্রিয়া যুধি ॥১৪

শীঘ্রঃ সমুদ্রোৎসঙ্গেন ভবাংশো ব্রহ্মতেজসা।
তস্মাদ্ ব্রহ্মস্ব সর্বেষ্ব ঘটবেষ ধনুর্ধরান্ ॥১৫

আয়োগস্তু শীঘ্রঃ বৈ ভবেত্যুচুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
এবং তেষাং বিপক্ষাণাং বিপ্রাণাং বিধিবা বিদুঃ ॥১৬

অর্জুনো ধনুরোদ্যায়ে ভবৌ বিধিবদ্ধরঃ।
স তদ্ ধনুঃ পরিক্রম্য পর্বতপ্রখ্যবদ্ভবৎ ॥১৭

প্রণম্য শিরসা দেবদেবীমাত্রং ধরাং প্রভুম্।
কৃষ্ণক ধনসা কৃত্বা তস্থৌ চার্জুনো ধনুঃ ॥১৮

যৎ পাণ্ডবৈঃ কৃষ্ণসুতৈর্যবরাজঃ
যদ্বেষমুদ্যোগনপল্যসাধৈঃ।
তদা ধনুর্বেদ্যবিদৈর্দ্বিজৈঃ
কৃতং ন সত্যং ধনতোঽপি ধন্যাৎ ॥১৯

তদন্তু নো ধার্যবতাং স্বর্গ-
ভোগৈশ্বর্যাবরক্তপ্রভাবঃ।
সত্যক চক্রে বিধিনাধুরেণ
পরাংশ্চ ব্রহ্মণ্য সমার্গসংস্থান্ ॥২০

এ বিষয়ে ইহার শক্তি ও মহাত্মভাব আছে; যদি অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে ইনি ধনাই অন্যের হইতে ধনগ্রহণ করিতেন না। এই জগতে বেদোক্ত ও অনুষ্ঠানবিহীন বিদ্যাধারী পুরুষগণের পক্ষে এমন কোন কার্য নাই, যাহা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য। ফলাহারী, বায়ুভক্ষী, শাকাহারী ও দৃঢ়ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণকে দেখিতে দুর্বল মনে হইলেও নিজ তেজে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং, হে ধনঞ্জয়, ধন বা অন্য যে কোন কথা ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রহণ করুন বা নেন, উহাতে আমাদের ক্ষতি উচিত নয়।

(বেদ, যজুর্বেদ ও বিবিধ যোগের অভ্যাস প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র ও যোগবলে এবং আত্মবলে এ জগৎকে ভস্মসাৎ করিতে পারেন।)

ভার্গবশ্রেষ্ঠ পরশুরাম একাই যুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করিয়াছিলেন।১১-১৪

অতএব ব্রহ্মতেজের বলে আপনি সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন; সুতরাং আপনারা সকলেই এই ব্রাহ্মণদিগকে আশীর্বাদ করুন যে, সে যেন শীঘ্রই মহাসমুদ্রের জল আহরণ করিতে পারে। ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ যখন এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছিলেন, অর্জুন তখন ধনুর নিকটে গিয়া পর্বতের ন্যায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ধনুর চারিদিকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন।১৫-১৭

অর্জুন ধনুকে নত করিয়া ধরণীধর প্রভু শঙ্করকে প্রণাম করিয়া এবং মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধনু গ্রহণ করিলেন।১৮

যে ধনুকে কৃষ্ণ, সুতীব্র, চক্র, কর্ণ, দুর্যোধন,

বিরাধস্য বধং দৃষ্ট্বা বিপন্নাস্তে তদা
বিদেহে পুত্রশোকার্তে সংজ্ঞামিব বিসস্মৃতুঃ।
অত্যাহিতমিবে চ বহুন যামঃ
সমাজমধ্যে চ ত্যজেদ্ বিরাধঃ ॥২১
পুণ্যাসি বিস্তীর্ণি বনানি যেষাং
পার্শ্বেষু যুদ্ধি বিবিধাঃ নিষঙ্গাঃ ॥২২
তৈস্তানি বিস্তীর্ণতনূরুহাণি সংস্তব্ধ।
বিলিপ্তিতাগ্রোরুকচূর্ণিতাক্ষারাংশ্চ দর্ভাঃ।
ক্ষপয়ংস্তত্র বনঃ সমস্তাৎ পুষ্পাবৃষ্টিঃ ॥২৩
পতন্তানি চ তূর্যাণি বাদকাঃ সহযোধনম্।
সূতস্তবসংস্তাশ্চাপ্যাবৃত্তন্ত্র তদা ॥২৪
তং দৃষ্ট্বা ক্রপদঃ প্রীতো বহুন বিপুলান্।
দদৌ তৈরেশ্চ পার্শ্বেষু সাহায্যার্থমিবে তদ ॥২৫
তমিন্দ্র শব্দে মহতি প্রবৃত্তে
দুর্বহিতো বর্ষবৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আবাসমেবোপজগাম শীঘ্রং
পার্শ্বৈ বৃতাত্যাং পুরুষর্ষভাভ্যাম্ ॥২৬

বিক্রং তু লক্ষ্য প্রমদোত্তমা তদা
পার্শ্বেষু পক্ষপ্রতিমং বিসীদন্তী।
আদায় শুভ্রং বরমাল্যদাম
জগাম মুদ্ধীভূতমুৎসুকন্তী ॥২৭

(বজ্রস্তদ্রপাপি নরেণ বিদ্ধা:
বিদ্ধাপি হার্দং হসতীব কন্যা।
মদাবৃতেঽপি স্খলতীব তাবে-
র্যাচা বিনা ব্যাহরতীব বৃত্তা ॥
শনৈস্তু রঙ্গোপরি সোৎসর্গং
সমাপতন্তাং পুরতো নৃপাণাম্।
বিকৃষ্য ভাগ্যং বিনয়েন তস্যৌ
বিদ্যেব রাজ্ঞঃ সকলা নৃপাত্মজা ॥

সকল, সাথে প্রবৃত্তি মহাবিস্ফোরণকারী পুরুষসিংহদ্বয় তার চেষ্টা ব্যর্থতায় আনত করিতে পারেন নাই, বিস্ফুলিঙ্গ পরাক্রমশালী ঈশ্বরসদৃশ অর্জুন বীর্যশালী সেই ক্ষত্রিয়দ্বয়ের সমক্ষে সমর্থ সেই বহুতে বিদ্বেষের মধ্যে তাদ আকাশ করিয়া পাঞ্চালী সহ আশ্রমে যোজনা করিলেন ॥১৯-২০

বহুর বিদ্বেষে তিনি সেই অজস্র বিদ্বেষে সন্নিবিষ্টদের ক্ষয় লক্ষ্য করিয়া তুষ্টিতে পারিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনে ও সভাস্থলে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥২১

যেরূপ অন্তরিক্ষ হইতে শক্রপরাস্ত পার্থিব বহুতে পুষ্পবর্ষণ করিলেন ॥২২

সহস্র সহস্র বাদক নিজ নিজ বৈভবীয় উদ্ঘাটিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন; বিজ্ঞ অনুচরকারী ক্ষত্রিয়গণ সকলের দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে অর্জুনের চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদকগণ তূর্যসহ সব সব বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন এবং সূত, মাগধ ও বন্দীগণ মহান অর্জুনের স্তুতিগান করিতে লাগিলেন ॥২৩-২৪

তাহা দেখিয়া শক্রদমন দ্রুপদ প্রীত হইয়া সৈন্যবাহিনীর সহিত পার্থের সাহায্যার্থ আখাইয়া আসিল ॥২৫

সেই সমুত্থিত মহাকোলাহল শব্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ধর্মরাজপুত্রই বুঝিতে, পুরুষোত্তম সমূহ ও মহত্তরের সহিত নিজ আবাস স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥২৬

ইন্দ্রতুল্যতেজস্বী পার্থকে লক্ষ্যরূপ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণা শুভ্রবর্ণ বরমালা লইয়া মন্দ মন্দ হাসি সহকারে ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥২৭

শচীব দেবেন্দ্রমথাভিরেমং
যাদবেন সম্যগুক্তা সুভদ্রম্।
উমেব পূর্বং ভবনং বিভিন্ন
মহেশ্বরং পর্বতরাজপুত্রী।
যথা বধূ বৈদিকরাজপুত্রী
তথৈব বধূ যাদবরং বলং বি।।

ন তামুপায়ং বিদিত্বা যদূনাং
বিবাহিতিথৈরভিপূজ্যমানঃ।
যদাধিরূঢ়াবভিরাজ্যকর্ম
পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুযযাচ ইষ্টম্ ॥৮
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৭

শচী যেমন ইন্দ্রের, স্বাহা যেমন অগ্নির, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর, উমা যেমন মহেশ্বরের, সীতা যেমন রামের এবং বরবর্ণিনী যেমন বলের পার্শ্বে শোভা পাইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তেমনই অর্জুনের পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিলেন।)

অনন্তর দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া অভিমতার্থ-কৃতকার্য্য অর্জুন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দ্রৌপদী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন ॥৮

শ্রীমন্মহাভারতে বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত বংশাবতরণপর্ব্বে পঞ্চাশেতিমাধ্যায় সপ্তাশীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণা বস্তুমুক্তানাং মৃগাণাং সন্মুখে গন্ধর্ব অর্জুনয়োঃ প্রবৃত্তিঃ, বলরামেণ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য তৎসমীপাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ বিংশতি রাত্রস্য তু ব্রাহ্মণায় তদা মৃগে।
জেগে ব্রহ্মশিরোপনামদোক্যাতোরমন্ত্রিকাৎ ॥১

অন্যানন্যমনিক্ষ্যা কৃষ্ণাকৃষ্য চ সত্বরম্।
লক্ষ্মিন্নিতি বিপ্রায় দ্রৌপদ্যৈ যোজয়ং ধনম্ ॥২

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মাস্ত্রে বধ করিতে উদ্যত ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টীন হইবার জন্য ভীম ও অর্জুনের প্রবৃত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের বলরামের সহিত তাঁহাদের সমীপে গমনাগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রাহ্মণকুমার অর্জুনকে কন্যা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন সেই বরপক্ষিগণের মনে ক্রোধের উদ্রেক হইল; তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গেলেন এবং পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন ॥

অন্যরূপোঽয় দৃষ্টং বৈ কলকালে বিপাঠ্যতে।
নিমেষৈরল্পসারাংশ্চ মোহয়ত্যল্পচেতসঃ ৩৩

ন হর্ষস্তেষু পক্ষেষু নাপি দুঃখমরৌ তথা।
ধৈর্যমেব সদা পুত্রেণ দুরাচারাঃ সৃষ্টবন্ধ ৩৪

অন্ধং হি সর্বানাদৃত্য সৎকৃত্য চ নরাধিপান্।
তপসশ্চ ফলমিত্যাহুঃ তত্তঃ পশ্চাদ্ধনঞ্জয় ৩৫

অস্মিন্ রাজসমাগমে দেবানামিব সংগমে।
কিমন্যৎ সদৃশং কর্ম পশ্যে লৈব দুষ্টবান্ ৩৬

ন চ বিপ্রবরাঃ কেচিদ্বিদ্যন্তে ধরণী প্রতি।
যেষামৃষিঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্রহ্মর্ষিরাদিতঃ ৩৭

অথবা যদি তেষাং বৈ চ কশ্চিদ্ দুষ্কৃতং।
আত্মনোঽপরিবিজ্ঞায় যান্ত্যস্মাভিঃ পাপিষ্ঠা ৩৮

ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যাদ্রোভাদ্ বা কৃতবানিমম্।
বিপ্রিয়ং পাণ্ডিবেয়ানাং নৈব তদ্যুক্তমচ্যুত ৩৯

ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং ভৌগিকং হি ধনঞ্জয় চ।
পুত্রপৌত্রক যজ্ঞাশ্চ বিহিতা ধনম্ ৪০

অবমানমবাপ্যৈব ধর্মং চ রক্ষতাং।
যদ্যবজ্ঞাপ্রসঙ্গেন বা কৃতেনাবিধা ঋষিঃ ৪১

ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূলা গুরোঃ পাদাবনন্তরং।
জগ্মুঃ তু বিধানেন মনুষ্যাঃ স্বর্গমাত্মনঃ ৪২

এই রাজা জগৎ সমরে সকলকেপকে তুণের মত তুচ্ছ করিয়া এবং আত্মাদিগকে আত্মজ্ঞান করিয়া মহাত্মা ভৌমসেনকে ব্রাহ্মণকে দিতে চাহিয়াছেন।২

এই রাজা জগৎ বৃদ্ধকে ভোগ করিয়া অনেক সময় তাহাকে বিপাকিত করিয়াছেন। এ যখন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তখন আমরা এই দুরাত্মা রাজাকে বধ করিব।৩

এই জগৎ কলেবর থাকিলেও আমাদের বিনাই হইবে তার সন্দেহ পাইবার যোগ্য নহে; সুতরাং আমরা পুত্রের সহিত দুরাত্মা রাজদ্বেষী রাজাকে বধ করিব।৪

এ সকল মহাত্মাকে অবিনা আনিয়া অবজ্ঞার এবং রাজোচিত ভোজন করাইয়া এখন শেষে আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছে না।৫

এই শ্রেষ্ঠকুল উত্তম ঔর্ণিসম্ভারে রাজাদের সমাদর হইয়াছে, এই রাজা কি তাঁহাদের অন্যে একজনকেও আমার করার সদৃশ পতি বলিয়া মনে করিল না।৬

অথবা যদি এমন্ত্র ন চ কশ্চিন্ দুষ্কৃতি।
আত্মনোঽপরিবিজ্ঞায় যান্ত্যস্মাভিঃ পাপিষ্ঠা ৩৮

ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যাদ্রোভাদ্ বা কৃতবানিমম্।
বিপ্রিয়ং পাণ্ডিবেয়ানাং নৈব তদ্যুক্তমচ্যুত ৩৯

ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং ভৌগিকং হি ধনঞ্জয় চ।
পুত্রপৌত্রক যজ্ঞাশ্চ বিহিতা ধনম্ ৪০

অবমানমবাপ্যৈব ধর্মং চ রক্ষতাং।
যদ্যবজ্ঞাপ্রসঙ্গেন বা কৃতেনাবিধা ঋষিঃ ৪১

ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূলা গুরোঃ পাদাবনন্তরং।
জগ্মুঃ তু বিধানেন মনুষ্যাঃ স্বর্গমাত্মনঃ ৪২

কোন অধিকার নাই, আমি ব্রাহ্মণের এই ত্রুটি অর্জুনের জন্যই ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।৭

অথবা যদি এই কথা কাহাকেও পাতকরূপে বলা করিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহাকে আত্মনে নিক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে চলিয়া যাইব।৮

ব্রাহ্মণ যদি কখন লোভে বা চাপল্যবশতঃ রাজগণের অপ্রিয় কার্য্যও করিয়া থাকে, তথাপি সে আমাদের বধ্য নহে।৯

হায়! আমাদের রাজ্য, গ্রাম, ধন, পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য যাহা কিছু ধন আছে, তাহা সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য।১০

জগতে আমরা এই জন্য ধর্ম দিয়ে চলিতেছি যে, পুনরায় ধর্মের সম্মান এইরূপভাবে তাহাদের অপমান না হয়, আমাদের ধর্মের হানি হয় এবং অন্য কোন মানুষের যাহাতে এইরূপ ঘটি না হয়।১১

এইকথা বলিয়া সেই রাজগণ গুরুদেবে পরিবারবর্গ যাহাকে অগ্রগণ্য করিয়া জগতে বধ করিবার জন্য যাইতে হইলেন।১২

কৃষ্ণনাম জগন্নাথ যৎকিঞ্চিৎ সদাচরেৎ
বাহ্যতো পালয়েত্তিষ্ঠ কৃষ্ণনাম্না প্রণীয়তে ॥১৫৬

যৎ কিঞ্চিৎ কিয়তে কর্ম কৃষ্ণনামপরায়ণঃ।
তৎকর্ম কর্ম এব স্যাৎ সাক্ষাৎ মুক্তাতি

কেশবঃ ॥১৫৭

বিশেষতঃ কলিমুখে কৃষ্ণনামৈব কেবলম্।
তস্মাৎ নাস্ত্যেব সেবর্ষে লোকস্য গতিরন্যথা ॥১৫৮

হরিনামপরঃ শান্তঃ কথাশীলঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নীচঃ কুলপ্রসূতোপি কৃষ্ণঃ প্রাপ্নোতি স্বামি চ ॥১৫৯

শ্রীকৃষ্ণ-হরি-গোবিন্দ-দামোদরেতি যো নরঃ।
যঃ কশ্চিৎ যাতি জপতু সর্বং তরতি

কীর্তনাৎ ॥১৬০

মরণ্যুত্থানিতঃ যেন হরে কৃষ্ণেতি নিশ্চয়ম্।
স্মাবিত্বাতঃ সো যাতি ভাপট্যেন বিনা নৃপে ॥১৬১

কৃষ্ণাচর জগৎ কৃষ্ণনাম হইতে সমুৎপন্ন—কৃষ্ণনামে বিশ্ব ধৃত আছে, পালিত হইতেছে, অন্তে কৃষ্ণনামে প্রলীন হইবে ॥১৫৬

কৃষ্ণনামপরায়ণ যে কর্ম করেন, সেই কর্মই প্রকৃত কর্ম, কেশব সাক্ষাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥১৫৭

হে দেবর্ষে! বিশেষতঃ কলিমুখে একমাত্র জগন্নাথের উপায় কৃষ্ণনামই অবধারিত হইয়াছে—তাহা ব্যতীত কোন মানবের অন্য গতি নাই ॥১৫৮

হরিনামপরায়ণ, শান্ত গুণ সম্পন্ন, কথাশীল, জিতেন্দ্রিয়-মানব সহজে কুল নহ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় ॥১৫৯

শ্রীকৃষ্ণ হরি গোবিন্দ রাম ইত্যাদি যে কোন লোক তাহার নাম কীর্তন করিলে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস গোবিন্দদাস বলিয়া আহ্বান করিলেও) সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥১৬০

হে নৃপ! বিনা কপটতায় একবার যেকোন নাম যে উচ্চারণ করে, সে স্বর্গের অধিকারী হয় ॥১৬১

অজ্ঞানান্বয়া জানীষ্বজ্ঞানেন বা পুনঃ।
কৃষ্ণায়ৈব বহিস্তা দ যাতি পরমং পদম্ ॥১৬২

ব্রহ্মণো মমপঃ যৌ স্যাতাম্ ওতপ্রতঃ।
তমর্পণং তয়োরেব কৃষ্ণায়ৈ পরমাত্মনে ॥১৬৩

যদ্ভূতং পাপমজ্ঞানাদ্ বর্তমানঞ্চ যন্নয়ি।
ভবিষ্যতি তৎসর্বং কৃষ্ণায় পরমে ব্রহ্মণে ॥১৬৪

ক্ষেত্র-ঔর্ব-তপো-ধাম-ব্রতার্জনং ফলং তথা।
মুক্তিশ্চ সর্বযজ্ঞানাং মুক্তেরব্যাহতস্য চ ॥১৬৫

জ্ঞানস্য চৈব-অন্তস্য সর্বসিদ্ধিফলস্য চ।
ঐহিকস্যানিত্যস্য নিত্যস্য চ কার্যস্যকর্মণশ্চ ॥১৬৬

ধর্মাধর্মফলস্যাপি যোগস্যাপি চ যদ্ ফলম্।
তৎসর্বং কৃষ্ণায়ৈবেদং পুনঃ কৃষ্ণে নমাম্যহম্ ॥১৬৭

অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে কৃত যজ্ঞাদিতে যে ব্যক্তির ত্রুটি হইয়াছে, সে পরমপদ লাভ করে ॥১৬২

ব্রহ্মযজ্ঞাদি, যেমন, অজ্ঞানে শুরুপত্নীগামী, সে যদি কৃষ্ণার্পণযুক্ত হয়, তাহা হইলে অন্তিমে তাহার উদ্ধার হইয়া থাকে ॥১৬৩

হে নারদ! অজ্ঞানবশতঃ যে পাপ হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে যে পাপ হইতেছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে—শ্রীকৃষ্ণনাম সেই সমস্ত বিনষ্ট ভস্মীভূত করেন ॥১৬৪

হে নারদ! পূর্বে কৃষ্ণ ক্ষেত্র, ঔর্ব, তপস্যা, ধাম, ব্রত, অর্জনার ফল এবং সর্বযজ্ঞের শক্তি, মুক্তির অব্যাহতস্বরূপ জ্ঞান, তৈল ও অন্তকর্মের সিদ্ধিপ্রদ ফল, ঐহিকের নিত্য ও কার্য কর্মের ফল, ধর্ম অধর্মফলসমূহের ও যোগের সর্ব পাপ-নাশক ফল আকর্ষণ করত স্বীয় নামে স্থাপন করিয়াছেন ॥১৬৪।১৬৬।১৬৭

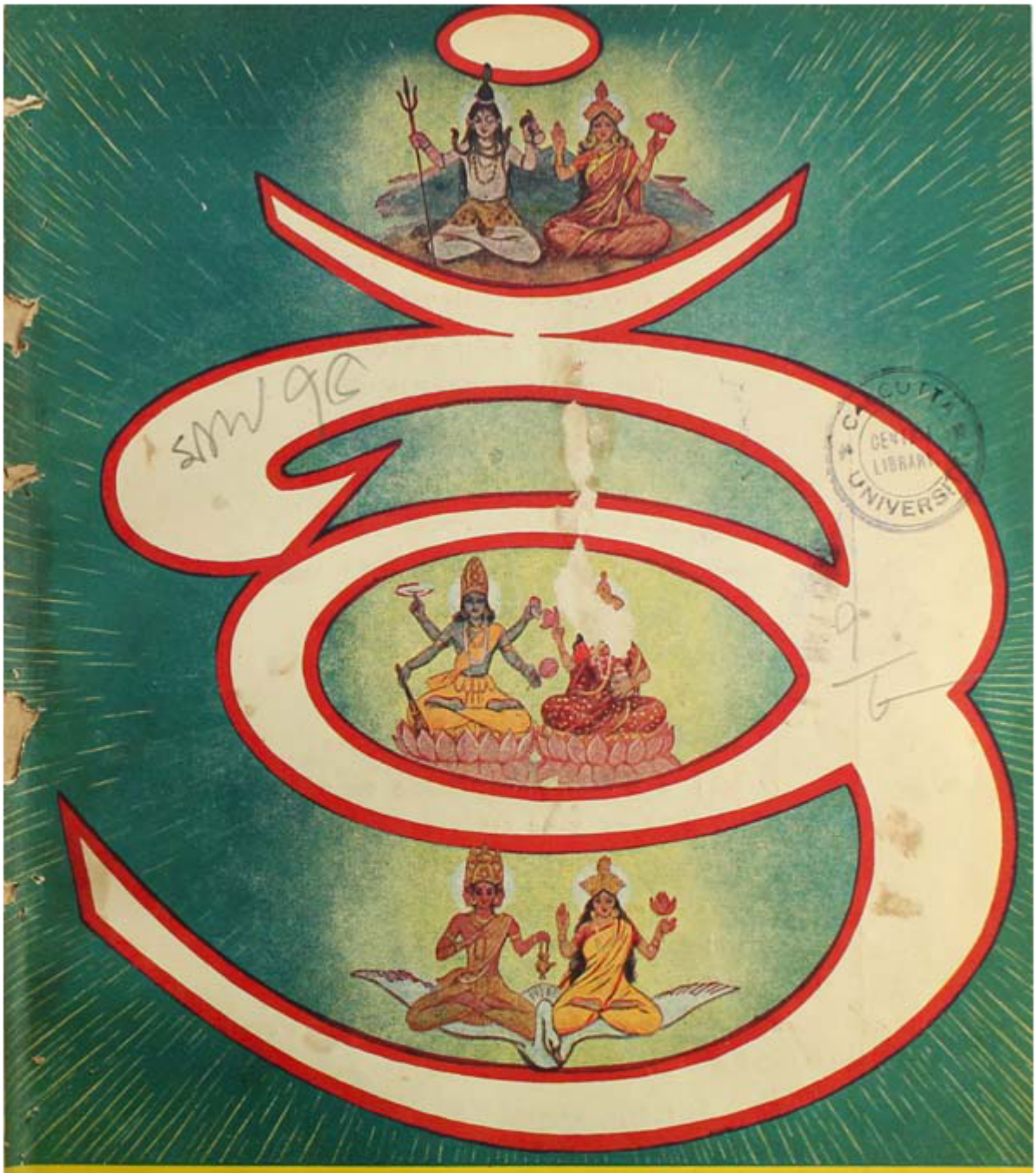

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমা

শ্রীশ্রীগীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

যদাচো দুষ্টিকৃৎ কর্তুং বহ্নি স্তম্ভাদি যত্নতঃ।
তাবদ্ধর্তুং মুনে যাবৎ কৃষ্ণনামানুকীর্তনম্ ॥১৬৮

নরকাদ্যাতিকং ঘোরং কৃষ্ণনাম হরত্যলম্।
ওদ্ধিনো বৈষ্ণবী নাম্না অতো যত্নাদ্যজেদ্বুধঃ ॥১৬৯

যস্য জন্মো যস্য বন্ধু বিপ্র র সাম পাঠ কিঞ্চন।
কৃষ্ণ গোবিন্দ নামাদি ঘোষং গায়ন্ত নিত্যদা ॥১৭০

স্নানে কালোঽস্তিপানে চ কালোঽস্তি জপ-যজ্ঞয়োঃ।
কৃষ্ণসংকীর্তনে নাস্তো নাস্ত্যন্ত পৃথিবীতলে ॥১৭১

কৃষ্ণনামধরঃ কৃষ্ণনামত্রাণী সদা নরঃ।
হরেঃ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণনামভিন্নঃ ॥১৭২

সর্বযজ্ঞ পরিত্যজ্য হরিনাম সদেৎ সদা।
সর্বত্র ভয়নির্মুক্তঃ স্যাৎ কৃষ্ণনামপ্রভাবতঃ ॥১৭৩

যে মুনে! কৃষ্ণবিরোধী চণ্ডাল যদি হরিনাম দণ্ড পাপ করিতে সমর্থ হয় না সতত কৃষ্ণনাম কীর্তন তাহা পাপও ভস্ম করে ॥১৬৮

যে মানব সমস্ত কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করে, সেই বৈষ্ণবী জিহ্বা অন্যান্য অন্য বাক্য বলে না ॥১৬৯

যে বিপ্র! অন্য, বন্ধু, নাম যেমনি কিছু পাঠ করিত না, গায়নেরা কৃষ্ণ গোবিন্দ নামাদি সর্বদা গান কর ॥১৭০

স্নান দান জপ যজ্ঞের শাস্ত্রবিহিত কাল আছে, কিন্তু এই কৃষ্ণনামে কৃষ্ণসংকীর্তনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, সর্বদাই করিতে পারা যায় ॥১৭১

কৃষ্ণনাম যাঁহার ধন, কৃষ্ণনাম সতত গ্রহণকারী, কৃষ্ণনামকারী অনিন্দ্য মনুষ্য বস্তুতঃ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় ॥১৭২

যিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা হরিনাম স্মরণ করেন, কৃষ্ণনাম প্রভাবে তাঁহার নিখিল কর্ম সিদ্ধি হয় ॥১৭৩

[স্বাস্থ্যকর—অষ্টম

[সপ্তমবর্ষ, মাঘ মাস, ১৩৭৫] [অষ্টম সংখ্যা—কালোদরী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আকর্ষিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মহামান্য সরকারপক্ষের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণানুকূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মুদ্রক-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যকাব্যতীর্থ

[বিশেষ মূল্য সরকার ১৪'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সাহা
(সরকার সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামসুন্দর বিদ্যারত্ন
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভারাচার্য
শ্রীহরিপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীকিশোরীমোহন তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, এ

মুদ্রাকর :—
বিমল বিদ্যালঙ্কার।
ডাঃ শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ বে, এম্, বি., ডি. ও. এম্, এস্,
ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম্, এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. আর্ষ্টী, ডি. রোড, কলিকাতা—৫৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৮, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কিত। ১৫ই মাঘ, ১৩৭৪।

কার্য্যালয় :—
৩৮বি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যমাত্র শাস্ত্রসম্মত মাসিক পত্র। প্রতি মাসের ইংরাজী ১ই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমাধি বিশ্লেষণমূলিকা, প্রজাপতি-পরিপ্রশ্নাবলি বহু মূল্যবান পুস্তিকার, বাঙ্গালি-রামায়ণ, ঐতিহ্যপুরাণ ও ইতিহাসসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার আর্য্যমাত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যমাত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাকব্যয় ও পাকিস্তানে সডাক ১৮'০০, প্রতি সংখ্যা ১৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে কোন সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে অফিসারে ডাকঘরে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "কার্যালয় আর্য্যমাত্র, ৩৮সি, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাযথ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে কখনো পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যমাত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগে যাহাতে অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে আপত্তি দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. কে. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যমাত্র

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ক ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪)

১।	প্রকাশনস্থান—	৭।২, পি, ভট্টাচার্য্য, সি, রোড, কলিকাতা-৩৫
২।	প্রকাশনের সময়ক্রম—	মাসিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন ভাষ্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭।২, পি, ভট্টাচার্য্য, সি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন ভাষ্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭।২, পি, ভট্টাচার্য্য, সি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৫।	মূল সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদতর্কাচার্য্য
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	বাসুদেবপুর, পোঃ চন্দ্রকোণা, হুগলী পশ্চিমবঙ্গ
		শ্রীশ্রীশীতলাচরণতর্কতীর্থ
		ভারতীয়
		ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬।	অন্যাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং যেটি মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ।	—শ্রীসত্যব্রতপ্রসাদ দত্ত (অবসর প্রাপ্ত) ৭।২, পি, ভট্টাচার্য্য, সি, রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জন ভাষ্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর

শ্রীরামরঞ্জন ভাষ্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

১।৩।৬৩

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন গ্রাহকত্বে অনুগ্রহপূর্বক একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

তান্ সৃষ্টশস্ত্রবাণাংশ্চ কৃষ্ণানাপততো দ্রুতম্।
ক্রুদ্ধরূপো দীক্ষ্য স্মৃত্বাদ্য ভ্রাতরম্ সরথং গতঃ ॥১৩

হেমতালধ্বজবরাত্তে প্রতিমানিব বাসবম্।
পাণ্ডুপুত্রৌ অবস্থাপ্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গভীরুকৌ ॥১৪

ততঃ শত্রুংপ্রহৃষ্যন্তো
অযৌক্ষিতো বজ্রযোধাদুদ্বিগ্নাঃ।
স্ত্রিয়ালম্বনাঃ কৃষ্ণমাত্তপুত্রা-
মর্জুনস্যার্থে ভীমসেনৌ ॥১৫

উভয় ভীমোঽদ্ভুত-ভীমকর্মা
মহাবলো বজ্রসমানসারঃ।
উৎপাট্য যোধ্যাঃ ক্রমমেকবীরো
নিঘ্নন্নরাণাম্ যথা অন্তকস্তু ॥১৬

তং কৃষ্ণমায়ম্ বিপুলপ্রমাথী
শতৌঘঘাতং পিতৃরাজ উক্তম্।
কৃষ্ণৌ সমীপে পুরুষর্ষভস্য
পার্শ্বস্থ পার্শ্বঃ পৃথুদীর্ঘবাহুঃ ॥১৭

তং প্রেক্ষ্য কর্মাতিমনুষ্যমূর্ত্তি-
জিষ্ণুঃ স বিং ভ্রাতুরচিন্ত্যকর্মা।
বিস্মিগ্নিয়ে চাপি তদা বিয়োগ
অস্থৌ ধনুর্ধৃগ্ অমরেন্দ্রকর্মা ॥১৮

তং প্রেক্ষ্য কর্মাতিমনুষ্যমূর্ত্তি-
জিষ্ণোঃ সখ ভ্রাতুরচিন্ত্যকর্মা।
সমাদরো ভ্রাতরমুগ্রবীর্যাঃ
হলায়ুধঃ বাক্যমিদং বভাষে ॥১৯

য এষ সিংহর্ষভবেগগামী
অন্তকঃ কর্ষতি তালমাত্রম্।
এষোঽর্জুনো যাত্র বিকীর্য্যতি
বর্ষদ্ভি সংকর্ষণ বাহুমুক্তৈঃ ॥২০

অন্যে তু কৃষ্ণং চরণাবকৃত্তা
বাহ্যাঃ নিকায়ে সহসা প্রবৃক্ত।
কৃষ্ণোত্তরাস্তান্ ইতরেতরেণ
কর্তুঃ সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্ ॥২১

অনন্তর ভীমকে ক্রোধে বহুপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃসন্ধানে ধাবমান হইলেন ॥১৩

ভ্রাতৃপ্রেমিক মহাসত্ত্ব গজরাজের ন্যায় সেই রাজ্যরক্ষকে ক্রুদ্ধদের দিকে যেতে বারিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুপুত্র মহাবলপূর্ণ গজসমান ভীম ও অর্জুন সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ॥১৪

তখন চতুর্দিগের অস্ত্রনিপাতক হস্তের পরিঘের মতন বাহুদণ্ড লইয়া কৃষ্ণাত্মজদ্বয় ভীম ও অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ক্রোধে তাহাদের উপর আপতিত হইলেন ॥১৫

অনন্তর বজ্রতুল্য অটলশরীরধারী মহাবলশালী ভীমসেন আশ্চর্য্য ও ভয়ানক কর্ম সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়া দুই হাতে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষকে উৎপাটিত করত শত্রুগণের চারি ভাগ বিনাশ করিলেন ॥১৬

দুই ও দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট শত্রুসংহারকারী কুন্তীনন্দন ভীম তাহার পরাক্রমী মহারাজের ন্যায় সেই বৃক্ষ হাতে লইয়া অর্জুনের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন ॥১৭

অমানুষিক বুদ্ধিসম্পন্ন, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী, অচিন্ত্যকর্মকারী জিষ্ণু (অর্জুন) ভ্রাতার ঐরূপ অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তখ পরিত্যাগ করত বড় ধনুক হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন ॥১৮

লোকোত্তর কর্ম ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাবাহু (শ্রীকৃষ্ণ) ভ্রাতা ভীমের সহিত অর্জুনের ঐ অদ্ভুত সাহস দেখিয়া উগ্রবীর্যসম্পন্ন ভ্রাতা হলায়ুধকে বলিলেন ॥১৯

যে মহান্ সিংহবিক্রমগামী পুরুষটী তালবৃক্ষ কর্ষণ করিতেছে, ঐ যে অর্জুন বাণবর্ষণ করিতে করিতে ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে ॥২০

অন্য শত্রুগণ কৃষ্ণের চরণদ্বয় ছেদন করিয়া সহসা বাহ্যনিকায়ে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণের উত্তরগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতে সমর্থ সমস্ত পৃথিবীতে ॥২১

যোদ্ধৃণো পুরস্তাৎ কলাহস্তাক-
ষপূর্ণাস্তিরশ্চিবিনীতঃ।
গৌরঃ প্রলম্বোন্নতচারুযোগো
বিনিঃসৃতঃ লোহচয়াত্ত বর্মসুতঃ ॥২২

যৌ তৌ কুমারাবিব কার্ত্তিকেয়ৌ
বাসঃসিনেবার্চিষি যে বিকর্ষঃ।
মুক্তে বি তস্যাজ্জুনগোপনায়া-
স্তয়া ক্রুশঃ পাণ্ডুসুতস্য পৃথ্যঃ ॥২৩

(তথা কৃপাঃ পাণ্ডবমাশিষে)
ত্বং প্রত্যয়ীকরণযো হলায়ুধম্।
বলঃ বিজানন্ পুরুষোত্তমস্য
ন কশ্চিদাহাত্ম্য চ সম্ভবস্য) ॥

ভীমানুজো যোদ্ধুমিয়ঃ সমর্থ
এতো বি পার্থঃ সহায়াহ্বয়ান্ স্বান্।
অস্য বিজেতুঃ ভিমু মানুষান্ কৃপাম্
গাণ্ডীবমস্ত্রাম্ যদি সন্তসাক্ষী।
ন যাস্যতি স্ম প্রসভায় যৌধ
পরাভবঃ পাণ্ডুসুতে ন চস্যতি ॥)
ততস্তথেতিপ্রতিগৃহ্য তস্যে
হলায়ুধোঽনন্তবলঃ প্রতীতঃ।
শ্রীতোঽবদি দৃষ্টা বি পিতৃষসারঃ
পৃথাঃ বিমুক্তাঃ সহ কৌরবাগ্র্যৈঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পর্বসংগ্রহপর্বণি কুরুপাণ্ডবানাং অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৮

ভাগবতের ন্যায় বিরাট গ্রন্থ আরম্ভে অতিসংক্ষেপে, ঐ পুরুষপ্রবরই অর্জুন ইহাতে বিস্তারের কিছুই নাই। ঐ যে বেদিতেছেন—সহসা একটি দুঃখের উৎপাটন করিয়া রাজসভাকে বিস্তৃত করিবার জন্য উঠাইয়া আছে; দুর্যোধন ভিন্ন এরূপ কার্য করিবার সাধ্য অন্য রাজারও নাই; আমি যদি বাসুদেব হই, তবে এই বাসনা আমার বিফল হইবে না।২১-২১

ঐ যে অনুচরগণে বলদেবের বিশ্বতলোচন বিশেষ উহার উপরে পুরুষ নাগিকাবিনিষ্ট গৌরবর্ণ পুরুষটী নিজের কায় বর্মিতে বাহির হইয়া আসিতেছে; যে অনুজ। ঐ পুরুষই বলরাম মূর্তিমান্।২২

কার্তিকেয়ের ন্যায় দুষ্ট ঐ যে কুমারদ্বয়, উহারাই নকুল ও সহদেব। আমি অনুমিতেছি, পৃথার অধিক পাণ্ডুপুত্রগণ অরুণবর্ণের চক্ষু হইতে মুক্ত হইয়াছে।২৩

(ভীম ও অর্জুনের উপর রাজসভার ঐরূপ আক্রমণের উদ্যোগ দেখিয়া ভগবান হলায়ুধের (বলরামের) পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি অর্জুনের বল বিশেষরূপে অবগত আছি; আপনি কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। একাকী অর্জুনই দুর্যোধন সহিত সমস্ত রাজাদিগকে জয় করিতে সমর্থ, এই বাহুর রাজসভাকে জয় করা তাহার পক্ষে কিছুই নয়। হে যৌধব! যদি সত্যসাক্ষী (অর্জুন) আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আমরাও তাহার সাহায্যে যত্ন করিব। পাণ্ডুপুত্রের পরাভবের কোন সম্ভাবনাই নাই।)

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া অনন্তবল বলের ন্যায় গৌরবর্ণ হলায়ুধ (বলরাম) তাঁহার কথায় উত্তর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—কৌরবদের পাণ্ডবগণের সহিত আমার পিতৃষসা যে পৃথাকুন্তীদেবী হইতে বিমুক্ত হইয়াছে—ইহা জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল।২৪

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত আদিপর্বের পর্বসংগ্রহপর্বে কুরুপাণ্ডবগণ অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনশতত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের ভীষ্মের ও কর্ণ-শল্যের পরাজয়, দ্রৌপদী সহ ভীমার্জুনের স্বস্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অজিঘাংসু বিযুধ্যন্তঃ কাঙ্ক্ষন্তঃ বিজয়ং মিথঃ।
উদ্যতে তীর্ণ কর্তব্যা যুযুৎসাজয়ে পরান্ ॥১

তাবেব হন্তুং বিপ্রাগ্র্যাবর্জুনঃ প্রহসন্নিব।
উবাচ প্রেক্ষকা ভূত্বা যুধ্যতং পার্থিবৈঃ সহ ॥২

অহমেনানবিজ্ঞায়ৈঃ শস্ত্রপো বিবিধৈঃ শরৈঃ।
যাবদ্বিজ্ঞাপি সংক্রুদ্ধান্ ব্রাহ্মণাংস্তৌ বিবাধিষে ॥৩

ইতি হ্যুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ শুক্লবাজিরথোত্তমঃ।
ত্রস্তা ভীষ্মেণ সহিতঞ্চক্রে সৈন্যং মহাবলঃ ॥৪

ততঃ কর্ণমুখান্ দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ান্ যুধ্যতো বহূন্।
অল্পশস্ত্রবরোৎসাহো হৃষ্টো বচনমব্রবীৎ ॥৫

উদ্ধুষ্ট বাচা পক্ষবাতে ব্রাহ্মণো যুযুৎসয়া।
আবধে হি দ্বিজশ্রেষ্ঠাশ্চিরং দৃষ্টো যুযুৎসয়া ॥৬

ইত্যেবমুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ সহসা দ্রুতমুদ্বিজান্।
তত্রা কর্ণো যযাবেকো বিদ্ধুং প্রতি যথৌ বলে ॥৭

যুধাষী ত্বভিযাযেবোর্বলং প্রতিবলং যথা।
ভীমসেনং যযৌ শল্যো মত্তঃ পাণ্ডবযোধিনম্ ॥৮

দুর্যোধনাদয়ঃ সর্বে ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ।
যুদ্ধপূর্বমবর্তন্ত প্রত্যুদ্যোক্তুমরিন্দমান্ ॥৯

অথার্জুনঃ প্রহসন্নিবাপতদ্ভূরি বিক্রমঃ শরৈঃ।
কর্ণং বৈকর্তনং শ্রীমান্ বিদ্ধ্বা বলবদব্রবীৎ ॥১০

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জুন এবং ভীমকর্তৃক কর্ণ ও শল্যের পরাজয় এবং দ্রৌপদীর সহিত ভীম ও অর্জুনের স্বস্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এদিকে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অগ্নির ও কমণ্ডলু উঠাইয়া ভীম ও অর্জুনকে উৎসাহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা ভীত হইও না; আমরাও তোমাদের হইয়া শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করিব"।১

অর্জুন তখন যেন উচ্চহাস্য করত তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা বর্মিত হইয়া আমাদের পার্শ্বে অবস্থান করুন, যুদ্ধ করিতে হইবে না"।২

তখা যেমন মন্ত্রের দ্বারা সাপকে নিবারণ করে, সেইরূপ আমি এখনই সহসা শত শত তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করত এই ক্ষত্রিয়গণকে নিবারণ করিব।৩

এই বলিয়া মহাবল অর্জুন সেই শত্রুসৈন্যদলের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে ধনু উঠাইয়া ধাবমান ভীমসেনের সহিত অচল পর্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪

অনন্তর কর্ণ প্রভৃতি দুর্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে আসিতে দেখিয়া পরস্পর প্রতিযোগী শত্রুসৈন্যের প্রতি ধাবমান হার ন্যায় ভীম ও অর্জুন তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন।৫

যুধাষী ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"যুদ্ধস্থলে যুদ্ধরত ব্রাহ্মণদের বধ করিতে শাস্ত্রে বিধান আছে"—দেখা যায়।৬

এই বলিয়া রাজগণ সহসা ব্রাহ্মণদের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর যযাতেরপুত্র কর্ণ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।৭

যুধাষী যেমন এক গজ যেমন অপর গজের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ শল্যপ্রভৃতি বলযুত রাজগণ ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন।৮

দুর্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত সঙ্গত হইয়া যুদ্ধভাবে অগ্রসরপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৯

অনন্তর শ্রীমান্ অর্জুন সেই মহাবল আততায়ী ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্যের প্রতি আপতিত সূর্যাপুত্র কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।১০

তেষাং শরাণাং ন্যেন নিস্ত্রাণং ক্ষিতিতেজসাম্।
বিমুক্তকবচে রাধেয়ো ব্যরাৎ তমুদায়ুধঃ ॥১১
তমুদ্যতগদাহস্তৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
অন্যোন্যমভি সংরব্ধৌ সাদয়ামাসতুর্হয়ৌ ॥১২
হতে প্রতিসমং পত্তে পত্তে বাহুবলে যে।
ইতি পূর্বাপরৈরাসন্ বাচো গগনস্পৃশঃ ॥১৩
অতোঽর্জুনস্য কৃষ্ণস্য বীর্যমপ্রতিমং ভুবি।
জাতা বৈকর্তনে কর্ণঃ সংরম্ভঃ সমযোধয়ৎ ॥১৪
অর্জুনেন প্রযুক্তাংস্তান্ বাণান্ বেগবতস্তদা।
প্রতিহত্য ননাদোচ্চৈঃ সৈন্যানি হতপূরুষম্ ॥১৫

কর্ণ উবাচ।

কৃপাদি যে বিপ্রমুখ্য কৃতবীর্যস্য নন্দনে।
অধিজ্যস্য চ যোদ্ধব্যে পশ্যতেদং বিকর্ষণম্ ॥১৬

সেই বেগবানী নিশিত ও তীক্ষ্ণধারসম্পন্ন বিদ্ধ হইয়া কর্ণ বিমুহ্যমান হইয়া অতিশয়ী অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥১১

তখন উভয়ে উভয়কে বধ করিতে উদ্যত হইয়া অতিশয় অস্ত্রনিক্ষেপ করত নিজ নিজ হস্তলাঘব (হস্তের ক্ষিপ্রতা) দেখাইতে লাগিলেন ॥১২

"এই দেখ, তুমি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, এই আমি তাহার প্রতিকার করিলাম, দেখ আমার বাহুবল কিরূপ।" এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলিতে লাগিলেন ॥১৩

অনন্তর সূর্যপুত্র কর্ণ বিমুক্তকবচ হইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণের বীর্য অর্জুনের বাহুবলের ন্যায় অনুমেয়, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষাবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪

কর্ণ অর্জুনবিক্ষিপ্ত বেগবানী বাণসমূহ প্রতিরোধ করত উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ

কিং স্বয় শাক্রাদ্ বসুর্বেরো রাঘবো বা বিশাম্পতে।
অথ শাক্রাগ্নিরুদ্রাঃ শাক্রাদ্ বা বিষ্ণুবৃষ্ণ্যুতঃ ॥১৭
আত্মপ্রজ্ঞাবলার্থং বৈ বাহুবীর্যমুপাশ্রিতঃ।
বিপ্ররূপং বিবারেঃ অস্ত্রং মাং প্রতি মুঞ্চসে ॥১৮
ন হি মানুষবে ক্রুদ্ধঃ শাক্রাদ্ভীপয়েত্।
পুমান্ যোধয়িতুং শক্তঃ সাক্ষাদ্ বা কিরীটিনম্ ॥১৯
অন্যেষাং খাণ্ডবঃ এষ কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতস্তব।
নাস্তি কর্ণ বসুর্বেরো নাস্তি রামঃ প্রতাপবান্ ॥২০
ব্রাহ্মণাহস্মি ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
ব্রাহ্মে পৌরুষকে চাহং নাস্মীতো গুরুণা সমঃ ॥২১
বিদ্ধোঽস্ম্যস্ত্রে বলে তেষু যাঃ বৈ বীর বিশো তব।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্য রাধেয়ো দুষ্কৃতং কর্ণো ভৃগুবরঃ ॥২২

কর্ণের সেই ভাষের প্রশংসা করিল ॥১৫

কর্ণ বলিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে আপনার কুলবীর্য দেখিয়া ও আপনার মধ্যে আত্মিপ্রভতা এবং সমস্ত অস্ত্র ও অস্ত্রবিচার জ্ঞান ও উহাতে অধিকার দেখিয়া আমি নষ্ট হইয়াছি ॥১৬

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি কি সাক্ষাৎ বসুর্বিগের পুত্রি, অথবা আপনি কি বিপ্রবর পরশুরাম কিংবা সাক্ষাৎ রুদ্র অথবা সাক্ষাৎ অচ্যুত বিষ্ণু ॥১৭

আমার মনে হয়—আপনি ইহাদের অন্য কেহ হইয়াও নিজেকে গোপন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রবল বাহুবল অবলম্বনপূর্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥১৮

যুদ্ধে ক্রুদ্ধ আমার সহিত সাক্ষাৎ পশুপতি রুদ্র অথবা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ব্যতিরেকে অন্য কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে ॥১৯

কর্ণ এইরূপ বলিলে তদুত্তরে অর্জুন বলিলেন, —"হে কর্ণ। আমি বসুর্বেরও নহি এবং প্রতাপ-

আহুঃ ক্ষেত্রজাতাংস্তে মনুষ্যেষু মহারথঃ।
অপরস্মিন্ তথাদেশে ধীরৌ শঙ্খ-মুকোদরৌ ॥২৩
ধৃষ্টদ্যুম্নো মুতশ্চাপি বিদিতা চ তবেব চ।
অযোনিজাবয়োনিস্থৌ তু মহাত্মানি মহাত্মনৌ ॥২৪
মূর্তীরিবর্দ্ধিমুদ্ধিশ্চৈব বিহিতাবিতরেতরম্।
প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরাকর্ষ-বিকর্ষণৈঃ ॥২৫
আকর্ষন্তমুদ্যোক্তঃ মূর্তীভিশ্চাপি কৃষ্ণতুঃ।
তত্রশ্চটচাপলঃ হৃষ্টাবো হৃতবৎ তদ্রাঃ ॥২৬
পাষাণপাংশুনিক্ষেপঃ প্রহারৈরতিকৃষ্ণতুঃ।
মুহূর্তং তৌ তথাভূতৌ সমরে পর্যবর্তয়ম্ ॥২৭
ততো ভীষ্ম স্মুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং সলিলাবধে।
অপাতয়ৎ মুকোদরং ক্রোশন্তং ভৈরবস্বনম্ ॥২৮

তত্রাকর্ষন্ ভীমসেনস্তকার পুনর্বশম্।
অহনৎ পাতিতং ভূমৌ নাদয়ন্ ধরণিং বলী ॥২৯

পাতিতে ভীমসেনেন পলো অর্ধে চ শত্রিতে।
শত্রিতাঃ সর্বরাজানঃ পাঞ্চালক্ষ্ম কোরবম্ ॥৩০

উচুশ্চ সহিতাস্তত্র পাঞ্চালেয়ো ব্রজত্বসৌ।
বিজাতেতাঃ ব্রজত্বামী কথমাসৌ ভবেদ চ ॥৩১

কো হি মানুষতঃ কর্ণং শক্তঃ বোধয়িতুং রণে।
অন্যত্র রামাদ্ দ্রোণাদ্ বা পাণ্ডবাদ্ বা কিরীটিনঃ ॥৩২

কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীপুত্রাৎ কৃপাদ্ বাপি শরদ্বতঃ।
কো বা দুর্যোধনং শক্তঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ॥৩৩

খানী পাণ্ডবাদের অতি, আর্য যোদ্ধৃগণ ও সর্বাস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; এজন্য ও ইহাঁর বিদ্যার গুরুদক্ষার পাত্রদর্শী, হে বীর! আজ আমি তোমাকে যুদ্ধে বধ করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি; তুমি বিপ্র হইয়া যুদ্ধ কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ এই কথা বলিলে মহারথ কর্ণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন; এদিকে অন্যে একাকী বীর মুকোদর ও শঙ্খ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন; উভয়েই বলবান্, যুদ্ধবিশারদ, বিদ্যা ও বলে উভয় উভয়কে আঘাত করায় সমস্ত যুদ্ধারম্ভের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥২২-২৪

মূর্তী ও আদ্রা যেমন পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন; প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অভ্যাকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ কৌশলসহ প্রকর্ষণ-পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে মূর্তী ও আদ্রা যেমন আঘাত করিতে লাগিলেন; তাহাতে চটচটা শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। পাষাণের পতনের ন্যায় উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন; এই যুদ্ধকাল (দুই দণ্ড—৪৮মিনিট নিমিত) দুইজন দুইজনকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিলেন ॥২৫-২৭

অনন্তর বৃকোদর ভীম উভয়ের বিদ্যা বলকে উঠাইয়া মাটিতে আছাড়াইয়া ফেলিলেন; তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হাসিয়া উঠিলেন ॥২৮

কিন্তু আশ্চর্য, যেমন যেমন বৃকোদর ভীম ঐভাবে শঙ্খকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন তাঁহাকে বধ করিলেন না ॥২৯

ভীমসেনকর্তৃক শঙ্খ পাতিত এবং অর্ধমৃতকল্প কর্তৃক ভীমস্তব দেখিয়া সকল রাজা সমিতিস্থলে ভীমকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩০

তাঁহারা একত্রে বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এই দুই ব্রাহ্মণই জানে যোদ্ধা; যৌন সম্বন্ধ ইহাঁরা কোথায় অধিগমন করেন এবং ইহাঁদের নিবাস কোথায় ॥৩১

পরশুরাম, দ্রোণ অথবা পাণ্ডুপুত্র কিরীটী (অর্জুন) ছাড়া আর কে এমন পুরুষ আছে যে যুদ্ধে মানুষভাবে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ॥৩২

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অথবা শরদ্বানের পুত্র কৃপ

অথৈব ব্রহ্মবিদ্ধিঃ পদ্মাঃ বলবত্তরাঃ যাদৃ।
ক্ষত্রবন্ধুস্তে ধীমাংঃ পাণ্ডবান্ যা দুষ্কোবহাৎ ৪৪৪
ধীমান্ দুর্যোধনান্ রাজ্ঞঃ পক্ষঃ পাতয়িতুং বলে।
ত্রিভিরাসবসাহস্রৈঃ যুক্তান্ ব্রাহ্মবলত্বতাৎ ৪৪৫
ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাপি বিদ্বন্।
অথৈবানুপলভ্যেহ পুনর্যোৎক্ষ্যে কৃতৈঃ ৪৪৬
তাংস্তথাবাদিনঃ সর্বান্ প্রশ্রয়েণ কিরীটিনম্।
অথাব্রবীৎ পুরুষা শক্তিং দৃষ্ট্বা সহ কর্ম সাধুনঃ ৪৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তৎ কর্ম ভীমস্য মহৎকা কৃষ্ণঃ
কুন্তীসুতৌ তৌ পরিস্বজাতে।
বিস্ময়মাপন্ন মহৌজসৌ তদা
হর্ষেণ পার্থঃ পুনরীক্ষ্য সর্বান ৪৪৮

এবং তে বিস্মিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্কর্ম্।
যথাবাসং যযুঃ সর্বে বিস্মিতা রাজসত্তমাঃ ৪৪৯
কৃত্বা তদ্ভোজনে রক্ষঃ পাঞ্চালী ব্রাহ্মণৈর্বৃতা।
ইতি ব্রুবন্তী প্রবিবেশ তত্রাদ্ভুতা সমাগতা ৪৫০
ব্রাহ্মণৈস্তু প্রতিজ্ঞাতো বৈতসালিবনালিতি।
কৃষ্ণেন ভগবতৌ তু ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ৪৫১
বিমুক্তৌ জলসংবাধাদ্ভক্তিঃ পরিবৃতৌ তদা।
কৃষ্ণানুগতৌ তত্র দৃষ্টবন্তৌ তৌ বৈ বনম্ ৪৫২
সৌদর্যমাত্রাঃ ঘটোৎকচৌ চক্র-সূর্যাভিরক্ষিতৌ।
যেষাং মাতা বহুবিধং বিলাপং পর্যচিন্তয়ৎ ৪৫৩
অন্যোন্যাৎস্তু পুত্রেষু নৈকভাবেতিচক্রমে।
ধার্তরাষ্ট্রৈর্হতা ন স্যুরিত্যেতাং কুরুপুঙ্গবাঃ ৪৫৪

ছাড়া আর কে দুষ্কর কর্ম দ্বারা দুর্যোধনের চরিত্র দূর করিতে পারে ?৪৪৪

যেহেতু বলবান ভীমের বলবান্, দুর্যোধন অথবা পাণ্ডবদের বীর দুষ্কোদর ছাড়া আর কে এমন আছে, যে বলশালিনের চতুরাঙ্গ বলকে বাহুবলে আক্রমণ করিতে পারে ; সুতরাং এই ব্রাহ্মণদের পরিরক্ষণ দুষ্কর্মের দ্বারা করিয়া পড়াই ভাল।৪৪৫-৪৫

অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণদের সর্বদা আমাদের রক্ষণীয়। সুতরাং প্রথমে ইহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া পরে (ইহারা যদি চান, তবে) ইহাদের যুদ্ধ করিব।৪৪৬

যুদ্ধে ভীম ও অর্জুন যে অদ্ভুত কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত রাজপুরুষ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া ভীম ও অর্জুন মনে মনে প্রসন্ন হইলেন।৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমের ঐ অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যুধিষ্ঠির বলিয়া আখ্যা করিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর কৃষ্ণাকে লাভ করিবার সুযোগ আপনারা করিয়া দিয়াছেন"—এই বলিয়া সকলকে অনুনয় করত বিদায় করিলেন।৪৮

অনন্তর যুদ্ধবিশারদ ব্রাহ্মণগণ উত্তরের যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন।৪৯

"এই রাজভূমিতে ব্রাহ্মণেরা জেতা প্রতিপন্ন হইল এবং পাঞ্চালীকে ব্রাহ্মণেরা লাভ করিলেন" —এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনগণ স্ব স্ব নিবাস স্থানে গমন করিলেন।৫০

এক কৃষ্ণ চতুর্পরিবৃত ব্রাহ্মণকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ভীম ও অর্জুন অতি শুভ পথ চলিতে লাগিলেন।৫১

অনন্তর ভীম হইতে বিমুক্ত হইয়া ভীম ও অর্জুন কৃষ্ণাকে লইয়া চলিতে লাগিলেন, সকলেরও তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতে লাগিল।৫২

তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে,

মায়াবিনৌ বা যক্ষৌ স্যাদিতি পুরোধসৈর্দৃষ্টৈর্বিকল্পিতঃ।
বিপরীতং মতং জ্ঞাত্বা যাজ্ঞসেনী মহামনাঃ ৪৪৩

ইত্যেবং চিন্তয়ানাসা দদর্শেহায়তা পৃথা।
তাং দৃষ্ট্বাগতসম্ভ্রান্তা ননামেষদবাঙ্মুখী ৪৪৮

মহাত্মা যাজ্ঞসেনীর মনেও ঐ বিষয় চিন্তা হইল ৪৪৩-৪৪

এইরূপে পুরোহিতগণ কুন্তীদেবী যাজ্ঞসেনীর রূপের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেই সময়ই দেখিলেন দ্রুপদরাজ দুহিতা বিনয় ও লজ্জায় অবনতমুখে লোকই দুষ্কুলের আচারের পথ ধরিয়া পড়িয়াছিল। অপরাহ্নকালে সূর্য্যদেবের মতের ন্যায় মনোহরশ্রী হইয়াছিল। এমন সময় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া জিষ্ণু (অর্জ্জুন) সেই কুম্ভকারের গৃহে প্রবেশ করিলেন ৪৪-৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধপর্বণি পাণ্ডবপ্রত্যাগমনে একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১৯৩

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তী, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্ত্তা, দ্রুপদরাজের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহের প্রস্তাব এবং পাণ্ডবগণের সহিত বলরাম ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা তু তাং ন পশ্যন্তি ভিক্ষার্থং ভরতর্ষভাঃ
পাঞ্চালী পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।
তদা যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রীতৌ
জিষ্ণুকৃষ্ণাবেবমকথয়তাং নরাগ্র্যৌ ১

কুন্তীদেবী যা হউক একবেলা পুত্রেরা
ভোজন করুক বলিয়া সকলের পরে,
পশ্চাৎ কুন্তী প্রসন্নচিত্তে কৃষ্ণাকে
কহিতে লাগিলেন ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারতশ্রেষ্ঠ মহানুভব জিষ্ণু ও অর্জ্জুন যখন সেই কুম্ভকারের গৃহে প্রবেশ করত দেখিতে পান নাই; তখন তাঁহারা ভিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়া পরমপ্রীতিসহকারে যাজ্ঞসেনীর বিষয়ে কথা বলিতে লাগিলেন—না, আমরা ভিক্ষা লইয়া আসিয়াছি।১

কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের মাতা ছিলেন, তিনি দুই পুত্রকে দেখিতে পান নাই; সুতরাং তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"তোমরা সকলে উহা ভাগ করিয়া

ন্যায়ব্যতীতা পরিচিন্তয়ন্তী
তাং যাজসেনীং পরমপ্রতীতাম্।
প্রাপ্তৌ কৃষ্ণৌ কৃষ্ণমাপন্নরূপাং কৃষ্ণী
দুঃখাদ্বীরং বাক্যমুবাচ ভোজ্যম্ ॥৩
কুন্তুবাচ।
ইয়ং তু কন্যা দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ
মহানুভাব্যাং যদি সম্বিধিস্তে।
অযোনিজাং পুত্র যথাপি লোকং
লভেমহি কৃচ্ছ্রমিতি ধ্রুবং প্রযাতাৎ ॥৪
যদা ত্বয়ং ধনুরুদ্যম্য সর্বে
সবেৎ কৃতাস্ত্রস্য তথৈহি।
পাঞ্চালরাজস্য সুতাস্বয়ম্বরে
ন তোপয়েচ্ছ ন বিভ্রুয়েচ্চ ॥৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
স এবমুক্তো ধর্মবিদাং বরিষ্ঠো
ধর্ম্যং মুহূর্তং তু বিচিন্ত্য রাজা।
তুষ্টাং সমাশ্বাস্য কৃষ্ণপ্রবীরো
ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে ॥৬
যদা জিতা ভাজন যাজসেনী
ভবৈব গোক্তিতি রাজপুত্রী।
এষাস্যতামদ্রিবনপ্রকাশং
কৃষ্ণা সহিতং বিবিধং ধনঞ্চ ॥৭
অর্জুন উবাচ।
ন মাং নরেন্দ্র ধর্মবিদাং বরিষ্ঠঃ
কৃষ্ণা ন ধর্মোপরমিষ্টমৃক্ষী।
ত্বয়ান্ বিদ্বান্ প্রথমং জাতোঽহং
ভীমো মদ্বাহুবচিত্যকর্মা ॥৮
অহং তথা নকুলোঽনন্তরা মে
পশ্চাদ্যমৌ সহদেবস্তরস্বী।
কৃষ্ণাকোঽহক এমো চ রাজ-
ন্নিতশ্চ কৃষ্ণা ভবতো নিবোধ্যাঃ ॥৯

ভোগ কর; কিন্তু পরক্ষণেই দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়া অনুতাপ করত বলিলেন "আমি এ কি বলিলাম!"২

অনন্তর কুন্তী অন্তঃপুরে ভীতা হইয়া ঐ কথা চিন্তা করিতে করিতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠদ্বয় যাজসেনীকে হাতে ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন।৩

কুন্তী বলিলেন,—পুত্র! রাজা দ্রুপদের এই কন্যাকে ভোমরা দুই অনুজ ভীম ও অর্জুন আসিয়া ভিক্ষা স্বরূপ আমার নিকট দিয়াছে। আমি না দেখিয়াই প্রত্যাখ্যানও বলিয়াছি—"তোমরা পাঁচজনে মিলিয়া উহা ভোগ কর"।৪

হে পুত্র! বল দেখি, এখন কি করা যায়? আমার কথাও মিথ্যা না হয় এবং পাঞ্চালরাজপুত্রীরও ধর্ম নষ্ট না হয় এবং অধর্মের ফলে কোন নীচ-যোনি প্রাপ্তি না হয়"।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মা এই কথা বলিলে ধর্মজ্ঞের শ্রেষ্ঠ কুরুবীর রাজা যুধিষ্ঠির এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কৃষ্ণাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক ধনঞ্জয়কে বলিলেন।৬

"হে ভারত! তুমিই যাজসেনীকে জয় করিয়াছ, সুতরাং রাজপুত্রী তোমারেই যাচাইবে; যে শক্র-নাশে বীর। সুতরাং অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া তুমি বিধিপূর্বক ইহার পাণিগ্রহণ কর।৭

অর্জুন বলিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে অধর্মচারী করিবেন না, (কারণ, বড় ভাই থাকিতে ছোট ভাইয়ের বিবাহ হয় না) এরূপ অধর্ম আমাদি-গের অগ্রেই বর্তমান। শাস্ত্রানুসারে প্রথমে আপনার বিবাহ হওয়া উচিত, পরে অরিন্দমকর্মা মহাবাহু ভীমের, তাহার পর আমার, তাহার পর নকুলের এবং তাহাকে পর দেখিবার সহদেবের বিবাহ হওয়া

এবং ক্রতে যৎ ফাল্গুনস্য
বয়ং যথাক্ষং কুরু তদ্ বিচিন্ত্য।
পাঞ্চালরাজস্য প্রিয়ং চ বৎ স্যাৎ
প্রব্রূহি সর্বে স্ম বলে স্থিতস্য ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিকোর্বচো-নম্রাজ্যে ভক্তি-স্নেহসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১
দৃষ্ট্বা তে তত্র পঞ্চস্থাঃ সর্বে কৃষ্ণাং বরাঙ্গনাম্।
সম্প্রহৃষ্যন্তোক্তবাসীনা হলধৈস্তাবয়ন্ ॥১২
তেষাং তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্বেষামর্ষতৌজসাম্।
সম্প্রধ্যায়ন্ত্রিয়গ্রামঃ প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ ॥১৩
কামাদ্ধি রূপং পাঞ্চাল্যা বিবাহা বিহিতঃ পরম্।
বহুপ্রাধিকরক্তাভঃ সংস্পৃশন্নোহয়ন্ ॥১৪

তেষামথাকারজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বৈশাখস্থস্য কৃৎস্নস্য সদ্যাব ঋতুবর্ষজঃ ॥১৫
অন্তরীক্ষং প্রহিতান্ ভাবান্ বিবাহেক্ষণাদ্ গুরূন্।
সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিতেতি হি সা শ্রুতা ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
আহূয়তাং প্রসবীক্ষ্য সর্বে
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডোস্তনয়াস্তদাবৈ।
তথেত্যথো ব্যাহরমা অযাতিঃ
সর্বে চ তে তদ্বশগাস্তদাসন্ ॥১৭
বৃষ্ণিপ্রবীরস্য কৃষ্ণপ্রবীরা-
মাপৎসখায়ঃ সহযৌহিণেয়ম্।
জগ্মুস্তদা তার্ণবকর্ণধারাঃ
পুরাপতে তে পুরুষপ্রবীরাঃ ॥১৮

হিবেন। যে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির, আমি, নকুল, সহদেব ও রাজকন্যা দ্রৌপদী—সবাই আমরা আপনার আজ্ঞার অধীন ॥৮-৯

এইরূপ অবস্থায় আপনি বিশেষ চিন্তাপূর্বক এমন একটী পথ আবিষ্কার করুন, যাহা আমাদের ধর্ম ও সুখের অনুকূল হয় এবং পাঞ্চালরাজারও হিত হয়, আমরা আপনার বশীভূত; আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে ॥১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভক্তি ও স্নেহসিক্ত বিদুর (যুধিষ্ঠিরের) কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই দ্রৌপদীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥১১

কৃষ্ণাও সেই সময়ে সমস্ত পাণ্ডবেরই মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় পাণ্ডবগণও বরবর্ণিনী কৃষ্ণার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় সকলেরই হৃদয়ে কুসুমশর প্রবেশ করিল ॥১২

দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্রই অগ্নিতুল্যতেজস্বী সকল পাণ্ডবেরই চিত্তপ্রদেশে মদনের আবির্ভাব হইল ॥১৩

বিবাহা কন্যা পাঞ্চালীর রূপ এমনভাবে বিমোহিত করিয়াছিলেন যে, উহা সকল রাজার হৃদয়ে অধিকার করিয়া সর্বপ্রাণীর অবোধ্য হইয়াছিল ॥১৪

কুন্তীপুত্র যজ্ঞশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আকৃতিদর্শনে মুহূর্তের আকার দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে ব্যাসদেবের কথা স্মরণ হইল (ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন পূর্বজন্মের তপস্যানুসারে দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি হইবে এবং তোমরা পাঁচ ভাইই সেই পঞ্চপতি) ॥১৫

রাজা যুধিষ্ঠির ভাইদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের আশঙ্কায় সকলের নিকট বলিলেন—"কন্যাপরীক্ষা দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হইবে" ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুনন্দনগণ সকলে তাহাই এরূপ হোক বলিয়া এই কথা শুনিয়া বিশেষভাবে

অন্ত্রোপবিষ্টং পৃথুদীর্ঘবাহুং
বৃষস্কং বৃকোদরমিত্যুবাচ।
অজাতশত্রুং পরিবার্য্য তাস্তা-
পৃথাসপার্শ্বস্থিতাঃ কৃষ্ণাপ্রকাশাঃ ॥১৯

অজাতশত্রুং ভগবান্ মুকুন্দো
মুহূর্তমাত্রং ব্যথিতেব দৃষ্ট্বা।
কৃষ্ণেতি মিত্রীতি বিমৃশ্য পার্শ্বে
যুধিষ্ঠিরস্যাভিমুখঃ নিষীদন্ ॥২০

তমেব তস্যাপসু রৌহিণেয়-
স্তথা চাপি হৃষ্টাঃ কুরবোঽভ্যনন্দন্।
সিংহপ্রকাশাপি মহাপ্রভাবা-
বভূবতুঃ কাংস্যমুখ্য পার্শ্বে ॥২১

অজাতশত্রুস্ত মুকুন্দবীক্ষ্য
পপ্রচ্ছ কৃষ্ণং কুশলং বিশোকঃ।
কথং বয়ং বাসুদেব ত্বয়েহ
গুপ্তা বসন্তো বিদিতাস্ত সর্বে ॥২২

তমব্রবীদ্ বাসুদেবঃ প্রহস্য
মুহূর্তমাশ্বাস্য ইবাজমীঢ়ম্।
ত্বং ক্ষত্রিয়ং পাণ্ডবেয়ানতীত্য
কোঽন্যঃ কর্তা ক্ষিতিজে বাসুদেব ॥২৩

বিদ্যা সর্বে পাণ্ডবাস্ত্বিপ্রমুক্তা
দুঃখং ঘোরাৎ পাণ্ডবাঃ শত্রুসঙ্ঘাৎ।
বিদ্যা পাণ্ডো বৃত্তমাত্মীয় পুত্রঃ
সহাস্মাভিস্তা ন শকাস্যোঽভিবীক্ষ্য ॥২৪

বিবেচনা করত মনে মনে মৌন হইয়া সেই কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭

এদিকে বৃষ্ণিবংশীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুকুন্দও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সেই মুনিগণের সুখে আগমন মনে করিয়া বলরামের সহিত তথায় আগমন করিলেন।১৮

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত তথায় প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, অগ্নিতুল্যতেজস্বী ভাইদের সহিত দুর্ধর্ষবীর্য সম্পন্ন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির বসিয়া আছেন।১৯

অনন্তর বাসুদেব মুহূর্তকাল ধৈর্যাবলম্বনের অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের দুঃখ কল্পনা করিয়া বলিলেন "আমি কৃষ্ণ"।২০

তখন রোহিণীনন্দন বলরামও যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম করিলেন এবং ভীমার্জুন পাণ্ডবগণও ভাইদের সঙ্গে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। যে ভাতৃবৎসল প্রধান অনন্তের; অনন্তর মহাপ্রতাপের সিংহতুল্য মুখ্য ভ্রাতৃগণ তথায় বসিলেন।২১

মুকুন্দবীর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণকে কুশল জিজ্ঞাসা করত প্রশ্ন করিলেন—"হে বাসুদেব। আমরা এখানে কোথায় বাস করিতেছি, তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে।২২

বাসুদেব ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে বলিলেন—"হে রাজন্। প্রশ্ন বাহিলেও অধিক জানিতে কষ্ট হয় না। ভরতের সন্তান যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছে, তাহা পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে অন্য মানুষে সম্ভব নহে।২৩

আমাদের সহায়তায় আপনারা সকল পাণ্ডবেরা ভয়ঙ্কর অগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং আমাদের সৌভাগ্যবশেই অমাত্যগণের সহিত পাণ্ডিত্ব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের কারণ সকল হয় নাই।২৪

অত্র বোঽস্ত নিধিঃ যত্ন গুহায়াং
বিবর্ধিতঃ স্থপতা ইবৈষনাবাঃ।
য়া যো বিদুঃ পাণ্ডবিয়াঃ কেতিবেষ
মাত্মানমেব পিতরৌচ তাবৎ॥
যোঽস্মদ্ভক্তঃ পাণ্ডবেয়াগ্রহীঃ
প্রাণাম্ভীক্ষ্ণঃ বলদেবেন সার্ধম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পঞ্চদশপর্বণি রাম-কৃষ্ণাগমনে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯০

আপনাদের মঙ্গল হউক—ইহাই আমার চরমের কামনা; এক্ষণে আমি স্বয়ং আপনারা দৃষ্টি গোচর হউন। আমরা উত্তরে নিধিতে নিধিয়া যাইতেছি; আপনারাও যেন রাজা জানিতে পারেন ইহা আমি চাহি না। তখন যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অক্ষয়-শ্রীমন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত প্রস্থান করিলেন ।২০

শ্রীমহাভিনবব্যাসপ্রণীত পঞ্চমসংহিতা সহিত। মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত পঞ্চদশপর্ব রাম-কৃষ্ণাগমনবর্ণন নবত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আত্মানং সংগোপ্য দ্রৌপদ্যা স্বয়ম্বরং পাণ্ডবানাং স্বয়ম্বরঃ যুধিষ্ঠিরেণ প্রত্যাবর্তনম্, দ্রৌপদ্যাঃ সমীপে কৃষ্ণস্য প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
দ্রুপদস্যাথ পাঞ্চাল্যাঃ পৃষ্ঠ্যাঃ কৃষ্ণসখৌ।
অবজ্ঞাতৌ তদা রাজ্ঞা ভার্গবস্য নিবেশনে ॥১
মোঽস্মাভিরাত্মা পুরুষব্যাঘ্র সর্বতঃ।
ব্যক্তমাখণ্ডলীয়োঽদ্য ভার্গবস্য নিবেশনে ॥২
দ্রুপদস্য তথৈবাস্য রিপুপ্রমাথী
কিমুর্থমৌ চাপি মহানুভাবৌ।

ইত্যেবং চরিত্বা তু যুধিষ্ঠিরায়
নিবেদয়ামাসতুরীপ্সিতার্থাঃ ॥৩

ততস্তু তুষ্টো দ্রুপদাত্মজাং তা-
মুবাচ কালে স্বজনং যথাস্থা।
স্বয়ম্বরায়াং কৃষ্ণায়াং তত্র
বর্তেত বিপ্রায় চ যেষি সিদ্ধ্যৈ ॥৪

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[নিজের যোগ্য করে দ্রৌপদী কর্তৃক পাণ্ডবদের জয়মাল্য সহিত প্রত্যাবর্তন এবং দ্রৌপদীর সমীপে কৃষ্ণের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে অর্জুন ও ভীমের নিকটে নিকটে কৃষ্ণাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।১

তিনি যোগ্যজন নিজের উপযোগীরূপে চারিদিকে বলাইয়া নিজের কৃষ্ণকায়ের কৃষ্ণের এই পাশে বুলাইয়া বলিলেন ।২

সায়ংকালে দ্রুপদার্জুন ভীম, অর্জুন, মহানুভব নকুল ও সহদেব সকলে মিলিয়া ভিক্ষা করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সকলেই যুধিষ্ঠিরকে সব নিবেদন করিলেন ।৩

যে চাপি তত্রাভিমতা বভূবুঃ
পরিশ্রিতা যে পরিশ্রতা যদুনাম্।
তেভ্যশ্চ দেয়ং প্রবিভজ্য বিত্ত-
মর্হং চতুর্ণাং মম চাদদন্ত ॥৫
অর্হং তু তীর্থায় চ বেদি তত্ত্বং
ন এষ মার্গস্তদুপাসনানাম্।
যৌয়ং তুরা সংস্তবনোপপন্ন
এষো হি যীরো বসুদেবপুত্রঃ ॥৬
সা তদ্বচঃপ্রেম তু রাজপুত্রী
তথা বচঃ সাধু বিগাহমানা।
যথানুরূপং প্রচকার সাধ্বী
তে চাপি সর্বে মুমুদুস্তদানীম্ ॥৭
তুষ্টশ্চ কৃষ্ণো পরমং চকার
মাল্যৌষধীঃ সহদেবসংজ্ঞঃ।
যথা যথৈষাভিমতানি সর্বে
লভেয়ুরেবং স তথা চকার ॥৮

তখন ঈশানদেবতার কৃষ্ণা কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষাকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি চিরকালই বন্ধুর অত্যন্ত প্রিয়া হইয়া বৈষ্ণবের বলিয়ান ও রাজপক্ষকে চিরকালের জন্য ॥৪

যাহারা এখানে আত্মিকভাবে কৃষ্ণের চারিদিকে আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অর্ঘ প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে দাও এবং পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা এইজনে ভাগ কর। প্রথম দুইজনে ভাগ করিয়া অর্ধেক তীর্থের জন্য রাখ, তাহার আর অর্ধেক দুইভাগ করিয়া চার ভাগের এক ভাগ এবং এইভাগ আমার ও অন্য ভাগ তোমার জন্য রাখ ॥৫

যে ভদ্রে। তীর্থের জন্য যে অর্ধভাগ রাখিয়াছ, উহা তীর্থকে দাও; ঐ যে বেদিতেছ, পরমা-সুন্দরী শরীরধারী সৌন্দর্য পুরুষটী বসিয়া আছে, ঐ তীর্থ, ও তাহাকে একটু সেবাই দাও ॥৬

রাজপুত্রী সৌম্যা দ্রৌপদী দ্রুপদরাজার আজ্ঞানুবর্ত্যশাস্তার্জিতো বিপ্র তু
শিষ্যাদি তেভ্যঃ কুরুসত্তমেভ্যঃ।
তুষ্টী পুরস্তাৎ তু বসুন তেভ্যঃ
পাদাভ্যে চাথ বসুন কৃষ্ণা ॥৯
অন্যেন তুষ্টী সহ পাণ্ডুপুত্রঃ
পাদোপধানীয় কৃষ্ণা তুষেন্।
ন তত্র দুঃখং ন বলাপি তস্যা
এ চাসমন্ন কৃষ্ণপুরুষবাংস্তাম্ ॥১০
তে তত্র পূজাঃ কথয়াবভূবুঃ
কথা বিচিত্রাঃ পুরুষাধিকারাঃ।
অস্ত্রাণি দিব্যানি রথাংশ্চ নাগান্
ধনূংষি শস্ত্রাণি পরশ্বধাংশ্চ ॥১১
তেষাং কথান্তাঃ পরিকীর্তিতাসাঃ
পাঞ্চালরাজেন সুতস্তদানীম্।
শুশ্রাব কৃষ্ণাক তদা বিবক্ষাঃ
তে চাপি সর্বে সুতপর্বপূজ্যাঃ ॥১২

নামে কাজ করিলেন, কিন্তু একটু আশঙ্কা থাকিল তাহা অন্য ভীম কি করিতে পারিবে। কিন্তু রাজপুত্রী দ্রৌপদী দেখিলেন যে, দুষ্টীর বচনানুরূপই তাঁহারা আহার করিলেন ॥৭

অনন্তর নকুল ও বেদজ্ঞ সহদেব কৃষ্ণসখ্যায় এত ভীম, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির নিজ নিজ কৃষ্ণকর্ম বিভাগিয়া কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিলেন। সকলেই দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া শুইলেন; দুষ্টীদেবী সকলের মাথার দিকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শুইলেন ॥৮-৯

পাণ্ডবগণের সহিত মাদ্রীর তাহাদের পায়ের তলে কৃষ্ণসখ্যায় শয়ন করিয়াও দ্রৌপদীর মনে কোন দুঃখ হইল না এবং তিনি তাঁহাদিগকে মনে মনেও অবজ্ঞা করিলেন না ॥১০

সেই বীরগণ শুইয়া শুইয়া সেনাপতি, বিবাহ, রথ, অশ্ব, নাগ, ধনুঃ, শস্ত্র, পরশু প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা বিচিত্র কথা বলিতে লাগিলেন ॥১১

দৃষ্টদ্যুম্নো ধানপুত্রস্ত সর্বং
কৃত্বা তেষাং কথিতং চৈব সাত্ত্বৈ।
সর্বং শ্রুত্বা দ্রুপদায়াথিলেন
নিবেদয়িত্বাস্থলিতা জগাম ॥১৩
পাঞ্চালরাজস্ত বিসৃজ্য দূত-
মাপ্তং পাণ্ডবানপ্রতিবিদ্ধমন্ত্রং।
দৃষ্ট্বাগতং পার্থপুরোহিতস্তা
ক্ষ ন্যা সন্তা কেন বীতা চ কৃষ্ণা ॥১৪
কচ্চিন্ন সুক্ষেন ন হীনজেন
ক্ষৈত্রেন বা তদ্ভবেদোপপন্না।
কচ্চিৎ পরং বৃদ্ধি ন পতিষ্যতঃ
কচ্চিন্ন মালা পতিতা শ্মশানে ॥১৫
কচ্চিৎ সবর্ণপ্রবরো মনুষ্য
উদ্বিক্তবর্ণোঽপ্যুত এব কচ্চিৎ।
কচ্চিন্ন বামো বর বৃদ্ধি পাণ্ড-
কৃষ্ণাভিমর্শেন হরেদ্বিতস্ত ॥১৬
কচ্চিন্ন তস্যাঃ পরমপ্রতীতঃ
সাযুজ্য পার্থৈ বরয়েদ্ভবেন।
যদ্বা তদেন্দ্রস্ত অনুগ্রহাদ
বোঢ়েতি বিজ্ঞো দ্বিবিদুর্ধনঞ্জয় ॥১৭
বিজিজ্ঞাসার্থাত্ত তবস্য কচ্চিৎ
কৃষ্ণপ্রবরা প্রিয়তি পুত্রা।
কচ্চিৎ তু পার্থেন যবীয়সাস্ত
বসুর্বৃষীতঃ বিধিবৎ সমক্ষম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বংশাবতরণপর্বণি দৃষ্টদ্যুম্ন-প্রত্যাগমনে একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬০

পাঞ্চালরাজপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন তখন যোগবলে তাঁহাদের সকল কথা শুনিলেন এবং সেই জলদমন্দ্রের সহিত যে সমস্ত পুরুষসিংহ, তাঁহারা ও দৃষ্টদ্যুম্ন সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন ॥১৪

রাজপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের সেই সমস্ত সংবাদ লইয়াই ফিরিয়া দ্রুপদরাজকে বলিবার জন্য তাড়াতাড়ি গেলেন ॥১৫

পাঞ্চালরাজ দৃষ্টদ্যুম্নের নিকট প্রাপ্ত সংবাদে তাঁহাদিগকে পাণ্ডব বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া খুবই বিস্ময় হইলেন। তখন মহারাজ দ্রুপদ দৃষ্টদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণা তোমার বোন এবং যে তাহাকে লইয়া গেল ॥১৬

তোর পুত্র, তোর বীর্যবান অথবা ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ তো উহাকে লইয়া যায় নাই। তোর অন্য জাতির পুরুষ তাহার পরিণয় হেতু আমার মস্তকে হাত দেয় নাই তো? কিংবা তোমার কন্যার মস্তকে মালা পরাইয়া দেওয়ার সময় মালা শ্মশানে নিক্ষেপ করা হয় নাই তো ॥১৭

অথবা দ্রৌপদীর গ্রহীতা পুরুষ আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ তো? কিংবা আমাদের চেয়েও উৎকৃষ্ট বর্ণের কোন ব্রাহ্মণ? যে পুরুষ কোন নিকৃষ্টবর্ণের পুরুষ কৃষ্ণাকে গ্রহণ করিয়া আছে আমার মস্তকে হাত পরাইবার সময় নাই তো ॥১৮

এইরূপ দৌপদী কি হইবে—পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনই উহাকে গ্রহণ করিয়াছে জানিয়া আমি শোক ভুলিয়া আনন্দ লাভের যোগ্য হইব? যে মহাভাগ্য পুত্র! তুমি সত্য করিয়া বল আমার কন্যাকে পাণ্ডবেরা পুরুষটি কে ॥১৯

বিজিজ্ঞাসার্থের কৃষ্ণপুত্রদের বীর পাণ্ডুর পুত্রগণ কি জীবিত আছে? বৃষ্ণীবংশীয় পুত্র অর্জুনই কি বসুদেবের ন্যায় বিধিপূর্বক কৃষ্ণাকে বিবাহ করিয়াছে ॥২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সমগ্রসংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বংশাবতরণপর্বে দৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যাগমনসম্বন্ধে একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দ্রৌপদ্যাঃ দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবানাং বর্ণনং শ্রুত্বা জনমেজয়েন পুরোহিতস্য প্রেষণম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তথোক্তঃ পরিঘোপমাংসঃ
পিত্রে শশংসাথ স রাজপুত্রঃ।
দ্রুপদঃ সোমকানাং প্রবীরো
দ্রুতং যথা বেদ তথা চ কৃষ্ণা ॥১

দ্রুপদ উবাচ।

যোৎস্যে যুধা ব্যাহতসোদরাভ্যাং
কৃষ্ণাভিধো বেদবিধানরূপয়া।
যঃ কার্ষ্ণুকাগ্র্যঃ কৃতবানরিষ্টাঃ
লক্ষ্যাঃ ষড়ঃ পাতিতবান্ পৃথিব্যাম্ ॥২

অলক্ষ্যমাণশ্চ ততস্তয়োর্যৌ
দৃষ্টঃ ক্রিয়াভেদবিপূজ্যমানঃ।
ভ্রাম্যন্ ধনুষ্যঃ পিতৃঃ সমেত্য
সংবেদ্য দেবং ব্যতিষিচ্য দৃষ্টঃ ॥৩

কৃষ্ণা প্রযুক্তাভিনয়াৎ তু তস্মা-
নাম্না যথা নাগবধূ প্রবেদ্য।
অন্তঃপুরেষু নরাধিপেষু
জুগুপ্সতে বৈ তত এষ সম্যক্ ॥৪

ততোঽপরঃ পার্থিবসঙ্ঘমধ্যে
প্রযুক্তরূপা স্ত্রিয়মেবমেষ্যন্।
প্রকাশমেব চ পার্থিবৌঘান্
জুগুপ্সতে প্রাপ্তফলো নরেষু ॥৫

তৌ পার্থিবানাং বিবিধাং নরেন্দ্র
কৃষ্ণানুপায়ং সমরে নরাগ্র্যৌ।
বিত্রাসয়ানৌ বিধিবৎ তদস্ত্রং
যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য তদর্থবর্ণনাম্ ॥৬

পূর্ণিত হইয়া তত্ত্ব রাজগণের সভা বিচলন করিতে লাগিলেন; তখন হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া অসুরগণের সভা বিচলন করিতেছেন।১-৩

কৃষ্ণা তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ হাতে লইয়া তাঁহারই পশ্চাতে চলিতে লাগিল; দেখিয়া মনে হইল যেন হস্তিনী মত্তার পশ্চাতে যাইতেছে। তখন রাজারা ইহা সহ্য করিতে পারিয়া তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন আর একজন মহাবলশালী একাত্ত একটা গাছ উপড়াইয়া রাজগণের মধ্যে তাঁপাইয়া পড়িলেন এবং ক্রুদ্ধ মনের ন্যায় সকলের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন।৪-৫

ইহাতে রাজাদিগকে বিমুখ করিয়া তাহার সমস্তই কৃষ্ণাকে লইয়া যাজ্ঞসেনী যজ্ঞ ও সূর্য্যের ন্যায় পুরী হইতে বাহির হইলেন এবং ভার্গব নামে এক কুম্ভকারের গৃহে গেলেন।৬

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

(দ্রৌপদ্যাঃ বিবাহ হইতে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের বর্ণনা শুনিয়া জনমেজয়কর্তৃক পুরোহিতের প্রেরণ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা জনমেজয় এখন দ্রুপদের আবাসে হইয়া যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ও পাণ্ডবগণের আচরণ এবং যে দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিয়াছে তাহা, এই সমস্ত জানিতে বলিতে লাগিলেন।১

দ্রুপদ বলিলেন,—বিস্তৃত আয়তনবিশিষ্ট কৃষ্ণাজিনপরিবৃত বেদজ্ঞানসম্পন্ন যে মুনিবর পুরন্দরী সেই সেই বস্তুর ভার আরোপ করিয়া সকলকে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন, যিনি আহারের সাহায্য না লইয়াই সেই ব্রাহ্মণকর্তৃক অতি-

অন্যোপকিটীতিবিধানসক্ত
যেষাং অনিত্রীতি মহ প্রবর্ক:।
অথবিবেষেষ নরপ্রবীরৈ-
রপোপবিষ্টৈস্ত্রিদিবৌকসেব ॥৭
ততস্তুতস্তাবভিবাদ্য পাদা-
বুভা চ কৃষ্ণা চ যতিষ্ঠতেতি।
বিজ্ঞাপ্য তাভ্যাং বিধিবৎ কৃষ্ণাং
ভিক্ষাপ্রচারায় যযৌ মহাত্মা: ॥৮
যেষাং তু বৈক্ষ্যং প্রতিমৃহ্য কৃষ্ণ
সর্বা বলিং ব্রাহ্মণসাচ্চ কৃষ্ণা।
তাং চৈব বৃদ্ধাং পরিষেব্য ভাং৩
মহপ্রবীরান্ মহপ্যাকুন্তী ॥৯
ততস্তু তে পাণ্ডব সর্ব এব
কৃষ্ণা চ যেষাং চরণোপধানম্।
আসীৎ পৃথিব্যাং শয়নক যেষাং
ধর্মাজিনাগ্রোত্তরণোপলম্ ॥১০

যে মর্যাদা ইব সংপ্রযেষু:
কথা বিচিত্রা: কথয়াঞ্চকুস্তে।
ন বৈক্লবস্যোপযিকী: কথাস্তা
ন চ ক্রিয়াযাং কথয়ন্তি ধীরা: ॥১১
নিঃসংশয়ং ক্ষত্রিয়পুত্রবাক্যে
যথা হি মূঢ়ং কথয়ন্তি রাজন্।
আশা হি নো ধার্তরাষ্ট্রেষু নষ্টা
মুক্তাস্ত্র হি পাণ্ডবা মৃত্যুপাশাৎ ॥১২
যথা হি লক্ষ্যং নিহতং ধনুষ্ম
দৃষ্ট্বা তুষ্টা যেন তথা প্রযন্তি।
যথা হি তার্ক্ষ্যস্য পরস্পরং তে
তুষ্টা ভূবং তে প্রযন্তি পার্থা: ॥১৩
ততঃ স রাজা তুলয়ন্ প্রহৃষ্ট:
পুরোহিতং প্রেষয়াঞ্চকার যেষাম্।
বিবাহ যুদ্ধার্থমিতি ভারতানাং
মহাত্মনাং পাণ্ডুসুতাত্মজানাম্ ॥১৪

যেখানে আবও তিনটি অগ্নিকুণ্ড মহর্ষিদের সহিত অগ্নিবিধাতা তাঁর যেজ্ঞসেনী এক নারী বসিয়াছিলেন; আমার মনে হয় তিনি তাঁহাদেরই জননী ॥৭

তাঁহারা দুইজন জননীর চরণ বন্দনা করিয়া কৃষ্ণাকে বন্দনা করিতে বলিলেন, তারপর তাঁহার হাতে কৃষ্ণাকে রাখিয়া সেই মহাত্মগণ (ভূমিষ্ঠ হইয়া) ভিক্ষায় বাহির হইলেন ॥৮

তাঁহাদের ভিক্ষা কৃষ্ণা গ্রহণ করিয়া প্রথমে বৈক্লবকে দিল, তারপর সব ব্রাহ্মণদিগকে দিল, তারপর পাদ ধুইয়া পাণ্ড মহবীর ও কুন্তীকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়া তখন খাইতে বসিল ॥৯

যে রাজন্! আহারের শেষে তাঁহারা সকলেই মাটিতে শয়ন করিলেন এবং কৃষ্ণা তাঁহাদের পায়ের কাছে শুইল। সকলের শয়া ছিল কুশের, তাহা কুশ ও অজিনে (মৃগচর্মে) বিছিত হইয়াছিল ॥১০

তাঁহারা প্রথমকালীন বেদের ন্যায় পবিত্র অর্থে বিচিত্র কথাবার্তা বলিতেছিলেন, সেই বীরগণ যেরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তাহা বৈক্লব, ক্ষুদ্র বা ক্রিয়োচিত নহে ॥১১

যে রাজন্! তাঁহারা যে ক্ষত্রিয়,—ইহা তাঁহাদের মুক্তাদিত কথাবার্তা শুনিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়; আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের আশা ফলবতী হইয়াছে, আমরা যে ধৃতরাষ্ট্রি পাণ্ডবগণ অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন—ইহা সত্য বলে হইতেছে ॥১২

যেরূপে লক্ষ্য বিদ্ধ হইলে ধনু চড়াইয়াছেন ও লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন এবং তাঁহারা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তাহাতে মনে হয় পার্থগণই (কুন্তীপুত্রগণই) প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী হইয়াছেন ॥১৩

কৃষ্ণীমন্ত্রাক্ষো নৃপতেঃ পুরোধা
গত্বা প্রসাদার্থমিহাস্য ক্ষেমম্।
ব্রূহাচ্চ সর্বান্ নৃপতের্যথাক-
মুবাচ চানুক্রমবিক্রমজ্ঞঃ ॥১৫
বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানবীর্যোপপন্নো যঃ
পাঞ্চালরাজো বরদো বদান্যঃ।
সম্বন্ধকো বেদ্মহমদ্য যুষ্মৈ
র্যস্তস্য নাম্নঃ প্রতিপদ্যতে সঃ ॥১৬
আখ্যাতু চ জ্ঞাতিকুলানুপূর্বীং
পাণ্ডোঃ সিষেবুঃ যদবঃ কুরুংশ্চ।
প্রহ্লাদয়ন্তঃ কৃপণাঃ মমেহ
পাঞ্চালরাজস্য চ সানুগস্য ॥১৭
পাণ্ডুর্হি রাজা কৃপণস্য রাজ্ঞঃ
প্রিয়ঃ সখা চাত্মসমো বভূব।
তস্যৈব কামো দুহিতা মমেয়ং
সুতাঃ প্রদাস্যামি হি যৌধিষ্ঠির ॥১৮

অন্তঃ হি কামো কৃপণস্য রাজ্ঞো
ধৃতিং হিনোতি মিত্যাধিনিষিক্তবাহঃ।
অন্বর্জুনো বৈ পৃথুবীর্যবাহু-
র্ধর্মেণ বিন্দেত সুতাং যদেতাম্ ॥১৯
কৃষ্ণং হি তৎ স্যাৎ সুকৃতং মমেহ
যদস্য পুত্যাং ধিষণে জনেৎ।
অথোক্তবাক্যাং হি পুরোহিতং তং
তত্তো বিনীতং নৃপতীক্ষ্য রাজা ॥২০
সম্বীপতো ভীমমিদং পদাদ
প্রযোজয়ার্যং পাদ্যমর্ঘ্যং তথাপ্যৈ।
রাজ্ঞঃ পুরোধা কৃপণস্য রাজ্ঞঃ
তস্যৈ প্রযোজ্যাত্মবিদো হি পূজা ॥২১
তীর্থপ্রতীতং কৃপণাম্ মহেন্দ্রে
তাং চৈব পূজাং প্রতিপদ্য যথাৎ।
সুখোপবিষ্টং তু পুরোহিতং তং
যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণবিদ্যুবাচ ॥২২

দূতমুখের কথা শুনিয়া রাজা দ্রুপদ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের নিকট পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"আপনি গিয়া বলিবেন যে "আমি আপনাদের পরিচয় জানিতে আসিয়াছি, আপনারা কি মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র ?"১৪

রাজার অনুরোধে পুরোহিত গিয়া তাঁহাদের প্রণামে তুষ্ট দ্রুপদের সমস্ত কথাগুলি আনুপূর্বিক বলিলেন।১৫

হে মহীপতে! মহারাজ পাঞ্চালরাজ আপনাদের পরিচয় জানিতে চাহেন; কারণ, এই কন্যার স্বয়ম্বরে যেরূপ তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।১৬

আপনারা যথাক্রমে নিজ জাতি ও কুলের পরিচয় দিয়া সকল বন্ধুকে পা ধাইয়া এবং আমার ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত দ্রুপদের গৃহকে আলোকিত করুন।১৭

রাজা পাণ্ডু দ্রুপদ রাজার অতিশয় মিত্র ছিলেন। এজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, কৃষ্ণাকে পাণ্ডুর পুত্রবধূরূপে এই কন্যাদান করিবেন।১৮

হে ধর্মাত্মজ যুধিষ্ঠির! মহারাজ দ্রুপদের মনে সর্বদা ওইরূপ এই ইচ্ছাই ছিল যে "ভুজ-বীর্যবান অর্জুন আমার কন্যাকে ধর্মানুসারে বিবাহ করুক"।১৯

রাজা বলিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা যদি পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার পুণ্যের ফল এবং উহা যশ, পুণ্য ও বিভবদায়ী হইবে। পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিনীত ভীমকে দেখিয়া বলিলেন—"ইঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি প্রদান কর, রাজা দ্রুপদের পুরোহিত আমাদের মাননীয়। উঁহার বিশেষভাবে আদর ও সম্মান করা উচিত। (তাহাতে আমাদেরই সম্মান বাড়িবে)।২০-২১

পাঞ্চালরাজের সুতা বিদ্বন্
যথাবদ্বৃত্তেন কথা ন জায়াৎ।
প্রবিষ্টতপ্তা জ্বলনস্য যাজ্ঞা
সা কেন বীরেণ তবানুজ্ঞা ॥২৩

ন তস্য ধর্মঃ সুতা বিধত্তে
ন চাপি শীলে ন কুলে ন গোত্রে।
সুতেন সম্বন্ধ হি কার্মুকেণ
বিদ্ধস্য লক্ষ্যেণ হি সা বিসৃষ্টা ॥২৪

যেনা তদাসেন মহাবনেষু
কৃষ্ণা শিখা পাণ্ডবসঙ্গমধ্যে।
নৈষং গতে সৌমকিরস্য যাজ্ঞা
সম্ভাপমর্হত্যনুযান কর্তুম্ ॥২৫

তাবদ্ধ যোৎস্যে জ্বলনস্য যাজ্ঞঃ
ন চাপি সম্পৎস্যতি পার্থিবস্য।
সম্প্রাপ্যতাং হি মহেন্দ্রকল্প-
বিবাহং ব্রাহ্মণ সাধু মন্যে ॥২৬

ন তদ্ ধনুর্বিজ্ঞবনে পরাং
যৌর্বা সমারোপয়িতুং তথা হি।
ন চারুতায়েণ ন হীনজেন
লক্ষ্যং তথা পাতয়িতুং হি শক্যম্ ॥২৭

তস্মাদ্ ভাগং দুষ্টমুদ্দিশ্য
সংক্রন্দনং নোৎসহতি কর্তুম্।
ন চাপি তৎপাত্রমনুস্মরেহ
কর্তুং হি শক্যা সুধি মানবেন ॥২৮

যে ব্রহ্মন্! যাঁহা দ্রৌপদীর আয়োজনানুসারে পূজা করিলেন; আনন্দিত মনে সেই পূজা গ্রহণ করিয়া সুযোধিত সুখে উপবেশন করিলে যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে বলিলেন ॥২২

পাঞ্চালরাজ যেজ্ঞায় তাঁহার কন্যা দান করেন নাই; তিনি ধনুর্বাণ অনুসারে বহুবেধসাধ্য করিয়া লক্ষ্যবেধের পণ করিয়া কন্যাদানের নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এই বীর তাহা পূর্ণ করিয়াছে ॥২৩

এই বিবাহবিধির কোন ধর্ম, শীল, কুল বা গোত্রের কথা ছিল না। যে ব্যক্তি শর আরোপিত করিয়া লক্ষ্যবেধ করিবে, সেই কন্যাকে লাভ করিবে—এইরূপই কন্যাদানে কথা ছিল ॥২৪

এই মহাবল তাহা সম্পূর্ণ করিয়া রাজকন্যার কথা কন্যাকে জয় করিয়াছে। ইহাতে সোমকবংশীয় রাজা দ্রুপদের এখন আর দুঃখের পরিতাপ করা সাজে না ॥২৫

হে ব্রাহ্মণ! রাজা দ্রুপদের যে অভিলাষ ছিল, (বিধিপূর্বক এই কন্যাকে গ্রহণ করিলে) তাহাও রাজার পূর্ণ হইবে। এই রাজকন্যাটি সর্বথা গ্রহণীয় বলিয়াই আমি মনে করি ॥২৬

অল্পবলশালী কোন পুরুষ, অথবা অকৃতাস্ত্র বা ক্ষত্রিয়াভিমানী কোন পুরুষ ঐ ধনুকে গুণ চড়াইতে এবং লক্ষ্যবেধ করিতে পারে না ॥২৭

সুতরাং দ্রুপদরাজার আর এখন কন্যার জন্য কোনরূপ দুঃখ করা উচিত নয়; কারণ, অন্য কোন মানুষের দ্বারা ঐ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা সম্ভব নয় ॥২৮

এবং ব্রুবত্যাং কৃষ্ণায়াং তু
পাঞ্চালরাজস্য সমীপতোঽভূৎ।
তত্রোপযাতস্য পরো বিতর্কো
নিবেদয়িষ্যন্নিহ নিষ্ঠমস্য ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি পুরোহিত-দ্রুপদিসংবাদে দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০

যুধিষ্ঠির যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন পাঞ্চালরাজের নিকট হইতে আর এক পুরুষ রাজভবনে গিয়া পরে তাঁর ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতে তথায় তাঁর উপস্থিত হইল ॥২৯

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্বে যুধিষ্ঠির পুরোহিতসংবাদবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধ্যা সহ পাণ্ডবানাং দ্রুপদগৃহগমনম্, দ্রুপদস্য তেষাং সৎকারঃ, ঔদ্দালকাবয়োঃ পরীক্ষা চ।]

যুধ উবাচ।

ব্রহ্মর্ষিবচনং শ্রুত্বা
বিস্মিতোঽভূত্তদা নৃপঃ।
তমাদৃত্য বরং কৃষ্ণাং
কৃষ্ণাঞ্চ ভরতর্ষভ ॥১

ইমে বয়ং ভাজনপদচিত্রাঃ
সমবদ্ভূতা যজ্ঞসেনিপার্শ্বাৎ।
এতান্ সমাজ্ঞায় ভবেত সর্বে
পাঞ্চালরাজস্য নিবেশনং যৎ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়াতাঃ কৃষ্ণপূর্বাম্
পুরোহিতং তং পরিবার্য সর্বে।
আখ্যায় নামানি স্বকানি তানি
কৃষ্ণা চ কৃষ্ণা চ সহৈবমাদে ॥৩

শ্রুত্বা তু বাক্যানি পুরোহিতস্য
বাষ্পাকুলত্বাদ্ ভরতর্ষভাহঃ।
জিজ্ঞাসয়ৈবাথ কুলপ্রমাণং
প্রত্যাদদেঽগ্র্যাসনসংস্থিতায় ॥৪

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধ্যা সহিত পাণ্ডবগণের দ্রুপদের গৃহে গমন এবং দ্রুপদকর্তৃক তাঁহাদের সৎকার এবং ঔদ্দালক ও আচারের পরীক্ষা।]

যুধ বলিল,—মহারাজ! মহাত্মা ভরতের ভোজনের জন্য মহারাজ দ্রুপদ বিবাহমিমিত্তক অন্যান্য ভোজ্যবস্তু প্রদান করিতেছেন; সুতরাং আপনারা নিত্যকৃত্যাদি কার্যসমূহ সমাপন করিয়া অবিলম্বে দ্রুপদের নিবিপূর্বক প্রবেশ করুন ॥১

রাজভবনে যখন করিবার যোগ্য সুবর্ণপদ্মের দ্বারা চিহ্নিত ও উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত এই রথসমূহ প্রস্তুত আছে। আপনারা ইহাতে আরোহণ করিয়া রাজভবনে চলুন ॥২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার কথা শুনিয়া কৃষ্ণপূর্বজন পুরোহিতকে আগে পাঠাইয়া দিয়া সেই সব রথে আরোহণ করত চলিলেন। যুধ্যা ও কৃষ্ণা এক রথে চলিলেন ॥৩

তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিতের নেত্রযুগল বাষ্পাকুল হইল। ভরতর্ষভ দ্রুপদ তাঁহাদের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অগ্র্যাসনে উপবিষ্ট পুরোহিতকে সমাদর করিলেন ॥৪

কম্বলানি বাস্যানি চ সংবৃতানি
বর্ষাণি চর্মাণি তথাম্বরাণি।
গাত্রেষু রাজন্ বর ভূষণানি
বীজানি চোগ্রাণি কুথীনিষিক্তম্ ॥৫

অক্ষেষু শিক্ষেষু চ যানি যানি হ্যঃ
সর্বাণি কৃত্যান্যভিনেব তত্র।
ক্রীড়ানিমিত্তান্যপি যানি তত্র
সর্বাণি তত্রোপজহার রাজা ॥৬

বর্ষাণি চর্মাণি চ তানুবস্তি
বহ্ব্যো মহার্ঘোত্তরবাসসশ্চ চিত্রাঃ।
বস্ত্রাণি চাগ্র্যাণি পরাংশ্চ চিত্রাঃ
পরস্পরাঃ কাঞ্চনকুম্ভকাংশ্চ ॥৭

প্রাসা ধনুংষ্যংশ্চ পরশ্বধাংশ্চ
শক্ত্যৃষ্টয়শ্চৈব তথৈব খড়্গাঃ।
অন্যানি চাস্ত্রাণ্যুত বর্মাণি
তথৈব যানো বিবিধশ্চ তত্র ॥৮

মুক্তা চ কৃষ্ণাং পরিগৃহ্য সাধ্বী-
মন্তঃপুরং ক্রুপদস্যাবিবেশ।
স্ত্রিয়শ্চ তাং কৌরবরাজপত্নীং
প্রত্যুদ্যযুস্তত্রতত্রাভিসত্য ॥৯

তাম্ স্নিগ্ধবিক্রান্তগতীম্ বিনীতা
মবর্ষরাকারবিলোভনীয়াম্।
সুশ্রোণ্যুরংসাম্ কুলসেব্যরোষ-
প্রসাদযাম্ পুরুষপ্রবীরাম্ ॥১০

রাজা চ রাজ্ঞঃ সচিবাংশ্চ সর্বে
পুত্রাংশ্চ রাজ্ঞঃ সুহৃদস্তথৈব।
প্রেক্ষাং চ সর্বে বিবিধেন যত্নম্
হর্ষং সমাপেদুরতীব তত্র ॥১১

তে তত্র বীরাঃ সমবেক্ষমাণা-
শ্চাপাশনীয়ৈর্বিবিধৈরুপেতাঃ।
যথানুপূর্বং বিবিধুর্বরাহ্যাঃ
তথা মহেষ্বাস ন বিস্ময়ন্তঃ ॥১২

যে রাজন্! পরমজ্ঞ যুধিষ্ঠির পুরোহিতের কাছে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া রাজা দ্রুপদ দ্রুপদেই বীরদের জন্য অনেক প্রকার বস্তু সংগ্রহ করিলেন ॥৪

যে রাজন্! সকল প্রকারের বস্ত্র, উত্তম বাদ্য, বর্ম, চর্ম, খাদক, খাদ্য, ইক্ষু, ক্ষবিকার্যের জন্য বীজ সংগ্রহ করিলেন ॥৫

অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন, তাহা এবং ক্রীড়ার দ্রব্যসমূহ—এই সকল বস্তু রাজা দ্রুপদ উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন ॥৬

উত্তম বর্ম ও চর্মসমূহ, বহুমূল্য বস্ত্রসমূহ, বিচিত্র অস্ত্র ও ধনুসমূহ, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ বহু, বিচিত্র যানসমূহ এবং সুবর্ণ অলঙ্কারসমূহ স্থাপিত করিলেন ॥৭

সুন্দরী সাধ্বী কৃষ্ণাকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরবাসীগণও উহাঁদিগকে সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে অভ্যর্থনা করিল ॥৯

যে রাজন্! পাণ্ডবগণের স্নিগ্ধের ন্যায় বিক্রমযুক্ত গতি, হস্তের ন্যায় সুদীর্ঘ বাহু, পরিধানে অজিন (কৃষ্ণবর্ণ) ও উত্তরীয়, মাংসল স্কন্ধদেশ, বাঘরাজের ন্যায় বিশাল, সুন্দর ও দীর্ঘ বাহু প্রভৃতি বিশেষ চিহ্নগুলি দেখিয়া মনে মনে বিশিষ্ট করিয়া বলিয়া আপনার মনে রাজা দ্রুপদ, মন্ত্রিবর্গ, পুত্র, সুহৃদ্ এবং কৃষ্ণাগণ সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন ॥১০-১১

প্রাসে, ঋষ্টিতে, ধনুতে, পরশ্বধে, খড়্গে প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ বহুমূল্য দেখিয়া, আসন ও বিবিধ যানসমূহ যিনি যেখানে সাজাইয়া রাখিলেন ॥৮

যে রাজন্! সকল প্রকারের বস্ত্র, উত্তম বাদ্য, বর্ম, চর্ম, খাদক, খাদ্য, ইক্ষু, কৃষিকার্যের জন্য বীজ সংগ্রহ করিলেন ॥৫

অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন, তাহা এবং ক্রীড়ার দ্রব্যসমূহ—এই সকল বস্তু রাজা দ্রুপদ উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন ॥৬

উত্তম বর্ম ও চর্মসমূহ, বহুমূল্য বস্ত্রসমূহ, বিচিত্র অস্ত্র ও ধনুসমূহ, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ বহু, বিচিত্র যানসমূহ এবং সুবর্ণ অলঙ্কারসমূহ স্থাপিত করিলেন ॥৭

সুন্দরী সাধ্বী কৃষ্ণাকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরবাসীগণও উহাঁদিগকে সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে অভ্যর্থনা করিল ॥৯

যে রাজন্! পাণ্ডবগণের স্নিগ্ধের ন্যায় বিক্রমযুক্ত গতি, হস্তের ন্যায় সুদীর্ঘ বাহু, পরিধানে অজিন (কৃষ্ণবর্ণ) ও উত্তরীয়, মাংসল স্কন্ধদেশ, বাঘরাজের ন্যায় বিশাল, সুন্দর ও দীর্ঘ বাহু প্রভৃতি বিশেষ চিহ্নগুলি দেখিয়া মনে মনে বিশিষ্ট করিয়া বলিয়া আপনার মনে রাজা দ্রুপদ, মন্ত্রিবর্গ, পুত্র, সুহৃদ্ এবং কৃষ্ণাগণ সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন ॥১০-১১

ঔশনসং পরিবেত্তারমেনং
পাত্রীমু ভাবুবরাজতীমু।
বাসশ্চ দাস্যশ্চ সুবর্ণমেবঞ্চ
সন্তাজকাশ্চাপ্যপরে বহুনম্ ॥১৩
যে তত্র ভুক্ত্বা পুরুষপ্রবীরা
বধাত্মকামং গুরুমুগ্র প্রতীতাঃ।
উৎসৃজ্য সর্বাণি ধনানি রাজন্
সাংগ্রামিকং তে বিবিধুর্ধনীয়াঃ ॥১৪

যাঁহারা পাণ্ডবগণ কোন প্রকারে সন্তোষ না করিয়া এবং বিদায় না হইয়া পাকশাসনের সহিত স্বর্গধাম মহামূল্য আসনসমূহে বিনা বিধায় জোষ্ঠানুক্রমে বসিয়া পড়িলেন ॥১৩

সুবর্ণ ও মণিখচিত বেশধারী দাস ও দাসীগণ পাত্রগণ সুবর্ণ এবং রৌপ্যনির্মিত পাত্রসমূহে নানারূপ ভক্ষ্যের সহিত অন্নসমূহ পরিবেষণ করিতে লাগিল ॥১৪

যে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা দেখা করিয়া ক্রুদ্ধের পুত্র, রাজা ক্রুদ্ধ ও মরিষন্ত সকলেই আবশ্যিত হইয়া তাঁহাদিগকে রাজপুত্র ও দুষ্টাত্ম জনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥১৫

ক্রুদ্ধের পুত্রা
রাজা চ মরুত্তশ্চ সর্বে সহর্ষিভিরুষ্টৈঃ।
সমর্থয়ামাসুরলং তদা তাঃ
দুষ্টাত্মকং পার্থিব রাজপুত্রান্ ॥১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্বণি বৈখানিকপর্বণি যুধিষ্ঠিরাভি-পত্তীকরণে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩

যে রাজন্! সেই নরশ্রেষ্ঠগণ বিনা ইতস্তত ভোজন করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলেন। তাহার পর সকল বস্ত্র পরিত্যাগ করত মুক্তার সাজ্জ্বলশ্চিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১৬

যে জনমেজয়! ইহা দেখা করিয়া ক্রুদ্ধের পুত্র, রাজা ক্রুদ্ধ ও মরিষন্ত সকলেই আবশ্যিত হইয়া তাঁহাদিগকে রাজপুত্র ও দুষ্টাত্ম জনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥১৫

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্বণি যুধিষ্ঠিরাভিপত্তীকরণে ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ক্রুদ্ধ-যুধিষ্ঠিরসংবাদারম্ভঃ, ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যকথনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত্র আসীন পাকশাসনো রাজপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
পরিপ্রশ্নেন ব্রাহ্মণং পরিগৃহ্য অন্তরিতঃ ॥১
পর্যপৃচ্ছদরীনাশ্বা কুন্তীপুত্রং যুধাংপতিম্।
কচ্চিৎ আসীৎ তবকং ক্ষাত্রম্ ব্রাহ্মণানুগ ॥২
বৈত্রাম্ বা তপসশ্চাপি বাবহা পুত্রযোনিষু।
আচারাচার বা বিপ্রাংশ্চরতঃ পর্যবেক্ষিষম্ ॥৩

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ক্রুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্য।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর মহাবেজস্বী

ইন্দ্রসহিত পাকশাসন ক্রুদ্ধ অতি ক্ষান্তিমান্ রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণদিগের আশ্রিতে সংকার করত তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণ, কিংবা

কৃষ্ণায়াস্তোষণপ্রাপ্তা দেবাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ।
ভবতাং বো ভবান্ সত্যং সম্বন্ধো ব্রূহি নো ভবান্ ॥৩

অপি বা সংশয়স্তেষু মনঃ সন্ত্রীতিমদ্ভবেৎ।
অপি নো ভাগধেয়ানি শুভানি স্যুঃ পরন্তপ ॥৪

ইত্যুক্তা তদ্বচঃ সত্যং সত্যং রাজন্ স ভোজতে।
ইষ্টাপূর্তেন চ তদা বজ্রবাহমুখং ন যুঃ ॥৫

প্রত্যুক্তা দ্রুপদস্যাথ তত্র রাজ্যবরিষ্ঠয়।
প্রথমং বিবাহকরণমাজগ্মুর্বিধিবন্নরাঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন রাজন্ বিদ্মহে কুন্তীং পাণ্ডবস্য প্রতিক্রিয়াম্ তে।
ইন্দ্রিয়ন্তে প্রবঃ কামং সংবৃতোঽয়ং জনস্ত্বয়ি ॥৮

বয়ং বৈ ক্ষত্রিয়া রাজন্ পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠং মা বিদ্ধি কৌন্তেয়ং ভীমসেনার্জুনাবিতি ॥৯

আত্মানং তব সুতা রাজন্ নিত্যমা রাজসত্তমে।
অয়ং চ ভ্রাতৃ সুতো চ যত্র কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনী ॥১০

যেষু যে যাবতঃ কৃৎস্নং ক্ষত্রিয়াঃ সো বসন্তি।
পৃথিব্যাং দ্রুপদেঃ তে বৃথাসন্তুন্ন গমা ॥১১

ভগবান্ বৈশ্য কি পুত্র, অথবা বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ইহা কি করিয়া বুঝিব ?।৩

দ্রুপদের লাভ করিবার জন্য আপনারা দেবতা হইয়াও কি মর্ত্যের মতন যত্নবান হইতেছেন ? আমার এইরূপ সন্দেহ হইতেছে ; আপনি ইহা সত্য করিয়া বলুন।৪

হে পরন্তপ ! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমাদের মনের মত হইয়া মঙ্গল লাভ করার মন প্রসন্ন হইবে ?।৫

আপনি সত্য কথা বলুন ; রাজার পক্ষে সত্য বলাই শোভন ; ইষ্টাপূর্ত অপেক্ষাও সত্যকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সুতরাং অসত্য বলা উচিত নয়।৬

হে অমিতদ্যুতি। হে শত্রুনিসূদন। আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিধিপূর্বক বিবাহের ব্যবস্থা করিব।৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পাঞ্চালরাজ ! আপনি বিদ্বান হইবেন না ; আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার মনের দুঃখ কামনা আর নিশ্চিতই সিদ্ধ হইয়াছে।৮

হে রাজন্ ! আমরা ক্ষত্রিয়ই বটে এবং মহাত্মা পাণ্ডুরই পুত্র ; আমাকে কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির বলিয়া জানিবেন। আর এই দুইজন ভীম ও অর্জুন।৯

ইহারা দুইজনই রাজসভাতে পরাজিত করিয়া আপনার কন্যাকে আনিয়াছে : ঐ কথাকে নকুল ও সহদেব বলিয়া আছে, আপনার কন্যা কৃষ্ণার সহিত যিনি অন্তঃপুরে গিয়াছেন ; উনিই আমাদের মাতা কুন্তী।১০

হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার মনের দুঃখ অপনীত হউক, আমরা ক্ষত্রিয়ই ; যেরূপ পৃথিবী এক হাত হইতে অন্য হাতে যায়, সেইরূপ আপনার এই কন্যা এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট গিয়াছে যাত্র।১১

---

৩ অতিরিক্ত ইতি ৩ পুস্তকে সহজে নিম্নোক্ত শ্লোক দেখা যায়—

ইতি

অক্ষিয়ন্তো বয়ং সত্যং দেবানাং ব্রূহণাবয়ম্।
আত্মিয়ং ন্যেষয়ন্ত ইতিহাসবিদোবিদুঃ।

অক্ষিয়ন্তঃ—অসত্য, সত্যাভাস, যেখানে পাছে মিথ্যা আসে, অতিবিনয়ভাব ও ন্যূনতা ; ব্রূহণাবয়ম্—বলিতে ইচ্ছা করে।

পূর্ব

বাসী-কৃপ-তড়াগাদি দেবতোদ্দেশকানি চ।
যঃ প্রবর্তয়তে পূর্তবিদ্ধি তৎ ভরতর্ষভ।

কূপ কূপ পুষ্করিণী, কূপ, হ্রদ সেতুপ্রভৃতি যজ্ঞ করায়, দেবতাদিগকে নিবেদন করায়, অন্নদান ও উপবন প্রভৃতি করাইলে তাহা পূর্ত কর্ম।

ইতি ক্রুদ্ধ আবাদ সর্বমন্ত্রী তে।
তদহং হি ভবন্তমাহং পরমং পরাজয়ম্ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা স তদা রাজা দ্রুপদো ভরতর্ষভ।
প্রতিবক্তুং মুখা মুক্তা নাশকৎ তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩
তমেব তু স তং হর্ষং সংনিগৃহ পরন্তপঃ।
অনুরূপম তদা বাক্যং প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪
পশ্চাত্ত তৈঃ বর্ষাত্মা যথা তে প্রকৃতঃ পুরাৎ।
ন তত্যৈ সর্বচেষ্টাবানুপুর্বেণ পাণ্ডবঃ ॥১৫
তচ্ছ্রুত্বা দ্রুপদো রাজা কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
বিস্ময়ং পরমং তত্র হৃতবাংস্তং নরেশ্বর ॥১৬
আশ্বাসয়ংশ্চ তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রতিজজ্ঞে চ রাজাথ ত্রুপদো ভরতর্ষভ ॥১৭

তস্যা কৃষ্ণা চ কৃষ্ণা চ ভীমসেনার্জুনাবপি।
যমৌ চ রাজা বিধিবদ্যাজয়ামাস ভারত ॥১৮

তত্র তে ভবনম্ রাজ্ঞঃ বজ্রমেনেন পূজিতাঃ।
প্রত্যাশ্বস্তমনো রাজা সহ পুত্রৈরবাচ তম্ ॥১৯

কৃষ্ণায়ু বিধিবৎ পাণিমাত্তায় কুরুনন্দনঃ।
পুণ্যাহনি মহাবাহুর্যত্র কৃষ্ণা তদা ভবেৎ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বাথ তদা রাজা বর্ষাত্মা চ যুধিষ্ঠিরঃ।
যদ্যপি ন্যায়বদ্ধঃ কার্যস্তাবদ্ বিশাম্পতে ॥২১

দ্রুপদ উবাচ।
ভবান্ বা বিধিবৎ পাণিং কৃষ্ণায়ু ভুবিকুর্ষভ।
যস্য বা মন্যসে বীর তস্য কৃষ্ণামুপাদিশ ॥২২

যে মহারাজ! আপনি আমাদের গুরুস্থানীয় এবং পরম আরাধ্য; এজন্য আপনার নিকট সত্য কথাই বলিলাম ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া রাজা দ্রুপদের বহুল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ হওয়ায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥১৩

মহামনা দ্রুপদ অতিশয়ে আনন্দাভিশয়কে সংযত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অনুরূপ বাক্য বলিলেন ॥১৪

ধর্মাত্মা দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে তাঁহারা জতুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? যুধিষ্ঠির তদুত্তরে নগর হইতে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন ॥১৫

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া রাজা দ্রুপদ পরমপ্রীত হৃদয়ে বিস্ময় করিলেন ॥১৬

অনন্তর দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি তোমার রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রকারে যত্ন করিব ॥১৭

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠির রাজার নির্দিষ্ট বিশাল এক ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥১৮

হে রাজন! পাণ্ডবগণ দ্রুপদকর্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই ভবনে বাস করিতে লাগিলেন পরে রাজা পুরুষদের সহিত যথোচিত সৎকার করত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥১৯

আজ এই পুণ্য দিবসে কুরুনন্দন মহাবাহু অর্জুন বিধি অনুসারে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুক, আপনি এই বিবাহোৎসব সম্পাদন করুন ॥২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন! আমারও এখন বিবাহ করা প্রয়োজন ॥২১

দ্রুপদ বলিলেন,—হে বীর! আপনিই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। অথবা আপনি যাহাকে বলিবেন, সেই কৃষ্ণা পাণিগ্রহণ করুক ॥২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্বেষাং ধর্মবিদ্ রাজন্ দ্রৌপদী নো গরিষ্ঠসী।
এষা প্রব্রজ্যামধ্বং পূর্বং মম মতা বিশাম্পতে ॥২৩

অথ চাপ্যবিবিক্তো বৈ ভীমসেনঃ পাণ্ডবঃ।
পার্থেন বিবিধা চৈষা ধনুভৃতা সুতা তব ॥২৪

এষা বা সময়ো রাজন্ ধনুষ্মতা সহ জোষনম্।
ন চ তং বাসুবিদ্বাংসং সময়ঃ প্রাজহাতি ॥২৫

সর্বেষাং ধর্মতঃ কৃষ্ণা গরিষ্ঠা নো ভবিষ্যতি।
আনুপূর্ব্যেণ সর্বেষাং সুশ্রূষাং তপনে কৃথাঃ ॥২৬

দ্রুপদ উবাচ।

একস্য বহবো বিদ্বিষ্টা ভবিষ্যন্তি সুমধ্যমাঃ।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥২৭

লোকবেদবিরুদ্ধং চ নাধর্মং ধর্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্তুমর্হসি কৌন্তেয় কথং ত্বে বুদ্ধিরীদৃশী ॥২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূক্ষ্মা ধর্মে মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্।
পূর্ববামানুপূর্ব্যেণ যাতং ধর্মানুযায়িনৌ ॥২৯

ন যে বাগমৃষা প্রাহ নাধর্মে ধীরতে মতিঃ।
এষ চৈব ধনঞ্জয়া মম চেতশ্চমনোগতম্ ॥৩০

এষ ধর্মো ধ্রুবো রাজংস্তবৈবমথবাপরম্।
যা চ শক্তা তত্র যে স্যাৎ কর্তব্যমপি সাধিব ॥৩১

দ্রুপদ উবাচ।

যং চ বৃত্তং চ কৌন্তেয়ং দৃষ্টবন্তশ্চ যে বয়ম্।
কথমদ্যৈতি কর্তব্যং যৎ কালে কর্তুমর্হতি ॥৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে রাজন্! দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই গরিষ্ঠা হইবে। হে রাজন্! আমার মা ইতিপূর্বে এই কথাই বলিয়াছেন ॥২৩

আমি এবং ভীমসেন এবং অধিরাহিত। অর্জুন আপনার সুতাকে এই কথাই বলিয়াছে ॥২৪

হে রাজন্! আমাদের প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, যে দুই আমরা উদ্বাহন করিব, উহা আমরা সকলে মিলিয়া ভোগ করিব। হে রাজসত্তম! ঐ প্রতিজ্ঞা আমরা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি ॥২৫

ধর্মানুসারে কৃষ্ণা আমাদের সকলেরই গরিষ্ঠা হইবে। দ্রৌপদীসহকারে আপনি অগ্নি সাক্ষী করিয়া সকলেরই পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করুন ॥২৬

দ্রুপদ বলিলেন,—হে বহু সুন্দরবন! এক পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে; কিন্তু এক নারীর বহু পতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই ॥২৭

হে কৌন্তেয়! তুমি ধর্মবিৎ, ও পবিত্রচিত্ত; লোক ও বেদবিরুদ্ধ কোন অধর্ম কার্য তোমার দ্বারা উচিত নয়। তোমার এইরূপ বুদ্ধি কেন হইল ॥২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! ধর্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু; উহার গতি আমরা ঠিক বুঝি না। পূর্বপুরুষগণ যেরূপ ধর্ম আচরণ করিয়া আসিতেছেন, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি ॥২৯

আমার মুখ হইতে মিথ্যা কখা কখনও বাহির হয় নাই; অধর্মে আমার বুদ্ধি কখনও যায় না। আমার মা এইরূপ বলিয়াছেন এবং আমার মনও ইহাই চাহিতেছে ॥৩০

হে রাজন্! মাতৃবাক্য পালন করাই বিধি ধর্ম। আপনি সভা করিয়া বিধি বিচারে ইহার অনুষ্ঠান করুন ॥৩১

দ্রুপদ বলিলেন,—যুধি, দুতী ও আমার পুত্র—সকলে মিলিয়া এ বিষয়ে কিরূপ করা একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আমাকে বল। আমি আপনার কথা ইহার অনুষ্ঠান করিব ॥৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যে শ্রুত্বা তত্র হর্ষং জগ্মুস্তে ন জাগ্মুঃ।
অথ বৈশম্পায়নো রাজমন্ত্রাগারং প্রবিশ্য ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি বৈশাম্পায়নে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! যাঁহারা তথায় গমন করেন নাই, তাঁহারা সকলে এই বিষয়ে পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় বৈশম্পায়ন ব্যাস মহাশয়কে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৩

শ্রীমদ্ভারতীয়সংহিতাপ্রণেতৃ শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্বে বৈশাম্পায়নাগমনে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবসমীপে দ্রৌপদীবিবাহবৃত্তান্ত শ্রবণ-দুর্যোধন-দুঃশাসনপ্রভৃতীনাং স্ব-স্ব-মতকথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তু পাণ্ডবাঃ সর্বে পাঞ্চালশ্চ মহারথঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মহাত্মানং কৃষ্ণং সর্বৈরভ্যবাদয়ন্ ॥১
প্রতিনন্দ্য স তাঃ পূজাঃ পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ম্।
আসনে কাঞ্চনে শুভ্রে বিবেশ মহামনাঃ ॥২
অনুজ্ঞাতাস্তু তে সর্বে কৃষ্ণেনামিততেজসা।
আসনেষু মহার্হেষু নিষেদুর্বিপুলাঃ স্রজঃ ॥৩
তেষু মুহূর্তমাত্রেষু বাসুদেবার্য পার্ষতঃ।
পপ্রচ্ছ তং মহাত্মানং দ্রৌপদ্যর্থং বিশাম্পতে ॥৪

তমেকো বহবঃ স্যাদ্ বর্ষপূগী ন সন্তবঃ।
এতন্মে তত্ত্বতাম্ সর্বং প্রব্রবীতু ভবান্ভবম্ ॥৫

ব্যাস উবাচ।
অস্মিন্ ধর্মে বিপ্রলম্বে লোকবেদবিরোধকে।
যত্র যত্র ভবং বা মন্যেতুমিমাংস্তত্র তত্র ॥৬

দ্রুপদ উবাচ।
অধর্মোঽয়ং মম মতো বিপ্রলম্বো লোকবেদয়োঃ।
ন হ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহূনাং বিদিতং তব ॥৭

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের সমক্ষে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্বন্ধে দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অভিমতকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর মহাবলশালী পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণ সকলেই উঠিয়া মহাত্মা ব্যাসদেবকে প্রণাম করিলেন ॥১

তাঁহাদের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া কুশলপ্রশ্ন করত মহামনাঃ ব্যাসদেব পবিত্র সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করিলেন ॥২

অমিততেজস্বী বাসুদেবের অনুরোধে দ্রুপদ প্রভৃতি সকলকে উপবেশন করিতে বলিলে তাঁহারাও মহামূল্য আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥৩

হে রাজন্! এক মুহূর্ত পরে রাজা দ্রুপদ মধুর বাক্যে মহাত্মা বেদব্যাসকে দ্রৌপদীর বিবাহসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক ব্যক্তি বহু পুরুষের পত্নী হইবে, অথচ লোকে দোষ হইবে না,—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব—তাহা আপনি যথাযথ বলুন" ॥৪-৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—লোক ও বেদবিরুদ্ধ —এইরূপ বিবাহবিষয়ে যাহার যাহা মত, সে তাহা বলুক, আমি উহা শুনিতে চাই ॥৬

দ্রুপদ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! লোক ও বেদবিরুদ্ধ এইরূপ বিবাহ অধর্ম বলিয়াই আমার ধারণা; কারণ, এক পতির বিবাহ আছে বলিয়া ॥৭

ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্বৈরয়ং ধর্ম্মো মহাত্মভিঃ।
ন চাপ্যত্রেষ্টে বিদ্বদ্ভিশ্চরিতব্যঃ কথঞ্চন ॥৮

অতোঽহং ন সমারম্ভে রাজ্যায় ত্রিদিবায় বা।
ধর্ম্ম এষোত্তমো নস্তু প্রতিভাতি হি মে তথা ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং নু তব ভার্য্যায়াং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা বিগর্হিতঃ।
ব্রূহি নঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সংশয়োঽয়ং মহান্ হি নঃ ॥১০

ন তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মত্বাদ্ গতিং বিদ্ম কথঞ্চন।
অথর্ম্মে ধর্ম্মইতি বা ধারণাতো ন শক্যতে ॥১১

কর্তুমস্মদ্বিধৈর্ব্রহ্মংস্ত্বদ্বচোঽহং ন যাচ্যস্ত বৈ।
পক্ষানাং মহিষী কৃষ্ণা কথমিতি কথঞ্চন ॥১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে বুদ্ধিরস্তি মে।
ধর্ম্মতত্ত্বং হি ভগবন্ মোহেনাধর্ম্মং কথঞ্চন ॥১৩

ব্রূহি তত্ত্বং হি পুরাণেঽপি শ্রুতিনা নাম যৌক্তিকী।
কথমেষাদিকরণে ধর্ম্মকৃচ্ছ্রতা গতা ॥১৪

তচ্ছ্রুত্বা মুনিনা সর্ব্বং যথোক্তির্ব্যাবিভাষিতম্।
সমবায়ান্ বদ ভ্রাতৃনেকৈকশো যত্তেজসঃ ॥১৫

তথেতি তদা প্রাহুর্ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মসত্তমম্।
গুরবঃ চৈব সর্ব্বেষাং ভ্রাতা পরমকো গুরুঃ ॥১৬

সা চাপ্যুক্তবতী বাক্যং তৈরেবম্ কুরুসত্তমৈঃ।
তস্মাদেকস্য বক্তে সর্বং বচঃ বিরোক্তম ॥১৭

কৃষ্ণোবাচ।

এবমস্তু যথা প্রাহ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অনৃতাদ্যে তথা নাস্তি দুষ্টোঽয়মনৃতাৎ তথা ॥১৮

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মা পুরুষগণ এরূপ ধর্ম্ম কখনও আচরণ করেন নাই; সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের এইরূপ অধর্ম্ম আচরণ করা উচিত নয়।৮

অতএব এই পক্ষবিরোধী ভার্য্যা করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। এইরূপ বিষয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি সর্ব্বাই সন্দিহান।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মণশ্রেষ্ঠ। হে ব্রহ্মন্। দ্রৌপদীর প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি করিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে?১০

ধর্ম্মের সূক্ষ্ম অবস্থা বশতঃ এরূপ আমরা ইহার কারণ ঠিক বুঝি না। ইহা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম—ইহা আমি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; হে ব্রহ্মন্। সুতরাং এক কৃষ্ণা পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী হইবে—ইহা আমি অনুমোদন করিতে পারিতেছি না।১১-১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না; অধর্ম্ম বিষয়ে আমার মন কখনও যায় না। এ বিষয়ে আমার মন সন্দিগ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং ইহা কখনও অধর্ম্ম হইতে পারে না। পুরাণে শুনা—অতীতকালে দ্রৌপদীরূপিণী ধর্ম্মজ্ঞাদেবী ঘোর তপস্যা সাধনের দ্বারা শিবের নিকট পতিরূপে পরিগৃহীতা হইয়াছেন।১৩-১৪

এইরূপ শ্রবণ করিয়া যাওয়া যায় যে, কৃষ্ণা মুনির কথা মতো সব ভ্রাতাদের সহিত সমানভাবে রহিয়াছিলেন; যাঁহাদের তেজসমূহই এক মাত্র এবং সকলেরই সহায়ের ভাই ছিলেন।১৫

যে ধার্ম্মিকাগ্রণ্য। গুরুর বাক্যকে পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং গুরুগণের মধ্যে ভ্রাতাকেই জ্যেষ্ঠ গুরু বলা হইয়াছে।১৬

সেই যা বলিয়াছেন—বিদ্বান্গণের তার সকলে

ব্যাস উবাচ।

অনুজ্ঞাতোঽনুজে তস্মিন্ ধর্মিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ন হ্রী যত্যাদি সর্ব্বার্থং পাণ্ডাল ত্বাং যে ব্রবীৎ ॥১১
তথাস্ত বিদিতো ধর্ম্ম এতস্যাঃ সমাগমঃ।
তথা চ প্রাহ কৌরব্যস্তথা ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত উত্থায় ভগবান্ ব্যাসো বৈশম্পায়ঃ প্রভুঃ।
তত্রে মুনীন্ত্রা রাজানং রাজবেশ্ম মহাবিশৎ ॥১১

পাণ্ডবাশ্চাপি মুদ্রা চ দ্রুপদস্যাত্মজা পার্ষতী।
বিবিশুস্তত্র তত্রৈব প্রতীতাস্তে চ তানুচুঃ ॥১২
অহো বৈশ্বয়মস্মাকং ন্যক্কারো মহানভূৎ।
আহ্বয়ো যত্ন তথা ধর্ম্মো মুনিরেবমপাদিশৎ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈতাহিকপর্ব্বণি ব্যাসবাক্যে পঞ্চবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৫

নিলিয়া ভোগ কর ; সুতরাং যে বিভাগও [ইহাকে আমি পরম ধর্ম বলিয়া মনে করি ।১৭

কুন্তী বলিলেন,—ধর্ম্মোপদেষ্টা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন, আমারও তাহাই মনের। বিদ্যাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি। আমি এই বিদ্যার হাত হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব ।১৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—যে অগ্রে। তুমি বিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ইহার মূলে এক রহস্য আছে, উহা সকলকে বলিতে নাই। হে পাঞ্চাল। তুমি স্বয়ং গোপনে আমার কথা শুন ।১৯

যেরূপে ইহা ধর্ম্ম হয়, সনাতন হয়, আমি যাহা বলিব। মুনীন্দ্রগণ যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে ধর্ম্ম ।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর প্রভু বৈপায়ন ব্যাসদেব আসন হইতে উঠিয়া হাতে ধরিয়া দ্রুপদ রাজাকে নিয়া রাজপুরে প্রবেশ করিলেন ।২১

পাণ্ডবগণ, কুন্তী ও দ্রৌপদী সেই কক্ষে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে ঐ দুই জনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।২২

অনন্তর বৈপায়ন মহাত্মা দ্রুপদ রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কেমন করিয়া বহু পুরুষের একপত্নীত্বও ধর্ম্ম হইতে পারে ।২৩

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্ব্বে ব্যাসবাক্যে পঞ্চবত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়।

[ব্যাসদেবকর্ত্তৃক দ্রুপদসমীপে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীকে পূর্ব্বজন্মকথন, দ্রুপদরাজার দিব্যদৃষ্টি দিয়া পাণ্ডবগণের দিব্যরূপপ্রদর্শন।]

ব্যাস উবাচ।

পুরা বৈ নৈমিষারণ্যে দেবাঃ সত্রমুপাসতে।

তত্র বৈবস্বতো রাজন্ শাণ্ডিল্যকথোৎ কথা ॥১

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্যাসদেব কর্ত্তৃক দ্রুপদসমীপে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম কথন, দ্রুপদকে দিব্যদৃষ্টি দিয়া পাণ্ডবগণের দিব্যরূপ প্রদর্শন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্। পুরাকালে

অতো যথা যাজ্ঞিকত্বং যাজন্
যাময়ং ভবিষ্যতি প্রজাবান্।
ততঃ প্রজাস্তা বহুলা বহূন্যা
কাদাত্তিপাত্তাময়নপ্রধীনাঃ ॥২

সোমশ্চ সত্রো বরুণঃ সুযজ্ঞা
দাতা চৈতা বসবোঽর্থাশিনৌ চ।
প্রজাপতির্ভগশ্চ প্রেতা
সমাহরন্তত্র যেবাস্তথাস্তে ॥৩

অতোঽব্রুবন্ লোকগুরুং সমেতা
ভয়াৎ তীব্রাদ্ভানুমতশ্চ মৃত্যোঃ।
তস্মাদ্ ভয়াদ্ভিন্নতঃ সুখেপ্সবঃ
প্রপন্না স্মঃ শরণং ভবন্তম্ ॥৪

পিতামহ উবাচ।
কিং বো ভয়ং মানুষেভ্যো দৃঢ়ং সর্বে যথাযথাঃ।
না বো মর্ত্যঃ সকাশাদ্ বৈ ভয়ং কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥৫

দেবা ঊচুঃ।
মর্ত্যা অমর্ত্যাঃ সংবৃত্তা ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।
অবিশেষাদ্ভিন্নতো বিশেষার্থিনঃ স্মঃ ॥৬

শ্রীভগবানুবাচ।
যৈর্যজ্ঞো ব্যাপৃতঃ সত্রযোগো-
ভেদে ক্ষিপ্তে ন ত্রিয়তে মনুষ্যঃ।
তস্মিন্নকালে কৃতসর্বকার্যো
ভক্ত এষাং ভবিতৈবান্তকালঃ ॥৭

যৈর্যজ্ঞতৈশ্চৈব তনুবিমুক্তা
বীর্যেণ যুষ্মাকমুতো প্রভূতা।
যৈরাহুতা ভবিতা যজ্ঞকালে
ন তত্র যূয়ং ভবিতা ভয়ম্ ॥৮

ব্যাস উবাচ।
ততস্তু তে পূর্বজদেববাক্যা
শ্রুত্বা তদূর্ধ্বং দেবা যযুস্তে।
সমাসীনায়ত্ত সমেতা মহাবলা
ভাগীরথ্যাঃ পুণ্যতীরম্ ॥৯

দেবগণ মৈত্রিযাজ্ঞে সত্রযজ্ঞ অভিহোত্রিলেন; তথায় পূর্ণপুত্র যজ্ঞ শান্তিনাথক যজ্ঞকার্য্য করিতেছিলেন ॥১

হে রাজন্! যজ্ঞ সেখানে শান্তির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, মনুষ্য প্রজাগণের মৃত্যু। ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ফলে মনুষ্যগণ অমরত্বপূর্ণ হইয়া সংখ্যায় বহুল হইল ॥২

ইন্দ্র, ইন্দ্র, যজ্ঞ, সুযজ্ঞ, দাত্যযজ্ঞ, সত্যযজ্ঞ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য প্রজাপতি ও অন্যান্য দেবগণ সেখানে গেলেন ॥৩

তখন সকল দেবতা মিলিয়া লোকগুরু ব্রহ্মাকে বলিলেন—"মনুষ্যগণের অমরত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা ভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥৪

পিতামহ বলিলেন,—তোমরা সকলে অমর হইয়া মানুষকে ভয় করিতেছ কেন? মরণশীল মানুষ হইতে তোমাদের তো ভয় হইতে পারে না?৫

দেবগণ বলিলেন,—মরণশীল মনুষ্যগণ অমর হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমাদের আর বিশেষ পার্থক্য নাই। মনুষ্যগণের সহিত আমাদের ভেদ না দেখিয়াই তো আপনার নিকট ভীত হইয়া আসিয়াছি—মানবের কি বৈশিষ্ট্য আছে জানিবার জন্য ॥৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পূর্ণপুত্র যজ্ঞের যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মানুষ মরিতেছে না। যজ্ঞকার্য্য শেষ হইলে তিনি যখন পুনরায় একাগ্রচিত্তে নিজ কার্য্য করিবেন; তখন মনুষ্যগণের অন্তকাল উপস্থিত হইবে ॥৭

অথবা তোমাদের প্রভাবে যজ্ঞের দক্ষিণা যদি

দৃষ্ট্বা চ তদ্ বিস্মিতাস্তে বভূবু-
স্তেষামিন্দ্রস্তত্র পূজাং জগাম।
সোঽপশ্যদ্ যোষাগণং পাবকপ্রভং
যত্র দেবী গঙ্গা সরসং প্রপূর্ণা ॥১০

সা তত্র যোষা রুচিরা ললামিনী
গঙ্গাং দেবীং ব্যবসায় তস্থিবাংস্।
তস্যাঃ প্রক্ষিপ্তঃ পতিতো জলে য-
স্তৎ পদ্মমাসীদ্ রুচিরং তাদৃশম্ ॥১১

তদদ্ভুতং প্রেক্ষ্য বভূব তস্যা-
মনুগ্রহং তস্য বিবৃদ্ধয়ে বৈ।
তা যং তদা বোধয়ি তস্য যেতে-
র্বাক্যং তথা কাশ্যপেহং ব্রবীহি ॥১২

ঋষভ উবাচ।
যং যোৎসলে বাসিব বাসি শক্র
তৎ তাবদ্ যোষিতি মমাভিলাষঃ।
আজ্ঞা যাদৃক্ পূরতো বর্ততে তে
ব্রবীমি তদ্ যোষিতি যৎকৃতেঽহম্ ॥১৩

যাজ্ঞ উবাচ।
তাং প্রস্থিতাং বরতনুং তদানীং
সোঽপশ্যদাস্যং বরদঃ বর্ষনীয়ম্।
সিতাম্বরং যুবতীসহায়ং
ক্রীড়ন্তমেকম্ গিরিরাজপৃষ্ঠে ॥১৪

বিস্তৃত হইয়া সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যলোকে মৃত্যু হইবে; তখন মানুষের এমন শক্তি থাকিবে না; যাহাতে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিতে পারে ॥৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—তারপর দেবরাজ পূর্ব্বের ন্যায় তথিয়া যেখানে যেরূপ যজ্ঞ করিতেছিলেন, তথায় গেলেন। একদিন মহাবল দেবরাজ স্নানের জন্য বাহির হইয়া ঐরূপ গিয়া দেখিলেন, ভাগীরথীর জলে একটী সুবর্ণ পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে ॥৯

তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাহার মধ্যে সেই ও বীর ইন্দ্র ঐ কমলের মূল অন্বেষণ করিবার মানসে ঐরাবিদ্যার অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন; যেখানে গঙ্গার জল অবিরত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। তারপর তথায় এক অপ্সরার ন্যায় প্রভাশালিনী রমণী দেখিতে পাইলেন ॥১০

সেই রমণী জলের ঠিক মধ্যদেশেই জলধারায় অবস্থান করত যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে পতিত এক একটী অশ্রুবিন্দুই সুবর্ণ পদ্মে পরিণত হইতেছে ॥১১

সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বভ্রু (ইন্দ্র) তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? হে ভদ্রে। তুমি কিসের জন্য কাঁদিতেছ? তুমি বল—আমি তোমার যথার্থ কথা শুনিতে চাই ॥১২

স্ত্রী বলিলেন,—হে শক্র (ইন্দ্র)। তুমি যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি জানিতে পারিবে। হে দেবরাজ! তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি আগে আগে যাইতেছি, তুমি পিছনে আইস। দেখিতে পাইবে আমি কাহার জন্য রোদন করিতেছি ॥১৩

ঋষভ বলিলেন,—তখন ইন্দ্র তাঁহার পিছনে চলিতে চলিতে দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষকে দেখিলেন, তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া বামে অবস্থিত এক যুবতীর সহিত হিমালয়পৃষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছেন ॥১৪

তমব্রবীদ্ দেবরাজো অবেক্ষ্য
ত্বং বিদ্ধি বিদ্ধং ভুবনং অদ্য বিদ্ধম্।
ঐশোঽহমস্মীতি তমব্রবীদ্
ভূয়ঃ। তমৈক্ষত্ ভ্রুকুটং প্রকৃষ্য ॥১৪

ভ্রুকুটে শক্র প্রসমীক্ষ্য দেবো
ভয়াদ্ শক্রঃ শনৈরাবিবেশ।
সংভ্রান্তিভোগভুজগ দেবরাজ-
ক্ষেত্রেক্ষিতঃ স্বাদুরিবাবরুধে ॥১৬

অথ তু পর্যাপ্তবিহার ক্রীড়া
তথা দেবৈঃ কল্পতৈঃ তামুবাচ।
আবীরভাবেন হতোঽহমদ্যা-
দৈবং স্পৃশ পূরয়ৈনাদিশেতি ॥১৭

তমঃ শক্রঃ স্পৃষ্টমাত্রস্তয়া তু
প্রত্যৈরাবৈঃ পতিতোঽভূদ্ ধরণ্যাম্।
তমব্রবীদ্ ভগবানুপ্রতীপো
দৈবং পুনঃ শক্র কথাঃ তবস্থিৎ ॥১৮

নিবর্তনৈশ্চ ত্বমিহাভিরাজ
বলং চ বীর্যং চ তথাপ্রমেয়ম্।
ছিন্ধ্যেতৎ তৈরাবিণ যদ্যবস্ত
ত্বমাসাদ্য দুর্বিদ্যং সূর্যবাস্ত ॥১৯

ন তদ্ বিদ্মস্তব বিরাঃ মহাগিরে-
স্তুল্যস্থানাঃ শক্র যতোঽভ্যুদ্যাস্ যদি।
ন তাবদ্বিদ্মো বহুব দুর্বিদঃ
ক্ষিপ্তাস্যাং ত্বদ্বিতা বৈ অবশ্যে ॥২০

অথো দেবো গিরিশো বজ্রপাণিঃ
বিদ্ধ্যা মেরে কুপিতোঽভ্যুবাচ।
স্থৈর্যেণাঃ প্রবিশ ত্বং শতক্রতো
বজ্রাং বলাদ্বরুণাস্ত্রাঃ পুরস্তাৎ ॥২১

উক্তস্তেন বিদুষা দেবরাজঃ
প্রাবেশয়ত্তার্তো ভূধরেন্দ্রিম্।
প্রত্যৈরাবৈরন্বিতেনেব যুদ্ধ-
মথৎপতঃ গিরিরাজপুরি ॥২২

সেই পুষ্পক ক্রীড়ায় উহাকে দেখিয়া দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে বলিলেন—হে বসুদেব! "এই সমস্ত ভুবন আমার বশীভূত, আমি ইহার প্রভু" ॥১৪

দেবরাজকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সেই দেবপুত্র ভীতিতে লীনভাব এবং ধীরে ধীরে ইন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবরাজ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন এবং কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১৬

দেবরাজ যখন ক্রীড়ায় পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন তিনি ভগবতী দেবীকে বলিলেন—"তুমি ইন্দ্রকে আমার বিষ্ঠা লইয়া আসিতে বল; তাহা হইলে পুনরায় ইহার মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে না" ॥১৭

সেই দেবী ইন্দ্রকে স্পর্শ করা মাত্রই ইন্দ্রের হাত শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন ইন্দ্রসেনা সেই দেবতার

তাঁহাকে বলিলেন—"হে শক্র। তুমি পুনরায় এইরূপ দর্প করিও না ॥১৮

তোমার মধ্যে অতুলনীয় বল ও বীর্য আছে; তুমি এই পর্বতরাজকে হটাইয়া উহার গুহামধ্যে প্রবেশ কর। দেখিতে পাইবে সূর্যতুল্য তেজস্বী তোমার ন্যায় আরও ইন্দ্র উহার মধ্যে আছে" ॥১৯

ইন্দ্র সেই পর্বতের নাম উল্লেখপূর্বক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাহারই ন্যায় আরও তিনটি ইন্দ্র সেখানে রহিয়াছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া আমারও ইহাদের মতই দুর্দশা হয় না কি—ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥২০

তখন দেবরাজ গিরিশ (শঙ্কর) বজ্রপাণিকে ক্রোধে সহসা বিদ্ধ করিয়া বলিলেন—"হে

দ প্রাঞ্জলিরৈ কৃষ্ণমাহবেন
প্রবেপমানা সহসৈবমুক্তম্।
উবাচ দেবং বচনপ্রপঞ্চ-
প্রভাবসম্পন্ন কৃতপ্রণাম ॥৩
তদ্ভক্তিনম্রাবনতাঃ প্রজা
মৈত্রীশিনাঃ শ্রেয়সিধাপ্নুবন্তি।
প্রভোহস্মাকং ভবিতাঃ পুরস্তাৎ
ভবাদৃশো নাস্তীহ সদৃশো মে ॥৪
তত্র ত্বং বৈ ভবিতাসো ন লপ্স্যসে
যোনিং সর্বে মানুষীমাবিশন্তম্।
তত্র ত্বাং বৈ কৃষ্ণবিবৃদ্ধসারং
মানুষ্যাং বিদ্ধি প্রাপ্তমিহ ॥৫
আমন্ত্রয়ঃ পুনরেবেন্দ্রলোকং
স্বকর্মণা পূর্বজিতং মহার্হম্।
সর্বং যথা ভাবিতমেতদেবং
কর্তব্যমচ্ছদ্ বিধিযোগযুক্তম্ ॥৬

পূর্বোক্ত উক্ত।
গচ্ছিষ্যন্তে মানুষং লোকমেতং
কৃষ্ণাত্মজা বিদিতো বঃ প্রভাস।
লোকক্ষয়ানাময়ীয়ন্ ভবন্তঃ
কর্মা মানুষ্যমাশ্রিতানাং ॥৭
আত্মেচ্ছিতৈর্দেবসুখং যোগযিত্বা
আমন্ত্রয়ন্ পুনরেবেন্দ্রলোকম্ ॥৭

ব্যাস উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রপাণির্বচস্ত
লোকশ্রেষ্ঠঃ পুনরেবেদমাহ।
বীর্যোপায়ঃ পুরুষঃ কার্যসেতো-
র্ধিগ্ধামেবাং পরুষং মংপ্রসূতম্ ॥৮

বিদ্বন্ত্ কৃষ্ণাত্মা চ বিবিধিক্ষুঃ প্রভাসম্।
সাস্ত্বিত্বপূর্বমেবাং বৈ তেজস্বী পরুষং বৃত্তং ॥৯

মহাত্মন্! তুমি যেহেতু বাল্যকাল হইতেই আমাকে অবহেলা করিয়া আসিতেছ, সেইহেতু এই ক্ষণেই প্রবেশ কর" ॥১)

সর্বব্যাপক দেবদেব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই বিশালহ্রদমধ্যে পাদ্যদেবের আদেশমাত্র মাল্যাদির অবস্থানের ন্যায় ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥২

মহাত্মা মহাদেবের নিকট হইতে ঘোর প্রভাবের আজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পিতকলেবর দেবরাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থানপূর্বক সেই উগ্র দেবদেবকে বলিলেন—"আপনি এই জগতের আদিভূত এবং সকল ভূতের স্রষ্টা" ॥৩

সেই উগ্রতেজা দেবরাজ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার ন্যায় এইরূপ ভক্তিসম্পন্ন এখানে কৃপা লাভ করিবার যোগ্য নহে। পূর্বে ইহারাও তোমার ন্যায়ই ধর্মী ছিল; সুতরাং তুমিও এই ক্ষণেই মনে প্রবেশ করিয়া শয়ন কর" ॥৪

এখানে পূর্বে বিশেষরূপে এইরূপ ঘটনা ঘটিবে—"তোমরা সকলে মানুষী যোনি প্রাপ্ত হইবে। সেখানে তোমরা অক্ষয় অনাময় ফল ভোগ করিয়া নিজ পুণ্যার্জিত ইন্দ্রলোকে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আমি যাহা বলিলাম তাহা এবং অন্য যাবতীয় কার্যও তোমাদিগকে লাভ করিতে হইবে ॥৫-৬

ভূতপূর্ব ইন্দ্রগণ বলিলেন,—"যে মহাযোগীকে গমন করিলে আমাদের এই দুর্দশা হইতে মুক্তি ঘটিবে, আমরা অবশ্যই দেবলোক হইতে সেই মহাযোগীকে গমন করিব। আপনি এইরূপ কৃপা করুন যেন—আমরা জগতীর গর্ভে—বসু, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করি এবং বিদ্যার সহায়ে দ্বারা দুই মনুষ্যগণের মধ্যে দূত করিয়া

কেশবঃ কাম্য তপসানুপ্রবর্হণা
প্রাথমিকঃ সহিদর্শাদ্ অথাক্রম্।
তাং অপ্যেষা যোবিদঃ লোককান্তাং
স্ত্রিয়ং কার্ষ্ণাং ব্যবসায়ানুরূপম্ ॥৯০
তৈরেব পাত্রা তু তদঃ স কেশো
জগাম নারায়ণপ্রক্রমেণ।
অবস্তরস্তত্রভবান্ পুরাণঃ
সনাতনঃ বিষ্ণুরক্তরূপম্ ॥৯১
ন চাপি তম্ ব্যবসাৎ সর্বেষে
তদঃ সর্বে সম্ভবুর্বর্ণশাস্ত্রাৎ।
ন চাপি কেশৌ ধবিলস্তথৈব
শুক্লস্তেকঃপরঃ চাপি কৃষ্ণম্ ॥৯২
তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং বভূবাঃ
কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ।
অন্যোন্যকৌ বল্লবৌ বাসুদেবৌ
রোহণৌ শেতকৃষ্ণ কেশৌ কেশৌ।

কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্ভবুব
কেশৌ রোহণৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥৯৩
যে তে পূর্বং শুক্লতপা দ্বিজাঃ
তস্তাঃ বর্ণাঃ পর্বতস্তোত্তরস্ত।
ধীরৈব তে পাণ্ডবা বীর্যবন্তঃ
শুক্লাংশঃ পাণ্ডব সত্যসাধী ॥৯৪
এতস্মের পাণ্ডবাঃ সম্ভবুঃ
যে তে ভবেন্ পূর্বস্ত্রিয়া বভূবুঃ।
সম্ভাবৈতাঃ পূর্বদেবোপদিষ্টাঃ
কার্ষ্ণাঃ তৈঃ দ্রৌপদী দিব্যরূপা ॥৯৫
তদঃ হি স্ত্রী কর্মণা তে মহীতলাৎ
সুকৃতৈস্তেভ্যঃ তৈস্তথাবাৎ।
যজ্ঞা রূপাঃ সোমপূর্বপ্রকাশাঃ
গচ্ছন্তাস্তাঃ কেশবত্রাৎ প্রবাস্তি ॥৯৬

পুরুষার উদ্ভবলোকে ফিরিয়া আসি।২৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—এইরূপ কথা শুনিয়া দেবরাজ বজ্রপাণি মহাদেবকে বলিলেন,—"আমি দেবকার্য সম্পাদনের জন্য নিজ বীর্যে ইহাদের অংশ অবতরণ করাব পরম পুরুষের অনুধানে করিব"। ঐ পাঁচ জনের নাম হইল—প্রথম—বিষ্ণুসু, দ্বিতীয়—ভূতরাজ, তৃতীয়—প্রবাসী ইন্দ্র সিবি, চতুর্থ পাণ্ডি এবং পঞ্চম কেশবী।২৮-২৯

তদনন্তর উদ্ভিদ্য সংবর্তাবসবঃ তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করত তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া করিয়া স্বর্গলোকের শ্রীবরূপ সর্বলোকবন্দনীয় পুণ্যশ্রী নারীকে তাঁহাদের ভার্যারূপে বিধান করিলেন।৩০

অনন্তর কেশবেরা তাঁহাদিগকে লাভ করিয়া অপ্রমেয়, অনন্ত, অজ, পুরাণপুরুষ, সনাতন, বিষ্ণুর অব্যক্তস্বরূপ নারায়ণের বিষ্ণু হইলেন।৩১

যিনি কেশবদের বিবাহ অনুষ্ঠান করিলেন তাঁহারা স্বর্গলোকে অবস্থান করিলেন; পরে নারায়ণ তখন তাঁহার মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটী কেশ ছিঁড়িলেন।৩২

ঐ দুইটি কেশের মধ্যে শুক্ল কেশটী বসুদেবের রোহিণীর বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ কেশটী দেবকীর বিষ্ণু হইল এবং প্রথমটী বলদেবরূপে এবং দ্বিতীয়টি বর্ণাভেদে কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল।৩৩

ঐ যে পাঁচ ইন্দ্র পর্বত তলায় আরম্ভ ছিল, উহারাই বীর্যবান্ পঞ্চ পাণ্ডবরূপে অবতরণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে অর্জুনই ইন্দ্রের অংশ।৩৪

এই পাণ্ডবগণই সেই পঞ্চ ইন্দ্র এবং উহাদের বিবাহিতা ভার্যা দ্রৌপদীই সেই দিব্য কান্তিময়ী স্বর্গলক্ষ্মী। যে কারণ: তাহা না হইলে কোন্

ইদং চক্ষুঃ পশ্য তেনৈতি পূর্বং যেন
দদামি তে বাসবস্যানুভাবম্।
দিব্যং চক্ষুঃ পশ্য কুরূণামুদগ্রং
পূর্বৈর্দিষ্টং পূর্বদেহৈরুপেতম্ ॥৭৭
বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথো ব্যাসঃ পরমোদারকর্মা
শুচির্বিপ্রস্তপসা তপ্ত আত্মা।
চক্ষুর্দিব্যং প্রথমে তাংশ্চ পর্বণি
রাজ্ঞশ্চক্রে পূর্বদেহৈরুপেতম্ ॥৭৮
অথো দিব্যান্ দেবদিব্যাষ্টমাল্যান্
শুক্লপ্রখ্যান্ পাবকাদিত্যবর্ণান্।
যথাদীক্ষাংশ্চারুরূপাংশ্চ দৃষ্ট্বা
মুহূর্তমাত্রাদ্ভরতর্ষভাণাম্ স্মর্ম ॥৭৯

দিব্যৈস্ত্রিভির্বয়োভিঃ সুসাধু-
র্ধর্মোপাত্তৈঃ শোভমানাননৌঘান্।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মান্ বা বপুষ্মতোপি রুদ্রা-
নাদিত্যান্ বা সর্বগুণোপপন্নান্ ॥৮০

তান্ পূর্বজ্ঞানক্রিয়াকালিকান্
শক্রাস্ত্রাংশ্চ দেবরূপাংশ্চ বিপ্রঃ।
প্রীতো রাজা জনমেজো দ্বিতীয়ঃ
দিব্যাং মায়াং তাদৃশেক্ষ্যাপ্রমেয়াম্ ॥৮১

তাং চৈবাগ্র্যাং স্থিরমতিরপশ্যৎ
দিব্যাং সাক্ষাৎ সোমবহ্নিপ্রকাশাম্।
যোগ্যাং তেষাং রূপ-তেজো-বপোভিঃ
পত্নীং দত্তাং গুর্বর্থান্ পার্থিবেন্দ্রঃ ॥৮২

নারী এবম আছে, যে অগ্নিকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইতে পারে, যাহার রূপ চন্দ্র ও সূর্যের প্রকাশস্বরূপ এবং যাহার শরীর হইতে পদ্ম গন্ধ এবং ক্রোশ দূর পর্যন্ত যায় ॥৭৫-৭৬

হে মহেন্দ্র! আমি প্রীত হইয়া তোমাকে অদ্ভুত মহাবল দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি ইহার সাহায্যে দিব্য পুণ্যবলতঃ এই কুরুবংশের পূর্বপূর্ব পুরুষ সমূহ দেখিতে পাইবে ॥৭৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর পবিত্র প্রকৃতি মহাতপস্বী বেদব্যাস নিজ তপঃপ্রভাবে রাজা জনমেজয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন এবং রাজা ইহার দ্বারা পাণ্ডবগণের পূর্বগণ দেখিতে পাইলেন ॥৭৮

তিনি দেখিলেন,—পাণ্ডবগণের মস্তকে সুবর্ণ কিরীট, গলদেশে সুবর্ণ মালা, ইহাঁরা সাক্ষাৎ ঐহাদের আকৃতি, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তাঁহাদের দীপ্তি, ইহাঁরা সকলেই দিব্য অলঙ্কার ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, ইহাঁদের শরীর হইতে পদ্ম গন্ধ এবং ক্রোশ দূর পর্যন্ত যায় ॥৭৯

ঐহাদের পরিধানে দিব্যবস্ত্র, গলদেশে সুবর্ণ মালা। দেখিয়া রাজার মনে হইল ইহারা সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভ হইবেন অথবা অগ্নিপুঞ্জ অথবা সর্বগুণসম্পন্ন আদিত্যগণ ॥৮০

অতিসুন্দর রূপবিশিষ্ট পক্ষ ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং ইন্দ্রসদৃশ অর্থযুক্ত ইন্দ্রবরূপ আদিত্য রাজা জনমেজয় ব্যাসদেবের অলৌকিক ও অনির্বচনীয়া মায়া শক্তি দর্শন করত বিস্মিত ও প্রীত হইলেন ॥৮১

তাঁহার নিজ কন্যাকে ব্রহ্ম ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী সেই দিব্য রমণীরূপে দর্শন করিয়া রাজা জনমেজয় বুঝিলেন যে, যাহার কন্যা রূপ, তেজ ও বলে পাণ্ডবগণের সদৃশা; ইহাতে তাঁহার খুবই আনন্দ হইল ॥৮২

ন তম্ দৃষ্ট্বা অধ্যাশ্চর্য্যাপঃ
উত্তরম্ পাণ্ডবী সত্যবত্যাঃ সুতম্ভ।
নৈতদ্বিদ্বন্ পরম্বর্ষে ক্ষমেতি
প্রণম্যতে ভাঃ ন ইবাচ চৈনম্ ॥৩০
ব্যাস উবাচ।
আসীৎ অপোবনে কাচিদ্বিদ্বেঃ কন্যা মহাত্মনঃ।
ব্যাখ্যাম্যে পক্ষিং না তু কন্যা ভবিতবী সতী ॥৩৪
তোবয়ামাস তপসা না বিলোক্যেশ শঙ্করম্।
তমুবাচেশ্বরঃ প্রীতো বৃণু কামমিতি স্বয়ম্ ॥৩৫
সৈবমুক্তাব্রবীৎ কন্যা দেবং বরদমীশ্বরম্।
পতিং সর্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥৩৬
ততো তাম্ভে ন দেবেশঃ বরং প্রীতমানসঃ।
পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে ভবিষ্যন্তীতি শঙ্করঃ ॥৩৭

ন তম্ প্রত্যাব্রবী দেবমিদং সুরুচিরাননা।
একং পতিং গুণোপেতং ব্রতোহয়ীতি পুনঃ ॥৩৮
তম্ দেবেশম্ প্রীতাত্মা পুনঃ প্রাহ শুভম্ বচঃ।
পঞ্চকৃত্বস্তুরোক্তোঽহং পতিং দেহীতি বৈ পুনঃ ॥৩৯
তৎ তথা কবিতা ভদ্রে ন মৃষা ভবিতা তু তে।
দেহমন্যং সমাসাদ্য সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৪০
ত্রুপদস্যৈষা বি না জজ্ঞে সুতা বৈ দেবরূপিণী।
পঞ্চানাং বিহিতা পত্নী কৃষ্ণা পার্থৈর্মহিষিতা ॥৪১
যুধিষ্ঠিরঃ পাণ্ডবার্থং তু সম্বৎসর ব্রহ্মচর্যে।
দেহ ত্যক্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চিকৃত্যং সমাস্থিতা ॥৪২

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া ঋষিগণ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসের চরণ বন্দনা করত বলিলেন—"হে মহর্ষে! আপনাতে এই শক্তি আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে। পরে বেদব্যাস প্রণত হইয়া বলিলেন ॥৩৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—এক তপোবনে কোন মহাত্মা ঋষির একটি কন্যা ছিল। কন্যা সতী সাধ্বী ও অতীব গুণবতী হইলেও তাহার অনুরূপ কোন পতিপ্রাপ্তি হইল না ॥৩৪

তিনি পতিলাভের জন্য অতীব তপস্যায় দ্বারা শঙ্করকে তুষ্ট করিলেন। শঙ্কর তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়াছি তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর ॥৩৫

তিনি তখন বরদাতা ঈশ্বরের শঙ্করকে বার বার অর্থাৎ পাঁচ বার বলিলেন,—আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি ॥৩৬

তখন দেবেশ শঙ্কর প্রীতির সহিত তাঁহাকে বর দিয়া বলিলেন,—"হে ভদ্রে! তোমার পাঁচ পতি হইবে" ॥৩৭

তিনি শঙ্করকে প্রণাম করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"হে শঙ্কর! আমি আপনার নিকট সর্বগুণোপেত একটী পতি প্রার্থনা করি" ॥৩৮

প্রসন্ন হইয়া শঙ্কর পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি 'পতিং দেহি' বলিয়া পাঁচবার প্রার্থনা করিয়াছ, সুতরাং হে ভদ্রে! তোমার কল্যাণ হউক। তোমার পাঁচটী পতিই হইবে, তবে এ জন্মে নয়, অন্যান্য জন্মে দেহ লাভের পর এই সব হইবে" ॥৩৯-৪০

হে জনমেজয়! এই দেবীরূপিণী দ্রুপদনন্দিনী তোমার কন্যা মৌলীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব জন্মের বরপ্রভাবেই এই অনিন্দিতা কন্যা পাঁচ পুরুষের পত্নীরূপে বিহিতা হইয়াছে ॥৪১

ধর্মের মহিমা পাণ্ডবগণের জন্য মহাত্মাগণ আবির্ভূতা হইয়াছে। সেই কন্যা ঘোর তপস্যা করিয়াই তোমার কন্যারূপে আসিয়াছে ॥৪২

ইতো দেবী চলিতা দেবভূতী
পঞ্চানামেকা বহুভর্তৃকেব কর্মণা।
সূতী বঃ দেবপত্নী বসুধূঃ
ব্রূত মাজন্ ক্রুপদস্যৈষ কুরুষ ॥৩৩

ইতি ভারতাবতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈয়াধিকপর্বণি পঞ্চত্রিংশোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮

হে রাজন্! সেই দেবভোগ্যা দ্রুপদী দেবী নিজ কর্মানুসারেই একাকিনী পাঁচ পুরুষের পত্নীরূপে বিধিত হইয়াছেন। হে রাজন্ ক্রুপদ! তুমি সেই দেবপত্নীকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবে। ইহা বুঝিয়া যাহা ইষ্ট হয় কর, তাহাই কর ॥৩৩

শ্রীমহাভারতে বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বৈয়াধিকপর্বে পঞ্চত্রিংশোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশত্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চভিঃ পাণ্ডবৈঃ সহ দ্রৌপদ্যা বিবাহঃ।]

ব্রুপদ উবাচ।

অস্ত্রবিদঃ স্থ ইতি মে সংবৃতে
বয়া পূর্বং বহিরং সংবিধাতুম্।
ন বৈ পরং বিধিরস্যাপবাদং
অন্যেনেবোপপদং বিধাতুম্ ॥১

কিন্তু প্রতিবিবর্তনীয়ঃ
সর্বথা বিধিরয়ং নেহ কিঞ্চিৎ।

কুরুষ বিধিরং যি যৌবনস্যতো-
অন্যেনেবোপপদং বিধাতুম্ ॥২

যৌষং কৃষ্ণোক্তবতী পুরস্ত-
দ্বৈকং পতিং যে ভবতাম্ ইত্যুত।
ন চাপ্যেতৎ সদ্বিধিভিস্তদীয়ং তং
দেবো যি বেত্তা পরমং যশস্যম্ ॥৩

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়

[পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।]

দ্রুপদ বলিলেন,—হে মহর্ষে! আপনার কথা শুনিবার পূর্বে পর্যন্তই আমার এইরূপ মত ছিল যলিয়া উহাই করিবার (দ্রৌপদীর একটী মাত্র যোগ্য পতির সহিত বিবাহ দিবার) অবশ্য করিয়াছি। কিন্তু আপনার কথা শুনিবার পর বিবাহের বিষয়ে কিছু করিবার শক্তি নাই; সুতরাং পূর্ব নির্দিষ্ট বিধানেরই অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করিতেছি ॥১

অন্যে যাহা দেখা যায়, তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি কাহারও নাই; বিশেষ এস্থলে উহার খণ্ডন করা যায় না। যজ্ঞাগ্নি হইতে দ্রৌপদীর উদ্ভবই তাহার পক্ষে পতি প্রাপ্তির কারণ; সুতরাং পূর্ব বিধানের অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত ॥২

কৃষ্ণা যেরূপ পূর্বে অনেকবার প্রার্থনা করিয়া অনেক পতি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ অনুষ্ঠানই দ্রৌপদীর বিবাহে দেখিতেছি; সুতরাং ইহার মধ্যে কি গূঢ় রহস্য আছে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন ॥৩

যদি চৈষঃ বিহিতঃ পুরস্তাৎ
ধর্ম্যোঽধর্ম্যো বা নাস্ত্র ময়াপরাধঃ।
যুদ্ধ্যস্বৈনং বিধিনৈষ প্রদিষ্টো
বেদাশ্চাস্মাকং বিহিতো বৈ ত্বি কৃষ্ণা ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোবাচার্জুনো ভগবান্ ধর্মরাজ-
মেবং পুণ্যাবনুজ্ঞৌ স্ব পাণ্ডবেয়।
অস্ত্র সৌভং যোগমুপৈতি চিত্রং
পার্থঃ কৃষ্ণায়াস্তু সুখায় পূর্বম্ ॥৫

অথো রাজা বজ্রসেনঃ সপুত্রো
ভক্ত্যর্থযুক্তঃ যদু তৎ প্রাহ্যম্।
সম্ভাবয়ামাস তদাঽঽশু কৃষ্ণা-
মাদায় তৈর্বহুভিরিত্যুদারম্ ॥৬

ততস্তু সর্বে মুদিতাঃ নৃপস্য
সমাজগ্মুঃ সহিতা মন্ত্রিণশ্চ।
দ্রষ্টুং বিবাহং পরমপ্রতীতা
বিপ্রাশ্চ পৌরাশ্চ তথা প্রধানাঃ ॥৭

অথোদ্বহ্য বেদ্যাশ্চ্যবনোপপেতিকম্
বিস্তীর্ণসঙ্ঘাৎপলপুষ্করাক্ষিম্।
মণৌঘ-মুক্তৌঘবিচিত্রমাকরৌ
মঞ্চে যথা নির্মলতারকাঞ্চিতম্ ॥৮

ততস্তু তে কৌরবরাজপুত্রা
বিভূষিতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ।
মহার্হবস্ত্রাভরণানুলিপ্তাঃ
কৃতাভিষেকাঃ কৃতমঙ্গলক্রিয়াঃ ॥৯

পুরোহিতেনাগ্নিমথাবর্চসা
সহৈব ধৌম্যেন যথাবিধি প্রভো।
জুহাব সর্বে বিধিবত্তদানলে
সমর্ধবা গোষ্টবিবাক্যনিশ্চিতঃ ॥১০

ততঃ সমাধায় স বেদপারগো
জুহাব বহ্নৌ চরুমাজ্যসংস্কৃতম্।
যুধিষ্ঠিরং চাপ্যুপনীয় মন্ত্রবি-
দ্বিবেশয়ামাস সহৈব কৃষ্ণয়া ॥১১

যদি ভগবান্ অন্যরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে উহা ধর্ম্যই হউক আর অধর্ম্যই হউক আমার তাহাতে কোন অপরাধ নাই। কৃষ্ণা যখন ইঁহাদের সকলেরই বিহিতা হইয়াছে, তখন ইঁহারা সকলে বিধি অনুসারে ইহার পাণিগ্রহণ করুন ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ বেদব্যাস ধর্মরাজকে বলিলেন,—হে পাণ্ডবেয়! আজই পুণ্যতিথি; অদ্য সুভদ্রাসঙ্গমে আপনিও যুক্ত হউন। সুতরাং তুমিই আজ প্রথম কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ কর ॥৫

অনন্তর রাজা বজ্রসেন পুত্রের সহিত যাহা অন্য উত্তম উপঢৌকনসমূহ আনাইলেন এবং কৃষ্ণাকেও স্নান করাইয়া সর্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত করিলেন ॥৬

অনন্তর রাজার সমস্ত সুহৃদ্‌বর্গ, মন্ত্রিগণ, প্রধান প্রধান নাগরিকগণ ও ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণার বিবাহ দেখিবার জন্য পরম প্রীতির সহিত সমবেত হইলেন ॥৭

অনন্তর রাজভবন জেন জলসমূহের সমাগমে, তখন উৎপলাদি সুরভি পুষ্পমালাসমূহে, একপার্শ্বে সৈন্যবাহিনী ও অন্য পার্শ্বে রত্নসমূহে মণ্ডিত হইয়া তারকাখচিত নির্মল গগনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥৮

অনন্তর সুবেশ কৌরবরাজপুত্রগণ নানাবিধ অলঙ্কার ও কুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া মহামূল্য বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করত চন্দনচর্চিত শরীরে অভিষেক ও মাঙ্গলিক ক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠান করিলেন এবং যে প্রকার। বিবাহানুষ্ঠানে অভিজ্ঞা বেদবেত্তা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত যোগাভিযুক্ত

এবমিত্যে তৌ প্রভূতধনৌ
সমানয়ামাস দ্ বেদপারগৌ।
তয়োরুদক্‌পূজয়া তত্রাগ্নিমেয়োশ্চিতম্
পুরোহিতো দাশরথিম্ বিধিবদ্‌বিধৌ ॥১২

অথেজ্যে চাসনে বরাভিপাতুরা
বরিষ্ঠতে জনুষ্মতা বরম্।
অবস্তবন্তাবমরপ্রধাবিণৌ
যমাবিবাঃ সৌভরবংশবর্ধনাঃ ॥১৩

ইমৌ স্ম তাবাহুরুরুপ্রভাবতম্
প্রপাদ বেদবিরতৌতমানুষম্।
অনানুজাবা কিল পা সুমধ্যমা
বভূব তয়োরহ পক্ষে পাতয়ঃ ॥১৪

কৃতে বিবাহে তু তদা বরে বৃতে
মহাবেদো বহুরত্নপদুতম্।

শতং তমাবাং বরবেদাপিনাং
চতুর্দ্‌শাং হেম-ধনীবরাপিনাম্ ॥১৫

শতং তমানাবপি পক্ষিনাং তথা
শতং গিরীণামধি বেদমুপিনাম্।
তথৈব দাসীশতমপ্রযৌবনং
মহার্হবেষাভরণাম্বরস্রজম্ ॥১৬

পৃথক্ পৃথক্ বিত্তপুমাং পুনর্বসৌ
তথা বরং সৌহৃদিনাপিনাদিশম্।
তথৈব তস্যাপি বিভূতয়ানি
প্রজাবতুস্যানি মহাদুতাত ॥১৭

কৃতে বিবাহে চ বরস্য পাতবঃ
প্রভূতরত্নাদুপলভ্য তাং শ্রিয়ম্।
বিভূতিভিঃ প্রহিতা মহাবলাঃ
পুরে বু পাকালনৃপস্য তস্য বৈ ॥১৮

দুষ্মন্তপুত্রের ন্যায় সানন্দে বিবাহ-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন।১৩-১৪

তারপর মহর্ষির বেদপারগামী পুরোহিত সৌম্য (বেদী মধ্যে) অগ্নির দ্বারা প্রথমতঃ অগ্নির যোগ্য কল্প মূর্তিটিকে অগ্নিসমীপে আনিয়া কুশের উপরি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন।১১

অনন্তর বেদপারগ সেই পুরোহিত উত্তরের পার্শ্বিদ্বয় আহুতি অগ্নিতে প্রদক্ষিণ করাইলেন, পরে অনন্তযোনী মূর্তিটিকে বিধান দিয়া পুরোহিত রাজপুত্রের বামদিকে বেদীতে বসাইলেন।১২

এইরূপে তাহার অন্যান্য সৌভরবংশবর্দ্ধন মহাবল রাজপুত্রগণ উত্তর কাল ধরিয়া তাহার এক এক দিক সেই অগ্নিযোনিমূর্তি কুশের পার্শ্বিদ্বয়ে করিলেন।১৩

"মহর্ষি নারদ এই অদ্ভুত, উত্তম ও অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সুমধ্যমা মহাভাগা দ্রৌপদী প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী বিবাহের অনুষ্ঠানে পূর্বতার অভাবের প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১৪

বিবাহের অনন্তর রাজা দ্রুপদ মহাবল পাণ্ডুপুত্রগণকে বহুবিধ উত্তম বস্ত্র এবং সুন্দর সুবর্ণমালা ও সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত একশত দাস দিলেন; প্রত্যেক দাসী লইয়া তাহার অশ্ব যোজিত ছিল।১৫

পক্ষাদি উত্তম লক্ষণযুক্ত বেদপূর্ণগিরিস্থ (সোনার হাওয়াগিরিস্থ) পর্বতাকার একশত হস্তী এবং মহামূল্য বেশ, আভরণ এবং হার দ্বারা সুসজ্জিত নবযৌবনবতী এক শত দাসী দিলেন।১৬

সোমকবংশের মহাযুক্ত রাজা দ্রুপদ অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহবিধিদ্বারা প্রত্যেক পাণ্ডবকে যথাযোগ্যভাবে প্রচুর ধন, প্রচুরপরিচ্ছদ অনুচর-বৃন্দ ও আভরণসমূহ প্রদান করিলেন।১৭

বিবাহের পর দেবরাজকল্প মহাবলশালী পাণ্ডবগণ প্রভূতরত্নময়ী লক্ষ্মীরূপা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া অবরাবতীতে ইন্দ্রের ন্যায় পাঞ্চালনগরের মধ্যে পুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।১৮

(সর্বেঽপ্যনুজগ্মুস্তং পাণ্ডবেয়া-
স্তস্যা গুরোঃ শীলসমাধিবৃত্তৈঃ।
স চাপ্যেতান্ ব্রাহ্মণেনৌ তথাগৌ
বিসর্জয়ামাস মুদং বহন্তঃ॥)

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈয়াসিকপর্বণি দ্রৌপদী-বিবাহে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৭॥

(হে নৃপ। সকল পাণ্ডবই যাজ্ঞসেনীর (দ্রৌপদীর) বশবর্তী, সদাচার ও সেবাতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং দ্রৌপদীও তখন নিজ আচরণের দ্বারা সকলের আনন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বৈয়াসিকপর্বে দ্রৌপদীবিবাহনামক সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তী দ্রৌপদীকে উপদেশ, আশীর্বাদদান, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদের উপহারপ্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং মহত্তঞ্চ ভগস্য হ।
ন বভূব তদা কিঞ্চিদ্ দেবেষ্বপ্যধিকং ধনম্॥১

ভূষাভাজনযানং তু বাসাংসি রুচিরাণ্যুত।
নানা সম্ভারসম্ভৃতা ভক্ষ্যাঃ পানৌ বসূনিচ॥২

কৃষ্ণা চ দৌষদংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
কৃতাভিবাদনা শ্বশ্রূস্তিষ্ঠো প্রহ্বা কৃতাঞ্জলিঃ॥৩

কুপালক্ষণসম্পন্নাঃ শীলাচারসমন্বিতাম্।
দ্রৌপদীমব্রবং প্রেক্ষ্য পৃথাশীর্ভিরনন্দয়ন্॥৪

যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে॥৫

যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বমপি ভর্তৃষু॥৬

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

। কুন্তীকর্তৃক দ্রৌপদীকে উপদেশ ও আশীর্বাদদান এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত পাণ্ডবদের বিবিধ উপহার প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবদলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় মহারাজ দ্রুপদের যেরূপ হইয়াছিল তাহা দেবতাদেরও হয় নাই; সুতরাং মনুষ্যদের কথা আর কি বলিব।১

দ্রুপদ তাঁহার অন্তঃপুরনারীগণ নিজ নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া যথাযথে কৃষ্ণাকে যৌতুক প্রদান করিল।২

মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন হইলে পর দ্রৌপদী-পরিহিতা কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনী চরণ বন্দনা করার জন্য শ্বশ্রূদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন।৩

সুলক্ষণযুক্ত ও উত্তম লক্ষণসম্পন্ন সম্পদা এবং শীল ও আচারবতী পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে পৃথা (কুন্তী) সস্নেহে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন।৪

যে রূপে। ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রাণীর, অগ্নির সহিত স্বাহা, চন্দ্রের সহিত রোহিণী, নলের সহিত দময়ন্তী, কুবেরের সহিত ভদ্রা, বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতী এবং নারায়ণের সহিত লক্ষ্মী যেরূপ ভর্তৃবিষয়ে সাধু আচরণ করেন, তুমি পতিগণের সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে।৫-৬

জীবপুত্রীমপূর্বাঙ্গে বহুসৌখ্যসমন্বিতা।
সুতরা তোষয়ন্তাদ্য বধূনাস্থা পতিব্রতা ॥৭

অতিদীর্ঘায়ুষস্তাত শাদ্বং বৃহতী বালাংস্তথা গুরূন্।
পুত্রবত্যাস্ত থাত্রাস্ত পশ্য গচ্ছন্তু যে সদা ॥৮

কুরুষ্বাদ্যপ্রভৃত্যেনং রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ।
অনু ত্বামভিষিঞ্চন্তু মৃপতিং সর্বসংপদা ॥৯

পরিতির্নিহিতামুর্বীং বিক্রমেণ মহাবলৈঃ।
কুরু ব্রাহ্মণসাৎ সর্বামযত্নেন মহাক্রতৌ ॥১০

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি গুপ্তানি গিরিসানুষু।
তান্যাপ্নুহি ত্বং কল্যাণি পৃথিবী পরমং পতিম্ ॥১১

যথা চ ভারতশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য তৌহিনঃ কৃতম্।
তথা কুরুষ্বাভিমতিং ব্রাহ্মণপ্রীঃ গুরূন্ধিতাম্ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ।
বৈদূর্যমণিচিত্রাণি বৈয়াঘ্রাজিনবন্তি চ ॥১৩

যানানি চ মহার্হাণি নানাবেশ্মানি যানবৎ।
কম্বলাজিনরত্নানি স্পর্শবন্তি শুভানি চ ॥১৪

পরমাসনযানানি বিবিধানি মহান্তি চ।
বৈদূর্যযন্ত্রচিত্রাণি পরমো তাজবানি চ ॥১৫

রূপ-যৌবন-বাক্যৈশ্যৈরুপেতাশ্চ বলাহকাঃ।
প্রেষ্যাঃ সম্প্রাহিণো কৃষ্ণো নানাবেশ্যাঃ বলাহকাঃ ॥১৬

শতান্ বিনীতান্ ভদ্রাংশ্চ দশার্হাংশ্চ বলাহকান্।
যথার্হং দাসান্ গৌরৈর্নঃ শুভ্রৈঃ
পট্টৈরলংকৃতান্ ॥১৭

ক্ষৌমাণ্যশ্চ সুবর্ণং চ যেষাময়কৃতং তথা।
যাচীকৃষ্ণমহেরাজ্ঞঃ প্রাহিণোদ্ধরিসূদনঃ ॥১৮

কল্যাণকারি! তুমি অনঘ সৌভাগ্যযুক্তা হইয়া দীর্ঘজীবিনী ও বীরপুত্রের জননী হও; সৌভাগ্যবতী, তোমরাও, ধর্মে রতি করিয়া এই পতিব্রতা হও।৭

তুমি আমার অতিথি, সাধু, বৃদ্ধ, বালক এবং গুরুজনদের যথারীতি সংকার করিয়াই তোমার প্রতি যজ্ঞের অভিবাহিত হইও।৮

কুরুরাজপ্রধান রাষ্ট্রে ও নগরসমূহে তুমি রাজার সহিত রাজৈশ্বর্য অভিষিক্তা হও এবং সর্বদা উহার তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ হউক।৯

মহাবলশালী পতিগণকর্তৃক নিজ বিক্রমে বিজিতা সমগ্রা পৃথিবীকে তুমি অযত্নসহ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান কর।১০

যে গুপ্তমণি সমূহ পৃথিবীতে বহু উচ্চপৃষ্ঠ-সম্পন্ন বহু আছে, সে সমস্তই তুমি লাভ কর এবং হে কল্যাণি! তুমি চিরকাল সুখে থাক।১১

হে বধূ! আজ তোমাকে যে অভিমতও করিতেছি, তুমি পূজ্যগণ ও গুরুগণ হইলে তোমাকে উহার চেয়েও অধিক অভিনন্দিত করিব।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর পাণ্ডবগণের বিবাহের কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের জন্য বৈদূর্যমণিখচিত সুবর্ণ আভরণ, মহামূল্য বস্ত্র, নানাবেশীয় স্বর্ণ সুখকর শুভ শকট, অজিন, রত্ন, বিবিধ মহার্ঘ শয্যা, আসন এবং বৈদূর্য ও অন্যমণিখচিত বহু শত পাত্রসমূহ প্রেরণ করিলেন।১৩-১৫

রূপ, যৌবন ও বাক্যৈশ্বর্যসম্পন্না, অলঙ্কৃতা এবং বিভিন্নবেশে সজ্জিতা নানাবেশীয়া দাসীসমূহ দান করিলেন।১৬

বশীভূত হস্তী, সুবর্ণমণ্ডিত উত্তম অশ্ব, সুবর্ণ-বিভূষিত যানসমূহ এবং শুভবস্ত্রে ও অর্থ অলঙ্কৃত রথসমূহ, কোটি কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং সুবর্ণের ক্ষৌমবস্ত্র যাচকদের অন্বেষণকারী যদুসূদন পাণ্ডবগণকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন।১৭-১৮

তং সর্বং প্রতিজগ্রাহ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ন্যস্তা পাণ্ডবা মুক্তা মোক্ষিতশ্চিত্রসেনযুগ্ম ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মোক্ষিতগণ প্রদত্ত ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন ॥১১

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্বে অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিদুরাগমনরাজ্যলাভপর্ব।

[পাণ্ডবানাং বিবাহপ্রসঙ্গাৎ দুর্যোধনস্য চিন্তা, বৃহদশ্বেন পাণ্ডবং প্রতি প্রেষঃ প্রত্যাগমনং, দুর্যোধনস্য দুষ্প্রজ্ঞতা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথো রাজ্ঞঃ চরৈরাপ্তৈঃ প্রবৃত্তিরুপনীতা।
পাণ্ডবৈরুপসম্পন্না দ্রৌপদী পতিভিঃ শুভা ॥১
যেন তদ্ ধনুরাদায় লক্ষ্যং বিদ্ধং ময়াদ্ভুতম্।
সোঽর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মহাবাহু-মহাধনুর্ধরঃ ॥২

যঃ শল্যং সমরাগ্রেষু বৈপ্রচিত্তিপ্রমাথিনম্।
জঘান শত্রুভিঃ সার্ধং বৃষ্ণীনাং পুরুষর্ষভঃ ॥৩

ন চাত্র সংশয়ঃ কশ্চিদাসীৎ তত্র মহাত্মনঃ।
ন তাদৃশো ভীমসেনঃ শক্যস্তেনেতরো জনঃ ॥৪
ব্রহ্মণ্যবরাদ্ ধ্রুবং প্রশান্তাৎ পাণ্ডুনন্দনাৎ।
কৌন্তেয়াদ্ ধনুষেন্দ্রাণাং বিদ্ধং লক্ষ্যমরাতিহ ॥৫
লক্ষ্যমা হি পৃথা কৃষ্ণা লক্ষ্যে লক্ষ্যমুপাগতা।
পূর্বাহ্ণাদিব চ তারাস্তে মহত্ত্বং নরাধিপাঃ ॥৬
বিদ্ধমুৎসৃজ্য তাঃ কৃষ্ণা বৃতবাংস্তাঞ্চ কৌরবান্।
কর্ণাদিভিরসংক্রন্দে পুরাস্মাকং বৃতে বৈ ॥৭

(বিদুরাগমন-রাজ্যলাভপর্ব।)

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের বিবাহ প্রসঙ্গে দুর্যোধনের চিন্তা, বৃহদশ্বকর্তৃক পাণ্ডবগণের প্রতি প্রেরণ-প্রত্যাগমন এবং দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর গুপ্তচরগণের আনীত সংবাদের দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিলেন যে, তদানীন্তন দ্রৌপদীর বিবাহ পঞ্চপাণ্ডবের সহিতই হইয়াছে ॥১

যে মহাত্মা সেই ধনু লইয়া লক্ষ্যভেদ করিয়াছিলেন, তিনিই মহাবীর্যশালী মহাধনুর্ধারী অর্জুন ॥২

যিনি সমরক্ষেত্রে উঠাইয়া আছাড় দিয়াছিলেন, যিনি বৃষ্ণির দ্বারা যুদ্ধে সহসা ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং যে মহাবীর যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ক্রমে সংক্ষোভ দেখা যায় নাই, সেই শত্রুসেনাসংহারী ভীমকর্মা পুরুষই ছিলেন ভীম ॥৩-৪

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রশান্তস্বভাবসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দনের দ্বারা ধনুর্বাণের দ্বারা রাজগণের মধ্যে বিদ্ধের লক্ষ্য হইল ॥৫

লক্ষ্যের সহিত কৃষ্ণা সম্মুখে গত হইয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া পূর্বে বলিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে সকলে পূর্বাহ্ণীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥৬

তাঁহারা ভীম, কৃষ্ণা প্রভৃতি কৌরবগণকে পুরোলক্ষিত করিয়া তাঁহাদের জন্য বিবাহ দিতে লাগিলেন ॥৭

(বাহিনীম্ মুক্তসন্নাহান্ যাতুং প্রিয়হিতে রতান্)।
যদা তানীকমাদায় পার্থানুৎসাহয়িষ্যতি।
ততঃ যন্তারমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ স্ম ভারত।
অন্যোন্যে ততঃ সর্বে কর্ণশৌবলমূচিরে।

শকুনিরুবাচ।

অস্মিন্নক্তে তদা বীরঃ পীড়নীয়তমাপরঃ।
উলূকাদীয়াঃ কৌরব্যাঃ সর্বে অক্রুত যে মতম্।
এবং পরাজিতাঃ সর্বে যদি যুদ্ধং গমিষ্যথ।
অক্রুত্বা সংবিদং কাঞ্চিৎ যদ্ যদস্মাভিরুদ্যতম্।
অন্যে যেনস্ত কালস্য পাণ্ডবাস্তাবদায় বঃ।
ন যেষেরং তদিত্যেতৎ লোকে হাস্যা ভবিষ্যথ।
অন্যেন সন্ধিতা যন্তং কালযন্তে চ দুর্বিদম্।
লোহদ্রবীর্য্যবলো রাজা ভূপালো বৈ মহান্ যদঃ।
যাবদেতান্ ন জানন্তি জীবতো মুক্তিপূরুষাঃ।
তৈরেব পুরুষব্যাঘ্রাঃ শিক্ষিতাঃ প্রহরাপবাদ্।

একীভাবং গতা রাজা ভূপালেন মহাত্মনা।
দুরাবরজতা রাজন্ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যাবন্নমন্তঃ সর্বে প্রাপ্নুবন্তি ধরাধিপাঃ।
তাবদেব ব্যবস্যাম পাণ্ডবানাং বধং প্রতি।
মুক্তে অক্রুত্বাদ্ ভীমাদ্ ঘাতীবিষমুখাদিব।
পূর্ববৈরাদ্ মুক্তমন্যুঃ কথং নো ন সমাদিশেৎ।
সেনাগ্রিহোত্রযাজাশ্বমেধান্ পূর্ববাদিনাম্।
অন্তরং চুক্রুষ যাতুঃ যেনদ্যোর্দ্ধরতোরিব।
ধনুষ্কৃৎ প্রমুখীতানি বলানি বলিনাং বরম্।
যাবন্ন মুক্তসেনাঃ পর্তন্তি পতগা ইব।
তাবৎ সর্বাভিলাষেণ পুরুষত্বম্ বিনাশ্যতাম্।
এতত্র পক্ষং হন্তং প্রাপ্তকালং মতির্মমঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শকুনের্বচনং শ্রুত্বা তাবকাশ্চ দুর্মুখঃ।
সৌবলস্তিদিলং রাজন্ ভগবান্ পরমং তদঃ।

(বাহিনী, সজ্জিত ও যুদ্ধোদ্যত পাণ্ডবগণকে এই কথাই বিনয় করিতে হয়। হে ভরত। অনন্তর ধনঞ্জয়ের পর কর্ণ ও শকুনির যাহা যাহাতে বুদ্ধি যুক্তি হইয়াছে, সেই বৃত্তান্তসমস্ত সমস্ত বলিতে লাগিলেন॥

শকুনি বলিল,—প্রহারোদ্যত কোন শত্রুকে দুর্বল করিবে এবং কোন শত্রুকে পীড়ন করিবে; কিন্তু যুদ্ধোদ্যুক্তশত্রুকে সকল করিয়াই উপায়ন করিতে হইবে—ইহাই করিতের রাজনীতি। যদি তোমরা পরাজিত হইয়া কোনরূপ বিনিময় প্রদান না করিয়াই চলিয়া যাও, তবে পরে নিঃসন্দেহে অনুতপ্ত হইবে। পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার এই উপযুক্ত কাল ও বেলা; যদি এখন ইহা না কর, তবে পরে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। যে রাজাতে আমরা করিয়া ইহারা বাস করিতে চায়, আমার মতে সেই রূপ যাত্রা অত্যন্ত দুর্মদ॥ বৃষ্ণিপুরুষগণ এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রহারপরায়ণ ভীমসেন যে পর্যন্ত ইহাদিগকে ভীষণ বলিয়া জানিতে না পারে, তাহার পূর্বেই ইহাদের বিনাশ করা উচিত॥ হে রাজন্! মহাত্মা জনার্দনের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইলে ইহারা অজেয় দুর্মদ হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই॥ যতক্ষণ অন্যান্য রাজগণ যুদ্ধে শিবিরভাবে বাস করিতেছে, ততক্ষণ আমরা পাণ্ডবগণের বধের জন্য নিশ্চয় করিব॥ আশীবিষ মুখসদৃশ ভয়ঙ্কর ভীমসেন যুদ্ধে মুক্ত হইয়াছে বলা, কিন্তু এখনও যদি মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পায়, তাহা হইলে ইহাদের বিনাশ হইতে মহাত্মা আমাদের জন্য প্রবেশ করিবে॥ যেমন মুক্তমুখ দুই বিশাল সেনাদলের মধ্যে উড়িয়া যাওয়া দুষ্কর, সেইরূপ পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষীয় পুরুষশ্রেষ্ঠদের মধ্যে যুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যে পর্যন্ত ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠদিগের ধনুর্ধারিণী সেনাবাহিনী পতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে

সৌতিরুবাচ।

প্রকৃত্যা সপ্ত বৈ জ্ঞাত্যা আত্মনশ্চ পরস্য চ।
তথা মেধ্যক্ষ তালক্ষ ষড়্বিধাংশ্চ নয়ন্ গুণান্॥
যাত্রা বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ঃ চৈব বৃদ্ধিঃ ত্রিস্রাপি বিদ্রবন্।
সন্ধীয়মাণস্ত্রিভূতৈঃ পরং যত্নমপীক্ষিতুম্॥
অন্যোন্যস্য পাণ্ডবান্ বৈ ভিন্দন্ কোপেন ধর্ষিতান্।
ভগবান্ বিজয়স্যাংশ্চ ষড়ভিঃ প্রকৃতিভিঃ প্রিয়ান্॥
ধনুষ্য বিং চ দুষ্কানাং ক্ষেত্রাণি ফলানি চ।
ক্ষোভয়ং মধুরয়া বাচা ধর্ম্মরাজ্ঞো দৃশাম্॥
ন তু কেবলদৈবেন প্রজ্ঞা তাপেন তেজিতে।
বল্ বলবান্ হন্ত কার্য্যং কর্ষতি চ চকার তৎ॥
ন জুহুরুং ন চাসন্ধুং ধানুষ্কং ন চ বিশ্রিয়ম্।
অধিকং চারুতাবক্ত মন্যে পার্থস্য ভারতী॥

ঋনেরংশপদস্থান্ সম্যগ্ রাজকরৈস্ত্রিভিঃ।
ন ক্রমং পশ্যামি যে পক্ষাঃ সমুচ্ছেতুং যথা বলাৎ॥
প্রভাবশক্তিবিপুলা মন্ত্রশক্তিশ্চ পুষ্কলা।
উৎসাহশক্তিশ্চ পার্থেষ্বভিরূপা সভা॥
সৌনন্দিরুবাচাথ ভাতরো বৈ যুধিষ্ঠির।
সাম্ন সান্ত্বেন ভেদেন সংগ্রহেণেতি যুধিষ্ঠিরঃ।
আত্মনং যততে জেতুং ন যোৎস্যতি সে ধ্রুবম্॥
পক্ষিণীর্ঘৈঃ পক্ষান্ বিত্তানি চ বলানি চ।
ফলক দৃষ্টং কৃত্বা বস্তাধীন্ পাণ্ডবস্য চ॥
অশক্যান্ পাণ্ডবান্ মত্বা ভেদেনোপ সমাসতে।
যোগার্থে সমা যুক্তো কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ॥
ক্ষোভঞ্চ যদি মন্যন্তে ভয়তঃ বা যো ভয়ম্।
সংবিদং পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা যান্তি যোগয়ম্॥

বাহিনীর উপর কাঁপাইয়া না পড়ে, তাহার পূর্ব্বেই এই কলহের মূলকে বিনাশ কর। যে রাজগণ। আমি শত্রুকে বিনাশ করিয়া ইহাই উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করি॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের এই কথা শুনিয়া তখন সৌবলপুত্র ঘূর্ত্তিমতী উত্তম নীতিকথা বলিলেন॥ সৌবলি বলিলেন,—জিগীষু পরাক্রমশালী প্রভুশক্তিকে (প্রভু, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং সৈন্য) আত্মভাবে আনিয়া তবে রাজা ছয় প্রকার গুণের (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, ও সমাশ্রয়) প্রয়োগ করিবেন। যান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ত্রিবিধ ও বিজয় এইগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সন্ধান করিয়া সময়ে তাহাকে আক্রমণ করিবে॥

এই বিষয় বিচার করিয়াই পাণ্ডবগণ ভিন্ন ও ক্রোধবশে বলীয়ান্, বাহুবলযুক্ত ও পরাক্রমশালী এবং নিজ আত্মীয়ের দ্বারা প্রভাবশক্তির অন্যান্য প্রিয়॥

অর্জ্জুন নিজগুণে জনসমাজে প্রিয় ও ক্ষেত্রসমূহ এবং ধনুর্দ্ধারীদের দ্বারা সকলের অবশেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করেন॥

কেবল দৈবসহায়ে যে প্রভাবশালী অর্জ্জুনকে আক্রমণ করা যায় না; কিন্তু যাহা তাঁহাদের বাহুবলকে, অর্জ্জুন কর্ষণ করিয়াও উহাই পালন করেন॥

ভারতীয় অর্জ্জুনের বচনও অযৌক্তিক, আসক্তিপূর্ণ, বিদ্যা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুমোদিত নয়॥

রাজার অভিপ্রায়ের এই সকল গুণে অনুকূল পাণ্ডবগণকে তুমি কোন্ দোষ দ্বারা উদ্বেজিত করিতে পারিবে, এমন সুযোগকে তো আমি দেখিতেছি না॥

পাণ্ডবগণের মধ্যে বিপুল প্রভাবশক্তি, উত্তম মন্ত্রশক্তি ও প্রবল উৎসাহশক্তি সর্ব্বদা বিরাজমান॥

যুধিষ্ঠির যেই কালকে ভাল করিয়া জানেন, যে কালে স্বাভাবিক বল, মিত্র ও সৈন্যবলের প্রয়োগ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির শত্রুকে দান, ভেদ

মোদুম্বাটাসংবর্তকৈরুপশোভনৈরপি।
তথা পুষ্করমেঘৈরভিতশ্চিত্রং কারয়েৎ॥
দুগ্ধফেননিভৈঃ তথা মুক্তাহারৈর্বিরাজিতৈঃ।
দুকূল যুগসংবীতৈশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভৈঃ॥
ঈষদাকুঞ্চিতস্কন্ধং দুরবস্থানকারকম্।
দুষ্প্রকম্পনির্ঘোষং শত্রুসৈন্যভয়ঙ্করম্॥
ঐরাবতো মহানাগো যমুনাকৃষ্টিরুচ্যতে।
প্রাকারবর্ত্মবিধিবৈঃ দুর্গরক্ষণ পূজিতঃ॥
ভদ্রসেনাসমর্থশ্চ পাণ্ডবেন বিনাকৃতে।
পালেনাবেক্ষমাণেন সর্বতঃ সংবৃতং পুরম্॥

অনুরক্তাঃ প্রকৃতয়ো ভক্তপক্ষ বলাবলঃ।
দানমানাচিতাঃ সর্বে যথাস্থানান্তরাশ্চ যে॥
প্রতি কৃত্যানিযান্ আত্মা যাবদ্ভির্যদ্বিধৈশ্চ যৈঃ।
উপযান্তি যথার্হং তে সমুদ্যোক্তিতানুযাঃ॥
তস্মাৎ সন্ধিং বরং কৃত্বা ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
বরাপ্তৈরেব পক্ষাদ্যৈ বলাবরজনং বধ॥
এতদ্ধি বহুভিঃ সর্বৈঃ ক্ষিপ্রতরং যদি রোচতে।
এতদ্ধি সুকৃতং মন্যে কেবং বাপি যথাক্ষিতম্॥)
বৃতে যাদবসৈন্যে চৈব রাজানঃ সর্ব এব তে।
যথাস্বং বিপ্রকৃষ্যন্তি পাণ্ডবান্ বৃতান্॥৮

ও ধনের দ্বারা রথ সজ্জিত হোক। ঘোড়ার দ্বারা বহন—ইহাই আমার বাসনা॥

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির প্রচুর ধনের দ্বারা শঙ্খ, মণি ও মৌক্তিকাদি কিনিয়া লইয়া নিজের ভাণ্ডারগৃহ পূর্ণ করত পরে শত্রুপক্ষের বধ করেন। যে পাণ্ডবদের সাহায্যের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম সর্বদা উদ্যুক্ত, তাঁহাদিগকে বলের দ্বারা জয় করা ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও অসাধ্য বলিয়া আমি মনে করি॥

যদি আপনারা আমার কথা হিতকর বলিয়া মনে করেন এবং আমার হৃদয়েরই আপনাদের মত বলিয়া অনুমোদন করেন, তবে আমার এখন কর্তব্য হইতেছে পাণ্ডবপক্ষের মন্ত্রিগণ সুহৃদের ন্যায় দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যেমন আসিয়াছি, তেমনই চলিয়া যাই॥

রাজা দ্রুপদের এই শ্রেষ্ঠ নগরটি মোদুম্বা (নগর দ্বার), উচ্চ অট্টালিকা এবং শত শত উপযন্ত্রের (যুদ্ধোপযোগী) দ্বারা সুরক্ষিত এবং ইহার চারিদিকে জলপরিপূর্ণ পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত। তূণ, ধনু, উষল ও নানা আয়ুধসমূহ, যন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও ঔষধসমূহে পরিপূর্ণ এবং বহু কলাই, তিল, ঘৃত ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্য এখানে প্রচুর আছে॥

ওখানকার উচ্চ চক্রসমূহ, দ্বার অট্টালিকা, প্রাকার এবং শতঘ্নী (যোদ্ধাদলের জন্য অস্ত্র বিশেষ)-সমূহের দ্বারা এই নগর সুরক্ষিত॥

এই নগরকে রক্ষা করিবার জন্য ঐরাবত, যমুনা ও সৈন্যবাহিনী দ্বারা—তিন প্রকার পরিবেষ্টনী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাকারনির্মাণকারী বীরগণ এখানে দুর্গের সেবার পূজা করিয়া থাকেন॥

সেতুর্গ নরমর্দনসমূহের দ্বারা এই নগর পরিশোভিত; নাগ ও পুষ্টিক বালবৃক্ষসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ নগরটি পরিবেষ্টিত।

মহারাজ দ্রুপদের প্রভাবে তাঁহার অনুরক্ত এবং নিজ রাজ্য ও আত্মাতুল্য সমস্ত রাজপুরুষগণকে দান ও মানের দ্বারা অর্চনা করত বশীভূত করিয়াছেন॥

আপনি বহুবীক্ষণ আনিতে পারিবেন যে, তাঁহার পরাক্রমশালী রাজগণ চারিদিক হইতে দ্রুপদের পুরীতে মিলিয়া মিশিয়াছে, তখনই তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবেন॥

অথ দুর্যোধনো রাজা বিমনা মানুষিং গতঃ।
অধ্যবস্যদ্ বধায়ৈষাং কর্ণেন চ কৃতেন চ ॥৯
বিনিষ্ক্রান্তো দ্বিজং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদ্যা বেষবাসসম্।
তং তু ব্রাহ্মণবেষেণ ঔষ্ট্রেণ মনসাহরৎ ॥১০
গজসৌ ব্রাহ্মণো নৈতান্ বিদ্যস্ত দ্রৌপদীং ন সা।
ন বিদুঃ তস্করো যাতেন যেন কস্মিন্ দদর্শ হ ॥১১
বৈবেক পরমং তত্ত্বে সৌক্ষ্ম্যং চাপ্যবর্ষজম্।
বিমর্শং সৌক্ষ্ম্যং তস্য ত্রিদণ্ডে যত্র পাণ্ডবাঃ ॥১২
এবং সন্ত্রাবয়ন্তস্তে নিশ্চয়ন্তঃ পুরোহসম্।
বিবিশুর্হস্তিনপুরং ধীমা বিদুরতেজসঃ ॥১৩

উক্তা বিদুরবক্ত্রেণ দৃষ্ট্বা পার্থান্ মহৌজসঃ।
মুক্তান্ হব্যবহস্তেভ্যঃ সংযুক্তান্ ক্রুপদেন চ ॥১৪
দৃষ্ট্বাশ্চ যু সংহিত্বা রাষ্ট্রেণ চ বিবর্ধিতম্।
ক্রুপদস্যাত্মজাশ্চাপ্যান্ সবন্ধূন্বিপাকরান্ ॥১৫
বিদুরস্য তাং শ্রুত্বা দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবৈর্যুতম্।
ঔদ্রিকান্ ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ বরদর্পাপুপাকরান্ ॥১৬
উক্তা প্রীতমনা ভূত্বা বৃত্তরাষ্ট্রঃ বিসস্মরে।
ঔষ্ণ্যং বিত্তা মুহূর্তং বৈ ইতি বিস্মিত্য ॥১৭
বৈচিত্রবীর্য্যস্য যতো বিদ্যস্য বিদুষশ্চ তৎ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি ভারত ॥১৮

সুতরাং যদি আপনারা আমার পরামর্শে আস্থা স্থাপন করেন, তবে আমরা দ্রুপদরাজতনয়ার দুর্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের সন্ধি করাইয়া নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাই ॥

(এই আমার মত আমি বলিলাম, যদি আপনাদের রুচি হয়, গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই এখন রাজগণের পক্ষে উচিত কর্ত্তব্য এবং ইহাই কল্যাণপ্রদ।)

অনন্তর সকল লোক হইতে রাজগণ ও ও তত্রত্যের দ্বারা পাণ্ডবগণকে দ্রৌপদী বরণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন ॥৮

অনন্তর দ্বারা দুর্যোধন রাজগণের সহিত অত্যন্ত বিমনা হইলেন। দেববাহন অর্জ্জুনকে দ্রৌপদী বরণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি অধ্যবসায়, বাহুবল পরাক্রম, কর্ণ ও কৃতের সহিত হস্তিনাপুরের দিকে বিষণ্ণ মনে যখন ফিরিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণবেশধারী ঔষ্ট্র ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥৯-১০

হে রাজন্! যদি অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের বেশে না আসিত, তাহা হইলে সে দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিত না। হে রাজন্! (আশ্চর্য্যের কথা) বাস্তবিকপক্ষে কেহই তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারে নাই ॥১১

তৈবেকেই যেহু বলিতে হইবে, পুরুষকার নিষ্ফল। হে রাজ! পুরুষকারকে ধিক্; কেননা, পাণ্ডবগণ এখনও জীবিত আছে ॥১২

এইরূপে তাঁহারা কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে এবং পুরোহিতের নিন্দা করিতে করিতে বৈকর্ত্তনপুরী হইয়াই যেন ধীমানে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ॥১৩

মহাতেজস্বী পাণ্ডবগণ জতুগৃহের অগ্নি হইতে মুক্ত এবং রাজা দ্রুপদের কন্যার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে ইহা সকলে দেখিয়া আসিয়া এবং শুনিয়াও, বিদুরের এবং অন্যান্য দ্রুপদপুত্রগণের মুক্তিলাভের কথা চিন্তা করিয়া বৃত্তরাষ্ট্রসমক্ষে সকলেই বিমনা ও হতমনস্ক হইলেন ॥১৪-১৫

অনন্তর বিদুর যখন জানিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবগণই দ্রৌপদীকে বরণ করিয়াছে এবং ইহা আসিয়া তথা হইতে পলায়িত, অবমর্দ্দ ও অক্ষিত হইয়া বৃত্তরাষ্ট্রসমক্ষে বিরিয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বৃত্তরাষ্ট্রকে (পরীক্ষা করিবার জন্য) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"হে রাজন্! অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য! কৌরবকুলের উন্নতি হইতেছে" ॥১৬-১৭

অজেয়ে ন হৃতং পূর্বং জ্যেষ্ঠং দ্রুপদরক্ষয়া।
দুর্যোধনমবিজ্ঞানাৎ প্রজাচক্ষুরবেক্ষতঃ ॥১৯
অথ রাজ্ঞাপরাধাদ্ধি দ্রৌপদ্যা দুষ্কৃতং মহৎ।
আমীক্ষতং বৈ কৃষ্ণেতি পুত্রং দুর্যোধনং তদা ॥২০
অথাব্রবীৎ পিতা বিদ্বান্ পাণ্ডবান্ দৃঢ়ব্রতান্।
সর্বান্ কুশলিনো বীরান্ পৃচ্ছন্ত্যান্ দ্রুপদেন হ ॥২১
তেষাং সমর্দ্ধিসম্কাশান্ বহূন্ ভদ্রসমন্বিতান্।
সমাগতান্ পাণ্ডবেয়ান্ শ্রুত্বিয়েব পরাংস্তদা ॥২২

(এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
আজাতশত্রুমার্যং তু সন্তঃ সিদ্ধীতি চাব্রুবন্ ॥)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এষ বিদুর ভদ্রং তে যদি জীবতি পাণ্ডবঃ।
পাঞ্চাল্যা তথা কৃষ্ণা সমগচ্ছত দ্রুপদেন চ ॥
অবাপ্তরাজ্যো ভদ্রং তে প্রকৃষ্টো বাহুবে বলে।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ পার্থিবানাং মুহুস্তথা ॥
পুত্রাশ্চাস্য তথা পৌত্রাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
তেষাং সমর্দ্ধিসম্কাশে স্বয়ং যুদ্ধায়সম্মতঃ ॥)
ধ্রুবং পাণ্ডোঃ সুতাস্তাত ভবিষ্যন্ত্যধিকা ময়া।
যথা চাস্যাধিকা বুদ্ধির্ধ্রুবং তাত প্রতি তদ্ধ্রুবম্ ॥২৩
যৎ তে কুশলিনো বীরা দ্রৌপদ্যাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
তেষাং সমর্দ্ধিসম্কাশে বহবশ্চ সহায়বাঃ ॥২৪

হে ভারত! 'ধর্মাত্মা বিদুরের মুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিলেন—"অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!"১৮

প্রজাচক্ষু রাজা প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি মনে করিলেন দ্রুপদরাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকে স্বয়ংবরে বরণ করিয়াছে।১৯

তিনি অবশ্যই দ্রৌপদীকে বরণের জন্য রাজা দ্রুপদ এবং পুত্র দুর্যোধনকে ও দ্রৌপদীকে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন।২০

তখন বিদুর (ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞতার কথা মনে মনে হাসিয়া) ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"(মহারাজ! আপনি প্রকৃত ঘটনার জানেন না দেখিতেছি,) দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছে এবং রাজা দ্রুপদ বীর পাণ্ডবগণকে ধন-রত্নাদির দ্বারা পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সেখানে কুশলে আছে।২১

ঐ স্বয়ংবরে দ্রুপদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ বহু রাজা সৈন্যবাহিনীর সহিত পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছে।২২

(বিদুরের এই কথা শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ মনোভাব গোপন করিয়া তখন বলিলেন—"অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!")

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"হে বিদুর! তোমার মঙ্গল হউক। ইহা অতি সুসংবাদ, যদি পাণ্ডবগণ জীবিত থাকে। কৃষ্ণা বড়ই সাধ্বী রমণী, তাই দ্রুপদের সহিত তাহার মধুর সম্বন্ধ হইয়াছে।

রাজা দ্রুপদ ঐশ্বর্যের বহুল সম্পদের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি বল, বিদ্যা ও ক্ষমতায় বিপুল এবং মহান রাজা।

তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেই সমৃদ্ধিশালী এবং তাঁহার আত্মীয়গণও সকলেই যুদ্ধবিশারদ এবং সহায়ক রহে।)

পাণ্ডুর পুত্রগণকে আমি আমার পুত্রগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি কেন তাহাদিগকে বেশী ভালবাসি, তাহা ধ্রুব সত্য।২৩

যে পাণ্ডবগণ যে কুশলে জীবিত আছে, বিবাহে

কো হি ক্রুদ্ধস্য রাজ্ঞোঽদ্য বিদ্বঃ কর্তুঃ সমাহরেৎ।
ন হ্যেনং অবমন্যন্তে গতশ্রীরপি পার্থিবঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা তদবধ্যাঞ্চ তু বিদুরঃ প্রত্যভাষত।
নিত্যং ধর্মস্থিতো বুদ্ধিরেষা রাজন্ শরীরিণাম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজন্ বিদুরঃ স্বং নিবেশনম্ ॥২৬

অথো দুর্যোধনস্যাপি ধাত্রেয়ঃ কিলাব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রমুপাসীন্য বচোঽত্যর্থহিতং তদা ॥২৭

শ্রুত্বেমৌ বিদুরস্য ত্বং বোধং বক্তুং ন শক্নুযাঃ।
বিবিক্তবিধিতং বাক্যং কিং তবেহ চিকীর্ষিতম্ ॥২৮

সপাণ্ডুকুরু বৎ তাত ভরতে বৃত্তিমাচর।
অজিহ্মৌষি চ বৎ কর্তুঃ সর্বলোকে বিরাজ বৎ ॥২৯

অতস্ত্বিন্ নৃপ কর্তব্যো ভরতং প্রতি বৃত্তিবৎ।
যেন বৃদ্ধিমতো বি কর্তব্যতাং নিরাগসঃ ॥৩০

যে হ্যন্ন প্রাতরাশস্য চিকীর্ষাঃ কুরুনাহবে।
তথা নো ন প্রজেদ্বুত্তে সপুত্র-বল-বাহনম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে নবনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮

করিয়াছে এবং বহু মহাবলশালী রাজা যে তাহাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে—(ইহা কত বড় আশ্চর্যের কথা) ॥২৪

যে রাজন্ (বিদুর)। এমন কোন্ রাজা আছে যে, ক্রুদ্ধদের ন্যায় স্থির লাভ করিয়া ঐশ্বর্যশালী না হইতে চায়; যাহারা ঐশ্বর্যহীন, তাহারা যে অবশ্যই ইহা কামনা করিবে ॥২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শুনিয়া বিদুর বলিলেন,—"হে মহারাজ। আপনার এইরূপ বুদ্ধি সর্বদাকাল থাকুক—ইহাই আমরা করি। হে রাজন্। এই বলিয়া বিদুর স্বগৃহে চলিয়া গেলেন ॥২৬

হে রাজন্। অনন্তর দুর্যোধন ও রাধের (কর্ণ) উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন ॥২৭

বিদুরের মতের আপনার নিকট আদরের কোন দুই অভিপ্রায়ের কথা বলিতে পারি না; এজন্য এখানে আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, এখন আপনি কি করিতে চান ॥২৮

হে তাত! আপনি বিদুরের সম্মুখে পাণ্ডবদের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় আপনি আমাদের ঈশ্বরই আপনার নিজের ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন ॥২৯

হে বিশাল মহারাজ। পাণ্ডব বলের বিনাশের জন্য যাহা করা প্রয়োজন, আপনি তাহা না করিয়া তাহার বিপরীত কাজই করিতেছেন ॥৩০

আমরা এ সময়ে আমার কর্তব্য মনে এমন মন্ত্রণা করিতেছি, যাহাতে পাণ্ডবগণ পুত্র, বল ও বাহিনীসহ আমাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে ॥৩১

শ্রীমহাভারতের মহাভারতী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুরাগমনরাজ্যলাভপর্ব দুর্যোধনবাক্যনামক নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনসংবাদারম্ভ, পঞ্চম দূতপ্রেরণ ও উপায়বর্ণনপূর্বক।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অহমপ্যাদরেণৈতদিচ্ছামি যদি বা মৃষা।
বিদ্বেষ্টুং নাস্তি বিজ্ঞানে কারণং বিদুরং প্রতি ॥১

তস্মাদ্ভবান্ ব্রজত্বেব কৌরব্যায় বিশেষতঃ।
ব্রূহি চৈনং বিদুরো যদভিপ্রায়মিহেচ্ছতি ॥২

যচ্চ যৎ কথয়েদ্ রাজা তত্ত্ব তত্ত্বেতি তুষ্টবৎ।
বাক্যস্য বক্তরি যচ্চ প্রাপ্তকালং ক্ষমস্ব তৎ ॥৩

দুর্যোধন উবাচ।

অত্র তাবৎ কুলৈর্বিদ্বৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চাপ্তকারিভিঃ।
কুন্তীপুত্রান্ কেবলাংস্তে যাস্তীতি ত্বং পাণ্ডবৌ ন ॥৪

অথবা ক্রূরসেনো বাক্যৈরস্নিগ্ধৈরকোবিদৈঃ।
পুত্রাণাঞ্চ প্রলোভয়ন্ত্যাবেত্যাহৈব সর্বশঃ ॥৫

পরিত্যজেদ্ বধা রাজা কুন্তীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরম্।
অথ তত্রৈব বা তেষাং নিবাসং রোচয়ন্তু তে ॥৬

ইত্যেতাঃ সোপবন্ধাশ্চ বর্ণয়ন্ত পৃথক্ পৃথক্।
তে ভিন্নবাক্যাস্তত্রৈব যদ্যং কুর্যুশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥৭

অথবা কুশলাঃ কেচিদুপায়নিপুণা নরাঃ।
ইত্যেবমেতঃ পার্থাংস্তে কোপয়ন্তু পুরাদ্যতঃ ॥৮

মৃষাস্তন্তু বা কৃত্যং বহুবাং সুহৃদাং হি তৎ।
অথবা পাণ্ডবাস্তত্রৈব কেবলন্তু ভবেদ্ অয়ম্ ॥৯

দ্বিসপ্ততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের কথাবার্তা এবং পঞ্চমকে দূত করার উপায় বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—পুত্র! তোমরা যাহা বলিতেছ, আমিও তাহাই করিতে চাই; কিন্তু বিদুরের বিরুদ্ধে আমার অন্যায়ের আদি প্রকাশ করিতে চাই না, এজন্যই ঐরূপ বলিতেছিলাম।১

বিদুর যাহাতে বলিতে যাহা ও আমার অনুরোধে যা বুঝিতে পারে, আমি সেইজন্যই বিশেষভাবে পাণ্ডবদিগের গুণকীর্তন করিতেছিলাম।২

যে সূত্র সুযোধন এবং কর্ণ। "এই সময় কর্তব্য কি"—সে সময়ে তুমি ও রাজার যাহা জানিবেন, তাহা এখনকেই বীর বুদ্ধিমান বল।৩

দুর্যোধন বলিলেন,—আমি এখন কুলজ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কুন্তীপুত্রদিগের পরস্পরের মধ্যে ও কুন্তীপুত্রদিগের সহিত মাদ্রীপুত্রদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইব।৪

অথবা বহু বচনদ্বারা রাজা ক্রূরসেনকে ও তাহার অমাত্যবর্গকে সর্বপ্রকারে প্রলোভিত করা হইবে।৫

তাহাতে রাজা ক্রূরসেন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন। অথবা তাহার রাজা সেইখানেই পাণ্ডবগণের জন্য বাসস্থানের ইচ্ছা উৎপন্ন করুক।৬

আমার গুপ্তচরগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেক, "এখানে বাস করিলে অনেক বিঘ্ন আছে, তথায় থাকিলে তাহা নাই"। এইরূপে পাণ্ডবগণের তথায়ই বাস করিবার রুচি উৎপন্ন করা হইবে।৭

অথবা আমার গুপ্ত ও উপায় উদ্ভাবনে নিপুণ গুপ্তচরগণ অন্যরাজ্যের গিয়া কথা বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করুক।৮

অথবা কৃষ্ণ যাহাতে তাহার পতিত্বলাভে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বুদ্ধি দেওয়া হইবে (বহু পতি হওয়ায় কোন পতিতেই তাহার অনুরাগ না থাকা স্বাভাবিক); কারণ উহাই সুখর। অথবা পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীর উপর বিরাগ উৎপাদন করা হইবে।৯

ভীমসেনস্য বা মাতুর্‌ নাগকুলসমৈর্নরৈঃ।
দুহ্যমানা বিরোহন্তাঃ ফলৈঃ স হি তেষাং বলাধিকঃ ॥১০

তমন্বিষ্য হি কৌন্তেয়ং পুরা চাস্মান্ ন মুঞ্চতে।
ন হি ভীমস্য সুহৃদ্ভ তেষাং চৈব পরায়ণম্ ॥১১

তস্মিন্নেবমভিপ্রায়ে যাদবে ভরতর্ষভ।
বর্ততে ন বিনাশায় ন হি তেষাং মনোঽন্যথা ॥১২

অজরো হ্যর্বুদঃ সখ্যে পৃষ্ঠগোপে কৃতোদ্যমে।
তস্মিন্তে কাদৃশো মূঢ়ে যাদবেষু ন সাধ্বসম্ ॥১৩

যে যাবান্তঃ কৌরব্যাঃ ভীমসেনমৃতে যুধি।
অস্মাদ্ বলতরো জাতো ন ধর্ষিষ্যন্তি দুর্বলাঃ ॥১৪

ইহাগচ্ছেয় বা যেষু বিশ্বাসস্তবেতি।
প্রবর্তিষ্যামহে যাবদ্ যথাশাস্ত্রং বিগর্হিতম্ ॥১৫

অথবা দর্শনীয়ানি প্রমদাভিরিতোঽব্যয়াৎ।
একৈকস্মিন্ কৌন্তেয়াস্তত্র কৃত্বা বিবাসয়াৎ ॥১৬

প্রেষ্যতাং চৈব রাধেয়স্তেষামাগমনায় বৈ।
তৈস্তৈঃ প্রকারৈঃ সংবীর্য সান্ত্বয়ন্তাবাগতাস্ত্রিতি ॥১৭

এতেষামপ্যপায়ানাং যস্তে নির্হরিষ্যতি জ্বরম্।
তস্য প্রয়োগমাস্থায় পুনঃ কালো বিবর্ততে ॥১৮

যাবত্যাকৃতবিদ্বেষে কুলস্যে পাণ্ডিবর্ধনে।
তাবদেব হি তে পক্ষা ন পক্ষো বৃত্র সংশয়ম্ ॥১৯

যে রাজন্! অথবা উপায়কুশল প্রভুর শুশ্রূষের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে ভীমসেনের দৃষ্টা ঘটান হইবে; কারণ, সে-ই উহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক বলশালী ॥১০

দুষ্টস্বভাব দুর্যোধন যাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদিগকে ত্রাসিত করে না। তাহাই উহাদের অপেক্ষায়, ধীর এবং উহাদের পরম অবলম্বন ॥১১

ভীমকে পাইলে উহারা কেহ ও উৎসাহযুক্ত হইয়া রাজ্যের জন্য আর চেষ্টা করিবে না। তাহাই উহাদের একমাত্র আশ্রয় ॥১২

যুদ্ধের সময় তাঁর পৃষ্ঠরক্ষক থাকায় অর্বুদ সুখ আছেন। সে না থাকিলে অর্বুদ রাধেয়ের (কর্ণের) চতুর্থাংশও নহে ॥১৩

ভীমসেন মরিয়া গেলে উহারা নিজেদের অতিশয় দুর্বলতা বুঝিতে পারিবে এবং আমাদিগকে বলবান্ বুঝিতে পারিয়া দুর্বল পাণ্ডবদল রাজ্য লাভের কোন চেষ্টাই করিবে না ॥১৪

যে রাজন্! অথবা উহারা যদি এখানে আসিয়া আমাদের আজ্ঞাধীন হইয়া বাস করে, তাহা হইলে আমি উহাদের বিশ্বাসের জন্য শাস্ত্রানুসারে উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারি ॥১৫

অথবা দেখিতে অতি সুন্দর রমণীগণের দ্বারা এক এক পাণ্ডবকে প্রলোভিত করিয়া কৃষ্ণার উপর বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে এবং কৃষ্ণার মনটিও তাহাদের উপর হইতে বিশ্বাস অপসারিত হইত ॥১৬

কিম্বা তাঁহাকে পাঠাইয়া উহাদিগকে এখানে আনিয়া বিশ্বস্ত লোকদলের দ্বারা উহাদের বধ করা হইত ॥১৭

এই সকল উপায়ের মধ্যে আপনার নিকট যে উপায়টী যোগযুক্ত মনে হয়, আপনি উহারই প্রয়োগ করুন, কারণ সময় চলিয়া যাইতেছে ॥১৮

যে পর্যন্ত রাজা জনমের উপর তাহাদের অবাধ বিশ্বাস উৎপন্ন না হয়, সেই পর্যন্তই আমরা তাহাদের ক্ষয় ঘটাইতে সক্ষম হইব; তাহার পরে আর সক্ষম হইবে না ॥১৯

এবং বদ ধর্মিষ্ঠাত্ত বিপ্রবাস প্রবর্ত্তনে।
সাক্ষী বা বদি বাসাক্ষী কিংবা রাজের সকলে ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমন-রাজ্যলম্ভপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে দ্বিসপ্ততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০০

যে ভাই। ইহাদের বিশ্বাসের জন্য আমার বুদ্ধি এইরূপই বিবেচনা করিতেছে; ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা আপনি বিচার করুন। যে রাজেন্দ্র! আপনি এ বিষয়ে কি মত ?২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সমগ্রসংহিতা সহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে দ্বিসপ্ততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং পাণ্ডবাদ্ বিপ্রকারোদ্যমঃ কর্ণস্য পরামর্শঃ।]

কর্ণ উবাচ।

দুর্যোধন তব প্রজ্ঞা ন সম্যগিতি মে মতিঃ।
ন হ্যুপায়ৈর্যে শক্যাঃ পাণ্ডবাঃ কুরুসত্তম ॥১

পূর্ব্বমেব হি তে মূঢ়ৈরুপায়ৈরীদৃশৈর্বৃথা।
বিপ্রকারোদ্যমঃ কৃতো যৌ ন তৈর শক্তিতস্ত্বয়া ॥২

ইহৈব বর্ত্তমানস্য সর্ব্বাপ্তং তব পার্থিব।
অজাতপক্ষাঃ শিশবঃ শক্তিতা নৈব বাধিতুম্ ॥৩

জাতপক্ষা দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিদুষঃ সর্বতোদ্ভুতা যে।
নোপায়সাধ্যাঃ কৌন্তেয়া মনসা মতিপূর্বকম্ ॥৪

ন চ তে যাদৃশৈরুক্তাঃ পক্ষা ভিন্নৈস্তথেতরৈঃ চ।
পক্ষিরাজেন্দ্রপক্ষৈর্ব্বৈ পিতৃপৈতামহাঃ পদম্ ॥৫

পরস্পরেণ তেষাঞ্চ ন বাধাস্তু তেষু কস্যচিৎ।
একতাং যে গতাঃ পার্থাঃ ন বিভেষি পরস্পরম্ ॥৬

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকে পরাক্রমের দ্বারা বিনষ্ট করাই কর্ণের পরামর্শ।]

কর্ণ বলিলেন,—হে দুর্যোধন! এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ আমার নিকট ঠিক বলে হইতেছে না। কোন উপায়ের দ্বারা পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করা সম্ভব নয়।১

হে রাজন্! তুমি পূর্বেই বল, বুদ্ধ ও শুদ্ধ উপায়ের দ্বারা অর্জ্জুনকে বাধিতে চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু পার নাই।২

হে রাজন্! তাহারা এই বারণাবতনগরে এখানেই তোমার কাছে অবস্থান করিতেছিল এবং তখন বালকও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বাধিতে তাহারা পার নাই।৩

পূর্ণবয়স্ক হইলে অবিচ্ছিন্ন দুর্যোধন! এখন তুমি সূক্ষ্মভাবে জাতপক্ষ অর্থাৎ সহায়যুক্ত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রকারে উন্নত হইয়াছে; সুতরাং কোন উপায়ের দ্বারাই তুমি এখন তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না বলিয়া আমি মনে করি।৪

তুমি এখন আর উহাদিগকে সহজে দেখিতে পাইবে না। তাহা উহাদিগকে পক্ষিরাজশ্রেষ্ঠ করিয়াছে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষপরম্পরাগত রাজ্য লাভ করিতে অভিলাষ জন্মিয়াছে।৫

তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কেহ ঘটাইতে পারিবে না, কারণ, এক হইতে আসক্ত ব্যক্তিগণের পরস্পর ভেদ হইতে দেখা যায় না।৬

ন চাপি কৃষ্ণা পুত্রেষু তেষ্বো কেশিনিষূদ: পার্থে।
পরিত্যাগাদ্ ভয়বতী কিমুতাস্ত সুতাবত: ॥৭

ঈদৃশস্তু গুণ: স্ত্রীণামেতস্যা মধুসূদন।
তস্ত প্রাণসমা কৃষ্ণা ন সা কেশিনিষূদন ॥৮

অর্থপ্রধানশ্চ পাঞ্চাল্যো ন স রাজা ধনপ্রিয়:।
ন সম্ভাস্যতি কৌন্তেয়াদ্ রাজ্যলাভেনাপি ধ্রুবম্ ॥৯

যথাস্ত পুত্রা গুণবন্নুরুক্ষন্ত পাণ্ডবান্।
তথায়মপি পাঞ্চাল্যাংস্তদ্বৎ মন্তে জনার্দন ॥১০

ইদং তত্ত্ব মম কর্তুমস্মাকং পুরুষর্ষভ।
যাজ্ঞ কৃষ্ণসমাপে পাণ্ডবেয়া বিশাম্পতে ॥১১

তাবৎ প্রহরতাস্মাকং যাবৎ কৃষ্ণা ন বেদতি।
অন্তঃপুরগতা যাবৎ যাবৎ পাঞ্চালকো লঘু ॥
তাবৎ প্রহরত: শেষা: ক্রিয়তাং ন বিচারণা ॥১২
যানানি প্রযুজ্যন্তাং বিস্রাব্যন্তাং চ কুণ্ডানি চ।
যাবন্ন বেদ পাঞ্চাল্যে তাবদ্ বিদ্ধ্যত পার্থিব ॥১৩

যাজ্ঞ যাজ্ঞ পাঞ্চাল্যো নেতরে কৃষ্ণয়ে মম:।
সহ পুত্রৈর্বধার্থীয়োস্মাবদ্ বিদ্ধ্যত পার্থিব ॥১৪

যাজ্ঞসেনিং যাজ্ঞেন: কর্তুং সাম্পরায়িকীম্।
রাজ্যার্থে পাণ্ডবেয়ানাং পাঞ্চাল্যস্তব প্রতি ॥১৫

যদ্যপি বিবিধান্ ভোগান্ রাজ্যেন চ কেবলম্।
রাজ্যার্থস্তু কৃতস্তস্য পাণ্ডবার্থে জনার্দন ॥১৬

অস্ত্রের দ্বারা কৃষ্ণার বৃদ্ধিকেও বিনষ্ট করিতে পারিবে না; কারণ, পাণ্ডবগণ যখন নির্জনবাসী ও দরিদ্র ছিল, তখনই কৃষ্ণা স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে; এখন তাহারা সম্পত্তিশালী সুহৃদ্ ও বেদজ্ঞদের সহিত, সুতরাং বর্তমানে তাহাদিগকে সে পরিত্যাগ করিবে কেন ?৭

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে বহু পুরুষের সঙ্গ করা; কৃষ্ণা তাহা পাইয়াছে; সুতরাং তাহার বুদ্ধিকে কেহ ঘটাইতে পারিবে না।৮

পাঞ্চালরাজ অর্থলোলুপ পরাধীনবুদ্ধি এবং ধনলোভী বলে, সুতরাং তাহাকে রাজ্য দিলেও সে কিছুতেই পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিবে না।৯

এইরূপ ক্রুপদের পুত্র যেমন স্বজনবান্, তেমনই পাঞ্চালরাজও পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত; সুতরাং তাহাদিগকে উপায়ের দ্বারা কোনক্রমেই বশ করা যাইবে না।১০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! এখন আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা শ্রবণ কর। পাণ্ডবগণ মূলমূল হইয়া বসিবার পূর্বেই তাহাদিগকে আমাদের আক্রমণ করা উচিত। হে রাজ; আমার এই পরামর্শ তোমার ভাল লাগিবে। আক্রমণের পক্ষে যতক্ষণ প্রবল এবং আক্রান্তের পক্ষে যতক্ষণ দুর্বল থাকে; সেই সময়ের মধ্যেই উহাদের উপর আঘাত করা উচিত; আমার এই কথা তুমি বিচার করিও না।১১-১২

হে রাজন্ যাজ্ঞসেনিগণ: সমৃদ্ধ যান, শিবির ও অস্ত্রিয়মূল আমাদের সমাচ্ছন্ন হইবার পূর্বেই তাহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ কর।১৩

কৃষ্ণের। পাঞ্চালরাজ মহাবীর্যশালী পুত্রগণের সহিত তোমাকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিবার পূর্বেই তুমি তাহাকে আক্রমণ কর।১৪

যে পর্যন্ত বৃষ্ণিবংশজাত কৃষ্ণ তাঁহার যাদব-বাহিনীর সহিত পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তির সহায়তা করিবার জন্য পাঞ্চালনগরে আসিয়া উপস্থিত না হয়।১৫

হয়, বিবিধভোগ এবং নিজ রাজ্য—ইহার কোনটাই পাণ্ডবদের জন্য কৃষ্ণের পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন নয়। (সুতরাং তাহা পূর্বেই পাণ্ডবগণের বিনাশ কর)।১৬

বিক্রমেণ মহী প্রাপ্তা ভরতেন মহাত্মনা।
বিক্রমেণ চ লোকাংস্ত্রীন্ বিষ্ণুনা ত্রিদশাধিপঃ ॥১৭

বিক্রমঃ প্রথমস্তেষু ক্ষত্রিয়েষু বিশাম্পতে।
যস্তা বি ধর্ম্ম শুশ্রূষাং বিক্রমঃ পার্থিবর্ষভ ॥১৮

যে স্মরন্তি নরা রাজন্ নরং চতুরবিণম্।
প্রথমং ক্রমতঃ শৈব্যমনরণ্যায়তে পাণ্ডবম্ ॥১৯

ন বি শাম্যা ন লবেন ন ক্ষেমেণ চ পাণ্ডবাঃ।
শক্যাঃ সাধয়িতুং তস্মাদ্ বিক্রমৈণৈব তান্ জহি ॥২০

তান্ বিক্রমেণ নিহত্যাজমিনাং মুক্ত্বা মেদিনীম্।
অশ্বমেধান্ প্রযুঙ্ক্ষ্বাপ্তি কাংক্ষিতাংস্ত্বমবাপ্স্যসি ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু বাসবেয়স্য দুরাপাতুঃ প্রভাষিতম্।
অভিপূজ্য ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২

উপপন্নং মহাপ্রাজ্ঞ কুরুষ্বে সূতনন্দন।
যদ্ধি বিক্রমসংযুক্তং বচনং পুরুষর্ষভ ॥২৩

মৃদু এব তু ভীষ্মস্য স্রোতো বিদ্বন্ এষ তে।
মৃদুনা মৃদুকং হন্তি নাস্য দুঃখং ন নঃ সুখোদয়া ॥২৪

তত আত্মানমাত্মস্থং সর্বাস্ত্রকৃতনিশ্চয়াঃ।
দুরাপাতুং মহাত্মানং মনুজগ্মুর্যৈ তদা ॥২৫

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি দুরাপাতুঃপ্রস্থানে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

মহাত্মা ভরত বিক্রমের দ্বারাই পৃথিবীকে এবং পাণ্ডবদের ইন্দ্রও বিক্রমের দ্বারাই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন।১৭

হে রাজন্! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিক্রমই প্রধানতম গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; যেহেতু বিক্রমই হইল ধর্মের মূল।১৮

রাজন্! আমরা চতুরঙ্গিণী সেনাবাহিনী লইয়া ক্রমশঃ পরাজিত করিয়া শৈব্য পাণ্ডবকে বশী করত এখানে আনিব।১৯

সাম, দান ও ভেদের দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিজিত করা যাইবে না; সুতরাং বিক্রমের দ্বারাই তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া বধ করুন।২০

বিক্রমের দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিয়া এই সসপ্ত দ্বীপবিশিষ্টা পৃথিবী ভোগ করুন। হে রাজন্! আমি ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রতাপশালী দুরাত্মা কর্ণের কথা শুনিয়া তাহার কথার প্রশংসা করত পরে এইরূপ বলিলেন।২২

সূতনন্দন কর্ণ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার পক্ষে শোভন ও যুক্তিযুক্ত বটে।২৩

তথাপি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সহিত পরামর্শ করিয়া এখন এমন একটা উপায় স্থির কর, যাহা আমাদের পক্ষে সুখকর হয়।২৪

হে মহারাজ জনমেজয়! তখন মহাবলশালী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রাদি মন্ত্রিগণকে আনাইয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।২৫

শ্রীমন্মহাভারতপ্রদীপ সরলাখ্যটীকা সহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বে দুরাত্মাধৃতরাষ্ট্রপ্রস্থানামক একাধিকশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ভীষ্মের দুর্যোধনের অর্দ্ধরাজ্যদানের পরামর্শঃ)

ভীষ্ম উবাচ।

ন যোৎস্যতে বিজয়ো যে পাণ্ডুপুত্রৈঃ কথঞ্চন।
যদৈষাং কৃষ্ণযাতেঃ যে তথা পাণ্ডুসুতাঃ স্মৃতাঃ ॥১১

যাজ্ঞসেন্যাশ্চ যথা পুত্রাস্তথা দ্রৌপদ্যা যথা
যথা চ মম যে কন্যা কৃষ্ণায়াস্তে তথা মম ॥১২

যথা চ মম রাজেন্দ্র তথা দুর্যোধনস্য যে।
তথা কুরুষ্বং সর্বেষামর্দ্ধেনাপি পার্থিব ॥১৩

এবং গতে বিগ্রহং নৈব রোচে
সন্ধায় বীরৈর্ভীমার্জুনাদ্যৈঃ।
যেষামধীতং প্রথিতা চ যাত্রা
রাজ্ঞঃ পিতৃস্তেষু কুরুপ্রধানাম্ ॥১৪

দুর্যোধন যথা রাজ্যং ধর্ম্মিতং তাত পশ্যসি।
মম সৌক্ষ্ম্যমতিজ্ঞাক্ষ্য তেষামপি পশ্যসি পাণ্ডবাঃ ॥১৫

যদি রাজন্ ন তে প্রাপ্তা পাণ্ডবেয়া মহাত্মিনঃ।
ধ্রুবং এষ তবাপীহ ক্ষত্রধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৬

অথবৈষ তবাপ্যস্তি ধর্ম্মঃ প্রাপ্তুমিহ ত্বয়া।
তেষামপি হ্যধর্ম্মেণ পূর্বমেবেতি মে মতিঃ ॥১৭

অনুরোধেন রাজ্যস্য যেষামর্দ্ধং প্রদীয়তাম্।
এবমস্তু সুখব্যাপ্ত ভিষঃ সর্ব্বজনস্য চ ॥১৮

অথোভয়কৃতা ভেদং বিগ্রহে ন ভিষং যো রক্ষিষ্যতি।
তবাপ্যকীর্তিঃ সকলা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৯

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক দুর্যোধনকে অর্দ্ধরাজ্যদানের পরামর্শ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত কখন আমি পরাজয় করি না। আমার নিকট কৃষ্ণাপুত্রগণ যেমন, পাণ্ডব তেমনই ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১১

সুতরাং আমার কাছে যাজ্ঞসেনীর পুত্রগণ যেমন, দ্রৌপদীর পুত্রগণও তেমনই। যে কৃষ্ণাপুত্রগণ আমার যেমন পালনীয়, তেমনই পাণ্ডুপুত্রগণ তোমারও পালনীয় ॥১২

হে রাজন্! আমার ও তোমার কাছে যেমন পাণ্ডবগণ রক্ষণীয়, দুর্যোধন ও অন্যান্য কৌরবগণের কাছেও তেমনই পাণ্ডবগণ রক্ষণীয় ॥১৩

এইরূপ অবস্থায় বীর পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি আমি পছন্দ করি না; তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া অর্দ্ধরাজ্য তাহাদিগকে দাও। এই রাজ্য দুর্যোধনের ন্যায় পাণ্ডবগণেরও পিতামহ ও পিতার রাজ্য। (সুতরাং তাহাদেরও এই রাজ্যে অধিকার আছে) ॥১৪

হে বৎস দুর্যোধন! তুমি যেমন নিজকে ধৈর্য্যবান রাজা বলিয়া মনে কর, পাণ্ডবগণও তাহাই মনে করে ॥১৫

যদি মহাত্মা পাণ্ডবগণ এই রাজ্যের অধিকারী না হন, তাহা হইলে তুমি অথবা ক্ষত্রবংশের অন্য কেহই বা এই রাজ্যের অধিকারী হইবে কি প্রকারে ?১৬

হে ভরতর্ষভ! তুমি অধর্ম্মের দ্বারা এই রাজ্য পাইয়াছ, কিন্তু পাণ্ডবগণ বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই এই রাজ্যের অধিকারী—ইহাই আমার মত ॥১৭

সুতরাং মধুরভাবে প্রীতিপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধ-রাজ্য দাও। হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহাই সকলের পক্ষে হিতকর ॥১৮

ইহার বিপরীত করিলে তোমার হিত তো কিছু হইবেই না, অধিকন্তু তোমার অকীর্ত্তি জগতে ঘুষিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৯

কৌরবকদাচিচ্চ কৌরবৈঃ পরমং বলম্।
নষ্টকৌরবধর্মস্তু কৌরবঃ ক্ষয়মন্ত্র মৃতম্ ॥১০

যাবৎকৌরবিমুক্তশ্চ ন প্রপদ্যতি কৌরব।
তাবন্ন কৌরবি যাতারে নষ্টকৌরবিত্ব মস্তুতি ॥১১

তস্মিন্ সমুপাস্তিষ্ঠে ধর্মঃ কুরুকুলোদ্বহ।
অনুরূপঃ মহাযোগো পূর্ববামাস্থুতঃ কুরু ॥১২

নিষ্ঠা স্থিরস্তু পার্থো হি নিষ্ঠা কৌরবি না পৃথা।
নিষ্ঠা পুরোচনঃ পাপো ন ধর্মযোদ্ধারো যতঃ ॥১৩

যথা প্রকৃতি সম্পন্নে কৃষ্ণিভোজসুতাসুতঃ।
তথা প্রকৃতি যাতারে ন পরে'যন্তি কৌরবি ॥১৪

লোকে প্রাপ্তকৃতাং কীর্তিং কৃত্বা কৃষ্ণা: তথাগতাম্।
ন চাপি কেবলে তথ: লোকে যন্তে পুরোচনম্।
যথা যাং পুরুষব্যাঘ্রে লোকে কেবলে স্থাস্তি ॥১৫

সুতরাং কৌরবি ইহা করিলে তোমা কর্তৃক কৌরবি বাহুবের পরাভব হয়। কৌরবীন বাহুবের কৌরবই বিনাশ করিয়া থাকে ॥১০

হে কৌরব যাতারে! কৌরবি যতদিন থাকে, ততদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকে। কৌরবি নষ্ট হইলে মানুষ বিনষ্ট হয় ॥১১

তুমি কুরুকুলোদ্বহ সেই উত্তম পথকে অবলম্বন কর। হে মহাযোগো। পূর্বপুরুষগণের অনুরূপ ধর্মকেই তুমি আশ্রয় কর ॥১২

তাহাদিগকেই পার্থগণ বাঁচিয়া আছে। তাহাদিগকেই পৃথা (কুন্তী) বাঁচিয়া আছে। তাহাদিগকেই পাপিষ্ঠ পুরোচন ধর্মযুদ্ধে পূর্ণ করিয়া যুদ্ধাবস্থান করে নাই ॥১৩

যখন কুন্তী পুরুষদের সহিত রহ হইয়াছে—উহা প্রকাশিত হইয়াছে, পাণ্ডবীয়ুধার। তখন হইতেই আমি সকলে কৌরবাদিকেও দূর দেখাইতে পারি

অতিরং কৌরবিং ভোগং তব বিনিবাশনম্।
সম্বন্ধতঃ যথাবাত্ত পাণ্ডবানাং ধর্মনম্ ॥১৬

ন চাপি ভোগং বীরাণাং কৌরবাং কুরুনন্দন।
বিনাশাহংস্ত পশ্য আত্মানুদপি যন্ত্রতম্ ॥১৭

যে সর্বদ্যবিদ্যা ধর্মে সর্বে চৈবেতচেতসঃ।
অর্থেন বিরহাস্ত তুল্যা রাজ্যে বিশেষতঃ ॥১৮

যদি ধর্মযুক্ত তদর্থো যদি কর্তা প্রিয়ঙ্কর যে।
ভোগস্ত যদি কর্তব্যং ভোগার্থং প্রতীয়তাম্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমন-রাজ্যলম্ভপর্বণি কৌরবাতো যাবিকবিংশতমোঽধ্যায়ঃ ॥২০২

নাই। ইহাদিগের দ্বারে পুরোচনকে মানুষ যত না দোষী মনে করিতেছে, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার চেয়ে অধিক তোমাকে দোষী মনে করিবে ॥১৪-১৫

হে মহারাজ! পাণ্ডবদের বাঁচিয়া থাকায় এবং তাহাদের ধর্ম লাভ করায় তোমার মঙ্গল হইয়াছে—এইরূপই মনে করা উচিত ॥১৬

হে কুরুনন্দন! তাহারা কৌরবি থাকিলে তাহাদের সৈন্যরা আসিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি কখনও করে করিবার নাই ॥১৭

তাহারা সকলেই ধর্মে নিরত, সকলেই একচিত্ত। রাজ্যে তুল্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও তুমি বিশেষভাবে অর্থ অবলম্বন তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছ ॥১৮

যদি ধর্মলাভ করিতে চাও, যদি আমার প্রিয় কার্য করিতে চাও এবং তোমার যদি ভোগ চাও, তবে অর্ধরাজ্য তাহাদিগকে দাও ॥১৯

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুরাগমন-রাজ্যলাভপর্বে কৌরবাতো দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যের পাণ্ডবের উপহারপ্রেরণের ও দ্রুপদের আহ্বানের উপদেশ।]

দ্রোণ উবাচ।

অত্রাহং সমুপায়ীর্ত্তস্তাভ্যাং দিষ্টৈর্নৃপ।
বর্ষবর্ষীয় বপুষ্কঞ্চ যাচ্যমিত্যনুভাষ্য চ ॥১
প্রযোদ্যো ব্রুহিতাস্ত্র ন তীক্ষ্ণশ্চ ভবান্মতঃ।
সংবিভজ্যাস্ত্র দৌত্যেন যথা ন সন্তাপঃ ॥২
প্রেষ্যতাং দ্রুপদায়াশু নরঃ কশ্চিৎ প্রিয়ংকরঃ।
অস্মাকং বচনাদ্যস্ত যোগমর্থ্যং তারত ॥৩
ব্রিয়ঃ কৃষ্ণাশ্চ তৈস্যৈ ন আখ্যাত যত সন্তু।
বৃষ্ণিশ্চ পরমাং প্রীতিং যৎ-সম্বন্ধোদ্বহাং তথা ॥৪
সন্ত্রীবাহাশ্চ যাঃ প্রীতিং যাস্যন্ত্যুপচয়ং তথা।
অপরঞ্চ দ্রুপদে চৈব দৃষ্টপ্রায়ে চ তারত ॥৫
উচিতঞ্চ প্রিয়ঞ্চ যোগশ্চাপি চ বর্ষতে।
পুনঃ পুনশ্চ দৌস্থিত্যং ভবিষ্যৎপুত্রো চ নাবয়ং ॥৬
ব্রিয়ন্তরাণি তত্রাপি বহূন্যাভরণানি চ।
যচ্চাৎ তব রাজেন্দ্র দৌপদ্যাঃ সম্প্রযচ্ছন্তু ॥৭
তথা দ্রুপদপুত্রাণাং সর্বেষাং তদ্বদেব চ।
পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং কৃত্বা মূল্যানি যানি চ ॥৮
এবং সান্ত্বসমাযুক্তং দ্রুপদং পাণ্ডবৈঃ সহ।
উক্ত্বা দৌস্থিত্যং তত্রাং তেষামাবহনং প্রতি ॥৯
অনুজ্ঞাতেষু বীরেষু বলং সজ্জতু সোঽন্বয়ং।
দ্রুপদস্য বিকর্ষন্তাস্তানেতু পাণ্ডবানিহ ॥১০
তত্রস্তে পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজ্যমানাঃ সদা ত্বয়া।
প্রকৃতীনামনুমতে পরে চাত্মনি বৈষ্ণবে ॥১১
এতন্মম মহারাজ পুত্রেষু তেষু বৈ বিভো।
বৃত্তমৌপয়িকং মত্বা তাঁস্তথা কর্ত্তুমর্হসি ॥১২

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে উপহার প্রেরণের ও তাহাদের আহ্বানের উপদেশ।]

দ্রোণ বলিলেন,—হে কৃষ্ণাগ্নি! মহাত্মা তরু যখন তুমি আমাকে বলিয়াছ, তখন বহিষ্কারের কর্ত্তব্য—যাহা বর্ষীয়ান্, অর্ঘ্যার্হ ও বলবান্, তাহাই বলা।১

মহাত্মা ভীষ্ম যাহা বলিলেন, আমারও তাহাই মত, দুর্যোধনসমক্ষে অর্দ্ধরাজ্য ভাগ করিয়া দাও; তাহা, ইহাই কৃষ্ণাগ্নিলাভের সনাতন ধর্ম্ম।২

হে ভারত! এখনই দ্রুপদের নিকট বহুতর রত্নাদি লইয়া একজন প্রিয়কারী লোককে প্রেরণ কর।৩

হে রাজন্! যাহাতে ইহা হইতে মধুর ফল হয় উপহারস্বরূপ এই সকল লইয়া সেই ব্যক্তি দ্রুপদের নিকট যাইবে এবং দ্রুপদ ও দৃষ্টদ্যুম্নকে বার বার এই কথা বলিবে যে আপনার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় রাজা দুর্য্যোধন ও দুর্য্যোধনের সৌহৃদ বোধ করিতেছেন এবং খুবই আনন্দিত হইয়াছেন।৪-৫

এইরূপে সেই পুরুষ দৃষ্টদ্যুম্ন ও মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে সান্ত্বনা দিয়া এই বিবাহ সম্বন্ধের উচিত্য ও আনন্দজনকত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিবে।৬

দ্রোণাচার্য্যের আদেশে সুবর্ণখচিত গুরু বসন ও সুবর্ণ আভরণসমূহ দ্রৌপদীকে দিবে।৭

হে ভারত! এই দ্রুপদের পুত্রগণ এবং কৃষ্ণার সহিত সকল পাণ্ডবকে যথোচিত বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিবে।৮

এইভাবে পাণ্ডবগণের সহিত দ্রুপদকে বার বার সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিয়া পাণ্ডবগণকে এখানে আনিবার জন্য নিযুক্ত করিবে।৯

দ্রুপদের পক্ষ হইতে বীর পাণ্ডবগণ আসিতে স্বীকার করিলে দ্রুপদের ও বিকর্ণ সৈন্যের পাণ্ডবগণকে লইয়া আসিবার যাইবে।১০

যখন পাণ্ডবগণ আসিবেন আপনার দ্বারা বিশেষ

কর্ণ উবাচ।

লোভিতার্থ-সমাযুক্তাং সর্বভাবেষ্ববস্থিতৌ।
ন ব্রহ্মবেলাং তত্ত্বেন কিমন্যত্তরতঃ তপঃ ॥১৩

দুষ্টেন মনসা যো বৈ প্রজয়েনাতত্ত্বাত্মনা।
জন্মাদিমরণং নাম কথং তুর্যাৎ সতাং মতম্ ॥১৪

ন ত্বিত্যাদ্যর্থমন্যত্র ভোগেভ্যে চেতসা বৃতা।
বিধিপূর্বং হি সর্বত্র দ্রব্যং যা ধর্ম ইত্যুত ॥১৫

দুষ্টপ্রজ্ঞোদ্ধৃতপ্রজ্ঞে বালো বৃদ্ধশ্চ মানবঃ।
সম্প্রমোহসহায়শ্চ সর্বং সর্বত্র বিন্দতি ॥১৬

শ্রুয়তে হি পুরা কশ্চিদ্‌রাজা ইক্ষ্বাকবঃ।
আসীদ্ রাজপুরে রম্যে অযোধ্যায়াং মহীক্ষিতাম্ ॥১৭

স হীনঃ কর্মণঃ সর্বৈরুদ্যমাদপরাজিতঃ।
অমাত্যানাংস্তু সর্বেষু কার্যেষ্বেবমভাষত তদা ॥১৮

ভক্তাদয়ো মমাকর্ণিবিভূতৈকেশবস্তথা।
ন সন্তরেমাত্মানং মজ্জমানোঽম্বুসঙ্কটে ॥১৯

স রাজা উপভোগার্থমি স্ত্রিয়ো বহুবিধাস্ত চ।
আহরে সর্বমে তুর্ণ ঐশ্বর্যাচ্চ যদ্ বরম্ তদা ॥২০

তথায়ং চ সুতস্তস্য লোভাদ্রোভোঽপ্যবর্তত।
তথাপি সর্বমাহার্যমন্যা স্ত্রিয়ো বিশেষতঃ ॥২১

হীনস্য কর্মণঃ সর্বৈরুদ্যমাদপরাজিতস্য চ।
ন মমাবোঽপি তদ্‌রাজ্যং ন শশাকেতি নঃ

শ্রুতম্ ॥২২

সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মলোকের বিচারপূর্বক তাঁহাদিগের সৎকর্মের ফল স্থাপিত হইবেন ॥১১

যে ভাব : যে অবস্থাতে : তোমার ভিন্ন পুত্র ও পাণ্ডবগণের প্রতি এই ব্যবহার করাই কর্তব্য—ইহা আমি তাহাদের সহিত একত্র হইয়া বলিয়াছি ॥১২

কর্ণ বলিল,—অর্থ ও সম্মানের দ্বারা যে আপনি ঔষ্ণ ও ভোগাসক্তিতে পরিণামের করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মহাশয় ত্যাগ করিলে আপনার কল্যাণের অনুকূলই মন্ত্রণা দিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা দিতেছেন না। সুতরাং ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য আর কি হইতে পারে ?১৩

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা ভোগিত হইয়া কল্যাণ উপদেশ করে, তাহার দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তির কল্যাণ কি করিয়া হইতে পারে ?১৪

অর্থলিপ্সা অথবা কোন প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য ত্রিবেদ কল্যাণ না অকল্যাণ কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুখ বা দুঃখ নিজ আত্মা অনুসারেই মানুষকে ভোগ করিতে হয় ॥১৫

সকলের ও অসকলের—সকল মানুষই দৈবকর্মফল সব কিছু লাভ করে ॥১৬

শুনা যায়, পুরাকালে অযোধ্যানগরে অমুক নামে কোন রাজা রাজত্ব রাজ্য করিতেন ॥১৭

সেই রাজা রাজ্যলোভে আকৃষ্ট হইয়া রাজকার্যে অসমর্থ হওয়ায় অমিতবলের দ্বারা রাজকার্য করাইতেন ॥১৮

তাহার মহাবলিনামক মন্ত্রীই সর্বদিক রক্ষা করিয়া নিজেকে রাজা জানিয়া লাগিলেন এবং নিজেকে বলবান্ মনে করিয়া প্রকৃত রাজাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন ॥১৯

সেই মূঢ় রাজার ঔপভোগ্য ধন, ঐশ্বর্য, এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত ভোগ করিতে লাগিল ॥২০

এইরূপ করিতে করিতে অত্যন্ত লোভী সেই মন্ত্রীর লোভ আরও বাড়িয়া গেল, তখন সে সর্বস্ব অর্পণ রাজ্য পর্যন্ত হরণ করিতে ইচ্ছা করিল ॥২১

যাদবোপগ্রহ সেই রাজার উদ্বিগ্নমনা অপটু থাকায় অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥২২

বিষ্ণুরুবাচ।

রাজন্ বিদ্যতে কোষো বাচাত্বর্ণশি বাস্তবৈঃ।
ন স শক্যস্তয়া লব্ধুং যেন ত্বং ন বিশঙ্কসে ॥১৩

বিদুর উবাচ।

রাজন্ বিদ্যতে কোষো বাচাত্বর্ণশি বাস্তবৈঃ।
ন স শক্যস্তয়া লব্ধুং যেন ত্বং ন বিশঙ্কসে ॥১৩

যদি তে বিবিধং বাক্যং ভবিষ্যতি বিশাম্পতে ॥১৩
বিবক্ষা সর্বলোকস্য বাক্যকে যদি যদ্ ভবেৎ।
অন্যোন্যস্যা তেন বিদ্যতে যতমানো ন লপ্স্যসে ॥১৪
এষ বিদুর পাঞ্চাল্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানামুত্তমম্।
দুষ্টাবাং তৈর বোধ্যমনুষ্টাবাক্ ভাবিতম্ ॥১৫

শ্লোক উবাচ।

বিদ্ম তে ভাবমাকূতং ধর্মবিদুচ্যতে।
দুষ্ট পাঞ্চাল্যবোদ্ধুং কোষমাখ্যাপয়স্ব তে ॥১৬

বিদ্মঃ তু পরমং কর্ম ব্রবীমি কুলবর্ধনম্।
অথাস্য মনসো দুষ্টং ত্বং হি বেত্থ পরং বিদুম্ ॥১৭
অন্যোন্যস্যা তেন বিদ্যতে যতমানো ন লপ্স্যসে।
কুরবো বৈ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি নচিরেণৈব যে ক্ষিতিঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজলক্ষ্মণি শ্লোকবাক্যে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৩

সেই রাজার অবিদ্য ভাষা পুরুষের ছিল, অবশ্যই রাজন্য ছিল; হে রাজন্! যদি তাহা আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া থাকেন, তবে সকলের মধ্যেই আপনার তাহা জিজ্ঞাস্য থাকিবে, আর যদি তাহা না থাকে, তবে আর কেহ তাহার জ্ঞাতব্য হইবে না।১৩-১৪

হে রাজন্! এইজন্য আপনি দুর্জ্ঞেয়ের সাধুতা বা অসাধুতা বুঝিতে পারেন। তাহার কথা দুষ্টভাব-প্রযুক্ত এবং তাহার কথা অদুষ্টভাবপ্রযুক্ত, তাহা আপনার বুঝা উচিত।১৫

শ্লোক বলিলেন,—হে দুষ্ট! তোমার যে দুষ্ট অভিপ্রায় তাহা আমরা জানি। শাস্ত্রজ্ঞের শ্রেষ্ঠ তোমার যে বিষয় জানা আছে, সেই বিষয়টুকু তুমি আমাদের বোধ ব্যাপন করিবে।১৬

হে ধর্ম! এই কুলের পক্ষে কল্যাণকর উপদেশই আমি করিয়াছি; তোমার নিকট যদি তাহা দুষ্ট উপদেশ বলিয়া মনে হয়, তবে যাহাতে পরম হিত হইবে তাহা বল।১৭

আমি তাহা পরম হিতকর বলিয়াই বলিলাম, যদি তাহার অন্যথা করা হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়কৌরবগণ অচিরকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইবে।১৮

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুরাগমনরাজলক্ষ্মপর্বে শ্লোকবাক্যে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরেণ শ্লোক-ভাষাবলক্ষণঃ সমর্থনম্।]

বিদুর উবাচ।

রাজন্ বিদ্যতে কোষো বাচাত্বর্ণশি বাস্তবৈঃ।
ন স শক্যস্তয়া লব্ধুং যেন ত্বং ন বিশঙ্কসে ॥১৩

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বিদুরকর্তৃক শ্লোক ও রাজার ভাষার সমর্থন।]

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! যাহা বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য, তোমাকে তাহার কথা আমিই বলিয়াছি; কিন্তু যে তুমিকে ইচ্ছুক নয়, তাহাকে কোন বিজ্ঞানের বস্তুই লাভ করে না।১

প্রিয়ং হিতঞ্চ তব রাজন্নুক্তবানস্মি কৌরবম্।
ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজন্ প্রতিবুধ্যস্ব ভারত ॥২
তথা দ্রোণেন সহসা কৃপিতং বিদ্ধি পূরুষম্।
তত্র যাবাহুকঃ কর্ণো যত্তবে ন হিতং তব ॥৩
চিন্তয়ন্ত্ব ন পশ্যামি রাজংস্তব সুতস্তথম্।
যস্যাঃ পুরুষসিংহানাং যো ন সাধ্যং প্রজাবিধম্ ॥৪
ইমৌ হি দ্বৌ মহা প্রজ্ঞৌ চ প্রবেদৌ চ।
ভূমৌ চ যদি রাজেন্দ্র তথা পাণ্ডুসুতেষু চ ॥৫
ধর্মে চ নিরতৌ রাজন্ সত্যসন্ধৌ চ ভারত।
যথাস্ব পাণ্ডবেয়েষু পুত্রেষ্বেব ন সংশয়ঃ ॥৬
ন তেষ্বন্যতরঃ পুরুষাপি বিদ্যতে।
ন চাপ্যাত্মকৃতং কিঞ্চিদন্যত্রেতি মতির্মম ॥৭
ঠাকুরো পুরুষব্যাঘ্রাবাশ্রিতৌ বৃত্তমুত্তমম্।
ন মন্ত্রয়েতাং যদ্ভূতং তথা সত্যপরাক্রমৌ ॥৮
প্রজাবন্তৌ বয়োজ্যেষ্ঠৌ লোকে খ্যাতিপরৌ।
যাদৃশিতয়োশ্চ নেহো কিঞ্চিদ্বিদ্যতে দুষ্কৃতম্ ॥৯
ইতি মে বৈদুরী বুদ্ধির্বর্ততে কুরুনন্দন।
ন চার্থেনোর্ধ্বমৌ যাতঃ পক্ষপাতিত্বম্ ॥১০
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ো মন্যেহহং ভরতর্ষভ।
দুর্যোধনে প্রকৃতয়ঃ পুত্রা রাজন্ যথা তব ॥১১
তথৈব পাণ্ডবেয়ানাং পুত্রা রাজন্ ন সংশয়ঃ।
তেষু চেদ্বিদ্যতে কিঞ্চিদ্দুষ্টং দুর্বিদ্ধি ॥১২
মন্ত্রিণস্তে ন চ শ্রেয়ঃ প্রপশ্যন্তি বিশেষতঃ।
অথ বে ভবতে রাজন্ বিশেষঃ কেষু বর্ততে ॥
অন্তরাত্মা বিদুরাণাং শ্রেয়ঃ কৃষ্ণে চ পশ্যতু ॥১৩

হে রাজন্! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভীষ্ম এবং আমার দ্রোণ যথাপ্রকারে আপনার হিতকর বাক্য উপদেশ করিয়াছেন, আপনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন না এবং যাবাহুক কর্ণও তাহা আপনার হিতকর বলিয়া মনে করিতেছে না ॥১-৩

হে রাজন্! আমি চিন্তা করিয়াও এই দুইজন পুরুষসিংহ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ আপনার হিতকারী কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না ॥৪

হে রাজেন্দ্র! এই দুইজনই বিদ্বান্, বুদ্ধি ও বয়সে প্রবীণ এবং আপনার প্রতি ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি সমান দৃষ্টিসম্পন্ন ॥৫

হে ভরতবংশীয় মহারাজ! ইঁহারা উভয়ে ধর্মে নিরত এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হওয়ায় যেরূপ আপনার পুত্রগণ হইতে ও তাহা হইতে ভয় করেন ॥৬

ইঁহারা পূর্বে আপনার পক্ষে অহিতকর কিছু উপদেশ করেন নাই এবং পূর্বে আপনার কোন অপকারও করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই ॥৭

হে মহারাজ! আপনিও ইঁহাদের নিকট কোন অপরাধ করেন নাই; সুতরাং সত্যপরাক্রম এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনার শ্রেয়ের চিন্তা করিবেন না কেন? ॥৮

হে মহারাজ! এই পৃথিবীতে ইঁহারা উভয়েই প্রজ্ঞাবান্ ও মহাত্মা বলিয়া লোকখ্যাত আছেন; সুতরাং ইঁহারা আপনাকে কোন বুদ্ধি উপদেশ করিবেন না ॥৯

হে কুরুনন্দন! ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি যে ইঁহারা বাধিত হইয়া নিজ স্বার্থের জন্য কোন পক্ষপাতমূলক উপদেশ দিবেন না ॥১০

হে ভারত! হে রাজন্! আপনার পক্ষে ইহাই পরম শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেছি যে, আপনার নিকট দুর্যোধনাদি পুত্রগণও যেমন, পাণ্ডুপুত্রগণও তেমনই—ইহাতে সংশয় নাই। এই বিষয়ে অন্য মন্ত্রিগণ যদি আপনার পক্ষে অহিতকর কোন উপদেশ দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মন্ত্রিগণ আপনার শ্রেয়ঃ চিন্তা করেন না। যদি আপনার অন্তরে আপনার পুত্রদের প্রতি পক্ষপাত থাকে, তবে আপনার হৃদয়ের সেই ভাব প্রকাশ করিয়া বিদুর ইঁহারা আপনার পক্ষে মঙ্গলই করিবেন না ॥১১-১৩

এতদর্থমিহৈবৌ রাজন্ ব্যায়ামৌ মহাত্মনৌ।
মোক্ষয়িষ্যতঃ কিল্বিষং ভেদে তব বিশেষতঃ ॥১৩

অন্যোন্যপক্ষয়োঃ ভেদাদাহুঃ পুরুষর্ষভৌ।
তৎ তথা পুরুষব্যাঘ্র তব তদ্ ভরতস্য চ ॥১৪

কথং হি পাণ্ডবঃ শ্রীমান্ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
শক্যো বিজেতুং সংগ্রামে রাজন্ ব্যবসিতো হি ॥১৫

ভীষ্মসেনো মহাবাহুর্মারুতস্য ঔরসঃ সুতঃ।
কথং স যুধি শক্যোঽভি বিজেতুমমরৈরপি ॥১৬

কৃতৈব কৃতিনৌ যুদ্ধে যমৌ সমরদুর্মদৌ।
কথং বিজেতুং শক্যৌ তৌ ধনেন ভীবিমুক্তিনা ॥১৭

বহ্নিস্ তৃপ্তিমনুপ্রোক্তঃ কথা সত্যাঃ সনাতনঃ।
বিস্তারমি পাণ্ডবে কোষ্টে স ভীমস্তে ভবেদ্ ॥১৮

যেষাং পক্ষধরো যদ্যদা যেষাং বক্তা জনার্দনঃ।
কিং নু তৈর্বজিতং সাধ্যে যেষাং পক্ষে ভ
শাত্যকিঃ ॥২০

দ্রুপদঃ শতরো যেষাং যেষাং শ্যালাশ্চ পার্ষতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরা ভ্রাতরো দ্রুপদাত্মজাঃ ॥২১

সোঽপক্ষয়াঙ্ক বিজ্ঞায় যেষাংস্তে চ জাতয়ঃ।
ভ্রাতৃণাঙ্ক ধর্মেণ সম্যক্ কেন সমাচর ॥২২

ইদং মিলিষ্টমহসঃ পুরোডাশকৃতঃ মহৎ।
যেষামনুগ্রহেণাহং রাজন্ প্রক্ষ্যামি দুর্গমে ॥২৩

তেষামনুগ্রহস্তাহং সংহরেয়ং ভয়ং যুধে।
ভীবিতঞ্চ পরং ভোগঃ কথং চ ধর্মবিদ্ ॥২৪

দ্রুপদোঽপি মহান্ রাজা কৃতবৈরশ্চ নঃ পুরা।
তস্য সম্বন্ধিবর্গঃ রাজন্ বশস্থশ্চ বিধর্মবিদ্ ॥২৫

যে রাজন্! দৌতনয়! এই দুই মহাবেগশালী মহাত্মা প্রকাশ্যে কিছু বলিতেছেন না। ইহারা স্থিরই আপনার সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করিবেন; কিন্তু আপনি তাহা বিপরীতরূপে গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না ॥১৪

যে পুরুষব্যাঘ্র! এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাণ্ডবগণের অভেদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য; আপনার কল্যাণ হউক ॥১৫

যে রাজন্! পাণ্ডব শ্রীমান্ সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে স্বয়ং ইন্দ্রও জয় করিতে সমর্থ নহেন ॥১৬

যখন মহান্ বলবীর্য মহাবাহু ভীমসেনকে যুদ্ধে দেবগণও জয় করিতে সমর্থ নহেন ॥১৭

সেইরূপ কৃতাস্ত্র নকুল ও সহদেবকে যুদ্ধে জয় করা ভীবিমুক্ত আপনার পক্ষে সম্ভব নহে ॥১৮

যে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অন্য দৈর্ঘ্য, ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম বিষয় বিস্তার, তাহাকে কে যুদ্ধে জয় করিতে পারে ॥১৯

যাহাদের পক্ষে স্বয়ং বলরাম ও সত্যবাদী অস্ত্রজ্ঞানিগণ এবং যাহাদিগের সহায়, তাহাদের পক্ষে যুদ্ধে অজেয় কোন বস্তুই হইতে পারে না ॥২০

যে রাজন্! যাহাদের শ্বশুর রাজা দ্রুপদ এবং শ্যালক পুরুষব্যাঘ্র ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীর দ্রুপদাত্মজগণ, তাহাদিগকে যুদ্ধে অজেয় বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের সহিত ধর্মানুসারে সম্যক্ আচরণ করুন ॥২১-২২

যে রাজন্! পুরোডাশরূপ যে আপনার মহৎ অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাদের সহিত সন্ধি-স্থাপনের দ্বারা তাহা শান্ত করিতে চেষ্টা করুন ॥২৩

তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ আমাদের কুলের রক্ষাকর্তা করিবে, সকলের জীবনের পরম ভিক্ষা হইবে এবং সমস্ত করিয়া কুলের বিনাশের কারণ হইবে ॥২৪

যে রাজন্! দ্রুপদ একজন বড় রাজা তাহার সহিত পূর্বে আমরা শত্রুতা সম্পাদন করিয়াছি, সুতরাং তাহাদেরও এই যুদ্ধোদ্যমে বশমধ্যে

ততস্তেষ্ব প্রযাতেষু বিপ্রেষু বিদুরস্তদা।
অব্রবীদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য মতমাদায় ধর্মবিৎ ॥১৩
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো যমুদ্দিশ্য পুরা বিভো।
ত্বয়া সৃষ্টোঽসি ভূতানাং ক্ষয়ায় ভরতর্ষভ ॥১৪
ইমে হি কুরবঃ সর্বে ত্বয়া ভীমেন চার্জুনে।
যমযোগাদ্ বিনাশায় প্রযুক্তা ভরতর্ষভ ॥১৫
তদ্ ব্রহ্মণা চোদিতোঽসি ত্বং যমেন চ ভারত।
ক্ষয়ায় কুরুমুখ্যানাং ক্ষত্রস্য চ বিশাম্পতে ॥১৬
ন তে শোচ্যাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥১৭
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥১৮
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥১৯
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২০
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২১
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২২
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৩
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৪
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৫
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৬
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৭
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৮
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥২৯
ন তে শোচ্যা মহাবাহো ন চাপ্যন্যে মহীক্ষিতঃ।
ন হ্যেষ কশ্চিদ্ ভূতানাং কালাদ্ ধাতা পরায়ণঃ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি বিদুরধৃতরাষ্ট্রসংবাদে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৪॥

আসন করা কর্তব্য ॥১৩॥

মহারাজ! হাজার-হাজার ঋত্বিক্‌সকল অন্যান্য অনেকবার ও সহস্রবার যজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয় ॥১৪॥

রাজন্! যে কারণে ব্রহ্মলোকে আপনি আমার কথা বলিয়াছিলেন, এখন সে কারণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে জন্য বিধাতার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে ॥১৫॥

পার্থিবগণকে ক্ষীণ করিয়া এই সকল ও অন্যান্য-

বাসী প্রজাগণ তাহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং হে রাজন্! আপনি সকলের প্রিয় আচরণ করুন ॥২৮॥

দুর্যোধন, কর্ণ ও দুঃশলাসহ শকুনি—ইহারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং বুদ্ধিতে ও বয়সে বালক। সুতরাং ইহাদের কথা আপনি গ্রহণ করিবেন না ॥২৯॥

হে রাজন্! আমি পূর্বেই ওখানে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, এই দুর্যোধনের অপরাধে প্রজাকুল বিনষ্ট হইবে ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃষ্ণাক্ষীণের ব্রাহ্মণরূপে বিদুরের ভবন, ধৃতিমান্‌পুরে পাণ্ডবান্ প্রেরণার্থ প্রস্থান।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভীষ্মঃ শান্তনবো বিদ্বান্ দ্রোণশ্চ ভরতর্ষভঃ।
বিদুরশ্চ পরং যাতাঃ কৃচ্ছ্রং ভরতসত্তম ॥১॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(কৃষ্ণাক্ষীণের ব্রাহ্মণরূপে বিদুরের ভবনে বিরাট ভবন এবং পাণ্ডবগণকে ধৃতিমানপুরে প্রেরণের প্রস্তাব।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং মহাত্মা দ্রোণাচার্য যে অতিমূঢ় পুরুষ, সুতরাং ইহাদের কথা অত্যন্ত বিফল হইবেই এবং বুদ্ধিমান্ বলিবার তাহা সাজে ॥১॥

যথৈব পাণ্ডবস্যৈতে পৌত্রাঃ কুন্ত্যাস্তথা মম।
তথৈব সর্বতঃ সর্বে মম পুত্রা ন সংশয়ঃ ॥২
যথৈব মম পুত্রাণামস্তি রাজ্যে বিনীতত্বম্।
তথৈব পাণ্ডুপুত্রাণামিতি রাজ্যে ন সংশয়ঃ ॥৩
অন্তরাত্মব যদ্যেতন্মম মাদ্র্যা দুরাত্মজম্।
তস্মা চ যেষ্বসন্দিগ্ধা কৃষ্ণা সহ ভারত ॥৪
দিষ্ট্যা জীবতি তে পার্থা দিষ্ট্যা জীবতি সা পৃথা।
দিষ্ট্যা ক্রুদ্ধকৃষ্ণাশ্চ নরব্যাঘ্রা মহারথাঃ ॥৫
দিষ্ট্যা ধর্মাত্মজে সর্বে দিষ্ট্যা পাণ্ডুঃ পুরোচনঃ।
দিষ্ট্যা মম পদং দুঃখপনীতং মহাত্মভিঃ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমেবং ভাষমাণং বিদুরো দূরদর্শনম্।
মহাত্মানং মহাত্মেদং পাণ্ডবানাং ভারত ॥৭
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্।
শৌনক্যাঃ পাণ্ডবানাঞ্চ সন্নিধৌ তচ্ছৃণুষ্ব হ ॥৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! যেমন পাণ্ডুর সন্তান, তেমনই নিশ্চয়ই তাহারা আমারও সন্তান—ইহাতে সংশয় নাই ॥১

যেমন আমার পুত্রদের এখানে অধিকার আছে, তেমনই এ রাজ্যে তাহাদেরও—সন্দেহ নাই ॥৩

হে ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মাদ্রী (পুত্রী) ও যেসকলই কৃষ্ণার সহিত তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস ॥৪

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই পাণ্ডুপুত্রগণ ও কৃষ্ণা বাঁচিয়া আছে এবং সৌভাগ্যবশতঃই সেই মহারথগণ দ্রুপদকন্যাকে লাভ করিয়াছে ॥৫

হে মহাত্মন্! আমাদেরই সৌভাগ্যবশতঃই আমাদের উন্নতি হইয়াছে, পুরোচন মরিয়াছে এবং আমার পাপ দুঃখ অপনীত হইয়াছে ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! মনস্বী ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন ॥৭-৮

ভ্রাতা গত্বা চ বর্ষঞ্চ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
দ্রুপদং তুষ্টতো রাজন্ সমুক্তমুপলভ্যবান্ ॥৯
স চাপি প্রতিজগ্রাহ ধর্মেণ বিধিবৎ তদা।
চক্রতুশ্চ যথান্যায়ং কৃষ্ণাপ্রত্যভিহারিণম্ ॥১০
ধর্মে পাণ্ডবাংস্তত্র যাদবেশ্চ ভারত।
রেমাতে পরিষজ্য স তান্ পরমহর্ষযুতো ভৃশম্ ॥১১
ত্রৈলোক্যশ্রীমিবাদৃষ্টিঃ স পুত্রেষু চ মধ্যমম্।
ঘটমানং দুরাধর্ষং শ্রেষ্ঠতুল্যং পুনঃ পুনঃ ॥১২
পশ্যন্নারায়ণং রাজন্নরাণাং পাণ্ডুনন্দনম্।
প্রণনাশ চমূং তীব্রাং বিবিধাং বসুধাং চ ॥১৩
পাণ্ডবানাঞ্চ কৃষ্ণায়াঃ শৌনক্যাশ্চ বিশেষতঃ।
দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং সর্বা হরতি কৌরবৈঃ ॥১৪
শ্রোষ্যতে চরিতং তেষাং প্রত্যক্ষং বিদুষস্তব।
দ্রুপদং পাণ্ডুপুত্রাণাং সন্নিধৌ কেশবস্য চ ॥১৫

হে ভারত! ধর্মজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ বিদুর ভ্রাতার বিদায় যথারীতি দ্রুপদ প্রভৃতিকে বলিয়া আসিলেন ॥৯

দ্রুপদও যথান্যায়ে বিদুরকে গ্রহণ করিলেন এবং যথারীতি সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১০

হে ভারত! বিদুর সেখানে পাণ্ডবগণ ও যাদবগণকে দেখিলেন এবং স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকে কুশল প্রশ্ন করিলেন ॥১১

মহারাজ! তাঁহারও যথাক্রমে সেই অদ্বিতীয়বুদ্ধি বিদুরকে লাভে প্রহর্ষসহকারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে সকলের তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া (কৌরবগণ) প্রকৃত ধন ও সমস্ত পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণা, শৌনকী ও দ্রুপদের পুত্রগণকে দিলেন ॥১২-১৪

বিদুরী ধনসহ তাঁহার পুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর সন্তান, তেমনই নিশ্চয়ই তাহারা আমারও সন্তান—ইহাতে সংশয় নাই ॥১

যেমন আমার পুত্রদের এখানে অধিকার আছে, তেমনই এ রাজ্যে তাহাদেরও—সন্দেহ নাই ॥৩

হে ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মাদ্রী (পুত্রী) ও যেসকলই কৃষ্ণার সহিত তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস ॥৪

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই পাণ্ডুপুত্রগণ ও কৃষ্ণা বাঁচিয়া আছে এবং সৌভাগ্যবশতঃই সেই মহারথগণ দ্রুপদকন্যাকে লাভ করিয়াছে ॥৫

হে মহাত্মন্! আমাদেরই সৌভাগ্যবশতঃই আমাদের উন্নতি হইয়াছে, পুরোচন মরিয়াছে এবং আমার পাপ দুঃখ অপনীত হইয়াছে ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! মনস্বী ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন ॥৭-৮

হে ভ্রাতঃ! ধর্মজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ বিদুর ভ্রাতার বিদায় যথারীতি দ্রুপদ প্রভৃতিকে বলিয়া আসিলেন ॥৯

দ্রুপদও যথান্যায়ে বিদুরকে গ্রহণ করিলেন এবং যথারীতি সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১০

হে ভারত! বিদুর সেখানে পাণ্ডবগণ ও যাদবগণকে দেখিলেন এবং স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকে কুশল প্রশ্ন করিলেন ॥১১

মহারাজ! তাঁহারও যথাক্রমে সেই অদ্বিতীয়বুদ্ধি বিদুরকে লাভে প্রহর্ষসহকারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে সকলের তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া (কৌরবগণ) প্রকৃত ধন ও সমস্ত পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণা, শৌনকী ও দ্রুপদের পুত্রগণকে দিলেন ॥১২-১৪

বিদুর উবাচ।

রাজন্ পুনঃ সমাধায় পশুত্বঞ্চ অজং ত্যজ।
ত্বমাত্মাং পশুত্বাং সমাধায় সংস্থিতঃ ॥১৬

অব্রবীৎ কুশলং রাজন্ শ্রীমন্তং পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমিত্যাহ তৃতলপি সমস্তেন মহাবিশ ॥১৭

তথা তীব্রঃ সাত্ত্বতঃ কৌরবৈঃ সহ সর্বশঃ।
কুশলং ঘাং মহারাজঃ সর্বতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥১৮

অন্যাংশ্চ তথা রাজ্ঞো জ্ঞেয়ান্ শ্রিয়বন্ধুন্।
সমাস্তেনানুপূর্ব্যা ঘাং কুশলং পরিপৃচ্ছতি ॥১৯

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাঞ্চাল্য যত্র সমস্তমীক্ষতে।
কুশলং অজাতেজস্তং তথা সর্বেষ্বপি কৌরবাঃ ॥২০

ন তথা রাজ্যলাভস্তেষাং প্রীতিকরো মতঃ।
যথা সমস্তকং প্রাপ্য বন্ধুভির্ যত্র সহ ॥২১

এতদ্ বিদিত্বা তু ভবান্ প্রস্থাপয়তু পাণ্ডবান্।
দ্রষ্টুং হি পাণ্ডুপুত্রাংস্তে ত্বরতি কুরবো ভৃশম্ ॥২২

দ্বিপ্রোষিতস্য দীর্ঘস্য প্রবাসে চারি বর্ষতাঃ।
উৎসুকা দর্শনে ভ্রাতুঃ কুন্তিরস্তি তথা পৃথা ॥২৩

কৃষ্ণাপি চ পাঞ্চালী সদা কৃষ্ণপরিগ্রহঃ।
দ্রষ্টুকামা প্রতীক্ষতে পুত্রান্ বিবাসকর্ষিতান্ ॥২৪

স ভবান্ পাণ্ডুপুত্রাণামাজ্ঞায়েহতু যা চিরম্।
যথাং সহপ্রযাণায়েতরা ত্বরং যথা ॥২৫

অজিনবুদ্ধিমান্ বিদুর বিনয়সহকারে পাণ্ডবের ও কৌরবের মঙ্গলের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন ॥১৫

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি পুত্র ও ও অমাত্যগণের সহিত আমার কথা শুনুন; মহারাজ! পুত্র, অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত প্রীতিসহকারে পুনঃ পুনঃ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে নরাধিপ! আপনার সহিত সমস্ত স্থাপিত হওয়ায় তিনি খুবই আহ্লাদিত হইয়াছেন ॥১৬-১৭

এইরূপ পাণ্ডুপুত্রগণের মহাপ্রাজ্ঞ তীব্রও সমস্ত কৌরবগণের সহিত আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥১৮

অন্যান্য আপনার প্রিয় সখা মহাবুদ্ধিমান্ জ্ঞেয়গণ আপনাকে আদিসহ জানাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥১৯

হে পাঞ্চালরাজ! আপনার সঙ্গে সমস্তপুত্রে আবদ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত কৌরবগণের সহিত নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন ॥২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তি তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলে মনে হয় না, যত প্রীতিকর হইবে আপনার সহিত মিলনে ॥২১

এই কথা জানিয়া আপনি পাণ্ডুপুত্রগণকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিন। কৌরবগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্যই খুবই ব্যগ্র হইয়াছেন ॥২২

এই বনবাসে পাণ্ডুপুত্রগণও অনেকদিন হইল প্রবাসে রহিয়াছেন, তাঁহারাও পৃথার সহিত হস্তিনাপুর দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিবেন ॥২৩

সকল কুরুনারীগণ, হস্তিনাপুর নগরের ও রাজ্যের সকল মানুষই পাঞ্চালরাজকন্যা কৃষ্ণাকে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥২৪

সুতরাং আমার এই অনুরোধ যে, আপনি পত্নীর সহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে শীঘ্র হস্তিনাপুর গমনের অনুমতি দিন ॥২৫

বিশ্বকৈশ্চ যথা রাজন্ পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
অতোঽন্যৈঃ ক্ষেত্রিয়কৃদ্ভি র্নৃপভিশ্চ পরন্তপ।
আগমিষ্যন্তি কৌন্তেয়াঃ সুহৃদো চ সহ কৃষ্ণয়া ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি
বিদুরতীর্থগমনযাতে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ২০৫

হে রাজন্! আপনি অনুমতি করিলে আমি কৃষ্ণার সহিত সুহৃদ ও সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শীঘ্রগামী দূতসমূহ প্রেরণ করিয়া যাইতেছেন ॥২৬

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকর্তৃক বিদুরাগমন-রাজ্যলম্ভপর্বে বিদুরতীর্থগমন-যাত্রাবিষয়ক পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবানয়নবিষয়ক, অর্দ্ধরাজ্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিদুরের সহিত পরামর্শ, কৃষ্ণ-বলরামাদির সহিত পাণ্ডবগণের আগমন]

জনমেজয় উবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বিদুর ভাষতে।
যথাপি পরমো ধর্মঃ সত্যেনৈবেহ দৃশ্যতে ॥১
তথাপ্যেষ সুতস্নেহাৎ তমসাভিপ্লবাত্মকঃ।
ন তু তাবদ্বলা দুষ্টমেতদ্ বক্তুং বচো হিতম্ ॥২
যদা তু সভয়ে ঘোরঃ কুরূণামুদপদ্যত।
ভীষ্মদ্রোণার্জুনৈ চৈব হতৈ চ পুরুষর্ষভৈ ॥৩
রাম-কৃষ্ণৌ চ দুর্ধর্ষৌ তদা সঙ্কর্ষণে পাণ্ডবাঃ।
এতৌ হি পুরুষব্যাঘ্রৌ বিদিতৌ তে বলৌ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমাহ বাসুদেবশ্চ বাক্যজ্ঞঃ পরবীরহা।
যথা চক্রুশ্চ তে শ্রীমান্ তৎ তথৈবাভবদ্ যথা ॥৫

বাসুদেব উবাচ।

ভবান্ মাতুরথৈ বাক্যমুক্তবান্ সর্বধর্মবিৎ ॥৬

কৃষ্ণ উবাচ।

যথৈব ভরতে রাজ্যং পাণ্ডোঃ পুরুষসত্তম
প্রাপ্তবান্ মহাবাহুঃ স দুর্বিষিক্ষা যথা ॥৭

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরে আগমন, অর্দ্ধরাজ্য পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতিপূর্বক কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বারকায় গমন।

জনমেজয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্রর্ষে! আপনি আমায় যথার্থই বলিয়াছেন, হে প্রভো! আপনাদের সহিত সমস্ত কথাতেই আমার সন্দিহান হইয়াছি ॥১

কিন্তু সমরে কিরূপে যাইবে? ইহাদের অবশ্যই উচিত। কিন্তু আমি সেবিষয়ে ইহা বলিতে পারি না। কুরুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এবং ইহাদের বিদ্যাবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ ও বয়স্ক কৃষ্ণ ও বলরাম—ইহারা সকলে যখনই যাইতে চাহিবেন, তখনই যাইতে পারিবেন ॥২-৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! সেবকগণের সহিত আমরা সকলে আপনার অধীন। আপনি যখনই প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে যাহা অনুমতি করিবেন, তখনই তাহা করিব ॥৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বাসুদেব বলিলেন—"যাহাই আমার কাছে উচিত মনে হইয়াছে। বরং সর্বধর্মবিৎ ভ্রাতা যাহা উচিত মনে করেন, তাহাই হইবে" ॥৬

যথৈব হি মহারাজাঃ কৌন্তেয়া মম সাম্প্রতম্।
তথৈব বাসুদেবস্য পাণ্ডুপুত্রা ন সংশয়ঃ ॥৮
ন হ্যন্যং প্রাপ্নুবন্তি কৌন্তেয়াঃ পাণ্ডুপুত্রা দুর্ধর্ষিণঃ।
যথৈবাং পুরুষব্যাঘ্রঃ কেশবো যাদবো গতিঃ ॥৯

(বৈশম্পায়ন উবাচ।

পৃথাপ্যেবং তথা বেদ প্রবিবেশ স্বয়ং পুরীম্।
পাদৌ স্পৃষ্ট্বা পৃথায়াস্তু বিদুরঃ ক মহীং গতঃ ॥
দৃষ্ট্বা তু বেদনা কুন্তী তমুবাচ চ দুর্মুখম্।

কুন্ত্যুবাচ।

বৈচিত্রবীর্য্যে যে পুত্রাঃ ক্ষত্রধর্মোপজীবিনস্তব।
তৎপ্রধানাস্তথা পুত্রা ব্রাহ্মণ্যং ন তু মে প্রিয়ম্।
দুর্ধর্ষিস্তরতে পুত্রান্ যত্র বা তত্র বা পুনঃ।
ক্ষিপ্রং ধর্মেণ পুত্রান্ মে কুরুষ্বেতি চ।

তব পুত্রাস্তু জীবন্তি ন তু ধর্মেণ তদ্বচঃ।
যথা পাণ্ডুসুতঃ পুত্রানবিশঙ্কং ধর্মেণ বৈ।
তথৈব তব পুত্রাস্তু যদা তান্ দুঃখিতান্।
দুঃখান্তে যদুঃ প্রাপ্তা তদা প্রাপ্যন্তি তে ফলম্।
অতঃ পরং ন জানামি কর্ত্তব্যং ভ্রাতৃমর্দ্দনি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্তা দুঃখার্ত্তা শুশোচ চ পরন্তপা।
প্রবিবেশাত্মবীর্য্যেণ কক্ষা বা শোচ ইতি ভারত ॥

বিদুর উবাচ।

ন বিদ্যন্তি লোকেষু তব পুত্রা মহাবলাঃ।
মহিষৈর্ভূরিভারৈর্যে ভোক্ষ্যন্তি ভুবং মহীম্।
যাদবৈঃ সহিতাঃ সর্বৈর্যেষাং ভুজবলাশ্রয়ঃ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি ধীর ব্যবহার পুরুষব্যাঘ্র এই সময়ে যাহা করা উচিত মনে করেন, আমিও তাহাই উচিত মনে করিতেছি। আমার নিকট যেমন দুর্যোধনপ্রমুখ এখন যেমন প্রিয়, বাসুদেবের নিকটও তাঁহারা তেমনই প্রিয়—ইহাতে সংশয় নাই।৭-৮

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কেশব পাণ্ডবগণের যেরূপ হিত চিন্তা করেন, দুর্যোধন দুঃশাসনও সেরূপ হিত চিন্তা করিতে পারেন না।৯

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। বিদুর এখন পৃথার মুখে প্রবেশ করিয়া কুন্তির চরণ স্পর্শ করিলে পৃথা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করত কহিলেন। কুন্তী তখন দেবরকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ শোক করিতে লাগিলেন।

কুন্তী বলিলেন,—হে বিচিত্রবীর্য্যনন্দন। আপনি আপনার এই পুত্রগণকে কোন ক্রমেই ধারণ করিতে পারিতেছেন। অতএব আপনিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাই তাহারা পুনরায় আপনার হাতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে। সন্তান যেখানেই যাউক

না কেন, স্বয়ং দেবরূপ নিজ সন্তানকে শুধু চিন্তার দ্বারাই রক্ষিত করিয়া থাকে; সে জানত। যেমনই আপনি দূর হইতে শুধু মনের চিন্তার দ্বারাই আপনার এই পুরুষগণকে কুশলে রক্ষিত রাখিয়াছেন। রাজা যেমন যোদ্ধিগের রাজ্যগুলির পালন করে, তেমনই আমিও আপনার সন্তানগুলিকে রক্ষা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত যত প্রাপ্তব্যকে লাভ পাইয়াছি, এখন আমার কি কর্ত্তব্য আমি জানি না, তাহা আপনিই জানেন।"

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কুন্তী দুঃখার্ত্তা ও আতুরা হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। হে ভারত। তখন বিদুর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আপনি শোক করিবেন না"।

বিদুর বলিলেন,—মহাবলশালী আপনার পুত্রগণ সংসারে কখনও বিনষ্ট হইবে না। অতিরিক্তকালের মধ্যেই তাহারা নিজ আত্মীয়বর্গের সহিত যাদবগণ লাভ করিবে। হে ভারত! আপনি শোক করিবেন না।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সমনুজ্ঞাতা দ্রুপদেন মহাত্মনা।
পাণ্ডবাস্তৈঃ কৃষ্ণশ্চ নিশ্যক্ষ্য যযুঃ পুরে ॥১০
আদায় দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং সুস্নুষাং চৈব ধর্মবিদাম্।
নন্দিঘোষং রথং কৃষ্ণ আরুরোহ মহাবলঃ ॥১১
(সুবর্ণকক্ষ্যাযোক্ত্রেষাং সুবর্ণাষ্টপরিষ্কৃতম্।
আদ্যুক্তপরিষাহাণাং প্রতিকেতোঃ সুতান্ত্রম্ ॥
অবিষ্টিতাম্ আধারৈঃ সর্বশস্ত্রসমন্বিতাম্।
সহস্রং রথিনো যস্য পরমাস্ত্রবিদাং বরাঃ ॥
যমাবাহ্য সহস্রং বৈ সুবর্ণমণিচিত্রিতম্।
চতুর্যুক্তং জাম্বুনদৈঃ পতাকাভিঃ প্রদীপ্তবৎ ॥
সুবর্ণপরিবর্হাণাং বরাশ্বানাং মনোজবৈঃ।
আজাত্যবাহৈঃ পঞ্চাশৎ সহস্রং প্রদদৌ নৃপঃ
সাদীনামভবদ্ যস্য প্রদদৌ যদ্ধনং বসু
তদ্ধঃ সহস্রং দাসীনাং প্রদদৌ যদ্ধনং বসু ;

হৈরণ্যানি পতাকানাং ত্রয়ং চক্রে মহাযশাঃ।
ত্রয়াণি চামরাণি চ সোপবীনি
পৃথক্ পৃথক্ চৈব শতং চ কোটিঃ
পাঞ্চালরাজঃ পরমপ্রহৃষ্টঃ ॥
শিবিকানাং শতং পূর্ণং যাধ্যং পঞ্চশতং বশম্।
এতদেতানি পাঞ্চালো ধনার্থে প্রদদৌ বসু ॥
যচ্চকাশি পাঞ্চালা আজিমেয়ং তু যৌতুকম্।
দুষ্টাত্মানো যথৌ তত্র তদ্বিনীতঃ কৃষ্ণ জয়ন্ত ॥
যানমাস্থায় মহতীং কুবেরাণামিব শ্রিয়ম্ ॥)
প্রস্থাপ্য তাপ্যাংস্তান্ বীরান্ কৃতাস্ত্রান্ জয়তাং বরান্।
প্রতিগ্রহায় পাণ্ডূনাং প্রেষয়ামাস কৌরবান্ ॥১২
বিদুরঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞং চিরমেবং কাঙ্ক্ষিতম্।
ভ্রাতৃংশ্চ পরমপ্রীতঃ পৌরজানপদেষু চ ॥১৩
তৈস্তে পরিবৃতা বীরাঃ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
প্রযযুঃ হস্তিনপুরং শক্রেণ প্রহিতেন তু ॥১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর মহাত্মা দ্রুপদের অনুমতি লাভ করিয়া পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ এবং বিদুষী কৃষ্ণা ও দ্রৌপদী সুষাকে লইয়া রথে চড়িয়া আনন্দে বিহার করিতে করিতে সুখে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন ।১০-১১

(রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে এক হাজার দাসী দিলেন, যাহাদের পিঠে সোনার চাকতি ও গলায় সোনার অলঙ্কার ছিল এবং যাহাদের মুখ হইতে মদ ক্ষরণ হইতেছিল; যাহারা সকল অঙ্গেরই সুশ্রী ছিল; যাহাদের পরিচালক সকলে প্রত্যেক হাতে সোনার অঙ্কুশ ছিল এবং যাহারা বাহুমূলদেশে সোনার ভূষিত ছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহারা তাঁহাদিগকে পাঁচ হাজার উত্তম বর্ণ অশ্ব দিলেন, যাহাদের প্রত্যেকটী রথ সুবর্ণ ও মণিমুক্তায় চিত্রিত এবং চারিটী অশ্বে যুক্ত ছিল. , তিনি পঞ্চাশ হাজার উৎকৃষ্ট জাতীয় ঘোড়া দিলেন, যাহারা সুবর্ণ পরিচ্ছদে ও জোড়া চামরমালায় শোভিত ছিল। রাজা জোড়া অলঙ্কারে সজ্জিত দশ হাজার দাসী এবং এক হাজার জোড়াবলদবাহী যান দিলেন। পাঞ্চালরাজ পরম আনন্দিত হইয়া পুরোর্থে ধনরাশি, যান ও পরমসুন্দর, অন্যান্য দ্রব্য ও যৌতুক দিলেন, যাহাদের প্রত্যেকেরই মূল্য এক এক কোটি। দ্রুপদ-কন্যার জন্য পাঁচশত বাহকের মাথায় এক শত পাত্র ছিল। যে ভাবে দুষ্টাত্মা শত্রু পাঞ্চালীকে লইয়া চলিলেন। তখন চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র কুন্তীপুত্রি হইতে লাগিল।)

রাজা দ্রুপদ বীর পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য কৌরবগণকে প্রেরণ করিলেন। যে ভাবে তিনি মহাত্মা বিদুর, চিরদর্শনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃগণ এবং পৌরজানপদের কুশল পাঠাইলেন ।১২-১৩

তৈরিয়া পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত ইন্দ্রপ্রেরিত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ।১৪

(পাণ্ডবানাগতান্ দৃষ্ট্বা নগরস্থ কুরুসত্তমাঃ
বভূবুর্হর্ষসংযুক্তা দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি বাদিনঃ ।

যুক্তপুষ্পাবকীর্ণং তজ্জলসিক্তং সু সংস্কৃতং ।
দৃষ্টিপ্রিয়মুপেয়ং সর্বপৌরজনাবৃতং ।

পতাকাভিরনেকাভিঃ পুরমধ্যং বিভূষিতং ।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ নানাবাদ্যসমাকুলং ।)

কৌরবেণ নরব্যাঘ্রঃ কৌশলাদভিরক্ষিতঃ ।
তত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সোঽনুচুর্বিজয়ং নৃপং ॥১৫

তত উচ্চাবচা বাচঃ শ্লৌক্যৈঃ প্রিয়চিকীর্ষিভিঃ ।
উদীরিতা শুশ্রুবুস্তে পাণ্ডবা জয়তামিতি ॥১৬

অথ দ পুরুষব্যাঘ্রঃ পুরমধ্যমিতি স্মরন্ ।
যো মঃ বাসিব সাগরেণ বর্ধন্ পরিবভূবি ॥১৭

অথ পাণ্ডুর্মহাতেজা মহাদ্রিরিব দুর্গমঃ ।
আবভৌ প্রিয়মাণঃ স্ত্রীপুংসাং দিবমাপতন্ ॥১৮

কিং নু নাম কৃতং তাভ্যাং তপোভির্নিয়মৈরুত ।
যাভ্যাং নু মানুষে লোকে নাস্তি সদৃশো মমাপি যঃ ॥১৯

ইতি যজ্ঞে ইতি হুতে বিবাহে ঽথ মহাত্মনঃ ।
ইতি বিষ্ণোশ্চ বপুষঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবং পরম্ ॥২০

তাবতে মুদ্রয়াঞ্চক্রুঃ কৌরবং চ মহাত্মনঃ ।
অন্তরাচ্চ তদাপাং চক্রুঃ পাণ্ডবিনন্দনম্ ॥২১

কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ তদা
কুন্তিপুত্রায় যেনুস্তে দুহিতৃভ্যঃ সমন্ততঃ ॥২২

(দুর্যোধনস্য মহিষী কাশিরাজসুতা তদা ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বধূভিঃ সহিতা তদা ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়ত্রাস্য দ্রৌপদ্যাঃ প্রীতিবর্ধনাম্ ।
পুরস্কারং পুরস্কৃত্য পাণ্ডবৈরেবমব্রবীৎ ॥

ধারণের দ্বারা পরিশোধিত হইয়া সেই সমাবেশ বীরগণ ধীরে ধীরে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ।১৪

(এদিকে পাণ্ডবগণ আসিতেছেন শুনিয়া কৌরবগণও মহাসমারোহে সমস্ত হস্তিনানগরকে সাজাইলেন। তাহারা হাটবাজারসমূহ রমণীয় করিয়া পুষ্পের দ্বারা আকীর্ণ, জিয়া ধূপে ধূপিত ও বিবিধ প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পতাকা ও তোরণের দ্বারা পরিশোভিত করিলেন। মধ্য ও শেষার বিবাহ এবং যাজ্ঞসেনির হস্তিনাপুর নগর অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।)

অনন্তর কৌরবেরা নগর হইতে শীঘ্রগামী হইয়া নির্গত হইতে লাগিল। প্রজাগণের শোক ও দুঃখবিনাশকারী সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ নগরে প্রবেশ করিতে করিতে বিভিন্নী প্রজাগণের বিভিন্নপ্রকার জয়ধ্বনিসমূহের কথা শুনিতে লাগিলেন ।১৫-১৬

কৌরবগণ বলিলেন,—"এই সেই পুরুষব্যাঘ্র বর্ষাকালে ভূমিস্থ পুরুষের আসিতেছেন, যিনি জলসিঞ্চনে বীজ আমাদিগের ন্যায় বর্ষাগমনে পালন করিতেন ।১৭

যিনি পাণ্ডুর মহাতেজা মহাদ্রির ন্যায় দুর্গম। আবভৌ প্রিয়মাণঃ স্ত্রীপুংসাং দিবমাপতন্ ॥১৮ কিং নু নাম কৃতং তাভ্যাং তপোভির্নিয়মৈরুত ॥১৯ যাহা হইতে মানুষ লোকে আমাদিগের মধ্যে কেহই ইহার সমান নহে। ইতি যজ্ঞে ইতি হুতে বিবাহে ঽথ মহাত্মনঃ। ইতি বিষ্ণোশ্চ বপুষঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবং পরম্ ॥২০ তাহাতে মুদ্রয়াঞ্চক্রুঃ কৌরবং চ মহাত্মনঃ। অন্তরাচ্চ তদাপাং চক্রুঃ পাণ্ডবিনন্দনম্ ॥২১ কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ তদা কুন্তিপুত্রায় যেনুস্তে দুহিতৃভ্যঃ সমন্ততঃ ॥২২ (দুর্যোধনস্য মহিষী কাশিরাজসুতা তদা। ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বধূভিঃ সহিতা তদা। পাণ্ডবানাং প্রিয়ত্রাস্য দ্রৌপদ্যাঃ প্রীতিবর্ধনাম্। পুরস্কারং পুরস্কৃত্য পাণ্ডবৈরেবমব্রবীৎ ॥

করিলেন ।১৮

যাহা হইতে মানুষ লোকে আমাদিগের মধ্যে কেহই ইহার সমান নহে। যাহা হইতে আমাদের এমন কোন প্রিয় কার্য্য নাই, যাহা সম্পন্ন করা হয় নাই ।১৯

যান, যোগ প্রভৃতির দ্বারা যদি কোন উপায় আমরা করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলস্বরূপ পাণ্ডবগণ এই নগরে শত বৎসর অবস্থান করুন ।২০

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা ভীষ্ম এবং অন্যান্য পূজনীয় কৌরবগণের চরণ বন্দনা করিলেন ।২১

আপন নগরবাসী সজ্জনের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা পুরবাসী অনুমতি অনুসারে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিলেন ।২২

(দুর্যোধনের মহিষী কাশিরাজদুহিতা অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবধূগণের সহিত দ্রৌপদীকে অভিনন্দনীয়া

ততস্তে তত্র গান্ধার্যাঃ শ্রবণে দুষ্কৃতং মহৎ।
আশিষশ্চ প্রযুক্তাঃ বৈ পাণ্ডবানাং পরিষদে॥
পরিষজ্য চ গান্ধারী দুষ্কৃতাং কৃষ্ণসংশ্রবাৎ।
পুত্রাণাং তব পাঞ্চালী দদর্শ নিধনং তদা॥
সা চিন্তা বিদুরং প্রাহ বুদ্ধিমন্তং মনস্বিনী॥

গান্ধার্যুবাচ।

কুন্তীং গচ্ছন্তু ভদ্রং তে পৃথুং পৃথুপরিচ্ছদাঃ।
পাণ্ডবাস্তিষ্ঠন্তু ক্ষিপ্রং নৈতদ্ধি ন ভবেদ্ভুবি॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা বিদুরো ধর্মকোবিদঃ।
ধনঞ্জয়ং তথা কুন্তীং প্রাহ ভারতসত্তমঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বৈব তদা কুন্তী ভারতানাং পরন্তপা॥

পুত্রবাক্যানুরক্তার্থং গান্ধার্যাঃ পাণ্ডবাংস্তদা।
নারদায় চ শৈনিভ্যাশ্চ পূজয়ন্তি স্ম পাণ্ডবম্॥
তীর্থৈশ্চ হোমযজ্ঞৈশ্চ তথৈব ব্রাহ্মণৈঃ সহ তদা।
পাণ্ডবান্ দুষ্টরাষ্ট্রস্য তদ্ধর্মার্থবিবক্ষয়া॥
এবং বিহরতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
মেরুঃ সর্বস্য কার্যস্য বিদুরো ধর্মদর্শনাৎ॥)
বিজ্ঞায়ান্তে মহাত্মানং ক্ষত্তারং কালমোহনাৎ।
আজুহাব ধৃতরাষ্ট্রো রাজা পাণ্ডবমেব চ॥

(ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

আকৃতিঃ সহ কৌন্তেয় নিবোধ বচনো মম।
(পাণ্ডুনা বহিতঃ রাজ্যং পাণ্ডুনা পালিতং

জগৎ॥

তাহা যথন করিয়া লইলেন এবং গান্ধারীর তাহা সমাপন পূর্বক পাঞ্চালীকে পূজা করিলেন।

অনন্তর কুন্তী কৃষ্ণার সহিত গান্ধারীর চরণ বন্দনা করিলেন। গান্ধারী কৃষ্ণাকে আশীর্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

তিনি কমলনয়না কৃষ্ণাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই পাঞ্চালী আমার পুত্রগণের মৃত্যুকারণই হইবে। তখন পুত্রশোকাকুলা গান্ধারী ইহা চিন্তা করিয়া বুদ্ধিপ্রবর্তকপূর্বক বিদুরকে বলিলেন।

গান্ধারী বলিলেন,—হে ভদ্র! তুমি যদি উচিত মনে কর, তবে শোকাকুলচিত্তে বিলুণ্ঠিত কৃষ্ণার সহিত কুন্তীকে শীঘ্রই পাণ্ডুর আবাসে লইয়া যাও। তাহারা, যজ্ঞ, মৃগয়া ও তিথি দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাণ্ডুরাজ্যে লইয়া যাও, যাহাতে সে জানিতে পারে, আমি পুত্রগণের সহিত নিজ কুলেই বাস করিতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভদ্রা বিদুর 'তাহাই হইবে' বলিয়া গান্ধারীর পরামর্শানুরূপ ব্যবস্থাই করিলেন। তখন ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন পাণ্ডবগণকে পুনঃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

মেধাবী ঋষিগণ এবং নাগরিকগণও তাঁহাদের অর্চনা পূজা করিতে লাগিলেন। তীর্থ, হোম, যজ্ঞ ও পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণের প্রতি অতিথির ন্যায় সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইভাবে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে বিহার করিতে লাগিলেন। বিদুরই তাঁহা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তাঁহাদের সকলপ্রকার পরিচালনা করিতে লাগিলেন।)

মহাবলী মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইভাবে কিছুদিন বিশ্রাম করিবার পর একদিন ধৃতরাষ্ট্র ও মন্ত্রণাকুশলগণ তাঁহা (উভয়ে পরামর্শ করিয়া) পাণ্ডবগণকে ডাকাইলেন।

(ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—) হে কৌন্তেয় যুধিষ্ঠির!

স্বয়মাত্মন কৌন্তেয় মম ভ্রাতঃ ধনঞ্জয়ঃ।
কৃষ্ণয়া সহিতঃ কর্ম নিত্যমেব বিশাম্পতে ॥
তস্মাৎ যদপি কৌন্তেয় শাশ্বতং ধ্রুবং ন চিরম্।
মম পুত্রা ধ্রুবাস্থানো দর্পাদজ্ঞানকৃতাঃ।
শাশ্বতং ন ভবিষ্যন্তি মম নিত্যং ধৃতিস্তব ॥
যদর্থমিন্দ্রিয়ৈর্নিত্যমর্থৈর্ত্বং বাধসে ধৃতিঃ)
পুনর্বো বিগ্রহো মা ভূৎ খাণ্ডবপ্রস্থবাসিনে ॥২৯
ন চ বো ধনসম্ভূত ক্ষত্রিয়ক্ষয়ঃ প্রজাধিপ।
সংরক্ষ্যমাণাঃ পার্থেন ত্রিদশানিব বজ্রিণা ॥২৯
অর্ধং রাজ্যস্য সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থবাসিনে।
(দুরুক্তাক্ষ উবাচ
অধিযজ্ঞস্ত্বয়া ভূয়ান্ মমাসীদ্ যো ন চিরম্।
অধিরিক্তং ক্ষয়ং মন্যে অস্য বৈ কুরুনন্দন ॥

ব্রাহ্মণা বৈশ্যমুখ্যাশ্চ ক্ষেত্রিয়ুখ্যাশ্চ সর্বশঃ।
আয়ুষ্কামাঃ প্রকুর্বন্তো যাজনান্ত বিশেষতঃ ॥
পুণ্যাহঃ বাচ্যতাং তাত গোসহস্রং তু দীয়তাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ বিপ্রেন্দ্রো দীয়তাং সহদক্ষিণঃ ॥
অক্ষয়ে মুহূর্তে কতঃ হস্ত্যশ্বরথসাদনম্ ॥
মুক্তাবলীশ্চ হারাশ্চ নিষ্কাশ্চৈব হিরণ্ময়ি চ।
কটিবন্ধাশ্চ মুকুটা যদ্যৎস্যবিবন্ধনম্ ॥
অষ্টৌ তানি সহস্রাণি তু ব্রাহ্মণানিতি গণ্যতাম্।
ব্রাহ্মণৈর্দশভিঃ ক্ষীরমেকস্তু পুরুষর্ষিভিঃ ॥
অভিষেকোদকৈরিষ্টঃ সর্বাঙ্গেষু ভূমিপম্।
ঔদুম্বরোপবিষ্টঃ সিংহচর্মবরাজিনম্ ॥
পূর্বমভিমুখিনৈব শ্বেতাগ্রেণ পোষিতম্।
অন্তরিক্ষ বিমানস্থো দুরুক্তাক্ষ নৃপেক্ষুবা ।

ব্রাহ্মণের মহিত আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুন। (কৌন্তেয়! আমার ভ্রাতা মহাবল পার্থই এ রাজ্যের সমৃদ্ধিসম্পাদন করিয়াছিল এবং রাজন্! সে আমার আদেশ গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী শাসন করিয়াছে। সে সর্বথাই তুমি কর্ম সম্পাদন করিয়াছে। সুতরাং হে কৌন্তেয়! তুমিও যেরূপ রাজ্য শাসন কর—ইহাই আমার ইচ্ছা। হে যুধিষ্ঠির! আমার পুত্রগণ দুরাত্মা এবং কর্ম ও অজ্ঞানের ঈশ্বর। অতএব পার্থপুত্র, নিত্য যদিও পুত্রগণের সহিত) পুনরায় তোমার বিরোধ না হউক—এইরূপ আমি বলিতেছি, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর।২৯

যেখানে তুমি বাস করিবে কেহই তোমাকে পীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। রাজন্! পূর্বলোকে দেবরাজকর্তৃক দেবগণের রক্ষণের ন্যায় পার্থ অর্জুন নিজ বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিবে। সুতরাং হে যুধিষ্ঠির! তুমি অর্ধরাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর।

(দুরুক্ত) বলিলেন,—হে অক্ষ! তুমি অভিষেকের প্রধানরূপে আহরণ কর। আমি অক্ষ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিব। বেদবিদ্ ঔদুম্বরীয় ব্রাহ্মণগণকে, ঋষিকল্পদিগকে, প্রজা ও জাতিগণকে নিমন্ত্রণ কর। পুণ্যাহবাচন করাও ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণার সহিত একসহস্র গাভী এবং মুক্তা মুক্তা গ্রাম দান কর। হে অক্ষ! অক্ষয়, মুকুট এবং হস্ত্যশ্বরথসমূহ লইয়া আইস। মুক্তাবলী, হার, নিষ্ক, সুবর্ণ, কটিবন্ধ, উষ্ণীষবন্ধনযোগ্য বস্ত্র, ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত এই রাজ্যের আট হাজী, পুরাণজ্ঞানসম্পন্ন কর্তৃক ক্ষীরের দ্বারা আনীত সর্বাঙ্গের প্রভৃতি অভিষেকের প্রধানদ্রব্য আহরণ কর। তখন অভিষেকস্থলে প্রাক্, যাহার অগ্রভাগসকল পূর্বদিকে আরোপিত, সর্বাঙ্গভাগে বিভূষিত, শ্বেতবর্ণের গৌরিক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত যুধিষ্ঠিরের উপর পূর্বদিকে

দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং কৌন্তেয়মজাতশত্রুং যুধিষ্ঠিরম্।
শ্রীমান্ শ্রীমন্তং যদা প্রত্যনন্দত্ পূর্ব্বে তদা॥
পাণ্ডোঃ কুরূণাঞ্চ রাজ্যং লব্ধা যশশ্চ চ।
প্রতিনিধায়াকৃতধিয়ং ধৃতিস্তি ন সংশয়ঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তীর্থো ব্রোণঃ কৃপঃ কর্ণঃ সাধু সাধ্বিত্যথাব্রবীৎ।

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

যুক্তমেতন্মহারাজ কৌরবাণাং যশস্করম্।
পিতামহৈশ্চ রাজেন্দ্র ত্বয়াক্তং কর্ম্ম পূর্ব্বকম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা বার্ষ্ণেয়স্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
অথাব্রবীৎ পুনস্তাংশ্চ তানেবাপ্তান্ কৌরবঃ॥
তস্মিন্ কর্ম্মণি মহারাজ কৃতবৈশ্যাবতংসকে।
আগতা মুনিভিঃ সার্দ্ধং পৃথিব্যঃ সপ্ত সপ্তধা॥
দুর্ব্বাবদ্ধিভিক্তাঃ সরিতো ব্রাহ্মণৈর্হেমপাত্রকৈঃ।
তাভিরাপ্লাবিতং বিপ্রৈঃ কৌরবাণাং কুলং তদা॥
কৃপো দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ যৌযুৎসো যাজকেক্ষবৌ।
যাজ্যাঃ সোমশ্চ সাত্যুর্বেদমুখ্যাশ্চ তে॥
অভিষেকং তদা চক্রুর্ভূমীশং মুদান্বিতম্।
তিস্রো হ পৃথিবীঃ কৃৎস্নাঃ বশে কৃত্বা নরর্ষভাম্॥
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
প্রাপ্য স্বধর্ম্মতন্ত্রাং দ্রোণস্তং যাজকৈঃ সহ॥
এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে আশীর্ভিরভিপূজ্য তম্।
দুর্ব্বাবদ্ধিভিক্তৈঃ কৌরব্য সরাজকপুরোহিতঃ॥
অভ্যষিঞ্চন্ সরাষ্ট্রো রাজা ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
সহদুর্ব্বাবদ্ধিভিক্তৈশ্চ পূজয়ঃ পূজকাংস্তদা॥
ঔপযাজ্যযাজ্যশ্চ বেদমন্ত্রৈশ্চ পেশিতাঃ।
যথাজ্ঞানুগতো রাজা মহেন্দ্র ইব দৈবতৈঃ॥

যারা ভিক্ষার যোগ্যপাত্র তারা হউক এবং বিপ্রগণকর্ত্তৃক 'জয়' শব্দের দ্বারা অভিনন্দিত এবং রাজগণকর্ত্তৃক স্তুত তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষিতানুচরগণ সকলেই আনন্দযুক্ত হউক। তুমি তুমি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডু যে রাজ্য জয় করিয়া আমাকে দিয়া উপকার করিয়াছিল, আমি যদি সেই রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করি, তাহা হইলে সেই উপকারের প্রত্যুপকার করা হইবে সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর—ইহারা সকলেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন।

শ্রীবাসুদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বপুরুষ; উহা কৌরবগণের যশোবৃদ্ধি করিবে। সুতরাং অতঃ আপনি আপনার কথা অনুসরণ শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করুন॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া বৃষ্ণিবংশ কৃষ্ণ তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অভিষেক করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন। মহারাজ! অভিষেকের সমস্ত প্রস্তুতি হইয়াছে, এমন সময় ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব কৌরবগণ সকলেই তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন॥

মহর্ষি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ এবং দুর্ব্বাবিল্বিক ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, যৌযু, যাজ্য ও বেদজ্ঞ এবং সোমদত্ত ও যাজ্যেষ্ঠ বেদত্রয়ীর অভিজ্ঞ বিদ্বান্গণকে সম্মুখে রাখিয়া—ইহারা সকলেই যজ্ঞস্থলে সংযতভাবে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করিলেন এবং "তুমি সমস্ত পৃথিবীকে

৯৮২ ভারতম্ (আশ্বমেধিক পর্ব

ততঃ প্রবিশ্যেষ্টিং বৈ যজমানোহন্বয়ম্ ।
প্রবিশেত ততো রাজা নাগরৈঃ পুরিতো বৃতঃ ।
মূর্ধাভিষিক্তং কৌন্তেয়মলঙ্কৃত্য যথাবিধি ।
যাজকাশিষ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্বে তে সহ বান্ধবৈঃ ।
আজ্ঞা শোকং তু পুত্রাণাং কৃষ্ণয়াস্তৈবাত্মনঃ পরম্ ।
সমরে বান্ধবানাঞ্চ কৃত্বাগ্র্যং সংস্কৃতঃ ।

কৃষ্ণাহ্নে উবাচ ।

অভিষেকং ত্বয়া প্রাপ্তং ভ্রাতৃণামক্ষয়াদ্গতিম্ ।
অদ্য ত্বমেব নৃপ কুরুরাজ্যস্য কৌরব ।
আদ্যঃ পুরুরবা রাজন্ নহুষশ্চ যযাতিরা ।
তথৈব নিষধশ্চ ত্বং ভরতান্বয়বর্ধনঃ ।
রাজধানীং তু সর্বেষাং শৌরসেনঃ প্রকাশতে ।
নিশাশিতং ধৃতিমতা ধর্মেণাস্মান্ বৃণক্তু চ ।

তস্মাৎ ত্বং ভারতশ্রেষ্ঠ পুরং রাষ্ট্রঞ্চ বর্ধয় ।
ব্রাহ্মণাং স্তর্পয়া হৈতৈঃ পুত্রাংশ্চ ভরতর্ষভান্ ।
যজস্ব মহতা যজ্ঞেনাপ্তদক্ষিণকেন চ ।
পুরং রাষ্ট্রং সহচরৈ র্বলবাহনৈঃ সমাবৃতম্ ।
ত্বমাদ্য রক্ষন্ কৌন্তেয় প্রাপ্তবান্ পরিবোঢ়বৎ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রতিগৃহ্য তু তদ্ বাক্যং নৃপঃ সর্বং প্রবাস্য চ ॥২৯
প্রবিবেশ পুরং শ্রেষ্ঠং বলং তদনুকর্ষতঃ ।
সর্বং রাজ্যং সম্প্রাপ্য ভারতপ্রবরাধিপঃ ॥২৭
তত্রস্থ পাণ্ডবাস্তত্র যথা কৃষ্ণপুরোগমাঃ ।
তথৈবাকুরুত তদ্ বৈ সর্বং ধর্মসুতাত্মজঃ ॥২৮
(বাসুদেবো জগন্নাথশ্চিন্তয়ন্নাস মানসম্ ।
মনোভিরিষ্টৈর্যোগেন বিবেশাত্মানমাত্মনি ॥

অতিরিক্ত দুষি প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছ। হে রাজন্ কৌরব! তুমি আজই চলিয়া যাও। হে মহারাজ! আদ্য পুরুরবা, নহুষ, যযাতি প্রভৃতি ভরতবিগণ যেরূপ রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, হে মহারাজ! তুমিও সেইরূপ রাজধানী গ্রহণ কর। এক্ষণে তুমিই বৃষ্ণিকুলের শ্রেষ্ঠ উহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তুমি ধর্মবলেই পুরী নির্মাণ করিয়া উহার সমৃদ্ধি বর্ধন কর। তোমার প্রতি অভিলাষঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকল প্রজাই তোমার রাজ্যে বিহার করিবে। হে বিশ্বাস ভূমিপতি! ঐ সকল এবং রাষ্ট্র বল ও বাহন সমূহ। সুতরাং হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান কর।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন মহারাজ পাণ্ডবগণ সকলে তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত অগ্রগামী প্রজাগণ পূর্বক নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥২৬-২৭

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া মনঃ ও সমাধান

অর্জ্জুন উবাচ।

বিশ্বকর্ম্মন্ আজ্ঞাপ্তো অস্মাভিস্ত্বং পুরা প্রভো।
ইন্দ্রপ্রস্থমিতি খ্যাতং দিব্যং হ্যমর-নির্ম্মিতম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জ্জুনস্যানুভাবাদ্ধি গত্বা বিশ্বকর্ম্মা তু কেশবম্।
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ কিং তে করোমীত্যব্রবীচ্চ হ॥

বাসুদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মাণমব্রবীৎ।

বাসুদেব উবাচ।

কৃষ্ণস্য কৃষ্ণরাজ্ঞায় ত্বমিন্দ্রপুরসন্নিভম্।
ইন্দ্রেণ রক্ষ্যমাণস্য নির্ম্মিহি ত্বং মহাপুরম্॥

ততঃ পূজ্য বিধিবৎ দেবেশং শার্ঙ্গিণং কৃষ্ণ মহাবাহুঃ।
নগরং মাপয়ামাস তৈর্দিব্যৈরদ্ভুতোপমৈঃ॥২৯

লক্ষয়ন্ত্যষ্টচক্রাণি সংবিধায়িতলক্ষণম্।
প্রাকারেণ চ সম্পন্নং দিব্যেনামৃত-গন্ধিনা॥৩০
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেন দিব্যশিল্পিকৃতেন চ।
ততস্তে তৎ পুরশ্রেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা॥৩১
দিব্যকাঞ্চনরূপ্যৈর্বাপি গৌরৈশ্চ পাণ্ডুরৈঃ।
ততস্তত্রচয়প্রখ্যৈর্গোপুরৈর্বিবৃতোপমৈঃ॥৩২
বিবিধৈরপি বিবিধৈঃ শতঘ্নীভিঃ সুসংবৃতৈঃ।
শক্তিভিস্তীক্ষ্ণধারাভিঃ সংবিধায়িতলক্ষণৈঃ॥৩৩
ভুশুণ্ডীপরিঘৈর্যুক্তং তথা গোবর্দ্ধনৈরপি।
তীক্ষ্ণদুর্গতমৈর্যন্ত্রজালৈশ্চ পরিবৃতম্॥৩৪
আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈঃ শুশুভে তৎ পুরোত্তমম্।
সুবিভক্তমহামার্গং দেবতাগৃহশোভিতম্॥৩৫

নগরের যে সময় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল, উহার চারিদিক্ সমভূমিস্থ বিস্তৃত এবং অগাধ জলে পরিপূর্ণ খাতসমূহের দ্বারা সুশোভিত ও গগনচুম্বী প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; প্রাকারটী পাণ্ডুবর্ণ মেঘ ও চন্দ্রের ন্যায় এমন সুন্দর ছিল যে, উহার দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রেতবধূ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরকে দেবতাদিগের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছিল।২৭-৩৯

উহা বিশ্বকর্ম্মকৃতচক্রের ন্যায় ঘোরতর ও বড় বড় অট্টালিকাসমূহে পরিবৃত ছিল, মেঘসমূহের ন্যায় সুশোভিত ও চন্দ্রাতপসদৃশ গোপুরসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত, নানাপ্রকার দুর্গের ও সর্ব্বদিকে পরিখা দ্বারা আবৃত ও শক্তিসমূহের দ্বারা এমন সুরক্ষিত ছিল যে, বিবিধ বর্ণসমূহের দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছিল।৩২-৩৩

উহাতে বহু অস্ত্রাগারসমূহ ছিল ও উহা ষোড়শপথ দ্বারা রক্ষিত ছিল এবং তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, ভুশুণ্ডী ও

বিহগৈশ্চাপি বিবিধৈঃ পাদপৈর্বহুরূপকৈঃ।
তৎ ত্রিদিবপ্রতীকাশং সর্বপুষ্পফলোপগম্ ॥৩৯

মেঘপুষ্পবিবাকাশে বিমলং বিদ্যুৎসমাবৃতম্
তত্র তত্র স্থিরে দেশে কৌবেরাস্ত বিশেষবৎ ॥৩৭

তত্তত্তে বনসম্পূর্ণাঃ বনাত্যন্তরোপমম্।
তত্রাজগ্মুঃ দ্বিজা রাজন্ সর্ববেদবিদঃ বরাঃ ॥৩৮

বিদ্যাতঃ বোচন্তি স্ম সর্বকামবিদুষা।
বনিতাস্তাবদূরস্থা নানাবিহগনাদিতাঃ ॥৩৯

সর্বপ্রাণিবিনির্মুক্তং নানারাত্রনিষেবিতম্।
উদ্যানানি চ রম্যাণি তত্রস্থ সরযূতঃ ॥৪০

আম্রৈঃ কাশ্যপৈর্নীপৈঃ শালৈঃ কিংশুকৈস্তিলকৈস্তথা।
পুন্নাগৈর্নাগপুষ্পৈশ্চ বকুলৈঃ পনসৈস্তথা ॥৪১

পাণ্ডরাম্রবরৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ মহাফলৈঃ।
অশোকৈঃ চম্পকৈঃ পুন্নাগৈঃ নাগপুষ্পকৈঃ ॥৪২

প্রাচীনামলকৈর্নীপৈর্বন্যজম্বীভিরেব চ সুপুষ্পিতৈঃ।
কদম্বৈঃ পাটলাভিশ্চ কুব্জকৈরিন্দুকৈঃ ॥৪৩

তরবীরৈঃ পারিভদ্রৈশ্চ বিবিধৈরেব চাঁশুকৈঃ।
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈর্নানাদ্বিজগণায়ুতৈঃ ॥৪৪

মত্তবর্হিণসঙ্ঘুষ্টৈঃ কোকিলৈশ্চ সনাদকৈঃ।
পৃথুশ্রোণীবিহগৈর্বিবিধৈশ্চ সদাযুতৈঃ ॥৪৫

অশোকৈশ্চিত্রপুষ্পাভৈঃ কর্ণিকারৈঃ।
বাসন্তিবিবাকিভিশ্চ পুর্ণাভিঃ পরমাভিঃ ॥৪৬

সুরভিবিবিধৈর্গন্ধৈঃ পক্ষোৎপলতর্পিতৈঃ।
হংসকারণ্ডবযুতৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ॥৪৭

ব্যাপ্তং বিবিধবাদ্যৈশ্চ পুণ্যগন্ধো মনোহরঃ।
তত্রাপি চ সমাসীনং মুনিমুগ্রং দদর্শ চ ॥৪৮

বহুজনের দ্বারা পূজিত হইয়া ঐ সরযূ অযোধ্যা শোভা পাইতেছিল ॥৩৭

সৌরবিক্ষিত মহাভাগবৃন্দ এবং নানা দিক্ হইতে বিভিন্ন বিভক্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ হৈম-বিমানযুক্ত সেই সরযূর শোভা বর্ধন করিতেছিল ॥৩৪

পাদ্মপুরাণে নানাপ্রকার প্রসাধনযুক্ত পরিশোভিত ঐ বিমানসমূহ সরযূ তীরে তারা শোভা পাইতেছিল ॥৩৬

ঐ সরযূ মধ্যে এক রমণীয় তত্ত্বদেশে বিদ্যাধরদিগের ন্যায় কুবেরের ঐশ্বর্য বিরাজমান ছিল ॥৩৭

উহা সরযূ নদীতীরে পরিপূর্ণ হওয়ায় কুবেরের অলকাপুরীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। হে রাজন্! সর্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ ও সর্বকামবিদ্ বণিকগণ নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়া আগমন করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥৩৮-৩৯

সর্বপ্রকার বিহঙ্গবিহীন পুরুষবর্জিত তথায় বাস করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। সরযূর তীরদেশে অনেক রমণীয় উদ্যান ছিল ॥৪০

ঐ সকল উদ্যান আম্র, আম্রাতক (আমড়া), কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, বকুল, পাঁঠাল, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, অশোকের পুষ্পফল এবং ফলভারাবনত বহু কুলের দ্বারা সুশোভিত ছিল ॥৪১-৪২

প্রাচীন আমলক, নীপ, অম্বোল, জম্বু, পাটল, কুবক, অতিমুক্তলতা, তরবীর, পারিভাদ্র এবং অন্যান্য নানা পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ এবং নানা পক্ষিবিহঙ্গবিধির পুষ্প ও ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। মত্ত ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিকুলের মধুর রবে এবং বর্হিণের ন্যায় বিবিধ বিহঙ্গসমূহের সকল উদ্যান পরিপূর্ণ ছিল ॥৪৩-৪৫

(চাতুর্বর্ণ্যসমাকীর্ণং নানৈঃ শিল্পিনিষেবিতম্।
উপযোগসমর্থৈশ্চ সর্বত্রোপঃ সমাবৃতম্॥
বিচিত্রমাল্যাভরণোপেতৈঃ নরনারীশতৈর্যুতম্।
মহামাত্রজনাকীর্ণং যোধিদ্ভিশ্চ বরৈর্বৃতম্॥
সর্বযন্ত্রবিমুক্তং চ ভাবিতং বিশ্বকর্মণা।
তৎ ত্রিবিষ্টপসঙ্কাশমিন্দ্রপ্রস্থং মহোচ্ছ্রয়ম্॥
পূর্বৈঃ সর্বগুণোপেতাং বিধিবাং বিশ্বকর্মণা।
সৌহৃদাদ্যমথিলৈঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥
কৃতস্বস্ত্যয়নঃ কারৈো ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
বৈশাখঃ পূর্বফল্গুন্যো মৌহূর্তিকপুরস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো রাজন্ কেশবেন মহাত্মনা।
যোধসাগরমুদ্ধূতং বাহুভ্যাং সন্তরন্নিব॥
বর্ধমানমুখৈর্বাক্যৈঃ প্রবিবেশ মহাত্মভিঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্॥

অবেক্ষ্য ব্রাহ্মণাঃ প্রীতাস্তে চ সর্বে প্রচক্রমুঃ॥
পুণ্যাহবাচনে যুধিষ্ঠিঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
উপযাতজনো রাজা ব্রাহ্মণার্থমথাহরৎ॥
কৃতমঙ্গলসংকারং প্রবিবেশ সুধাবৃতম্॥

প্রবিশ্য তৎপরং রাজা সংকারৈরভিপূজিতঃ।
পূজয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ কেশবেন যথাক্রমম্॥

ততস্তু রাজ্ঞঃ নগরং নরনারীগণাকুলম্।
সোধৈশ্চন্দ্র সমাকীর্ণং শক্রস্যেবামরাবতম্॥

তেষাং পুণ্যাহঘোষেণ রাষ্ট্রমাবিশতাং মহৎ।
পাণ্ডবানাং মহাকাব্যং শ্রীরিবমূর্তিমদ্বভৌ॥

তত্র তৈস্তৈর্মহারাজ্ঞো ধর্মতন্ত্রবিদাং বরৈঃ।
পাণ্ডবাঃ সমনুজ্ঞাতা যাগপ্রবরাদিভিঃ॥

অনেক চিত্রসমন্বিত, বিবিধশোভা সুশ্রিত বহুপর্যন্ত, বিবিধ প্রকার ধনপূর্ণ আরামে পরিশোভিত, পথ ও উদ্যানের স্থলে আরোপিত অতি সুন্দর লতাবিতানযুক্ত, হর্ম্য, প্রাসাদের এবং চত্বরযানের সমূহ সন্নিবেশে উহাগুলি সুরচিত ছিল। তথায় রমণীয়, সমবায়ক্ষম বিবিধ জনের বাস পুণ্যশ্রী ও উজ্জ্বল ছিল।৪০-৪৮

(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণে ইন্দ্রপ্রস্থ পূর্ণ ছিল, নানা শিল্পিগণে, উপযোগসমর্থা সমস্ত ভূমি, সর্বদিক আরামসমূহে, সর্ব ও নারীগণে, সমস্ত হস্তীসমূহে, ঘোড়, উট্ট, গর্দভ, ছাগ এবং সর্বপ্রকার সম্ভারসমূহে পরিপূর্ণ সেই নগরী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিলেন। বিশ্বকর্মা-কর্তৃক নির্মিত সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী স্বর্গের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। হে রাজন্! পুরুবংশীয়দের অধিপতি মহাতেজস্বী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া বেদজ্ঞদিগকে সম্মুখে রাখিয়া পুণ্যোদিত মৌহূর্তের অনুকূলসময়ে ব্রাহ্মণগণ ও কেশবের সহিত মহাত্মা যোধসাগরের বাহুদ্বয়-দ্বারা বিস্তীর্ণ সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে অভিনয় করিয়া ও স্তুতি করিতে লাগিল, রাজপথ জনসমাকীর্ণ এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণের সহিত যুধিষ্ঠির তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় রাজা যুধিষ্ঠির রাজোচিত রত্নসমূহে আহরণ করিয়া রাজমার্গ অতিক্রম করত নগরে প্রবেশ করিলেন —যেখানে সমস্ত মাঙ্গলিক কৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির রাজভবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সেই ব্রাহ্মণগণকে যথাক্রমে পূজা করাইলেন। তাহার পর বহু নারীগণ পূর্ণ সেই নগরী পুরবাসিজনের সমবৃদ্ধি এবং ঘোষগণের ঘোষণের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।)

মহারাজ! এইরূপ পুণ্যাহনিঃস্বনিত মহৎ পুরীতে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবগণের নিরতিশয় পরমানন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।৪৯

মহামতি ভীষ্ম ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক ধর্মানুসারে

পক্ষিণৈর্বহুবিধৈরিতস্ততঃ সর্বতঃ।
শুশ্রুবে তৎ বনোদ্দেশে নানৈর্ভোগবতী যথা ॥৫১

তত্রস্থ বিবর্ধাণঃ পুণ্যবিদ্যা বিদুষস্ত চ।
বৈশাম্পায়ন সম্পূজ্য বিদুষস্ত মহাধিয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সমাগম্য প্রস্থকালে কৃতক্ষণম্ ॥

ধৃষ্টিরির উবাচ।

তব প্রসাদাদ্ ধার্তেন রাজ্যং প্রাপ্তং ময়াধুনা।
প্রসাদাদেব তে বীর শত্রুঃ বাহুঃ নিপাতিতঃ ॥

তবৈব তু প্রসাদেন রাজসূয়ঃ ক্রতুর্মহান্।
পরিপূর্ণস্তথা চেষ্টঃ পাণ্ডবানাং তু ভারত।
আজ্ঞাপ্যাহং পিতা দেবো ন শশাক বিদ্বে যৈ যদা ॥

আর্য তু কৃতাং তস্মিন্ কালে তেষাং ক্রিয়াং প্রতি।
ধৃষ্টিরস্যুবাচেদং পাণ্ডবানাং মহাযশাঃ ॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

যৎপ্রসাদাদ্ধার্তরাষ্ট্রাৎ রাজ্যং প্রাপ্তং ময়াধুনা।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কথং ন স্যাৎ তব প্রভো ॥
ধার্তরাষ্ট্রা দুরাচারাঃ কিং করিষ্যন্তি পাণ্ডবান্।
অবেক্ষ্য পাণ্ডবং বহ্নিং দগ্ধা ধর্মসুতং যথা ॥
ধর্মপ্রধানং সংক্ষেপাদ্ ব্রাহ্মণাদ্ ভক্ত কৌরব।
অতৈব যাবতঃ ক্রিয়াকর্মস্থিতি সহসঃ ॥
ভবতা তত্ত্ব যাজ্যানি পাণ্ডবঃ কুরু তানি বৈ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণামভিবাদ্য মহামনাঃ।
উবাচ ভ্রাতরঃ যাজ্যা ধর্মজ্ঞানি নহুষস্য তে ॥

নকুল উবাচ।

ভ্রাতুঃ মুহূর্তমাত্রং ময়া প্রাপ্তক কেশব।
অন্যোন্য চাপি ন ভ্রাতঃ কুর্যুর্লোভেন ভারত ॥

যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণ এই সকলের সহিত পাণ্ডবগণ যাজনক্রমেই বাস করিতে লাগিলেন ॥৫০

মহাবলবান্ ভীমসেন শক্তিশালী পাঁচ ভাইয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া সেই স্থানে ভীমসেন নামক বায়ুপরিবৃত ভোগবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥৫১

(হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বিবর্ধণকে ও বৈশম্পায়নকে পূজাপূর্বক বিদায় দিয়া পরমবন্ধু কৃষ্ণিসন্তান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বিশাল বার্ষ্ণেয়! তোমার কৃপাতেই আমরা রাজ্য পাইয়াছি, হে বীর! তোমার প্রসাদেই অরিদম দুর্যশ শত্রুসমূহ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

হে মহাযশঃ সম্ভব! তোমার কৃপাতেই আমরা রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াছি। তুমিই পাণ্ডবগণের অনুষ্ঠানের পরিবর্তন। আমরা পাণ্ডুকে জানি না, তুমি আমাদের মাতা, পিতা ও ইষ্টদেবতা।

তুমি যাহা চাহিবে মনে কর, তাহা আমাদের দ্বারা করাইয়া লও। হে নিষ্পাপ! পাণ্ডবদিগের জন্য যাহা অতীব মনে হয়, আমাদিগকে তাহা আদেশ কর।

শ্রীবাসুদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি ধর্মানুসারে নিজ প্রভাবেই রাজ্য পাইয়াছেন। প্রভো! পিতৃপিতামহের রাজ্য আপনি পাইবেন না কেন?

কৃষ্ণাকুলসম্ভব দুরাচার হইলেও পাণ্ডবদিগের কি করিবে? আপনি নিজ ইচ্ছানুসারে ধর্মপরায়ণ-পূর্বক এই রাজ্য পালন করুন।

হে কৌরব! আপনার পক্ষে সংক্ষিপ্ত ধর্মোপদেশ হইতেছে এই যে "ব্রাহ্মণের সেবা করুন"। আজই যাহা যেখানে যাহার আবশ্যক; তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করুন।

যদা ত্বয়েব গোবিন্দ দৃষ্টঃ তীর্ণঃ ভবার্ণবম্।
ন হি মামনুযাস্যন্তি ভব সন্দর্শনাদৃষে।
সত্যমেতন্ মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি পাণ্ডবঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃষ্ণামাদায় চাম্ভস্তা অভিবাদ্য পিতৃষ্বসাম্।
প্রযযৌ রথিনাং শ্রেষ্ঠো যাজ্ঞসেনঃ সহানুগঃ॥

তাং বিসৃজ্য ততো বীরো যাজ্ঞসেনঃ সহ কেশবঃ।
অযৌ যাদবসৈন্যেন পাণ্ডবানুমতে তদা॥৪২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি পুণ্ডরীকাখ্যানে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ২০৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহার এই কথা বলিয়া জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) কুন্তীকে প্রণাম করিয়া মৃদু ভাষায় বলিলেন,—"আমি এখন যাইব, তোমাকে প্রণাম"।

কুন্তী বলিলেন,—হে নিষ্পাপ কেশব! অনুগ্রহে যে সুখ পাইয়াছি, তাহা আমার পিতা বৃষ্ণিভোজও জানেন না।

হে গোবিন্দ! তোমাকে প্রত্যক্ষরূপে পাইয়া আমার সকল দুরাগ্রহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। অবাধগমের বিশেষতঃ বৃষ্ণিকুলের তুমি একমাত্র প্রভু।

তোমার দর্শন পাইয়া আমার সকল দুঃখ নষ্ট হইয়া যায়। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ইহাদিগকে যেরূপ বলিবে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ বাঁচিয়া থাকিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—"আমি তোমার আজ্ঞা সর্বথাই মনে রাখিব"—এই বলিয়া পিতৃষসা (পিসীমা) কুন্তীকে প্রণাম করিয়া অনুগামিগণের সহিত যাদবের যাইবার জন্য মনস্থির করিলেন।)

হে রাজন্! এইরূপে সেই ইন্দ্রপ্রস্থনগরীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বীর কেশব বলরামের সহিত পাণ্ডবগণের অনুমতিক্রমে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।৪২

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অধিপর্বাধ্যায়ের বিদুরাগমন-রাজ্যলম্ভপর্বে পুণ্ডরীকাখ্যানে সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং নগরীপ্রে দেবর্ষি-নারদস্যাগমনম্, তেষাঞ্চৈক্যকরণায় সৌনন্দোপাখ্যানস্য বিশেষনিয়মাবলম্বন-সোপদেশস্য, দুষ্পোষ্যদুষ্করোর্দ্ধরেতস্কথনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং মহাপ্রাজ্ঞ কিমবৃত্তং পাণ্ডবাঃ॥১

বিশেষ বিষয় অবলম্বনের উদ্দেশে এবং সুখ ও উপসুন্দের বৃত্তান্তকথন।

জনমেজয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহার

সর্বে এব মহাত্মানো মম পূর্বপিতামহাঃ।
দ্রৌপদ্যা বর্ধনাচ্চ কথং তানবমন্যেত ॥২

কথঞ্চ পঞ্চ কৃষ্ণায়ামেকস্যাং তে নরাধিপাঃ।
বর্তমানা মহাত্মানঃ শাস্তিঞ্চক্রুঃ পরন্তপ ॥৩ ।

তন্মে সুমিত্রাবরুহ সর্বং বিস্তরশো বচঃ।
কেন তেষাং ব্যবাকীর্ণং কৃষ্ণায়াং কৃষ্ণয়া সহ ॥৪

কৃষ্ণয়াস্তাবসুভগাঃ কৃষ্ণাঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ক্লেশিতা বনবাসেষু প্রাপ্তবন্তশ্চ পার্থিবাঃ ॥৫

প্রাপ্য রাজ্যং মহাতেজাঃ সহায়ৈঃ কৃষ্ণয়া সহ।
পালয়ামাস ধর্মেণ পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৬

ত্রিবাচ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ।
কুরু সর্বমিতি প্রাহ তেষু পাণ্ডুসুতেষু চ ॥৭

কুর্বাণাঃ সৌহৃদান্যাহি সর্বাণি পুরুষর্ষভাঃ।
আসাঞ্চক্রুর্মহাবাহো পার্থিবেষ্বাসনেষু চ ॥৮

অথ তেষু পবিষ্টেষু সর্বেষেব মহাত্মসু।
ব্যাসস্তুত ঋষিশ্রেষ্ঠস্তত্রায় বভূবহ ॥৯

(পাঠা নক্ষত্রমুক্তেন মুহূর্তবিধিনেন চ।
চন্দ্র-সূর্যপ্রকাশেন লোকেন মহতিনা।
নভঃস্থলেন বিপ্রেণ দুর্দর্শেনাপরিমিতম্।

কৃষ্ণাজিনো কুশধরঃ শ্মশ্রুলুপ্তশিরস্তথা।
অবেক্ষমাণো ভ্রাতৃণাং ব্যাসমায়ান্তমাসনাৎ ॥

সর্বেষাং তত্র বিপ্রাণাং সর্বাসাং পার্থযোষিতাম্।
সর্বেষাং তত্র পুত্রাণাং ব্রাহ্মেণ তপসা বৃতঃ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ অতঃপর কি করিলেন ?১

আমার পূর্ব পিতামহগণ সকলেই মহাবীর্যশালী, অথচ দ্রৌপদী তাঁহাদের একমাত্র বধূপত্নী; তাঁহারা দ্রৌপদী সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিলেন ?২

মহাত্মা তাঁহারা পাঁচজন একই কৃষ্ণাতে পঞ্চভাবে বর্তমান থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হয় নাই কেন ?৩

হে তপোধন। এই সমস্তবিষয় উত্তমরূপে শুনিতে চাই। কৃষ্ণার সহিত তাঁহাদের পরস্পরের যেরূপ আচরণ ছিল ?৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পাণ্ডবরাজ্যে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণার সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥৫

সত্যসন্ধ মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্তির পর ভ্রাতৃগণের সাহায্যে উহা ধর্মানুসারে পালন করিতে লাগিলেন ॥৬

মহাবুদ্ধিমান্ পাণ্ডবগণ সকলপক্ষে হিত করত সখ্য ও ধর্মের অনুসরণ পূর্বক পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৭

মহাকুল রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ অগ্রজভক্তিবশে পূর্ববাসিদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে লাগিলেন ॥৮

অনন্তর একদিন সেই মহাত্মা সকল রাজা একত্রে বসিয়া আছেন, এমন সময় সেখানে দেবর্ষি ব্যাস মহাত্মাদের আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৯

তিনি চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা প্রকাশিত, মহর্ষি-নিষেবিত, অতুলবিক্রমে দুর্ধর্ষ, নক্ষত্রখচিত দিব্য মন্ত্রের গতিপথ আকাশমার্গে তথায় আগমন করিলেন। প্রাণিমাত্রই যাঁহাকে অর্চনা করেন, সর্বপ্রকার বেদ-বিদ্যাতে যিনি পারদর্শী, পরমতপস্বী, ব্রাহ্ম-তেজসম্পন্ন, মহর্ষিদিগের ও

অত্র মৌর্তো চ বিদ্যতো বিপ্রকর্ষশ্চ মহামুনি।
পঞ্চাৎ পরতরঃ প্রাতো দর্শাৎ সমধিকস্তিথাৎ ॥
অবিজ্ঞায় গতরঙ্গঃ শাস্ত্রো দুষ্টর্ক দূষিতঃ।
সর্বশাস্ত্রবিদঃ সর্বৈর্বেদ-ধারক-ধারুকৈঃ ॥
অকৌপকৃতবর্ষশ্চ সংসারক্ষয়কারিতঃ।
সর্বথা কৃতবর্ষাণো ভেদেষু বিধিষেষু চ ॥
ঋক্-সাম-যজুষাং বেত্তা ভাষ্যভাষ্যবিদোবিদঃ।
অক্ষরত্রয়বাচ্যশ্চ শুক্লো দৃষ্টিপথিকোঽনঘঃ
ব্রহ্মণঃ শিখরোপেতঃ সম্পন্নঃ পরমর্ষিভিঃ ॥
অবয়বে চ সূক্ষ্মে চ নিত্যে চ ভবিষ্যে শুভে।
অন্তেষ্বন্তে মহাংশ্চ বিদ্বৎ পরমবাসনঃ ॥
প্রাপ্য দুষ্প্রাপমক্ষেন ব্রহ্মবর্চস্বিনং মহান্।
ভবনে ভূমিপালস্য দৃষ্টস্তিষ্ঠিবাংস্তদা ॥

সংহিতায়াঞ্চ সর্বত্র বিস্তরোপনিবন্ধতঃ চ।
বিস্তরশ্চ চ বর্ষস্য ক্রমবর্ষস্য পারগঃ ॥
গায়ত্রীসামমুখ্যশ্চ সাম্নাং পরমবন্ধুনাম্।
আত্মনো সর্বযোনিত্যাঃ কৃতিমান্ কৃতবুদ্ধিমান্ তথা ॥
যোক্তা বর্ষে মহিষ্ঠে মনো ধারিতবান্ যদা।
বিধিতার্থঃ সমস্তেন ভেদো নিয়তকারণাৎ ॥
অর্থনির্দ্দেশে নিত্যঃ সাধনক্রিয়াসম্মতঃ।
প্রকৃত্যা বর্ষমূলো নানাবর্ষবিধায়কঃ ॥
লোপাগমবর্ণেন সংক্রমেণ চ মূর্তিমান্।
একদ্বাংশ্চ নানাখ্যানেকার্থাংশ্চ পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবান্ ॥
পৃথক্‌বর্ষাভিধানাংশ্চ প্রয়োগানবেক্ষিতা।
প্রমাণভূতো লোকস্য সর্ববিদ্যাবতংসে চ।
সর্ববর্ষবিকারেষু নিত্যঃ সকলদর্শিতঃ ॥

বীজিনাগ্রে অধিষ্ঠিত, মহাতেজস্বী এবং বিশ্ববিখ্যাত, সেই মহাতপস্বী মহামুনি দেবর্ষি নারদ জ্যোতিষ্কগণের মধ্যবর্তী মহাসপ্তর্ষিমণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে তথায় অবতরণ করিলেন॥ তিনি বর্ষফলের পর হইতে পরের ফল আনিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে তরু, লতাগুল্ম, জিনিষপত্র ও সকল প্রাণীর। বেদ, ধর্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব বাহির হইলে তিনি তাহাদের নিকট সুলভ। তিনি সমাধান ও তর্ক হইতে তত্ত্বসকল বিচার করিয়া এবং সমাধান-করণক। ঈশ্বরে যাহা সকলপ্রকার বৈদিকজ্ঞানের মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। ঋক্, সাম, ও যজুর্বেদে পারদর্শী এবং ভাষ্যশাস্ত্র ও ভাষ্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ঈহার আকৃতি সরল ও উজ্জ্বল, বর্ণ শুভ্র; তিনি নিষ্পাপ এবং কৃপাপরায়ণ হইয়া জগতে অধিক সময় ভ্রমণ করেন। ঈহার মস্তকে সুন্দর শিখা আছে এবং মহান জ্যোতিষ্মান। ঈহারও শুভ, সূক্ষ্ম নিত্য সুন্দর ও শুভবর্ণের বস্তু ও ঈশ্বরীয় পরিধানে অন্তের। অন্তের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বর ব্রহ্মতেজ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ তেজস্বিতুল্য বুদ্ধিমান্ মহামুনি নারদ মহারাজ দুষ্টিপথের ভবনে আসিয়া অবস্থান হইলেন। তিনি সংহিতাশাস্ত্রে উপনিষৎ অতীত ও বর্তমান সর্বপ্রকার মানববর্ষের জ্ঞাতা, ধাতা ও বহুল মানবমনস্থ উপনিষৎ আনুষঙ্গিক বর্ষবন্ধুদের জ্ঞাতা; সকল মুমুক্ষু পুরুষগণের মুক্তির জন্য তিনি যাহাতে যত্নশীল থাকিবেন। বুদ্ধিমন্তেই বেদবিদ সকলেই যত্ন যাহাতে বলে সংযুক্ত হয় তাহার জন্য যত্ন করিবেন। তিনি সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞাতা হওয়ায় বেদার্থবিষয়ে সংশয়ের ছেদন-কর্তা; অর্থনির্দ্দেশ বিষয়ে উপায় সকল সময়ের তিনি উপযোগকারী; যজ্ঞযজ্ঞেই বর্ষমূলক ও সকল ধর্মে বিধায়ক। লোপ, আগমবর্ণ এবং সংবার্থ-সম্বন্ধে সংক্রমণের দ্বারা এক শব্দের নানার্থতা এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রয়োগস্থানের নানাশব্দের একার্থতা এবং প্রয়োগ-বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সকল অধিকরণ

অন্তেষ্বন্তে চ বিদ্বিষে ক্রতৌ বিদিবসু চ।
সমবায়েষু সর্বেষু সমায়েষু ধাতুষু।
উপেক্ষায়াং সমাখ্যায়া সর্বাখ্যাতনুদিষ্মম্।
অভিনিষ্ঠু তথাক্ষ্য পদাক্ষরাক্তমুক্তবম্।
কালসর্গেন বিধিনা যথার্থক ভিদাদয়ম্।
চিকীর্ষিতং চ যো বেত্তা যথা লোকেন সংবৃতম্।
বিজ্ঞাতিক সমগ্রং তাদিতঃ হৃদয়ঙ্গমম্।
আত্মনে চ পরস্মৈ চ যথাসংকারযোগযাৎ।
এষা যথাগমং বেত্তা চ বোদ্ধা চ বচনস্যাৎ।
বিজ্ঞাতা চেক্ষণাক্ষ্যানামেকস্যাঃ বহুধাং তথা।
বোদ্ধা হি পদবাক্যানাং বিবিধানাং ব্যতিক্রমাম্।
অক্ষরস্য বহুনো বহুশোঽপি ভেদতঃ।
তদ্যাবাক বিবিধানাং ভেদানাং সংবিতা।
বাক্যার্থকুশলস্য তথিতেষু চ সর্বশঃ।
পরিকূর্বিতা যাতাঃ বর্ণতঃ স্বরতোঽর্থতঃ।
প্রত্যয়াংশ্চ সমাখ্যাঃ বিবিধং প্রতিযাতুকম্।
পক্ষ চাক্ষরজাতানি স্বরসংজ্ঞানি যানি চ।)

তথাগতস্তথি বৃত্তে। প্রত্যুদ্গম্যাভিবাদ্য চ।
আসনং ভক্তিমং তস্মৈ প্রদৌ যং যুধিষ্ঠিরঃ।
দেবর্ষেরপ্রবিষ্টস্য যথাবিধি ॥১০

প্রাদাদ্ যুধিষ্ঠিরো ধীমান্ রাজ্যং তস্মৈ তথৈব চ।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং প্রীতিমানভবদ্ ॥১১
আশীর্ভির্বর্ধিত্বা চ তমুবাচাথ নারদঃ।
বিশ্বাবাস্যুজাতস্তে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১২
ইত্যুক্ত্বা যযৌ ব্রহ্মলোকং তত্ত্বস্তুপবিত্।
প্রষ্টুকামং দ্রৌপদী চাপি শুচির্ভূত্বা সমাহিতা ॥১৩
জগাম তত্র যত্রাস্তে রাজাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
তত্রাভিবাদ্য চরণৌ দেবর্ষের্ধর্মচারিণী ॥১৪
কৃতাঞ্জলিঃ তুমতীরা বিবাম ক্রুপনন্দনা।
ব্রহ্মাস্ত্রাণি স ধর্মজ্ঞ সত্যবাগৃষিসত্তমঃ ॥১৫
আদিশো বিবিধাঃ প্রোচ্য বাক্যপ্রান্তে নারদঃ।
গমনায়াভিচক্রাম তমাপৃচ্ছ্য নরাধিপম্ ॥১৬
পঞ্চালায়ৈব কৃষ্ণায়াঃ যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
বিজিক্ষে পাণ্ডবান্ সর্বানুবাচ ভগবানৃষিঃ ॥১৭

ও সকল বর্ণের বিকারবিষয়ে নিজাত্ত, উপদেশে প্রমাণ-জ্ঞান হওয়ায় তিনি নিজে সকলের দ্বারাই পূজিত হইতেন। বিবিধ বা, ভাবন, নামাখ্যান, এককালোজ্জারিত বর্ণসমূহ, সমবায় ও বিগ্রহাদি ধাতুপ্রকরণের তিনি উত্তম আখ্যাতা; সন্ধিতে বিশেষজ্ঞ, পদ ও অক্ষরসমূহ সকল জানেন। কালধর্মানুসারে প্রকৃত অর্থের এবং মানুষের ভাব অবলম্বন করিবারও তিনি নিপুণ। বিভক্তি সম্বন্ধে বৈয়াকরণ ও নিরুক্ত পদসমূহ এবং অক্ষরার্থেরই তাঁহার প্রয়োগ। নিজের ও পরের সকল কার্যসাধনে; উচ্চারিত বাক্যসমূহের প্রকৃতিজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ বিদ্বান্; তিনি পরার্থ অনুক্ত এবং বিবিধ ব্যতিক্রমের (ভঙ্গীর) বিশেষজ্ঞ। অক্ষর ও ভেদ দৃষ্টিতে কত শাস্ত্রীয় আলেখ্যসমূহের একত্ব ও বিভেদ বিষয়ে নিপুণ। বাক্য প্রকার অর্থ আখ্যাতপদ অন্ত, তদ্ধিতপ্রত্যয় সমূহে বিশেষজ্ঞ; অর্থ, স্বর ও বর্ণের প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দ্বারা বাক্যের সৌষ্ঠবসম্পাদক। কোন্ ধাতুর উত্তরে কি প্রত্যয় হইবে তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতা; কৃৎ তদ্ধিত প্রভৃতি উদাহরণ স্থান ভেদে যে পাঁচ প্রকার অর্থ আছে, তাহাদের যথার্থ বিশেষজ্ঞ।) মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন করিয়া নিজ সুখের আসনটী তাঁহাকে দিলেন এবং দেবর্ষি উপবেশন করিলে তাঁহাকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং নিজ রাজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। দেবর্ষি তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন ॥১০-১১

যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—তুমি

নারদ উবাচ।

পাঞ্চালী ভবতাবেক্ষ্য ধর্মপত্নী যশস্বিনী।
যথা যো নাত্র ক্ষোভঃ স্যাৎ তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥১৮

দ্রুপদাদ্ধ্রুষ্টদ্যুম্নো হি পুত্রো জাতস্তবানঘে।
আত্মসম্ভাবনাযেতাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ ॥১৯

একরাজ্যাধিরূঢ়েন বৃত্তাবেকত্র বাসনৌ।
ত্রিলোকস্যাপ্যতো ক্ষোভস্তয়োরত্যন্তদুঃসহঃ ॥২০

যথ্যয়োঃ সৌহৃদং তদ্ধ্যস্তয়োঃ প্রীতিস্তথৈকতঃ।
যথা যো নাত্র ক্ষোভঃ স্যাৎ তৎ কুরুষ্ব যুধিষ্ঠির ॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দ্রুপদোপপ্লবাবেতৌ কস্য পুত্রৌ ব্রবীষি নে।
উৎপন্নঞ্চ যথা বেদঃ কথং চাস্যোত্তরাদ্ভুতম্ ॥২২
অস্পষ্টা দেবকল্পা বা কস্য চৈষা দ্বিজোত্তম।
যস্যাঃ কারণমাসাদ্য তরন্তি পরমাপদম্ ॥২৩
এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বং দ্বিজবর্য তপোধন।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি যুধিষ্ঠির-নারদসংবাদে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৭

উপবেশন করা। তাঁহার অনুমতি পাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির বসিলেন ॥১২

তিনি দ্রৌপদীকে সংবাদ দিলেন যে, দেবর্ষি নারদ আসিয়াছেন; তাহা শুনিয়া ধর্মপত্নী দ্রৌপদী শুচি হইয়া একান্তচিত্তে পাণ্ডবগণ সহ অবস্থিত দেবর্ষির নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করত সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ নারদ তাঁহাকেও সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি এখন যাও"। দ্রৌপদী চলিয়া গেলে দেবর্ষি যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে একান্তে পাইয়া বলিলেন ॥১৩-১৭

নারদ বলিলেন,—তোমাদের পাঁচজনের এক ধর্মপত্নী যশস্বিনী পাঞ্চালী। যাহাতে ইহার জন্য তোমাদের মধ্যে কখনও কলহ না হয়, তাহার উপযুক্ত কোন নীতি অবলম্বন কর ॥১৮

পূর্বকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই ভ্রাতার ভয়ে ত্রিলোকবাসীরা অসুর ছিল। তাহারা যুদ্ধে অজেয় প্রতীয়মান হইয়া ছিল ॥১৯

তাহাদের উভয়ের এক দেহ, এক মন, একই ঘর এবং একই আসন ও শয্যার ছিল; কিন্তু তাহারা ত্রিলোকের জন্য পরস্পর পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ॥২০

তোমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাপ্রযুক্ত যে সৌহার্দ্য রহিয়াছে, তাহার দ্বারা কি করিয়া যাহাতে কখনও ইহার জন্য কলহ উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। হে যুধিষ্ঠির! তোমাদের মধ্যে যাহাতে কখনও ইহার জন্য কলহ উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর ॥২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহামুনে! দ্রুপদ ও উপদ্রুপ তাহার পুত্র ছিল? তাহাদের কলহ কি করিয়া হইল এবং কেন তাহারা পরস্পরকে বধ করিল ॥২২

এই ত্রিলোকমা তাহার কন্যা ছিল? সে কি দেবকন্যা বা অপ্সরা ছিল? যাহার জন্য তাহার উদ্যত হইয়া তাহারা পরস্পরকে বধ করিল ॥২৩

হে তপোধন ব্রহ্মন্! এই সকল যথার্থ বিস্তার-পূর্বক আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদের বড়ই কৌতূহল হইতেছে ॥২৪

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধীন বিহুতাশ্বমহারাজসম্পর্কে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদের সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সুন্দোপসুন্দয়োরুৎপত্তিঃ, ব্রহ্মতঃ সর্ব্বাস্ত্র উভয়োরবাপ্তিঃ, দৈত্যানামাধিপত্যঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

শৃণু মে বিস্তরেণেদমিতিহাসং পুরাতনম্।
জাতৃপ্রিয়ে স্থিতঃ পার্থ যমাত্মকঃ যুধিষ্ঠির ॥১

মহাহ্রদস্তাবনয়ে হিরণ্যকশিপোঃ পুরা।
নিমুচো নাম দৈত্যেন্দ্রস্তেজসী বলবানভূৎ ॥২

তস্য পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জাতৌ ভীমপরাক্রমৌ।
সুন্দোপসুন্দৌ দৈত্যেন্দ্রৌ লোকপৌ কুরুসত্তমৌ ॥৩

তাবেকনিশ্চয়ৌ দৈত্যাবেককার্য্যার্থসম্মতৌ।
নিত্যপ্রবৃত্তবৈরৌ চ সহিতাবেব তিষ্ঠতঃ ॥৪

বিনাহারৌ ন তুষ্যেতে নিত্যোদ্যোগৌ চ তদ্ভবঃ।
অন্যোন্যস্য প্রিয়করাবন্যোন্যস্য হিতে রতৌ ॥৫

একশীলসমাচারৌ দ্বিধৈবৈকোঽভবৎ কৃতঃ।
তৌ ত্রিষ্বপি মহাবীর্য্যৌ কার্য্যেষূদ্যোগকৎ স্থিতৌ ॥৬

ত্রৈলোক্যাভিজিগীষার্থং সমবায়ৈকনিশ্চয়ম্।
বীক্ষ্য কৃত্বা পরস্পরং বিস্ময়ং তাবুভৌ তদা ॥৭

তৌ তু ঘোরেণ কালেন তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ।
ঊর্দ্ধপিপাসাপরিশ্রান্তৌ জটাবল্কলধারিণৌ ॥৮

অলাপচিত্তসর্ব্বাঙ্গৌ বাহুভ্যাং বভূবতুঃ।
কায়ত্রয়াগ্নি জুহ্বন্তৌ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রচারিণৌ।
ঊর্দ্ধবাহু চরিষ্যন্তৌ ঘোরকালং দৃঢ়ব্রতৌ ॥৯

অথোপসাদ্য প্রভবং ঘোরকালং প্রতাপিতঃ।
মুদং প্রমুমুচে বিদ্বাংস্তয়োরুগ্রতরং তপঃ ॥১০

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সুন্দ ও উপসুন্দের তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে উভয়ের বরপ্রাপ্তি এবং দৈত্যদিগের আধিপত্যলাভ।]

ব্যাস বলিলেন,—হে পুরাতন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃপ্রিয়ার সহিত অবস্থিত হইয়া বিস্তরক্রমে সেই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর।১

পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিমুচ নামে এক তেজস্বী মহাবলশালী দৈত্যরাজ জন্মিয়াছিল।২

তাহার ঔরসে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই মহাবীর্য্যসম্পন্ন, ভীমপরাক্রমশালী, লোকপাল স্বরূপিণ দৈত্যরাজ জন্মিল।৩

উভয়েরই একরূপ বুদ্ধি, একই কার্য্যে উভয়ের সমতি এবং একই প্রকার সুখ ও দুঃখ উভয়েরই ছিল। উভয়ে একত্রই অবস্থান করিত।৪

দুইজন একত্র না থাকিলে খাইত না, একা থাকিলে তাহাদের ভোজনে প্রবৃত্তি হইত না এবং উভয়েই পরস্পরের প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর ছিল।৫

তাহাদের চরিত্র ও আচার এরূপ অভিন্ন ছিল যে, পরস্পর ভিন্ন হইলেও এক বলিয়া বোধ হইত। এইরূপে মহাবীর্য্যশালী দুই ভাই সকল কার্য্যে একমত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।৬

ত্রৈলোক্যকে জয় করিবার জন্য উভয়ে একমত হইয়া তপস্যার দীক্ষা গ্রহণ করত বিন্ধ্যাচলে উগ্র তপস্যা করিতে গেল।৭

উভয়ে জটা ও বল্কল ধারণ করত ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিল।৮

তাহারা বলির শরীরে বাহুদ্বয় করিয়া, ভিন্ন ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, পাদাঙ্গুষ্ঠে ভরসাস্থান হইয়া এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তপস্যা করিল।৯

তাহাদের দীর্ঘকাল তপস্যায় অত্যন্ত তাপিত হইয়া বিদ্যাপর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।১০

ততো দেবা ভয়ং জগ্মুস্তস্য দৃষ্ট্বা তপোবলম্ ।
অপোথয়িষ্যন্তর্ষভো দেবা বিষ্ণিং চক্রিরে ॥১১

তৌ চ প্রলোভয়ামাসুঃ স্ত্রীভিস্তাভৌ পুনঃ পুনঃ ।
ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ব্রতস্য দৃঢ়ব্রতৌ ॥১২

অথ যাম্যাং পুনর্দেবাস্তয়োশ্চক্রুর্বিনাশনম্ ।
তদ্বিদ্ধো মায়য়া ভার্য্যাস্তয়োস্তাভ্যস্তথা ॥১৩

প্রলাভ্যমানা বিবিধাঃ পূর্ণমনসো বচসা ।
ন্যবেদয়ন্ত তাভ্যাং তে তাভ্যাং তপোবলাৎ ॥১৪

অতিক্রান্তে ততঃ সর্বাস্তৌ ত্রাহীতি বিচুক্রুশুঃ ।
ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ব্রতস্য দৃঢ়ব্রতৌ ॥১৫

যদা ক্রোধং নোপজগ্মতি নাস্মিন্নস্তদ্বয়ন্তয়োঃ ।
ততঃ প্রীতাস্তু তুষ্টুবুঃ সর্বমন্যুহরৌ হরিম্ ॥১৬

ততঃ পিতামহঃ সাক্ষাদাজগাম মহামুনী ।
তয়োর্ব্রহ্মবরাদাস সর্বলোকার্চিতঃ প্রভুঃ ॥১৭

ততঃ সুসোপয়ন্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ সুসমাহিতৌ ।
দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং ববন্দুঃ প্রাঞ্জলী তদা ॥১৮

উত্তস্থুশ্চ প্রভুং দেবং তত্রস্থো ধরিতৌ তদা ।
আবয়োস্তপসানেন যদি প্রীতঃ পিতামহঃ ॥১৯

যাম্যাদিত্যপ্রতিমৌ যদিমৌ ভাবয়স্থিনৌ ।
উভাবপ্যমরৌ স্যাতাং প্রসন্নো যদি নৌ প্রভুঃ ॥২০

ব্রহ্মোবাচ ।

অমরত্বমৃতে দুষ্টয়োঃ সদৃশং বরমিষ্যতে ।
ভবদ্ভ্যাং দৃষ্টিঃ সংস্যাদ্ধি বিধানমমরৈঃ সমম্ ॥২১

প্রজাবিধানে ইতি যদেতদ্ভূতকরং তপঃ ।
যুবয়োর্হেতুমাত্রেণ নাশবন্তং বৃণোমি তে ॥২২

ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থং বা ভবদ্ভ্যামাহিতং তপঃ ।
হেতুমাত্রেণ তৈরেষ্টো ন বা কার্যং কথঞ্চন ॥২৩

অবসর দেখিয়া তাহাদের উগ্র তপস্যা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া অপোথিত সন্তানদের বধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।১১

স্ত্রী ও রমণীয় প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দৃঢ়ব্রতধারী তাহারা দুইজনে মোটেই বিচলিত হইল না ।১২

অবশেষে দেবগণ পুনরায় যমরাজ দ্বারা অসুরের উপর মায়া বিস্তার করিলেন। অসুরদ্বয় দেখিতে লাগিল—তাহাদের মাতা, ভগিনী, ভার্যা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনদিগকে মূলসহ ধ্বংস করিতে যাইতেছে, তাহে ব্যাকুল হইয়া তাহারা ছুটিতে পড়িতেছে, রমণ ক্রন্দন বিস্তার হইয়াছে এবং সকলেই 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কিন্তু ইহা দেখিয়াও অসুরদ্বয় ব্রতভঙ্গ করিল না ।১৩-১৪

যখন তাহাদের দুইজনের একজন ক্রোধ বা দুঃখের বশীভূত হইল না, তখন সেই সকল মায়া ও মায়া অন্তর্হিত হইল ।১৫

তখন সকল লোকের হিতকারী পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলেন ।১৬

সুন্দ ও উপসুন্দ দুইভ্রাতা বিশ্বস্তচিত্তে তখন ব্রহ্মাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে বলিল —"যদি আপনি আমাদের এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যেন আমরা উভয়েই যমজয়ী, অমরসদৃশ, মহাবলশালী ও মায়াবী হইয়া অমর হইতে পারি ।১৭-২০

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা অমরত্ব ব্যতিরেকে আর যাহা চাহিতেছ, তাহা সবই লাভ করিবে, সুতরাং এমন একটা উপায় চাহিয়া লও, যাহাতে তোমরা দেবতাদের তুল্য হইতে পার ।২১

"আমরা উভয় ত্রিলোকের প্রভু হইব" এইরূপ

দুর্ব্বাসহস্তাবুচতুঃ।
ত্রিষু লোকেষু যৎ কৃচ্ছ্রং কিঞ্চিৎ যাবদনন্তরম্।
সর্ব্বমেতদ্ ভবান্ ন স্যাদুভয়োস্তৎ পিতাব্রহ ॥২৪

পিতামহ উবাচ।
যৎ প্রবিষ্টং মুখাকৃত্যা ভাগবেভ্যো মমানিষ।
মুক্ত্যাবিশ্বেভ্যশ্চ যথাস্থং বা ভবিষ্যতি ॥২৫

ব্যাস উবাচ।
ওঙ্কৃত্য পিতামহো দত্ত্বা যযৌ স্বং স্বং তথা হরেঃ।
নিবর্ত্ত্য তপসস্তৌ চ ত্রয়লোকং মমস্থতুঃ ॥২৬

নত্বা যযুশ্চ দৈত্যেন্দ্রাস্তৌ ভ্রাতরাবুভৌ।
অন্যেঽপি সর্ব্বলোকাশ্চ যথেষ্টং তত্রতত্র যযুঃ ॥২৭

তৌ তু নত্বাঽব্রবীতাং তৌ কৃতকামৌ ভবিষ্যতঃ।
সর্ব্বঃ মুক্তস্তবত্যাভ্যাং প্রার্থয়ধ্বমিতি ॥২৮

ততস্তৌ তু তথা কৃত্বা যৌদিত্বৌ সমুপস্থুষঃ।
অর্থাভিলষণোপেতৌ বিস্মিতাবভিধাবিণৌ ॥২৯

অতলঞ্চৌমুখীং চৈব চক্রতুঃ সর্ব্বমানিকীম্।
নিত্যমুদ্বিগ্নঃ সর্ব্বত্রাপ্যেব মুক্তমন্ত্র ॥৩০

তস্যাঞ্চ মুক্ত্যাঞ্চ নিত্যং ভীতয়াং ভয়মাবিশৎ।
ভীতয়াং ভীতয়াং তেষি পলশ্চাশীদ্ মুহুর্মুহুঃ ॥৩১

তত্র তত্র মহামায়ৈরুৎপ্রেক্ষিতনাদিভিঃ।
তত্তৎ প্রমুদ্বিতং সর্ব্বং দৈত্যানামভবৎ পুরম্ ॥৩২

ইচ্ছা লইয়া তোমরা তপস্যা করিয়াছিলে, এইজন্য তোমাদিগকে অন্যায় বর দিতেছি না ॥২২

দৈত্যেন্দ্রেরা। ত্রিলোক বিজয় করিবার জন্যই তোমরা তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, এই জন্যই তোমাদিগের এই কামনার পূরণ করিতেছি না ॥২৩

মুখ ও উপমুখ বলিল,—হে পিতামহ। এই ত্রিলোকের যাবৎ-কল্যাণের মত আছে, আমরা উহার যেন আমাদের কাহারও দ্বারা ধ্বংস না হই; কেবল আমাদের উভয়ের দ্বারা কলহ হইলেই যেন আমরা ধ্বংস হই ॥২৪

পিতামহ বলিলেন,—তোমরা যাহা চাহিয়াছ এবং যাহা বলিলে, তাহা সবই তোমাদিগকে দিব এবং মৃত্যুর উপায়ও তোমাদের প্রার্থনানুরূপই হইবে ॥২৫

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর পিতামহ তাহাদিগকে বরপ্রদান করত তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বধাম ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন ॥২৬

অনন্তর বর লাভ করিয়া দৈত্যরাজ ভ্রাতৃদ্বয় এবং প্রণাম করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥২৭

অন্যান্য দৈত্যরা যখন যাহার কৃতার্থ হইতে দেখিয়া সকল মুক্তমন্ত্র আবর্ত্তিত হইয়া তাহাদিগকে অভিবাদিত করিল ॥২৮

তখন তাহারা তাহা পরিত্যাগ করত মন্ত্রকে মুক্তই, সর্ব্বাঙ্গে আভরণ এবং পরিধানে পরিচ্ছদ ধারণ করত সর্ব্বদা সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন অকালে বসন্তের উদয় হইয়াছে এবং তাহাদের মুক্তস্বরূপ নিত্য আবর্ত্তিত হইল ॥২৯-৩০

তখন প্রত্যেক দৈত্যের মুখে মুখে "খাও", "খাও" "আনন্দ কর", "খান কর", "খাও কর" ইত্যাদি সবই শুনা যাইতে লাগিল ॥৩১

উহারা তাহাদের অন্তিমে নিমগ্নি হইয়া দৈত্যপুরের সকল পুরীই হর্ষ ও আনন্দে মত্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥৩২

বৈতৌ বিষাদৈর্বহুভির্বৈত্যানাং কামরূপিণাম্।
সমাঃ সপ্তাষ্টকাঃ সেনামন্বেকধিবাতবৎ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুলাপুত্রানুশাসনপর্বণি সুধোপসুধোপাখ্যানে অষ্টাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৮

কামরূপী দৈত্যগণ এইরূপে বহুকালে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বর্ষ পর্যন্ত সাধনে বিরত করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের সেই এক বর্ষ একদিনের ন্যায় বলিয়া বোধ হইল ॥৩৩

শ্রীমহাভারতসংহিতাগ্রন্থের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুলাপুত্রানুশাসনপর্বে সুধোপসুধোপাখ্যানে অষ্টাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সুধোপসুধয়োর্ব্রহ্মলোকবিজয়।)

নারদ উবাচ।

উৎসবে বৃত্তমাত্রে তু দৈত্যেন্দ্রাভ্যর্চিতাবুভৌ।
অনুজ্ঞাপ্য ততঃ সেনাং তাবাজ্ঞাপয়তাং তদা ॥১
অন্তর্হিতপ্রভাবৌ মৈত্র্যা দৈত্যৈ র্দুরুদ্ধিভিঃ।
কৃত্বা প্রাসাদিকং রাজ্ঞো যথাস্থং যন্তুমত্তদা ॥২
গদা-পট্টিশবাণাস্ত্রা মুষল-মুদ্গরহস্তয়া।
প্রস্থিতৌ সহ বধিষ্যা বলয়া দৈত্যসেনয়া ॥৩

অন্যৈঃ স্তুতিভিশ্চাপি বিজয়প্রতিসংহিতৈঃ।
চারণৈঃ স্তূয়মানৌ তৌ জগ্মতুঃ পরমা মুদা ॥৪
তাবন্তরিক্ষমুৎপত্য তৈত্যৌ কামগমাবুভৌ।
মেরাবারুহ্য তরসা জগ্মতুর্দুরতিক্রমৌ ॥৫
তত্রোপবনমক্ষয্যং ছায়া বহুলমুত্তমং প্রভোঃ।
বিদ্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুর্ব্রহ্মলোকং ততঃ পরম্ ॥৬

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(সুধন ও উপসুধন কর্তৃক ব্রহ্মলোক বিজয়।)

নারদ বলিলেন,—উৎসব নিবৃত্ত হইলে সুধন ও উপসুধন উভয়ে দৈত্যেরা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় আজ্ঞাপূর্বক সেনাবাহিনীকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিল ॥১

দুরুদ্ধর্ষ এবং দৃঢ় দৈত্যকুলনাথ হরিণদের অনুমতি পাইয়া আহারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করায় পরে সকলে যাত্রা করিল ॥২

পরে, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর প্রভৃতি শস্ত্র হাতে লইয়া সর্বপ্রতিহতা বহতী দৈত্যসেনাবাহিনীর সহিত আহারা প্রস্থান করিল ॥৩

চারণগণ বিজয়সূচক বচনদ্বারা স্তুতি করিতে লাগিল। এইরূপে স্তুতিবাদ শুনিতে শুনিতে আহারা উভয়ে আনন্দে ত্রৈলোক্য বিজয়ে বাহির হইল ॥৪

দুর্দ্ধর্ষ দুর্জয় ও কামচারী এই দুই দৈত্য অন্তরিক্ষে উঠিয়া মেরুপর্বত অতি বেগে চলিল ॥৫

তাহাদের আগমন ও জগৎপ্রভু ব্রহ্মার নিকট হইতে তাহাদের বরপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া

অন্তরিক্ষলোকং বিজিত্য যজ্ঞ-যজ্ঞেশ্বরাস্তথা।
দেবানামপি ভূতানি তমসূর্যৌজসৌজসঃ ॥৭
অন্তর্ধিমন্তস্তান্ বাণান্ জিত্বা তৌ চ মহাসুরৌ।
সমুদ্রবাসিনঃ সর্বা ঘোরানার্তৌবিজিগ্যতুঃ ॥৮
ততঃ সর্বান্ মহীঃ কৃৎস্নামবরুধ্যানুশাসনৌ।
সৈনিকাংশ্চ সমাহূয় দুর্ধর্ষাঃ সর্বশত্রুভিঃ ॥৯
ব্রহ্মর্ষিভা মহাযজ্ঞৈর্যজন্তৌ বিবিধৈঃ সহ।
দেবো বলশ্চ দেবানাং ঋষীণাং সত্রমেব তথা ॥১০
যেষামেবংপ্রভূতং বীর্যং সংঘস্য ভারত।
সমুদ্রং সংশ্রিতাস্তে বৈ কাল্যাঃ পৌলোমনা যুধঃ ॥১১
এতে সর্বান্ সমাজগ্মুঃ পুরস্তাদেব মানদাঃ।
ক্রুদ্ধান্ বীক্ষ্য সমাযান্তমন্যোন্যমভিসর্পতঃ ॥১২

ঘোরৈর্যজন্তি যে কেচিদ্ যজন্তি চ যে দ্বিজাঃ।
তান্ সর্বান্ প্রসভং হত্বা দর্পিতৌ জয়মুদ্যতৌ ॥১৩
আশ্রমেষ্বগ্নিহোত্রাণি দুর্বীমাং তাবিতাস্তথা।
সুখীনা প্রক্ষিপন্ত্যাশু বিদ্রবন্ত্য সৈনিকাস্তদা ॥১৪
অথাপরৈশ্চ যে ক্রুদ্ধৈঃ শাপা উক্তা আয়ুষ্কিঃ।
নাক্রামন্ত তদোদ্যেষু বলবন্নিয়তাস্তদা ॥১৫
নক্রামন্তু যদা শাপা যদা মুক্তাঃ শিলাস্বিব।
বিদ্রবন্ সম্পরিত্যজ্য বাহুবন্ত বিজেতৃকাঃ ॥১৬
পৃথিব্যাং যে চতুর্দিক্ষু সমুদ্রা সরসস্তথা।
তত্রোর্ধ্বাস্থ দ্রুতদ্রুপ্তে বৈনতেয়োদ্বহা ইব ॥১৭
ঘবিভৈরাশ্রমেভ্যস্তে নিষ্কৃতৈর্বলদর্পিতৈঃ।
পুরুষাদৈস্তদা সর্বং কালেনেব হতং জগৎ ॥১৮

ভেদপূর্বক ঘর্ষ পাতালে প্রবিষ্ট। এতদ্দর্শনে উহারা উৎসাহিত হইলেন ॥৬

তীক্ষ্ণধারাস্ত্রদ্বারা উহাদের উপরে শস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন ও যোদ্ধৃগণ প্রাণিপণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥৭

অনন্তর সেই মহাবলবান পাতালস্থিত দানবগণকে জয় করিয়া সমুদ্রবাসী সকল ক্ষেত্র জাতিকে জয় করিল ॥৮

অনন্তর উহারা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিতে আরম্ভ করিল এবং সৈনিকগণকে ডাকিয়া উঠাইয়া আজ্ঞা করিল ॥৯

ব্রাহ্মণদিগের ও বিবিধ মহাযজ্ঞসমূহে হব্যকব্য প্রদান করায় দেবতাদের তেজ, বল ও ঐশ্বর্যকে বৃদ্ধি করেন ॥১০

এইরূপ বজ্রাদি অস্ত্রধারী ঐশ্বর্য লোভ অনুচরবর্গ, সুতরাং আমরা সকলে একত্র হইয়া সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে বধ করিব ॥১১

সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া তাহারা ক্রুদ্ধদৃষ্টি অবলোকনপূর্বক সমুদ্রের পূর্বতীরে উপস্থিত হইয়া দলবদ্ধভাবে আক্রমণের জন্য গমন করিল ॥১২

যে সকল দ্বিজ যজ্ঞ করেন এবং অন্যের দ্বারা যজ্ঞ করান, তাহাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিয়া মহাবলী হইয়াই অসুরেরা উঠিতে লাগিল ॥১৩

আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহারা অগ্নিহোত্রের উপকরণসমূহ সৈনিকগণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল ॥১৪

যে সকল মহাত্মা অপরাধ করিয়া শাপ দিয়াছেন, বলবান প্রভাবে তাহাদের উপর সেই শাপের কোন প্রভাব হইল না ॥১৫

শিলাতে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় শাপ যখন প্রতিহত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণ নিরস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া (প্রাণভয়ে) পলাইতে লাগিলেন ॥১৬

গরুড় হইতে ভীত সর্পগণের ন্যায় পৃথিবীস্থ বর্তমান জলনিধি এবং সর ও বৃহৎসরসমূহ মহাবিষম

অতো রাক্ষসসৈন্যস্থৌ বিরিঞ্চি মহাসুরৌ।
ঊচতুঃ বিনিশ্চয়ং কৃত্বা বিভূষণায় ধীমতে ॥১৯

প্রবিশ্যকর্ণৌ অতো ভূত্বা দুরাসদপিণী।
সলীলমপি দুর্গেণ বিভূষণমাদদে ॥২০

নিঃসৃতৌ ভূত্বা পুনর্যাতৌ পুনশ্চাস্যবিলানুতৌ।
তৈরেতদ্গদিতৌ ক্রূরাবুষ্ণৌ দৃষ্ট্বা বিজগ্মতুঃ ॥২১

বিভূষণস্তদাখ্যায় প্রণম্যৈনং পিতামহম্।
উৎপপাতাংশুমন্তং চ বহুন বহুবা তথা ॥২২

ছায়াভূতা তথার্তা বিভূষণপরাপরা।
বিভূষণেতি চাখ্যা চ পুনোঽথাহবিভূষিতা ॥২৩

বিভূতয়ঃ বিশোকাদ্যা বিজয়ন্তমহাত্মজা।
অগ্নি-কলালসংজ্ঞৌ দুর্বভূবোত্রেধর্মজৌ ॥২৪

বিভূতিস্তুকার্যাচ্চ নির্বর্তকাদয়ঃ সুতাঃ।
জজ্ঞে প্রতিষ্ঠাকাদং সুতোত্রেধাবতং তথা ॥২৫

চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণি দিবৌকসঃ।
জজ্ঞুর্বিমানং তৎ কর্ম দৃষ্ট্বা সুখোপসঞ্চয়ম্ ॥২৬

এবং সর্গা দিশো দৈত্যৌ ত্রিধা ক্রূরেণ কর্মণা।
বিশেষতো মুক্তকেশে নিঃশেষক্রিয়ক্রূরঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে পতঞ্জলপ্রোক্তে সাংখ্যজ্ঞানে বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিভূষণমহাত্মোপাখ্যানপর্বণি
যুক্তোপযুক্তোপাখ্যানে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৯

তাহাদের উদরের ভয়ে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিলেন।১৭

আয়তনসমূহ বর্ধিত ও ভগ্ন হইল; কলল ও অন্য প্রভৃতি অঙ্গোপাঙ্গসমূহ বিকৃতরূপে বিকিপ্ত হইল—এইরূপে সমস্ত জগৎ কালান্তরের ন্যায় জলমগ্ন হইল।১৮

হে রাজন্। তারপর মহাবিষ্ণু পর্যন্ত ওষধি প্রভৃতিকে ভূতাদি হইতে উহাদিগকে বহু করিবার জন্য উদরে পরাবর্ত করায় রূপ পরিবর্তন করিল।১৯

তাহারা মস্তক ও বিশাল বক্ষবিশিষ্ট হইয়া রূপ ধারণ করত দুর্বল ওষধিদিগকে গ্রহণ করিবার সময় ঘর্ষিতে লাগিল।২০

কখনও নিম্ন জঘনদেশ বা ঘ্রাণরূপ ধারণ করিয়া ওষধিসমূহে বহু কাল উদরে অবস্থিতি হইত। এইরূপে ঐ ক্রূর দুই দৈত্য বিভিন্ন উপায়ে ওষধিসমূহকে বহু করিত।২১

রাজা ও ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর হস্তস্পর্শে সমস্ত পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন লুপ্ত হইল এবং জলমগ্নতার ভয়ে যজ্ঞাদি উৎসব বন্ধ হইল।২২

ছায়ার ন্যায় অনুচরগণ ভয়ার্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, হাটে বাজারে বেচা কেনা বন্ধ হইল, বেদপাঠ বিলুপ্ত হইল এবং পূজা বিবাহ উৎসব বন্ধিত হইল।২৩

বিভূতি ও বিশোকাদি বহু হইল, অজয় ও আয়তনসমূহ বিলয় হইল, অগ্নি ও কলালসমূহে পৃথিবী ছাইয়া গেল; ফলে পৃথিবী দেখিতে অগ্নি ভয়ানক হইল।২৪

বিভূতাত্মা, বর্হিকার ও বাহ্যিক কর্মসমূহ লুপ্ত হইল; তাহার ফলে জগৎ অগ্নি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় দুর্দর্শনীয় হইল।২৫

সূর্য ও উপসূর্যের এইরূপ ভূমণ্ডল দর্শনে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।২৬

এইরূপে সমস্ত ক্রূর কর্মের দ্বারা সকল দিক্ ভয়ঙ্কর করিয়া বিলুপ্ত হইয়া মুক্ত ও উপমুক্ত মুক্তকেশে বিলাপ করিতে লাগিল।২৭

শ্রীমহাভারতীয় বেদব্যাসপ্রণীত সকলমোক্ষী সাহিত্য মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিভূষণমহাত্মোপাখ্যানপর্বে যুক্তোপযুক্তোপাখ্যানে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হিরণ্যকশিপুর উৎপত্তি, ব্রহ্মোপদ্রবশমনার্থে তপস্যা করণ।]

ব্যাস উবাচ।

অত্রো মেধসি সর্বে পিতামহ পরাজিতাঃ।
অভূত্বা পরাজিতি দৃষ্ট্বা তৎ তপসো বলম্ ॥১

তেজসিনস্তু নিয়তাত্মানো জিতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
পিতামহস্ত তদনং জগতঃ কৃপয়া তদা ॥২

ততো মধুস্রবাসীনং সর্ব দেবৈঃ পিতামহম্।
ঋষিভির্ভাবিতাত্মভিশ্চ সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥৩

তত্র দেবো মহাদেবস্তত্রাগ্নির্বায়ুরম্বরম্।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শক্রশ্চ পাবকেষ্টঃ প্রজাপতিঃ ॥৪

বৈখানসা বালখিল্যা বায়ুভক্ষা মরীচিপাঃ।
অব্রাহ্মৈবাবিশংশ্চাপি ব্রহ্মোপর্যুপরি স্থিতম্ ॥৫

অথাঃ সর্ব এবৈতে পিতামহমুপাসতে।
অন্যোঽন্যস্য তু তে শ্লোকাঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥৬

দৃষ্ট্বোপদ্রবয়োঃ কর্ম সর্বমেব সমাহিতম্।
যথা হ্যতৎ যথা চৈব কৃতং যেন তদেব চ ॥৭

তদেবমততঃ সর্বমিতিহাসে পিতামহে।
ততো মেধসাঃ সর্বে তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ॥৮

তমেবার্থং পুরস্কৃত্য পিতামহমচোদয়ন্।
ততঃ পিতামহঃ শ্রুত্বা সর্ষয়ঃ তদ্ বচস্তদা ॥৯

মুহূর্তমিব সঞ্চিন্ত্য কর্তব্যঞ্চ বিনিশ্চয়ম্।
তানৃষীনব্রবীদ্ বিদ্বান্ বিনয়জ্ঞানকোবিদঃ ॥১০

দৃষ্ট্বা চ বিনয়ং তস্মিন্ ব্যতিক্রান্তে পিতামহঃ।
সুতায়াং প্রার্থয়ামাস প্রজাসৃষ্টিং মহাতপাঃ ॥১১

পিতামহং নমস্কৃত্য ব্রহ্মাণমজিতং তদা চ।
নির্মমে যোষিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥১২

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[হিরণ্যকশিপুর উৎপত্তি ও তাহার সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট গমন।]

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর দেবর্ষি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার এইরূপ অত্যাশ্চর্য তপোবল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।১

সেই সকল জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা মহর্ষিগণ জগজ্জনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।২

তথায় গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণে চতুর্দিক্ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।৩

সেখানে দেবদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষিগণ, বৈখানস, বালখিল্য, বায়ুভক্ষী, মরীচিপ, অত্রি, অঙ্গিরা, এবং ব্রহ্মা হইতে উর্ধ্বে স্থিত ব্রহ্মর্ষিগণ সকলে পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই যথাযথ ভাবে মুন্দ ও উপসুন্দের নিষ্ঠুর কর্মসমূহ তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। মুন্দ ও উপসুন্দ যাহা যাহা করিয়াছে, তৎসমুদায় অনুপূর্বীক্রমে যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তখন দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাদের কথা সমর্থন করিয়া পিতামহকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া পিতামহ মুহূর্তকাল চিন্তা করত যথাকর্তব্য নিশ্চয় করিয়া তাহাদের সকলের জন্য বিষয়কর্মাকে ডাকিলেন।৪-১০

বিষয়কর্মাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে মহত্তরী আজ্ঞা আদেশ করিলেন—তুমি এক রমণী সৃজন কর, যে সকলের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে।১১

পিতামহকে নমস্কার পূর্বক তাঁহার কথা অভিনন্দিত করত বিষয়কর্মা বার বার চিন্তা করিয়া এক দিব্যা রমণী সৃষ্টি করিলেন।১২

ত্রিষু লোকেষু যৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্।
সমানয়ন্তু বর্ণিন্যঃ তৎ তত্র ন বিচার্যতাম্ ॥১৩
তোয়িশ্চৈব যথাবিধি তত্তা গাত্রে ক্ষরেণ্ডাম্।
তাং মন্ত্রসংস্কারযোগাংশ্চ বেদজ্ঞাপিতান্ ॥১৪
সা প্রবেশে বভূব বিধিনা বিধিকর্মণা।
ত্রিষু লোকেষু নারীণাং রূপেণাপ্রতিমাভবৎ ॥১৫
ন তস্যাঃ সুক্ষ্মমপ্যস্তি যদ্ যাদ্যে রূপদোষজম্।
বিমুক্তা সর্ব্ব যা সৃষ্টির্ব্রহ্মণা নির্মলাত্মনা ॥১৬
সা বিগ্রহবতী শ্রীঃ বাপ্যেবরূপা বপুষ্মতী।
জহার সর্ব্বভূতানাং চক্ষুংষি চ মনাংসি চ ॥১৭
ত্রিষু ত্রিষু সমাজেষু গণ্ডর্বাণাং মহাত্মনাম্।
ত্রিলোত্তমেতি যৎ তত্তা নাম চক্রে পিতামহঃ ॥১৮
তত্তাস্তু সা বভূবাথ প্রাঙ্মুখী তাম্রবাহনা।
কিং কার্য্যং ইতি সুভ্রূণাং দেবানামেব বিশ্রুতা ॥১৯

পিতামহ উবাচ।
গচ্ছ সুন্দোপসুন্দানামসুরাণাং ত্রিলোত্তমে।
প্রার্থনীয়েন রূপেণ কুরু তত্রে প্রলোভনম্ ॥২০
তৎকৃতে বর্ণনাশেন রূপসম্পৎকৃতেন বৈ।
ত্রিলোকা তাম্ যথা তাভ্যাং ভার্য্যাত্বেনোপযান্তি বৈ ॥২১

নারদ উবাচ।
সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় বচনাত্তা পিতামহম্।
চকার মনসা তত্র বিশ্বকর্মাণম্ প্রদক্ষিণম্ ॥২২
প্রাঙ্মুখো তথবানাস্তে পশ্চিমেন মহোদধিঃ।
যেনাস্তৈরোহতে সূর্য্যস্তৎ সর্বতস্তু প্রলোভনম্ ॥২৩
সূর্য্যস্য তু বলং তত্র মনসা তৎ প্রদক্ষিণম্।
ইক্ষুঃ যাদুশ্চ ভগবান্ বৈতেয়ঃ প্রত্যবিধ্যতো ॥২৪
তত্রৈ কাঞ্চন চাত্যার্থং গতয়ঃ পার্শ্বতস্তথা।
অন্তর্ধিতপক্ষাক্ষং পক্ষিণং বিশ্বতঃ মুখম্ ॥২৫

এই ত্রাণ্ডের ভক্ষের সমস্ত ভাগের দ্বারা যে বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল, সমস্ত বিশ্বকর্মা তাহা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া এক তিলোত্তমা নামক এই রমণী সৃষ্টি করিলেন ॥১৩

তোয়ি তোয়ি রূপ আনিয়া তাহার শরীরে সন্নিবেশ করত মন্ত্রসংস্কারযুক্ত ও বেদজ্ঞগণের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন ॥১৪

বিশ্বকর্মা অতি যত্নের সহিত তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, সেই রমণী জগতে সমস্ত রমণী হইতে অনুপমরূপবতী হইল ॥১৫

তাহার শরীরে এমন কিছুমাত্রও ছিল না, যাহাতে কিছু সৃষ্টি করিলে কাহারও চক্ষু মুগ্ধ না হয় ॥১৬

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা কামরূপিণী লক্ষ্মীর ন্যায় তাহার সকল প্রাণীর মনকে ও চক্ষুকে হরণ করিলেন ॥১৭

যেহেতু বিশ্বকর্মা গন্ধর্বগণের তিল তিল অংশ আনিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ব্রহ্মা তাহার নাম রাখিলেন তিলোত্তমা ॥১৮

পিতামহ বলিলেন,—তদ্রে তিলোত্তমে! তুমি সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের নিকটে যাও এবং তোমার এই প্রার্থনীয় রূপের দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত কর ॥২০

তোমাকে দেখিবামাত্র যাহাতে তোমার ও তোমার রূপের জন্য উহার মধ্যে বিবাদ হয়, তাহার ব্যবস্থা কর ॥২১

নারদ বলিলেন,—সেই তিলোত্তমা "তাহাই হইবে" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত প্রথমে পিতামহকে প্রণাম করিল এবং পরে বিশ্বকর্মাকে প্রদক্ষিণ করিল ॥২২

ব্রহ্মার বক্ষিণে ভগবান্ সমুদ্রের পূর্ব্বমুখে এবং উত্তরে দেবগণ এবং চারিদিকে ঋষিগণ ছিলেন ॥২৩

তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—হে ভগবন্! আপনার কি কার্য্য সাধন করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥২৪

পিতামহ বলিলেন,—ভদ্রে তিলোত্তমে! তুমি সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের নিকটে যাও এবং তোমার এই প্রার্থনীয় রূপের দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত কর ॥২০

তোমাকে দেখিবামাত্র যাহাতে তোমার ও তোমার রূপের জন্য উহার মধ্যে বিবাদ হয়, তাহার ব্যবস্থা কর ॥২১

নারদ বলিলেন,—সেই তিলোত্তমা "তাহাই হইবে" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত প্রথমে পিতামহকে প্রণাম করিল এবং পরে বিশ্বকর্মাকে প্রদক্ষিণ করিল ॥২২

ব্রহ্মার দক্ষিণে ভগবান্ সমুদ্রের পূর্ব্বমুখে এবং উত্তরে দেবগণ এবং চারিদিকে ঋষিগণ ছিলেন ॥২৩

পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্যা পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্।
তথা চোত্তরং পার্শ্বদ্বয়ং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৬
অস্ত্রেণাপি বেদাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ।
সকারাদীংশ্চ বিন্যাসান্ সংস্রং সর্বতোঽভবৎ ॥২৭
এবং চতুর্মুখঃ ব্রাহ্মো দেবোঽভবৎ পুরা।
তথা সহস্রনেত্রশ্চ বভূব বলসূদনঃ ॥২৮
তথা বেদনিধানাংশ্চ যমশ্চাপি সর্বশঃ।
মুখানি চাস্যবর্তন্ত যেন যান্তি ত্রিলোকতা ॥২৯
তথা শাস্ত্রে বিনির্দিষ্টা সৃষ্টিহেতোঃ মহাত্মনঃ।
সর্বেষামেব ভূতানাং তেন পিতামহঃ ॥৩০

যখন তিনি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ অভিষেক করিলেন, তখন ইন্দ্র ও তদবধি সকল অধিকারী দেবতাগণকে যথাযথ অধিকারে অধিষ্ঠান করিলেন।২৫

যখন ত্রিলোচনা উত্তরাস্য হইবার দক্ষিণপার্শ্বে গেলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে আর একটি অমললোচনবিশিষ্ট মুখ সৃষ্টি করিলেন।২৬

যখন ত্রিলোচনা পশ্চাতে গেলেন; তখন পশ্চিম দিকে সহস্রের আর একটি মুখ নিঃসৃত হইল এবং উত্তরদিকে গেলে সেদিকে আর একটি মুখ বাহির হইল।২৭

এইরূপ দেবরাজের সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে সকারাদি বিশাল সহস্র লোচন চারিদিকে উৎপন্ন হইল।২৮

সহস্রাক্ষ তু তদা সর্বে দেবাস্তে পরমর্ষয়ঃ।
কৃতাভিষেকাস্তে তাত যাতাঃ স্বেষ্বিহ কর্মসু ॥৩১
ত্রিলোচনায়াং তত্যাজ তু গঙ্গায়াং লোকসম্মতঃ।
সর্বান্ বিসর্জয়ামাস দেবানৃষিগণাংশ্চ তান্ ॥৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি দ্বিতীয়াশ্বমেধ-যজ্ঞপর্বণি সুপর্ণোপাখ্যানে ত্রিলোচনপ্রাদুর্ভাবে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১০

এইরূপে পুরাকালে অধিনাশী মহাদেবের চতুর্মুখ এবং বলনাশক অমরেশ্বর ইন্দ্র সহস্রনয়ন হইলেন।২৯

সেইপ্রকার সকল দেবতা ও ঋষিগণের যমসমূহ ত্রিলোচনা যে দিকে যাইতে লাগিল, সেই দিকে ঘুরিতে লাগিল।৩০

দেবদেব পিতামহ ছাড়া অন্য সকল মহাত্মারই চক্ষু বার বার তাহার উপর পড়িতে লাগিল।৩০

যখন ত্রিলোচনা সেই রূপসম্পদ্ লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন দেবগণ ও পরমর্ষিগণ মনে করিলেন তাঁহাদের অভিলষিত কার্য যেন সিদ্ধই হইয়াছে।৩১

ত্রিলোচনা গঙ্গায় গেলে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা সকল দেবগণ ও ঋষিগণকে বিদায় দিলেন।৩২

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত দ্বিতীয়াশ্বমেধযজ্ঞপর্বে সুপর্ণোপাখ্যানে দশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তিলোত্তমাদর্শনে অসুরদ্বয়ের মোহ, পরস্পরযুদ্ধে মৃত্যু, তিলোত্তমালাভে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, দ্রৌপদীবিষয়ে পাণ্ডবগণে নিয়মবন্ধনকথন।]

ব্যাস উবাচ।

ততঃ কদাচিদ্ বিন্ধ্যস্য প্রস্থে সর্বমনোরমে।
পুণ্যেষ্বাশ্রমেষু শালেষু বিহারৈশ্চিত্রকারুষু ॥৬

বিন্ধ্যে সর্বফলৈর্বৃক্ষৈঃ সদাবীজৈঃ সমাকুলে।
ব্রহ্মাসনং সমাস্থায়ৌ সহ স্ত্রীভিবিবেশতুঃ ॥৭

তত্রো ঘাদিত্রনৃত্যাদ্যুপনিষ্ঠত্তৌ স্ত্রিয়ঃ।
গীতৈশ্চ হৃদিসংস্থৈঃ শ্রীত্যা সমুপতস্থিরে ॥৮

তত্তস্তিলোত্তমা তত্র বনে পুষ্পাণি চিন্বতী।
বেণুং সঞ্চিক্ষিপাদায় হৃষ্টৈরেকৈক এসেদা ॥৯

নখৈর্বিদারয়ন্ ভাতি দ্রু কপিলয়োন্ প্রচিন্বতী।
পদৈর্বিন্যস্য তং বেণুং হস্তাভ্যাং যৌ সমাস্থতৌ ॥১০

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[তিলোত্তমা দর্শনে অসুরদ্বয়ের মোহ এবং পরস্পরের যুদ্ধে মৃত্যু এবং ব্রহ্মার নিকট তিলোত্তমার বরপ্রাপ্তি এবং পাণ্ডবগণ-কর্তৃক দ্রৌপদীর বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন।]

ব্যাস বলিলেন,—দৈত্যদ্বয় সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া নিষ্কণ্টক হইল এবং ত্রৈলোক্যকে বিজ্ঞ করায়ত্ত করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল।১

দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মানুষ—সকলের ধন ও রত্ন আহরণ করিয়া তোগ করত পরম সন্তোষ লাভ করিল।২

যখন তাহারা দুইজনে দেখিল যে, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই, তখন তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া দেবতার ন্যায় আনন্দে বিহার করিতে লাগিল।৩

স্ত্রী, মাল্য, বস্ত্র, ভক্ষ্য, পর্যাপ্ত ভোজ্য, প্রচুর নানাবিধ পানীয় এবং অন্যান্য প্রিয় বস্তুসমূহ ভোগ করত পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল।৪

অনন্তর, বন, উদ্যান, পর্বত, অন্যান্য প্রভৃতি অভিলষিত স্থানসমূহে দেবতাদের ন্যায় দুইজনে বিহার করিতে লাগিল।৫

অনন্তর এক সময় বিন্ধ্যপর্বতের বিষয়দেশে বিলাসের সমস্ত স্থানসমূহ, যেখানে পুষ্পিত নানা-বৃক্ষসমূহ বিরাজমান ছিল, তথায় তাহারা বিহার করিতে গেল।৬

তাহাদের জন্য সেখানে দিব্য ভোজ্যবস্তুসমূহ আনীত হইল এবং তাহারা দুইজনে শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হইয়া স্ত্রীগণের সহিত উপবিষ্ট হইল।৭

তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের অভিপূর্ণ ইচ্ছা, বুদ্ধি ও যত্নের দ্বারা তাহাদের দুইজনের আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিল।৮

অনন্তর তিলোত্তমা একখানা সাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া পুরুষের চিত্তাকর্ষক বেশ ধারণ করত বনে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।৯

তাহার নখ দ্বারা প্রতি অঙ্গুলির কাঁকে লাগিল।১০

তৌ তু পীত্বা মধু পূর্ণং মধুরঞ্চাতুলোচনৌ।
দৃষ্ট্বৈব তাং বরারোহাং হর্ষমতৌ মদত্বিহ্বলৌ ॥১১
অনুযোজয়মাস বিধা তত্ত্বমুদ্দিশ্য সা বিধা।
উচতুশ্চ কামমদমত্তৌ প্রার্থয়ন্তশ্চ তাম্ ॥১২
বৃণীষে তাং বরং ভদ্রে মুদ্রে মুখো ব্রূহি পাপিনা।
উপসুন্দোঽপি ভদ্রায় মাং বৃণে পাপো
দ্বিলোত্তমাম্ ॥১৩
বরমদমত্তয়ো রাবোরনেন ভক্ষণেন চ।
বলবীর্যমাত্মনশ্চ মুদ্রাপানমদেন চ ॥১৪
সর্বৈরেতৈর্মদৈস্তাভ্যাং প্রভূতৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
(তৌ কটাক্ষেণ সৈন্যেন্দ্রাবাকর্ষন্তি মুহুর্মুহুঃ।

কৃষ্ণিমের কটাক্ষেণ মুদ্রং তত্রাহ কাশিনী।
বামেনৈব কটাক্ষেণ উপসুন্দং নিরীক্ষতী।
গচ্ছাবস্তরতাপেক্ষৌ বামোরূ ভবতুত্তমা।)
অকামদয়াবিষ্টৌ পরস্পরবধোদ্যতৌ ॥১৫
মম ভার্যা তব শ্রেষ্ঠমিতি সুন্দোঽব্রবীদ্বচঃ।
মম ভার্যা তব বধূরুপসুন্দোঽব্রবীদ্বচঃ ॥১৬
নৈষা তব যবীয়েতি তত্রতৌ মন্যুরাবিশৎ।
তত্রা ক্রোধেন সম্মত্তৌ নিজঘ্নতুরুভৌ তদা।
প্রসৃতৌ চ মহে তীব্রে তত্রাতৌ তৌ কামমোহিতৌ ॥১৮

মদ্যে তীব্র কামিতার পূর্ণপাত্র হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে তিলোত্তমা যেখানে অসুরদ্বয় উপবিষ্ট ছিল, সেইখানে গেলেন ॥১০

তাহারা উভয়েই মদ্যের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট মদ্য পান করাতে তাহাদের নয়ন আরক্ত হইয়াছিল এবং মদ্যে উন্মত্ত থাকায় সেই বরারোহা তিলোত্তমাকে দেখামাত্রই কামমদে বশীভূত হইল ॥১১

তাহারা উভয়েই আসন পরিত্যাগ করত উঠিয়া যেখানে তিলোত্তমা ছিল, সেইখানে গেল এবং উভয়েই কামমোহে হইয়া তাঁহাকে নিজ নিজাভিপ্রায় প্রার্থনা করিল ॥১২

সুন্দ সেই সুন্দর তিলোত্তমায় বলিল, তুমি বরণ করিল এবং উপসুন্দ তাহার হাত ধরিয়া বরণ করিল ॥১৩

তাহাদের মধ্যে দুর্লভ বরপ্রাপ্তির জন্য তাহারা অসুরদিগের স্বাভাবিক বল এবং বল ও অসুর মদ এবং সুরাপানজনিত মদ এতদ্বারা মুদমত্ত তাহারিগকে আক্রমণ করিয়াছিল ॥১৪

(তিলোত্তমা কটাক্ষের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ সৈন্যেন্দ্রদ্বয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে যখন কটাক্ষে সুন্দকে এবং বাম কটাক্ষে উপসুন্দকে সুন্দর সুন্দর আকর্ষণ করিতেছিল ; তাহারা তাহার শরীরের দিব্য গন্ধ ও আভরণের আকর্ষণে অত্যন্ত কামমোহ প্রাপ্ত হইল।)

উক্ত সময় অতি মুদমত্ত আক্রান্ত এবং কাম ও মদে আর্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অসুরী করিয়া বলিতে লাগিল ॥১৫

সুন্দ উপসুন্দকে বলিল—এ আমার পত্নী, সুতরাং তোমার গুরুজন ; তখন উপসুন্দ সুন্দকে বলিল—এ আমার পত্নী, সুতরাং তোমার পূজ্যতমা ॥১৬

তাহারা উভয়েই 'এ আমার, তোমার নয়' বলিতে বলিতে ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হওয়ায় পরস্পরের প্রতি পূর্বস্নেহ ও সৌহার্দ ভুলিয়া গেল ॥১৭

সুন্দরী তিলোত্তমাকে পাইবার জন্য সেই সময় তাহারা উভয়ে ঘোর অসুর যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং উভয়েই অকালে কালমোহিত হইল ॥১৮

অহং পূর্বমহং পূর্বমিত্যন্যোন্যং বিজগ্মতুঃ।
তৌ প্রাক্ষিপতাং তৌর্যৌ সেতুত্বং বিদধদ্বপুঃ ॥১৯

রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গৌ ব্যাবিদ্ধাকৌ বলোদ্ধতৌ।
অন্যোন্যং বিজঘা নাতে ন চ দৈত্যজনত্যজৌ ॥২০

পুত্রানুদ্যম্য সর্বো বিদ্যাদ্রক্তকাশিতঃ।
অন্যে পিতামহস্যাস্য সেবেরেরিরিতি ॥২১

আজগাম বিভুর্ব্রহ্মা পুত্রয়োশ্চ বিলোভয়ন্।
তয়োশ্চ জন্মনাশায় ভগবান্ প্রপিতামহঃ ॥২২

বরং বিদ্বঃ স তত্রৈনাং প্রীতঃ প্রাহ পিতামহঃ।
আবিভ্যাং বিষ্ঠিতাল্লোকান্ বিক্রিণীষে তাবিনি ॥২৩

তেজসা চ মুহূর্তাং যাং ন কশ্চিদ্ধর্ষিতুং ক্ষমঃ।
এবং তাবৈ বরং দত্ত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ॥২৪

ইত্যুক্ত্বৈলোক্যনাথো ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ।

নারদ উবাচ।

এবং তৌ সহিতৌ ভূত্বা সর্বার্থেষেকনিশ্চয়ৌ ॥২৫
ত্রিলোকমর্থং সংভূত্বা হত্বাঽন্যোন্যং বিজঘ্নতুঃ।
তস্মাদ্ ব্রবীমি বঃ স্নেহাৎ সর্বান্ ভরতসত্তমান্ ॥২৬
যথা যো বাস্য কোঽপ্যস্যাং সর্বথাং দ্রৌপদীকৃতে।
তথা কুরুত তস্যাং বো মম চেৎ প্রিয়মিচ্ছথ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা মহাত্মানো নারদেন মহর্ষিণা
সমেত্য চক্রিরে রাজংস্তদ্বচোঽনুমতাশয়াঃ।
সমেত্য তত্র তেঽন্যোন্যং তাবিতৌজসঃ ॥২৮
(এতৈরুক্তস্তু মুনিভিঃ পূর্বং বর্ষশতানি বৈ।)
দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনানভোক্তং যোঽভিদর্শয়েৎ।
স নো বাধেত বর্ষাণি দ্বাদশাথো ঘনে বসেৎ ॥২৯

"আমি প্রথমে, আমি প্রথমে ইহাকে গ্রহণ করিব" এই কথা বলিতে উহারা উভয়কে সংহার করিল এবং অবশেষে সংহার হইয়া ঐ দুই ভয়ঙ্কর দৈত্য ভূতলে পতিত হইল ॥১৯

উহারা সংহারপূর্বক দুইটী সৃঙ্গের ন্যায় রক্তাপ্লুত-দেহে ভূমিতে পতিত হইয়া ভূমিকে বরণ করিল। তখন দেব নারায়ণ ও দৈত্যগণ ভয়ে যে স্থান হইতে পলাইয়া গেল এবং অন্যান্য দৈত্যরা বিষাদ ও ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পাতালে চলিয়া গেল। তখন ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবগণের সহিত তথায় আসিয়া তিলোত্তমাকে প্রশংসা করিলেন এবং ভগবান্ প্রপিতামহ তাহাকে বরগ্রহণ করিতে বলিলেন ॥২০-২২

শ্রীসম্পন্ন পিতামহ তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন—"হে ভাবিনি! তুমি যে পর্যন্ত সূর্যের গতি আছে, সে পর্যন্ত বিচরণ করিতে পারিবে। সূর্যের তেজে তুমি এত তেজোময়ী হইবে যে, তোমার দিকে কেহ তাকাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবে না। তাহাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সর্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

নারদ বলিলেন,—তাহারা সর্ববিষয়েই অভিন্ন হৃদয় ছিল, সেই দুই দৈত্য ত্রিলোকের জন্য অন্যান্য ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বধ করিয়াছিল। সুতরাং হে ভরতসত্তমগণ! তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ তোমাদের সকলকেই আমি বলিতেছি যে, যদি তোমরা আমার প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী বিনিত তোমাদের মধ্যে বিবাদ না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। তোমাদের কল্যাণ হউক ॥২৩-২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! মহর্ষি মহাত্মা নারদ এই কথা বলিলে পাণ্ডবগণ অভিপ্রেতা

কৃষ্ণে তু নগরে তস্মিন্ পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ।
ন্যবসন্ কতিচিন্মাসান্ শ্রীমদ্ ইন্দ্রপ্রস্থবাসিনঃ ॥৩০
এবং তৈঃ সমরং পূর্বং কৃষ্ণো নারদচোদিতঃ।
দ্রৌপদ্যাস্তু যে সর্বে তদাখ্যাস্যামি তান্ত্রতঃ ॥৩১
(এতদ্ বিস্তরশঃ সর্বমাখ্যাতং যে মহর্ষয়।
তত্রাপি চ তস্মিন্ সম্বাদঃ যথাবদ্ধর্মতত্ত্বতঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বণি সুন্দোপসুন্দোপাখ্যানে একাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১১॥

ব্রাহ্মণের অনুমতি পাইয়া পাণ্ডবেরা পরস্পরের প্রেমে বশীভূত হইয়া এইরূপ নিয়ম করিলেন—"কৃষ্ণা আমাদের এক এক জনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করিবে। এই সময় দ্রৌপদীর সহিত আমাদের একজনকে যদি আমরা অন্য সকলে দর্শন করি, তবে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচারী হইয়া বনে বাস করিবে ॥২৮-২৯

যখন ধর্মচারিণী পাণ্ডবগণ পরস্পর এইরূপ সময়বদ্ধ নিয়ম গ্রহণ করিলেন, তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণ

প্রীত হইয়া অভীষ্টফলদ বর দিলেন ॥৩০

যে রাজন্! এইরূপে দেবর্ষি নারদের উপদেশে প্রেরিত হইয়া তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও বিবাদ হয় নাই ॥৩১

(যে মহর্ষিগণ জানেন। যেই সময় যে ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমি তোমার নিকট বিস্তারপূর্বক তাহা বর্ণনা করিলাম।)

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত বিদুরাগমনরাজ্যলম্ভপর্বে সুন্দোপসুন্দোপাখ্যানে একাশীত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণের যোগবলপ্রভাবে অর্জুনের নিয়মভঙ্গ ও বনে গমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তে সময়ং কৃত্বা তত্রতত্র পাণ্ডবাঃ।
অথ শস্ত্রপ্রতাপেন কুরুরাজ্যমরক্ষিতম্ ॥১

তেষাং মনুষ্যসিংহানাং পঞ্চানামমিতৌজসাম্।
বহূন্ কৃষ্ণা সর্বতঃ পার্থানাং বশবর্তিনী ॥২
যে তথা বৈদ্য না বীরৈঃ পতিভিঃ সহ পঞ্চভিঃ।
বহূন্ পাঞ্চালরাজ্ঞী বাসৈর্ভোগবতী যথা ॥৩

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের যোগবলপ্রভাবে অর্জুনের নিয়মভঙ্গ ও বনে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে পাণ্ডবগণ নিয়ম গ্রহণ করত অন্যান্য রাজকুমারের অগোচরে

করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন ॥১

সেই অদ্বিতীয়া মহাত্মার পঞ্চ পাণ্ডবের বশবর্তিনী হইয়া দ্রৌপদী তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥২

তাঁহারা দ্রৌপদীর সেবায় এবং দ্রৌপদীও বীর

বর্তমানেষু বর্ষেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
যাবদ্ধর্ম্ম কুরুষু সর্ব্ব হীনেষবঃ সুখমিরিরে ॥৪

অথ হৈমন্তেন কালেন ব্রাহ্মণস্য বিশাম্পতে।
কস্য চিৎ ত্বরয়া জহ্নুঃ কেচিন্ মা মৃগলক্ষণম্ ॥৫

হিরণ্যবর্ণে বনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
আশ্রম্য পাণ্ডবপ্রবমুবাচোপেত্য পাণ্ডবান্ ॥৬

হ্রিয়তে মোঘনং মূঢ়ৈর্মৃগৈরেকশফাকৃতিঃ।
প্রমথ্য মন্থমিষ্যন্তো যাবত পাণ্ডবাঃ ॥৭

ব্রাহ্মণস্য প্রণষ্টস্য হরিণ্যর্থে প্রলুপ্যতে।
পার্থাস্তস্য ত্বরাং পূজাং নীচঃ ক্রোষ্টাবিবর্ষতি ॥৮

আক্রিয়তাং রাজানং ধর্ম্মিষ্ঠং ত্বাগয়ারিণম্।
ত্বমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমহঃ পাপচারিণম্ ॥৯

ব্রাহ্মণের ঘরে যৌবর্দ্ধিত্বে চ বিলোপিতে।
রোরুয়মাণে চ ময়ি স্ত্রিয়ত্বামনুরোধতম্ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
রোরুয়মাণস্যাত্যর্থং কৃষ্ণে বিপ্রস্য পাণ্ডবাঃ।
তানি বাক্যানি শুশ্রাব কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১

প্রবেশে চ মহাবাহুর্ব্বৈরিত্যায় চ বিজ্ঞম্।
আহুতানি চ যত্রাসন্ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১২

কৃষ্ণা সহ তত্রাস্তে ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
শস্ত্রাগারে চাপরেহ্নি ধনঞ্জয় চ পাণ্ডবঃ ॥১৩

তত্র চাস্তস্য বৈবাহৈশ্চেষ্টমানস্য পুনঃ পুনঃ।
আজগাম তত্র ক্রৌঞ্চেরশ্চিত্তপ্রমাথী দুঃখিতঃ ॥১৪

পক্ষ পক্ষিত ঘারা পরিবৃত হইয়া ব্যাসপরিবৃত হোমধেনুর ন্যায় অত্যন্ত শ্রীবিশিষ্ট হইলেন।৩

মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে ভীমসেনের ও ব্রাহ্মণগণের ত্বরা। সমস্ত কুরুগণের বিশেষ সুখ ও উন্নতি হইতে লাগিল।৪

হে রাজসত্তম! এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে একদিন কতকগুলি চোর একত্র মিলিয়া এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিল।৫

তস্করগণ গোধনগুলি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের আশ্রমে আসিলেন এবং চীৎকার করিয়া পাণ্ডবগণকে বলিতে লাগিলেন।৬

নির্ব্বোধ নীচ পাপাত্মা দস্যুগণ বলপূর্ব্বক আমার গোধন হরণ করিতেছে; হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে পালন করুন।৭

আজ পাঁচ বৎসরকাল ব্রাহ্মণের যজ্ঞ অগ্নিসমূহ প্রাপ্ত হইতেছে, শান্তিলোম পূর্ণ হওয়াতে নীচ দস্যুগণ অভিযজ্ঞিত করিতেছে।৮

প্রজাগণের অর্জ্জিত ধন যে রাজা প্রজাকে রক্ষা করে না, সকল লোক তাহাকে পাপাচারী রাজা বলে।৯

ধর্ম্মার্থে রক্ষিত আমার এই গোধনকে দস্যুগণ হরণ করিতেছে এবং আমার চীৎকার কানে পাইতেছে, আপনারা এখনই শস্ত্র ধারণ করুন।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই বিপ্র অত্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিলে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিলেন।১১

তাঁহার কথা শুনিয়া মহাবাহু অর্জ্জুন "আপনি ভয় পাইবেন না" সেই বিপ্রকে এই কথা বলিয়া অস্ত্র আনিবার জন্য অস্ত্রাগারের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্র-শস্ত্র যেখানে থাকে, সেই অস্ত্রাগারে অন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার সহিত উপবিষ্ট থাকায় অর্জ্জুন প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং অস্ত্র না নিয়া চলিয়া আসিতেও সমর্থ হইলেন না।১২-১৩

ত্রিরাত্রেণ বনে বসিন্ ব্রাহ্মণস্য বশস্বিনঃ।
অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণঃ তত্র কর্তব্যমিতি দ্বিজঃ ॥১৫
উপাকৃত্যপতোঽধর্মং দুষয়ন্ ভাস্করৌপমঃ।
ভক্ষ্য প্রদাতো যাহি ন অবোধ্যস্য রক্ষসঃ ॥১৬
অন্যান্তিকাশ্চ সর্বেষাং রক্ষাকরণমি বনে।
প্রতিজিহীর্ষতে লোকেঽস্মিন্নযথর্মশ্চ সো অবেৎ ॥১৭
অন্যাবৃত্তা তু রাজানং গতে যদি ন সংশয়ঃ।
অন্যাকৃতস্ত্রাণার্থং পার্থেন তৈবমুক্তঃ অবেৎ ॥১৮
অনুপ্রবেশে রাজস্ত বনবাসে অবস্থিতঃ।
সর্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ধর্মপাৎ তু মহীপতেঃ ॥১৯
অধর্মো হৈষ মহাংস্তত্র বনে বা মরণং ভয়ম্।
শরীরস্য বিনাশেন ধর্ম এষ বিশিষ্যতে ॥২০

এবং বিনিশ্চিত্য তত্ত্বং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অনুপ্রবিশ্য রাজানমবাপ্তস্য চ বিশাম্পতে ॥২১
ধনুরাদায় সংহৃষ্টো ব্রাহ্মণং প্রত্যভাষত।
ব্রাহ্মণাশ্বস্যতাং শীঘ্রং যাবৎ পশ্যন্তি মে দ্বিজ ॥২২
ন দূরে তে গতাঃ কৃষ্ণাস্তাবদ্ গচ্ছাম সহ।
যাবন্নিবর্তয়ামস্ত তৌরহন্তাদ্ ধনং তব ॥২৩
সোঽনুসৃতো অবোদ্ধর্ষী ধর্মী যদি ভবান্।
শরৈর্বিদ্ধশ্চ তাংস্তৌরানবজিত্য চ তদ্ ধনম্ ॥২৪
ব্রাহ্মণং সমুপাকৃত্য ধনং প্রাপ্য চ পাণ্ডবঃ।
তত্রস্থান্ যোধনঃ পার্থো হত্বা তস্মৈ বিসাস্রয়ে ॥২৫
আজগাম পুনঃ বীরঃ সত্যসন্ধো ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিবাদ্য গুরূন্ সর্বান্ সর্বৈশ্চাপ্যভি-
নন্দিতঃ ॥২৬

সেই আর্ত ব্রাহ্মণ "ভয় হইতে রক্ষা কর" এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া এবং পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া অর্জুন দুঃখান্বিত মনে চিন্তা করিতেছেন ॥১৪

"ক্ষণপরে ব্রাহ্মণের ধন হরণ করা হইবে, তখন উহার রোদনের জন্য অবশ্যই মুছাইয়া দেওয়া উচিত—ইহাই আমার নিশ্চয় ॥১৫

আমার দ্বারে আসিয়া এই ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও যদি আমি ইহাকে রক্ষা না করি, তবে মৃগয়ি যুধিষ্ঠিরের উপেক্ষা করিব আমার অধর্ম হইবে ॥১৬

তবু যে অধর্মই হইবে, তাহাই নয়; আমাদের সকলেরই "আর্তকে রক্ষা করিতে আমাদের অন্য নাই" এইরূপ ভবন জগতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইবে এবং আমরা অধর্মভাগী হইব ॥১৭

আর রাজাকে অন্যান্য কার্য বশে অন্যত্র গমন করি, তবে আমাদের রাজা অন্যকর্তৃক প্রতি আমার অধর্ম নিত্য প্রবর্তিত হইবে ॥১৮

রাজার উপস্থিতিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমাকে বনবাস করিতে হইবে। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটবাস বাড়া আর সব উপেক্ষা করা যায় ॥১৯

আমার মহান্ অধর্ম বা বনমধ্যে মরণ হইতে ভয় নাই। কিন্তু শরীরকে বিনাশ করিয়াও ধর্মকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য ॥২০

রাজন্ ধনঞ্জয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং ধনু লইয়া আবশ্যক মত ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ। শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন। পরমবলশালী মীঢ় বংশীয় যে দুই বীরেরা পূর্বেই উহাদের নিকট হইতে আপনার গোধন ছিনাইয়া লইয়াছে ॥২১-২৩

সেই মহাবীর ধনঞ্জয় ধনু গ্রহণ পূর্বক বর্ম পরিধান করিয়া রথে আরোহণ করিয়া চোরদিগের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন এবং ধাবমান হইয়া গো-ধনসমূহ ফিরাইয়া আনিলেন ॥২৪

ধর্মরাজমুপাগম্য ভ্রাতরস্তিস্র এব তে।
সমস্তা সর্বতঃক্ষান্তো ভবৎসন্দর্শনে ময়া ॥২৭

ধনঞ্জয়ো গবিষ্ঠায়ি লব্ধ্বা ক্ষেম ন মুক্তঃ।
ইষ্ট্বাক্ষয়ে ধর্মরাজস্তু সমগা ব্যাধমন্দিরম্ ॥২৮

ভগবন্তমরীণ্ বাচা শোকার্তঃ সন্নিবারয়।
যুধিষ্ঠিরো গুরুস্তেষাং ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥২৯

উত্তিষ্ঠ ভীরো ভদ্রা তে ধনঞ্জয়শিবং বচঃ।
প্রত্যাগতস্ত্বং তে ব্যক্তং শূন্যে মচ্চোদনেন ॥৩০

অনুপ্রবেশো যস্ত্বীয় কৃতবানস্মি যং প্রিয়ম্।
তদর্থং তদনুজানীহি ন হি মে ক্ষমিতুং ক্ষমম্ ॥৩১

ওমোমুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সা।
যবীয়সোঽনুপ্রবেশো জ্যেষ্ঠস্য বিধিলোপকঃ ॥৩২

বিবর্তস্ব মমাঘাতো ভূয়শ্চ মচ্চঃ ক্ষম।
ন হি তে ধর্মলোপোঽস্তি ন চ তে ধর্ষণা কৃতা ॥৩৩

অর্জুন উবাচ।
ন ঘাতেন হতেষু ধর্ষিতিষু বা ভবতঃ প্রভো
ন সত্যাদ্ বিচলিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥৩৪

(আজ্ঞা তু মম সততং ভবতঃ কীর্তিবর্ধনে।
সত্যমাত্মানমালভ্য ব্রবীমি ন মিথ্যা হি।)

এইরূপে পাণ্ডুপুত্র বীর ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রণাম করত অনুমতি লইয়া ব্রহ্মবাদিগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।১৫-২৬

অনন্তর তিনি ধর্মরাজকে বলিলেন,—"প্রভো! আপনি আমাকে ব্রতপালনের আদেশ করুন। কারণ, কৃষ্ণার সহিত আপনাকে সমবেত করিয়া আমি আমাদের পূর্বকৃত সময়কে ভঙ্গ করিয়াছি।২৭

এক্ষণে বনবাসকালীন এইরূপ অবস্থায় ধর্ম করিলে যেরূপ ফলের বনবাস করিব—ইহাই আমাদের সময় ছিল। ধর্মরাজ সহসা অর্জুনের এই অপ্রিয় কথা শুনিয়া শোকে আর্ত হইয়া সমাধানার্থ হইতে অবিচ্যুত অনুজ ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে দীনভাবে বলিলেন—"তুমি কেন এইরূপ বলিতেছ? হে নিষ্পাপ! তুমি আমাকে যদি প্রিয় কর, তবে আমি যাহা বলি, তাহা শুন।২৮-৩০

হে বীর! আমি ঘরে থাকিতে তুমি যে প্রবেশ করিয়াছ, তাহাতে তুমি তো আমার প্রিয় কার্যই করিয়াছ, কারণ, ইহা তো আমি অনুমোদন করিয়াছি; ইহাতে আমার ঘরে তোমার প্রবেশ দোষ হয় নাই।৩১

বড় ভাইয়ের ঘরে ছোট ভাইয়ের প্রবেশে কোন দোষ নাই; ছোট ভাইয়ের ঘরে বড় ভাই প্রবেশ করিলেই ধর্মবিপ্লব দোষ হয়।৩২

হে মহাবাহো! তুমি বনবাসের সময় পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কোন ধর্ম লোপ হয় নাই; তুমি তো আমাকে কোন অপমান বা তিরস্কার কর নাই।৩৩

অর্জুন বলিলেন,—আপনার নিকটই শুনিয়াছি যে, কপটতাপূর্বক কখনও ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, কখনও সত্য হইতে বিচলিত হইব না।৩৪

(হে কৌন্তেয়! আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আপনার বিনা অনুমতি আমি কোন কার্যই করিব না—ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভোজনমুজায় রাজানং ধনঞ্জয়ো লৌকিকম্।
অথ বাসমযাচিষ্ণু মালাকারমুবাচ হ ।৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অর্জুনবনবাসপর্বণি অর্জুনতীর্থযাত্রায়াং বাসপ্রার্থনাভিলাষত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন তখন রাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বনবাসের বাসনা প্রকাশ করত মালাকারকে বলিলেন ।৩৪

বাস করার মনে বাস করিবার ইচ্ছায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।৩৫

শ্রীমদ্ভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত মহাসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বোক্তর্গত অর্জুনবনবাসপর্বে অর্জুনতীর্থযাত্রানামক বাসপ্রার্থনাভিলাষত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের গন্ধমাদনে অবস্থান, তথা উলূপী সহ তাঁহার মিলন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ প্রযাতঃ সহসা রাজা কৌরবনন্দনঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।১
বেদবেদাঙ্গবিদ্বাংসস্তথৈবোঞ্ছব্রতাশ্চ যে।
তৈরসাক্ত তপস্বদ্ভিঃ সূতৈঃ পৌরাণিকাশ্চ যে ।২
কুশকাশাপরে গাঢ়ং শ্রুবহস্তা যতেন্দ্রিয়াঃ।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ পঞ্চস্তি স্মৃতং বিভাঃ ।৩
প্রৈতেন্দ্রাস্তৈস্ত বহ্নিঃ সহাগ্নৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং প্রায়াদ্ধনদস্তদ্বিবেশ হ ।৪

ঋষীণামি চিত্রাণি বনানি চ সরাংসি চ।
সরিতঃ পার্বতীয়াশ্চৈব দেশাংশ্চ চ তদা ।৫
পুণ্যাংশ্চৈব চ তীর্থানি দদর্শ ভরতর্ষভঃ।
স গন্ধমাদনমাসাদ্য বিবেশ সহসোৎ প্রভুঃ ।৬

তত্র তস্যানুভাবং কর্ম পূর্বং যৎ কৃতবান্ যদ্ বিশুদ্ধাত্মা পাণ্ডবানাং প্রবরো হি সঃ ।৭

নিবিষ্টে তত্র কৌন্তেয়ে ব্রাহ্মণেষু চ তদা।
অভিষেচনানি বিধিবদ্ ব্রাহ্মণৈরুপকল্পিতা ।৮

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অর্জুনের গন্ধমাদনে অবস্থান এবং তথায় উলূপীর সহিত মিলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৌরবগণের বর্ধনকারী মহারাজ অর্জুনকে বনে গমন করিতে দেখিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ।১

যে ব্রাহ্মণ বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী, ঊর্ধ্বরেতাস্বভাব, ভিক্ষাজীবী ও ব্রতচারী, তপস্বিগণ, পুরাণজ্ঞ সূত, কবষ, মহাত্মা, বায়ুভক্ষী এবং যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যা উপার্জন অনুসরে পাঠ করিতে পারেন—ইহারা সকলেই অর্জুনের অনুগমন করিলেন ।২-৩

বেদজ্ঞগণ পরিবৃত ইন্দ্রতুল্য ভীম পাণ্ডুতনয় অর্জুন পূর্বোক্ত পুণ্যবান এবং অন্যান্য অনুচরবর্গ অনেকের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন ।৪

যে ভারত। তথায় বিচিত্র বন, সরোবর, নদী, সাগর, দেশ, পুণ্যতীর্থসমূহ দেখিতে দেখিতে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ অর্জুন মহাবনে (হিমবানে) গিয়া নিবাস করিতে লাগিলেন ।৫-৬

তেন প্রযোধ্যমানেন ধনিনেব দুরেণ চ।
কৃতপুণ্যোপমেনেব ঔদার্যগুণযোগতঃ চ ॥৯
কৃতাভিষেকৈর্বিপ্রেন্দ্রৈর্নিয়তৈঃ সংশিতব্রতৈঃ।
তত্রস্থৈরেব তং রাজন্ গঙ্গাদ্বারে সমাপ্লুতম্ ॥১০
তদা পর্যাপ্লুতে তস্মিন্ নিমগ্নে পাণ্ডবর্ষভঃ।
আজগামৈব কৌন্তেয়ো গঙ্গাদ্বারতরায় হ ॥১১
তত্রাভিষেকং কৃত্বা স তর্পয়িত্বা পিতামহান্।
উত্তিতীর্ষুর্জলাদ্ ভারতার্জুনঃ কৌরবো বিভুঃ ॥১২
অপশ্যদ্ভো মহাবাহুর্নিমগ্নস্তত্র কশ্চন।
অন্তর্জলে মহারাজ উলূপ্যাঃ কামমোহিতঃ ॥১৩
তদর্থং পাণ্ডবস্তত্র পার্থঃ কুরুকুলোদ্বহঃ।
কৌরব্যনাগরাজস্য ভবনে পর্যবাসিতে ॥১৪

যে তত্রভবেন্দ্র। সেখানে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধাত্মা অর্জুন যে অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।৭

হে ভারত। কুরুশ্রেষ্ঠ ও সত্যবাদী ব্রাহ্মণগণ সেখানে অবস্থান করিলে ব্রাহ্মণগণ অনেকস্থানে অগ্নিহোত্রের জন্য স্তূপ প্রস্তুত করিলেন।৮

গঙ্গার তীরস্থ বিভিন্ন আশ্রমে অগ্নিহোত্রের অগ্নিসমূহ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং তাহাতে বিভিন্নপ্রকার আহুতি দেওয়া হইতে লাগিল। তাপসশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ সংযত অবস্থান করত সেখানে এই সকল পুণ্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাহাতে গঙ্গাদ্বার অগ্নি অসংখ্য শোভা ধারণ করিল।৯-১০

এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসমূহ পরিপূর্ণ আশ্রমে স্নান করিবার সময় কুরুশ্রেষ্ঠ একদিন গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন।১১

হে রাজন্! ভ্রাতাদিগের পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করত হোমকার্যসম্পাদনের জন্য উঠিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহাকে কোন ব্যক্তি জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল।১২-১৩

পাণ্ডুনন্দন নাগরাজ কৌরব্যের পরম সুন্দর ভবনে নীত হইয়া একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করিলেন যে, সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে।১৪

কুরুশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অগ্নিগৃহমধ্যে সেই অগ্নিতে হোমকার্য সমাপ্ত করিলেন। ইহাতে অগ্নিদেব পরমতৃপ্ত হইলেন।১৫

অগ্নিহোত্র কার্য সমাধা করিয়া অর্জুন হাসিতে হাসিতে নাগরাজকন্যাকে বলিলেন।১৬

"হে ভীরু! তুমি এ কি সাহস করিয়াছ? হে ভামিনি! এ কোন স্থান? হে সুভগে! তুমি কে এবং তোমার কন্যা?"১৭

উলূপী বলিল,—হে রাজন্! ঐরাবত নামের কুলে জাত নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা আমি; আমার নাম উলূপী।১৮

হে মহাবাহু! আপনি দেবগণের জন্য সাধন-

তাং ভাবেক্ষ্যাপিতাং যৎস্যুস্তে কুরুসত্তম।
অনক্ষাং কথয়াশু প্রসাদেনাত্মযোনিবৎ ॥২০

অর্জুন উবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যমিদং তত্র মম যাপনবাসিকম্।
বর্ষাণামেব চাবিদ্ধং নাহমস্মি যতব্রতঃ ॥২১

তব চাপি প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছামি জলচারিণি।
অনৃতং নোক্তপূর্বঞ্চ ময়া কিঞ্চন কহিচিৎ ॥২২

কথঞ্চ মানুষং যে স্যাৎ তব চাপি প্রিয়ং ভবেৎ।
ন চ গীর্ত্যেত যে ধর্ম্মস্তথা কুরু সুমধ্যমে ॥২৩

উলূপ্যুবাচ।

আত্মানমহং পার্থেভ্য ইথা চাপি দদামি তে।
যথা চ তে ব্রতচর্য্যা সম্পত্স্যতে তথা কুরু ॥২৪

পরস্পরং বর্ত্তমানান্ ব্রুবন্তস্যানুজস্ত্রয়ঃ প্রতি।
যো নোঽনুপ্রবিশেদ্রাত্রাবহ্নি বৈ যাপনবাসিকম্ ॥২৫

অনে চরেদ্ ব্রহ্মচর্য্যমিতি হ সময়ঃ কৃতঃ।
অবিদং দ্রৌপদীহেতোরেকস্তত্র প্রবেশনম্ ॥২৬

কৃতব্যাহতং ধর্ম্মার্থয়ন্ত্র ধর্ম্মো ন হ্রসতি।
পরিত্রাণং কর্ত্তব্যমার্ত্তানাং পৃথুলোচন ॥২৭

কৃত্বা মম পরিত্রাণং তব ধর্ম্মো ন লুপ্যতে।
যদি বাপ্যস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মোঽপি স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ ॥২৮

ন চ তে ধর্ম্ম এব স্যাদ্ হত্বা প্রাণান্ মমার্জ্জুন।
তস্মাচ্চ তব মাং পার্থ সত্যাদেহস্মরং প্রভো ॥২৯

গামিনী সকলে অবহীর্ণ হইলেন, আমি তখন আপনাকে দেখিয়াই বাসস্থানে চলিয়া আসিলাম।১৯

হে বিশালে ভূরুদ্বয়! আমি আপনার জন্য অনবধানে বাসিয়া রহিয়াছি এবং আমি অন্য আমাদের এপর্য্যন্ত ভ্রমণে যান দেখি নাই; সুতরাং আপনি আত্মপ্রদান করিয়া আজ আমাকে আনন্দিত করুন।২০

অর্জুন বলিলেন,—হে উলূপি! ধর্ম্মরাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি যাপনকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি; সুতরাং আমি বশে নহি।২১

হে জলচারিণি! তোমার প্রিয় কার্য্যও আমি করিতে ইচ্ছুক। আমি কখনও কোন মিথ্যা কথা পূর্ব্বে বলি নাই।২২

হে সুমধ্যমে! আমার কথা মিথ্যা না হয়, তোমারও প্রিয় হয় এবং আমার ধর্ম্মও নষ্ট না হয়,—এইরূপ কোন পথ আবিষ্কার কর।২৩

উলূপী বলিল—হে পাণ্ডবেয়! আমি উহা বিলক্ষণ জানি, কেন আপনি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার গুরু (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) আপনাকে ব্রহ্মচর্য্যের আদেশ দিয়াছেন।২৪

আপনার জন্য পরস্পর এই ছিল—"দ্রৌপদীর সহিত আপনাদের কেহ থাকিবার সময় যদি অন্য কেহ সেই গৃহে প্রবেশ করে, তবে সে বার বৎসর বনে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করত বিচরণ করিবে"—

আপনাদের এই সর্ত্ত দ্রৌপদীর সম্বন্ধেই অবশ্য রক্ষণীয় ছিল অর্থাৎ যার তখন সে দ্রৌপদীর সংসর্গ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবে।২৫-২৬

আপনারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে বনবাসের সর্ত্ত করিয়াছিলেন, উহা দ্রৌপদী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; সুতরাং হে পৃথুলোচন! আমাকে পরিত্রাণ করিলে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না।২৭

আমার পরিত্রাণের দ্বারা আপনার ধর্ম্ম লোপ হইবে না। যদি আপনার ধর্ম্মের সামান্য ব্যতিক্রমও হয়, তাহা হইলেও অর্জুন! আমার প্রাণরক্ষার দ্বারা আপনার মহাপুণ্য হইবে। প্রভো! আমি আপনার ভক্তা, আপনি আমাকে হরিদাসের দ্বারা রক্ষা করুন! পার্থ! আমাকে রক্ষা করা সংপুরুষদের ধর্ম্ম।২৮-২৯

ন করিষ্যসি চেদেবং মৃতাং মামুপধারয়।
প্রাপ্তানামস্মদাদীনাং চর ধর্মমনুত্তমম্ ॥৩৭

পরাক্ষ প্রণয়াদ্বি ভাবজ্ঞ পুরুষোত্তম।
ইমানবনাথান্ কৌরব্যে পরিষ্বজস্ব নিত্যদা ॥৩৮

সাধ্বং সমগমজ্যোহি যোষধীষি চ ভূবিতা।
যাতে যাং চাভিকামাহং তস্যাং কুরু মম প্রিয়ম্।
ন ঘমাত্মপ্রদানেন সকামাং কর্তুমর্হসি ॥৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু কৌরব্যঃ পাণ্ডবপ্রবরস্তদা।
কৃতবাংস্তৎ তথা সর্বং ধর্মমূর্তিশ্চ কারণম্ ॥৪০

ন নাগলোকে রাত্রিং তামুষিত্বা প্রভাপবান্।
ঈদৃশেষ্বনুচিতঃ সূর্যো কৌরব্যে নিরৈক্ষত ॥৪১
আপতত্ত পুনস্তত্র তথাবাং তত্র সহ।
পরিত্যজ্য সতা সাধ্বী ঈলূপী বিজগাম হ ॥৪২
তথা বরমজেয়ত্বং জলে সর্বত্র তাদৃশ।
সাধ্যা জলচরাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৩
(পুত্রমুৎপাদয়ামাস স তস্যাং বৃষলোহয়ম্।
ইরাবন্তং মহাভাগং মহাবলপরাক্রমম্ ॥)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অর্জুনবনবাসপর্বণি-নাগলোকে চ ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৩॥

মহারাজের। আমার কথা স্বীকার না করিলে আমি নিশ্চিত মরিব। সুতরাং আপনি আমার প্রাণ দান করিয়া অতি উত্তম ধর্ম সঞ্চয় করুন ॥৩৭

হে পুরুষোত্তম! আমি আজ আপনার শরণাপন্ন; সুস্থীভবন। আপনি জীব ও অন্যান্যদিগকে নিত্যই পরিত্রাণ করেন (সুতরাং আমাকেও রক্ষা করুন।) ॥৩৮

আমি আপনার বরণ গ্রহণ করিয়াছি, আমার সুখে অত্যন্ত যৌবন করিয়াছি এবং আমি আপনাতে অত্যন্ত আসক্তা হইয়াছি; সুতরাং আপনি আমার প্রিয় কার্য করুন। আত্মপ্রদানের দ্বারা আমার কামনা পূর্ণ করুন ॥৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নাগরাজকন্যা উলূপীর এই কথা শুনিয়া কুন্তীনন্দন তখন আর্তপরিত্রাণরূপ ধর্ম রক্ষার জন্য উলূপীর সকল অভিলাষ পূর্ণ করিলেন ॥৪০

প্রভাবশালী পাণ্ডব সেই রাত্রি উলূপীর গৃহে বাস করিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কৌরব্যের গৃহ হইতে উত্থিত হইলেন ॥৪১

উলূপীর সহিত অর্জুন তথায় পুনরায় আসিলেন, তারপর সতীসাধ্বী উলূপী নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল ॥৪২

(যে স্থানে। যাইবার সময় সে অর্জুনকে বর দিল যে—"আপনি জলে সর্বত্র অজেয় হইবেন এবং জলচর প্রাণী আপনার বশীভূত থাকিবে"—ইহাতে সংশয় নাই ॥৪৩

(অর্জুনের সহিত সেই রাত্রির সম্ভোগে উলূপীর গর্ভে যে মহাভাগ্যবান্ ও মহাপরাক্রম সন্তান জন্মিল, তাহার নাম হইল "ইরাবান্"।)

শ্রীমদ্ভারতবিবরণপ্রসঙ্গে সতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত আদিপর্বান্তর্গত অর্জুনবনবাসপর্বে উলূপীলম্ভনে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের প্রাগ্জ্যোতিষ ভীর্থসমূহে পরিভ্রমণ, মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার সহিত বিবাহ, তথা তাঁহার গর্ভে এক পুত্রোৎপাদন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্রস্থিত্বা তু সর্বে ব্রাহ্মণেভ্যঃ ন্যবেদয়ন্।
প্রস্থাতুং বিবৎসোর্বী তদা যত্নবতাং বরঃ ॥১
অনন্তরঞ্চৈত্রমাসস্য তিথিঞ্চ চ পর্বকম্।
তুলয়ন্তে চ কৌন্তেয়ঃ কৃতবান্ হোমমাদৃতঃ ॥২
প্রস্থাতুং সোমবত্যাশ্চ হ্রদমুনি চ তদা।
নিবেদ্যাগ্নে দ্বিজাতিভ্যঃ সোঽগচ্ছৎ কুরুসত্তমঃ ॥৩
দিব্যস্তিশোত্তরীর্থং চ তথা পুণ্যতমং হ্রদম্।
দৃষ্ট্বাদ্য পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ পুণ্যাখ্যানানি চ ॥৪
অবতীর্য্য স্যন্দনেভ্যো ব্রাহ্মণৈঃ সহ তত্ত্বতঃ।
প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সুঃ প্রযযৌ রথবাহকঃ ॥৫

আনুপূর্ব্যেণ তীর্থানি দৃষ্টবান্ কুরুসত্তম।
নদীং চোৎপলিনীং রম্যামাসাদ্য চ মৈথিল ইতি ॥৬
নদ্যাশ্চ সরযূসঙ্গে কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্।
গয়াঞ্চ গয়শীর্ষঞ্চ বটমপি চ তত্ত্বতঃ ॥৭
এতং ও র্থানি সর্বাণি পঞ্চমানঃ সুখাবহান্।
আজগ্মুঃ পাণ্ডবং দূরং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ গাঃ ॥৮
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি ভারত।
তথা তানি সর্বাণি পুণ্যায়তনানি চ ॥৯
দৃষ্ট্বা চ বিধিবৎ তানি বহূন্যপি ধনী তদা।
কলিঙ্গরাষ্ট্র-মাসেদুর্ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডবানুগাঃ ॥
অভ্যনুজ্ঞাত কৌন্তেয়মুপাবর্ত্তত তাবত ॥১০

চতুর্পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অর্জুনের প্রাগ্জ্যোতিষ তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ, মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার সহিত বিবাহ এবং তাঁহার গর্ভে এক পুত্রের উৎপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! ব্রাহ্মণদিগের নিকট উলূপীর সকল বৃত্তান্তের কথা বলিয়া মহাবল ইন্দ্রনন্দন অর্জুন বিবাহস্থলের নিকটবর্তী স্থানে চলিয়া গেলেন।১

তথায় তিনি অনন্তমাস, রবিসংক্রান্তি পর্ব্বদিন এবং তুলাসংজ্ঞক তীর্থে যাইয়া আবশ্যকীয় ক্রিয়াদি করিলেন।২

ভারত! কুরুশ্রেষ্ঠ সেই সেই তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া তাহার যাহা যাহা দেয় এবং যাহাদের যত ধন যাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।৩

পুরুষোত্তম পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন দ্বিজাতিসমূহতীর্থে স্নান করিয়া অনেক পুণ্যস্থান দর্শন করিলেন।৪

হে ভারত! অনন্তর রথবাহকসমূহের সহিত তিনি অর্জুনি ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব দিক্ অভিমুখে চলিলেন।৫

ভারত! কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনি ক্রমান্বয়ে যত তীর্থ এবং মৈথিলাগ্রের দিকে প্রবহমানা উৎপলিনী, নদ্যা, সরযূসঙ্গা, যশস্বিনী, কৌশিকী, মহানদী প্রভৃতি নদী এবং গয়া তীর্থ ও গয়া দর্শন করিলেন।৬-৭

এইরূপে যত তীর্থ ও পাপনাশন সমূহ দর্শন করত নিজ পবিত্রতাসম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বহু গাভী দান করিলেন।৮

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশের যত তীর্থ ও পুণ্যস্থানসমূহ ছিল, তিনি সে সব দর্শনের ফল লাভ করিলেন।৯

ভারত! সেই সকল তীর্থদর্শন এবং বিধিপূর্ব্বক স্নানাদি করত তিনি কলিঙ্গরাজ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।১০

স তু তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সহাস্যৈরব্রবীৎ পূজ্যা প্রত্যুবাচ যতঃ স্বয়ম্ ॥১১
স কলিন্দাত্মজাতীরে পেশলাবসথান্তরে চ।
বর্ষাণি কতিচিত্তত্র প্রেক্ষমাণো জগাম হ ॥১২
অনেকশতসংকীর্ণং স্নাতপৌরজনাকুলম্।
সমুদ্রতীরেণ শনৈর্মণিপূরং জগাম হ ॥১৩
তত্র সর্বাণি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
অভিগম্য মহাবাহুরভ্যগচ্ছদ্বিশাংপতিম্ ॥১৪
মণিপূরপতেঃ রাজ্ঞঃ দুহিতরং চিত্রবাহনম্।
কন্যাং চিত্রাঙ্গদাং নাম দদর্শ তরুণীং কৃশাম্ ॥১৫
তাং যদর্থং পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং মহাবনে।
দৃষ্ট্বা চ তাং বভূবেহ তদানে চৈত্রবাহনীম্ ॥১৬

অভিগম্য চ রাজানমব্রবীৎ বং প্রয়োজনম্।
সোঽপি তে বচনাৎ রাজন্ ক্ষত্রিয়ায় আত্মজে ॥১৭
তমুবাচ তদা রাজা কস্য পুত্রোঽসি বীর কিম্।
ইত্যুক্ত স্তু পাণ্ডবোঽহং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয় ॥১৮
তমুবাচাথ রাজা স সাম্বপূর্বমিদং বচঃ।
রাজা প্রভঞ্জনো নাম কুলেঽস্মিন্ সন্তুবং হ ॥১৯
অপুত্রঃ প্রসবেবার্থী তপস্তেপে স উত্তমম্।
উগ্রেণ তপসা তেন হরেরংশঃ পিতা কৃতঃ ॥২০
পৌত্রকন্যাবিধঃ পার্থ হরেশ্চ উগ্রতপসি।
স তত্রৈব বরম্ প্রাপ্তবানেকং প্রথিতং কুলে ॥২১
একৈকঃ প্রসবস্তস্মাৎ বরস্তস্মিন্ কুলে সদা।
হরেঃ কৃপণতঃ পুংসঃ যত্র জন্মিবে ॥২২

তখন কুন্তীনন্দন বীর ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া অল্প কয়েকজন সাথে লইয়া সাগরের দিকে চলিলেন ॥১১

তিনি বেশ সতর্কতার করিয়া পবিত্রসলিলা কলিন্দনন্দিনী যমুনার তীরদেশ, যেখানে এবং তাহার তীরস্থিত তপোবনসমূহ দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন ॥১২

তাপসগণে পরিশোভিত অবভৃথস্নানে পবিত্র তরঙ্গ তিনি সমুদ্রতীর ধরিয়া চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে মণিপুরে উপস্থিত হইলেন ॥১৩

সেখানে সকল তীর্থ ও পুণ্য নিকেতনসমূহ দর্শন করত মহাবাহু অর্জুন মণিপুর রাজার নিকট গেলেন ॥১৪

হে রাজন্! তিনি মণিপুরেশের কন্যা চিত্রবাহনাকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদা সেই মহারণ্যে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দরী চিত্রবাহনতনয়াকে দেখিয়াই অর্জুন তাহাকে লাভের জন্য কামনা করিলেন ॥১৫-১৬

তখন তিনি রাজার নিকট গিয়া নিজ অভিপ্রায় বলিলেন—হে রাজন্! মহাবলী আমি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছি, আমাকে আপনার এই কন্যা প্রদান করুন ॥১৭

তাঁহার কথায় রাজা বলিলেন—"তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি?" উত্তরে অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন—আমি পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্র ধনঞ্জয়" ॥১৮

রাজা তখন তাঁহাকে সাম্বনাপ্রদানপূর্বক বলিলেন—এই আমার কুলে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন ॥১৯

তিনি অপুত্রক ছিলেন; পুত্রলাভের ইচ্ছায় পিতামহীর সহায়ের কৃপালাভের নিমিত্ত উগ্র তপস্যা করিলেন। হে পার্থ! তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবদেব উমাপতি ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে বর দিলেন —তোমার কুলে একটী করিয়া সন্তানই হইবে ॥২১

তারপর হইতেই আমার এই কুলে মাত্র একটী

একা ॥ যম তত্রেহ যে কুলস্যোৎপাদিনী কৃতা।
পুত্রা মমাস্ত্রিতি যে তথা পুত্রবরঞ্চ ॥২৩
পুত্রিকা যেতুর্বিধিবা লক্ষিতা তত্ত্বদর্শনৈঃ।
তস্যামেকো হতো যোহস্যাং তাদৃশে তাদৃক স্মৃতা ॥২৪
এতদ্ভূতং তবাখ্যাতং কুলস্যাস্যাস্তথাবিধং।
যেনেদং সম্ভবেন্নাদ্যং প্রতিগৃহ্ণীষ সাম্প্রতং ॥২৫
ন তথেতি প্রতিজ্ঞায় তাং কন্যাং প্রতিগৃহ্য চ।
উবাস নগরে তস্মিংস্ত্রিভিঃ কৃষ্ণৈরহঃ সমাঃ ॥২৬

তস্যাং হুতে সমুৎপন্নে পরিবেত্তা স্বয়ম্ভুবম্।
আজগ্ম নৃপতিং তং তু তস্যাঃ পরিণয়ার্থিনম্ ॥২৭
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অর্জুনবনবাসপর্বণি
চিত্রাঙ্গদাসম্ভবে চতুর্বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৪

করিয়াই সন্তান হয়, আমার পূর্বজ পুত্রগণ পর্যন্ত এক একটী করিয়া পুত্রই হইয়াছে; কিন্তু আমার পুত্র না হইয়া একটী কন্যা হইয়াছে। আমার কুলরক্ষার্থিনী এই কন্যা তথা, অতএব যে পুত্রবর্গ। ইহাতে আমি পুত্রের সমাই মনে করি ॥২২-২৪

ইহার গর্ভজাত পুত্রই আমার পিতৃদত্ত পুত্র হইবে—ইহাই আপনি অঙ্গীকার করুন। হে ভরতর্ষভ! এই হেতু ইহার নাম রাখিয়াছি পুত্রিকা। ইহার গর্ভজাত প্রথম পুত্র তুমি আমাকে দান করিবে। এইরূপ সর্তে যদি তুমি সম্মত হও, হে পাণ্ডুনন্দন! তবে তুমি আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে পার ॥২৫-২৬

"তাহাই হইবে" বলিয়া তাঁহার কন্যা কৃষ্ণাকে অর্জুন সেই স্থানে বিবাহ করিয়া তিন বৎসর সেই নগরে বাস করিলেন ॥২৬

অনন্তর তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি সেই কন্যা তাঁহাকে অর্পণ করত কৃষ্ণার অনুমতি লইয়া পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইলেন ॥২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত অর্জুনবনবাসপর্বে চিত্রাঙ্গদাসম্ভবনামক চতুর্বিংশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের বর্ণাশ্রমঃ কুন্তীযোনিতো মুক্তিঃ, বর্ণাশ্রম আত্মকথা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সমুদ্রে তীর্থানি বনিতে ভরতর্ষভ।
অভ্যগচ্ছৎ মনুষ্যাণি স্পৃহয়ন্তানি তৎপরিঃ ॥ ১

বর্ষন্তিঃ স্ম তীর্থানি তত্র পঞ্চ স্ম তাপসাঃ।
অবতীর্ণানি তান্যাসন্ পূর্বতাং তু তপস্বিনাম্ ॥২
অনন্তরতীর্থং সৌভদ্রঃ পৌলোমক মুপাবসৎ।
তারদ্বয়ং প্রণম্যক হয়মেধফলঞ্চ তৎ ॥৩

পঞ্চবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক বর্ণাশ্রমের কুন্তীযোনি হইতে মুক্তি এবং বর্ণাশ্রম আত্মকথা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর অর্জুন সমিৎ সমুদ্রতীরস্থিত তপস্বিগণকর্তৃক পরিশোভিত পবিত্র তীর্থসমূহ দর্শন করিতে গেলেন ॥১

ঐ সমস্ত তপস্বিগণ পাঁচটী তীর্থস্থানে পরিত্যাগ

অরণ্যজন্ত তীর্থানি পাপপ্রশমনানি চ।
এতানি পঞ্চ তীর্থানি ধর্ম্য মুক্তফলানি চ ॥৪

বিবিক্তান্যুপলভ্যাথ তানি তীর্থানি পাণ্ডবঃ।
দৃষ্ট্বা চ ধর্ম্যযানানি মুনিভির্ধর্মচিন্তকৈঃ ॥৫

তপস্বিবচনাৎপূর্বং প্রাতিষ্ঠিৎ মুক্তমন্যুঃ।
তীর্থানীমানি ধর্ম্যন্তে কিমর্থং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬

তাপসা ঊচুঃ।
এষাং পঞ্চ ফলান্যেষু হরন্তি চ তপোধনাঃ।
তত এতানি ধর্ম্যন্তে তীর্থানি মুক্তমন্যুভিঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তেষাং শ্রুত্বা মহাবাহুর্ধার্মিকাণাংমহাত্মনাম্।
জগাম তানি তীর্থানি দৃষ্ট্বা পুরুষসত্তমঃ ॥৮

ততঃ সৌভদ্রমাদায় অর্জুনস্তীর্থমুত্তমম্।
বিধায় প্রথমং পূর্বং স্নানং চক্রে পরন্তপঃ ॥৯

অথ তং পুরুষব্যাঘ্রমর্জুনস্তীর্থমাগতম্।
জজ্ঞাবে চিত্রগো রাজন্ মুক্তাপুত্রো বনেচরম্ ॥১০

স তমাদায় কৌন্তেয়ো দিব্যং চিত্রং মনোরমম্।
উদ্বিজ্যোদ্বহন্বাহুবলেন বলিনাং বরঃ ॥১১

উৎকৃষ্ট এষ ত্রাহেতু সোদর্যস্নেহেন ধর্ষিতা।
বহূন মাসান্ বলাদ্বীর সর্বাভরণভূষিতা ॥১২

রোপ্যমানা স্ত্রিয়ঃ রাজন্ দিব্যরূপা মনোরমা।
তত্রস্থং তত্র দৃষ্ট্বা মুক্তাপুত্রো বনেচরম্ ॥১৩

তাঃ স্ত্রিয়ঃ পরমস্ত্রীত্বং ইতঃ ষড়রমত্রবীৎ।
কা বৈ ত্বমসি কল্যাণি মুক্তে তাসি মনোরমা ॥১৪

করিলেন, যেগুলি পূর্ণ বর তপস্বিগণে পরিপূর্ণ থাকিত ॥৪

ইহাদের নাম এইরূপ—অগস্ত্য তীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পরন্তপিত সৌলোমতীর্থ, অগস্ত্যবল্যাশ্রমের অন্য ভারদ্বাজতীর্থ এবং মহাপাপনাশন ভারদ্বাজ-তীর্থ। এই পাঁচটী তীর্থ দর্শন করিতে অর্জুন চলিলেন ॥৫-৬

পাণ্ডুনন্দন তথায় গিয়া দেখিলেন, তীর্থগুলি নির্জন এবং সকল বার্ষিক তপস্বী মুক্তসঙ্গ ইহাতে মুক্ত হইতে বর্জন করিতেছেন ॥৭

ইহা শ্রবণ করিয়া মুক্তমন্যু ভ্রাতৃবাক্যে তপস্বিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মবাদী তপস্বিগণ এই তীর্থকে কেন বর্জন করিতেছেন?॥৮

তাপসগণ বলিলেন—হে মুক্তমন্যু! এই তীর্থে পাঁচটী ক্ষতি আছে; ইহারা প্রত্যেক তপস্বিগণকে বধিয়া লইয়া যায়, এজন্য তপস্বিগণ ইহাকে বর্জন করেন ॥৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহা-বাহু অর্জুন ঐসকল কথা শুনিয়া তপস্বিগণের বারণ সত্ত্বেও সেই তীর্থগুলি দর্শন করিতে গেলেন ॥৮

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জুন মহর্ষি মুক্ত-কর্তৃক পূর্ব সেই সৌভদ্রতীর্থে সত্বর অবতরণ করিয়া স্নান করিতে লাগিলেন ॥৯

তখন জলমধ্যে বিচরণকারী এক বিরাটকায় কুরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ মুক্তাপুত্র বনচরের পা আকড়াইয়া ধরিল ॥১০

সেই কুরূপ অর্জুনকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকিলেও বলশালিগণের মধ্যে অর্জুন তাহাকে ধরিয়া বলপূর্বক উপরে টানিয়া তুলিলেন ॥১১

বলবী অর্জুন যেমনই তাহাকে জল হইতে উপরে তুলিলেন, অমনই সেই কুরূপ এক সর্বাভরণভূষিতা কল্যাণবরণী নারীমূর্তি ধরিল ॥১২

রাজন্! তখন সেই মনোরমা দিব্যরূপধারিণী রমণী বিবরণে বেষ্টিতা ছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন অতিশয় আশ্চর্যান্বিত এই বিষয় দেখিয়া তাহাকে

হিরণ্যং চ ধনং পাপবিদ্ধং কুরুষ্বেতী পুনঃ।
ধর্ম্মোবাচ।
অপরাধ্নি মহারাজে যেনারণ্যমিহাগতঃ ॥১৫
ইষ্ট্বা তনয়তেভিস্ত্বং বর্ষা নাম মহাবলঃ।
অয়ং সপ্তদশস্তেষাং সর্বাঃ কামদুঘাঃ সমাঃ ॥১৬
তমিত্যুক্ত্বা সর্বং প্রত্যাদিত্য লোকপালবিমোহনম্।
তস্য পশ্চাদ্বধে সর্বা ব্রাহ্মণং সংনিবর্ত্তয়ন্ ॥১৭
রূপবন্তমথোদারমেকোহেকাম্বগাবিনম্।
ঔক্ষৈর তপসা রাজংস্তত্র তেজসাবৃতম্ ॥১৮
আবিশ্য ইব তং তেজঃ কৃৎস্নং সর্বং ব্যবর্দ্ধত।
তত্র দৃষ্ট্বা তপস্যান্তং রূপং চাদ্ভুতমুত্তমম্ ॥১৯
অবতীর্য্য স্ব তং তেজঃ তপোবিস্মিতচেতসঃ।
অহঞ্চ সৌরভেয়ী চ সমেতী বৃষভূয়া সহ ॥২০
সৌদপদ্যেব তং বিপ্রমত্যন্তায় ভারত।
গাবস্ত্যোহথ বৃষশ্চাপি সোদরিত্বা চ তং দ্বিজম্ ॥২১
স চ ব্রাহ্মণ কুরুতাম্ মনো যৌন কথঞ্চন।
ব্যকম্পত মহারাজ্ঞঃ স্থিরস্তপসি নির্দ্বিজে ॥২২
সোদপদং কুপিতোঽস্মাই ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয়র্ষভ।
প্রাহরুদ্ধা জলে মূঢ়ং চরিষ্যথ পশূন্ ইতি ॥২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অনুক্রমণিকাপর্ব্বণি ঔর্ব্ব-প্রাদুর্ভাবে পঞ্চদশাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

শ্রীহরিঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে কল্যাণি! তুমি কে? কেন তুমি একাকিনী এই জলে বিচরণ করিতেছিলে?"॥১-১।

তুমি পূর্ব্বে কোন্ ব্রত তপস্যা বা যজ্ঞ করিয়া এই মহাপদ লাভ করিতেছিলে? বর্ষা বলিল,—আমি বরুণ-ভাতৃবিরোহিণী এই কন্যা॥১৪

হে মহাবল! আমার নাম বর্ষা। বরুণদেব আমাকে খুবই ভালবাসিতেন। আমার সঙ্গে আরও সতেরটি সই সুন্দরী হইয়া আছে। তাহারা সকলেই কল্যাণময়ী ও কামদায়িনী॥১৬

সেই সতেরজনের সহিত আমি একদিন লোক-পাল বরুণদেবের ভবনের দিকে যাইতেছিলাম, এমন সময় পথে এক কঠোরব্রতধারী ব্রাহ্মণকে দেখিলাম॥১৭

তিনি যেমন রূপবান্ তেমনই তেজস্বী ছিলেন, তেমনই তেজোরাশির এবং একক ও একান্ত বিচরণে নিরত ছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার তপঃপ্রভাবে তেজে সমস্ত আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছিল॥১৮

তিনি সূর্য্যের ন্যায় সেই সমস্ত বনভূমি আলোকিত করিয়াছেন দেখিয়া আমাদের আতঙ্ক হইল এবং তাঁহার অদ্ভুত উৎকৃষ্ট রূপদর্শনে তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা সেই স্থানে অবতীর্ণ হইলাম। যে তাপসোত্তমকে আমি, সৌরভেয়ী, সমীচী, বৃষভূয়া ও সহা—সকলেই একত্রে একসঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য আমরা হাসিতে হাসিতে গান করিতে লাগিলাম॥১৯-২১

হে বীর! সেই মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ নির্জ্জন জলমধ্যে স্থিরভাবে থাকায় আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না; সুতরাং তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল না॥২২

(তথাপি আমরা বিরত না হওয়ায়) হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে শাপ দিলেন,—যাও। তোমরা সকলেই জলে মূঢ় হইয়া জলে বিচরণ করিতে থাক॥২৩

শ্রীমদ্ভারতীয়বিদ্যারণ্যকৃত সকলসাহসী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বানুক্রমণিকাপর্ব্বে ঔর্ব্বপ্রাদুর্ভাবে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ষার প্রার্থনায় অর্জুনের অস্ত্রাগার চন্দ্রসূর্য্য অগ্নিদত্তের শাসনযোচন, খণ্ডিপুরে চিত্রাঙ্গদার সহিত মিলন ও অর্জুনের যোকর্ণতীর্থে প্রস্থান।]

ভীষ্ম উবাচ।

অথো বর্ষঃ প্রবর্ষিত্বা সর্বা তারহেতবে।
অব্রবীৎ শক্রমিত্রা তং তপোবলসমন্বিতম্ ॥১

ব্রূহি বর্ষ যথা তৈব ত্বমপ্যেবং চ বর্ষসি।
অনুজ্ঞাতঃ ত্বয়া বর্ষ ন বর্ষিষ্যামি যো দিবম্ ॥২

এবং এবং ব্রুবাণাং তু সর্বাসাং তপসোধনম্।
বর্ষ বর্ষ ন বর্ষিষ্যামি ত্বয়া বাধিষ্যতাঃ ॥৩

অথব্রবীৎ স্ত্রিয়ঃ সর্বা ব্রহ্মহত্যে ব্রতচারিণঃ।
তস্মাৎ বর্ষেণ বর্ষ ত্বং নাস্মান্ হিংসিতুমর্হসি ॥৪

বর্ষমুক্তেন বর্ষঞ্চ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
সত্যো ভবতু কল্যাণং এষ বাক্যে ব্রবীমি বাম্ ॥৫

শতক্রতু প্রসন্নাসাং শিষ্টাঃ দুর্যুক্তি শাসনম্।
শমং যান্তু প্রজাঃ সর্বাস্তাসাং ত্বং তত্ত্বদর্শনি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স বর্ষায়া ব্রাহ্মণঃ শুভকর্মকৃৎ।
প্রসাদং কৃতবান্ বীর বরি-লোচনবল্লভঃ ॥৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শতং শতসহস্রং বা সর্বহব্যবাহচরম্।
পরিত্যাগঃ শতং ক্রোঃকোটিকল্পাদ্যোচকম্ ॥৮

যদা চ যো গ্রাহয়িতা দ্বাস্যতী পুরুষাক্ষরে।
উৎকর্ষতি তদাং তস্যাং স্বয়ং পুরুষসত্তমঃ ॥৯

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বর্ষার প্রার্থনায় অর্জুন কর্তৃক অপর চারি অগ্নিদত্তের শাপমোচন এবং মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার সহিত দেখা করিয়া গোকর্ণ তীর্থে প্রস্থান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভরতসত্তম। তখন আমরা অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া তপোধন ও অর্থে অধিষ্ঠানভূমিত সেই ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম ॥১

তখন তাঁহাকে বলিলাম—নিষ্কল ও যৌবন এবং আমাদের ভর্তৃ-কর্মসমিতি ভাব—এই ভিনে উদ্যত হইয়া আমরা অন্যায় কার্য্য করিয়াছি; হে দ্বিজ! আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন ॥২

হে তপোধন! আমরা যে আপনার ন্যায় ব্রতচারী পতিব্রতা ধর্মিকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি,—ইহাতেই আমাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়াছে ॥৩

আপনি আমাদের সব অংশে ঘনীভূত হইয়া বর্ষ সহন করুন, কারণ, ব্রাহ্মণেরা ক্ষমার বিধাতা স্ত্রীলোকের অবধ্য বলিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৪

যে বর্ষণে ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীর উপর মৈত্রী-ভাবাপন্ন হন; তখন; মনীষিগণের এই বাক্য সত্য হউক ॥৫

শিষ্ট পুরুষগণ শাসনাদণ্ডকে ক্ষমা করিয়া থাকেন; আমরা আপনার শরণাপন্ন, আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বীর জনমেজয়! আমাদের এই কথা শুনিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শুভকর্ম-পরায়ণ সেই ব্রাহ্মণ আমাদের উপর প্রসন্ন হইলেন ॥৭

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'শত' ও 'শতসহস্র' যজ্ঞ অনেক সংখ্যায় থাকুক। কিন্তু আমি যে একটি 'শত' যজ্ঞ বলিয়াছি উহা শতক্রতুর থাকুক, অন্যজনের যোগ্য নহে ॥৮

তোমরা কৃতার্থ হইয়া জলের মধ্যে থাকিয়া

অন্যা চৈব পুনঃ সর্বাঃ যা ত্বয়ং প্রতিপৎস্যথ।
অমুতঃ বোক্ষ্যথ যে বরাংশ্চাপি মনোগতান্ ॥১০
তানি সর্বাণি তীর্থানি ততঃ প্রভৃতি চৈব হ।
বাহীকতীর্থানি লোকে খ্যাতিং যাস্যন্তি সর্বতঃ।
পুণ্যানি চ ভবিষ্যন্তি পাবনানি মনীষিণাম্ ॥১১

সর্পীরাচ।

ততোঽভিবাদ্য তং বিপ্রং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
আজগ্মুরাশ্রমপদং তস্যাঃ সেনাং সুদুঃখিতাঃ ॥১২
তা যদু নাম বরং সর্বাঃ কালেনাল্পেন তং বহন্।
সমাগচ্ছেম যো নস্তং রমমাণাস্তদা পুনঃ ॥১৩
তা বয়ং চিন্তয়ন্তীব দুষ্কৃতান্যিব ভারত।
দৃষ্টবত্যো ব্যতীতাং বৈ রাত্রিমুষ্য বরাঙ্গনাঃ ॥১৪

সপ্তর্ষয়স্তাঃ সর্বাস্তু দৃষ্ট্বা বৈখানসৈর্বৃতান্।
অভিবাদ্য চ তং পার্থ বিপ্রাঃ সর্বা ব্রীড়িতাস্তদা ॥১৫

স নোঽপৃচ্ছদ্ দুঃখমূলমুক্তবত্যো বচস্তদা।
শ্রুত্বা তত্র বচো নস্তু বভাষেঽথ মহামুনিঃ ॥১৬

দক্ষিণে সাগরস্যূপে সন্তি তীর্থানি সপ্ত বৈ।
পুণ্যানি রমণীয়ানি তানি গচ্ছত মা চিরম্ ॥১৭

তত্রাপ্তে পুরুষব্যাঘ্রঃ পাণ্ডবেয়ো বনেচরঃ।
মোক্ষয়িষ্যতি শুদ্ধাস্থা দুঃখাদস্মাদ্ ন সংশয়ঃ ॥১৮

তত্র সর্বা বরং বীর শ্রুত্বা বাক্যমিবাবয়াঃ।
তদ্বিদং সত্যমেবাস্তু মোক্ষিষ্যাবো বয়ং বিভো ॥১৯

মানুষকে আশ্রয় করিবে সেই ব্যক্তি তোমাদিগকে বলিয়া উঠাইবে, তাহার হাতেই তোমাদের শাপমুক্তি হইবে। তখন তোমরা তোমাদের পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। আমি কখনও হাসিতেও মিথ্যা কথা বলি নাই; সুতরাং আমার কথার অন্যথা হইবে না।৯-১০

তোমাদের শাপ মুক্তির পর হইতে ঐ তীর্থসমূহ বাহীকতীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করিবে এবং উহা মানুষের পাপসমূহ নাশ করার মনীষীদিগেরও পবিত্রকারক পুণ্যতীর্থ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।১১

সর্পী বলিল,—অনন্তর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতমনে সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং চিন্তা করিতে লাগিলাম।১২

"আমরা তোমার পিতা থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হইব, যিনি আমাদের পূর্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত করাইবেন।১৩

হে ভারত! আমরা এই দুইরূপ কাল (দুই বর) ধরিয়া এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় মহাভাগ্যবান্ দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলাম।১৪

হে পার্থ! আমরা অতিতেজস্বিনী দেবর্ষিকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত লজ্জাবনতমুখে দাঁড়াইলাম।১৫

তিনি আমাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সব ঘটনা খুলিয়া বলিলাম; তখন তিনি সব কথা শুনিয়া আমাদিগকে বলিলেন।১৬

দক্ষিণ সাগরের উপকূলে পাঁচটি রমণীয় পুণ্য তীর্থ আছে, তোমরা শীঘ্রই তথায় গমন কর।১৭

সেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন বনেচর বীরই আগমন করিবে এবং সে-ই তোমাদিগকে নিঃসন্দেহে এই শাপরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত করিবে।১৮

হে বীর! তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকলে এখানে আসিলাম। হে বিশ্বাস! তাহার ফলে আজ আমি সত্যই আপনার দ্বারা শাপ হইতে মুক্ত হইতেছি।১৯

এতাস্তু যম তাঃ সর্ব্বাশ্চতস্রোঽপো জলে স্থিতাঃ।
মুঞ্চ কর্ণ গুরুং বীর এতাঃ সর্ব্বা বিশোধয় ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বা এব বিশাম্পতে।
তস্মাদ্ব্রহ্মসরোমাত্রা যেকরাত্রাদ্ বহির্যযুঃ ॥২১

উদ্ধার চ জলাৎ তস্মাৎ প্রতিলভ্য বপুঃ স্বকম্।
আত্মনাশ্রমসো রাজন্নৃষভস্য যথা পুরা ॥২২

তীর্থানি সোপস্পৃশ্য তু তদাপ্লুত্য তাঃ প্রভূঃ।
চিত্রাঙ্গদাং পুনর্ব্বীক্ষ্য মণিপুরং পুরস্কৃতঃ ॥২৩

তত্রাবসদ্বনং পুত্রং রাজ্যে বভ্রুবাহনম্।
তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো মেনে ত্রিদিবাবরুরোধনম্ ॥২৪

চিত্রাঙ্গদায়াঃ শুল্কং তং সুরাণ বভ্রুবাহনম্।
অন্যে চ তনিমন্ত্রিণি বণাপুত্রো বরার্হিণ ॥২৫
চিত্রাঙ্গদাং পুনর্বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
ইহ বৈ তব তন্ত্রায় যে তবেতঃ বভ্রুবাহনম্ ॥২৬
ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসং যে তং তত্রাগন্তু মর্হসি।
কুন্তীং যুধিষ্ঠিরং ভীমং আতরৌ যে যমৌ তথা ॥২৭
আগন্তা তত্র পঞ্চম্যা অনায়াসি চ বাহুবম্।
বাহুবৈশ্চ সহিতাঃ সর্ব্বৈর্বন্ধুভিঃ ধর্মনিশ্চিতে ॥২৮
বর্ষে বিগত সপ্তাহ্নি কৌরবোঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
ত্বিত্বা তু পৃথিবীং সর্বাং রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥২৯
তত্রাগমন্তি রাজানঃ পৃথিব্যাঃ নৃপসত্তমাঃ।
বহুনি রত্নজাতানি আদায়ানি চ ভেদিরে ॥৩০

এই আমার আশ্রম চারিজন সখী এখানে দূতীর হইয়া এই জলে বাস করিতেছে। হে বীর! তুমি সেই শুল্ক কর, যাহার দ্বারা আমার সখীগণ শাপমুক্ত হইতে পারে ॥২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর সেই উদারমতি বীর্যবান্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন চারি অপ্সরাকেই সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২১

হে রাজন্! তিনি এক এক করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া উপরে তুলিতে লাগিলেন এবং সেই অপ্সরাগণও তখন এক এক পূর্ণ অবয়ব লাভ করিলে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥২২

এইরূপে অর্জুন সেই ঊর্দ্ধগতি দূতীগণকে মুক্ত করিয়া পরিতোষিত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার জন্য পুনরায় মণিপুরে গেলেন ॥২৩

হে রাজন্! চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তিনি যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইল বভ্রুবাহন। তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন মণিপুর-রাজ চিত্রাঙ্গদাকে বলিলেন ॥২৪

হে বরারিণি! চিত্রাঙ্গদার শুল্করূপে আপনি বভ্রুবাহনকে গ্রহণ করুন; ইহার দ্বারা আমি ঋণ হইতে মুক্ত হইব ॥২৫

পাণ্ডুনন্দন তখন পুনরায় চিত্রাঙ্গদাকে বলিলেন—তোমার কল্যাণ হউক! তুমি এইখানেই থাক এবং বভ্রুবাহনকে লালন পালন কর ॥২৬

পরে যথাসময়ে তুমি আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে আসিয়া আমাকে বিরাট করিবে এবং আমার মাতা কুন্তী, জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির ও ভীম এবং কনিষ্ঠ ভাই নকুল ও সহদেবকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতিগণকে দর্শন করিবে এবং আলিঙ্গিবে। তুমি আমাকে ঔরসের সহিত বাস করিবে ॥২৭-২৮

ধর্ম্ম বিগত, সপ্তাহাতীত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ॥২৯

সেই সময়ে পৃথিবীর সকল রাজা ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবেন এবং তোমার পিতাও তখন বহু ধন লইয়া গমন করিবেন ॥৩০

একলব্যং প্রয়াতানি চিত্রবাহস্থলেষ্বপি।
প্রভাসমপি যাস্যন্তি যাং পুত্রঃ পালয়ন্ যমঃ ॥৩১

তস্মাদ্ ভবন্ত পুত্রং বৈ পুরস্কৃত্য বনেচরম্ ॥৩২

চিত্রবাহস্থলাদ্যাবৎ দর্শনং সৌহৃদস্য নঃ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়ঃ পুত্রঃ তাবৎ পালয়তাং সখা ॥৩৩

বিপ্রয়োগেন সন্তাপো মা ভূদ্ বাষ্ণেয়নন্দিনে।
চিত্রাঙ্গদায়াশ্চ সুতঃ সোঽর্ধযজ্ঞিতোঽস্তু নঃ ॥৩৪

আয়ুঃ পঞ্চশতাৎ স্থানং দর্শনাদেব যুজ্যতাম্।
যত্র পাদোঽপি মনুজঃ প্রাপ্নোত্যভয়দং পদম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অর্জুন-বনবাসপর্বণ্যর্জুনোর্ধ্বযাত্রায়াং ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৬॥

তুমি যখন চিত্রবাহনের সঙ্গে বাস করবে তখন তোমাকে ও আমার পুত্রকে পুনরায় দর্শন করিব। তুমি শোক করিও না, পুত্রকে পালন কর ॥৩১-৩৩॥

আমাদের আয়ু এই স্থানে তোমার সঙ্গলাভে বিলম্ব করিতেছে; তুমি এই বনবাসী পুত্রকে অগ্রে লইয়া যাও ॥৩২॥

এই বালক পুত্রবাৎসল্যে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তোমার পিতার পুত্ররূপে পিতৃবিয়োগী এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় পুত্র; সুতরাং ইহাকে সর্বদা সযত্নে পালন কর ॥৩৩॥

অগ্নিদত্তে। আমার সহিত বিচ্ছেদে তুমি দুঃখ করিও না। চিত্রাঙ্গদাকে এই কথা বলিয়া অর্জুন সোঽর্ধ তীর্থ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥৩৪॥

এই সোঽর্ধ তীর্থ ভগবান্ শঙ্করের আবিষ্কার; মানুষ ইহার দর্শন মাত্রই মুক্তিলাভ করে এবং অতি পাপিষ্ঠ মনুষ্যও ইহার দর্শনে অভয় (মুক্তি) পদ প্রাপ্ত হয় ॥৩৫॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত অর্জুনবনবাসপর্বে অর্জুনোর্ধ্বযাত্রাবিষয়ক ষোড়শাধিকদ্বিশততমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহ অর্জুনের মিলন, তথা সহ দ্বারকায় গমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সোঽপশ্যদ্ দেবতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
সর্বমেতদনুপূর্ব্যেণ জগামাভিবিবক্ষয়া ॥১

অনুব্রজ্য পশ্চিমেন গিরীণাং গিরিকানি চ।
তত্রাপি সর্বাণি গত্বা স প্রভাসমুপাগমৎ ॥২

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনের মিলন এবং তাঁহার সহিত দ্বারকায় গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অগ্নিতীর্থের অর্জুন অনন্তর (পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্তী) দেবসমূহের সকল পুণ্য তীর্থ ও দেবনন্দিরসমূহ একে একে সবই দর্শন করিলেন ॥১॥

প্রভাসক্ষেত্রং গচ্ছেতং যৌতংস্থলপরাজিতম্।
যদুনাং বলীয়ঃ তত্রাস্ত যদুপুত্রা ॥৩
অভোজ্যমন্নং কৌন্তেয় সর্ব্বান্ কাম্য বাদয়ে।
যদুপুত্রে তথাত্যুক্তং প্রভাসে কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥৪
তাবত্যুক্তা সমাশ্লিষ্য পৃষ্ট্বা চ কুশলং তয়ো।
আজ্ঞাং শিরসাধার্য্য তৌ রথ-মারুহ্য জগ্মতুঃ ॥৫
অথোদ্যন্তং বাসুদেবস্তাং চর্য্যাং পর্য্যপৃচ্ছত।
কিমর্থং পাণ্ডবৈতানি তীর্থান্যনুচরস্যত ॥৬
অথোদ্যন্তো যথাবৃত্তং সর্ব্বমাখ্যাতবাংস্তদা।
প্রভাসাচ্চ তু যাত্রেতি এবমেতদিতি প্রভুঃ ॥৭
তৌ বিদিত্বা যথাবৃত্তং প্রভাসে কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
জগ্মতুঃ রৈবতকং যাদবৈরভিরক্ষিতম্ ॥৮

পুরমেব তু কৃষ্ণস্য জগ্মতুঃ তং মহীধরম্।
পূজিতৌ বৃষ্ণিভোজান্ধকমুখ্যৈ রেজতুঃ ॥৯

প্রতিগৃহ্যার্চ্চিতৌ সর্ব্বৈরুপকৃষ্ণ চ পাণ্ডবৌ।
পরিবার্য্য বাসুদেবেন পৃষ্টৌযান্ বৃষ্ণিবৃষ্ণিভান্ ॥১০
অভ্যনুজ্ঞায় তান্ সর্ব্বানর্চিতৌ চ পাণ্ডবৌ।
সংকৃতৌ পরমং হৃষ্টৌ বাসুদেবনিবেশনম্ ॥১১

তত্রস্থৌ অথাপৃচ্ছৎ পরমং পরমে গুরুঃ।
তীর্থানাং পরমাশ্চর্য্যং পপ্রচ্ছোক্ত সর্ব্বম্।
আশ্চর্য্যবৎ মনসাক্ত তত্রাসীদ্ ভারতে ॥১২
এবং স কথয়ন্নেব বিশ্রান্ত তত্রবেশ্মনি।
কৌন্তেয়ানপি তান্ সর্ব্বান্ পরমে পর্য্যশান্তিতে ॥১৩

পঞ্চম মনুষ্যের তীর্থসমূহ সমস্ত তীর্থ ও দেবমন্দির-সমূহ দর্শন করত তিনি প্রভাসতীর্থে ফিরে উপস্থিত হইলেন ॥২

অনন্তর যাদব সখা বৃষ্ণীপুত্র অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন; এইভাবে প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পরস্পর পরস্পরকে দেখিলেন ॥৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন করত পরস্পরের সখা বয় ও যাদবগণ যদি সেই স্থলে উপবেশন করিলেন ॥৫

তখন ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনকে তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পাণ্ডব! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছ ॥৬

তখন অর্জুন সকল বৃত্তান্ত আদ্যপূর্ব্বিক বাসুদেবকে বলিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেব তাহা শুনিয়া বলিলেন—"এ বিষয় এইরূপই হওয়া উচিত" ॥৭

তাহার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুইজনে ইচ্ছানুসারে প্রভাসক্ষেত্রে বিহার করিয়া যাদের রক্ষিত রৈবতক-পর্ব্বতের নিকট গমন করিলেন ॥৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় উঁহার দ্বারকাস্থিত সেই পর্ব্বতটিকে মালাপতাকী করিয়া সাজাইয়াছিল এবং আহারের সমস্ত ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিল ॥৯

অর্জুন সেখানে প্রবেশ করিলেন এবং ভোজন করিয়া উঠিয়া বাসুদেবের সহিত বসিয়া ও বৃষ্ণিগণের অভিবাদন ও নমস্কার গ্রহণ করিলেন ॥১০

অনন্তর মহামতি পাণ্ডুনন্দন উপহারাদি দ্বারা সম্মানিত করত তাহাদিগকে বিদায় দিয়া উত্তমরূপে পালিত হইয়া সন্ধ্যার সময় প্রবেশ করিতে লাগিলেন ॥১১

অনন্তর সুখময় সন্ধ্যার সময় করত মহাবাহু অর্জুন তীর্থ, সরোবর, হ্রদ, পর্ব্বত, নদী ও বনসমূহের বর্ণনের কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিস্তার দিতে লাগিলেন ॥১২

হে জনমেজয়! এইরূপভাবে গল্প করিতে করিতে সুখদায়িনী সন্ধ্যার মিশ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥১৩

অনুরোধেন শৌরিঃ যৌগপদ্যেন চৈব হ।
প্রযোযযামাস মুদা হৃষ্টরূপৈর্জনৈস্তদা ॥১৪
স কৃত্বাবশ্যকার্য্যাণি যথর্ষেরনুশিষ্টিতঃ।
অথেন কাঞ্চনাগ্র্যেণ যাদবানভিজগ্মিবান্ ॥১৫
অনাদৃত্য যাদবা হি বসুদেব মহাবলম্।
কৃষ্ণীপুত্রস্য পূজার্থমপি বিষ্ণুমবৈক্ষপি ॥১৬
বিশ্বকর্ম্মাণ কৌরব্যঃ যাদবানামিনো জনাঃ।
নবযোজনবিস্তীর্ণাং দদৃশুঃ পুরীং শত-সহস্রশঃ ॥১৭
অবলোক্য তদা তাঁস্তু সমৃদ্ধাংশ্চ গৃহান্ বরান্।
হৃষ্টরূপজনাকীর্ণান্ সর্বতো মহাবলঃ ॥১৮

স তদা সংবৃতঃ সর্বৈর্ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকান্বয়ৈঃ।
অভিযাতাভিযাতাংশ্চ সর্বান্ প্রতিনমন্নিব ॥১৯
কুমারৈঃ সর্বতো বীরঃ সংকারেণাভিচোদিতঃ।
সমানবয়সঃ সর্বানাত্মনশ্চ ন পূজয়ন্ পূজয়ন্ ॥২০
কৃষ্ণস্য ভবনে রেমে বসুদেবো-মহাযুতে।
উদার সর্ব কৃষ্ণেন বসুদেবস্য সর্বতঃ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অর্জুনবনবাসপর্বণি অর্জুনযাত্রাগমনে সপ্তত্রিংশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৭

প্রভাবে মধুর সঙ্গীত, বীণাধ্বনি ও মঙ্গলাচারের অবিশ্রান্তশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥১৪

প্রাতঃকৃত্যাদি যথাকালীন কার্য্যসমূহ সমাপনের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পূর্বনির্দিষ্ট রথে আরোহণ করত যাদবগণ চলিলেন ॥১৫

যে অনুচরেরা কৃষ্ণীপুত্রের অভ্যর্থনার জন্য উগ্রসেনাদির সহিত সমস্ত দ্বারকাপুরী সাজান হইয়াছিল ॥১৬

কৃষ্ণীনন্দনকে দর্শন করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ দ্বারকাবাসী জনগণ অতি সত্বর রাজমার্গে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥১৭

অর্জুনের দর্শনবাসনা যাদবসমূহে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মনীষিগণের অভ্যর্থনা মহা ধীর ভাবিল ॥১৮

ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় অভিযাগতগণকর্তৃক সংকারের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া অর্জুন অভিযাত-গণকে অভিবাদন করিলেন ॥১৯

কুমারগণের দ্বারা বীর অর্জুন সর্বতোভাবে অভিনন্দিত হইয়া সমানবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২০

অনন্তর পার্থ কৃষ্ণ ও ভোজবংশে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ভবনে প্রাসাদে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধ্যাদি অতিবাহিত করিলেন ॥২১

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত অর্জুনবনবাসপর্বে অর্জুনের দ্বারকাগমনসম্বন্ধীয় সপ্তত্রিংশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রৈবতকপর্ব্বতোৎসবে মুষলপ্রাপ্তার্থ নিরূপণার্থ শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরসংবাদোপলক্ষে অর্জ্জুনের দ্বারকাগমনবৃত্তান্ত ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কতিপয়াহস্তু তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ।
ব্যতীতে তাদৃশোৎসবে নৃপসত্তম ॥১
তত্র যানং মহদীপ্তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদত্তবান্।
তোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকাংশ্চৈব সর্ব্ব তত্র ন্যবেশয়ৎ ॥২
প্রাসাদৈর্বহুচিত্রৈশ্চ বিবেশতুশ্চ সর্ব্বতঃ।
স তেষাং শোভিতো রাজন্ ভবনৈশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥৩
যানিভিশ্চ তথাক্তৈ যানকাঃ সমবেষয়ন্।
সুমূর্দ্ধবিকাংশ্চৈব তত্রাপশ্যদি গায়নাঃ ॥৪
অন্যাংশ্চ কুশলান্ বৃষ্ণীনাং যুদ্ধহৈতবান্।
বাদৈর্হাটকচিত্রৈশ্চ চক্রুস্তেষাং স সর্ব্বশঃ ॥৫
গৌরাংশ্চ পাণ্ডরাংশ্চ যানৈরুচ্চাবচৈস্তথা।
সমাজাঃ সাধুযাত্রাশ্চ সমাজগ্মুর্মহারথাঃ ॥৬

অথো হলধরঃ কালে রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ।
অনুমন্ত্র্যমনো যত্নৈর্বিবেশাথ তত্র তান্ ॥৭
তমেব যানা বৃষ্ণীনামুদ্বহন্তঃ প্রজাপবান্।
অনুযাত্রিযানো যত্নৈঃ স্ত্রীসহস্রপরাবৃতঃ ॥৮
রৌক্মিণেয়শ্চ সাম্বশ্চ কৌথৌ সমরদুর্মদৌ।
দিব্যমাল্যাম্বরৌ বিদ্বাংসৌ দেবরূপিণৌ ॥৯
অক্রূরঃ সারণশ্চৈব গদো বভ্রুনিশঠঃ।
নিশঠশ্চারুদেষ্ণশ্চ পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥১০
সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব হৃদিক্যঃ কৃতবর্ম্মণৌ।
শাম্বস্য ঔদ্ধবশ্চৈব যে চান্যে বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ ॥১১
তেষু পরিহৃতাঃ স্ত্রীভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
তদুৎসবে রৈবতকে পেতুরুচ্চাবচা নরাঃ ॥১২

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রৈবতক পর্ব্বতের উৎসবে মুষলের উপযুক্ত অর্জ্জুনের আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক মুষলাদিসহ দ্বারকাগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! অনন্তর এইরূপে বিষ্ণুবির পক্ষ হইলে রৈবতক পর্ব্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের মহা উৎসব আরম্ভ হইল।১

সেই পর্ব্বতের উৎসবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীর অভিরূপগণ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেন।২

হে রাজন্! সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নানা রচিত বহু প্রাসাদ ছিল ও সেই সেই পর্ব্বতিকে ভবনসমূহে পরিশোভিত ছিল।৩

সেই উৎসবে বাদকগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিল, সূতগণ বন্দনা এবং নটীগণ গান করিতে লাগিল।৪

মহারথী এবং বীর অন্যান্য অনেক বৃষ্ণি-বংশীয় কুশলগণ হাটকনির্ম্মিত নানা রথ ও অন্যান্য যানে আরোহণ করিয়া বিবিধ বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।৫

পুরবাসিগণ পাণ্ডুবর্ণ ও গৌরবর্ণ বহুবিধিযানে আরোহণ করিয়া স্ত্রেক ও স্ত্রীগণের সহিত শত শত সহস্র সংখ্যায় আসিয়া উৎসবে মিলিত হইল।৬

তখন; অনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রেবতীর সহিত তথায় বিহার করিতে লাগিলেন; মহারথগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।৭

সেইরূপ বৃষ্ণিবংশের প্রতাপশালী রাজা উগ্রসেনও সানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার নিকট বহুজনগণ যান করিতেছিল এবং অন্যান্য স্ত্রীলোক তাঁহার সেবা করিতেছিল।৮

মুখে দুর্গা চন্দ্রিকাপুষ্প প্রভৃতি ও মাল্য উৎসবে দিয়া বস্ত্র ও মালা পরিধান করিয়া রেবতীর স্তন

নিরীক্ষ্যৌৎসুক্যে জিষ্ণুং বর্তমানে মহাদ্ভুতে।
বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ সহিতৌ পরিজগ্মতুঃ ॥১৩
তত্র ব্রহ্মণ্যদেবৌ তৌ বহুদেবসুতাং শুভাম্।
অভ্যর্চ্য সখীমধ্যে তস্থাতুঃ বৃষ্ণিপুঙ্গবৌ ॥১৪
দৃষ্ট্বৈব তাবর্জুনস্য কন্দর্পঃ সমজায়ত।
তং তদৈবাপ্রবদনং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ ॥১৫

অন্যোন্যং পুরুষব্যাঘ্রাঃ প্রহসন্তিব ভারত।
ততোঽভ্যগাত্ত বিদিত্বা কাম্যেনাস্যোপজায়তে ॥১৬

সৈষা তন্বিনী পার্থ সাধনস্য সুযোধনা।
সুভদ্রা নাম তদ্ভদ্রং যে পিতুর্মে পরিতা সুতা।
যদি যে বর্ততে বুদ্ধিরভ্যাদি ত্বিতরঃ স্বয়ম্ ॥১৭

অর্জুন উবাচ।

সুবিজ্ঞাতং বাসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ ত্বয়া।
ভ্রাতৃণাং চৈব সর্বেষাং কমিষ্যেষা ন মোহয়েৎ ॥১৮
কৃতমেব তু কল্যাণং যদি মম ভবেদ্ ধ্রুবম্।
যদি তাবন্ন যাচ্ঞেয়ং মহিষীভ্যঃ কথা ত্বয় ॥১৯
প্রাপ্তৌ তু ন উপায়ঃ স্যাৎ তং প্রযৌহি জনার্দন।
আত্মাত্মানি তথা সর্বং যদি শক্যং ন্নপে তৎ ॥২০

বাসুদেব উবাচ।

স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহঃ পুরুষর্ষভ।
স চ সংশয়িতঃ পার্থ স্বয়ংবক্তাবিনিশ্চিতঃ ॥২১
প্রসহ্য হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
বিবাহহেতুঃ শূরাণামিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥২২

তখায় বিবাহ করিতে লালায়িত হইলেন।

অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, বিদূর্থ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, কুক্ষিভার, যাদবেয়, রাজাধিদেব, উশীনর এবং অন্যান্য সকলে পৃথক্ পৃথক্ রথে ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই রৈবতক পর্বতে মহাবীর ঐশ্বর্যের শোভা বর্ধন করিলেন ॥১৩-১৫

বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক সেই অবসরে অদ্ভুত উৎসবে পার্থ ও বাসুদেব উভয়ে একত্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৩

এইরূপে দূরদেশ হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা সখীপরিবেষ্টিতা বসুদেবকন্যা সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখিতে পাইলেন ॥১৪

তাঁহাকে দেখামাত্রই অর্জুনের হৃদয়ে কন্দর্প আবির্ভূত হইল; তিনি একাগ্রচিত্তে সুভদ্রাকে দর্শন করিতেছেন—ইহা তখনই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ করিলেন ॥১৫

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—"হে ভারত! ব্যভিচারী পুরুষের চিত্তে কি ভাবের দ্বারা স্ফূর্তি হইতেছে ॥১৬

হে পার্থ! ইনি আমার সহোদরা আমারই ভগিনী; ইহার নাম সুভদ্রা ও ইনি আমার পিতার অত্যন্ত প্রিয়া। তোমার মঙ্গল হউক, যদি তোমার মন ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে আমি স্বয়ংই পিতাকে বলিতে পারি ॥১৭

অর্জুন বলিলেন,—ইনি বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী এবং ভ্রাতৃগণেরও অনুমতিক্রমে; এইরূপ সুন্দরী রমণী কোন্ পুরুষের চিত্তকে মোহিত না করে ॥১৮

যদি মুক্তিসহকারে তোমার এই ভগিনী আমার মহিষী হন, তবে নিশ্চিতই আমার পরম কল্যাণ হইবে ॥১৯

হে জনার্দন! ইহাকে পাইবার কি উপায় আছে বল। যদি বাসুদেব সাধ্য হয়, তবে ইহার জন্য সর্বপ্রকারে যত্ন করিব ॥২০

বাসুদেব বলিলেন,—হে পুরুষর্ষভ পার্থ! বলপূর্বক করিয়া কন্যার বিবাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা সংশয়সঙ্কুল পথ; কারণ, স্ত্রীলোকের স্বয়ম্বরে যে বিবাহ হয় (স্বয়ম্বরে যাহাকে বরণ করিবে তাহার ঠিক কি!) ॥২১

স ত্বমর্জুন কল্যাণীং প্রজ্ঞাং কৃষ্ণীসুতে যম।
যয়া যাহ্যচ্যুতো যো বৈ যেন চিত্তীর্ষিতং হরেঃ ॥২০
অতোঽর্জুনস্য কৃষ্ণস্য বিবিক্তেঽভিপ্রকাশনম্।
শৈত্রেয়ায় পুরাবাদ্যাম্ প্রেষয়ামাসুরুত্তমা ॥২৪
বর্ষমাত্রায় তৎ সর্বমিত্রপ্রত্যয়তায় বৈ।
প্রাহৈষ চ ন্যায়বদ্বুদ্ধো ন পাণ্ডবঃ ॥২৫

ভীমসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা।
ইত্যেতদ্ ঋষিভিঃ সার্ধমুক্তঃ শ্রীমানুপস্থিতম্ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি দ্রৌপদীহরণপর্বণি যুধিষ্ঠিরানুজ্ঞায়ামষ্টোনাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৮

ধর্মপিতৃধন বলিয়া থাকেন—বীর অর্জুনের অগ্র কলমূলাদি হরণ করত বিবাহ প্রশংসনীয় ॥২২

হে অর্জুন। আমার কল্যাণময়ী বুদ্ধিবলে যাহাতে বলমূলাদি হরণ কর; আমার যে ভাবনাকে বহন করিবে তাহা তো বৃথা যাইবেক না ॥২৩

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পরস্পর মন্ত্রণা করত কার্য স্থির করিয়া অভিমত্ত প্রস্থানার্থী পুরুষকে দ্রৌপদীর নিকট এই কথা জানাইবার জন্য পাঠাইলেন; মহারাজ যুধিষ্ঠির শুনিবামাত্রই ইহার অনুমোদন করিলেন ॥২৪-২৫

ভীমসেন এ সংবাদে নিতান্তই কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং অন্যান্য লোকের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন ॥২৬

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্বে যুধিষ্ঠিরানুজ্ঞালব্ধ অষ্টোনাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রুপদ রাজবনে প্রস্থিতি, অর্জুনের বলরামের ক্রোধশান্তি।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সংবাদিতে তস্মিন্নুক্তঃ পুরুষঃ,
যাজ্ঞা বৈবতকে তত্রেতি বিদিত্বা জনমেজয় ॥১

ভাদ্রসেনামনুজ্ঞাপ্য কর্ষন্নিবাভিপ্রতস্থিরে।
কৃষ্ণস্য মতমাজ্ঞায় প্রহর্ষো জনমেজয় ॥২

রথেন কাঞ্চনাক্ষেণ কপিলেন যথাবিধি।
সৈন্যসুগ্রীবযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥৩
সর্বশস্ত্রোপপন্নেন ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ।
ধৌম্যঋষিপ্রকাশ্যেন বিবেশতুঃ পুরীং তদা ॥৪
সমস্তে কৃষ্ণী পঞ্চমী বধূসোদর্যসংবৃতা।
কৃষ্ণয়োপনিষদ্যেন প্রহর্ষো পুরুষর্ষভৌ ॥৫

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বাসুদেবের দ্বারকা হইতে প্রস্থিতি এবং অর্জুনের প্রতি বলরামের ক্রোধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। অনন্তর কৃষ্ণানুচরের মুখে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া অর্জুন জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণা রৈবতক পর্বতে বিরাজিতা। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ করত শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে তাঁহারই মতানুসারে রৈবতক অভিমুখে চলিয়া গেলেন ॥১-২

পূর্ব হইতেই যিনি অনুমানে পরিকল্পিত, সৈন্য ও

ততস্তত্র তদা সৈন্যৈস্তত্রত্যৈশ্চ দ্বি রৈবতম্।
রৈবতস্যাপি চ পর্বাণি ব্রহ্মাণান্ যতি যাচ্য চ ॥৬

প্রদক্ষিণং গিরেঃ কৃত্বা প্রথমৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তামভিক্রম্য কৌটুম্বঃ প্রবিবেশোপবনম্ মহৎ।
তত্রস্থাঃ তাপসস্যাথ কাশ্যপস্যাশ্রমশ্রিয়ঃ ॥৭

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তামাসাদ্য শুচিস্মিতাম্।
মঘবন্ তাপসাগম্যাং প্রবিবেশ পুরীং প্রতি ॥৮

দ্বিজাশ্চাপি তু তাং দৃষ্ট্বা পুরীং তৈরিব তথাঃ।
বিস্ময়াপন্নহৃদয়ং সর্বে রামমবস্থিতঃ পুরীম্ ॥৯

তে সমাসাদ্য মহিতাঃ পুরদ্বারমবস্থিতঃ সতাম্।
সভাপালস্তু তৎ সর্বমচখ্যৌ পার্থিবেন্দ্রম্ ॥১০

তেষাং শ্রুত্বা সভাপালো ভোগীঃ সাম্যাহিকীং তথা।
সমাজয়ে মহাযোগাঃ জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্ ॥১১

তূর্যাভোগাংশ্চ সংহৃষ্টান্ ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকাংস্তথা।
অন্নপানসমাযুক্তাংশ্চ সমাদেষ্টুঃ সমন্ততঃ ॥১২

তত্র জাম্বুনদাভানি স্পর্যাস্তরণবন্তি চ।
অদ্রি-বিক্রম-যুক্তানি ফলিতানি শ্রজানি চ ॥১৩

তেষিতো পুরুষব্যাঘ্রো বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথঃ।
সিংহাসনানি পঞ্চাশৎ বিক্যানীব বৃতাশনাঃ ॥১৪

তেষাং সমুপবিষ্টানাং তেষামাসনে সমে।
আসনেষ্বথ চেষ্টেষু নিকেতঃ সভাপালঃ সমাদধে ॥১৫

সুশ্রীবোধক অবয়বসংযুক্ত, কিঙ্কিণীজালের দ্বারায় সুশোভিত সর্বপ্রকার অলঙ্করে পরিপূর্ণ, যেমন রাজ বিমানসকল, প্রবলিত অগ্নির ন্যায় তেজোময়, শত্রুদলের হৃদয়বিদারক সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া বন্দি, মোগধগুলিত (স্তবকারী) ও বন্ধু বান্ধব সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ অযুত্ত রথারোহণসৈন্যে বাহির হইলেন ॥৩-৪

সুভদ্রা রৈবতক পর্বতের উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণ সকলদ্বারা আশীর্বাদের অর্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া পর্বতকে প্রদক্ষিণ করত যাইবার দিকে মতি করিলেন। এদিকে রাম কাশ্যপের প্রতীক্ষিত তপোবনের শোভা দর্শন করিয়া বলপূর্বক সর্বাশ্রমপূজনী সুভদ্রাকে লইয়া মধ্যে উঠাইলেন ॥৫-৭

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ মঘবন্ পবিত্র মুখমণ্ডলা-ভাবিনী সুভদ্রাকে লইয়া সেই সুবর্ণময় রথেই দ্বিজ পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন ॥৮

সুভদ্রাকে রথে করিতে দেখিয়া দ্বারী সৈনিকগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দ্বারকাপুরীর দিকে ধাবিত হইল ॥৯

তাহারা একত্রে সুবর্ণ সভায় পৌঁছিয়া সভাপালকে পার্থের বিক্রমের সব কথা জ্ঞাপন করিল ॥১০

তাহাদের সেই কথা শুনিবামাত্রই সভাপাল ভোজ বৃষ্ণ্যন্ধকবংশীয় সুবর্ণময় চক্ষু বাজাইয়া সভাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার সঙ্কেত করিলেন ॥১১

সেই শব্দ শ্রবণে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ হৃষ্ট হইয়া পান ও ভোজন পরিত্যাগ করত চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিলেন ॥১২

সেই সভামধ্যে শত শত সিংহাসন ছিল; সেই সিংহাসনগুলি সুবর্ণখচিত, মহামূল্য আস্তরণবিশিষ্ট, যদি বিক্রম প্রভৃতি দ্বারা রচিত এবং প্রফুল্লিত অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ছিল; বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয় মহারথিগণ সেই সকল সিংহাসনে উপবেশন করত যেমিদিক অগ্নি তার শোভা ধারণ করিলেন ॥১৩-১৪

যেমনভাবে তার সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই বীরগণের সমক্ষে অনুচরগণের সহিত সভাপাল বিনয় (অর্থাৎ সুভদ্রাহরণ কার্য) নিবেদন করিলেন ॥১৫

কৃষ্ণনামৈব যস্যাস্তে দেবর্ষে তত্ত্ব কর্ম চ।
সলোকান্ সকলান্ জিত্বা তমেষ্যতি কৃষ্ণমাধ্ ঘাৎ ॥১৭৪

একান্তিনঃ কৃষ্ণনামজপা যে চ ভবেয় বিপ্রাঃ।
যদি স্যুস্তে ত্যক্তলোভা ন তদা মুহ্যে ॥১৭৫

কৃষ্ণনামানি যাবন্তি তস্য লোমানি তত্ত্ব চ।
তদা মুচ্যেত যে বিপ্র ভোক্তা নিত্যং ভবেদ্ ধ্রুবং ॥১৭৬

পূর্বোক্তপরিত্যাক্তো ভাগবতঃ কৃষ্ণনামতঃ।
ভোক্তা নৈতিকাদ্ভোগাৎ সঃ মুক্তঃ সর্বপাতকাৎ ॥১৭৭

[illegible]

[illegible]

হে দেবর্ষে! যাঁহার চিত্তে কৃষ্ণনাম এবং তাঁহার ভক্ত লীলা করেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করিয়া স্বরূপতঃ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন ॥১৭৪

হে ব্রহ্মন্! যাঁহারা একান্তী, কৃষ্ণনাম জপকারী, তাঁহারা যদি অন্যায়ও (নীতিবর্গ) হন, তাহা হইলে তেমন দৃঢ়ির চিত্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার পাপযুক্ত হন না ॥১৭৫

হে বিপ্র! যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ ও তাঁহার ভক্ত করেন, তাঁহাদের নিত্য মঙ্গলাভ, নিশ্চয় ॥১৭৬

পূর্বোক্তপরিত্যাগী কৃষ্ণের নামকরণে আসক্ত ভক্ত যেমন আত্মা নৈতিক ভোগ হইতে মুক্ত, তদ্রূপ তিনিও সর্বপাতক হইতে মুক্ত হন ॥১৭৭

যাঁহার কৃষ্ণের নাম নিরন্তর কীর্তনই তপস্যা, তিনি যদি পরস্ত্রীকামক, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারযুক্ত ও সর্বপাপকারী হন, তাহা হইলেও তিনি মুক্ত ॥১৭৮

হে বিপ্র! কৃষ্ণনামই যাঁহার তপস্যা, তিনি যদি সমস্তভোগযুক্ত অথবা পাতক-ব্যাপ্ত হন, তাহা হইলে এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥১৭৯

Regd. No. C-67.

MAGH
1875 Shk.

Aryashastra

Jan. – Feb. 1969

4 JUL 1969

যথাশক্তিঃ পাপো জীবদ্রোহী চ হিংসকঃ।
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ কৃষ্ণনামৈব কথনাৎ ॥১৮০

বিহ্বলা কৃষ্ণনামানি কর্ণযোর্গচ্ছন্তি যদা।
পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যু ভবন্তঃ হ্রাসতস্তদা ॥১৮১

কৃষ্ণনামানি গায়ন্তি ভূর্ণয়ন্তি তব সেবয়ন্।
তে যান্তি বাসুদেবস্য ধামং পরমমব্যয়ম্ ॥১৮২

মাসাযোহিত্চিত্তেন পাপিষ্ঠাত্মে নরাধমাঃ।
স্মরন্তু কৃষ্ণস্য নামানি ভ্রজন্তে সর্বযোনিষু ॥১৮৩

হে মেধাবী! যদি স্বেচ্ছাক্রমে কোন আশ্রয় বা কারণের উপদেশে হরিকে স্মরণ করেন, পরন্তু কৃষ্ণনাম স্মরণহেতু সর্বপাপমুক্ত হন ॥১৮৪

যাহার হরিনামাঙ্কিত জনকে দেখিয়া শ্রদ্ধা হয়, পরম কৃষ্ণনামের প্রভাবে তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥১৮৫

কৃষ্ণনাম জপে যদি, তিনি যদি যথাশক্তিমান, পাপাত্মা, জীবদ্রোহী এবং হিংসকও হন, তবে তাঁহারা সর্বপাপমুক্ত হইয়া যাইবেন ॥১৮০

কৃষ্ণনাম পরিত্যাগে এক জন্মার্জিত মানবগণ বাসুদেব পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যু পথে ভ্রমণ করে ॥১৮১

যাঁহারা কৃষ্ণের নাম গান ও তাঁহার সেবা করেন, তাঁহারা পরম অব্যয় বাসুদেবের স্থানে গমন করিয়া থাকেন ॥১৮২

মায়ামোহিত চিত্ত, পাপিষ্ঠ, নরাধমগণ কৃষ্ণনাম ত্যাগ করত সর্বযোনিতে ভ্রমণ করে ॥১৮৩

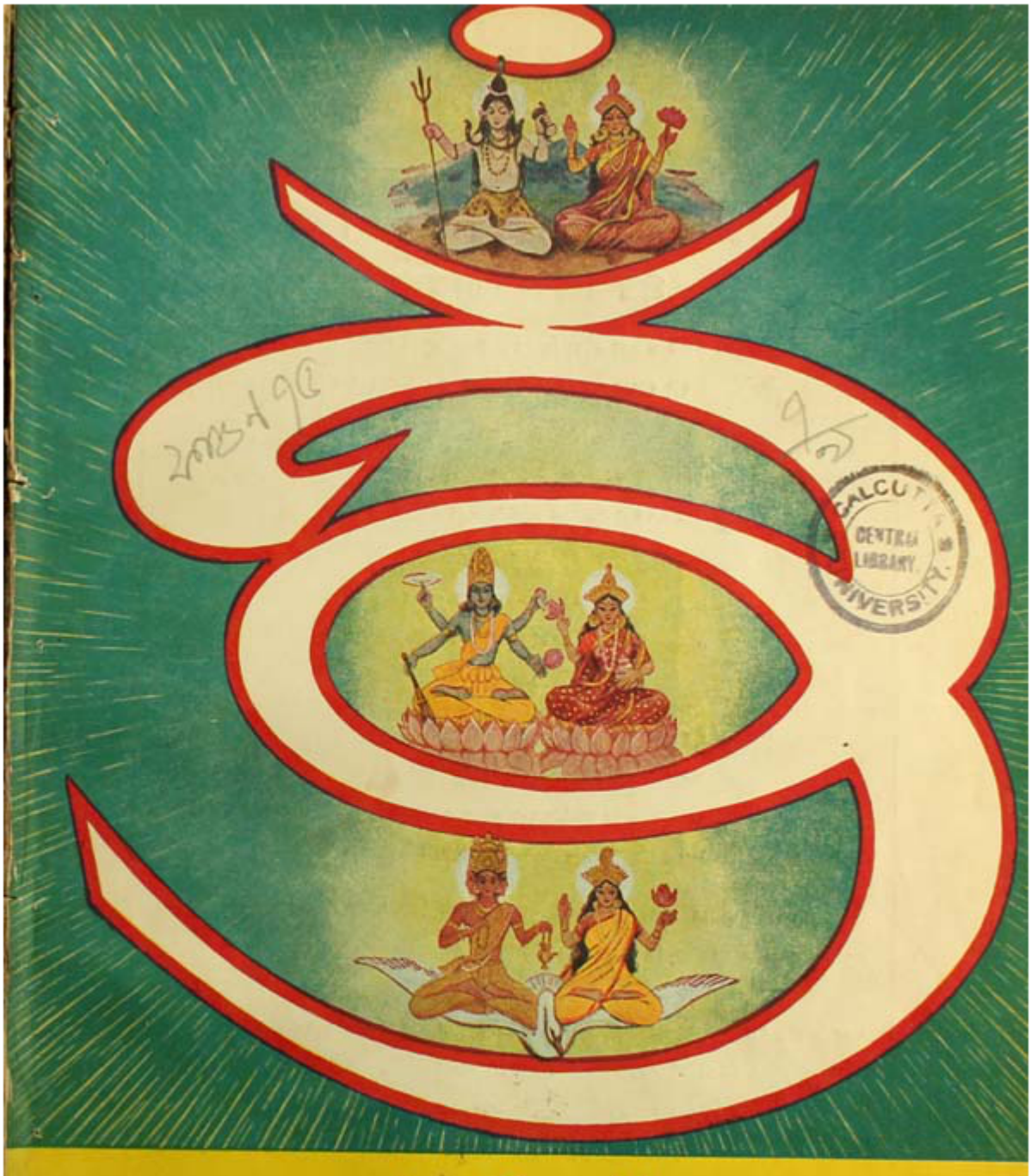

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণাভেদমহিমা

শ্রীশ্রীগীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

কৃষ্ণনাম পদ দীক্ষা বিধেহে কৃষ্ণশিক্ষণে।
তথা যদাদি তে বিপ্র ক্রীতদাস জনার্দনঃ ॥১৮৬

আগমে—

কৃষিঃ পূর্ণার্থকঃ শব্দো নশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যঃ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥১৮৭

কৃষ্ণযামলতন্ত্রে—

কৃষ্ণশ্চঃ সৎপুরুষঃ শক্তিরানন্দরূপিণী।
এতয়োর্যোগাৎ পরিজ্ঞেয়ঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ ॥১৮৮

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥১৮৯
আনন্দচিন্ময়রসাত্মা স্যাদ্ জনলোচনঃ।
গোলোকাখ্যো নবদ্বন্দ্বঃ কৃষ্ণ ইত্যুচ্যতে ॥১৯০

সর্বত্র। কৃষ্ণনাম লইয়া যিনি কৃষ্ণের শরিষদে বিচরণ করেন, হে বিপ্র! আমি তোমায় যথার্থ বলিতেছি, তিনি জনার্দনের ক্রীত দাস ॥১৮৬

কৃষ্-ধাতু সত্তাবাচক, ণ প্রত্যয় আনন্দবাচক। ইহাদের একত্র যোগে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৎ এবং আনন্দ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হন ॥১৮৭

কৃষ্ণশব্দ নিত্য পুরুষবাচক আর শক্তি আনন্দস্বরূপিণী। ইহাদের যোগে পরিজ্ঞেয় পরব্রহ্ম কৃষ্ণ কীর্তিত হন ॥১৮৮

পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ অনাদি আদি গোবিন্দ সকল কারণেরও কারণ ॥১৮৯

রসস্বরূপ আনন্দ, চিন্ময় স্বরূপ জনলোচনে স্যাদ্বয়ের গোলোকবিহারের দ্বন্দ্বাত্মকরূপের, নবদ্বন্দ্বের কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হন ॥১৯০

[সপ্তমবর্ষ, ফাল্গুন মাস, ১৩৭৫] [নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জননশ্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

শ্রীভূতনাথচন্দ্রতর্ক-স্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঞ্চ।

কৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আসন্নিক ভাষায়
ইহার ও সংক্ষিপ্তসার মহাভারত সরকারী অনুবাদের
অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যকাম প্রকাশন
(সরকার সমবায়)

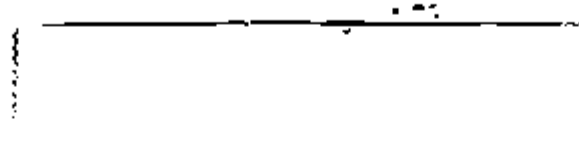

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীসত্যানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য
শ্রীঅতুলচন্দ্র ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীবিশ্বীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রক-কর্তৃপক্ষ।—
বিশ্বর বিশ্বনাথন।
ডাঃ শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ বে. এস্. বি., ডি. ও. এস্. এস্.
বি পি. এইচ. ডি.ই.এস্. এড
এইচ্ (লন্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. কলিন্স্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও ৯৪, ধর্মি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৪।

কার্যালয় ঃ—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৫৫-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যদর্পণ মাসের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১ই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমাধি বিশ্লেষণগীতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রকাশ সহ মূলীয় স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইতেছে। স্বর্গধামে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আর্যদর্পণে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাক ও পাকিস্থানে সহিত ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৪০ হিসাবে যায়; অন্যত্র বার্ষিক সহিত ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ যায়। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসেরও মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সম্পর্কে যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যদর্পণ, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা রীতিমত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যদর্পণের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগে যাতায়াত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৯২, পি. আর. সি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্যদর্পণ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীশ্রীঈশানুশাসনের বাণী

পূর্ণদত্ত
ভাগলপুর-মুঙ্গের
মোর্যাট
১৯৫৭।

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, মনুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, উশনস, বৃহদ্‌যম, মনুযম, অত্রি, অঙ্গিরস, কশ্যপ, মনুবৃদ্ধযাজ্ঞ, পাল্লে, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাক্ষ্য, অত্র, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২'০০ ,,

(তাক মাশুল স্বতন্ত্র)

উক্তবন্তো বৃষ্ণিবীরাস্তে বলদেবজনার্দনৌ।
অনুজগ্মুঃ পার্থমথ সহসৈন্যা মহারথাঃ ॥১৬
যোজয়ধ্বং রথানাশু প্রয়াণায়েতি চাব্রুবন্।
বলানি চ মহার্হাণি চক্রুস্তে বৃষ্ণয়শ্চ তে ॥১৭
সূক্তমিত্যব্রুবংস্তত্র কেচিদ্ যানং যোজয়ধ্বমিতি চ।
বাক্যং দুরুক্তমিত্যন্যে কেচিন্নেত্যপরে বিদুঃ ॥১৮
তেষামানীয়মানেষু তত্রতত্র তুরঙ্গমান্।
অভিজগ্মে মৃদুর্বায়ুঃ শুভাংশ্চ মুমুদে মহৎ ॥১৯
তদবাদীদ্ ভবঃ শ্রীমান্ কৈলাসশিখরোপমঃ।
নীলবাসা মহাংশ্চিত্র ইন্দ্রং যদ্বদ্ধনঞ্জয়ঃ ॥২০
কিমিদং তুরগাপ্রজ্ঞস্তূষ্ণীভূতে জনার্দনে।
অস্ত্র জাতমিতি প্রোক্তা যোধমুখ্যাস্তাঃ ॥২১
এবং তাবদভিপ্রায়মাখ্যাতুং বৃষ্ণয়স্তিঃ।
অথ চিন্তয়িতুং কৃষ্ণং মুক্তপ্রগ্বরভূষিতম্ ॥২২
তত্রস্থে তময়ং প্রেক্ষ্য প্রাহুরেনং প্লবাসুবৎ।
বৃতোঽনুজগ্মুষঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥২৩
সমং যথা নিশীথেষু বলদেবস্য ধীমতঃ।
পুনরেব সভামধ্যে সর্বে তে সমুপাবিশন্ ॥২৪
অতোঽব্রবীদ্ বাসুদেবং যদো বাক্যং পরন্তপঃ।
কিমবাপ্তমভিপ্রেতমিতি প্রেক্ষ্যাথো জনার্দনে ॥২৫
সংকৃতস্তৎকৃতে পার্থঃ সর্বেষামাচিখ্যিবুস্তদা।
ন চ সোঽস্তি তদা পূজাং দুর্বুদ্ধিঃ পূজয়েদপি ॥২৬
কো হি তত্রৈব ভুক্ত্বান্নং ভাজনং ভেত্তুমর্হতি।
যস্মিন্নন্নে ভুজাবস্য পুরুষঃ কচিদ্ ॥২৭

তাহা শুনিয়া সবে আরও একটু বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ পার্থের কার্য্য শেষ করিতে না পারিয়া আরও-বলরাম সকলেই উঠিয়া পড়িলেন ॥১৬

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন "রথে অশ্ব যোজনা কর", কেহ বলিলেন—"প্রাণ অস্ত্র-সমূহ আনয়ন কর", কেহ বলিলেন—"যানমধ্যে বহু ও গুরু দ্রব্যসমূহ লইয়া যাইব" ॥১৭

কেহ কেহ চীৎকার করিয়া সাত্যকিকে বলিলেন—"ঐরূপ নয় প্রকৃত কর"। কেহ কেহ আবার সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অশ্বসমূহ যোজনা করিলেন ॥১৮

বস্ত্র, কবচ ও অস্ত্রসমূহ যখন আনা হইতেছিল, তখন মন্দবায়ুরূপে। যোদ্ধাদলে সভামধ্যে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল ॥১৯

তখন বনমালাপরিহিত মস্তকে কৈলাসশিখর-সদৃশ গৌরবর্ণ নীলবস্ত্রপরিহিত বলরাম এইরূপ বলিলেন ॥২০

হে বিবাধ বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? যেখানে জনার্দ্দন বসিয়া নীরব হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া যোদ্ধা কোন্ কার্য্য করিতে পার ॥২১

এই যদুবৃষ্ণি রাজার নিকট কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহাই প্রথম শুন, পরে নিজ নিজ কার্য্য স্থির করিয়া অবসর হইয়া অনুষ্ঠান কর ॥২২

হলায়ুধ বলরামের এই কথা শুনিয়া সকলে কিয়ৎকাল চুপচাপ রহিলেন এবং পরে সাধুবাদ প্রদান করিলেন ॥২৩

বৃষ্ণিমান্ বলদেবের কথা শুনিবামাত্রই সকলে পুনরায় সভামধ্যে বসিয়া পড়িলেন ॥২৪

অতঃপর বলরাম জনার্দ্দনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—জনার্দ্দন! তুমি এই সব দেখিয়াও কেন মৌন হইয়া আছ ॥২৫

"অচ্যুত! তুমি সংকার করায় আমরা সকলেই পার্থের পূজা করিয়াছি; কিন্তু সেই দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ঐ পূজা পাইবার যোগ্য নহে ॥২৬

কে কিবাধ বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? যেখানে জনার্দ্দন বসিয়া নীরব হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া যোদ্ধা কোন্ কার্য্য করিতে পার ॥২১

এই যদুবৃষ্ণি রাজার নিকট কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহাই প্রথম শুন, পরে নিজ নিজ কার্য্য স্থির করিয়া অবসর হইয়া অনুষ্ঠান কর ॥২২

হলায়ুধ বলরামের এই কথা শুনিয়া সকলে কিয়ৎকাল চুপচাপ রহিলেন এবং পরে সাধুবাদ প্রদান করিলেন ॥২৩

বৃষ্ণিমান্ বলদেবের কথা শুনিবামাত্রই সকলে পুনরায় সভামধ্যে বসিয়া পড়িলেন ॥২৪

অতঃপর বলরাম জনার্দ্দনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—জনার্দ্দন! তুমি এই সব দেখিয়াও কেন মৌন হইয়া আছ ॥২৫

"অচ্যুত! তুমি সংকার করায় আমরা সকলেই পার্থের পূজা করিয়াছি; কিন্তু সেই দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ঐ পূজা পাইবার যোগ্য নহে ॥২৬

ইত্যেবং হি সমাহূয় কৃতং পূর্বং যদাবয়ম্।
তৌ হি নাম কথং পাপৌ সাধনেন সমাচরেৎ ॥২৮
সোহয়ং তস্যা সমাচারঃ কথিতো ন ময়েতরৎ।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বৃক্ষাঃ চুক্রুশুর্মামনাঃ ॥২৯
কথং হি পিতরো মহ্যং কৃতং হেন পদং ময়া।
বর্ধিষ্যামি গোবিন্দ পাপস্পর্শমিবারণে ॥৩০
অদ্য নির্ভৌরয়েতঃ করিষ্যামি বসুন্ধরাম্।
ন হি মে ধর্মশীলায়ামধর্মঃ স্পৃষ্টুমুদ্যতঃ ॥৩১

তং তথা গর্জমানন্তু মেনুমূচিরিদং বচঃ।
অলমত্র ত্বয়া সর্বে লোকাস্তাতাভিরক্ষিতাঃ ॥৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সুভদ্রাহরণপর্বণি বসুদেব-লোকে একোনবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৯॥

নিজের উপর বাসুদেবের পূর্ণ আস্থা আছে বলিয়া কোন ব্যক্তি এমন আছে যে, যে পাপে আমার মরণ, সেই পাপকেই ডাকিয়া চুকাইতে করে ॥২৭

সমস্ত রাত্রিতে ইন্দুর এমন কোন কথাপ্রসঙ্গই পূর্ণ আসে, যে পূর্ণ উপলক্ষ করিয়া এইরূপ ঘনোমালিন্য কথা করে ॥২৮

সে আমাদিগকে অপমান এমন কি বেশীরকেও অবহেলা করিয়া নিজের দুরাচরণ পূর্ণরূপে আজ প্রকাশ করিয়াছে ॥২৯

হে গোবিন্দ! কেন সর্প নিজের উপর পাপস্পর্শ সহ করে না, সেইরূপ আমাদের সকলের আশা। যে পাপ রাখিয়াছে, তাহাকে আমরা কি করিয়া সহ করিব ?৩০

আজ আমি একাই পৃথিবীকে ভৈরবশূন্য করিব। ধর্মশীলের এই অপরাধকে আমি কিছুতেই সহ করিব না ॥৩১

বলরাম যখন মেঘ ও দুন্দুভি ঋষির ন্যায় এইরূপ গর্জন করিতেছিলেন, তখন বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকবংশীয় সকল ক্ষত্রিয়গণই তাঁহার তখায় অনুমোদন করিলেন ॥৩২

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সহস্রাধিক সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সুভদ্রাহরণপর্বে বসুদেবলোকসম্বন্ধীয় একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(সুভদ্রাহরণপর্ব)

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের তীর্থ-পর্যটনোপলক্ষে, অর্জুনের প্রভাসতীর্থে আগমন; যৌবনকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঔৎসুক্য; তথা গমন, সুভদ্রাপুত্রজাতিজ্ঞোর্জন, সংবাদ, শিক্ষা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ঔদ্বহতো তথা বীর্যমনস্তং সর্বতুকরম্।

তত্রোষিত্বা দাশার্হো যাদবৈঃ পরিবারিতঃ ॥১

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বারকায় অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ, অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের পর যৌবন লাভ করা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির দেবলোকে গমন, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর জন্ম, লালন ও শিক্ষা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সকল বৃষ্ণিবংশীয়গণই

নাবধীনা কুলস্যাস্য ওঙ্কারেণঃ প্রভুঃ কথম্।
সম্বান্ধোদ্বাহিকেনেহ প্রভুঃ কোঽয়ং ন সংশয়ঃ ॥২
অর্জুনস্য ন যঃ পার্থো মন্যতে সদৃশান্ সখা।
স্বয়ংবরমনাদৃত্য কন্যকে ত্বামি পাণ্ডবঃ ॥৩
প্রত্যাবর্তমি কন্যায়াঃ পাণ্ডবং কোঽনুমন্যতে।
ক্ষিপ্রং চাপাদনস্যাস্ত কঃ কুর্যাৎ মূলমে দুবি ॥৪
একান্ যোধান্ত কৌরব্যো দৃষ্টবানিতি মে মতিঃ।
অতো প্রসহ্য হরণান্ কন্যাং বর্ষে পাণ্ডবঃ ॥৫
উচিতশ্চৈব সম্বন্ধঃ সুভদ্রায়াশ্চ ধনঞ্জয়াৎ।
এষ চাপীদৃশঃ পার্থঃ প্রসহ্য হরতীতি হ ॥৬
ভবতস্তাময়ং ভাতঃ পাণ্ডবেনাস্ত ধনঞ্জয়ঃ।
কুন্তিভোজাত্মজাপুত্রঃ কো বৃষ্ণীনাং নার্হতি ॥৭

ন চ পন্থানি যঃ পার্থং বিক্রান্তে হন্তি সংযুগে।
বর্ষয়িত্বা বিত্রাসাৎ তমবেক্ষেত্ত যঃ পুমান্ ॥৮
অপি বর্ষে সোদকেন্দ্রে সেন্দ্রকক্ষেষু মানিষু।
ন চ নাম যযাবাবৃত্ কৌন্তেয়াতে চ মানিনঃ ॥৯
যোদ্ধা পার্থস্য শৈব্যায়াঃ কো নু তেন সমো ভবেৎ।
অনিচ্ছন্তী সাহ্যেন পরেণ ধনমাহরৎ ॥১০
অবর্ষয়চ্চ পর্জন্যো যমৌ পরম ধর্মিণৌ।
যদি বিজিত্য তং পার্থো হরেৎ গচ্ছেৎ পরং পুরম্ ॥১১
প্রসহ্যেতু যো বন্ধুঃ সন্তো ন তু সাধ্বে পরাজয়ম্।
শ্রুত্বা বাসুদেবস্য তথা চক্রুর্মানিণঃ ॥১২
বিস্তরশ্চার্থবদ্বক্তা বিবাহং কৃতবান্ প্রভুঃ।
ঊচিবা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবন্ধেপরাঃ কথাঃ ॥১৩

যখন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ করিবার কথা যাহা যাহা বলিতে লাগিলেন,—তখন ভগবান্ বাসুদেব বর্ষ ও অর্জুন এই কথা বলিলেন ॥১

বিজয়ী অর্জুন আমাদের এই কুলের যে কোন অবজ্ঞা করেন নাই, বরং সে অধিক সম্মানই প্রদর্শন করিয়াছে—ইহাতে সংশয় নাই ॥২

পার্থ একথাও জানে যে, সাত্বতবংশীয়গণকে অর্থের দ্বারা প্রভুত করা যাইবে না এবং পাণ্ডুনন্দন ইহাও বুঝিয়াছে যে, স্বয়ংবরে সুভদ্রার লাভ অধিকতর, তাহার সে স্বেচ্ছায় তাহাকে বরণ করিলে তাহার কোন বিঘ্ন নাই ॥৩

এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, পরের ভার্যা পরাজয়পূর্বক হইয়া কন্যাদানের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে? এবং এমনই কোন মূঢ় আছে যে, স্বয়ং বিবাহবিষয়ে নিজ সম্মানকে বিক্রয় করিবে ॥৪

আমার বাহুবল কুরুনন্দন অর্জুন এই সকল দোষের কথা চিন্তা করিয়া বলপূর্বক ভদ্রাকে হরণ করিয়াছে এবং ইহা সে যথোচিতই করিয়াছে; (তাহার ইহা করিবারই) ॥৫

পার্থের সহিত সুভদ্রার বিবাহ আমাদের পক্ষে উপযুক্ত সম্বন্ধ হইয়াছে; কারণ, সুভদ্রার ভার ধনঞ্জয়ী বীরকে পার্থের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ বলপূর্বক হরণ করিয়াছে ॥৬

যদুবংশী ভোজ ও সাত্বতবংশে তার কুন্তীভোজ-কন্যার পুত্র অর্জুনকে দুষ্টবুদ্ধি কে না চায় ॥৭

আর্য! তারা ছাড়া আমি ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ-মনুষ্যে বিনাশক সমর্থ যাহাদের ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকের সহিত এই ত্রিলোকে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না যে যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করিতে পারে? বর্ষাকালে অর্জুনের বিকট আমার সুপ্রসিদ্ধ রথ এবং আমারই অশ্বসমূহ আছে ও স্বয়ং অর্জুন অতি শীঘ্রতার সহিত অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্নভাবে যুদ্ধিষ্ঠির; সুতরাং সেখানে তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা কে হইতে পারে? আপনারা আমন্ত্রিত-হিসাবে অর্জুনের নিকট তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে মধুর

বিবক্ষুঃ চ দদাবাহং পূর্বিতো বৃষ্ণিনন্দনৈঃ।
পুরস্তে তু কৃতঃ সেতুঃ কালঃ বহিতুমাত্ প্রভুঃ ॥১৩
পূর্ণে তু বর্ষসে বর্ষে খাণ্ডবপ্রস্থমাগতঃ।
(বন্ধুমে যৌবনাশ্বস্য সাতত্যক মহাবলঃ।
স্পৃষ্ট্বা চ সলিলং রাজ্ঞো জীবস্ত চ মহাত্মনঃ।
দদাবস্মৈ ধনিতো হৃষ্টঃ সমরে যৌ অজয়ৎ ॥)
অভিষিক্তশ্চ রাজ্যেন নিহত্য সমাবিজম্ ॥১৪
অর্জুনো ব্রাহ্মণার্থে পার্থো দ্রৌপদীমিতিব্রিয়াম্।
তস্য দ্রৌপদী ব্রহ্মণাৎ প্রণাদং মুক্তকন্ধরম্ ॥১৫
তত্রৈব যত্র কৌন্তেয় ধর্ম্ম সা নাম্বতাম্বতা।
দ্বয়ঞ্চাপি তাবত্ত পূর্ববৎ সুখমাপতে ॥১৬

তথা বহুবিধং কৃত্বা বিলপন্তীং কৃষ্ণাম্।
নাম্বতাম্বত পুরুষ ক্ষত্রধর্মাণ চাস্মরৎ ॥১৭
সুভদ্রাং বরবর্ণিনীং হেমকৌশেয়বাসিনীম্।
পার্থো প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ ॥১৮
দাসিকং তেন রূপেণ সোভদ্রা বরবর্ণিনী।
তত্রৈব জ্যেষ্ঠমাসাদ্য বীরপত্নী বভূবহ ॥১৯
যজ্ঞে পৃথুকশ্রোণী পৃথাং কৃত্বা বরবর্ণিনী।
তাং তুষ্টা চারুসর্বাঙ্গীমুপাজিঘ্রত মূর্দ্ধনি ॥২০
প্রীত্যা পরময়া যুক্তা আশীর্ভির্যুযুজে চাস্যাম্।
অভ্যাবর্ত্তিষ্য বধিরা পূর্বমুদ্বাহকালনা ॥২১

আছেন বাকো ফিরাইয়া আনুন—ইহাই আমার পরম প্রার্থনা। যদি পার্থ আপনাদের নিকটে এই কথা বলিয়া ধনুর্দ্ধর সুভদ্রাকে লইয়া চলিয়া যায়, এবং আপনারা পরে বীরপুরুষ বলিয়া যে যশ আছে, তাহা একেবারে দূর হইবে, তিনি রাজবাক্যে ফিরাইলে তাহাকে পরাজয় নাই"। হে রাজন্! বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া তখন সকলেই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলেন।৮-১২

অভিপ্রায়ী অর্জুনও দ্বারকায় গিয়া যথাবিধি সুভদ্রাকে বিবাহ করত সেখানে একবৎসরের অধিক কাল কাটাইলেন।১৩

বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বারা পূজিত হইয়া তিনি সেখানে যেরূপ বিধান করত বসবাসের অবশিষ্টকাল পূরণ করিয়াছিলেন।১৪

তিনি বাসবর্ষ পূর্ণ হইলে খাণ্ডবপ্রস্থে আসিলেন (তখন পূর্বোক্ত যৌবনাশ্ব নিকট যাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে প্রণাম করিলে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন তিনি দ্রৌপদীকে তাহাদিগকে আশিস করিতে পরম আনন্দ লাভ করিলেন।) এইরূপে বিবাহানন্তরপূরণ একাগ্রচিত্তে রাজা ও রাজমহিষীর অর্চনা করত তিনি দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন। দ্রৌপদী প্রণতাবস্থায় মুক্তকন্ধর অর্জুনকে বলিলেন।১৫-১৬

যে কৌন্তেয়! সেখানেই চলিয়া যাও, যেখানে সাধুসজ্জনেরা থাকেন। এবার যাইবার পর বিজয়ীরথে খুব ফুলিয়া বসিলেও পূর্ববৎ বিনীতই হও।১৭

এইরূপে বহুপ্রকার বিলাপকারিণী দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন।১৮

অর্জুন হেমবসনধারিণী সুভদ্রাকে গোপালিকা বেশে রাজমহিষীর নিকট পাঠাইলেন।১৯

সেই বেশে তাঁহাকে আরও অধিক সুন্দর দেখাইতেছিল; বীরপত্নী বরাঙ্গনা সুবর্ণবর্ণসদৃশা বরবর্ণিনী কন্যাপরায়ণা সুভদ্রা সেই আশ্রমে প্রবেশ করত তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং তিনিও সর্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

যজ্ঞসেন প্রোবাচ কৃষ্ণা মেধ্যাবিতি চাব্রবীৎ।
প্রত্যুবাচ তদা কৃষ্ণা যদসাং যাবদস্ত চ ॥২৩
পরিবেত্তারমৎ শ্রীত্যা বিদন্তমনুবর্ত্ত তে পতিম্।
তমেব বৃণিতা তত্র তাবুদাহৈরবাপ্নুহি ॥২৪
তথেতি কৃষ্ণয়া পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
কৃষ্ণাং চ পরমপ্রীতা বহুশ ভরতর্ষভ ॥২৫
প্রেষ্য তু পুরুষীকাঃ সদ্রাক্তং বং পুরোত্তমম্।
অর্জুনং পাণ্ডবজ্যেষ্ঠস্ত্রিপ্রস্থগতঃ তদা ॥২৬
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা সহ ধাত্রেণ কেশবঃ।
কৃষ্ণাসমক্ষমাগত্য সহ ধৌম্যেন ধীমতা ॥২৭
আবৃত্তিঞ্চ কৃষ্ণায়াশ্চ যোগঞ্চ সহ ভির্তৃভিঃ।
সৈরন্ধ্রেণ সহ শৌরিরভিজ্ঞতঃ পরন্তপঃ ॥২৮
তত্র যাজসেনিমাশ্বাস্য মহাবলাঃ।
অক্রূরো বৃষ্ণিবীরাণাং সেনাপতিরিদ্বয়ঃ ॥২৯

অনন্তর কৃষ্ণা প্রদক্ষিণার্থ পতিত্রত বহ্নির আশীর্বাদ করিলেন। পূর্বপ্রস্তুতাবধানা কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি প্রৌপদীর কাণ ধরিয়া বলিলেন "আমি আপনার দাসী"। কৃষ্ণা তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাবদের তপিনী পুরুষাকে আলিঙ্গন করত প্রীতির সহিত বলিলেন "তোমার পতি শতশীল হউক"। তখন কৃষ্ণা ও আনন্দিতা হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"এইরূপ হউক অর্থাৎ আপনার আশীর্বাদ সফল হউক" ।২৭-২৯

হে জনমেজয়। তখন মহারথী পাণ্ডুপুত্রগণ সকলেই সুস্থচিত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণাও পরম প্রীতি লাভ করিলেন ।২৫

এদিকে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ অর্জুন উত্তম রথে ইন্দ্রপ্রস্থে গৌরিয়াছেন—এই কথা শুনিতে পাইয়া বিশুদ্ধাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয় এবং কৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মহারথী বীর পুরুষগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন ।২৬-২৭

অনাবৃষ্টিনিহন্তেতা উদ্ধবশ্চ মহাবলঃ।
সাত্যকিঃ সুমিত্রশ্চ শিনেঃ পৌত্রো মহারথঃ ॥৩০
সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চৈব সাম্বশ্চ নিশঠশ্চারুদেষ্ণ চ ॥৩১
চারুদেষ্ণশ্চ বিক্রান্তো বিদূরথ বিপৃথুরথৌ চ।
সারণশ্চ মহাবাহুর্গদশ্চ বিদুরাং বরঃ ॥৩২
এতে চান্যে চ বহবো বৃষ্ণিভোজান্ধকাস্তথা।
আজগ্মুঃ পাণ্ডবপ্রস্থমাদৃতা বলবদ্বলম্ ॥৩৩
তত্রাপি বৃষ্ণিবীরা বৈ কৃষ্ণা মাধবমাগতম্।
প্রতিগ্রহার্থং কৃষ্ণস্য মনো প্রাদাপয়ং তদা ॥৩৪
তাভ্যাং প্রতিগৃহীতস্তু বৃষ্ণিভ্যাং মধুসূদনঃ।
বিবেশ পাণ্ডবপুরং পরাভ্যামভিপূজিতঃ ॥৩৫
সম্ভাষ্টাভিশ্চ পৌরাণাং পুণ্যাভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ।
চন্দনস্য চ গৌরস্য পুণ্যগন্ধস্য চাত্মনঃ ॥৩৬

অক্রূর, উদ্ধব, সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, নিশঠ, চারু, চারুদেষ্ণ, বিদূরথ, বিপৃথু, মহাবাহু সারণ, বিদুরের পর এবং অন্যান্য বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় বীরগণ বহু যৌতুক সামগ্রী সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন ।৩১-৩৬

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্রই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহুল ধন সহকারে পাঠাইলেন ।৩৪

মহাবলী ভীমসেন, মহাবীর অর্জুন এবং যমজ যোদ্ধবীরদ্বয়ের দ্বারা পরিরক্ষিত মহতী সেনাবাহিনী কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন ।৩৫

এদিকে মহাবীর বৃষ্ণিবীরদের সেনাপতি অক্রূরও বৃষ্ণিবংশীয় মহারথী অক্রূর আসিলেন ।২৯

মহাতেজস্বী অনাবৃষ্টি এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় মহাবুদ্ধি, মহাবল ও মহাতেজস্বী স্বয়ং উদ্ধবও আসিলেন ।৩০

ইহা ছাড়া সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, নিশঠ, চারু, চারুদেষ্ণ, বিক্রান্ত, বিদূরথ, বিপৃথু, মহাবাহু সারণ, বিদুরের পর এবং অন্যান্য বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় বীরগণ বহু যৌতুক সামগ্রী সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন ।৩১-৩৬

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্রই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহুল ধন সহকারে পাঠাইলেন ।৩৪

যজ্ঞভাণ্ডানি চৈব দেশে দেশে সুসংস্কৃতা।
হস্তাশ্বরথকাংস্যাদি ধনিষ্ঠৈরুপশোভিতম্ ৪৩৭

প্রতিদেশে মহাবাহুঃ সদ বাদ্যে কোবিদঃ।
দৃঢ়ভক্তৈস্তথা ভোজৈঃ সমন্তঃ পুরমোতত ৪৩৮

সম্পূজ্যমানঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ।
বিবেশ তত্রবং রাজ্ঞঃ পুণ্যশ্লোকোপমম্ ৪৩৯

যুধিষ্ঠিরস্য যাগেন সমাপ্তম্ যথাবিধি।
যুদ্ধি কোপসমাযুক্তো বাহ্লীকঃ পরিমন্যতে ৪৪০

তং শ্রীমন্তো গোবিন্দো বিবেশোতিপুজয়ন্।
তীব্রং পুরুষব্যাঘ্রঃ বিদিত্বা প্রত্যুদ্যয়ৌ ৪৪১

তাংশ্চ দৃষ্ট্বাভবদ্রাজন্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রতিজগ্রাহ সৎকারৈর্যথাবিধি যথাবলম্ ৪৪২
গুরুবৎ পূজয়ামাস কাংশ্চিৎ কাংশ্চিৎ সমানবৎ।
কাংশ্চিদ্বয়স্যবৎ প্রেম্না কৈশ্চিদপ্যভিবাদিতঃ ৪৪৩
রেমাতে সহ তৌ তত্রে কৃষ্ণাভ্যাং সহিতস্তদা।
হরয়ে চ হরিশ্রেষ্ঠৌ জ্ঞাতিমধ্যে যথামতা ৪৪৪
যথাবাং ভাতরাজানাং কিন্নরীজালসন্নিভম্।
চতুর্ভূলমনুপ্রাপ্তাং সুতৈঃ কৃষ্ণদিদৃক্ষয়া ৪৪৫
সহস্রং প্রদদৌ কৃষ্ণা যথামনুযথেব চ।
শ্রীমান্ মাধুরবেশ্যানাং ভোজীয়াং পুণ্যবর্ষসাদ্ ৪৪৬
ষড়যানাক শুভ্রাণাং চন্দ্রাংশুসদৃশবর্ণসাদ্।
তত্রো জনার্দনঃ প্রীত্যা সহস্রং প্রেষয়ামাস ৪৪৭

তাঁহাদের উপরে যারা যথাবিধি মহাসমৃদ্ধি-শালী সেই বৃষ্ণি-ভোজগণ সমাদর ও অন্যে পরিশোভিত যাগমণ্ডপে সমবেশ করিলেন।৪৪

বৃষ্ণিদের অর্ঘ্য-রূপ ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের পথগুলি পরিষ্কৃত যথাবিধি সৌরভ-সম্পন্নবিশিষ্ট জলের দ্বারা বিশেষ করা হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে প্রথমতঃ সুসজ্জিত পুষ্পে চারিদিক আমোদিত হইয়েছিল, সমস্তই ছয় সুই জনসমূহ এবং ধনিকরূপে পরিশোভিত ছিল।৪৫-৪৭

এইরূপ ইন্দ্রপ্রস্থ নগর আজানুলম্বিবাহু পুরুষোত্তম কেশব বলরাম, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় বীরগণের সহিত প্রবেশ করিলেন।৪৮

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও পুরবাসিগণে পূজিত হইয়া কেশব ইন্দ্রপুরীতুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।৪৯

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার সহিত যথারীতি মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসীন হইয়া দুই বাহুর দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।৫০

শ্রীগোবিন্দ প্রথম হইয়া যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেনেরও যথাবিধি প্রতি পূজা করিলেন।৫১

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই বৃষ্ণি ও অন্ধক বীরগণের যথাবিধি যথাযত সৎকার করিয়া গ্রহণ করিলেন।৫২

তিনি কোন কোন বীরকে গুরুর ন্যায়, কাহাকেও বয়স্যের ন্যায়, কাহাকেও বা প্রেমের সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং কাহার কাহারও দ্বারা তিনি স্বয়ংই অভিনন্দিত হইলেন।৫৩

মহাযশস্বী জনার্দন বলরামকে সেই উত্তম ঘর প্রদান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সেই সব সম্পদ, যাহা বিবাহের সময় দেওয়া হয় নাই, তাহাও ঐ সময় দান করিলেন।৫৪

শ্রীমান্ কৃষ্ণ বিবিধ ও বালকে সুশোভিত সুবর্ণখচিত এক হাজার রথ, যাহার ধ্বজাগ্রভাগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী পক্ষিরাজবাহিনী যাহা প্রদান করিলেন, প্রত্যেক রথেই চারিটি অশ্ব ও একজন সুশিক্ষিত রথচালনাবিশারদ সারথি ছিল।৫৫-৫৬

উষ্ট্রযানসহস্রাণাং যাস্তানাং যাতবেগয়াম্।
পঞ্চাশদ্ভদ্রকেরীণাং খেতানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥৬৮
যানপাত্রোৎপলে চৈব প্রযুক্তং বসনাধিকম্।
স্ত্রীণাং স্বয়ং সৌরীণাং দুষ্প্রাপাং দুর্লভাম্ ॥৬৯
দুর্বর্ণকম্বলীনাঞ্চ যোধানাং বলভৃতাম্।
পরিচর্য্যাস্থ রক্ষায়াং প্রদদৌ পুরুষেশ্বরঃ ॥৭০
পৃষ্ঠান্যপি চ সর্বাণি বাহিনীনাং ভরার্দ্দিতঃ।
যযৌ শতসহস্রাণাং ভক্তাবনমনুত্তমম্ ॥৭১
কৃতান্নভক্ত মুখ্যস্য ভরতস্যাভিষেচনঃ।
সমুদ্যতান্ যানযোগ্যে দদৌ বস্ত্রাণি ভূরিশঃ ॥৭২
শঙ্খান্ বস্ত্র প্রতিমান্ত্রিংশা প্রস্রবতঃ মধু।
খিরিকূটবিকারাণাং সহস্রমবিশস্তিম্ ॥৭৩
কুণ্ডলানাং পটুষ্টানাং চারুণাং হেমমালিনাম্।
হস্ত্যারোহৈকলেখানাং সহস্রং সাদনপ্রিয়ম্ ॥৭৪
রাজ্ঞে পাদি-গ্রহণিকং দদৌ পার্থায় সাক্ষণী।
প্রীয়মাণো দদৌ রত্নং শতঞ্চ প্রতিমানদম্ ॥৭৫
ন ত্বাধিরথয়োর্দ্দেয়ো বহুত্বাদ্রত্নসঞ্চয়ঃ।
ত্বাধিরথমাত্রাণাং পতাকাশৈলমালিনী ॥৭৬
পাণ্ডুরাশ্বতরাবিদ্ধঃ প্রতিষেধ ত্বাধিনঃ।
পূর্ণপাত্রসহস্রেণ বিপ্রাণাং ত্বাধিরোহণম্ ॥৭৭
প্রতিগ্রাহ্য তৎ সর্বং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পূজয়ামাস তানৈশ্চব কৃষ্ণাকুন্তীসহায়বান্ ॥৭৮
তে সুহৃদ্ভা যথান্যায়ং কৃত-কৃত্যাঃ কৃতোদ্যমাঃ।
বিষ্ণুমুদ্যানযানে নরাঃ গুরুং তমো যথা ॥৭৯

ইন্দ্রবাহন ঐরাবত সদৃশ এক হাজার হস্তের দ্বারা শুভ্রজ্যোতিঃর সুবর্ণভূষিত বিশুদ্ধজাতীয় অশ্ব প্রদান করিলেন।৬৭

এইরূপ পাঁচ শত কৃষ্ণ কেশবিশিষ্ট এবং পাঁচ শত শুভ্র কেশবিশিষ্ট সুশিক্ষিত বায়ুতুল্য বেগবান্ অশ্বতরী (খচ্চর) প্রদান করিলেন।৬৮

স্নান, পান ও ভৈষজ্যে যাহারা বিযুক্ত থাকে এরূপ মহাকলেবর গৌরবর্ণা, সুবেশা, কান্তিমতী, রোমশূন্যা, সুবর্ণ-মেখলা, বলবতী এবং সর্ববিধ পরিচর্য্যায় দক্ষা কেশবিনী কন্যা কমলালোচন বাসুদেব প্রদান করিলেন।৬৯-৭০

শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ উষ্ট্র গৌরুকবাহন বহুসহস্রসংখ্য বাহ্লীকদেশীয় এক লক্ষ অশ্ব প্রদান করিলেন।৭১

যাদবাধিপতি ভগবান্ অর্জ্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের বহুত বহন করিতে সমর্থ কৃষ্ণবর্ণ সুবর্ণরাশি (মোহর) এবং দশজন বহুতবহন করিতে সমর্থ শুভ্রবর্ণ সুবর্ণরাশি (খাঁটি সোনার বাট) উপহার স্বরূপ দিলেন।৭২

মহেন্দ্রসদৃশ ভগবান্ ভরত ঐরূপ অর্জ্জুনকে তিন হাজার মহাবীর্য পর্ব্বতসদৃশ বিশালদেহ, বলবান্ হস্তিতে আরোহণ করিতে সুবর্ণ-মালা ও ঘণ্টা পরিহিত এবং যাহাতে পরিচালিত এক হাজার হাতী উপহার দিলেন।৭৩

যেরূপ মহ-মহীরুহ সাগরে যাইয়া বিলিন হয়, সেইরূপ যে মণি, বস্ত্র ও রত্নসমূহ কেবলমাত্র, মহারথসমূহ প্রাপ্তমাত্র এবং পতাকাসমূহ শৈবালস্বরূপ ছিল, এইরূপ সেই মহারথ ও হয়বাহিনী রথী পাণ্ডুরূপ সাগরে বিলিন হইয়া তাহার পরিপূর্ণতা সাধনে বহুত শকটসমূহ যেন শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল।৭৪-৭৭

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত ধন প্রতিগ্রহ করত কৃষ্ণি ও অন্যান্যদের মহাদর করিয়াসকলের যথারীতি পূজা করিলেন।৭৮

যেরূপ পুণ্যবান্ মনুষ্যগণ স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ, কৃষ্ণি ও অন্যান্য বন্ধুগণ

তত্র তত্র ভবানীভৈরুপহৃতবলিগ্রহৈঃ।
ব্যরোচয়ত ব্যাপ্রীতি বিভুঃ কুরুকুলোদ্বহঃ ॥৮৮
এবমুক্তস্তথেত্যাহ বিনয়াদ্ বদ্ধপুটঃ।
পূজিতঃ কুরুভির্যত্নৈঃ পুরমেবাবিশৎ প্রভুঃ ॥৮৯
যাজ্ঞসেন্যা সমং পুরুষ্যা বভূবুর্ভ্রাতরো মুদা।
যত্নাদাদায় তত্রাপি হতাশা ইব কুরবস্তমে ॥৯০
যাজ্ঞসেন্যাঃ পার্থেন তত্রৈব সহ ভারত।
উবাস বর্ষাণি ততঃ পঞ্চপ্রস্থে মহাযশা ॥৯১
হতান্ বিদ্যুন্ মহাবাহুন্ রেমে সার্বং কিরীটিনা ॥৯২
ততঃ সুভদ্রা সৌভদ্রং কেশবস্য প্রিয়া সখী।
জনয়ামাস পৌলোমী ব্যাতিষজ্যমজীজনৎ ॥৯৩

দীর্ঘবাহুং মহোরস্কং বৃষভাক্ষমরিন্দমম্।
সুভদ্রা সুষুবে বীরমভিমন্যুং নরর্ষভম্ ॥৯৪

অক্ষিণী বৃষভাক্ষস্তে তনয়স্যাবিশদ্ বলম্।
অভিমন্যুরিতি প্রাহুরার্যাস্তেন পুরুষর্ষভম্ ॥৯৫

স সাত্বত্যামজিতঃ পদ্মপত্র নিভেক্ষণাৎ।
অথে বিবিদিষেরেব পদ্মগর্ভাভ্যুতেক্ষণঃ ॥৯৬

দ্রৌপদ্যাস্তনয়াঃ সপ্ত সুতাপুত্রা যুধিষ্ঠিরাৎ।
বভূবুঃ পা বিজাতিভ্যঃ প্রাগেবাধিগতং তথা ॥৯৭

ধৃষ্টদ্যুম্নো যাজ্ঞসেন্যস্তথা শিখণ্ডিন্যথ।
পিতৃপাণ্ডব সর্বেষাং প্রজানামিব চন্দ্রমাঃ ॥৯৮

মহাযশা সেইরূপ সেই প্রিয়প্রস্থ নগরে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৮৯

যে যে স্থানে রাজা, যান ও লোক সমভাবে উৎকৃষ্ট বীরাবসবিশিষ্ট দেখিতে হইতেছিল, সেই সেই স্থানে কুরু ও কুলিন্দ বিভু ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে যথাযোগ্য বিহার করিতে লাগিলেন ॥৯০

এইভাবে বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টি, অন্নজ ও জোক-সকীয় উপায় পরাক্রমী অভিমন্যু কুরুগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় দ্বারকায় ফিরিলেন ॥৯১

কৃষ্ণাসেবিগণ কর্তৃক প্রথম উপায়ন সমস্যুক্ত হইয়া বৃষ্টি ও অন্নজ মহারথী পুরুষগণ রাজাকে লইয়া যাইবার জন্য দ্বারকায় গমন করিলেন ॥৯২

হে ভারত। বাসুদেব মহাত্মা পার্থের সহিত সেই রমণীয় রৈবতক নগরেই বাস করিতে লাগিলেন ॥৯৩

মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরীটীর সহিত মহাবাহুদ্বয়ের আনন্দেই দুইটি বর্ষা অতিবাহিত করিলেন এবং বহু দুষ্ট ও মহান্ বিনাশ করিয়া বেড়াইতে ॥৯৪

অনন্তর পৌলোমী যেমন জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, তেমনই তেজের প্রিয় সখিনী সুভদ্রা এক ব্যাতিমান্ পুত্র প্রসব করিলেন ॥৯৫

যাহার দুইবাহু দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল ও চক্ষু বৃষভের ন্যায় আয়ত; সেই শত্রুমর্দন মহাবাহু পুত্র অভিমন্যুকে সুভদ্রা প্রসব করিলেন ॥৯৬

সে যেমন অ-জি অর্থাৎ অজনশীল ছিল, তেমনই মহাত্মারা অর্থাৎ জ্ঞানীরাও ছিল; এজন্য মহাযশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই অর্জুনতনয়কে বার বার আর্যা অভিমন্যু বলিতেন ॥৯৭

সত্যভামার সদনে উদ্ভূত আয়া তার সুভদ্রার অর্থে বলায় হইতে সেই অভিমন্যু পুত্র উৎপন্ন হইল ॥৯৮

হে ভরতবংশের অনন্তের! তাহার অনন্তর সুভদ্রাপুত্র আজানলম্বাহু বৃষ্ণি পুরুষবিলাসের মত রাজার পাণ্ডবী প্রথম করিয়াছিলেন ॥৯৯

যেমন পিতৃপুরুষগণ ও সকল প্রজার নিকট চন্দ্র প্রিয়, তেমনই অভিমন্যু বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল ॥১০০

অথপ্রভৃতি চৈকস্ত ওঙ্কার উত্ত ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
ন চাপি যত্নে বালঃ শুভপক্ষে যথা পটী ॥৭১
চতুষ্পাদং বর্ণবিধা বসুবেদৈর্বিভাজিতম্।
অর্ধমাত্রং ত্রয়ং যেষাং সকলং বিদ্যা-মানুষম্ ॥৭২
বিজ্ঞানেঽপি চাত্রাপাং সৌষ্ঠবে চ অবাপ্তয়ঃ।
ক্রিয়াস্বপি চ সর্বাসু বিশেষাদ্বস্তুশিক্ষণম্ ॥৭৩
আয়ামে চ প্রয়োগে চ চক্রে তুল্যবিধায়না।
ভূয়স্তাং পুনঃ সৌকর্যং প্রেক্ষমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥৭৪

সর্বলক্ষণসংযোগৈঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতম্।
দুর্বর্ষত্বগুণত্বাদ্যৈঃ যাতানমধিরোহয়ম্ ॥৭৫
নিয়তপ্রাং অবয়বাং যত্নাভ্যধিকম্।
যেষামনুকৃতিনির্বাহং পূর্বচন্দ্রনিভাননম্ ॥৭৬
কৃষ্ণত্বক্ শ্মশ্রু সৌষ্ঠবং বীর্যং ভ্রূপে তথাকৃতৌ।
যথর্ষ পুত্রং যৌবনে দুর্বর্ষমনিবং ক্রু যথা ॥৭৭
পাকলাদপি তু পক্ষত্বং পক্ষিত্বং শুভলক্ষণম্।
সেতে পক্ষ ইবাত্মানং বীরান্ শ্রেষ্ঠান্ পলাশনিব ॥৭৮

অথবয়ব হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার লালন পালনের ভার যাহারা অধিকারিলেন (এই ব্যাখ্যাও এই স্থলে দেখা যায়,—"অথকাল হইতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহার আয়ত্তাধীন তাহা তাহার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।) তাহার ফলে সেই বালক শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৭।

অস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রিজ্ঞ, যুদ্ধাজ্ঞ ও অযুক্ত—এই চারিপাদ, অথবা মন্ত্র, শিক্ষা, প্রয়োগ ও রহস্য—এই চারিপাদবিশিষ্ট এবং আদান, সন্ধান, মোক্ষণ, নিবর্তন, স্থান, মুষ্টি, প্রয়োগ, প্রায়শ্চিত্ত, মণ্ডল ও রহস্য—এই দশপ্রকার পদবিশিষ্ট দিব্য ও মানুষ বসুবেদ বলজয়ের নিকট হইতে বেদজ্ঞ ও সর্বপ্রথম অভিজ্ঞ শিক্ষা করিয়াছিলেন (অস্ত্রজ্ঞা যাহার প্রয়োগসাধ্যই হয়, উপসংহার হয় না, তাহাকে অস্ত্রজ্ঞ; যাহা হাতে লইয়া বহুল আয়াসে ছাড়া যায়, তাহাকে শাস্ত্রিজ্ঞ, যাহার প্রয়োগ ও উপসংহার উভয়ই সম্পন্ন করা হয়, তাহাকে যুদ্ধাজ্ঞ এবং যাহা বাহুবিক্রমে ছাড়া হয়, কেবল মন্ত্রযুক্ত করা হয় এবং যাহাকে যোগবলে বক্ষ করে পালায় এমন সব পতাকা প্রভৃতিকে অযুক্ত বলা হয়। আদান—তূণ হইতে শীঘ্র বাণ তুলিয়া লওয়া; সন্ধান—ধনুকে বাণ চড়িয়া যোজনা; মোক্ষণ—লক্ষ্যের উপর পরিত্যাগ; নিবর্তন—লক্ষ্যভিন্ন স্থলে ফিরাইয়া আনা, স্থান—দৃঢ়ভাবে ধনুর্ধারণ; মুষ্টি—স্থির বা চঞ্চল মুষ্টির লক্ষ্যবেধ; প্রয়োগ—ঊর্ধ্বগ ও সমান অথবা ঊর্ধ্বগ ও অধোগত লক্ষ্যে বাণের সন্ধান; প্রায়শ্চিত্ত—অস্ত্রলিপ্ত; মণ্ডল—চক্রাকারে ঘুরিয়া চারিদিকে বহুকের যুদ্ধ; এবং রহস্য—মন্ত্রাহুতির সঙ্গেসঙ্গে অথবা যুগপৎ লক্ষ্যভেদ।) ৭২

মহাবলী অর্জুন মন্ত্রসমূহের বিজ্ঞান, অস্ত্রের প্রয়োগপটুতা এবং সকল যুদ্ধক্রিয়ায় বিশেষ শিক্ষা অভিলাষ করিলেন ॥৭৩

আয়ম ও প্রয়োগে নিজের সমানতা দেখিয়া অর্জুন সূতপুত্রকর্ণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন ॥৭৪

অভিজ্ঞের শরীর সর্বপ্রকারে সুগঠিত, সর্বলক্ষণে লক্ষিত, দৃঢ়তা তার গুণ এবং তাহার দুর্ধর্ষতা দেখিয়া অন্যকে তাহাকে যুদ্ধসাধ্যকারী অস্ত্রগুরুর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥৭৫

অভিজ্ঞের বর্ণ নিয়তের ন্যায়, নিজস্ব অবয়ব মাতৃকের ন্যায়, ঈক্ষণ ও ভ্রূভঙ্গি তার এবং বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ছিল এবং সে মহাবলশালী ছিল ॥৭৬

যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ সুতসোমঃ বৃকোদরাৎ।
অর্জুনাত্তু শ্রুতকর্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিম্ ॥৭৯
সহদেবাত্তু রাজর্ষে শতানীকং ব্যজায়ত।
পাঞ্চালী দুহিতৃন্ বীরানাত্মানমিতি বিংশতিম্ ॥৮০
আদ্যস্তু প্রতিবিন্ধ্যস্তু যুধিষ্ঠিরসুতো নৃপ।
পরপ্রবলপক্ষন্তু প্রতিবিন্ধ্যো ব্যজায়ত ॥৮১
সুতে সোমশ্রবস্যাসীৎ সুসোমস্তু শ্রুতসেনজিৎ।
সুতসোমঃ ক্রতুযাজঃ সুতস্যাসীচ্ছতানিকঃ ॥৮২
শ্রুতকর্মা তথা কৃত্বা বিদ্যাতেন ক্রিরীটিনা।
জাতঃ পুত্রস্তবেত্যেবং শ্রুতকর্মা ততোঽভবৎ ॥৮৩
শতানীকস্য রাজর্ষেঃ সৌরভস্য মহাত্মনঃ।
অজেয় পুত্রঃ সংজজ্ঞে নকুলঃ কীর্তিবর্ধনঃ ॥৮৪
তমব্রুবন্ কীর্তিকরং কৃপা নকুলমাহবে।
সহদেবাৎ সুতং তস্মাদ্ ব্রুবেতি যং বিদুঃ ॥৮৫
একবর্ষাস্তরাস্তেতে দ্রৌপদ্যাং যশস্বিনঃ।
অজায়ন্ত রাজেন্দ্র পঞ্চপঞ্চবিংশৈকিনঃ ॥৮৬
জাতকর্মাণ্যনুপূর্ব্যাচ্চৌলকর্মাণি চ।
চক্রুঃ বিপ্রৈঃ সহ ধৌম্যৈঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ ॥৮৭
কৃত্বা চ বেদাধ্যয়নং তে সুব্রতিব্রতাঃ।
ধনুষ্যে পর্যনিষ্ঠন্ত পিতৃ-মাতৃযশস্করে ॥৮৮

ছিল, সৌম্য, ধীমান ও আকারে অভিমন্যুর তুল্য সমবয়স্ক হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে অর্জুনকে দেখিল, অর্জুনও বেদজ্ঞ প্রসন্নচিত্তে সহিত অভিমন্যুকে দেখিলেন।৭৭

তদনন্তর পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র হইতে তদনন্তরপ্রসূত পরিপাটী অনুসারে ক্রমে ক্রমে পাঁচটী পুত্র প্রসব করিলেন।৭৮

অধিকন্তু যেমন আদিত্যপর্বতে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জুন হইতে শ্রুতকর্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন —এই পাঁচটী মহারথী পুত্রকে প্রসব করিলেন।৭৯-৮০

রাজসূয় যাগানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম প্রতিবিন্ধ্য রাখিলেন। উহার হইয়াছে এই যে, সে সমস্ত শত্রুপক্ষের প্রহারকারিদিগের বিনাশকে ভার সহন করিতে সক্ষম হইবে।৮১

ভীম সহস্র সোমযাগ করায় যা ইন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী মহাবলপূর্বক পুত্রকে সৌমশ্রবি নামে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ পুত্রের নাম সুতসোম রাখা হইয়াছিল।৮২

কিরীটী (অর্জুন) মহৎ ও বিখ্যাত কর্ম সম্পাদন করত কিরীটা আসিয়া সৌদরী গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, এজন্য তাহার নাম হইয়াছিল শ্রুতকর্মা।৮৩

কুরুকুলের গৌরবজনক মহাত্মা রাজর্ষি শতানীকের মাদ্রীনন্দনে নকুল নিজ খ্যাতিযুক্ত পুত্রের নাম রাখিলেন শতানীক।৮৪

কৃপা সমরে হইতে অভিলষিতবরদাত্রী কৃত্তিকা-নক্ষত্রে পুত্র প্রসব করিলেন। এজন্য উহার নাম রাখা হইল কার্তেয় (কার্তেয় অগ্নিরই নামান্তর)।৮৫

হে রাজেন্দ্র জনমেজয়। এক এক বৎসর অন্তর দ্রৌপদী হইতে পরস্পরবিজেতা এই পাঁচ ভগিনী কুমারের জন্ম হইল।৮৬

হে ভরতসত্তম। যৌধ্যভূমি পুত্রদিগের জাতকর্ম হইতে চূড়াকরণ ও উপনয়ন পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার কর্মগুলি যথাবিধি সম্পাদন করিলেন।৮৭

পুত্রগণ সকলেই পূর্বদিনে ব্রতচর্যা পালনপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিলেন এবং ধনুর্বেদ নিকট হইতে

বিপ্রকর্ষোপগৈঃ পুণ্যৈর্মনোবাগ্বুদ্ধিকর্মভিঃ।
অধিরেজে রাজসূর্যেণ পাণ্ডবো মুদমাপ্নুবন্ ॥৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপর্বণি অনুগীতাপর্বণি বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২০

দিয়া ও অধিক সর্বপ্রকার বহুমিলিত দান করিলেন ॥৮৮

যে ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবগণ কর্তৃক বিবাদ-বজ্জা মহাভাগ্য পুরুষদের প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৯১

শ্রীমন্মহাবিদ্বদ্ব্যাসপ্রণীত মহাসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বের বিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(পাণ্ডবগমনপর্ব)

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপালনবৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের পাণ্ডবপুরে গমন এবং উভয়ের নিকট ব্রাহ্মণরূপী অগ্নিদেবের আগমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ্যে কৃষ্ণবলাদ্ বলাধিপাৎ।
শাসনাদ্ ভূরিবাহুশ্চ রাজঃ সন্তুষ্টবস্ত হ ॥১
আজিহ্মা ধর্মরাজানং সর্বলোকোঽনুগং সুখম্।
পুণ্যলক্ষণকর্মাণং স্বয়ম্ভুমিব দেবিনঃ ॥২
স সম্যগ্ ধর্মকামার্থান্ সিষেবে ভরতর্ষভ।
ত্রীনিবাত্মসমান্ ধন্যান্ নীতিমানিব মানবম্ ॥৩

তোষং সর্বপ্রজানাং স বিদধৌ দেববানিব।
মতৌ ধর্মস্য কামানাং চতুর্থ ইব পার্থিবঃ ॥৪

অথোত্তরাং পুরীং রেমাম্ প্রযোক্তারং মহাধ্বরে।
ধর্মিষ্ঠাং শুচ্যুপোতাং সেন্দ্রিয়ে ত্রিদশা ইব ॥৫

অধিষ্ঠানবতী লক্ষ্মীঃ পরাবরবতী মতিঃ।
বর্ধমানোঽধিকো ধর্মস্তেনাসীৎ পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥৬

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পালনের বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের পাণ্ডবপুরে গমন এবং উভয়ের নিকট ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিদেবের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্বকালে কৃষ্ণার্জুন ও ভীমসেনের অনুমতি অনুসারে পাণ্ডবগণ কৌরবকুলের পক্ষ অবলম্বন রাজাকে মুক্ত সিদ্ধ করিলেন ॥১

যেরূপ দীনজন যেমন পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ দীন ইন্দ্রের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া সুখে বাস করেন, সেইরূপ পাণ্ডবগণের প্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল ॥২

যে ভরতশ্রেষ্ঠ! নীতিজ্ঞ পুরুষের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম, অর্থ ও কামকে একত্র নিজের প্রিয় বন্ধুতুল্য মনে করিয়া সেবা করিতেন ॥৩

মনস্তাপে বিতত ধর্ম, অর্থ ও কাম যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির যেন তাহাদের বিতত চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন ॥৪

যুধিষ্ঠির নিত্য যেন অগ্নাধান এবং যথাযজ্ঞসম্ভারের

প্রাকৃতিঃ সহিতো রাজা চতুর্ভির্বিক্রমৈর্গুণৈঃ।
প্রযুক্তকালৈর্বিক্রান্তো বেদৈরিব মহাব্রতঃ ॥৭

তং তু যৌবনমনুপ্রাপ্তা পরিষার্যোপবর্ষিণে।
সুস্পরিজ্ঞাতা কৃষ্ণা প্রজাপতিমিবাব্যয়া ॥৮

বর্ষাণামথ ষষ্টিস্তু পূর্ণান্যস্য মহাত্মনঃ।
প্রজাবান্ বেদিবিদ্ ভূত্যা বেদানিব তনূনি চ ॥৯

ন তু কেবলবৈদেন প্রজা ভবতি বেদিবিৎ।
যস্য যজ্ঞস্য তত্ত্বজ্ঞো যজ্ঞো ন চ কারণ ঋৎ ॥১০

ন হ্যমূঢ়ং ন চাসত্যং নাসদ্বং ন চ মায়িনম্।
তাদৃশঃ ভাবতশ্রেষ্ঠং তমেবং পার্থিবং বিদুঃ ॥১১

ন হি সর্বস্য লোকস্য বিদ্যতেহন্য এব চ।
চিকীর্ষিতং মুনিশ্রেষ্ঠ যেন তত্তপসাচিতম্ ॥১২
তথা তু মুদিতাঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ বিজয়ৈষিণঃ।
অবসন্ পৃথিবীপালাস্তোপবর্ষঃ যতেন্দ্রিয়াঃ ॥১৩
তত্র কতিপয়াহস্য যৌবরাজ্যং কৃষ্ণমন্ত্রয়োঃ।
উবাচ ফল্গুনং কৃষ্ণ বর্ধতে অগ্নিরো যমুনাং প্রতি ॥১৪
খাণ্ডবস্থো হুতবহস্তোষ্যতে যদি বিদ্যতে।
সাম্রাজ্যে পুরুষব্যাঘ্রো যোজয়ন্ত্যে তু জনার্দন ॥১৫

বাসুদেব উবাচ।

কৃতীমাত্রর্থমাত্মোত্থং যোজয়ে যদ্ যদ্ বলে।
কৃতজ্ঞমনুরক্তাঃ পার্থ বিদ্ধ্যেবং মামুপস্থিতম্ ॥১৬

অনুষ্ঠান করত প্রজাগণকে তাহার কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া রাজ্যের পুণ্যলোক প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥৫

বর্ষাগমনান্তে যুধিষ্ঠিরের রাজনীতির দ্বারা অযৌনজ রাজগণের চেষ্টা নষ্ট হইয়া ছিল তাহাদের বৃদ্ধি পরম বশীভূতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিন তিন সহস্র বর্ষই অতিক্রান্ত হইয়াছিল ॥৬

ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই চারি ভ্রাতার দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির কম্বু, বঙ্কু, দাম ও অপর এই চারি বেদের দ্বারা প্রযুক্তাগম বিদ্বান্ মহাত্মাদের ন্যায় শোভা লাভ করিয়াছিলেন ॥৭

প্রজাগণকে বিধিমত বেদের ন্যায় তাঁহার সহিতে উপলব্ধি করেন, মুহস্পতিতুল্য বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ যৌন্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যেমনই যুধিষ্ঠিরকে বিধিমত তাঁহার বিষয়ে উপলব্ধি করিয়া থাকিতেন ॥৮

নির্জন পুরুষের ন্যায় আনন্দপ্রদ বর্ষগণ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হওয়ায় প্রজাগণের নয়ন ও মনের সুখদ প্রবৃদ্ধি হইয়াছিল ॥৯

কেবল যে যুধিষ্ঠিরের যৌন্যাগণের: প্রজাগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল তাহা নহে, প্রজাগণের প্রিয় কার্য সাধনের দ্বারা তাহাদের অনুরঞ্জন করিতেন বলিয়াও প্রজাগণ তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিল ॥১০

এমন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে কখনও অসত্য, অসভ্য, অহিত ও অপ্রিয় কথা বাহির হইত না ॥১১

যে জনার্দন! মহাত্মেজসী যুধিষ্ঠির সকলের হিতকে নিজের হিত মনে করত তাঁহাই করিতে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দিত মনে অবস্থান করিতেন ॥১২

এইরূপে সর্বপ্রকার অসাধিপূর্ণ হইয়া ভাইটির পাণ্ডবগণ নিজ নিজ বাহুবলকেই সম্বল করত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥১৩

এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর একদিন যৌবরাজ্য (অর্জুন) কৃষ্ণকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! অগ্নির যোর হইয়াছে, চল যমুনার দিকে যাই" ॥১৪

হে জনার্দন! হে মধুসূদন! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মুহস্পতিরূপে পরিণত হইয়া যেখানে জল বিহার করত পুনরায় সাম্রাজ্যে ফিরিয়া আসিব ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আজ্ঞাপ্য তৌ বৃষ্ণিভোজসুতাস্যৈ চ ভারত।
জগ্মতুঃ পার্থ-গোবিন্দৌ যুক্তমন্ত্রবিদৌ তদা ॥১৭

বিবাহবেশ্ম সম্প্রাপ্য বাসাগ্র্যরথসম্মতম্।
যুধিষ্ঠিরাদ্যৈর্মুদিতৈঃ পূজ্যমানপুরোগমম্ ॥১৮

তত্রৈবার্ঘ্যাংশ্চ পেয়াংশ্চ বলবদ্ভির্বিধানতঃ।
বাসোভিশ্চ বিচিত্রৈস্তৈর্মুদিতৈঃ সংবৃতৌ-পার্থতঃ ॥১৯

দ্বিরেফাস্তঃপুরং তূর্ণং ঘণ্টাভরণনাদিতৈঃ তদৈঃ।
অথোপজগ্মতুঃ সর্বং জনশ্চক্ষুর্হরং তদা ॥২০

স্ত্রিয়শ্চ বিপুলশ্রোণ্যস্তাস্তদাপশ্যন্ত তে তয়োঃ।
অন্যোন্যসক্তমনসঃ কৃষ্ণয়োর্যদুপাণ্ডবাঃ ॥২১

তত্র তাস্তিমিরে তস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্ বেশ্মনি ক্ষণাঃ।
যথাযোগং যথাপ্রীতি চিক্রীড়ুঃ পার্থ-কৃষ্ণয়োঃ ॥২২

শৌনসী চ সুভদ্রা চ যাসাংসাঙ্গরাগাণি চ।
প্রাক্ষেয়াঃ স্বাহারাজ যে চ তস্মিন্ মহোৎসবে ॥২৩

তাশ্চিৎ প্রকৃষ্টা মদনুদ্ধতকৃতশ্চ যথাপরাঃ।
অন্যাশ্চ পরা নার্যো ভগুশ্চাত্রা যদ্রিয়ঃ ॥২৪

অন্যাশ্চাপ্যন্যতস্তত্র প্রকৃষ্টাশ্চ পরস্পরম্।
অনুরাগাবলগ্নাশ্চ হসন্তি পরস্পরম্ ॥২৫

বেণু-বীণা-মৃদঙ্গানাং মনোজ্ঞানাঞ্চ সর্বশঃ।
শব্দেন পূর্যতে হর্ম্যং তত্র বৈ সুখবর্ধিনা ॥২৬

ক্রীড়িতেষু চ বর্তমানে কৃষ্ণ-পার্থাবনন্দনৌ।
নারীণাং জগৃহুঃ কশ্চিদ্ভাগং পুরুষবত্তরৌ ॥২৭

তত্র গত্বা যথান্যায়ং কৃষ্ণো লব্ধপুরস্কৃতৌ।
মহার্হশয়নে রাজংস্তস্থৌ সংবিবিশুঃ ॥২৮

বাসুদেব বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠিরজ। জলবিহারের ইচ্ছা তোমার যাহা হইয়াছে, উহা আমারও ভাল লাগে। হে পার্থ! চল যুদ্ধসজ্জের সহিত জলবিহার করিব ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ধর্মরাজের অনুমতি গ্রহণ করত তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পার্থ ও গোবিন্দ যুদ্ধসজ্জায় পরিচ্ছন্ন হইয়া যমুনায় গমন করিলেন ॥১৭

তাঁহারা যাত্রা মুক্তে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বযুক্ত যুদ্ধসজ্জে সুশোভিত, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও রসাল খাদ্যসমূহে সমাকীর্ণ, মহামূল্য বাদ্য ও গন্ধদ্রব্যে পরিপূর্ণ, পুণ্যাহপুরঃসর সেই উত্তম বিবাহবেশে পার্থ ও শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিত হৃদয় সুহৃদ্ বর্গের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তথায় সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥১৮-২০

বিপুলনিতম্বা, চারুশ্রীসম্পন্নবেশবিশিষ্টা, যৌবনমদে মত্তা হইয়া বলিষ্ঠবাহিনী যাদবনন্দিনী নারীগণ যদৃচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥২১

নারীগণ অসুর ও স্ত্রীকৃত্যা ভেদে অনুসারে কেহ কেহ জলে, কেহ কেহ তটে, কেহ কেহ বা ভূমে যথাযোগ্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥২২

হে মহারাজ! সেই সময় শৌনসী ও সুভদ্রা যৌবনমদে মত্ত হইয়া অনেক যত্ন ও আদরে সহচরীগণকে দিলেন ॥২৩

কোন কোন স্ত্রী আমন্ত্র করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কোলাহল করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ আবার হাসিতে লাগিলেন এবং কোন কোন নারী তান ও লয় সহকারে গান করিতে লাগিলেন ॥২৪

কেহ কেহ জলমধ্যে থাকিয়া থাকিলেন ও কেহ কেহ জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ পরস্পরের যৌবন বিষয়ে রহস্য করিতে লাগিলেন ॥২৫

বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের মনোহর ধ্বনিতে সেই মহামনুষ্যসমাকীর্ণা যদুপুরী ও সেখানকার রাজভবন সর্বপ্রকারে সুখদায়ক হইল ॥২৬

যখন এইরূপ আনন্দ ও উৎসব হইতেছিল, তখন

তত্র পূর্ব্বতরাণ্যপি বিক্রান্তানীতরাণি চ।
মুনি কথয়িত্বা তৌ যেমাতে পার্থ-মাধবৌ ॥২৯

অত্রান্তরে তৌ মুদিতৌ বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।
অভ্যনন্দৎ তদা বিপ্রো বাসুদেব-সখস্তদা ॥৩০

মুহূর্ত্তালম্বতাতাম্রঃ প্রফুল্লনলপ্রভঃ।
ধরিণিদোষ্কলপত্রঃ প্রদোষান্তাবতঃ সমঃ ॥৩১

তরুণাদিত্যসঙ্কাশস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
পদ্মপত্রনিভৈঃ পিঙ্গৈরেণঃ প্রকুরুতে ॥৩২

উপসৃত্য তু তং কৃষ্ণৌ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়ন্।
অর্জ্জুনো বাসুদেবশ্চ তূষ্ণীমুৎপত্য তস্থতুঃ ॥৩৩

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহপর্ব্বণি
ব্রাহ্মণাগমনদর্শনে একবিংশত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২১॥

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিকটবর্ত্তী কোন এক মনোরম স্থানে বসিলেন।২৭

যে ব্রাহ্মণ। সেখানে বসিয়া মহাত্মা শঙ্খচক্রধারিণী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মহাবলী খাণ্ডবে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই খাণ্ডব ও অর্জ্জুন অগ্নীর পরাক্রম এবং অন্যান্য বিষয়ে নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় রাত্রি উপস্থিত করিতে লাগিলেন।২৮-২৯

অর্দ্ধ উপস্থিত প্রফুল্লিত অগ্নিদেবের ন্যায় তাঁহারা যখন দুইজন কথায় উপস্থিত ছিলেন সেই সময় তাঁহাদের নিকট এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩০

সেই ব্রাহ্মণের শরীর প্রাংশু শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার বর্ণ ছিল, তাঁহার শ্মশ্রু অগ্নির জ্বালার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণের এবং উহার অনুরূপ তাঁহার শরীরের মুলায়ও ছিল।৩১

মধ্যাহ্নের সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার তেজ, তাঁহার পরিধানে বল্কলের বস্ত্র, মাথায় জটা, পদ্মপত্রের ন্যায় ঘোর মুখমণ্ডল ও তাঁহার বর্ণ সিংহ, তিনি যেন বিজয়ের লীলা পাইয়াছিলেন।৩২

এইরূপ ব্রহ্মতেজে বিজয়ী পুরুষকে নিকট আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতি সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব্বাত্মক খাণ্ডবদাহপর্ব্বে ব্রাহ্মণাগমন নামক একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[খাণ্ডবদাহার্থ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ সমীপে অগ্নেঃ সমাগমপ্রার্থনা, রাজ্ঞঃ ক্ষেমঙ্করঃ কথাবর্ণন-পূর্ব্বক খাণ্ডবদাহে কারণবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
লোকপ্রবীরৌ বিজয়ী বাসুদেব ধনঞ্জয়ৌ।

লোকপ্রবীরৌ বিজয়ী খাণ্ডবস্য সমীপতঃ ॥১

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[খাণ্ডবদাহের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট অগ্নির সাহায্য প্রার্থনা এবং রাজা শ্বেতকির যজ্ঞ বর্ণনাপূর্ব্বক খাণ্ডবদাহের কারণ বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ খাণ্ডবদাহের

ব্রাহ্মণো বহুভোজ্যোঽস্মি ক্ষুদ্রৈরপরিবৃতঃ সদা।
ভিক্ষে বার্ষ্ণেয়-পার্থৌ মে যদেতদ্ভূয়তে প্রথিতম্ ॥২

এবমুক্তৌ তমব্রূতাং তত্রস্থৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
যেনাহেন তথাস্তূপোঃ উপায়স্ত বদস্বহে ॥৩

এবমুক্ত স তানব্রবীৎ তাদৃশো ভক্ত।
অগ্নয়ো মা ত্যজন্তীতি কিমহং ত্রিদিবাদিতি ॥৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাগরাজ বৃহদ্ধেঃ বৈ পাবকঃ মাং নিষেবতে।
খাণ্ডবস্থস্তদা যে ত্বং বৃণুষ্ব প্রসাদমদ্য ॥৫

ইত্যুক্তিঃ সদা যাচঃ খাণ্ডবং পরিরক্ষতি।
ন চ শক্নোম্যহং হন্তুং রক্ষ্যমাণং মহাত্মনা ॥৬

সমীপে ভগবান্, ত্রিলোকবিখ্যাত বীর নারায়ণ-সখীয় বাসুদেব ও অর্জুনকে বলিলেন ॥১

আমি একজন বহুভোজী ব্রাহ্মণ, সর্বদা অপরিমিত ভোজন করাই আমার অভ্যাস। হে বৃষ্ণিবীর! হে পার্থ! আমি আপনাদের নিকট ভোজন ভিক্ষা করিতেছি; আপনারা একবারমাত্র পূর্ণভোজন করাইয়া আমাকে তৃপ্তি প্রদান করুন ॥২

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বলিলেন,—"কিরূপ অন্নে আপনার তৃপ্তি হইবে বলুন; আমরা তাহার জন্য চেষ্টা করিব" ॥৩

যখন এই দুই বীর 'আপনার জন্য কিরূপ অন্নের ব্যবস্থা করিব?' এই কথা বলিলেন, তখন ভগবান্ অগ্নি তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি বহুতের অন্ন ভোজন করিতে পারি না; আমাকে অগ্নি বলিয়া জানিবে। যে অন্ন আমার অনুরূপ, তাহাই ভিক্ষা দিয়া আমাকে দান করুন ॥৫

এই খাণ্ডববন সদা মহাত্মা ইন্দ্রকর্তৃক সুরক্ষিত, এজন্য ইহাকে আমি ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না ॥৬

ইন্দ্রের সখা তক্ষক নামে মিত্র পরিজনের সহিত এখানে সর্বদা বাস করেন; তাঁহার জন্য মহাবলী ইন্দ্র ইহাকে রক্ষা করেন ॥৭

ইহাতে অনেক প্রকার প্রাণী বাস করেন, আমি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেও তক্ষকের প্রভাবহেতু ইন্দ্রের ভয়ে তাহা করিতে পারি না ॥৮

এই খাণ্ডববনকে দগ্ধ করা আমার ইচ্ছিত হইলেও আমি যখনই এখানে জ্বলিয়া উঠি, তখনই ইন্দ্র বেগবারি বর্ষণ করিয়া আমার কার্যকারিতাকে শান্ত করেন ॥৯

আপনাদের ন্যায় অস্ত্রবিদ্ পুরুষদ্বয়ের সাহায্যে আমি এই বনকে দহন করিতে সক্ষম হইব বলিয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি। এই জন্যই আমি আপনাদের নিকট চাহিতেছি ॥১০

আপনারা উভয়েই উত্তম অস্ত্রজ্ঞাতা, অতএব আমি যখন খাণ্ডবদাহের জন্য প্রজ্বলিত হইব, তখন আপনারা অস্ত্রবলে জলধারা ও পর্জন্যবাণ প্রভৃতি-সমূহকে বারণ করিবেন ॥১১

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবন্মোহো ভারতং যদ্ধ বিগ্রহে।
ভক্ষয়ামাস ভগবান্ নানাপক্ষগণাবৃতঃ ॥১২
ন হ্যেতৎ কারণং ব্রহ্মন্ সন্দেহয়তি যে।
যদ্ যথাহ ভূতভব্যেশঃ ভারতং ভগবানৃষিঃ ॥১৩
এতন্ মে বিস্তরেণেহ কথয়স্ব মহামুনে।
ভারতস্য পুরা বাগ্নেঃ যথা সম্ভক্ষণং বনে ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু যে কথয়ো রাজন্ পর্বণোঽস্য পুরাতনম্।
ঋষিভিঃ সহ যাগায়ৈঃ ভারতং পৃথিবীপতে ॥১৫
ইন্দ্রস্য তে প্রবক্ষ্যামি পৌরাণীমৃষিসংস্তবাম্।
কথামিমাং মহাশ্রেষ্ঠ ভারতস্য বিবর্ধিনীম্ ॥১৬
পৌরাণঃ শ্রূয়তে রাজন্ রাজা হরিহয়োপমঃ।
যেনর্দ্ধিমান্ বিধাতেহ মঘবিপ্রমুখঃ ক্রতুঃ ॥১৭

যজ্ঞা নানাবিধাকারা যথা নানোদয়া ভুবি কল্পন।
যৈরেষ চ ন ক্ষয়াবাপ্তৈঃ ক্রতুভিস্তাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥১৮
তস্য রাজ্ঞোঽভবদ্ বুদ্ধির্নিধনে বিবসে নৃপ।
সত্রে ক্রিয়াসমাহারে ধনেন বিবিধেন চ ॥১৯
ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতো বীমানেবমাহ মহীপতিঃ।
তচ্ছত্বা ঋত্বিজশ্চাস্য দৃষ্ট্যাকূতমলোভনঃ ॥২০
কালেন মহতা বিপ্রাস্তস্যাহুতবহাস্তদা।
ততঃ প্রচোদয়ামাস ঋত্বিজস্তান্ মহীপতিঃ ॥২১
ক্রতুবিঘ্নভয়াদ্ রাজা ন প্রসেহুশ্চ তে ক্রতূন্।
তমুবাচাথমুক্তস্তে তম্ বিপ্রেন্দ্র মহাবিপ্র ॥২২
সত্রং সমাপয়ামাস ঋত্বিগ্ভিরসমৈঃ সহ।
ঔতথ্যং বর্দ্ধমানঞ্চ কথাঞ্চৈব কালপর্যয়ে ॥২৩
সত্রাবভৃথকালস্য সংবৎসরময়ঃ কিল।
ঋত্বিজো রাজানমূচুঃ সদস্যাস্তু মহাক্রতুঃ ॥২৪

জনমেজয় বলিলেন,—মহর্ষের দ্বারা রক্ষিত থাকা প্রযুক্ত পরিপূর্ণ এই ভারতসংহিতাকে ভগবান্ ব্যাস কেন ক্ষয় করিতে চাহিয়াছিলেন ?১২

যে ব্রহ্মন্! আমার কাছে তিনি যাহা করিতে পারেন না বলিয়াই আমি মনে করি; যাহার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ঋষি ভারতকে ক্ষয় করিতে চান ?১৩

যে ব্রহ্মন্! যে স্থলে! সুতরাং ইহার কারণ আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে চাই; যে কারণে পুরাকালে ঋষিবর ভারতকে ক্ষয় করিয়াছিলেন ?১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! যে কারণে ঋষিবর ভারতকে ক্ষয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, হে ভূপতে! তুমি অনন্যমনা হইয়া তাহা শুন ?১৫

যে মহাশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! ভারতবর্ষের বিনাশ সম্ভাবিনী ও ভরতবংশ প্রবর্দ্ধিনী এই পৌরাণিকী কাহিনী আমি আপনাকে বলিব ?১৬

যে রাজন্! শুনিয়াছি যে, পুরাকালে যজ্ঞ ও বিক্রমযুক্ত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বিখ্যাত যেনকি নামে এক নরপতি ছিলেন ?১৭

তাঁহার তায় যাজিক, দানবীর ও বুদ্ধিমান্ অন্য কোন্ পুরুষ তাঁহার সময়ে ছিল না। তিনি প্রচুর দক্ষিণা দিয়া অনেক মহাযজ্ঞ করিয়াছেন ?১৮

যে রাজন্! প্রতিদিন তাঁহার যজ্ঞ ও দান ছাড়া অন্য কোন কথাই মনে হইত না। তিনি বিবিধ যজ্ঞ ও দানকার্যেই নিরত থাকিতেন ?১৯

এইরূপে ঐ বুদ্ধিমান্ নরপতি যেনকি ঋত্বিগ্‌গণকে লইয়া কেবলই যজ্ঞ করিতেন। দীর্ঘকাল যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ায় অত্যন্তই ইহাঁর ঋত্বিগ্‌গণ রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাদের দুর্দ্দশা দূরে দূরে ঋত্বিগ্‌গণকে যজ্ঞ করার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সেই ঋত্বিগ্‌গণ তখন বিঘ্নভয়ে যজ্ঞ করিতে সম্মত হইলেন না; তখন তাঁহাদের

ন চ রাজকরাদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মাদ্ ক্ষত্রমজায়ত।
প্রশিপাতেন দানেন চ ব্রহ্মাণম্ ॥২৫
অধিজোহনুবাসাদ্ ভূয়ো ভূমন্ ব্রহ্মিষ্টঃ।
যে চাস্য তমভিপ্রায়ঃ ন চকুরধিযৌষধম্ ॥২৬
ন চাত্মবত্ত্বাদ্ রাজন্যাদনুবাচ হ্যধাধিষঃ।
যজনম্ পতিতো বিপ্রাঃ শুশ্রূষায়াং ন চ দ্বিজঃ ॥২৭
আত্ত ত্যাজ্যোঽপি ভূয়াংস্ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রভিঃ পুমান্।
তমার্ষম্ ব্রহ্মবন্ধুত্বাৎ যাজয়ন্তি কুযাজ্ঞিকাঃ ॥২৮
অযাজ্যে বা পরিত্যাগঃ কর্তুং যে দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রসহ্য এব যো বিপ্রাঃ প্রসাদং কর্তুমর্হথ ॥২৯
সাঙ্কাম্যাধিজিগীষোত্তরতঃ কার্যব্যত্যয়া।
প্রসাদয়িষ্যে যজ্যাংশ্চ যঃ কার্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩০
অথবাহং পরিত্যাগো ভবদ্ভির্যদি কারণাৎ।
অধিজোহকাদ্ পরিত্যাগি রাজন্যার্থং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩১
এতাবদুক্ত্বা যজনং বিরতায় স পার্থিবঃ।
তথা ন চেক্রু রাজানঃ রাজন্যার্থং পরন্তপ ॥৩২
ততস্তে রাজকাঃ ক্রুদ্ধাস্তমূচুর্দ্বিজসত্তমম্।
ত্বয়া কর্মাণ্যনস্তানি বৈ বর্তন্তে পার্থিবেতর ॥৩৩
তস্মাদ্ যদ্ পরিত্যক্তাঃ সত্তমং কর্মবাহিনঃ।
অযাজ্যত্বাৎ পরিত্রাতুম্ ন ত্বং নস্ত্রাতুমর্হসি ॥৩৪

সমুদ্রগামী অশ্বমেধীয় অশ্ব অধিকৃষ্ণের যাগাগারে সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। কিন্তুকাল অবস্থান সেই রাজার মনে ইচ্ছা হইল যে, তিনি শতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিবেন। কিন্তু যাজ্ঞা রাজার সেই কার্য সম্পাদন করিতে তিনি কোন ঋত্বিকেই সম্মত করাইতে পারিলেন না।২৩-২৪

মহাযশস্বী রাজা পেরুকি নিজে সুহৃদ্‌গণের সহিত প্রণিপাত, সান্ত্বনাবাক্য ও ধনের লোভ প্রদর্শন করিয়া ঐ যজ্ঞকার্য সমাপ্ত করিবার বহুবী চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি অবশেষে ঋত্বিগ্‌গণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও কেহই ঔশীনর অধিজহ্নুপুত্র রাজার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না।২৫-২৬

অনন্তর রাজর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আত্মবন্ধু ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—"হে বিপ্রগণ! আমি যদি আপনাদের শুশ্রূষা না করিয়া থাকি এবং পাণ্ডিত্য-দোষে দুষ্ট হই, তবেই আমি ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বিহিত এবং দ্বিজ পরিত্যাজ্য হইতে পারি, নতুবা নহে; সুতরাং অদ্য আপনারা যজ্ঞের উপর আমার এই অন্যায় ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারেন না।২৭-২৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অন্যায়ে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদের উচিত নয়। আমি আপনাদের শরণ লইলাম, সুতরাং আপনারা পুনরায় ইহার যজ্ঞসম্পাদন করিতে কৃপা করুন।২৯

হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ! কারণে অকারণ বুঝিয়াই আমি দান, ধনাদি বাক্যের দ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং আপনাদের নিকট আমার কার্য নিবেদন করিতেছি।৩০

হে দ্বিজসত্তমগণ! অথবা আমি বুঝিব যে, আপনারা দ্বেষবশতঃই আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, সুতরাং যজ্ঞ করিবার জন্য অন্য ঋত্বিগ্‌গণের নিকট যাইব।৩১

এই কথা বলিয়া সেই রাজা বিরত হইলেন। হে পরন্তপ! তখন ঋত্বিগ্‌গণ রাজার সেই যজ্ঞ যাজন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজশত্রুকে বলিলেন—"হে পাণ্ডিত্যেতর! আপনার যজ্ঞকর্ম তো সর্বথাই ত্রুটিযুক্ত।৩২-৩৩

আমরা অনবরত যজ্ঞ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; অসামর্থ্যবশতঃই আমরা

মৃত্যিরেষ সমাখ্যাত ধরাসন্ত্রাবিতোহনঘ।
পশ্চাত্ত্বং কালকাল্পং ঘং ন হি ঘাং বাধতিষ্যতি ॥৩৭
সন্নিধেনাং হতঃ শ্রুত্বা সংক্রুদ্ধঃ ক্ষেত্রকর্ষকঃ।
কৈলাসং পর্বতং যত্র আস্তে ঈশঃ সমাধিতঃ ॥৩৮
আরাধয়ন্নাত্মযোগেন নিত্যদা সন্নিধিস্থিতঃ।
উপরতপরো রাজন্ দীর্ঘকালমবস্থিতঃ ॥৩৯
তস্মিন্ বাসনে কালে কলাভিঃপরি ষোড়শ।
আদায়মকরোদ্ রাজা মূলানি চ ফলানি চ ॥৪০
উঞ্ছবৃত্তিমিমিতিষ্ঠন্ বাগ্যতোঽনন্যসৌহৃদঃ।
যদাসাদবদ্ রাজা ক্ষেত্রকৃৎ মুনয়াদিতঃ ॥৪১
তং তথা মূলফলাদ্যুপায়নমকল্পয়ন্।
পক্বঃ পাকশ্চ ন্যবেদয়ন্ দর্শয়ামাস তাবতঃ ॥৪২

ঈষাচ চৈনং ভগবান্ স্মিতশবলীয়া গিরা।
প্রীতোঽস্মি বরদার্হণ! তপসা যে পরন্তপ ॥৪৩
বরং দৃষ্টস্য তত্রে যে যং মনসি বাঞ্ছসি পার্থিব।
এবমুক্তা তু তমনং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥৪৪
প্রণিপত্য মহাত্মানং রাজর্ষিঃ প্রত্যভাষত।
যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৪৫
বরং মে দেবদেবেশ! যাচতস্ত্বং প্রযচ্ছসি।
একস্ত্বং তু বরং রাজ্ঞে মহ্যং প্রত্যাহিতং ॥৪৬
ঈষাচ ভগবান্ শ্রীমঃ স্মিতপূর্বমিদং বচঃ।
মাস্মাবমংস্থা বিষয়ো বর্ধতে তাবদ্ যদি ॥৪৭
যদা চ মুনয়স্তুষ্টা ভবো রাজন্ বয়াধিনা।
রাজন্নিষ্যসি রাজ্যস্থং সমমন্ত্রী পরন্তপ! ॥৪৮

অধীতায় অধিরোহি; মুনয়ঃ আপনি আমাধিষ্ঠে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ॥৪১

যে বিশ্বাস। আপনি বুদ্ধিযোগবলেই তাড়াতাড়ি যজ্ঞ করিতে চাহিতেছেন। আপনি তাহা হইলে দেহের নিকট চলিয়া যান, তিনিই আপনার যাজন করিবেন ॥৪২

অতিক্ষুধায় ক্ষিপ্তপ্রায়ত্ব হাতে রাজা ক্ষেত্রকি ক্রুদ্ধ হইয়া কৈলাস পর্বতে গেলেন এবং ঐশ তপস্যায় নিরত হইলেন ॥৪৩

যে রাজন্। তিনি ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক দীর্ঘকাল উপবাসপরায়ণ হইয়া ঔষ্ঠ এবং বায়ু পান করত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥৪৪

ভগবান্ এবার তিন উপবাস করিয়া মহর্ষিদিগে ভগবান্ পরম তিন উপবাস করিয়া ষোড়শ দিনে ফলা ফল ও মূল আহার করিতে লাগিলেন ॥৪৫

তিনি উঞ্ছবৃত্তি হইয়া বাগ্যত (মৌনাবলম্বী) এবং অনন্য অবস্থায় অনিন্দিতমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাহিত অবস্থায় রাজা ক্ষেত্রকি মুনয়ন্ত হইয়া গেল ॥৪৬

যে তাহার। সেই রাজা যখন এইরূপ মহা-তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ সহস্র তাঁহার মহাতপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥৪৭

ভগবান্ তাঁহাকে স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ করিয়া মধুর বলিলেন, —"হে পরন্তপ নরোত্তম! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥৪৮

যে রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। তোমার অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর"।

অমিততেজা ভগবানের এই কথা শুনিয়া রাজর্ষি তাঁহাকে প্রণাম করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"হে দেবদেবেশ। আপনি সর্বলোকনমস্কৃত ভগবান্, যে সুরেশ। আপনি যদি আমার প্রতি সত্যই প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমায় যাজন করুন"। রাজার কথা শুনিয়া তখন ভগবান্

রুদ্র উবাচ।

সখা যাবন্ন মে জাতো ব্রহ্মণ্যো নৃপতিঃ ক্ষিতৌ।
তাবদ্ধি ভবতা ভূমিঃ পালনীয়া ন সংশয়ঃ ॥৩৭
কামং প্রার্থয়সে যং বং মত্তঃ প্রাপ্স্যসি তং নৃপ।
এবমুক্তস্তু রুদ্রেণ দেবর্ষির্নৃপতিস্তদা ॥৩৮
তথা চকার তৎ সর্বং যথোক্তং মূলপাণিনা।
পূর্ণে তু বাহনে তস্মিন্ পুনরায়াদ্ধরেশ্বরঃ ॥৩৯
দৃষ্ট্বৈব চ স রাজানং শক্রো লোকশতক্রতুঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ দেবর্ষিঃ নৃপসন্নিধৌ ॥৪০
তোষিতোঽহং নৃপশ্রেষ্ঠ তবাহবেন কর্মণা।
যাজনং ব্রাহ্মণানাস্তু বিশ্বামিত্রং পরন্তপ ॥৪১
অতোঽহং যাঃ যাঃ বাঞ্ছা যাজয়ামি পরন্তপ।
ব্রহ্মত্বং তু বিশ্বামিত্রো ব্রহ্মর্ষিত্বং করোতু মে ॥৪২

হাসিয়া বলিলেন—"হে রাজন্! যাজন করা আমাদের ন্যায় ঈশ্বরের কাজ নহে; তথাপি তুমি এইরূপ যজ্ঞানের ইচ্ছায় মহাদক্ষিণা করিয়াছ, তবে যে পরন্তপ। আমি তোমার যাজন অবশ্যই করিব, কিন্তু একটী সর্তের বিনিময়ে" ॥৩২-৩৬

রুদ্র বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! তুমি যদি যার যখন যে রুদ্রমূর্তি অবলম্বনপূর্বক একাগ্রচিত্তে অবিচ্ছিন্ন ভক্তিভাবে যাহা অভিলাষকে স্তুত করিতে পার, তবে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, হে নৃপ। তাহা তুমি আমার নিকট হইতে অবশ্যই পাইবে।

রুদ্রদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা দেবর্ষি মূলপাণি মহাদেবের নির্দ্দেশানুসারে তাহাই করিলেন। যখন যজ্ঞ পূর্ণ হইল তখন পুনরায় ঈশ্বর নিকট আগমন করিলেন ॥৩৭-৩৯

সর্বলোকশতক্রতুস্বরূপ ভগবান্ শক্র শ্রেষ্ঠ রাজা দেবর্ষিকে দেখামাত্রই পরম প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥৪০

হে নৃপালশিরোমণে! তোমার এই কর্ম্মের দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু হে পরন্তপ। ব্রাহ্মণদিগের যাজন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম নহে। অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার যে যে বাঞ্ছা আছে, তাহা আমি যাজন করিব ॥৪১

এবং রাজন্ বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মর্ষিত্বে ভূমিপত্ব।
যাজয়িষ্যে যতঃ কৃৎস্নং ব্রহ্মত্বং ন বিনশ্যতি ॥৪৩

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রুদ্রস্য সমুদাহৃতম্।
বসুধাং পুনরাগম্য দ্বারাম্ পুনরার্চ্চিতং ॥৪৪

তত্রঃ সত্রমুপাগম্য ভূয়ো রুদ্রমুপাগমৎ।
সত্রস্য যস্য সম্ভারাঃ সর্বোপকরণানি চ ॥৪৫

যৎ প্রমাণমভূদ্যজ্ঞে যো যে বীজা অবেষিতি।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৪৬

দুর্বাসসং সমাসাদ্য রুদ্রো বচনমব্রবীৎ।
এষ রাজা মহাভাগঃ দেবর্ষিত্বমিচ্ছতি ॥৪৭

এবং রাজন্ বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মর্ষিত্বে ভূমিপত্ব।
যাজয়িষ্যে যতঃ কৃৎস্নং ব্রহ্মত্বং ন বিনশ্যতি ॥৪৮

রাজত্বের ব্রাহ্মণের গুরু বিশ্বামিত্রকর্তৃক বিহিত হইয়াছে ॥১

অতএব হে নরবর! আমি যজ্ঞ তোমার যাজন করিব না। আমার অংশভূত মহাত্মা অম্বরীষ এক রাজা পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে ॥২

তিনি দুর্বাসা নামে জগতে বিখ্যাত; আমার আদেশে মহাতেজস্বী দুর্বাসাই তোমার যাজনকার্য্য করিবেন। তুমি যজ্ঞের সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ কর ॥৩

রুদ্রদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া যজ্ঞের সামগ্রীসমূহ পুনরায় সংগ্রহ করিলেন ॥৪

অনন্তর তিনি রুদ্রদেবের নিকটে গিয়া বলিলেন—"হে ভগবান্। আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা আপনিই আমার যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করুন"। মহাত্মা রাজার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ রুদ্র দুর্বাসাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ইনি মহাভাগ্যশালী

ততঃ সত্রং সদস্যৈস্তৈ রাজ্ঞো যযাচুরুত্বিজঃ।
যথাবিধি যথাকালং অযাজ্যং যজ্ঞবিদ্বিষম্ ॥৪৯
ওমিত্যৃত্বিগ্‌বচঃ শ্রুত্বা রাজা সত্রে যযাচুবঃ।
দুর্বাসসোঽনুজ্ঞয়া বিপ্রস্তত্র স্ম ব্যাহরন্ ॥৫০
যে তত্র দীক্ষিতাঃ সত্রে সদস্যাশ্চ মহৌজসঃ।
সোঽপি রাজন্ আতাম্রঃ যমুনং প্রাবিশদ্ধয়া ॥৫১
পুনর্যযৌ আত্মতৈর্ত্বাস্তৈরেবোপলক্ষিতঃ।
ঋষিভিঃ তৃষিতৈঃ শীর্ণৈর্বাসোভিশ্চাভিবেষ্টিতঃ ॥৫২
একবস্ত্রঃ স রাজর্ষিঃ ক্ষুৎকর্শিতপরিচ্ছদঃ।
কাননেষু বহন্ চাপি যত্রী বর্ষশতং ভ্রমন্ ॥৫৩
ঋষিভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সদস্যৈশ্চ সহর্ত্বিজঃ।
তত্র সত্রে পশৌ হন্যমানে ব্রহ্মসুতৈর্নৃপ ॥৫৪

শস্ত্রপাতাদ্যাবাদ্যৈরেকাহ্নো ভ্রম্ভ কর্মণি।
হবিষা চ তদা রুদ্রঃ পশুং তৃপ্তিমবাপ্তবান্ ॥৫৫
ন চৈনং পুনরাধাতুং ঋত্বিজশ্চক্রুরুদ্যমম্।
পাণ্ডুবর্ণো বিবর্ণশ্চ ন যযাবং প্রকাশতে ॥৫৬
তদা তদ্বচনাদ্ রাজন্ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাস্তদা।
তেভ্যো দত্তা মহাযোগী তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥৫৭
ন লব্ধবন্তো তাস্তানি তেজোহীনং হুতাশনম্।
জগাম শরণং পূষ্ণঃ ক্রতবো লোকপূজিতম্ ॥৫৮
তত্র শ্রুত্বাপমানং স ঋত্বিগ্‌ভ্যো ব্রহ্মবাদিভ্যঃ।
ভগবন্ পশ্য শ্রীমঃ স্বং যে ত্বেতেকুপা ॥৫৯
অক্ষিণ্যাত্তবতস্তস্য যে ন শ্মশ্রূণ্যপাহসন্।
তেজসা বিপ্রযোগেন তে বৈ জগৎপতে ॥৬০

মহারাজ যেভাবে। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি আমার নির্দেশানুসারে তৃপ্তিকে যজ্ঞ করাও"। তখন মহর্ষি দুর্বাসা "তাহাই হইবে" বলিয়া শ্রীহরির নির্দেশ শীঘ্রই করিয়া লইলেন ॥৪৪-৪৮

অনন্তর মহারাজ রাজা যেভাবে প্রবর্তিত যাগ-কর্মের যজ্ঞবিদ্বেষীকে যজ্ঞ যথাকালে বিধানানুসারে আরম্ভ হইল ॥৪৯

মহারাজ রাজার সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দুর্বাসার অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মিকগণ স্বস্থানে গমনে উদ্যোগী হইলেন ॥৫০

যে সকল মহাতেজস্বী সদস্যগণ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! মহারাজাধীন রাজাও মহারাজ যেভাবে পারম্পর্যে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সমাদিত, ঋষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত এবং নাগরিকগণ কর্তৃক অভিবন্দিত হইয়া নিজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥৫১-৫২

এইরূপ পথিমধ্যে আহারাদীন ত্যক্তবান্ রাজর্ষি যেভাবে দীর্ঘকাল যাবত বহুস্থানে ভ্রমণের প্রসঙ্গে-

তাজন হইয়া অতঃ ঋষিগণ ও সদস্যগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এইভাবে অগ্নিদেব সেই যজ্ঞে যাহা যজ্ঞের কাল বিধিবদ্ধিভাবে ভুক্ত পান করিয়াছিলেন ॥৫৩-৫৪

এইরূপে সেই অগ্নিদেব যজ্ঞে অগ্নিহোত্রভাবে ঘৃতধারা পান করিয়া অগ্নিদেব পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন ॥৫৫

কিন্তু তাঁহার এমন অগ্নিমান্দ্য হইল যে, পুনরায় অন্য যজ্ঞেও তাঁহার সেই ক্ষুধা প্রবল করিবার চেষ্টা তাঁহার নষ্ট হইল এবং তিনি ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ লাভ করিয়া বিবর্ণ হইলেন। পূর্বের মত আর প্রকাশিত হইতে পারিলেন না ॥৫৬

অনন্তর ভগবান্ অগ্নিদেবের ঋত্বিগ্‌দের বিদায় দেওয়া হিল; তিনি তেজোহীন হইলেন এবং তাঁহার শরীরে গ্লানি প্রবেশ করিল ॥৫৭

হুতাশন নিজকে তেজোহীন ও গ্লানিযুক্ত জ্ঞান করিয়া সর্বলোকপূজিত প্রভাস পুণ্যলোকে গমন করিলেন ॥৫৮

ইত্যেব তৎপ্রসমনে বাক্যমুক্তা প্রকৃষ্টিং যিবাম্।
এবমুক্তা হুতবহঃ ভগবান্ সর্বলোককৃৎ ॥৭১
ব্যাহরন্তিব্যিং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব।
যন্ত্রা যাচসি সর্বাণি যথোর্বিষ্ণুরুক্রম ইতি ॥৭২
উপাদুরুং ভবাতাম ভেন ত্বং প্রাপিষ্যসি।
তেজসা বিপ্রহীণস্তাং সহসা হবণাদন ॥৭৩
ত্বা গমনং বনা মহ্যং প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি।
অনলস্তি ব্যাহরিষ্যন্তং সমরং প্রতিপদ্যতে ॥৭৪
পুনা সেবনিয়োগেন ত্বয়া ভগবাং কৃতম্।
আপনা যেবনক্রাণং দুষ্প্রাপং যাওবং বনম্ ॥৭৫
অত্র সর্বাণি সন্ত্বানি বিহগন্তি বিভাবসো।
তেষাং ত্বং ভেদনা তৃপ্তঃ প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি ॥৭৬

পশ্চ দীপ্তা প্রদক্ষ্যং ত্বং ততো মোক্ষ্যসি কিল্বিষাৎ।
এবমুক্ত তু বাক্যং পরমর্ষিস্তথাক্ষুবন্ ॥৭৭
উপসৃত্য ভবন্তাবাং প্রকৃষ্টাব হুতাশনম্।
আমন্ত্র্য খাণ্ডবং বাযুমুপসৃত্য বীর্যান্বিতঃ ॥
সমগ্রং প্রাক্ষলদ্বাহ্নি রুদ্রো বাহুসমীরণঃ ॥৭৮
প্রমীতং খাণ্ডবং দৃষ্ট্বা যে তত্র নিবাসিনঃ।
পতন্তঃ বহুসাহিষ্টন্ সাবকন্ত প্রদাহবে ॥৭৯

ভবৈস্তু ভবিণঃ পীতঃ ভবসংজ্ঞস্তু সন্তবঃ।
শিখিভিঃ পাবকঃ কৃষ্ণঃ পতঙ্গোহথ সহস্রশঃ ॥৮০
মহতীর্ভিত্তবা বাণাঃ শিবোবিগলদুদ্ধিম্।
মুমুচুঃ পাবকাভাসে সমরাঃ ক্রোধমূর্ছিতা ॥৮১

তখন ইন্দ্রসখা ব্রহ্মাকে অগ্নি এই কথা বলিলেন—"হে ভগবন্! রাজা শ্বেতকেতু আমার পরমা প্রীতি সাধন করিয়াছেন ॥৬৯

কিন্তু আমার এখন ঘোর অরুচি হইয়াছে যে, তাহাকে আমি অপসারণ করিতে পারিতেছি না, আমি ক্লেশ ও বলহীন হইয়াছি। হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি পূর্ণ প্রকৃতি লাভ করিতে চাই"। অগ্নির মুখে এই কথা শুনিয়া সর্বলোকস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা হেসে ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যার যজ্ঞেরস্থানী বনুদেবের তার অগ্নিদিয় খাণ্ডব বন পান করিয়াছ; হে মহাভাগ! সেই জন্যই তোমার মন্দ্যে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে এবং তুমি সহসা ক্লেশযোনিত হইয়াছ। হে অগ্নে! তুমি ইহাতে বিষণ্ণ হইও না, তুমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে। আমি যথাসময়ে তোমার অরুচিরোগ দূর করিব ॥৭০-৭৪

পূর্বে তুমি দেবরাজের আদেশে যেরূপ অনুরূপের আলয় অতীব দুরূহ খাণ্ডববনকে দগ্ধ করিয়াছিলে। হে অগ্নি! সেই খাণ্ডববনে বহু প্রাণী বাস করে; তুমি যদি ইহা দগ্ধ করিতে পার, তবে তাহারা প্রাণিসমূহের ক্লেশের দ্বারা তুমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে ॥৭৫-৭৬

তুমি সেই বন দগ্ধ করিবার জন্য সেখানে ঘোর যত্ন কর; কারণ ইহাতে দগ্ধ করিতে পারিলেই তুমি সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত এই কথা শুনিয়া অগ্নিদেব তখন ভগবানের চরণবন্দনা করিলেন। তিনি খাণ্ডববনে আসিয়া ঈষৎ বলের আশ্রয় গ্রহণ করত বায়ুর সাহায্যে ভীষণবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥৭৭-৭৮

অগ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া তথায় নিবাসকারী প্রাণিসমূহ অগ্নির নির্বাপণের জন্য পরম যত্ন করিলেন ॥৭৯

শত শত সহস্র সহস্র হস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত জল আনিয়া তথায় সেচন করিতে লাগিলেন ॥৮০

বহুসংখ্যকবিশিষ্ট নাগগণ মুখে করিয়া জল

ভবিষ্যন্তি সভাসি রাজাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
নিত্যং পাবকা ঈক্ষ্যন্তাং ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৮২
অন্যে তু প্রকৃতিং কৃৎস্নো মুক্তঃ প্রহরণম্।
সভাস্থঃ প্রশমিষ্যন্তি যাজ্ঞে ধর্ম্যাসনস্থে ॥৮৩

যাজ্ঞিকা ক্রোধে ত্রস্ত অগ্নির উপর উহা ফেলিতে লাগিল ॥৭৯

যে ভয়ঙ্কর। অন্যান্য প্রাণীগণ নানা অস্ত্র ও উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এবং সেইরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিকে নির্বাপিত করিলেন ॥৮১

এইরূপে অগ্নি পুনঃ পুনঃ সভাস্থ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রহরণোদ্যত হইলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রশমিতের ন্যায় নির্বাপিত হইলেন ॥৮৩

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বাসুদেবার্জুনসংবাদে আশ্বমেধিকে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের অগ্নিদেবকে প্রার্থনায় স্বীকার, অগ্নিসমীপে বিশ্বরূপের দর্শন ও প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তু বৈয়াসকিপ্রাপ্তঃ সদা ব্রাহ্মণসংগ্রহঃ।
শিষ্যমধ্যগমৎ ন ক্রুদ্ধো ধ্যানাসনঃ ॥১

তত্র সর্বং যথান্যায়ং প্রথমে সংক্রমেষ্যতি।
উবাচ তৈঃ কথাশ্চান্যা মুহূর্তং ন বিচিন্ত্য তু ॥২

উপায়ঃ পরিমৃষ্টো যে যথা যং যজ্ঞমেষ্যতি।
কালশ্চ কশ্চিৎ কথিতঃ তত্তথং যজ্ঞমেষ্যতি ॥৩
অবিজ্ঞাতং সহস্রাংশৌ যে নর-নারায়ণৌ স্মৃতা।
তাভ্যাং তু শরিতো যাজ্ঞ যজ্ঞস্তে ধর্ম্যসাধনঃ ॥৪
এবমুক্তিস্তু তং ধীমান্ প্রত্যুবাচ ততঃ।
নমস্কৃত্য তৌ বিদিত্বা তু নর-নারায়ণাবৃষী ॥৫

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক অগ্নিদেবের প্রার্থনা স্বীকার এবং অগ্নির তাহে বিশ্ব বসু ও যজ্ঞের প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদেহ অনুকূলকার্য্যানুরক্ত বিমান হইয়া ব্রাহ্মণিক অগ্নিদেব অন্যান্য মুনি হইয়া পুনরায় শিষ্যবর অন্যের নিকট গেলেন ॥১

তিনি অন্যান্য বিষয়ে যথোচিত রীতিতে সকল কথার বিবেচন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ অন্য এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অগ্নিদেবকে বলিলেন ॥২

যে বিশাল। যাহাতে তুমি যাজ্ঞবল্ক্যকে বহন করিতে পার, তাহার উপায় আমি স্থির করিয়াছি; কিন্তুকাল অপেক্ষা কর: যে অনল। অনন্তর তুমি যাজ্ঞবল্ক্যকে বহন করিতে পারিবে ॥৩

যে হব্যবাহন। নর ও নারায়ণ অর্থাৎ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তোমার যাজ্ঞবল্ক্যকে কার্য্যে সহায় হইবেন। তাঁহাদের সহায়তায় তুমি উহা বহন করিতে সক্ষম হইবে ॥৪

তখন অগ্নিদেব তাঁহাকে বলিলেন—"তাহাই

ইদানীং ময়তো রাজংস্তস্য বাক্যং যথাশ্রুতম্।
অনুস্মৃত্য তথারূপং পুনরেব পিতামহম্ ॥৬
অম্বরীষস্য তথা গুপ্তা যথা চ ব্যক্তমেধসঃ।
যাজনং যাজনীয়েন বিবৃতাদ্ভুত পঠ্যতে ॥৭
নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পূর্বদেবৌ বিদাংবরৌ।
লোকানাং ধারণার্থায় যৌ বিদ্যৌ কলয়া ॥৮
অর্জুনঃ বাসুদেবশ্চ যৌ তৌ লোকাভিনন্দনৌ।
অবেক্ষেতাং দিবিস্থানেহি যাজনস্য সভাসদৌ ॥৯
তৌ চ যাদব সাম্যেন ভাষার্থং যাজনস্য চ।
অতো বক্ষ্যসি চেৎ যাদব কিঞ্চিৎ ত্রিদশেশ্বরি ॥১০
তৌ চ সর্বাসি সর্বাণি যাদবো যাদবিষ্যতঃ।
দেবরাজশ্চ সহিতো দেবৈর্যে বাপি সংগতাঃ ॥১১

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ভীমসেনো ধনঞ্জয়ঃ।
কৃষ্ণ-পার্থানুপশ্যন্ত্য সর্বং তত্ত্বাভাষত ॥১২
যে যে ঋষিগণাস্তত্র পূর্বমেব কুলোদ্বহ।
তানুক্তা ভবতা তত্র যথাবৃত্তং তথাস্তবম্ ॥১৩
অম্বরীষস্য যজ্ঞার্থং তৎকালেষ্বপি তে ভবঃ।
বিবক্ষুঃ যাজনং যাদবকামস্য পরমর্ষয়ঃ ॥১৪

অর্জুন উবাচ।

উত্তমশ্লোকাপি যে চাস্তি দিব্যাশ্চ ভুবি চ।
যৈরহং পরিপৃষ্টোঽস্মি যজ্ঞবরাম্ বসুম্ ॥১৫
ধনুর্বেদে চাপি ভগবন্ বাহুবীর্যেণ সম্মিতম্।
কুর্বদ্ভিঃ সমরে বীর্যং যেন যদ্ বিজয়েমহি ॥১৬
সহৈব দেবর্ষিভিস্তৈস্তৈঃ স্থিরপ্রজ্ঞাভিঃ।
যদি যোদ্ধুং ময়ঃ শক্তঃ সাম্যং মম ভবেদপি তাম্ ॥১৭

হইব"। হে রাজন্! দীর্ঘকাল পরে অর্জুনের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, নর ও নারায়ণ ঋষি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গেলেন ।৪-৬

সেই সময় শ্রদ্ধা তাঁহাকে বলিলেন—হে অর্জুন! আজ তুমি যজ্ঞের সময়ে যাহাতে যাজ্ঞেয়-গণ যজ্ঞ করিতে পারে, সেই উপায় তোমাকে বলিতেছি ।৭

হে বিদ্বাংসো! আদিদেব নর ও নারায়ণ ঋষি এই সময়ে দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।৮

লোকসমাজে যাঁহারা অর্জুন ও বাসুদেব নামে বিখ্যাত, তাঁহারাই উভয়ে নর ও নারায়ণ ঋষি। তাঁহারা উভয়ে এখন একনামে যাজ্ঞসেনের নিকটে অবস্থান করিতেছেন ।৯

তুমি তাঁহাদের নিকট যাজ্ঞসেনের সাহায্য ভিক্ষা কর, তাহা হইলে তাহাদের সহায়তায় দেবগণ সহিত ইন্দ্রও যজ্ঞে আসিয়া যাজ্ঞসেনকে যজ্ঞ করিতে পারিবে ।১০

তাঁহারা উভয়ে সমস্ত প্রাণী এবং দেবগণের সহিত দেবরাজকে সময়ে যাজন করিবেন—ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই ।১১

এই কথা শুনিয়া ধনঞ্জয় (অর্জুন) কৃষ্ণ ভীমসেন ও পার্থের নিকট আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে কুলোদ্বহ। তোমাকে সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হে ভগবন্! অর্জুন ঐ কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ (অর্জুন) ইন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্নি দ্বারা খাণ্ডব দাহন করিতে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে তৎকালানুরূপ কথা বলিলেন ।১২-১৪

অর্জুন বলিলেন,—আমার নিকট দিব্য এবং উত্তমশ্লোক অস্ত্রসমূহ আছে, যাহার দ্বারা আমি বহু যত্নের সহিতও একত্রে যুদ্ধ করিতে পারি ।১৫

কিন্তু হে ভগবন্! আমার বাহুবলের অনুরূপ এখন বহু আমার নাই, যাহা যুদ্ধের সময় আমার প্রথর ও বেগের সহ্য করিতে পারে ।১৬

অন্যাংশ্চ বিদ্যান্নিত্যং পাণ্ডবান্ ধার্তরাষ্ট্রকাঃ।
ইমঞ্চ বেদনির্ঘোষং সূর্য্যাগ্নিসমতেজসম্ ॥১৮
তথা কুরুষ যত্নেন মানুষং বিজয়ে লভম্।
যেন মাংসং পিশাচাংশ্চ নিহতান্মাবধো ভবেৎ ॥১৯
উপায়ং কর্তুমিচ্ছামি চ ভগবন্ ব্রুহি তদ্বিদি।
বিনাশয়েয়ং যেনেমান্ পর্ব্বতাংশ্চ মহাবনে ॥২০

পৌরুষেণ তু যৎ কার্য্যং তৎ কর্ত্তাহমরিন্দম চ পাবক।
ভবন্তমিহ সর্ব্বাগ্নি ভগবন্ ধাতুরব্রবীৎ ॥২১

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি পাণ্ডবদাহপর্ব্বণি অর্জ্জুনাগ্নিসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৩

শীঘ্র যাহা বিনাশ করিয়া আমার অক্ষয় শরসমূহের প্রয়োজন; আমার অক্ষয় গাণ্ডীবধনুতে আমার নিজাহুয়ারে যখন করিয়া যত কোন ভয় আমার নাই ॥১৭

এবং অক্ষয়সমূহ আমার চাই, যাহারা পাণ্ডুবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী এবং কাঞ্চন ধ্বজ আমার চাই, যাহারা বিশেষ ভেদের ন্যায় এবং শত্রুর সূর্য্যের ন্যায় হইবে ॥১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবীর্য্যের অনুরূপ এবং যে ভগবন্! এই গাণ্ডীবধনুর উপযুক্ত এমন উপায় আপনি বলুন, যাহার দ্বারা ঐ মহাবনে ইন্দ্র বর্ষণ করিলেও আমি তাহা নিবারণ করিতে পারি ॥২০

যে পাবক! আমাদের পৌরুষের দ্বারা যাহা করা সম্ভব, তাহা আমরা করিব সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ভগবন্! উপযুক্ত সাহায্যসমূহ আপনি দিবেন ॥২১

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবদাহপর্ব্বে অর্জ্জুন-অগ্নিসংবাদনামক ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অগ্নির শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের চ দিব্যধনুরক্ষয়তূণ-দিব্যরথ-চক্রাদেঃ দানম্, খাণ্ডবদাহনেন পাণ্ডবসন্তোষশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ ধূমকেতুর্হুতাশনঃ।
চিন্তয়ামাস বরুণং লোকপালং বিভাবসুঃ ॥১

অথ তস্মিন্নুদকে দেবং বিজ্ঞায় জলেশ্বরম্।
স চ তমিন্দ্রিয়ং জ্ঞাত্বা দর্শয়ামাস পাবকম্ ॥২

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অগ্নিকর্ত্তৃক অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বিবাদ, অক্ষয় তূণ, দিব্যরথ ও চক্র দান এবং তাঁহাদের মহাবলে খাণ্ডবদাহ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন এই কথা বলিলে ধূমধ্বজ হুতাশন ভগবান্ হুতাশন (অগ্নি) লোকপাল বরুণের দর্শনলাভের জন্য তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥১

অগ্নিদেব তাঁহাকে চিন্তা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া জলনিবাসী অমিতবিক্রম বরুণদেব অগ্নিদেবকে দর্শন দিলেন ॥২

তমব্রবীদ্ বৃহদ্ভানুঃ প্রহিতৃণ অলেপয়ন্।
পূর্বং লোকপালানাং দেবদেবং পিতামহম্ ॥৩
সোমেন রাজ্ঞা যদ্ যত্তঃ বসুভিশ্চেশ্বরো চ যে।
তং প্রজাসোকরং শৈত্যং যথক কপিলকম্ ॥৪
কার্তিক মুখ্যং পার্থো পাতোবেন হরিষ্যতি।
তত্রেদং যাদুবেন্দ্র তমমাত্ত প্রদীয়তাম্ ॥৫
যথাবীর্যেণ যজ্ঞঃ পাবকং প্রত্যপাদয়ত্।
অমৃতং মহাবীর্যঃ যজ্ঞ-কীর্তিবিবর্ধনম্ ॥৬
সর্বশস্ত্রৈরনাধৃষ্যং সর্বশস্ত্রপ্রমর্দি চ।
সর্বাসুরবধার্থায় পাশুপেন্দ্র প্রদর্শনম্ ॥৭
এবং শতসহস্রেণ দত্তিঃ রাষ্ট্রৈর্ধনম্।
চিত্রমুক্তাবতৈর্বৈশ্যৈঃ শোভিতং দ্রুতযানগম্ ॥৮

দেব-দানব-সঙ্ঘৈর্বৈ পূজিতং পাবকৈঃ সদা।
প্রাদাচ্চৈব ধনুরত্নমক্ষয়ে চ মহেষুধী ॥৯
যথক বিশ্বাবসুং কপিপ্রবরকেতনম্।
উপেতং রাজতৈরশ্বৈর্গান্ধর্বৈর্দেবসম্মিতৈঃ ॥১০
পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকাশৈর্বাতরংহোজবৈর্বরৈঃ।
সূর্যোপকরণৈর্যুক্তমব্যাং দেব-দানবৈঃ ॥১১
তাদুবস্তু মহাযোধঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতম্।
সর্বে চ তুরগাস্তস্য সৌমনা মুদমগ্রহুঃ ॥১২
প্রজাপতিনিযুক্তেন যত্ত রূপং মহেষিণা।
যং স সোমঃ সমাক্রম্য পুনর্যানমকল্পয়ৎ প্রভুঃ ॥১৩
নবযোজনবিস্তীর্ণঃ রথস্তস্য চ ঔজসা।
আক্রিয়তে তং যত্তেন শক্রাদুত্তমবাজিভিঃ ॥১৪

বৃহদ্ভানু অগ্নিদেবকে চতুর্থ লোকপাল দেবদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—১০

রাজা সোম তোমাকে যে বিশ্বাবসু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় দিয়াছেন, তাহা এবং কপিধ্বজ রথ—এই তিনটিই তাড়াতাড়ি দাও।৪

পার্থ ঐ পাশুপতাস্ত্র দ্বারা আমার যজ্ঞ এবং কার্তি সম্পাদন করিবেন এবং বাসুদেবও যে সকলের দ্বারা অবধ্যকার্য করিবেন, সেই সমস্তই আমাকে দাও।৫

অগ্নির কথায় উত্তরে বাসুদেব বলিলেন,—"আমি দিতেছি"। এই বলিয়া তিনি মহাবীর্য, মহাবীর্য-সম্পন্ন কীর্তিবিবর্ধন বহ্নিকে পাশুপত ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিলেন। সেই বহ্নি সর্বপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা অপরাজেয়, সর্বশস্ত্রপ্রমথনকারী, সর্বপ্রকার অসুর ধ্বংসের আকারে দৃশ্য, সমস্ত দৈত্য-প্রধ্বংসকারী, একটী মাত্র সহস্র বস্তুর সদৃশ, বহুধাকার ধারণক্ষমতাযুক্ত, উত্তম ও অমর বহু অস্ত্রের দ্বারা চিহ্নিত, চিত্রিত, ছিদ্রবর্জিত এবং বহুবর্ণের দেব, দানব ও যক্ষগণকর্তৃক পূজিত ছিল।৬-৯

বাসুদেব বিশ্বাবসুসম্প্রদত্ত কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন, যাহাতে রজত ও শুভ্রবর্ণের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, মহাবেগশালী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পক্ষিশাবকের মন ও বায়ুর ন্যায় বেগসম্পন্ন চারিটী অশ্ব যোজিত ছিল, যাহা সর্বোপকরণে সুসজ্জিত এবং দেব ও দানবগণেরও অজেয় ছিল।১০-১১

ঐ রথ ভেজোময় প্রজাপতিসৃষ্ট মহাবিনাশকারী ও সর্বলক্ষণের দ্বারা লক্ষিত ছিল; বিভুত্বের প্রভু প্রজাপতি বিশ্বকর্মা রথ কল্পনা করিয়া উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সূর্যের ন্যায় তেজীয়ান সেই রথ বর্ণনার অযোগ্য ছিল; এই রথে আরোহণ করিয়াই প্রভু সোমদেব (চন্দ্র) দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন।১২-১৩

ইন্দ্রদত্ত ন্যায় জাতিবিশিষ্ট শ্রীমান ও অশ্বের সমস্তলক্ষণযুক্ত বর্ণবিশিষ্ট শ্রীমান সোমরাজ দেব দেবোপযোগী সেই শ্রেষ্ঠ রথের নিকট গেলেন।১৪

তাম্রৌষ্ঠা দুন্দুভিস্বনা অজবাহিনমুত্তমা।
তত্রস্থা তু বানরস্থা দিব্যঃ সিংহধ্বজঃ কপিঃ ॥১৩
বিধমন্নিব অম্বরং স নর্দিষ্যতি দুর্দুশোত্তম।
যস্য ভূতানি ত্রাসম্ বিষিষ্যানি যাস্যতি ৬ ॥১৬
যস্যেব বিদুষৈতানাং ঘোষঃ শব্দো প্রবক্ষ্যতি।
স ত্বং নারায়ণস্তাত্মি সোক্ষিতং যদমন্যসে ॥১৭
প্রবক্ষিষ্যুপ্যাহত্য দৈবতেভ্যঃ প্রদায় চ।
লব্ধ্বা কামান্ বরূন্ বীর যদ্যোবাস্থুলিপ্রভঃ ॥১৮
আহরোধ তদা পার্থো বিমানং গুহ্যকী যথা।
তত্র দিব্যঃ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রয়ঞ্চ নিধিকং পুরা ॥১৯
গাণ্ডীবমুপসংগৃহ্য ধনুষ্য দুর্বিরোহর্দুনঃ।
হতাশনো পুরাদত্তা তত্রস্থপি বীর্যবান্ ॥২০

তত্রাপ কপিবাহায় ত্যক্তা চ মুমুচে ধনুঃ।
যৌর্যাং তু যোজ্যমানায়াং ধ্বনিরা পাতয়েদ্ দ্যুবম্ ॥২১
মেঘস্বনম্ কুলিশং তত্র ঘোরং বৈ যাদিত্যং তথা।
শত্রু। ইব ধনুষ্টেব তথাক্ষয্যে অক্ষয়ৌ ॥২২
ধনুষ্য কণ্ঠে কৌন্তেয়ঃ প্রকৃষ্টঃ সাহস্রমিনি।
স্বনবাদ্ তত্রস্থং ধনো দুষ্যায় পাবকা ॥২৩
আয়োধয়ন্ ধনিষ্ঠং স ৬ কল্যাণতমং তথা।
অস্ত্রার্থং পাবকস্তৈতমেতেন ধনুষ্মন ॥২৪
অথানুধানমি রণে ক্ষেত্রমি ধ্বজসংজ্ঞম্।
অথৈন তু ধনুষ্যাণং ঘোষাবমি চাধিকে ॥২৫
রক্ষঃ-পিশাচ-দৈত্যানাং নাগানাং চাধিকস্তথা।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ প্রসাদোহপি নিবর্হণে ॥২৬

ঐ ধ্বজের আকৃতি সুবর্ণময় এবং দুর্গম দুর্গম ও অতি উচ্চ ছিল। উহাতে দিব্য ও আসুরিক প্রাণীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দিব্য প্রাণীরা স্বরূপতঃ দৃষ্টির দ্বারা কপীভূত করিয়া এরূপই সর্বদাই অবস্থান করিতেছিল। ঐ ধ্বজে আরও অনেক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর আকৃতি প্রাণী ছিল ॥১৪-১৬

সেই প্রাণীদিগের গর্জনে অক্ষৌহিণীসকলের সাড়া পড়ে যায়। অর্জুন তখন কোমরে তূণীরদ্বয়, হাতে গাণ্ডীবধনুষ (ধনুক) এবং কবচ ও মাথায় মুকুট ধারণ করিয়া সেই মায়া পতাকার পশ্চিমোক্তিত উচ্চ স্থানে আরোহণ এবং দেবতাগণকে প্রণাম করত বর্ষীয়ান বিমানে পুণ্যবান্ পুরুষের ন্যায় সেই রথে আরোহণ করিলেন।

পুরাকালে ব্রহ্মকর্তৃক সেই দিব্য ও শ্রেষ্ঠ রথ নির্মিত হইয়াছিল। অর্জুন তাদৃশ গাণ্ডীব ধনু প্রভৃতি লইয়া আনন্দিত হইলেন এবং পরাক্রমী অর্জুন অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত ঐ রথারোহণ করিয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন।

ধনুর্ধারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকর্তৃক জ্যা আরোপণের সময় ধনুকের টঙ্কারধ্বনি মাতাদেরই ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিল, আকাশের সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছিল।

সেই রথ, ধনু ও অক্ষয়তূণীরের লাভ করত কুন্তীনন্দন অর্জুন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অগ্নিদেবের সাহায্য করিয়া এক প্রস্তুত হইলেন। অগ্নিদেব তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই চক্র প্রদান করিলেন, যাহার তেজোভাস বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল ॥১৭-২০

অগ্নিদত্ত সেই প্রিয় অস্ত্র লাভ পাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন অগ্নিদেব তাঁহাকে বলিলেন—হে মধুসূদন! এই অস্ত্রের দ্বারা আপনি নিশ্চয়ই অমানুষ অন্যান্য প্রাণীদিগকেও যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন এবং দেব, রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য, নাগ ও মনুষ্যসমূহ যুদ্ধে আসিলে আপনি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংহার করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৪-২৬

কিন্তং কিন্তা যথে চৈনং যথা মাধব পশ্যসি।
ধনঞ্জয়বিষক্তে সংগ্রামে শান্তিমেষ্যতি বে পুনঃ ॥২৭
ততস্তং মধুরা বাণী পদ্মপত্রনিভেক্ষণাৎ।
নৈরাত্মকরণীং ঘোরাং বাসুদেবো মহাত্মনঃ প্রভুঃ ॥২৮
তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ প্রহৃষ্টাবঙ্গুধারয়ৎ।
ভূয়শ্চৈনং পপ্রচ্ছাথ বিবৃতৈ ঝষিসত্তমঃ ॥২৯
তন্মে যো ভগবন্ ব্রূহ্যপি সর্বৈঃ সুরাসুরৈঃ।
কিং পুরুষবিশেষেণ পরমার্থে মুহূৎসয়া ॥৩০

অর্জুন উবাচ।

ব্রহ্মণাস্মিন্ মহাবাহো বিতর্কঃ সুমহান্ মম।
ভবান্ ভগবতাং শ্রেষ্ঠঃ বিনষ্টেন চ যোগবান্।
ত্বমিমং লোকমুদ্ভাস্য যদা যুক্তো জনার্দন ॥৩১

হে মাধব! যুদ্ধে এই ভক্ত ধনঞ্জয়কে শত্রুরা উপহাস করিবেন, তখনই উহা শত্রুকে বিনাশ করত জয়ী অপ্রতিহত হইয়া পুনরায় আপনার হাতে ফিরিয়া আসিবে ॥২৭

প্রভু বাসুদেব তখন ভগবান্ ঐক্রিককে অন্তরাত্মবিনাশিনী নৈরাত্মবিনাশিনী ভয়ঙ্করী ঘোরতরা বাণী এই কথা বলিলেন ॥২৮

অনন্তর অশ্রুবিপ্লুতনয়নধারী অর্জুন ও ঐক্রিক প্রণত হইয়া অক্লিষ্টকর্মাকে বলিলেন—হে ভগবন্! আমরা এইরূপ ভয় ও শঙ্কা প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার দ্বারা সমস্ত সুর ও অসুরকেও বিজয় করিতে সমর্থ। সুতরাং তখন আমাদের কত যুদ্ধে অবতীর্ণ এবারো ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা তো এখন কিছুই কাজ নয় ॥২৯-৩০

অর্জুন বলিলেন,—ভগবান্ যোগবান্ মহাপ্রাজ্ঞানী ঘনাধিক এই চক্রকে হাতে লইয়া যখন যুদ্ধে বিচরণ করিবেন, তখন সেইসময়ে ত্রিলোকে এমন কোন বস্তু নাই যে, এই চক্রের প্রহারে

পাতীর বসুধাতলে তথাকথো অহেরুহী।
অহমপ্যুৎসহে লোকান্ বিজেতুং যুধি পাবক ॥৩২

সর্বত্র পরিবার্যৈনং সাধবেতং প্রযোজয়।
কামং সম্প্রহরন্ত্যেব তন্মো যঃ পাতয়িষ্যতি ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা স ভগবান্ ধনঞ্জয়েনার্জুনেন চ।
চৈত্ররথং ত্রিদশাবাস মনঃ স্মৃত্বা প্রচক্রমে ॥৩৪
সর্বতঃ পরিবার্যাথ সত্যাচির্মলবত্তমা।
ভ্রাজমানং ভ্রাজমানঃ সুরাসুরভয়ং দদৌ ॥৩৫
প্রতিসৃষ্টং সমাবিশ্য তস্য বক্ত্রং তদদ্ভুতম্।
যেষাং দৃষ্টিনিপাতেষু সর্বমূত্রাত্মকং ভবেৎ ॥৩৬

সব জন্তুই মূত্র ত্যাগ করিতে না পারিবে ॥৩১

হে পাবক! আমিও এই ধানুষ ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পাইয়া যুদ্ধে সম্পূর্ণ লোকদের জয় করিবার উৎসাহ বোধ করিতেছি ॥৩২

হে মহাপ্রভো! আপনি সমস্ত যজ্ঞে পরিবেষ্টন করিয়া অস্ত্র বৈশ্বানরদের প্রদর্শিত হউন, আমরা আপনার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ॥৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঐক্রিক ও অর্জুন এইরূপ বলিলে ভগবান্ অগ্নিদেব স্মরণমাত্র তাঁহার সেই যজ্ঞের যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৪

চারিদিকে বেষ্টন করত সাজসী দিয়া বিস্তার করিয়া আহবের যেন সূর্যাকরের সৃষ্টি করিয়াই প্রজ্বলিত হইলেন ॥৩৫

হে ভরতর্ষভ! সেই অগ্নি সমাবিষ্ট হইয়া অগ্নিদেবের ভয়ানক অদ্ভুত মুখ সৃষ্টি করিয়া সকল প্রাণীকে ভক্ষিত করিলেন ॥৩৬

হইতেছে ও অর্জুন ছলনা করিতে লাগিল। ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পাণ্ডবারণ্যপর্বণি পাণ্ডবাগ্নি-দাহনে চতুর্বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

যে স্থানে। চারিদিকে বাটী বাটী করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তখন সেই বন মুহূর্তমধ্যে পরিত্যাগ করিবার সময় কাহার মনে হইল না। সুতরাং পর্বতের ন্যায় শোক ধারণ করিল ॥৭॥

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত পাণ্ডবদাহপর্বে পাণ্ডবাগ্নিদাহনামক চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রজলিত পাণ্ডবভবনে প্রাণিবর্গের দুর্দশা, মেঘবর্ষণদ্বারা ইন্দ্রকৃত অগ্নিনির্বাপণচেষ্টা ও।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তৌ রথাভ্যাং রথশ্রেষ্ঠৌ লব্ধলক্ষ্যৌ ধনঞ্জয়ৌ।
বিষ্ণু পার্শ্বে সুভদ্রায়াঃ চক্রাতে রক্ষণং মহৎ ॥১

তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে প্রাণিনঃ পাণ্ডবালয়াঃ।
পলায়ন্তঃ প্রবীরাস্তে তত্র তত্রাভ্যধাবতাম্ ॥২

দ্বিষন্তং বা স্ব পক্ষান্তং রথারোহাশুচারিণোঃ।
আবিধ্যতোর্ন দৃষ্টেতে ধনিনৌ তৌ রথাস্থয়ে ॥৩

পাণ্ডবে ভবনে তূ তূর্ণাঃ শতসহস্রশঃ।
উৎপেতুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিকৃতাঃ সত্ত্বতঃ ॥৪
হাহাকৃতেষু বহবো নিষ্টস্তাশ্চ তথাপরে।
ক্রন্দিতাকাশ বিধ্বস্তাশ্চ বিস্রস্তাশ্চ তথাপরে ॥৫
সমালিঙ্গ্য সুতানন্যে পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ তথাপরে।
ত্যক্তং ন শেকুঃ স্নেহেন স্নেহস্য বিষমং গতাঃ ॥৬
সমস্তঃখশব্দান্তে সমুৎপেতুরবেকশঃ।
তত্তস্তেষাঞ্চ দুর্দৃষ্টঃ পুনরন্যো প্রদেশিবে ॥৭

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[প্রজলিত পাণ্ডবভবনে প্রাণিবর্গের দুর্দশা ; ইন্দ্রের মেঘবর্ষণের দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুই শ্রেষ্ঠ বীর রথে করিয়া ধনের বিশেষ দুই পার্শ্বে অবস্থান করত সর্বদিকে পলায়মান প্রাণিগণকে বিনাশের দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১

পাণ্ডবভবনস্থিত প্রাণিগণ যে যে দিকে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, উভয় মহাবীরই সেই সেই দিকে ধাবিত হইলেন ॥২

রথারোহী উভয়ে উভয় রথ লইয়া এবং অশ্বারোহণে ভ্রমণের ন্যায় ভ্রমণপূর্বক দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে, প্রাণিগণ পলায়নের কোন ছিদ্র পাইতেছিল না ॥৩

পাণ্ডবভবন অগ্নিতে আবিষ্ট হইলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী চারিদিকে ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে আকাশে উঠিতে লাগিল ॥৪

কাহারও শরীরের একভাগ দগ্ধ হইল, কাহারও শরীর জ্বলিয়া গেল, কাহারও চক্ষু ফুটিয়া গেল এবং কাহারও শরীর বিবর্ণ ও কেহ পলাইয়া গেল ॥৫

কেহ পুত্রগণকে, কেহ ভ্রাতৃগণকে, কেহ কেহ পিতাকে আলিঙ্গন করত স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সেইখানেই নিহত হইল ॥৬

গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধং স্থিতাস্তত্র বিমানস্থাঃ শতাধিকাঃ ॥৮
জলাশয়েষু তোয়ানি জন্যমানেষু বহ্নিনা।
পতন্তশ্চ স্থলাস্তত্র মূর্চ্ছিতাস্তাঃ সমন্ততঃ ॥৯
শরীরৈরপ্লবে তীর্ত্বেমেবমন্তে ইবাভবন্।
অনুভূতঞ্চ তত্রাপি প্রাণিভিঃ প্রাণিসংক্ষয়ে ॥১০
কাংশ্চিদুৎপতিতঃ পার্শ্বঃ শরৈঃ সঞ্ছিদ্য খণ্ডশঃ।
পাতয়ামাস বিস্রাব্য প্রভূতেন বসুক্ষয়ম্ ॥১১
তে পাতিতৈর্মহাকায়া বিনদন্তো মহারবান্।
ঊর্দ্ধমুৎপত্য বেগেন বিপেতুঃ পাণ্ডবে পুনঃ ॥১২
পরীতাস্তাবতাত্মানঃ সপ্তপর্ণ ন তদৌকসাম্।
বিনাশঃ শুশ্রুবে ঘোরঃ সমুদ্রস্যেব মথ্যতঃ ॥১৩

অন্যেষ্বপি প্রদীপ্তেষু বনেষূৎপেতুরর্দ্দিতাঃ।
জলবাসাদুপরতং দৃষ্ট্বাস্তং দিবৌকসাম্ ॥১৪
ত্রেসুর্দিশো দশ তদা দেবা দানবসংঘবাঃ।
অন্যে অন্যমুপাধাবন্ সর্ব্ব এব দিবৌকসঃ।
শক্রঞ্চাপু সংত্রাসং দেবেশমনুশাসিনম্ ॥১৫

দেবা ঊচুঃ।

কিং ন্বিমে মানবাঃ সর্ব্বে সম্ভ্রান্তে চিত্রভানুনা।
কচ্চিন্ন সংক্ষয়ঃ প্রাপ্তো লোকানামমরেশ্বর ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বৃত্রহা ভেজে ধনঞ্জয়মনুস্মরন্ চ।
পাণ্ডবস্য বিমোক্ষার্থং প্রহর্ত্তা বলবিদ্বলম্ ॥১৭
স্মৃত্বা চ বজ্রমুদ্যম্য বাহুমাত্রেণ বীর্য্যবান্।
আজগাম সমবাতীর্য্য প্রহর্ষং তত্রেবরঃ ॥১৮

কেহ কেহ ওই কামড়াইতে কামড়াইতে উপরে লাফাইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরায় খাণ্ডবের মধ্যে পড়িল।৭

কাহারও পাখা, কাহারও চঞ্চু, কাহারও পা পুড়িয়া যাওয়ায় মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় প্রাণীদিগকে মরিতে দেখা গেল।৮

অগ্নির জলাশয় শুষ্ক হইয়া ফুটিতে থাকায় চতুর্দ্দিকে ফুল, মৎস্য প্রভৃতি প্রাণিসমূহ মরিতে লাগিল।৯

সেই সময় অনেক প্রাণীর মৃতদেহ ঐ জল তাহাদের শরীর এমন ভাবে আচ্ছাদিত করিয়াছিল যে, জল হইতে লাগিল তাহারা সকলেই যেন মূর্ত্তিমান্ আছি।১০

কতকগুলি উড়িয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময়ে উহাদের পক্ষিকে অর্জ্জুন বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলায় কতক প্রাণিকে মারিয়া বিনাশ করিলেন।১১

পার্শ্বের অঙ্গ ছিন্ন হইয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে পক্ষিগণ বেগে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পুনরায় খাণ্ডবমধ্যে পড়িয়া গেল।১২

সপ্তপর্ণি বনবাসী প্রাণিসমূহের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রের ন্যায় ঘোর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।১৩

অগ্নিদেব লেলিহান শিখাসমূহ বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া এমনভাবে আকাশে উত্থিত হইতে লাগিলেন যে, মনে হইল দেবলোকও উহাতে উদ্ভাসিত হইল।১৪

অগ্নির ভয়ে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া দেবতা ও ঋষিপ্রভৃতি সর্ব্বলোকবাসী সকল মহাত্মা শতক্রতুকারী সহস্রাক্ষ অসুরমর্দ্দন দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন।১৫

দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ্বর! অগ্নিদেব কেন সকল মনুষ্যকে দগ্ধ করিতেছেন? তবে কি জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হইল?১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহাদের নিকট এই কথা শুনিয়া এবং স্মরণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র খাণ্ডবের অগ্নিকে নিবাইতে স্বয়ংই চলিলেন।১৭

দেবরাজ ইন্দ্র তখন নানাবর্ণের বিশাল মেঘসমূহ

তত্রোৎক্ষাত্রা যাস্যন্তি ধারাঃ পঞ্চশতাস্তথা।
তেষামিত্যেব দেবানাং তদাসীৎ প্রতি ॥১৯
অগস্ত্যপ্রাপ্ত ইব ধারাবেগশ্চ তাদৃশঃ।
ন চ তে সমতলস্থ ন কাঙ্ক্ষিৎ পাবয়ন্ত্যুত ॥২০
তেষাং মহর্ষিঃ কুরুতে কৃপয়াচিন্ত্যতত্ত্বয়া।
পুনরেব মহাযোগৈরুদ্ধারং যাস্যন্তি তে ॥২১

অতির্বা তাভিরভিতঃ দুষ্কৃতিঃ সমাকুলম্।
যদুপ তদ্ বনং ঘোরং তদ্ধবিষ্যতি সমাকুলম্ ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি পাণ্ডবোপাখ্যানপর্বণি ঐন্দ্রদ্যুম্নে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৫

নষ্ট হইয়া আকাশকে আচ্ছাদন করত পাণ্ডবগণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল।১৮

দেবরাজের আদেশে মেঘসমূহ ঐরাবতের অক্ষের ন্যায় বড় বড় অনর্গল ধারায় বারি বর্ষণ করিতে লাগিল।১৯

কিন্তু অগস্ত্যের তাদৃশ্যিক্ এমন উদ্যত হইয়াছিল যে, সমস্ত বারিধারা উপরেই তুলাইয়া লেন, অগ্নি পর্যন্ত পৌঁছাইল না।২০

তখন মহর্ষিরা উহা অগ্নির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বড় বড় মেঘসমূহের দ্বারা প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।২১

অগ্নির শিখাসমূহ ও জলের ধারাসমূহ পরস্পর সম্পৃক্ত হইয়া ধূম ও বিদ্যুতে বন পরিপূর্ণ হইল। যেন ও অগ্নি উভয়ের বর্ষণে সমস্ত বনভূমি তাদৃশ রূপ ধারণ করিল।২২

শ্রীমহাভারতের ব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত পাণ্ডবোপাখ্যানপর্বে ঐন্দ্রদ্যুম্নে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্জুনস্য চ যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তদাস্য বর্ষতো বারি পাণ্ডবঃ প্রত্যবারয়ৎ।
শরবর্ষেণ বীভৎসুরস্ত্রমাস্ত্রাণি বর্ষয়ন্ ॥১

পাণ্ডবস্য ধনুঃ সর্বং পাণ্ডবো বহ্নিঃ শরৈঃ।
আচ্ছাদয়দবেগাস্ত্রো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥২
ন চ স্ম কিঞ্চিদ্ভোতি ভূতং নিপতিতুং ভুবঃ।
সন্নিকর্ষমনে যে বাণৈরন্তরা সব্যসাচিনা ॥৩

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবধনু বীভৎসু (অর্জুন) বরুণদত্ত ধনু ও ঈষাদণ্ডসমূহ প্রয়োগ করিয়া মেঘের বারিধারা বর্ষণকে বারণ করিলেন।১

তুণীরের দ্বারা আকাশ চন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ পাণ্ডবধনুকে অতি আশ্চর্যসম্পন্ন পাণ্ডব অর্জুন অনবরত শরবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন।২

সব্যসাচী অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডবধনুর আকাশ এমন আচ্ছাদিত হইয়াছিল যে, কোন প্রাণী উহা হইতে নির্গত হইতে পারিতেছিল না।৩

তমব্রুবন্ন তত্রাসীদ্রাঘবস্তো অমাবলঃ।
যত্রবাসে মনো তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রং গমো হি সঃ ॥৪
পাঞ্চালেষ্বেবমুক্তস্তু তত্র তমব্রুবন্ সুতো বলী।
ন মন্ত্রয়তে তাঁস্তত্র যোদ্ধার্থং ভ্রাতৃভিঃসহ ॥৫
ন শক্তাশ্চ ন নির্বাঢ়ং নিরুদ্যোগর্ষভপ্রিয়ে।
যোদ্ধুমাশাস তং মাত্রা নিষীদ্য কুলসান্নিধে ॥৬
তত্র পূর্বং স্থিরো ধীমান্ পুত্রমব্রবীন্নিষীদ্য চ।
নিষীদ্যমানা গান্ধারেঃ দুষ্করং বাপি সুতমা ॥৭
তত্রাঃ শ্রবণে তীব্রেণ পৃথুরাবেণ ভারত।
নিরন্তিমেব গন্ধর্ব্যাস্তাবশব্দশ্চৌপরিঃ ॥৮
তং দুরাচরিতৈর্বদ্ধা ভারতৈর্বেণ পাণ্ডবম্।
মোহয়ামাস তৎকালমহংশ্রেয়ঃপুরুষাত্তে ॥৯
তাঁস্ত যাত্রাং তদা দৃষ্ট্বা ঘোষাঃ বাসেন ঘর্ষিণঃ।
বিদ্রা ত্রিদা চ পথবাদ্ প্রাণিঃ পাণ্ডবোঽভিমৎ ॥১০
পলাশ তত্র সংক্রুদ্ধো যৌৎসুক্তিক্রমাদিনম্।
পাণ্ডবো বাহুবেগেন প্রবিষ্টো ভবিষ্যসি ॥১১
তমুক্তা বিভূঃ সংগ্রামং যং বিভ্রাতৃভিঃ সহ।
যোধয়ামাস সংক্রুদ্ধো বজ্রাঃ তাবদুদ্যতম্ ॥১২
যোধয়ন্তোঽপি তং দৃষ্ট্বা সংঘং সংহরমূর্জিতম্।
যমস্ত্রমসজৎ তীব্রং ভ্রাতৃভিঃসহিতো নরঃ ॥১৩
তত্রো বাহুর্ধনোঘোঃ ঘোরম্ সর্বলঘরাম্।
বিদ্যুতো জনয়ন্ যোধান্ গন্ধরাজানমাদ্রুবান্ ॥১৪
তমোঽশনিভূতো ঘোরাঃ শুচিঃ শুমিরিনিঃস্বনাম্।
তথিধারার্থমন্তরিক্ষং ঘোরমাসুতুতম্ ॥১৫

যখন যখন ভঙ্গ হইতেছিল, তখন মহাবল নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিলেন না, তিনি কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন।৪

তাহার পুত্র বলবান্ অরুণের সেখানে ছিল। সে অগ্নির গ্রাস হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া খুব যত্ন করিয়াছিল।৫

কিন্তু অর্জুনের বাণে নিতান্ত ব্যথিত হওয়ায় সে নির্গত হইতে পারিল না। তাহার মাতা ধমনী তাহাকে গিলিয়া ফেলিয়া তাহাকে গুটাইলেন।৬

তাহার মাতা প্রথমে উহার মস্তক গিলিয়াছিলেন, তারপর উহার পুচ্ছ গ্রাস করিয়াছিলেন। নাগিনী পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে গিলিতে গিলিতে পাতালমধ্যে পলাইতে লাগিলেন।৭

পাণ্ডুপুত্র বৎসলতা এক ভীষণ শব্দে তাহা পলায়মানা নাগিনীর মস্তক ছেদন করিলেন; শচীপতি ইন্দ্র উহা দেখিলেন।৮

মহাবাহু ইন্দ্র বৎসলতা বায়ুর দ্বারা এমন ধূলিজাল সৃষ্টি করিলেন যে, অর্জুন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; ফলে অরুণের অগ্নির হাত হইতে মুক্ত হইল।৯

অর্জুন যখন বুঝিলেন যে, ঘাতকিরূপধারী মায়াকে আশ্রয় করিয়া নাগ তাঁহাকে বধ করিয়াছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আকাশচারী এক একটি প্রাণীকে দুই তিন শরে ছেদন করিতে লাগিলেন।১০

অরিন্দম ক্রুদ্ধ অর্জুন তখন বৃত্তিলাভকারী সেই অরুণকে বাণ দিলেন যে, "তুই বিনাশ হইবি।" অগ্নি ও বায়ুদেব তাহা অনুমোদন করিলেন।১১

অর্জুন তাঁহার বলবান্ তথা সবল বাহিনী বধ করিতে উদ্যত দেখিতে পাইয়া ক্রোধভরে আকাশে শীঘ্রগামী সহস্রাধিক বিশেষ পূর্ণবেগ উহাকে মুক্ত করাইয়া ফেলিলেন।১২

দেবরাজও অর্জুনকে যুদ্ধে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সমস্ত সৈন্যদল আক্রমণ করিয়া দুঃসহ নিজ-অস্ত্রজাল সৃষ্টি করিলেন।১৩

বায়ব্যমস্ত্রমাদায় প্রতিপত্তিবিশারদঃ।
ভেদয়ন্নাশ্ববিন্যাসান্ ঘোরৌঘমস্তৎ বিনাশিতম্ ॥১৬
জলধারাস্তু তাঃ সর্বাঃ শুষ্কা নৈবাভবন্ ক্ষিতৌ।
অথৈনং জনয়ন্ ব্যোম সস্ত্রমাস্ত্রমমুঞ্চত ॥১৭
মুখবীজান্বিতং মন্ত্রং প্রকৃতিঘার্কমণ্ডলম্।
নিস্ত্রাণোদ্যতকৈশ্চ হতভূয়ং বিবিধায়ুধৈঃ ॥১৮
শিক্ষয়ান্তো অসৌ যৈস্তৈঃ প্রাণিনাং দেহনিঃসৃতৈঃ।
প্রজজ্বালাথ সোঽচিষ্মান্ ধনাটৈঃ পুরমম্বরম্ ॥১৯
কৃষ্ণবর্ত্মাং ধ্বজিনঃ দৃষ্ট্বা তত্র দাবমহত্তমাঃ।
ধনুঃপেতুর্ধনাধ্যক্ষাঃ সূপর্ণাস্যাঃ পতত্রিণঃ ॥২০
গরুত্মান্ যন্ত্রসূনৈঃ পক্ষমারুতৈরেষ্টভা।
প্রবর্ত্তকাকো জলদানকাশাৎ কৃষ্ণ-পাণ্ডরৌ ॥২১
তাবৈরোবণসন্নাহাঃ পাণ্ডরস্ত সরোপরঃ।
উৎসৃজন্তো দিবং ঘোরং বিপেতুর্ভিন্নবর্ষিণঃ ॥২২
তাংশ্চকর্ত্ত শরৈঃ পার্থঃ সংরোধায়িসমুদ্ভিতৈঃ।
বিবিক্তকায়ি ঋং ঘোরং দেহাধায় পাবকম্ ॥২৩
অতোঽন্যাঃ সপ্তসপ্তার্চা বক্ত-রাজস-পক্ষয়ঃ।
উৎপেতুর্বাধমন্তুদ্য সুরজস্তো বনার্দিনঃ ॥২৪
আঃ কপঙ্কজাস্যস্তুণ্ডাস্তাম্রচঞ্চ্বাদয়ঃ।
কৃষ্ণ-পার্থৌ বিষাদয়ঃ ক্রোধদন্তবিকোরণা ॥২৫

তখন তাহাদের অঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল; সেই সময় সমস্ত সাগরজল ক্ষুব্ধ করিয়া আকাশস্থিত জলধারাপরিপূর্ণ মেঘসমূহের সৃষ্টি হইল ॥১৪

ঘন ঘন ভীষণ শব্দের সহিত বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। প্রয়োগবিশারদ অর্জুন তখন উহা। বিনাশের জন্য মন্ত্রপূত করিয়া বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে ইন্দ্রপ্রয়োজিত যত সমস্ত বিদ্যুতের সহিত মেঘসমূহের জলশক্তি ও আয়শক্তি নষ্ট হইয়া গেল ॥১৫-১৬

সমস্ত জলধারা শুকাইয়া গেল, বিদ্যুৎ বিলীন হইল এবং অনায়াসে সম্পূর্ণ আকাশ ধূলি ও অন্ধকার শূন্য হইল ॥১৭

সূরদের ভীষণ বাতাস বহিতে লাগিল এবং সূর্যমণ্ডল প্রকাশিত হইল। অর্জুনের ইন্দ্রদত্ত প্রতিকারমূলক হইয়া প্রলয়াগ্নির মহাশক্তি বারণ করত প্রাণিকুলের দেহনিঃসৃত দেবধারায় অভিষিক্ত হইয়া নিজ শরে ধনুক পরিপূর্ণ করত অনলকে প্রজ্বলিত করিলেন ॥১৮-১৯

অনন্তর কৃষ্ণবর্ত্মা, ধনুর্দ্ধর, যত, রাক্ষস ও পক্ষিগণ পার্থ ও কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অত্যন্তদীপ্ত অর্জুন করিতে করিতে পূর্বভাগে তথায় উপস্থিত হইল ॥২০

তাহারা অন্য, সপ্তার্চি, যম, রাক্ষস ও পক্ষিগণ পার্থ ও কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অত্যন্তদীপ্ত অর্জুন করিতে করিতে পূর্বভাগে তথায় উপস্থিত হইল ॥২০

তখন তাহাদের অঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল; সেই সময় সমস্ত সাগরজল ক্ষুব্ধ করিয়া আকাশস্থিত জলধারাপরিপূর্ণ মেঘসমূহের সৃষ্টি হইল ॥১৪

ঘন ঘন ভীষণ শব্দের সহিত বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। প্রয়োগবিশারদ অর্জুন তখন উহা। বিনাশের জন্য মন্ত্রপূত করিয়া বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে ইন্দ্রপ্রয়োজিত যত সমস্ত বিদ্যুতের সহিত মেঘসমূহের জলশক্তি ও আয়শক্তি নষ্ট হইয়া গেল ॥১৫-১৬

সমস্ত জলধারা শুকাইয়া গেল, বিদ্যুৎ বিলীন হইল এবং অনায়াসে সম্পূর্ণ আকাশ ধূলি ও অন্ধকার শূন্য হইল ॥১৭

সূরদের ভীষণ বাতাস বহিতে লাগিল এবং সূর্যমণ্ডল প্রকাশিত হইল। অর্জুনের ইন্দ্রদত্ত প্রতিকারমূলক হইয়া প্রলয়াগ্নির মহাশক্তি বারণ করত প্রাণিকুলের দেহনিঃসৃত দেবধারায় অভিষিক্ত হইয়া নিজ শরে ধনুক পরিপূর্ণ করত অনলকে প্রজ্বলিত করিলেন ॥১৮-১৯

অনন্তর কৃষ্ণবর্ত্মা, ধনুর্দ্ধর, যত, রাক্ষস ও পক্ষিগণ পার্থ ও কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অত্যন্তদীপ্ত অর্জুন করিতে করিতে পূর্বভাগে তথায় উপস্থিত হইল ॥২০

তাহারা অন্য, সপ্তার্চি, যম, রাক্ষস ও পক্ষিগণ পার্থ ও কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অত্যন্তদীপ্ত অর্জুন করিতে করিতে পূর্বভাগে তথায় উপস্থিত হইল ॥২০

গরুড় জাতীয় যোল পক্ষী (বিষ্ণুবাহন গরুড় পক্ষী হইতে ভিন্ন) তাহার বহু সমূহ পাখা, ঠোঁট ও অন্যান্য দ্বারা ঐরূপ ও অর্জুনকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিয়া আকাশমার্গ হইতে তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল ॥২১

এইরূপ প্রলয়কর ভয়ানক সাগরবৎ ভয়ঙ্কর ঘোর উৎপাত করিতে করিতে পাণ্ডবের দিকে ছুটিয়া গেল ॥২২

ইহা দেখিয়া পার্থ রোষাগ্নি সমীপস্থ সায়কসমূহের দ্বারা সেই পক্ষিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভস্মীভূত করিবার জন্য আগুনের মধ্যে ফেলিলেন ॥২৩

অনন্তর অন্য, সপ্তার্চি, যম, রাক্ষস ও পক্ষিগণ পার্থ ও কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অত্যন্তদীপ্ত অর্জুন করিতে করিতে পূর্বভাগে তথায় উপস্থিত হইল ॥২৪

কেহ পদ্মাস্য, চঞ্চু, কেহ তাম্রচঞ্চু, কেহ তুণ্ডাস্য প্রভৃতি বাক্যে সগর্ব ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ঐরূপ ও পার্থকে বধ করিতে উদ্যত হইল ॥২৫

তেষামভিপ্রায়বিদাং শ্রুত্বর্বং প্রভুরুক্তবান্।
প্রহৃষ্যমাণোত্তমাঙ্গানি শীতংশুনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৬
কৃষ্ণস্য মুক্তাস্তেজোভিরুক্তৈরিবিধাশ্চরা।
হৈত্য-যাদবসঙ্ঘানাং চক্রুর্ভয়মরং মহৎ ॥২৭
অথাশ্বয়ে শরৈর্বিদ্ধাস্তস্যৈবেষ্বিতাস্তুয়া।
যেনাস্মিন্ সমরাস্তে যুদ্ধিষ্ঠিরমিতৌজসম্ ॥২৮
ততঃ শক্রোঽভিসংক্রুদ্ধস্ত্রিদশানাং মহেশ্বরঃ।
পাণ্ডুরং গজমাস্থায় জানুতো সমপাতয়ৎ ॥২৯
যেনেরাশনিনাদায় বজ্রমুক্তং মহাস্বনম্।
ব্যনাদয়ৎ তদা প্রাহ পুরন্দরমুদীরয়ন্ ॥৩০
ততঃ সমুত্থায় দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্রেণ মহাশরিম্।
অমৃষ্যা সর্বশস্ত্রাণি যানি যানি তুরাসদা ॥৩১
তানবধ্যঃ ময়া রাজন্ সর্বৈরেব সুরেশ্বরঃ।
পাণাংশ্চ তব বক্ষ্যামি বিচিত্রাংশ্চ তথাশ্বিন্ ॥৩২

কৃষ্ণঃ শক্তিং সমাদায় তস্যৌ মেরুরিবাচলঃ।
তমবীর্যাস্ত্রমাবান্ত অমুবাচেদমাত্মবিৎ ॥৩৩
অমুষ্মে চ ধনুর্মুক্তা মুসলস্তু তদন্তরা।
পর্বতানপি তত্রাস্ত্র কুর্বন্নস্তী ব্যদারয়ৎ ॥৩৪
অংসস্থ শক্তিং তত্রাস্ত্র দৃষ্ট্বাসুরভয়ং পরম্।
প্রসুপ্ত পরিঘং ঘোরং বিচচারাস্ত্রমপি ॥৩৫
ত্রিভিশ্চ মুষলপ্রাস্তৈঃ সঙ্কর্ষণভয়াবহম্।
পূর্বা কলস্য সংক্রুদ্ধঃ সবিত্রা চ বিশাম্পতে ॥৩৬
আততায়ুধ-নির্মুক্তৈঃ কৃষ্ণ-পার্থৌ প্রহারিণৌ।
কৃত্তাস্ত্র বলবদ্ভিশ্চ সমরন্ত ন্যবারয়ন্ ॥৩৭
বিক্ষেপেষ্বস্ত্রবিদ্যা সাদ্যা চৈব্যানাং বলেজনা।
এতে চান্যে চ বহবো দেবাসো পুরুষোত্তমৌ ॥৩৮
কৃষ্ণ-পার্থৌ বিনাশায় প্রভবুর্বিবিধায়ুধাঃ।
ত্বত্তাদ্ভুতমিদং পশ্য বিচিত্রাণি মহাহবে ॥৩৯

তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ডাক করিয়া যখন অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন অর্জুন সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের সমস্তগুলি প্রতিহত করিলেন ॥২৬

শত্রুবিনাশন মহাদেবপতী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা হৈত্য ও যাদবগণের মহাভয়ের উদ্রেক করিলেন ॥২৭

অতঃপর অশ্বিনের তেজপূর্ণ হৈত্যগণ শরসমূহে বিদ্ধ ও চক্রের তেজে তপ্তিত হইয়া সমুদ্রতটপ্রান্ত সমুদ্রের লহরীর ন্যায় একস্থানে অবস্থান করিল ॥২৮

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ঐরাবতে আরোহণ করত তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৯

অনুচরবর্গী ইন্দ্র যেন অগ্নিসদৃশ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দেবগণকে বলিলেন—"ইহারা কাহারও শক্তিতে সমরে অবধ্য হইবে ॥৩০

ইহাদের মধ্যে যত হৈত্য রহিয়াছে, তাহাদের সকলকেই নিজ নিজ অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন ॥৩১

হে রাজন্! এই ভাবেই, দুর্যের গদা এবং বরুণ পাশ ও বিভিন্ন অগ্নি অস্ত্র সমূহ প্রয়োগ করিলেন ॥৩২

কার্তিকের শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেরু-পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অগ্নিসদৃশ বীর্যবান অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিলেন ॥৩৩

বায়ু বজ্র, অস্ত্র মুসল এবং বজ্রাবলী তাহা ক্রুদ্ধ হইয়া পর্বত বিদারণ করিল ॥৩৪

অংশ শক্তি, ভয়ঙ্কর গদা এবং অত্যন্ত ভয়ানক পরিঘ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫

ত্রিশূল সমূহের দ্বারা সঙ্কর্ষণ ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন। পূষা কলস ক্রুদ্ধ হইয়া সবিতা ও বিশাম্পতি ॥৩৬

আততায়ী-নির্মুক্ত অস্ত্রসমূহের দ্বারা কৃষ্ণ-পার্থ প্রহারকারী হইলেন। রুদ্রাস্ত্র বলবৎ ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ নিবারণ করিল ॥৩৭

বিক্ষেপে অস্ত্রবিদ্যা সাধ্য চৈদ্যগণ বহু যোদ্ধা। এবং চান্যে চ বহবো দেবাসো পুরুষোত্তমৌ ॥৩৮

কৃষ্ণ-পার্থ বিনাশের জন্য প্রভূত বিবিধায়ুধ। তোমার এই অদ্ভুত বিচিত্র মহাযুদ্ধ দর্শন কর ॥৩৯

ভূষাভরণরূপাণি কৃষ্ণসঙ্কোচনানি চ।
তথা কৃষ্ণৌ কৃষ্ণবলৌ শঙ্খং দেবৌ মহাদ্যুতী ॥৪০
অক্ষৌহৌ ধৃষি দুর্ধর্ষৌ তত্ত্বতঃ সত্যকর্মণৌ।
আজগ্মতুরতো দেবাদ্যুতী মুদিতমানসৌ ॥৪১
তত্তাভ্যাং সহসূর্যো শারীরব্রাহ্মণৈস্তথা।
অদৃষ্টপূর্বতত্ত্বাচ্চ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং মহদ্ভূতম্ ॥৪২
তত্তাদ্ তথা পরিজ্ঞায় শঙ্খমেবাভিনিষ্ক্রিয়ুঃ।
দৃষ্ট্বা নিষ্ক্রামতাং দেবান্ ব্রাহ্মণেনাদ্ভুতেন চ ॥৪৩
আশ্চর্যমনসঃ সর্বে দৃষ্ট্বো বভূবুঃ স্থিতাঃ।
শঙ্খশ্চাপি অরাবীর্যমুপলভ্যাসদ্ বলে ॥৪৪

বভূব পরমপ্রীতো দৃষ্ট্বোচ্চৈঃশ্রবসং হরিঃ।
তথাশ্বরত্নং দৃষ্ট্বা তু পাকশাসনস্য ॥৪৫
কৃষ্ণ এব তদা বীর্যং বিজ্ঞায়ৈষ্যতি শাশ্বতম্।
যদ্ধ্যাত্মৈবমুনো বর্ষং প্রতিজগ্রাহ সর্বিদা ॥৪৬
বিদ্বান্ ক্রিয়াবান্ ঋষিঃ পরমেষ্ঠী সনাতনঃ।
কৃষ্ণস্য সমবর্তাধাদ তদ্বর্ষং পাকশাসনঃ ॥৪৭
লোকপূরবরং মহাদেবৈর্ষিভিঃ পাকশাসনিঃ।
বিদ্বান্ মহাত্মান বর্ষম্ পিতরং তথা ॥৪৮
তত্ত উৎপাট্য পাণ্ডিত্যাৎ মন্ত্রবাহিবরা ঋষেঃ।
সাক্ষাৎ ব্যাসকৃতক্রো বিধাতুঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৪৯

হাজার। ঐরূপ (কৃষ্ণ) অত্যন্তরাগে কৃষ্ণবিধিষ্ট শঙ্খ এবং পূষা, ভগ ও কৃষ্ণ নামিয়া বস্ত্র এবং বলয় লইয়া কৃষ্ণ ও পার্থের প্রতি ধাবিত হইলেন।

এইরূপ একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, মহাশক্তিধর উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, বিশ্বেদেবগণ, যক্ষ হইতে দেবর্ষিগণ সাধ্যগণ এবং অন্যান্য সকল দেবতাই নানা প্রকার অস্ত্র লইয়া পুরুষোত্তম পার্থ ও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন:

তখন সেই মহাসমুদ্রে প্রলয়কালের অনুরূপ সমস্ত প্রাণীর সন্ত্রাসজনক ভয়ানক দেখা যাইতে লাগিল। সমস্ত দেবতার সহিত ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও কৃষ্ণ হর্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাহাকে বহুপ্রকার পূর্বতন নিদর্শনের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণবিদ্যাবল শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থ উভয়ে তুষ্টি হইয়া আত্মসম্ভূত দেবগণকে মহাত্মা পরমেষ্ঠীকর্তৃক বিধারণ করিলেন।

পুনঃ পুনঃ বাসবের চেষ্টা করিয়াও দেবগণ বিফলমনোরথ হইয়া অতি ভগ্ন চিত্তে ইন্দ্রের

সমীপবর্তী হইলেন।

অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দেবগণ পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পরমর্ষিগণ মুনিগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

ইন্দ্রও পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের উভয়ের পরাক্রম দর্শন করত পরম প্রীত হইয়া পুনরায় তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সব্যসাচীর (অর্জুনের) বল পরীক্ষা করিবার জন্য পাকশাসন অনুরূপ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহার উপর প্রবল প্রস্তর বর্ষণ করিলেন; কিন্তু অর্জুনও অবিচলিত হইয়া বাণবর্ষণের দ্বারা ঐ প্রস্তর-বর্ষণ প্রতিরোধ করিলেন।৩৮-৪৬

শরসমাচ্ছাদনকারী ইন্দ্র তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রম হইতে দেখিয়া পুনরায় তীক্ষ্ণতরভাবে প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।৪৭

পাকশাসনি (ইন্দ্রতনয়) অর্জুনও শিলার্ষ্টি নিবারণ করিতে করিতে মহাবেগশালী শতসহস্র বর্ষণ করত ঐ প্রস্তররাশিকে বিধ্বংসিত করিলেন।৪৮

অনন্তর ইন্দ্র পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বর করিবার

অতোঽর্জুনো দেবরহির্দিশাগৈরভিরক্ষিতৈঃ।
শরৈরিন্দ্রসমাকাশং শিরঃ পূর্বং সমন্ততঃ ॥৫০
শিরোবিদীর্যমাণস্য তস্য ক্রূরস্য তদা ধ্বনৌ।
সার্দ্ধ-প্রস্রবণেভ্যশ্চ বনতঃ পরিবীর্য্যত ॥৫১
তেনাভিপতিতা ধারা শৈলেন মহতা কৃতম্।
সুস্রাব শিরবাক্তত্র প্রাণিনঃ খাণ্ডবালয়াঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি খাণ্ডবদাহপর্বণি দেব-কৃষ্ণার্জুনযুদ্ধে ষড়্বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৬

তখন দুই হাতে মহাপর্ব্বতের কৃষ্ণবর্ণ এক মহৎ শিখর তুলিয়া অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৯

তখন অর্জুনও দেবরাজ প্রদত্ত অস্ত্রদ্বারা বিদিশা সমস্তদিকী মহাবায়ব্য দ্বারা সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে সহস্র খণ্ডে বিদলন করিলেন ॥৫০

বিদীর্য্যমাণ শিরিশৃঙ্গের ধ্বনি হইতে আর, আকাশ হইতে প্রস্র. পর্ব্ব ও প্রস্রবণ হইতে ধারাসমূহ পতিত হইতেছে ॥৫১

সেই মহাগিরিশৃঙ্গ খাণ্ডববনে পতিত হইলে তাহার ভারে খাণ্ডববনবাসী বহু প্রাণী নিহত হইল ॥৫২

ইতি মহাভারতের আদিপর্ব্বাধ্যায়ের খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দেব-কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধবিষয়ে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(খাণ্ডবদাহপর্ব্ব)

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবরাজের পরাজয়, খাণ্ডববনের বিনাশ, ময়দানবের পরিত্রাণ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদা শৈলবিপাতেন ভীষিতাঃ খাণ্ডবালয়াঃ।
দানবা রাক্ষসা নাগাস্তক্ষকপ্রমুখা ভৃশম্ ॥১
বিপাট্য প্রহিতাঃ শূর্ণাঃ শিরাঃ কেশবিসৃতাঃ।
কৃষ্ণস্য অহিণাস্যেন পতন্তঃ পন্নগেশ্বরাঃ ॥২
সমুদ্বিগ্না বিনদন্তুষ্টাস্তে কৃষ্ণমভয়া।
তং দাহং সমুদৈক্ষন্ত কৃষ্ণৌ চক্রায়তাহুবৌ ॥৩

উৎপাতজ্বালসঙ্কুলং ত্রাসিতা ইব চ খিন্নয়া।
তে দদৃশুঃ প্রলয়ৌঘাভং বহ্নিমাসন্নমেবহা ॥৪

কৃষ্ণমুদ্ভাস্যতশ্চক্রং বাসো বৃত্রনিষূদনম্।
তেন নাদেন মৌর্ব্বেণ নাদেন চ বিভাবসোঃ ॥৫

ত্রাসং গতা কৃতঘ্নত্বাত্তক্ষকস্যৈব।
তক্ষা কৃষ্ণো আবাহ্যঃ যত্নেনাভাবয় মহৎ ॥৬

(চিতারোহ), অন্যত্র, যত্নের সহিত, ধ্যান, শিরে, কেশরাশিতে শিরে, দর্শনে এবং পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক অন্যান্য প্রাণিসমূহ ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। অনেক প্রাণী প্রজ্বলিত বহ্নি এবং ইন্দ্রাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বেষ্টন করিয়াছে ॥১-৩

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দেবরাজের পরাজয়, খাণ্ডববনের বিনাশ এবং ময়দানবের পরিত্রাণ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—খাণ্ডববনে সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গের পতনে অন্যান্য দানব, রাক্ষস, নাগ, তক্ষক

সঙ্ঘং রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ বেগাঃ বাতান্ত জেগবঃ।
জেগার্তা জাতসংক্ষোভাঃ সমাবর্ত-নিবাসিনঃ ॥৭
নিষ্পতন্তঃ পতন্তশ্চ নর্দন্তঃ পিশিতাশনাঃ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তো দুষ্টসঙ্ঘবিঘাতিনঃ ॥৮
রক্ত-চন্দনসংপৃক্তাঃ সন্ধ্যাধাম্নি যোষিতাঃ।
পিশাচান্ পক্ষিণো নাগান্ পশূংশ্চৈব সমক্ষতঃ ॥৯
বিস্ফোটান্ত মহাকায়ঃ কালবৎ স ব্যরোচত।
কিরন্ কিরন্ পুনশ্চক্রং দুষ্টসঙ্ঘবিঘাতিনঃ ॥১০
দ্বিষতশ্চাপি সঙ্ঘান্ পাতয়তি পুনঃ পুনঃ।
তথা তু নিয়তস্তস্য পিশাচোরগ-রাক্ষসান্ ॥১১
বভূব রূপমাস্থায় সর্বভূতান্তকস্য হ।
সংবর্তকাগ্নি সর্বেষাং লোকানাং সমুপস্থিতঃ ॥১২

বিজেতা নাভবৎ কশ্চিৎ কৃষ্ণ-পাণ্ডবয়োর্ঋতে।
অন্যাবলাৎ পরিত্রাতুং তত্র নাথং তথা তয়োঃ ॥১৩
নাশক্নুবন্ সমরিতুং তমাপতন্ পরাঙ্মুখাঃ।
সঙ্ঘশস্তত্র সংগ্রস্তা বিদ্রুবন্তিস্ম ভারত ॥১৪
বভূব ধূমিতা রাজন্ প্রদহন্ কেশবার্জুনৌ।
নিষ্টপ্তেষু চ সৈন্যেষু ধাতুঘাতোদ্ভবিষ্ণবঃ ॥১৫
সমন্ততঃ সমাজগ্মুর্মহাগন্ধর্বসংঘশঃ।
ন চ তে তদা পরিত্রাতুং তক্ষকস্য সুতমোজসঃ ॥১৬
সহকালে ব্যতপত কৃষ্ণকৃষ্ণৌ সুরোত্তমৌ।
ন চ শক্যো যুধা জেতুং কশ্চিদপি তদানঘ ॥১৭
বাসুদেবার্জুনৌ যেতৌ নিবোধ তদনাময়।
নর-নারায়ণাবেতৌ পুরাণৌ যৌ বিদুঃ শ্রুতৌ ॥১৮

উৎপাত ও আর্তনাদে সকে ঐ বনের সমস্ত প্রাণী যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রাজারা বন্ধুর অন্যায়ে রত হইতে এবং ঐরাবত ঐকৃষ্ণকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ভয়ঙ্কর চীৎকার এবং অগ্নির ভয়ানক গর্জনে প্রলয়কালীন মেঘসমূহের আয়ুধ সম্পূর্ণ পবনের ন্যায় বিনাদিত হইতে লাগিল।

তখন মহাবাহু ঐকৃষ্ণ বিশ্ব হইতে রীতিমান অস্ত্রশস্ত্র মহাত্মাকে তাহাদের বিনাশের জন্য নিক্ষেপ করিলেন। দানব, বিশাচ প্রভৃতির সহিত ক্রুর প্রাণিসমূহ সেই সকল বাণে শত শত অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল।

ঐকৃষ্ণের চক্রের দ্বারা বিদারিত হৈরাবত দন্ত ও তনিত্ব ছিন্ন হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে ভারত! সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ এবং পশুকে বধ করত বৃষ্ণিবংশীয় ঐকৃষ্ণ তাহাদের ভয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তরী ঐকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত চক্রে বহু প্রাণীকে সংহার করত পুনঃ পুনঃ তাঁহার হাতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

সেই পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণকে বধ করিবার সময় সর্বভূতান্তক তক্ষকের পক্ষে অতি উগ্র হইয়াছিল।

সকল দানব সর্বপ্রকারে একত্রিত হইয়াও কেবল কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিতে সক্ষম হইল না। দেবরাজ ঐকৃষ্ণ ও অর্জুনের বল হইতে সেই বনকে রক্ষা করিতে পূর্ব প্রবল করিয়াও সেই অগ্নিকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া পরাঙ্মুখ হইলেন।

হে রাজন্! ইন্দ্র দেবগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ঐকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দেবগণ যখন মুখ হইতে বিরত হইলেন, তখন অশরীরী বাণী ঐকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বিষ্ণু! তোমার দ্বারা কুরুক্ষেত্রে তক্ষক রাজের সহায় যাওয়ায়নে বধ হয় নাই। তাহা, সে পূর্বেই কোন কারণবশতঃ কুরুক্ষেত্রে চলিয়া

তথাবপ্লুত্য নাগেন্দ্রঃ স্বয়ংবীর্যো মহাবলঃ।
নৈরৃতো রুধিরোদ্গারী বিরূপাক্ষসমিতৌ মুনি ॥১৯
অপি সর্বেষু লোকেষু পূজনীয়ঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
পূজনীয়তমশ্চাপি সর্বৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥২০
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব-নর-কিন্নর-পন্নগৈঃ।
তস্মাদিমঃ সুরৈঃ সার্ধং মন্ত্রয়স্বেমি যাদব ॥২১
বিদ্ধি চাপ্যনুশাস্যেমং যাস্যতে বিনাশনম্।
ইতি যাজ্ঞসেনেন তথাবিধ্যমহেষসা ॥২২
রোষাদ্বৈরী সমুৎপন্নো সম্প্রহরেষু বিবৃত্য বদনা।
অয়ং প্রবিশ্যঃ মহাত্মানং সর্পবক্ত্রো বিনৌকসঃ ॥২৩
সবিতাঃ দেবা ধাতারমুক্তবন্তঃ পুরন্দরম্।
দেবরাজং তদা যান্তং সর্ব দেবৈরবেক্ষ্য তু ॥২৪

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ নিহতাস্ত্রৌ বিদেবতুঃ।
দেবরাজে গতে যাতম্ প্রহর্তৌ কেশবার্জুনৌ ॥২৫
বিনিষ্পিষ্য বলা বীরৌ নাগমায়াবলকৃতম্।
ন যাতম্ভ ইত্যাত্মানি নাগবিদ্যার্জুনৌ সুরান্ ॥২৬
যাদবস্যবলাগ্র্যাভ্যাং বৈরিভিঃ যাতযামভিঃ।
ন চ স্ম কিঞ্চিদ্ব্যথতে কৃতং মিত্রবিদুঃ তয়া ॥২৭
লক্ষিতস্যাবমর্দ্যস্য তয়া সর্পবিদ্যা।
নাগাস্ত্রৈঃ সমরে সূর্যান্ বধ্যমানাপি সংযুগে ॥২৮
বিনাশিকুরুসেনাঞ্চ যোদ্ধুং ত্রিদশ সূতৌ ইব।
পঞ্চ ত্রৈলেন বিধ্যাদ শরৈরেক সর্বতঃ ॥২৯
ব্যসবস্তুরগাঃ সূতাঃ সমাঃ কালেন কালজ্ঞা ইব।
ন চালভন্ত তে সর্বে রোষাত্ত বিবৃতেষু চ ॥৩০

অনন্তর দেবগণ দেবরাজ সহিত পুরন্দরকে অনুগমন করিলেন। হে রাজন্! তখন কেশবের সহিত দেবরাজকে গমনোদ্যত দেখিয়া বাসুদেব ও অর্জুন বিনাশ করিতে পারিলেন। দেবরাজ চলিয়া গেলে কেশব ও অর্জুন অন্যান্য মহাবীরদিগকে অস্ত্রিয় দ্বারা যাতুধানের ন্যায় জ্ঞান করিলেন।

বায়ু যেমন মেঘরাশিকে বিনষ্ট করে, অর্জুনও তেমনই দেবগণকে বিমুখ করিয়া যাতুধানিক প্রাণিগণকে শরজালের দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন।

মহাবাহু অর্জুনের বাণসন্ধানের সময় উঁহার বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোন প্রাণীই রথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হইল না।

মৃত প্রাণিগণ মৃত্যে অবস্থানকারী অর্জুনকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইল না, সুতরাং তাহাকে মৃত্যু করা কিরূপ সম্ভব হইবে? মহাবাহু একাকীই সহস্র প্রাণীকে ও সহস্রবাণে এক প্রাণীকে বিদ্ধ করিলেন ॥২২-২৯

শিক্ষাছে। হে যাদব! রোষাবিষ্ট হইয়া এই যাতুধান ও অর্জুনকে কোন প্রকারেই জয় করিতে পারিবে না—আমার তথায় তাহা বুঝিয়া লও। ইহারা উভয়েই অপরাজেয় বীর ও মহাবল ঋষি। দেবলোকেও ইহাদের খ্যাতি আছে ॥১৮-১৮

তুমি নিজেও ইহাদের বীর্য ও পরাক্রম জান। সুতরাং কোনরূপেই এই অজেয় ও দুর্জয় বীরদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না ॥১৯

এই দুই পুরাণ ঋষিকেই সর-মানব-সর্ব-লোকেই সুর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণ সর্বদাই পূজনীয়তম। সুতরাং হে যাদব! তুমি দেবগণের সহিত এখান হইতে চলিয়া যাও ॥২০-২১

যাতুধানের এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এইরূপ তথ্যপূর্ণ কথা বলিয়া দেবরাজ ক্রোধ ও অমর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

হে রাজন্! দেবরাজকে যাইতে দেখিয়া তখন

পিতৃদেবনিবাসেষু সন্তাপক্লান্তপাদয়ত্ব।
কুরুষ্বাস্মাসু যত্নো হীনাসু কৃপণাসু চ ॥৩৭
ফলমূলাশনাস্তাত বনে নিয়তভোজনাঃ।
তেন ত্বমসি নিক্রান্তঃ কথং তাসু ন বর্ততে ॥৩৮
বিজ্ঞায়তে ফলৈস্তাত যো হি তস্য মনোভবঃ।
ন স্বর্গেঽপি সমাবেশ আপি তুল্যঃ ফলার্থিনঃ ॥৩৯
নিষ্ঠৌষিষ্যুঃ বৈ পত্রাণি কশ্চিদ্ রোদ্ধুং ন তুষ্যতি পুমান্।
প্রজানবন্তঃ যেষাপি নিত্যং তুষ্যন্তি তেষাং ॥৪০
বাসস্তে রাঘব বাসা অন্যে চক্রুঃ তান্ হরিঃ।
যে তু ত্বিদ্বিশ্লেষেণাশ্চক্রুরেষাং ন তাদৃশঃ ॥৪১
পেতুঃ কতে মহাকায়াঃ প্রাণিনস্তে ভয়ানকাঃ।
ন অন্যপক্ষবিরোধেন বনাস্তস্মাদি হরিতঃ ॥৪২

ঊর্ধ্বাস্যাস্তমথো দৃষ্ট্বা বিবৃতঃ নয়নস্তদা।
গৌতমস্তং গৌতমিস্তন্ত সম্প্রহীতুমবাবদৎ ॥৪৩
গৌতমোঽকৈস্ত পিতরাবিদং বিদ্ধি প্রাণভৃতাং বরম্।
তাত ন ভক্ষাভূমিরুক্তা ত্বয়া প্রাণা ভুজঙ্গমা ॥৪৪
বভূব মূর্দ্ধিভূতঃ পাদাং নির্বিচিন্তাকৃতিঃ।
তথাপ্যহং ভয়ং নাম তব কৃত্ত নিবেদয়াৎ ॥৪৫
বিদ্রবন্তস্তথা দৃষ্ট্বা হর্ষং মমুনুদুঃ।
তমগ্নিঃ প্রাহ তাদাদ্য বিদ্ধি পুত্রাত্মজাবিতি ॥৪৬
পরীবব্রুঃ ততো তুষ্টা ঋষিং বৈ মহাবলঃ।
বিজ্ঞায় ভাবমেতেষাং মহং বৈ শিষ্যিষ্যবঃ ॥৪৭
তিষ্ঠন্তুর্বসুধায়ং চক্রুস্তস্য বিষ্টিঃ।
ন চক্রুস্তত্র চ দৃষ্ট্বা বিবক্তক্ত পাবকঃ ॥৪৮

মাতাকে কালগ্রাসে প্রাণ হেন প্রাণিসমূহ প্রাণহীন হইয়া মাতৃকে পড়িয়া রহিল এবং জীবন্ত প্রাণিগণ হেন পাপে অথবা পরীক্ষাদি বিষয় স্থানে যাইতেও আর সাহস করিল না।৩৭-৪০

পিতৃলোক ও দেবলোকের অধিবাসীদের যার প্রতি ভাল পৌরিয়াছিল, তখন হে প্রাণি-সমূহ তাহাদের ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল।৪১

হাতী, ঘোড়া ও হিংস্রজন্তুগণও চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদের সেই চীৎকার-শব্দে পক্ষী ও মনুষ্যের মহাভয় আসিয়া যেন।৪২

মহাযাত্রা। এই ভয়ে অবস্থিত বিদ্যাধরগণের যে সকল জীব ছিল, তাহারা ঔরস ও অর্দ্ধুদের নিষ্ঠীবন দুর্গন্ধের সহ্য করিল না, সুতরাং যে দূর করিতে সমর্থ হইবে।

যে সকল রাক্ষস, দানব ও নাগ ছল ধরিয়া পলাইয়ে চেষ্টা করিয়াছিল, ঔরসি তাহাদিগকে ভক্ষণ করা বধ করিলেন।

এইরূপ বিদ্যাধরের অবাধে প্রাণিসমূহ অল্প ছিন্নভিন্ন ও ছিন্নমস্তক হইয়া প্রাণ হারাইল। তখন তাহারা সেই প্রদেশ মাতৃকের মধ্যে পড়িল।

অঙ্গিরার তপঃপূত প্রাণিসমূহের মাংস, রুধির ও বসাসমূহের দ্বারা তৃপ্ত ও পুষ্টপুষ্ট হইয়া যখন স্পর্শ করিলেন। তাঁহার চক্ষু, জিহ্বা ও বিশাল বদনমণ্ডলে অত্যন্ত দীপ্তি লক্ষিত হইল।৪৩-৪৭

প্রাণিদের বসা খাইয়া অগ্নির উর্দ্ধ কেশ দীপ্ত ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ হইল। এইরূপে ঔরস ও অর্দ্ধুদের মহাবলবান্ শিষ্যত্বলাভে যোগ্য পাইয়া অগ্নিদেব তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন।

এদিকে মহাযাত্রক অন্যান্য তক্ষকের রাজধানী হইতে সরিয়া যাইয়া পলাইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ঔরস তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন।

ভয়ানক মূর্ত্তিধারী অগ্নিদেব তেজঃ ত্যাগ করিতে করিতে মানুষ সাপের মধ্যে যত ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া ঔরস ও অর্দ্ধুদের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

অস্মিন্নাকৃষ্যমাণে তু ধনুষ্যেতি চতুর্থতঃ।
তত্র তীক্ষ্ণতরং ভ্রক্ষ্যে ন বৈ লিপ্তে ধনুঞ্জয়ঃ ॥৪৩

এবমুক্তস্তু পার্থো তীক্ষ্ণমিষুং তদাদত।
তং চ কেশব্যমিত্যাহ মন্ত্রং পার্থো মহাপ্রভ ॥৪৪

তং পার্থবাক্যমন্তে তু মুহূর্তেনাভিতং মহৎ।
ন হ্যস্যৈবংবিধং পশ্যাঃ পাঞ্চালে ন ভবিষ্যতি ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শব্দঃ সাধুকারো দীয়তাং দিব্যমিত্যপি চ।
তদাব তুষ্ট-পার্থাভ্যাং বন্দিভিঃ পাঞ্চালজৈঃ ॥৪৬
তস্মিন্ ক্ষণে মহারাজে তুষ্টির্ন ভবতি চ।
অন্তরিক্ষগতঃ শব্দঃ পার্থমাহেতি ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি মহাদানব্রতারম্ভে
সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৭॥

যাজ্ঞসেনীপরায়ণ মনকে স্থিরচিত্ত করিয়া (আমাকে বধীভূত করিবার জন্য) তখনই শ্রীকৃষ্ণ চক্র স্মরণ করিয়া লইলেন। মহা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ চক্র এবং অগ্নিকে ধনুর্বেদ দেখিয়া অর্জুনের দিকে ছুটিয়া গেল এবং "অর্জুন! আমাকে ইহা গ্রহণ কর" বলিয়া তাঁহার শরণ লইল। অনন্তর আশ্চর্য্য প্রভাব অর্জুন আমাকে "না ভৈঃ" বলিয়া অভয় দিলেন; অমনি আমি মহাবেগে প্রাণ নিবিয়া আসিলাম। হে রাজন্! অর্জুন মহাপ্রভাব হইয়া মন্ত্রকে বলিলেন—"হে আমার! তুমি ভীত হইও না।৩৯-৪৪

অর্জুন মন্ত্রচালনের ভাই মনকে অভয় দান করিলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যে কথিতে এবং অগ্নিও আমাকে বধ করিতে চাহিলেন না।৪৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হইলেও বীমান্ অগ্নিদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় সেই বন দগ্ধ (১৫) স্থির করিয়া বধ করিলেন।৪৬

সেই বন সম্পূর্ণ দগ্ধ হইলেও অবশেষ, ছয় এবং চারিটি পার্ক্ষ পক্ষী—এই দশটি প্রাণী বধ হয় নাই।৪৭

ইতিমধ্যে বিশ্বকর্মার সভাসাহায্য লাভিয়া মহাভারতের অধিপর্ব্বাধ্যায় সংবর্ধনপর্ব্বে মহাদানব্রতারম্ভ বিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পার্শ্বকোপাখ্যান—বৈশম্পায়ন মুনিকর্তৃক জনমেজয়ের প্রশ্নানুসারে কস্যাশ্চিৎ শারিকায়া গর্ভে পার্শ্বকুমারস্য উৎপাদনম্, তস্য জীবহিংসং বৈশম্পায়নেন সহ স্থিতিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং পার্শ্বকাখ্যানং ব্রহ্মন্ ভবতা কৃতম্।

তস্মিন্ ক্ষণে মহারাজে ব্রহ্মহত্যাং প্রবেক্ষ্যতি (১)

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পার্শ্বকোপাখ্যান—বৈশম্পায়ন মুনিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এক শারিকার গর্ভে পার্শ্বকুমারের উৎপাদন এবং তাহাকে বধ করিবার জন্য মুনির ক্রোধ।]

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি পার্শ্বকের কেন বধ করিলেন না, তাহা আমাকে বলুন।১

অবাপ্তে দুষ্কৃতস্যান্তে নরকং ঘোরমেব চ।
কামতঃ কীর্তিতং ব্রহ্মন্ সার্দ্ধমাপাং ন কীর্তিতম্ ॥২
অতোঽন্যমুচ্যতাং ব্রহ্মন্ সর্দ্ধমাপাফলাশ্রয়ম্।
কীর্ত্তয়ন্তাস্তিলস্যার্থে কথং বো ন বিনাশিতাঃ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধর্ম্মং শার্দ্ধফলাবাপ্তিং শ্রুত্বা তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ।
ততঃ তে সর্ব্বে প্রত্যেয়ুঃ যথাস্থানমরিন্দম ॥৪
ধর্ম্মজ্ঞানাং সুধাতত্ত্বপথী সংশিতব্রতঃ।
আসীনঃ ঋষিভিঃ শ্রুত্বং মন্দপাল ইতি শ্রুতঃ ॥৫
স মার্গমাস্থিতো ব্রহ্মন্ ঘোরমূর্দ্ধ্বরেতসাম্।
যাযাবরান্ ধর্ম্মতত্ত্বপথী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬
স যদা তপসঃ পারং দেবর্ষেঃ সমগাত্ তদা।
তপসা পিতৃলোকায় ন লেভে তত্র তৎ ফলম্ ॥৭

ব্রহ্মন্! আপনি অবসরে ও যথাস্থানের যাইবার কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু শার্দ্ধফলের যাওয়ার কারণ বলেন নাই ॥১

হে ব্রহ্মন্! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলে হইতেছে যে, সমস্ত বর্ণ হইলেও শার্দ্ধফল বিনষ্ট হইল না, বিদ্যমানই রহিয়া গেল, অতএব বলুন এই ফলের অধিকারী শার্দ্ধফল কেন বিনষ্ট হইল না ॥২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে অরিন্দম জনমেজয়! যে কারণে অগ্নি শার্দ্ধফলকে নষ্ট করিলেন না, তাহা আপনাকে যথাযথ বলিতেছি, শুনুন ॥৩

মন্দপালনামে এক প্রখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞগণ মধ্যে মুখ্যতম, তপস্বী ও সংযমী প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন—ঋষিগণ ॥৪

হে ব্রহ্মন্! তিনি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণের পথ অবলম্বন করত বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়-সংযমে নিরত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৫

হে ভারত! তিনি তপস্যা পূর্ণ করিয়া যখন লোকানুগ্রহার্থ দৃষ্টি করিলেন, তখন বিস্মিতও হইলেন। পরম ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে দিব্যলোকে ॥৬

মন্দপাল উবাচ।

কিমর্থমাগতা লোকা মদীয়ে তপসাক্ষিতাঃ।
কিং বয়া ন কৃতং তত্র যেনৈতৎ ফলমুত্তমম্ ॥৭
অহাহো তৎ করিষ্যামি যদস্মিন্নাশ্রমে কৃতম্।
ফলস্যেহস্য তপসঃ তপসো দিবৌকসঃ ॥১০

দেবা ঊচুঃ।

ঋষিণো যানবা ব্রহ্মন্ তারয়ন্তে বয়ং তথা।
ক্রিয়াভির্ব্রহ্মযোগেন প্রজয়া চ ন সংশয়ঃ ॥১১
তপসাক্ষিপ্তে সর্বং যজ্ঞেন তপসা ভ্রুবৈঃ।
তপস্বী যজ্ঞকর্ত্তাসি ন চ তে বিদ্যতে প্রজা ॥১২

পরিত্যাগ করত পিতৃলোকে যখন চলিলেন, কিন্তু তথায় তিনি তপস্যাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল পাইলেন না ॥৭

তিনি তপস্যার দ্বারা অর্জ্জিত লোকসমূহ বিফল হইতে দেখিয়া যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮

মন্দপাল বলিলেন,—(হে দেবগণ।) আমার তপস্যার দ্বারা অর্জ্জিত এই লোকসমূহ কেন আমার বিফল হয় দেখিতেছি। আমি এমন কি কর্ম্ম করি নাই, যাহার ফলস্বরূপ ইহা হইতেছে ?৯

দেবগণ। যাহার জন্য আমার এই তপস্যার ফল হয় হইয়াছে, আপনারা উহার তাহা বলুন, আমি সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব ॥১০

দেবগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি তাহার কারণ শুনুন। যজ্ঞাদি কর্ম্ম, গৃহমেধিক ব্রহ্মকর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন এবং পুত্রোৎপত্তি—ইহাদের দ্বারা কথাপ্রসঙ্গে যাহা দেবগণ, ঋষিগণ,

ত ইমে প্রসবস্যার্থে তব লোকাঃ সমাহৃতাঃ।
প্রজানাং তত্ত্ব লোকানুপলোক্ষ্যসি পুত্রকান্ ॥১৩
পুত্রার্থো নরকাৎ পুত্রস্ত্রাতেতি পিতরং শ্রুতিঃ।
তস্মাদপত্যসন্তানে যত্নং ব্রহ্মন্ কুরুষ্ব ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা মন্দপালস্তু মেধাবী লিখিতাত্মজম্।
ন পুনঃ স্ত্রীষমাসাদ্য স্বয়ং চেতশ্চিকর্ষ হ ॥১৫
স চিন্তয়ন্নভ্যগমৎ পুত্রপ্রসবমাত্মনঃ।
শারিকাং শারিকো ভূত্বা কৃত্বা সম্ভোগমিত্যপি ॥১৬
তস্যাং পুত্রানজনয়চ্চতুরো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তাবদ্যাস্ত স তত্রৈব তস্যাং নপতিঃ প্রতি ॥১৭

যাবদ্ন তানতপ্যন্ত সহ তাভ্যাং মুনির্বনে।
তস্মিন্ কালে তথা তস্মে নপিতায় প্রতিশ্রুতম্ ॥১৮

অপত্যস্নেহসংযুক্তা ঋষিতা তদচিন্তয়ৎ।
কেন ত্যক্তাবসন্তাভ্যামৃষীণ্ডপস্যতাম্ অনঘ ॥১৯

ন কথো পুত্রশোকার্ত্ত ঋষিতা যাজ্ঞবল্ক্য তু।
ধক্ষ্যে চৈতান্ পতন্তাভ্যাং ত্যক্তা স্নেহবিনয়া ॥২০
অন্যোন্যমিতি যাজ্ঞ্য স্নুষাভ্যাং তু বিনাকৃতা।
ধক্ষ্যপালস্তদৃষিম্ তদা নপিতয়া সহ ॥২১
স সন্ত্যজ্য বিশিষ্যাত্মানং পুত্রাংশ্চ বালকান্।
মোহমিত্যুবাচ বিপ্রর্ষিস্তপসো ভাবকেন তু ॥২২

এবং নিশ্চয় এই ঔষধ তাদের খাওয়া মাত্র তাঁরা স্ত্রী হইয়া যান (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) তিনজন স্ত্রী (পুত্রার্থে) গর্ভে ধারণ করে। ইহার মধ্যে আপনি যেরূপ যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা এবং ঋষিরা যেরূপ তপস্যার দ্বারা লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুত্রোৎপত্তির দ্বারা সেরূপ পরিশোধ করেন নাই। এই কথার দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে যে, মন্দপাল ঋষি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সমাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ না করিয়া যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তপস্যা করিয়াছিলেন।১১-১৫

আপনার পুত্রোৎপত্তির অনেকবার এই লোকগুলি আপনার নিকট আসন্ন হইয়াছে। আপনি পুত্রোৎপাদন করিলেই প্রভূত পুণ্যফল এই লোকগুলি ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।১৩

শাস্ত্র বলিতেছেন, পুত্র পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে; সুতরাং যে অপুত্রিক।১৪ আপনি পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হউন।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া মন্দপাল চিন্তা করিতে লাগিলেন কোন্ কোন্

(স্ত্রীতে) ইহা বহু সন্তান উৎপাদন করা যায় ১৬

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সে সন্তান প্রসবকারী পক্ষিযুগলের নিকট গেলেন এবং শারিকা পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া কপিঞ্জলাখ্য কোন শারিকার সহিত সহবাসসুখ ভোগ করিলেন।১৬

তাহার গর্ভে চারিটী ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর অপত্য পুত্রগণের সহিত যাহাতে পরিত্যাগ করিয়া তিনি সেই বনেই নপিতাখ্যা অপরা শারিকার নিকটে গেলেন। সে আসিলে মহাত্মা মুনি নপিতার নিকট থেকে ঋষিরা অপত্য-স্নেহে আবদ্ধ হইয়া খুবই চিন্তিত হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত অপত্যের ঋষিগণকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় নিশ্চয় করিয়া পুত্রগণকে পরিত্যাগ না করিয়া পুত্রশোকপীড়িতা ঋষিরা যাতে তপস্যায় রত থাকেন এবং স্নেহবশতঃ নিজ গৃহিণী দ্বারা সন্তানগুলিকে পোষণ করিতে লাগিল।১৭-২০

ঋষি মন্দপাল ঐ সময়েই এমনভাবে যখন নপিতার সহিত বিহার করিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন আর যাতে তাঁর ঘর করিতে আসিতেছেন।২১

পুত্রান্ প্রতি যদ্ ভবতঃ লোকপালাং মহৌজসম্।
ঋষভাল উবাচ।
ঋষয়ঃ সর্বলোকানাং মুখং যদসি হব্যবাট্ ॥২৩
ত্বমগ্নঃ সর্বভূতানাং পুরুষস্ত্রয়ী পাবক।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্রামূর্তিং বিধিং পুনঃ ॥২৪
ত্বামগ্নিং কল্পয়িত্বা যজ্ঞমারভতে ক্রতুম্।
ত্বয়া বিরহিতং সৃষ্টং ক্ষিতি পশ্যন্তি নিষ্প্রভম্ ॥২৫
ত্বদ্ধতে হি জগৎ কৃৎস্নং স্থেয়া ভবতি ভাস্কর।
ত্বমগ্নে ত্বয়া যজ্ঞা বিস্তায়ন্তে বিভাবসো ॥২৬
ত্বমগ্নি র্বৈ পশুভিঃ ত্রয়ীতেজসি চ পাবকঃ।
ত্বামাহুঃ সর্বদেবানাং যে বিদ্বাংস স্তত্ত্বতঃ ॥২৭
ত্বমগ্নে জলতাং বাহুঃ যে বিদুস্ত্বাং তথাত্মতঃ ॥২৭
ত্বমগ্নে সর্বভূতানি ধক্ষ্যন্ বিদ্যুদ্ব্য বেক্ষসে।
ত্বামগ্নেত্বদ্ভবং বিশ্বং সৃষ্টং স্থাস্যতি চাত্মভুঃ ॥২৮
তবৈষ কর্ম বিহিতং ভূতং সর্বং চরাচরম্।
ত্বমাপো বিবিধাঃ পূর্বং সৃষ্টা সর্বমিদং জগৎ ॥২৯
ত্বয়ি হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রথমং সম্প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বমেব বহ্নয়ো বেদে ত্বং ধাতা ত্বং বৃহস্পতিঃ ॥৩০
ত্বমগ্নিনো মখো বিদ্বঃ সোমস্ত্বমসি চানিলঃ।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং স্তুতস্তদা তেন ঋষভেণ পাবকঃ ॥৩১
মুমোচ তত্র নৃপতে মুনেরবিচারেণসঃ।
উবাচ চৈনং প্রীতাত্মা বিদিতঃ ঋষভাসি মে ॥৩২

অগ্নির সেই সময় জানিতে পারিয়া এবং সন্তান ভক্ষিয়ে বালক দেখিয়া পুত্রবধের ইচ্ছায় তত্ত্ব তীব্র অমর্ষ ঋষভাল মহাতেজস্বী লোকপাল অগ্নিকে স্তুতি করিতে লাগিলেন, ঋষভাল বলিলেন—হে অগ্নে! তুমি সকল লোকের মুখস্বরূপ, কেননা, তুমি দেবগণের হব্য বহন করিয়া ২২-৩০

হে পাবক! তুমিই ত্রয়ীরূপিণী সকল জ্ঞানীর ধারণের মধ্যে অবস্থান কর। শাস্ত্রবিদ্‌গণ তোমাকে যেমন ত্রিস্বরূপে একবিধ বলেন, তেমনই পুনরায় (ভৌম, দিব্য ও জঠরানল ভেদে) ত্রিবিধও বলেন ২৪

তোমাকেই পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আকাশ সূর্য, চন্দ্র ও যজমান—এই আটরূপে কল্পনা করিয়া পরমর্ষিগণ যজ্ঞবাহন বলিয়াছেন এবং তোমাকেই এই বিশ্বের প্রতিষ্ঠানে তীর্থ করিয়াছেন ২৫

হে ভগবান! তোমার বিরহে সমস্ত জগৎ সদাই বিলীন হইবে। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আকাশস্থ পক্ষী ও সূত্রধরসহ যজ্ঞপাত্রির বিস্তারলোক প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! তুমি-সব তোমাকেই আকাশে বিদ্যুৎরূপী বিহ্যতের সহিত বেদমন্ত্রে তীর্তন করেন ২৬-২৭

প্রলয়কালে তোমা হইতে বিশ্বের জ্বালাসমূহই জগৎকে দগ্ধ করে। হে ভগবান্! আত্মভূ। তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ ২৮

তুমিই সমস্ত বর্ণের বিধান করত চরাচর আদির সৃষ্টি করিয়াছ। তুমিই পূর্বে জল সৃষ্টি করিয়াছ এবং তোমাতেই সমস্ত জগৎ অধিষ্ঠিত আছে ২৯

তোমাতেই বেদমন্ত্রের হব্য ও পিতৃগণের কব্য যথাযথরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে বেদ! তুমিই বহ্নিকর্তা আছ, তুমিই বিধাতা এবং তুমিই বৃহস্পতি ৩০

তুমিই মূর্তিমান্ অগ্নিস্বরূপ, সূর্য, চন্দ্র ও বায়ু। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—"হে রাজন্! ঋষভাল এইরূপ স্তব করিলে তখন অগ্নিদেব সেই অগ্নিতেজস্বী মুনির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে

অমন্ত্রবীদ্বচনাদঃ প্রস্তুতির্ব্যবসায়বান্।
প্রদদৌ আশুতং তাবং যদ্য পূজাম্ বিশেষতঃ ॥৩৩
অথেতি তং প্রতিস্তুত্য তপসাম্ হ্যবাহনম্।
আশ্রমে তেন কালেন প্রস্থানম্ সিদ্ধবান্ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ পারিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পার্শ্বকোপাখ্যানে দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩২॥

মুনে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি এখন তোমার কি ইষ্ট সম্পাদন করিতে পারি, তাহা বল ॥৩১-৩২

মহাত্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই হব্যবাহন অগ্নিকে বলিলেন—আপনি যাতুধানের সদন আমার পূজাস্থলে পরিত্যাগ করিবেন ॥৩৩

"তাহাই হইবে" বলিয়া তপসাম্ হব্যবাহন অগ্নিদেব প্রতিজ্ঞা করিয়া যাতুধানকে বধ করিবার জন্য সেই সময় তাহাকে ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ॥৩৪

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আধিদৈবতাত্মক মহাধর্মপর্বে পার্শ্বকোপাখ্যানবিষয়ে দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাত্মা পার্শ্বের বন্ধুস্নেহে অগ্নিত্যাগ ও বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রস্থানিতে বহ্নৌ পার্শ্বঃ পরমদুঃখিতঃ।
ধ্যায়ন্নাঃ পরমোদ্বিগ্না নির্বিকারঃ পরাবসৎ ॥১
বিলপ্য পুত্রকান্ বালান্ মাতা চৈবাং তপস্বিনী।
অন্বিত্য শোকদুঃখার্তা বিললাপ সুদুঃখিতা ॥২

ভরিতোবাচ।

অনর্থমিদমস্মাকং কথমিত্য আগতি ভীরবঃ।
ভগবন্ সখীপম্ ভীরো মম দুঃখবিবর্ধনঃ ॥৩
ইমে চ মাং কুমারস্তি শিশবো মম চেতসঃ।
অবোধ্যন্তবোধ্যেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ মে পরাবসঃ ॥৪
ত্রাসসংস্কারযাতি সেনিহাসো মহীরুহান্।
অজাতপক্ষাশ্চ সুতা ন শক্তাঃ সহসে মম ॥৫
আবাম চ ন পশ্যন্তি পুত্রাংস্তানুপজীবতঃ।
নে চ তাতমুপং পক্ষা কুলং বৃদ্ধৌ মে ॥৬

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মিত্র মহাবলের দ্বারা নিহত অরিষ্টার চিন্তা ও বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যাতুধানের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পার্শ্বগণ অত্যন্ত দুঃখিত, ব্যথিত ও ভীত হইয়া কোন আশ্রয় দেখিতে পাইল না।১

পুত্রগণকে বালক ও আশ্রয়হীন অনর্থে দেখিয়া মাতা তপস্বিনী অরিষ্টা শোক ও দুঃখে পীড়িতা হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা বিলাপ করিতে লাগিল।২

অরিষ্টা বলিল—এই ভীষণ অগ্নি সমস্ত বনকে দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে। চারিদিক্ প্রজ্বলিত করিয়া এই ভয়ানক অগ্নি আমাদেরই দুঃখবর্ধন করিতেছে।৩

এই অজ্ঞান শিশুগুলি আমাকে আশ্রয় করিতেছে। ইহাদের পাখা ও গা কিছুই এখন হয় নাই; অথচ ইহারাই আমাদের পূর্ণ পুত্রস্নেহের আশ্রয়।৪

যৎ তু মন্যসে পুত্রং কথমাবাং ত্যজাবহৈ।
কিং তুষ্যেস্তাৎ কৃতং কৃত্বা বদস্ব পুত্রকাঃ কথম্ ॥৭
চিন্তয়ন্ত্যা বিনোদং যো লাবিষ্যামি কিতব।
জনয়িষ্যামি যো পাত্রো ভবিতা বংশ নঃ সহ ॥৮
ভবিতাসৌ মুনেঃ ক্ষেত্রমক্ষয়্যস্যেব প্রবিষ্টিতঃ।
পরিত্যক্তা প্রজায়েয় পিতৃণাং কুলবর্ধনঃ ॥৯
তথাস্মিংস্তপসঃ দুর্গাদ্ ক্ষেমেণ প্রবিশাং যদা।
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রথমা পিতা যো নির্ঋতঃ পুরা ॥১০
কথমাবাং ত্বয়োক্তাং বঞ্চঃ কল্যাণচেতসা।
কিমু কৃত্বা কৃতং কার্যং ভবেদিতি চ বিহ্বলা।
বাপদ্ধং ধরিত্রী ক্ষোভং যত্নতাবাং তথাবহৎ ॥১১

ঐরম্মাদন উবাচ।

এবং ব্রুবাণা সার্তাতে প্রত্যুবাচ যমস্বসা।
ক্ষেমমুৎসৃজ্য মাতস্তং পত্র মে হব্যবাট্ ॥১২

অস্মাভির্বিনিযুক্তো হি ভবিতাসি সুতস্তব।
যদি মাতর্বিনীতা বৈ নঃ স্যাৎ বৎ কুলসন্ততিঃ ॥১৩

অমরৈরেষ্যতে ক্ষেমঃ স্যাৎ বৎ কুলস্য বৈ।
তদ্বৈ কর্তুং পরঃ কালো মাতরেষ ভবেৎ তব ॥১৪

যা বৈ সর্ববিনাশায় ক্ষেমং কার্ষীঃ সুতেষু বা।
ন তীব্রং তব লোকেষু তামোক্ষমবাপ্স্যসি ॥১৫

(তৃতীয়) তপস্বী চরিবে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবিরহ-জনিত মনস্তাপে ক্ষীণ হইবে ॥৮-১০

পুত্রদ্বয় তাহাকে লইয়া আসি এই দুঃখের অবসানের হইতে মুক্ত হইব? কি করিলে আমার উদ্বেগ দূর হইবে? আমি বিহ্বলতাবশতঃ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিজ বুদ্ধিতে নিজ পুত্রদ্বয়ের অরি হইতে এখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না ॥১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মাদ্রিকা এইরূপ বলিলে পুত্রদ্বয় মাতৃবাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিল—হে মাতঃ! তুমি আমাদের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিমুখ স্থানে উঠিয়া যাও ॥১২

মাতঃ! আমরা মরিয়া গেলেও তোমার আরও অনেক পুত্র হইতে পারিবে। কিন্তু তুমি মরিয়া গেলে আমাদের কুলই বিনষ্ট হইবে ॥১৩

এই উভয় দিক্ চিন্তা করিয়া আমাদের কুলের রক্ষা বস্তুতঃ কল্যাণকর, তাহাই এখন তোমার করিবার উত্তম কাল আসিয়াছে ॥১৪

পুত্রদ্বয়ের উপর আমাদের কুলবিনাশকারী

এই অরি প্রথমদৃষ্টে বহু করিতে করিতে তিনি বিস্তার করিয়া এই দিকেই আসিতেছে। কিন্তু পলায়ন আমার পুত্রদ্বয় তোমাকে বহিতে সমর্থ নহে ॥৫

আমি ইহাদিগকে বহন করিয়াও অগ্নিমুখ স্থানে যাইতে পারিব না, অথচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; কারণ, আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে ॥৬

আমি পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকে লইয়া যাইব? কি করিলে আমি এখন কৃতকৃত্যা হইতে পারি? হে পুত্রদ্বয়! তোমরাই বা কি বলিতেছ ?৭

আমি চিন্তা করিয়াও তোমাদের যুক্তির কোন উপায় পাইতেছি না। আমি আমার পাপের দ্বারা তোমাদিগকে হারাইয়া বসিব এবং তোমাদের সহিত বন্ধুত্বও করিব ॥৮

হে পুত্রদ্বয়! তোমাদের বিনষ্ট হইয়া যাইবার পূর্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয়ের ন্যায় কুলের রক্ষক, দ্বিতীয় পুত্র পারিবে পিতৃকুলের বর্ধনকারী হইবে, তথায় তপস্যার দুর্গম স্থান হইতে নিরাপদে প্রবেশ করিবে ॥৯-১০

হায়! কি করিয়া আমি তাঁহার বাক্যের বিপরীত আচরণ করিলাম? কি করিয়া আমার এই কার্য হইল? আমি বিহ্বলা হইয়াছি ॥১১

অগ্নিরুবাচ।

ইমমাখোবিলং ভূমৌ কৃত্বাস্মান্ সমীপতঃ।
তস্মাদ্বিলাদ্ বহিত্বা মহেন্দ্রত্বং বো গতম্ ॥১৬

অন্যোন্যং পাংশুনা ছিন্নমপিধায়াত্মনি পুত্রকাঃ।
এবং প্রক্ষিপ্তঃ সর্বে ফলতঃ কৃতকর্মভিঃ ॥১৭

তত এনমাদায়ৈতদ্বিলং বিবৃতং পাংশুসঙ্ঘম্।
যোক্ষ্যধ্বে যো বলে যোক্ষ্যতি হুতাশবাৎ ॥১৮

পার্ষত উবাচ।

অর্বাগ্ বাংসকৃতান্ নঃ ক্ষত্যাত্মাভূদ্বিবাসয়েৎ।
পঞ্চমাত্র ভবিষ্যে প্রবেষ্টুং নাত্র শক্নুমঃ ॥১৯

কথমগ্নির্ নো বক্ষ্যেৎ কথমাত্মা নাশয়েৎ।
কথং ন স্যাৎ পিতা ঘোষঃ কথং মাতা

দ্বিরেফ ইব ॥২০

ইতি আর্ষে শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ২২৮পর্বণি অগ্নিহিংসাবিলাপে একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৯

যেন তুমি পরিত্রাণ পাও। ঊর্ধ্বলোকবাসী আমার পিতার এই পুত্রোৎপাদনরূপ কর্ম যাহাতে ব্যর্থ না হয়, আমার তাহা করা উচিত ॥১৫

অগ্নি বলিল—হে পুত্রগণ! তোমরা এই ফুৎকার নিবারণী ঐ মৃত্তিকা (উইয়ের) গর্তে শীঘ্র ঢুকিয়া পড়; তাহা হইলে তোমাদের আর আমার ভয় থাকিবে না ॥১৬

হে শিশুপুত্রগণ! তোমরা ঢুকিয়া পড়িলে আমি ধূলির দ্বারা গর্ত বন্ধ করিয়া দিব। এইরূপে অগ্নির হাত হইতে পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি ॥১৭

আমি পরে আসিয়া বালি পরিষ্কার করিয়া তোমাদিগকে বাহির করিব। অগ্নির হাত হইতে পরিত্রাণের এই উপায় তোমাদের অবিলম্বে করা উচিত ॥১৮

পার্ষতগণ বলিল—আমাদের এখন পাখা হয় নাই, আমাদের শরীর বায়ুপিত্ত-তরল; সুতরাং আপনারই মূষিক আমাদিগকে বাহির ফেলিবে। এই ভয় দেখিয়া আমরা গর্তে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছি না ॥১৯

আমরা ইহাই চিন্তা করিতেছি—অগ্নি কিভাবে আমাদিগকে ভস্ম করিবে না, মূষিক কিভাবে আমাদিগকে বিনাশ করিবে না, পিতার কর্ম কিভাবে ব্যর্থ হইবে না এবং আমাদের মাতা কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন ॥২০

গর্তে মূষিকের ভয়ে এবং আকাশে উঠিলে অগ্নির দ্বারা আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এই উভয় দিক্ চিন্তা করিয়া অগ্নিকে ভয় করিয়াই আমরা মূষিকের হাতে মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়স্কর মনে করিতেছি ॥২১

গর্তের মধ্যে মূষিক ভক্ষণ করিলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে। সুতরাং নিষ্ট পুত্রগণের উপদেশ অনুসারে অগ্নিকে প্রাণ বিসর্জনই শ্রেয়স্কর ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ২২৮পর্বণি অগ্নিহিংসাবিলাপে একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অত্রিভার্যয়া পুত্রোৎপাদে বার্তালাপঃ।]

অত্রিরুবাচ।

অস্মাদ্ বিলাদিন্দ্রিয়মাদু ক্ষেমো ন বস্যাং কুরু।
কুরুষ পন্থাং সুতরাং চ মাতো নাত্র ত্বয়ং হি স্ব ॥১

পার্ব্বত্যুবাচ।

ন ত্বয়ং ত্বং বয়ং বিদ্মঃ শ্রেয়োনাশায় কল্পতে।
অস্তেপি ত্বদ্বিধাযোগ্যে ক্ষেত্যোঽপি ভবসে নঃ ॥২

সংস্কৃতো বহ্নিবাগ্যেন দুষ্টং ধাতোর্নিবর্ত্তনম্।
দুষ্টুর্বো বিদ্যতে শিক্ষে ন ত্বাদৃত্ত সংশয়ঃ ॥৩

বিদ্যতে সংশয়িতো দুষ্টুর্বৃত্তবিশিষ্টতে।
ন যে ত্বং বয়াদ্যাং পুত্রোৎপাদে শোভনাম্ ॥৪

অত্রিভার্যা বলিল,—এই স্থান হইতে যখন তুমি বাহির হইতেছিলে, তখন এত ক্ষেত্র ঐ ক্ষুদ্র তুমিকে ধরিয়া পাকে করিয়া হাত করিয়াছে, সুতরাং ক্ষেত্রসের অভাব কোন কালে যাই ॥১

পার্ব্বতী বলিল,—আমরা ইহা কোনরূপে বুঝিতে পারিতেছি না যে, ক্ষেত্র তুমিকে গ্রহণ করিয়াছে। অত আমরা ক্ষেত্র ইহার ক্ষেত্র থাকিতে পারে, সুতরাং তাহাদের ভয়ও আমাদের আছে ॥২

আপনি বলে এখিকে মাত আনিতে পারে, কারণ বায়ুর বিনষ্টের গতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অর্থে গর্ভনিবাসী জলসমূহ হইতে আমাদের বিনাশ হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৩

বিশেষতঃ দুষ্টা হইতে সাধারণ দুষ্টা শ্রেষ্ঠতর। যে যাহা। তুমি এখানিহতে আকাশে উঠিয়া যাও, তুমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার সুন্দর পুত্রগণকে দেখিতে পাইবে ॥৪

অত্রিভার্যা বলিল,—পুত্রগণ। আমি অর্থ হইতে তুমিকে ধরিয়া পরিশ্রমেই মহাবলী ক্ষেত্রকে ফেলে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছি ॥৫

অর্থ হইতে তুমিকে লইয়া মহাবেগে উঠিয়া যাইবার সময় আমি অতি ত্বরিতগতিতে নিম্নে নিম্নে উঠিয়া গিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি ॥৬

হে ক্ষেত্রাক্ষ। তুমি যখন আমাদের সকলকে গ্রহণ করিয়া বাহির হইতেছ, তখন তুমি অর্থে গিয়া নিশ্চিন্ত শরীরে হইবে এবং তোমার শরীরের অর্থ সুবর্ণের ন্যায় হইবে ॥৭

প্রবিশন্তং বিনা পুত্রা বিজ্ঞাতা নাস্তি বো ভয়ম্।
স্নেহেন মম পশ্যন্তা ভত্তং মাদুর্ব্বাহৃতা ॥৯

শার্ঙ্গিকা উচুঃ।

ন বিদ্মো ভগবন্ মাতঃ স্নেহবাদ্বা কৃতঞ্চন।
অবিজ্ঞায় ন পশ্যামঃ প্রবেষ্টুং বিবৃতং মুখম্ ॥১০

ঔর্ব্বিজোবাচ।

অহং তদ্বিজানামি যতঃ স্নেহেন মূষিকম্।
নাস্তি মোহস্তব পুত্রাঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১১

শার্ঙ্গিকা উচুঃ।

ন ত্বং ছিদ্যোপচারেণ মোক্ষয়েথা ভয়ান্নি নঃ।
ন্যায়ানুসেন্ জানেন্ ন বুদ্ধিক্রমেণ বৎ ॥১২

ন তোপকৃতমস্মাভির্ন চাস্মান্ বেত্থ যে যথা।
ঈদৃশানাং বিনাশায় কা নতী যে যথা ভবেৎ ॥১৩

ভবতী রূপসৌভাগ্যে নারী ভর্তুরনেকশঃ।
অনুকূলং পতিং মাতঃ পুত্রানাপ্নাদি শোভনান্ ॥১৪

যদর্থং ব্রহ্মচর্য্যং লোকানাপ্নায় শোভনান্।
অবাপ্তান্ ন ময়েহাদ্যাপি তস্মাদ্ পুত্রবরো নঃ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ততঃ পাণ্ডো পুত্রানুৎপাদ্য বাণ্ডবে।
জগাম কুরিতো বেশ্ম কেশবস্যেবমাদদম্ ॥১৬

ততস্তীক্ষ্ণদিনত্যাগাৎ মূষিতো ব্যথয়ন্নিব।
উত্ত শার্ঙ্গী বচনুবে মধুপালক পুত্রকাঃ ॥১৭

যখন আমি দেখিলাম যে, সেই শ্রেষ্ঠ পক্ষী মূষিককে খাইয়া ফেলিয়াছে, তখন আমি তাহার নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় দূরে গিয়াছিলাম ॥৮

হে পুত্রগণ! তোমরা নির্বিবাদে গর্ত্তে প্রবেশ কর, তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই; আমার চোখের সম্মুখেই মহাত্মা শ্রেষ্ঠ মূষিককে লইয়া গিয়াছে ॥৯

শার্ঙ্গিকগণ বলিল,—হে মাতঃ! আমরা কোন প্রকারেই ইহা বোধ করি নাই যে, শ্রেষ্ঠ মূষিককে লইয়া গিয়াছে, সুতরাং না জানিয়া আমরা গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারিব না ॥১০

ঔর্ব্বিজা বলিল,—পুত্রগণ! আমি নিজে শ্রেষ্ঠকে মূষিকগণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই; তোমরা আমার কথানুযায়ী কার্য্য কর ॥১১

শার্ঙ্গিকগণ বলিল,—তুমি আমাদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভয় হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছ; স্নেহবশতঃ তোমার জ্ঞান বুদ্ধি যখন আকুল হইয়া পড়ে, তখন সে স্থিরবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না ॥১২

আমরা অতি নিকৃষ্টাচরণঃ এখন পর্য্যন্ত তোমার কোন উপকার করিতে পারি নাই, যাহা দ্বারা পূর্ব্ব হইতে আমরা তোমার যে বিপদ—তাহারও নিষ্কৃতি নাই; তুমি অত্যন্ত দুঃখীকৃতা হইয়াও কেন আমাদিগকে শোষণ করিতেছ? আমরা তোমার কে এবং তুমিই বা আমাদের কে ?১৩

তুমি যুবতী এবং রূপবতী যুবতী; স্বামীর ইচ্ছা পূরণে তুমি সক্ষমা; সুতরাং হে মাতঃ! তুমি পতির অনুসরণ করিয়া অনেক উত্তম পুত্র লাভ করিতে পারিবে ॥১৪

আমরা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া উত্তম লোক-সমূহ প্রাপ্ত হইব, যদি অগ্নি আমাদিগকে দাহ না করে, তবে পুনরায় তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আসিও ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুত্রগণের এই কথা শুনিয়া তখন পাণ্ডু বান্ধবগণকে আশ্বাস করিয়া এমন স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে অনায়াসে অগ্নির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ॥১৬

তমব্রবীদ্ বলিঃ তুষ্টো বলবান্ মে বিমর্দকঃ।
অবিজ্ঞাতবিবক্তো বালঃ আবয়োর্যাস্ত পাবকম্ ॥১৮

ইতি শ্রীরামায়ণে পঞ্চাশৎসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামযোধ্যাকাণ্ডে মহাকবিশ্রীমদ্বাল্মীকিপ্রণীতে পার্শ্বকোপাখ্যানে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩০

অনন্তর অত্রিদেব তীব্র বিদ্যার পূর্বক অগ্নির বিপ্রকর্ষে যেখানে বলবানের পুত্র বাস করিতেন, সেইখানে গেলেন ॥১৭

তখন পবিত্রগণ প্রজ্বলিত সেই অগ্নিকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অত্রিজাত অগ্নিকে তুলাইবার ইচ্ছায় বলিল ॥১৮

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চাশৎসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত মহাশ্মশানপূর্ব পার্শ্বকোপাখ্যানবিষয়ক ত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(পার্শ্বকোপাঃ তুষ্টেন তুষ্টত্বারেণকথনম্।)

অত্রিঃ উবাচ।

পুরুষঃ কৃতকালস্য যদ্যাত্মা জায়তি পুত্রঃ।
স কৃতকালঃ সম্প্রাপ্য ব্যাধাং বৈবৈতি ভরিষ্যতি ॥১

যস্য কৃতমনুপ্রাপ্তং বিদ্যতে নাবসুধ্যতে।
স কৃতঃ কালে ব্যধিতো ন জ্যেষ্ঠো বিন্দতে সহ ॥২

সাবিত্রক উবাচ।

যৌবনস্থশ্চ যেবাহো প্রাণহরস্তু বিদ্যতে চ বঃ।
প্রাজ্ঞঃ শূরো বহুপ্রাজ্ঞঃ কিং তবজ্যেষ্ঠো ন সংশয়ঃ ॥৩

তৃণবিন্দু উবাচ।

জ্যেষ্ঠত্বাদ্ভবতি বৈ জ্যেষ্ঠঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
জ্যেষ্ঠশ্চেন্নাভিজানাতি ভবীয়াম্ কিং করিষ্যতি ॥৪

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(পার্শ্বকোপাঃ তুষ্টেন তুষ্টত্বারেণকথনম্।)

অত্রিদেব বলিল,—বুদ্ধিমান্ পুরুষ বিপদকাল আসিবার পূর্বেই সন্তান হয়; পুরুষ যিনি সময়ে পরিণত হইয়াও তখনও ব্যথিত হন না ॥১

যে সন্তান সময়ে উপস্থিত হইবার সময় সময়োচিত বুদ্ধিতে পারে না এবং তখন সাবধানও হয় না, সেই ব্যক্তি সময়ে পড়িয়া ব্যথিত হওয়ায় তাহার সহিত জ্যেষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥২

সাবিত্রক বলিল,—হে জ্যেষ্ঠাগ্রজ! তুমি আমাদের অন্য সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। আমাদের যে এই মহান্ উপদ্রব হইয়াছে, তাহাতে তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা; কারণ, যে পুরুষের অন্য তুমি একলাই বুদ্ধিমান্ এবং ধীর—ইহাতে সংশয় নাই ॥৩

তৃণবিন্দু বলিল—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। সুতরাং জ্যেষ্ঠই অগ্নিহোত্রকে বিনষ্ট হইতে উদ্ধার করে। সেই জ্যেষ্ঠই যখন বিপদের কথা পূর্বে জানিতে পারে নাই, তখন তুমিই আর কি করিবে ॥৪

রোণ উবাচ।

বিপ্রমুক্তেষুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষতমাত্মানি বঃ ক্ষমম্।
সন্ত্রজিষ্যন্ত ভদ্রং বো নেদিষ্ঠমো বিসর্পতি ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সন্ত্রায় তেজোভিঃ স্বপাঞ্চালস্য পুত্রকাঃ
তুষ্টুবুঃ প্রযতা ভূত্বা যথাস্বং পূর্বু পার্থিব ॥৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

অস্ত্রাণি যাবদ্ধর্ষেণ শরীরেষ্বনি বীক্ষ্যসে।
যোনিবাপদ্য তে ব্রহ্মন্ যোনিস্ত্বদি চাক্ষতঃ ॥৭

ঊর্দ্ধং চাবদ্য সর্পন্তি পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতস্তথা।
অগ্নিবর্ণে মহাবীর্য্যে বপুষঃ সর্বতুর্থথা ॥৮

শাম্ভিনুক উবাচ।

যাজ্ঞা প্রবক্তা শিক্ষা চ বিদ্যঃ
পক্ষা জাতা চৈব যো যুদ্ধকেত্রে।
ন ত্রাতা বিদ্যতে বৈ ত্বদন্য-
স্তস্মাদস্মাংস্ত্রাহি বালাংস্তথাত্মজান্ ॥৯

ত্বয়ে তে শিবঃ ছন্দঃ যে চ তে সপ্ত হেতবঃ।
তেন ত্বং পরিপাহি ত্বমার্যান্ বৈ গরুত্মিকিঃ ॥১০

ত্বমেবৈকস্তপসে জাতবেদো
ব্রাহ্মণস্তা বিদ্যতে গোপ্তু বেদে।
অধীয়ন্তান্ বালকান্ পালয়ন্ব
পরেতাস্মান্ প্রেহি বৈ ধনঞ্জয় ॥১১

রোণ বলিল,—ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রত্যাগ অগ্নি আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য উহার মুখ হইতে সপ্তজিহ্বা বিস্তারপূর্বক মুক্তমুখে লোক ভক্ষণ করিতে আমাদের এই বালক দিকেই ধাবমান হইতেছে।৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে পরস্পর আলাপ করত দ্রুপদরাজের শিশুপুত্রগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া যেরূপে অগ্নির স্তব করিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শুন।৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল,—হে ব্রহ্মন্ (গুরো)। তুমি যাহার আত্মস্বরূপ এবং বেদশাস্ত্রসমূহের শরীর, মন্ত্রব্রাহ্মণসমূহের উৎপত্তিস্থান; অতএব তোমার যোনি এবং তুমি অগ্নির উৎপাদক কারণও বটে।৭

হে মহাবীর্য্যশালিন্! সূর্য্যের কিরণাবলীর ন্যায় তোমার শিখাসমূহ, ঊর্দ্ধ, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদেশ ও শরীরের এই সকল স্থানে সর্ব্বদিকেই প্রসারিত হইতেছে।৮

শাম্ভিনুক বলিল,—হে ধনঞ্জয়! তুমি ব্যতীত আমাদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; তুমি যজ্ঞ, শিক্ষা, বেদ, ব্রত ও জন্ম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই; হে আর্য্য! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।৯

আমরা আর্য্য এবং আপনার পক্ষাবলম্বক; হে আর্য্য! আপনার যে মঙ্গলময় রূপ এবং সাতটী শিখা আছে; ঐ মঙ্গলের দ্বারা আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।১০

হে জাতবেদঃ! আপনিই একমাত্র তপস্যায় তাপ প্রদান করিয়া থাকেন; হে দেব! সূর্য্যরশ্মিসমূহের ন্যায় অবস্থিত তাপদাতা পুরুষও আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই। আমরা বালকমাত্র, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, হে ধনঞ্জয়! আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন।১১

ঋষয়ঃ ঊচুঃ।
সর্বমেতদ্ যথোদ্দিষ্টং ত্বয়ি ধর্মব্রতে স্থিতে।
ন চাত্র পরিহাণির্নঃ ন চ মিথ্যা ভবেদিয়ম্ ॥১২
ত্বয়ি ধর্মব্যবস্থানং ত্বমেব পরমং হি নঃ।
ত্বয়ি ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মা বাগ্বিধাস্যতি শাশ্বতীঃ ॥১৩
ত্বং হি লোকগুরুর্নিত্যং ভূতানাং ভূতভাবন।
কাব্যে প্রাপ্তে পরং পূজ্যং নঃ পরমং বচঃ ॥১৪
ত্বং নঃ পরমকং ব্রহ্ম ত্বমেবাগ্নিঃ পরন্তপ।
ত্বমেবাস্মাসু পরমং তপস্তপ্তং মহাত্মভিঃ ॥১৫
নারদ উবাচ।
ত্বমেবং প্রাপিতস্তূষ্ণীমেবমেবৈতদিত্যুত।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৬
পূর্ণা পূর্ণা বপুর্বিদ্ধা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
পুনরেবাত্মবান্ রামো রাঘবস্য ভবিষ্যতি ॥১৭
বিস্তারবান্ যথা লোকে বেদো ভবতি শাশ্বতঃ।
তথা তথা ত্বয়া ব্রহ্মন্ কাব্যং ভবতু শাশ্বতম্ ॥১৮
যাবন্তি রামচরিতে তব বুদ্ধিমুপাশ্রিতাঃ।
তাবল্লোকে ধ্রুবং তাত ভবিষ্যন্তি সনাতনাঃ ॥১৯
যাবন্তি চ রহস্যানি রামস্য সহ সীতয়া।
প্রকাশানি চ সর্বাণি তানি জ্ঞাস্যসি তত্ত্বতঃ ॥২০
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্ ॥২১
যাবন্তি চ রহস্যানি রামস্য সহ সীতয়া।
তানি বিদ্যুঃ প্রকাশানি যে চ তস্য জনাঃ ক্ষিতৌ ॥২২
অপি ত্বমেব যদ্ বৃত্তং বেত্থ তত্ত্বেন তদ্ ভবান্।
তদ্ ভবানপি সর্বজ্ঞো ন তে বাগনৃতা কৃতা ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১॥

ঋষিরা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি এরূপই সমস্ত জানেন বলুন; এই বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ ঠিক আপনারই প্রতিভাত; আপনি সকল প্রাণী ও জগতের বাক্য এবং গোপন ভাবও জানেন।১২

আপনিই অগ্নি, আপনি ধর্মব্যবস্থাপক এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ধর্মবক্তা। মনীষিগণই জানেন যে, আপনি এই এবং ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন।১৩

হে ব্রহ্মন্! আপনি এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়কাল আসিলে আপনিই পুনরায় প্রবর্তিত হইয়া জগৎকে ত্রাণ করেন। হে গুরো! আপনি যেমন সকল জন্তুর সৃষ্টি করেন, তেমনই সমস্ত জগৎ আবার আপনাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে।১৪

নারদ বলিল,—হে জগৎপতে ঋষে! আপনিই প্রাণিগণের সহায়। অতএব নিত্য প্রসন্নচিত্ত থাকিয়া তাহাদের দুঃখ সমস্ত দূরকে পরিত্যাগ করেন; সুতরাং সমস্ত জগৎ আপনারই প্রতিষ্ঠিত।১৫

হে শুভব্রতধর! সর্বজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীস্থ সমস্ত জল ও রসকে রশ্মিসমূহের দ্বারা আহরণ করত পুনরায় বর্ষাসময়ে প্রয়োজনবোধে মেঘাকারে সকল করিয়া জগৎকে পরিপোষণ করিয়া থাকেন।১৬

হে গুরো! (নিশ্চয়।) আপনা হইতেই এই সকল মনুষ্যবর্গ লক্ষ্য ও পুণ্যশ্লোকসমূহ এবং কল্যাণকর যথাসমূহ পুনরায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।১৭

আমাদের এই মহীয়সেন পূত জল ও রসাদিসহিত বলদেবের অবলম্বন করুন; হে প্রভবিষ্ণুশ্রেষ্ঠ! অধিক কি। আপনি অমৃতময় জল দ্বারা করিয়া অন্য আমাদিগকে ত্রাণ করুন, বিলম্ব করিবেন না।১৮

হে পিতামহ! হে লোকিতশ্রীব! হে ব্রহ্মবর্ধন্! হে ব্রহ্মাসন! আপনি সাগরজীবিত মৃতমনুষ্যের ন্যায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইবেন না।১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো ভারদ্বাজো দ্রোণেন ব্রহ্মবাদিনা।
দ্রোণমাহ প্রতীতাত্মা কল্পপালপ্রচোদিতো ॥১০

ঋষিরুবাচ।

ঋষির্ব্রহ্মর্ষির্বৈ ব্রহ্ম তদ্ ব্যাহৃতং ত্বয়া।
ইন্দ্রিয়াণ্যে কবিষ্যামি ন চ মে বিদ্যতে ভয়ম্ ॥১১
কল্পপালেন বৈ পূর্বং মম পূর্বং নিবেদিতাঃ।
বর্ণয়ো পুত্রকাম্ মহং ত্বয়ং ভাবমিতি স্ম হ ॥১২
তত্র তন্ তথেতি দ্রোণ ত্বয়া বচনমব্রবিন্।
উত্তরং যে ন চাহীয়ন্ত্রি কিং কারণমি যে।
তুমং প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে ব্রহ্মন্ দ্রোদয়েন
সত্তম ॥১৩

দ্রোণ উবাচ।

ইমে মার্জারকাঃ শুক্ল নিত্যমুদ্বেজয়ন্তি মাম্।
এতান্ তুমং বধাংস্তুভ্যং প্রদাস্যে সর্বতো মম ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তৎ কৃতবান্ঋষির্বিজ্ঞায় পার্ষতাম্।
ততো বাতস্য লাভং সন্নিধৌ তমবেদয়ত ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি অংশাবতরণপর্বণি
পার্ষতোপাখ্যানে একত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রহ্মবাদী দ্রোণ এইরূপ বলিলে, ঋষিবর সন্তুষ্ট হইলেন এবং কল্পপালের নিকট শুনা বীর প্রতিজ্ঞাটির যথা স্মরণ করিয়া দ্রোণকে বলিলেন ॥১০

ঋষিবর বলিলেন,—হে দ্রোণ! আমার মনে হইতেছে যে তুমি ঋষি; কেননা, তুমি ব্রহ্মবাদী। সেই ব্রহ্মতেজেই প্রতিপালন করিয়াছ; আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব; আমা হইতে তোমাদের আর কোন ভয় নাই ॥১১

কল্পপালও পূর্বে আমার নিকট তোমাদের বিষয় এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন—"আপনি গাঙ্গবন্ধন যজ্ঞ করিবার সময় আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন" ॥১২

হে দ্রোণ! তাঁহার সেই নিবেদন এবং তোমার এই স্বর—উভয়ই আমার শ্রোত্রের কারণ অর্থাৎ উভয়ই আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে; বল, আমি তোমাদের কি উপকার করিব? হে ব্রহ্মন্! তোমার এই স্বরে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, হে সাধুশ্রেষ্ঠ! তোমার কল্যাণ হউক ॥১৩

দ্রোণ বলিল,—হে শুক্লবর্ণবিশিষ্ট ঋষিবর! এই বিড়ালগুলি নিত্যই আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে। হে ভগবন্! আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই বিড়ালগুলিকে বধ করুন ॥১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ঋষিবর দ্রোণের অভিপ্রায়কে অনুমোদন করত অধিক প্রসন্নচিত্ত হইয়া সেই বিড়ালগুলির সহিত গাঙ্গবন্ধনকে বধ করিতে লাগিলেন ॥১৫

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ের অংশাবতরণপর্ব পার্ষতোপাখ্যানবিষয়ে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।

(दीक्षावसानात् समीपे जरत्कारुतपोवनम्।)

वैशम्पायन उवाच।

जरत्कारोऽपि कौरव्य चिन्तयानस्य पुत्रकम्।
ऊर्ध्वरेतस एव त्रिंशदुग्रे वर्षाण्यतिक्रान्तानि ॥१
न चोत्पादयतः पुत्रार्थे तपस्यधिकमक्षयम्।
ततः स्व एव पितृभिः सह तपसि वर्तते ॥२
ऊर्ध्वबाहुरनिकेतः शान्तः संयतभोजनः।
अनुच्छ्वासनिराहारः शोषयन् देहमात्मनः ॥३
ततः कदाचित् पितरं पितामहमथाब्रवीत्।
किमर्थं नोपलभे वः क्षयं तपसि वर्तताम् ॥४
ततः कदाचिद् दीनात्मा भगवान् प्रपितामहः।
अब्रवीत् पितृभिः सार्धं तपसि क्षीयते महत् ॥५
तस्मात् पुत्रार्थिनो यूयं तपसो मा क्षयं कृथाः।
पुत्रेभ्यो हि पितॄणां वै तृप्तिः स्याद् विधिपूर्वकम् ॥६
तस्मात् पुत्रार्थिनो यूयं तपसो मा क्षयं कृथाः।
पुत्रेभ्यो हि पितॄणां वै तृप्तिः स्याद् विधिपूर्वकम् ॥७
ततः कदाचिद् दीनात्मा भगवान् प्रपितामहः।
अब्रवीत् पितृभिः सार्धं तपसि क्षीयते महत् ॥८
तस्मात् पुत्रार्थिनो यूयं तपसो मा क्षयं कृथाः।
पुत्रेभ्यो हि पितॄणां वै तृप्तिः स्याद् विधिपूर्वकम् ॥९
ततः कदाचिद् दीनात्मा भगवान् प्रपितामहः।
अब्रवीत् पितृभिः सार्धं तपसि क्षीयते महत् ॥१०

द्वात्रिंशदधिकद्विशततम अध्याय।

[जिस आश्रमपदमें जिस ऋषिने जिस प्रकार आश्रय लिया]

वैशम्पायन कहते हैं,—हे भरतवंशीय जनमेजय! इधर जरत्कारु अपने पुत्रोत्पत्तिके विषयमें चिन्ता करने लगे; किन्तु अधिक अनुरोध करनेपर भी उन्हें अपने विवाहकी चिन्ता नहीं हुई।१

फिर वे पुत्रोत्पत्तिके लिए संकल्प होकर बहिनसे बोले,—हे बहिन! आपके भाईके लिए अवश्यही पुत्रोत्पादन किया जाएगा।२

वासुकि जिससे डरते रहते हैं, मुझसे उसकी उत्पत्ति हुई है, सुतरां आपके पुत्रको आस्तीक नामसे विख्यात करनेमें समर्थ होऊंगा।३

तुम्हारे पितामह ऊर्ध्वरेता थे, सुतरां तुम्हारे भी वैसा होना उचित है। इसमें तुम्हारे पिता भी देखकर तुम्हें पुत्रोत्पादनमें प्रवृत्त करेंगे।४

आस्तीक जन्मेजयके यज्ञमें सदस्य होकर पितृकुलका उद्धार करेंगे।५

इसके बाद जरत्कारु पत्नीके गर्भमें आस्तीकको स्थापित करके तपस्या करने लगे।६

आस्तीक माताके गर्भमें रहकर ही वेद और वेदांगोंमें पारंगत हो गए।७

आस्तीकके जन्मके बाद जरत्कारु अपने पितरोंके साथ तपस्या करने लगे।८

आस्तीक जन्मेजयके यज्ञमें सदस्य होकर पितृकुलका उद्धार करेंगे।९

आस्तीकके जन्मके बाद जरत्कारु अपने पितरोंके साथ तपस्या करने लगे।१०

आस्तीकके ज्येष्ठ पुत्र प्रतिवाहि, द्वितीय सुपार्श्व, तृतीय सुभगा और कनिष्ठ सोम एवं उनकी माता सोमा तपस्विनी प्रतिवाहि कहकर पुकारेंगे।१०

ये आस्तीक। वनमें ब्रह्मा जरत्कारु ऋषिके ऐसे विलाप करनेसे देखकर नागमाता मनसा उनसे बोलीं।१

तुम्हारे पुत्रजन्मके लिए तुम चिन्ता करोगे नहीं; तुमने ब्राह्मणोंसे कहा था, तुम्हारे सभी पुत्र वेदज्ञ और वीर्यवान् होंगे; सुतरां अग्नि होनेसे उनको भय नहीं।२

तुमने तो आमार सामनेही ऊर्ध्वरेताओंके लिए प्रतिज्ञा करके उनसे उनकी उत्पत्ति और वंशवृद्धि करनेका वर प्राप्त किया है।३

आस्तीकके पिता जरत्कारु लोकपाल, फिर वे कभी मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। अतएव हे वत्स पुत्र! तुम्हारे मन पुत्रोत्पादन सम्बन्धीय चिन्ताके कारण पितृ-पालनके लिए व्याकुल न हो।१०

তাসেব তু মমাধিক্রাং চিন্তয়ন্ পরিতপ্যসে।
ন্যস্তং যদি ন তে মেধ্যো যথা তস্যাং পুরাভবৎ ॥১১
ন হি পঞ্চমতা ভাবং বিদ্বেষেণ গমিষ্যতি।
পিতামহ উপস্তৃষ্টঃ শক্রেণাস্মা কথঞ্চন ॥১২
তস্মা ত্বং ভরিতাশেষ যথা পরিতপ্যসে।
চরিত্রব্যবসংশোকা যথা কুপুত্রমাত্রিতা ॥১৩

মন্থপাল উবাচ।

নাহমেবং চরে লোকে যথা ত্বমভিমন্যসে।
অপাত্যয়েতোক্তিরে ত্রুত্ত ত্রুত্ত যথা ॥১৪
ভূয়ঃ বিদ্বা চ তাবর্থে যোক্ষ্যমাণং ন মন্যতে।
অবজ্ঞতক তং লোকো অবেজ্ঞতি তথা ভূয় ॥১৫
এষ হি প্রথমস্ত্রিশেলিহানো মহীক্ষিতাম্।
আত্মিত্র ইতি সন্তাপং জনয়ত্যপিবং মম ॥১৬

ভূমি আমার সন্তান করিবার তরে বিদ্বা করিয়াই ব্যাকুল হইতেছ। কিন্তুই আমার প্রতি পূর্বে যেরূপ ভালবাসা ছিল, তাহা এখন আমার প্রতি নাই ॥১১

যে ব্যক্তি মহাযশাঃ ও শক্তিশালী, তাহার পক্ষে আমার ন্যায় নিষ্ঠাবান পুরুষদের প্রতি দ্বেষযুক্ত হওয়া ও উপেক্ষা করা কোনরূপেই উচিত নয় ॥১২

ভূমি যাহার জন্য পরিতাপ করিতেছ, সেই অস্মিতার তরেই চলিয়া যাও, আমি কুপুত্রযাচিতা মাতার ন্যায় এখনই বনে বিচরণ করিব ॥১৩

মন্থপাল বলিলেন,—ভূমি যাহা ভাবিতেছ, আমি সেইভাবে এই সংসারে বিচরণ করিতেছি না, আমি পূর্বের ন্যায়ই বিচরণ করিতেছিলাম; এখন দেখিতেছি তাহারাই আজ বিনষ্ট ॥১৪

যে ব্যক্তি অতীতকে পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মাদ্ দেশাদিক্রান্তে স্বপনে ভরিতা পুনঃ।
জগাম পুত্রগানের ঘরিতা পুত্রবৃদ্ধিনী ॥১৭

তা তাম্ কুপিতঃ সর্বান্ বিমুক্তান্ বাজবন্ধনাৎ।
যোক্তব্যমাণান্ যমুনে তবে পুত্রান্ বিবাসয়াৎ ॥১৮

অন্তর্দধে মুহূর্তে তেষাং তর্ষাৎ স চ পুনঃ পুনঃ।
একৈকশস্তেন তান্ সর্বান্ যোগমায়াবলাশ্রিত ॥১৯

ততোহভ্যক্ষেৎ সহসা মন্থপালোঽপি তান্ত।
অথ তে সর্ব এবৈনং নাভ্যানন্দংস্তদা সুতাঃ ॥২০

নাভ্যানন্দন্ত তং যস্মাৎ ক্রোশন্তং পুনঃ পুনঃ।
ন চৈনং চুক্রুশুস্তস্মিন্ তস্মিন্ সংজ্ঞামুপাগতে বা ॥২১

এই প্রকারে অগ্নি তাহার ঔরসজাত শিশুদিগকে বিদ্বা বিদ্বার করিয়া পুনরায় বনে করিতেছে এবং আমার ঔরস বনকে অনেক সন্তানে সন্তানিত করিতেছে ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন শার্ঙ্গধনুর তাহার নিকট হইতে অগ্নিদেব দূরে চলিয়া গেলেন, তখন পুত্রবৎসলা অরিতা তাঁর পুনরায় তথায় ফিরিয়া আসিল ॥১৭

সে তাহাদিগকে অগ্নির গ্রাস হইতে বিমুক্ত ও কুশল অবস্থায় দেখিতে পাইল; তাহারা বিবাহও হইয়াও (বরের জন্য) তখন চীৎকার করিতেছিল ॥১৮

তখন সে পুত্রগণকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ অঙ্গ বিমর্দন করিতে লাগিল এবং প্রত্যেকের নিকট গিয়া চীৎকার করত তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিল ॥১৯

যে তাহার। তাহার পর সেইসময় মন্থপালও সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পুত্রগণ কেহই তখন তাঁহার অভিনন্দন করিল না ॥২০

মৎস্যগন্ধা উবাচ।

জ্যেষ্ঠো মুতস্তে কৃষ্ণাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
ব্যক্তং তবাপ্যভিপ্রেতঃ তনয়াস্ তস্য তে দদে ॥২২

এষ ত্বদর্থং মুনিবাক্যং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
কৃতমাত্মনি হি ত্যাগং নৈব পশ্যামি লক্ষয়ে ॥২৩

ঋষিরুবাচ।

কিমু জ্যেষ্ঠেন তে কার্যং কিমনর্থফলেন তে।
কিং বা অন্যমভীপ্সেস কিং কনিষ্ঠেন বা পুনঃ ॥২৪

যাং ত্বং যাং সর্বতো হৃদ্যাদুদ্বহেথাস্ত্বমাপদি।
তাবেব লপিতাং পদ্ম তনুষ্টে চারুহাসিনীম্ ॥২৫

মৎস্যগন্ধা উবাচ।

ন স্ত্রীণাং বিদ্যতে কিঞ্চিদ্দুষ্টং পুরুষসত্তমাৎ।
লোকপ্রবৃত্তয়ে লোকে নারয়ঃ বিধিনির্মিতাঃ ॥২৬

বৈবাহিকাশ্চ লোকে চৈব কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি চ।
ত্বত্তশ্চ লোকে কল্যাণি সর্বং সুলভম্ বিপ্রিয়ম্ ॥২৭

অক্ষতত্বং ব্যবায়াচ্চ মনিষ্টং পর্যায়কৃত।
বিশুদ্ধভাবমত্যন্তং দদা প্রিয়মিচ্ছতি ॥২৮

সপ্তবিষয়াচ্চ বীজাধানেন চ ভং মুনিম্।
অপশ্যাদেব মা দেব মুহূর্তাদ্দর্শয়িষ্যতি ॥২৯

লপ্স্যসে কন্যা ব্রহ্মিষ্ঠা বিশ্রুতং বিপুলং যশঃ।
তস্যাস্তে পুত্রতাং প্রাপ্তা তথা ভবিতা ভবি ॥৩০

ন হি ভাগ্যেষু বিদ্বাংসঃ কার্যং পৃচ্ছন্তি কর্হচিৎ।
ন হি ভাগ্যমুপায়ানাং নারী পৃচ্ছতি পণ্ডিতা ॥৩১

তিনি এক একটি পুত্রকে জন্ম দিয়া আবার তাহাকে লাভিলেন এবং তাহাদের পুনঃ পুনঃ আবার জন্মিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা ঋষির সহিত ভাল বা মন্দ কোন কথাই বলিল না।২১

মৎস্যগন্ধা বলিলেন,—হে ঋষিবর! তোমারই তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমারই আশা অপেক্ষা ছোট, তোমারই তৃতীয় এবং তোমারই বা কনিষ্ঠ।২২

হে ঋষিবর! আমি দুহিতা হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তথাপি তুমি উহার নিষেধ না কেন? আমি এখান হইতে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে তোমরা কোনই শাস্তি পাইতেছি না।২৩

ঋষিরা বলিল,—জ্যেষ্ঠ পুত্র দিয়াই বা তোমার কি হইবে? তাহার পর আর পুত্র, অথবা পুত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র দিয়াই বা তোমার কি প্রয়োজন।২৪

তুমি সর্বপ্রকারে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যায় ও চারুহাসিনী লপিতার কার্য দিয়াছিলে, তাহার ফলেই করিয়া যাব।২৫

মৎস্যগন্ধা বলিলেন,—পরপুরুষ সংসর্গ ও সন্তানবিয়োগ ছাড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে পরমার্থবিনাশক আর কিছুই নাই।২৬

এই সন্তানবিয়োগ শতগুণে ঘটিয়া অত্যন্ত উৎপাতের কারণ হয়। সর্বলোকবিখ্যাতা পতিব্রতা ও কল্যাণময়ী হইয়াও অনন্তরী সত্যবতী বিচিত্রবীর্যজননী, সপ্তবিষয়াধিপতি, বীর, প্রিয় ও হিতকারী বিদুর মহাত্মা মাণ্ডব্যঋষির শাপজনিত দুঃখের কারণ তাঁহাকে অবশ্যই করিয়াছিলেন। এই অন্তরঙ্গিতার ফলে তাঁহার অন্তরাত্মা মুহূর্তমধ্যে হওয়ায় তাঁহার পূর্ণ সৌখ্যও নষ্ট হইল। এই জন্যই তিনি কখনও দুঃখ কখনও সুখী হইয়া এজগতে একটা আকস্মিক বিভিন্নের ভাব দেখান।২৭-২৯

আমি পুত্রদের সহিত মিলিত হইবার জন্যই এখানে আসিয়াছি; এইরূপ উপায় পাইবার পরও তুমি আমায় ফিরাইয়া দিতেছ; তুমি যেমন

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সর্ব এবৈনং পূজাঃ চক্রুর্নরাস্তদা।
ন চ তত্রাস্তরাত্মানং সর্বাবাধাবিভূষয়ঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি যযাতিচরিতপর্বণি মার্গকোপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৩

আমার সহিত সম্বন্ধপূর্ব আমার ভগিনের, সম্পত্তিও সৌভাগ্যই বটে।৫০

সুতরাং ইনি 'আমার ভার্যা' এইরূপ মানিয়া পুরুষের কখনই ইহাঁর উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়। নারী পুরুষকে হরিলে আর পতির সেবায় মনোযোগ দেয় না।৫১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন মন্ত্রপালের ঐ কথা শুনিয়া পুরুষগণ সকলেই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইল এবং মন্ত্রপালও নিজপুরুষগণকে আশ্বাস দিতে উদ্যত হইলেন।৫২

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতা মহাভারতের অধিপর্বাধ্যায়ে যযাতিচরিতপর্বে মার্গকোপাখ্যানবিষয়ে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের চ ইন্দ্রস্থ বর্ণনম্, অগ্নিদেবতাপ্রার্থনয়া প্রাপ্ত খাণ্ডবস্থে শ্রীকৃষ্ণস্থ অর্জুনস্থ ময়দানবস্থ চ কৃষ্ণত্রাণপ্রবেশশ্চ।]

মন্ত্রপাল উবাচ।

মুক্তাকলাপবর্ণার্থং বিজ্ঞপ্তো ভগবান্ ময়া।
অগ্নিমা চ ত্বয়েত্যেবং প্রতিজ্ঞাতং মহাত্মনা ॥১

অন্যৈর্দত্তবরাজ্ঞায় মানুষৈর্ধর্মতাশ্চ যৎ।
তত্রাশ্চ পরং যৌষ্মাং পূর্বং নাধিগতং ভয়ম্ ॥২

ন সন্ত্রাসো হি যঃ কার্যঃ পুরুষৈ ভবিভির্ময়ি।
তমেবং বেদ হ্যাত্মানমপি ত্রস্তং হরিষ্যতি যৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাসিতান্ পূজান্ ভার্যাহারেণ স দ্বিজঃ।
মন্ত্রপালস্ততো যোদ্ধুমুদ্যতঃ সেনয়া বৃতঃ ॥৪

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ইন্দ্রের বরদান, এবং অগ্নিদেবের অনুমতি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ময়দানবের খাণ্ডবদাহে একত্রে উদ্যমকরণ।]

মন্ত্রপাল বলিলেন,—অগ্নি! বাস্তু হইতে তোমাদের মুক্তির জন্য আমি অগ্নিদেবের নিকট পূর্বেই প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং মহাত্মা অগ্নিদেব আমাকে তোমাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন।১

অগ্নির প্রতিশ্রুতি তোমাদের মারিয়া ফেলিবে এবং তোমাদের স্ত্রিদের প্রভৃত পরিমাণ ধন চিন্তা করিয়াই আমি পূর্বে তোমাদের নিকট আসি নাই।২

পুরুষগণ! তোমরা আমার প্রতি আশঙ্কা করিয়া দুঃখ করিও না; তোমরা সকলেই অগ্নি,—ইহা অগ্নিদেবও জানিবেন, কেন না, তোমাদের সকলেরই মনোমধ্যে (অন্তরে পরোক্ষে) জ্ঞানও আছে।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে পুরুষদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া মন্ত্রপাল পত্নী ও পুরুষদের সহিত সেই বেশ পরিত্যাগ করিয়া সেনাদলের চলিয়া গেলেন।৪

ভগবানপি বিপ্রাগ্র্যঃ প্রহিতঃ পাণ্ডবং তদা।
প্রযযৌ সহ কৃষ্ণাভ্যাং ধনদস্য দিশং প্রতি ॥৫
সহস্রযোজনোত্থাঃ কৃষ্ণাস্তত্র পীতা চ পাবকাঃ।
তস্মাদ্ গন্ধবতীং কৃষ্ণিং সর্বকামদুঘাং গবাম্ ॥৬
তত্রোৎসৃজ্যাধিকাম্ তস্মাদনড়ৌঘ্যং পুরস্কৃতা।
রুদ্রমুপৈর্বৃতঃ পার্থঃ কেশবঃ সেবকৈরপি ॥৭
কৃত্বা যুদ্ধায় কর্মাণ্যমরৈরপি দুষ্করম্।
বরং বৃণীষ্ব ভূতোঽস্মি ত্বমিতি পুরুষেষিবে ॥৮
পার্থস্তু বরয়ামাস শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি সর্বশঃ।
প্রযাতুং তত্র পত্নস্তু তস্মৈ চক্রে মহাস্ত্রবিঃ ॥৯
তদা প্রহৃষ্টো ভগবান্ মহাদেবো ত্রিবিষ্টপম্।
তস্য যুদ্ধায় প্রাদাত্মি পাশুপাস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥১০

অবধেষ চ তং কালং বেৎস্যামি তুরগমম।
তপসা ত্বদ্ভা চাপি দাস্যামি তবতোঽপ্যহম্ ॥১১
আগ্নেয়ানি চ সর্বাণি বায়ব্যানি চ সর্বশঃ।
বরুণানি চ সর্বাণি ঐরীকাণি ধনঞ্জয় ॥১২
বায়ুদেবোঽপি তপ্রাহ প্রীতিং পার্থেন পাবকীম্।
বলে গুরুপতিত্বেন বরা কৃষ্ণায় দীয়তে ॥১৩
এবং দত্ত্বা বরং তস্মাৎ সহ দেবৈর্মরুৎপতিঃ।
হুতাশনমুপাগম্য তস্থাবে ত্রিদিবং প্রভু ॥১৪
পাবকস্তু তদা ধীমান্ দত্ত্বা গাণ্ডীবপক্ষিণম্।
অক্ষয়ৌ চ তৃণৌ চ বিধায় তুতর্পিতঃ ॥১৫
জগ্মুঃ যাংসানি পীত্বা চ হেলয়ঃ কৃষ্ণিবাসিনঃ চ।
যুক্তঃ পবনয়া প্রীত্যা তামুবাচাচ্যুতার্জুনৌ ॥১৬

ভগবান্ অগ্নিদেবও প্রীতিপূর্ণ ও মধুর্ণের সহায়তায় তাহাকে বিশের তত্ত্ব সমস্ত যাতুধানকে সহ তাহার অভীষ্ট প্রাপ্তিযোগ্য বলা ও স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ পাশ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন; অনন্তর তিনি তৃপ্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বর দিলেন ।৫-১৬

তখন ভগবান্ পুরন্দর সমস্তরূপে পরিবৃত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং কেশব ও পার্থকে এই কথা বলিলেন ।১৭

তোমরা উভয়ে দেবগণেরও পক্ষে দুষ্কর এই কর্ম সম্পাদন করিয়াছ, এজন্য আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ পক্ষে দুর্লভ এমন অভিলষিত বর তোমরা প্রার্থনা কর ।১৮

তখন পুরাতনপুরুষ অর্জুন শক্রের (ইন্দ্রের) নিকট সমস্ত অস্ত্র লাভের প্রার্থনা করিলেন। মহাতেজস্বী ইন্দ্র বিমুক্তকাল অনন্তর তাহা দিতে স্বীকার করিলেন ।১৯

হে পাণ্ডুনন্দন! যখন ভগবান্ মহাদেব তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমস্তপ্রকার অস্ত্র লাভ করাইব ।১০

হে কুরুনন্দন। আমি সেই সময় তবে আসিবে উহা জানি এবং তোমার কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া আমি তোমাকে সর্বপ্রকার অস্ত্র দিব ।১১

হে বসুধর! তুমি আমার নিকট হইতে সম্পূর্ণ আগ্নেয়, বায়ব্য এবং বরুণ সকল অস্ত্র গ্রহণ করিবে ।১২

ভগবান্ বায়ুদেব ইন্দ্রের নিকট বর চাহিলেন যে, "অর্জুনের সহিত আমার পাণ্ডবী প্রীতি হউক" পুরন্দরিত পবন বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণকে সেই বর দিলেন ।১৩

এইরূপে উভয়ের উদ্দেশ্যে যে প্রদান করত অগ্নিদেবের অনুমতি লইয়া দেবগণের সহিত ইন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেন ।১৪

অগ্নিও পরম দিব্য পর্যন্ত সেই যাতুধানকে ভূত ও পক্ষিগণের সহিত বধ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করত তথা হইতে বিরত হইলেন ।১৫

তীব্রগতিসম্পন্ন বায়ু আসিয়া এবং সেই ও রক্ষ পান করিয়া অগ্নিদেব পরম তৃপ্তি লাভ করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন ।১৬

যুবয়োঃ পুত্রয়োরাত্মা তপিতোঽয়মি যথাবিধি।
অনুজানামি বাং বীরৌ ইতঃ যত্র বাঞ্ছিতম্ ॥১৭

এবং তৌ সমনুজ্ঞাতৌ পাবকেন মহাত্মনা।
অর্জুনো বাসুদেবশ্চ জগ্মতুঃ যত্রকামতঃ ॥১৮

হে পাবক! তোমরা উভয়েই পুত্রবয়, তোমাদের আত্মাদ্বারা আমি অগ্নাধানে যাগযজ্ঞ করিয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছি; এখন আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা দুই বীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে বিচরণ কর ॥১৭

পরিক্রম্য ততঃ সর্বে হুতাশমপি সত্বরম্।
যত্রেষ্টং জগ্মুরেবাশু পরিতাঃ সমুপাদিশন্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৩

হে ভারতর্ষভ! মহাত্মা অগ্নিদেব অনুমতি দান করিলে তাঁহারা, অর্জুন ও বাসুদেব—এই তিন জন তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত যথেষ্ট বনুবানীর তীরে প্রস্থানে উপদেশদান করিলেন ॥১৮-১৯

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত সম্ভবপর্বমধ্যে
খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায় ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেদান্তরত্নকর্তৃক ও পণ্ডিতপ্রবর-
শ্রীনিবারণচন্দ্রপ্রজ্ঞাভূষণকর্তৃক মহাভারতানুবাদে সংশোধিত-

আদিপর্ব সমাপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত—

আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীভূতেশচন্দ্রতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

সভাপর্ব্ব।

শ্রীঃ।

শ্রীমদ্বেদব্যাস নমঃ

শ্রীবৈশম্পায়ন নমঃ

মহাভারতম্

সভাপর্ব্ব

(সভাক্রিয়াপর্ব্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানুশাসনেন যদুবংশস্য সভাকল্পস্থাননির্ণয়ঃ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোপবিষ্টমাসীনং পার্থং বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা পৃচ্ছতি স্ম পুনঃ পুনঃ ॥২

নর উবাচ।

ভগবন্ কৃষ্ণ দুষ্প্রাপ্যং পাণ্ডবানাং বিশেষতঃ।
যদা ত্রৈলোক্যমপি তৈস্তেজসা তে বিনির্জিতম্ ॥৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কৃষ্ণস্যেব যদা সর্ব্বং ভবতি পুত্র যাদবাঃ।
শ্রীরিত্যুক্ত্বা তব যে বিদুঃ শ্রীবৎসো যস্য তে ॥৪

নর উবাচ।

পুরুষর্ষভ যদি বিদ্যো যদাহং পুরুষর্ষভ।
শ্রীবিপর্য্যয়জং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি তাবকম্ ॥৫

অহং হি বিজয়ী লোকে ত্বয়া সখ্যেন রক্ষিতঃ।
নোদ্বহে তৈ ভয়ং কৃষ্ণ ত্রিষু লোকেষু কেশব ॥৬

(ভবদ্ভাবাৎ পুরা পার্থ প্রাপ্তা হি ময়া কৃষ্ণা।
দহ্যমানে সুতবনে লোকপালাদি সংক্ষয়ে ॥
উদ্ধারাদি চ বহ্নেশ্চ সহায়ত্বে বিশেষতঃ।
বিচিত্রাণি চ কর্ম্মাণি বয়ঃ কাঙ্ক্ষন্তি পুষ্কলা ॥
এবমাদি বিশালানি সাষ্টপ্রাকারতোরণৈঃ।
ভবনানি চ দৃশ্যানি বিচিত্রাণি সহস্রশঃ ॥

সভাপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যাদবগণ কর্ত্তৃক সভাভবনের স্থান নির্ণয়।]

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়নাম পাঠ করিবে। (অর্জ্জুনই ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহার বিভাবসু মহর্ষিই অর্জ্জুন, ভগবানের লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং ভগবল্লীলা সংকলনকারী ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়নাম পাঠ করিবে। তত্ত্ব সম্বন্ধে অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত আর্ষগ্রন্থকে বুঝায়)।১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ কৃষ্ণাজিনে বসিয়া বাসুদেবের সন্নিধানে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনের সংবাদ ও পূজা করিয়া অনুরাগের সহিত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ঃ।

নরনারায় কহিলেন,—হে কৌরব। আপনি ক্রোধাবিষ্ট কৃষ্ণ এবং যদুবংশের সমাজন হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন আপনার কি প্রত্যুপকার করিব ?৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহাত্মন্। তোমার (এই কৃষ্ণভাবের) সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক। এখন আমাদের প্রস্থান কর। তুমি আমার প্রতি সদয় সন্তুষ্ট থাকিও। আমিও তোমার প্রতি সদয় শ্রীযুক্ত রহিলাম।৪

নর কহিলেন,—হে বিভো। হে পুরুষর্ষভ। আপনি যদি আমার আত্মস্বরূপ উপযুক্ত কথাই বলিলেন।

বিনাশি যমসাদনি মুখমূলানি বৈ কুরুন্।
একং কৃত্বা তথা সর্বং তথাশিষ্যামি লাঙ্গল।)

অর্জুন উবাচ।

প্রাণাস্তস্তাং বিমুঞ্চন্ত ভবান্যাস্তব সকলে যথা।
এবং গচ্ছত ন সন্দেহো বিদ্যতে কিঞ্চিদ্ যথা ॥৭
ন চাপি তব সন্দেহো মোক্ষয়িষ্যামি নাশয়ন্।
কুরূণাঞ্চ প্রিয়ার্থং বিদ্ধি তথা প্রতিকৃতং ময়ি ॥৮
তোদিতো যাদবেন্দ্রস্তু মধুনা তথ্যবাদিনা।
মুহূর্তমিব সন্ধ্যায়ৌ কিমর্থং তোদয়ন্তি মাম্ ॥৯

ততো বিচিন্ত্য ভগবান্ লোকনাথঃ প্রজাপতিঃ।
তোদয়ামাস তং কৃষ্ণং সত্যং বৈ প্রিয়কাম্যয়া ॥১০
যদি তং মন্যসে কার্যমপি প্রিয়ং শিষ্যস্য বৈ বিভো।
বর্ষয়াদ্য বৈতসেন বারুণীমিহ মণ্ডলে ॥১১

যাং কৃত্বা বারুণীমুর্বীং যাদবাঃ (এব) বিস্মিতাঃ।
মনুষ্যলোকে সকলে তাদৃশীং কুরু বৈ সভাম্ ॥১২

অত্র বিশ্বাবসিপ্রাণান্ পঞ্চস্থান হি কৃতাত্মনঃ।
আহরান্ বারুণাদ্যৈস্তে সভাং তাং কুরু বৈ বর ॥১৩

কিছু যে তাহাও। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রীতিপূর্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি ॥৬

যে পাণ্ডবগণ। আমি যাদবকুলের বিনাশার্থ, এবং নিজেরও মরণার্থ। অতএব সেই আমি আপনার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া আপনার উপদেশে কিছু কার্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৭

(যে পৃথানন্দন। পূর্বকালে লবণসিন্ধুর মধ্যে প্রাসাদ আমি নির্মাণ করিয়াছি। সুখ ও ভোগসাধনসম্পন্ন অনেক প্রকার রমণীয় উদ্যান এবং বিবিধ সুন্দর সরোবর, বিচিত্র অন্নপান, ইচ্ছানুসারে গমন করার উপযোগী রথ, বড় বড় ভোজ্যের সহিত বিশাল নগর, হাজার হাজার বিচিত্র ও শ্রেষ্ঠ যান, সেইরূপ অনেক ও সুখদায়ক বহু সুরক্ষা আমি নির্মাণ করিয়াছি। অতএব হে অর্জুন। আমি আপনাদের জন্য কিছু নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।)

অর্জুন কহিলেন,—হে দয়াসুত। তুমি আমার দ্বারা আমার ভ্রাতা হইতে কৃপা পাইয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ এবং এজন্য আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এ অবস্থায় তোমার দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই ॥৭

হে দানব। তোমার সকল কার্য করার ইচ্ছাও আমি করি না, অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল ॥৮

হে যাদবেন্দ্র। তখন সেই সত্যবাদী দানব কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য করার আগ্রহান্বিত হইয়া বাসুদেবকে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগ্রহাতিশয় অবলোকন করিয়া আমোদ বিস্তারের নিমিত্ত ঐহাকে কোন্ কার্য করার কথা বলা যায়' ইহাই মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়াছিলেন ॥৯

তাহার পর প্রজাপালক লোকনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে শিল্পকর্মিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মন্। যদি তুমি নিতান্তই আমার কিছু প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বর্ষাকাল বৃষ্টিজলের সহিত পরামর্শ করিয়া যেরূপ করিলে ভাল হয় সেইরূপ এক সভা নির্মাণ কর ॥১০-১১

এই সভা এইরূপে নির্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ সভা বিলোকন করিয়াও যেন অনুকরণ করিতে না পারে এবং যাহা দেখিয়া মনুষ্যলোকে সকলে যেন বিস্মিত হয় ॥১২

যে বর। তুমি এইরূপ সভা নির্মাণ কর, যাহাতে তোমার দ্বারা নির্মিত ঐ সভায় রেবতী, বারুণী ও অনুচরগণের নিত্যনিযুক্তার সকল বিহর্দন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিপূজ্য তু তৎবাক্যং পদ্মপত্রেক্ষণো বভৌ।
বিবাসপ্রতিমঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবস্য গৃহাৎ সভাম্ ॥১৪
তত্র কৃষ্ণস্য পার্শ্বস্থ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্বেষাং সমবেতানাং ধর্মযাদদুর্ধরম্ ॥১৫
তাঁশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ পূজ্যান্ যথার্হমভ্যবোধয়ৎ তদা।
স তু তান্ প্রতিসম্প্রাপ্তান্ সর্বান্ সংকৃত্য ভারত ॥১৬
স পূর্বেদ্যুরভিপ্রেতঃ তদা তত্র বিশাম্পতে।
তথাব্যাদদ যৈরেকঃ পাণ্ডুপুত্রেষু ভারত ॥১৭
স কালং ক্ষত্রিয়াবাসে বিবর্ধন্ বিচিত্য তু।
সভায়াং প্রারভত্তেষু কর্তুং পাণ্ডবনন্দনঃ ॥১৮

অভিপ্রায়েণ পার্থানাং বৃষ্ণীনাং চ মহাত্মনাম্।
পুণ্যাহমৃষি আচখ্যৌ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥১৯
তপয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ পায়সেন সহস্রশঃ।
অন্নং বহুবিধং রত্নং ভোজ্যং চ বীর্যবান্ ॥২০
সর্বর্তুগুণসম্পন্নাং দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
ধনধান্যসমাকীর্ণাং তাং মাপয়ামাস সর্বতঃ ॥২১

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সভাপর্বণি সভাক্রিয়াপর্বণি সভাস্থানির্মাণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অনুরোধ শ্রবণ করত মহাত্মা অর্জুনের আহ্লাদের সীমা রহিল না। যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিশ্বকর্মনির্মিত এক সুন্দর সভা নির্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন।১৪

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া মহাশয়কে দেখাইলেন।১৫

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন মহাত্মাদের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। যে আসিল। যত তাঁহারা সমুচিত সম্ভাষণ ও যত্নের পূজা গ্রহণ করিলেন।১৬

হে বিশাম্পতে। তাহার। তৈরাহ্ণ যে তখন তথায় পাণ্ডুপুত্রদিগের নিমিত্ত যাবতীয় বিচিত্র ঐশ্বর্য আহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।১৭

সেখানে বিশ্রাম করিয়া অবসর হইয়া তৈরাহ্ণিদের বিশ্বকর্মা মহাত্মা বিশেষরূপে চিন্তা করত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সভাভবন নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।১৮

অনন্তর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে এক পুণ্যাহের মঙ্গলানুষ্ঠান এবং অভিমন্ত্রণ করিয়া মহাতেজস্বী ও পরাক্রমী যত পায়স ও বহুবিধ অন্ন দ্বারা সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করত সর্বঋতুগুণসম্পন্ন দিব্যরূপবান্ মনোহর সভাস্থলীর চতুর্দিকের পরিসর ধন সহস্র হস্ত পরিমাণ বাস করিয়া লইলেন।১৯-২১

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত সভাক্রিয়াপর্ব সভাস্থানির্মাণ প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাযাত্রা।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঊষিত্বা পাণ্ডবগ্রামে সুখমব্যাঃ জনার্দনঃ।
পার্থৈঃ প্রীতিসমাযুক্তঃ সুভদ্রাং দ্রৌপদীসুতান্ ॥১

পরিষ্বজ্য চ সঙ্গম্য পিতৃস্বসৃসমাগমঃ।
বর্ষাত্রমবাযাত্রা পৃথাঞ্চ পৃথুলোচনঃ ॥২

বন্দ্যে চরণৌ মূর্ধা অনন্তস্যাঃ পিতৃষ্বসুঃ।
ন তয়া মূর্ধ্নুপাঘ্রাতঃ পাণ্ডবশ্চক্রে কেশবঃ ॥৩

দর্শনিত্বং হৃষ্টে ঊষিত্বাং যাং মহাযশাঃ।
আযুষ্মত্যা সুবীরেণ শ্রীত্যা বাল্যসখস্য চ ॥৪

অর্থং তস্যাঃ বিধিং যাত্বা লঘু দুষ্কৃতমুদ্ধবম্।
উবাচ তনয়াং তস্যাঃ সুভদ্রাং কমলেক্ষণাম্ ॥৫

তথা যজ্ঞসেনীমি আদিত্যো ব্রহ্মনামি চ।
সম্পূজিতশ্চকারাশ্যকৃষ্ণিরা চাভিবাদিতঃ ॥৬

তামনুজ্ঞায় ধর্মেণ প্রতিনন্দ্য চ ভামিনীম্।
দর্শনিত্বং কৃষ্ণাং যৌঘ্যং চাপি জনার্দনঃ ॥৭

যযৌ চ যথান্যায়ং যৌঘ্যঃ পুরুষসত্তমঃ।
দ্রৌপদীং সান্ত্বয়িত্বা চ আমন্ত্র্য চ জনার্দনঃ ॥৮

প্রাদুরভূদ্রথং দিব্যং পার্থেন দয়িতো সখী।
শ্যামৈঃ পতত্রিভিঃ যুক্তো মনঃ পক্ষ ইবাশুগৈঃ ॥৯

যস্মাত্তদাদদে যোগ্যানি কর্মাণি পুরুষর্ষভঃ।
কর্তুকামঃ শুচির্ভূত্বা প্রাযাদ্ দহনপ্রভঃ ॥১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

(শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুহৃদ্গণ ভগবান্ বাসুদেব প্রীতিযুক্ত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিপূজিত হইয়া পাণ্ডবগ্রামে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।১

পরিশেষে পিতৃস্বসার সমাগমে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অনন্তর গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। অনন্তর বিশালনেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ষীয়সী পৃথিবী ও কুন্তীদেবীকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্বারকায় যাত্রার পরামর্শ করিলেন।২

অনন্তর ভগবান্ কেশব বীর পিতৃস্বসা পৃথাদেবীর চরণযুগলে নিজ মস্তক বন্দনা করিলেন এবং পৃথাদেবীও মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক তাঁহাকে আশিস্ করিলেন।৩

অনন্তর পর মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ বীর ভগিনী সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবান্ হৃষীকেশ শ্রীতির সহিত বাল্যসখীর ন্যায় হইয়াছিলেন।৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্থযুক্ত, ধর্মযুক্ত, হিতকর, অন্যান্যবিশিষ্ট, অবিরোধ এবং মৃদুমধুর বাক্যে কল্যাণময়ী ভদ্রাকে নিজের বক্তব্য অভিপ্রায়ানুরূপ বলিলেন।৫

সুভদ্রাও তাঁহাকে জননী যজ্ঞসেনী এবং ব্রহ্মনী ধৌম্যকে বিধানানুযায়ী যথাযোগ্য শুশ্রূষা করিয়া বার বার মস্তক দ্বারা তাঁহার অভিবাদন ও পূজা করিলেন।৬

ভামিনী সুভদ্রাকে অনুমতি ও ধর্মিণী কৃষ্ণাকে প্রতিনন্দিত করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া অনন্তর দ্রৌপদী ও ধৌম্যমুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দনা করিলেন এবং দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুনের সহিত তথা হইতে দুর্যিষ্ঠিরাদি অন্যান্যপাণ্ডবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন বিধাতা ও জগদাত্মা ভগবান্ বাসুদেব পদ্মযুক্ত পাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণপরিবৃত অমরেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৮-৯

অনন্তর পরন্তপ শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার জন্য স্নানান্তে শুচি হইয়া অনলের ধারণ করিলেন।১০

অর্চয়ামাস দেবাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ বসুপূরুকঃ।
মাল্যলাজাক্ষতৈর্গন্ধৈস্তৈস্তৈরুচ্চাবচৈরপি ॥১১
স তুষ্টা সর্বকার্যাণি প্রজহে ভগবান্ হরঃ।
উপেত্য স বভূবোষ্ঠো বাহুকস্য বিনির্গতঃ ॥১২
বভিবাচার্যমৃত্বিগ্ভিঃ সবিপাত্রকলাক্ষতৈঃ।
যদু প্রবার ৬ ওক্ষ ঐক্ষবিপ্রবরাদনু ॥১৩
তাভ্যাং তথেতি তদ্বাক্যং তার্ক্ষ্যকৃষ্ণমহাত্মভ্যম্।
প্রাঞ্জলিপাণিভ্যাং তাভ্যাং বৈবাহিকং শুভম্ ॥১৪
তিথাবনন্তর বক্ষত্রে মুহূর্তে চ গুণান্বিতে।
প্রথমে পুণ্যযোগাঢ্যে বৈধসূত্রবিধানতঃ ॥১৫
অথাক্রোহ্য চলোনেঃ প্রেষ্য বাক্য মুবিষ্ঠিরঃ।
অপাস্য চাস্য বস্ত্রাণি বাহুকং বস্ত্রসংবৃতম্ ॥১৬

অভীষুং সপ্তশতপ্রাস রথং কুরুপতিস্তদা।
উপারুহদ্ধর্মসুতস্তানি চাস্যবিজনং সিতম্ ॥১৭

ভগবন্তং মুহুর্যাতুস্তিস্রোবাস প্রদক্ষিণম্।
তথৈব ভীমসেনোঽপি যবাত্যাং পরিতো বলী ॥১৮

পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ কৃষ্ণদ্রুপদৌরজনৌ সহ।
(ভক্ত শতসহস্রাণি বিদ্যাদাস্যোপশোভিতম্।
বৈদূর্যমণিদণ্ডঞ্চ চন্দ্রৌকবিমুখেবতম্।
যযৌ তদা ভীমসেনঃ যুধ্যন্ বৈ ধনঞ্জয়ম্।
উপারুহ্য রথং শৈঘ্রং চাস্যবাজনং সিতম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পৃষ্ঠমাযো ভযার্দিতম্।)

ন তথা ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং কেশবঃ পরবীরহা ॥১৯

পরে বহুমূল্য মৌক্তিক পুষ্পমালা, জল, লাজ ও অক্ষত এবং চন্দনাদি নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন।১১

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বহুধন-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে তত্তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাপন করিয়া পরম সন্তোষে বহির্দেশে বিনির্গত হইলেন।১২

বভিবাচক ব্রাহ্মণগণ ঋত্বিগ্গণ, জল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদিগকে যথাযোগ্যপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন।১৩

পরে অত্যল্পই বিলম্বযুক্ত মুহূর্তে বৈধ ও পুণ্যপ্রদায়ক অযুত যোগ যাহে সেই শুভসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদু, চক্র, অগ্নি, পার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গস্থ পবিত্র পঞ্চকুলের মাঙ্গল্যবেশধারী ব্রাহ্মণগণ শুভ ক্ষণে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন।১৪-১৫

এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সাবধিমধ্যে রথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাহাদের উপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন।১৬

কুরুপতি যুধিষ্ঠির তখন রথে আরোহণ করিয়া অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জুনও সেই রথে আরোহণ করিয়া অবশিষ্ট বিরাজিত শ্বেতচামর ব্যজন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রবেশ করিলেন।

সেইরূপ নকুল ও সহদেবও সহিত মহাবল ভীমসেনও রথিন্ এবং পূর্বোল্লিখিত সমস্তিব্যাহারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন।

(ভীমসেন যেখে অগ্রবর্তী হইয়া পার্শ্ববর্তীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরে বিদ্যাদাস্যোপশোভিত শত-সহস্রসংখ্যক বৈদূর্যমণিদণ্ডবিশিষ্ট চন্দ্রকুল ও পর্ণ-বিমুখিত হয়ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। নকুল এবং সহদেব তাহারাদি রথে আরোহণ করিয়া শ্বেত চামর ও শ্বেত ব্যজন ভগবান্কে বীজাইতে লাগিলেন।)

শত্রুদলনকারী সেই বাসুদেব যাদবেরাও সহিত

অথাহরচ্চ গুরুতে শিরোবিব্ধ তক্ষকঃ শ্রিয়ৈঃ।
পার্থদায়ত্ত্য যোবিন্দঃ পরিবত্য দুরীক্ষিতম্ ॥২০
যুধিষ্ঠিরে পুরুষিয়া তীক্ষ্ণেনঃ ধর্মো তথা।
পরিষ্বজো ভূশং তৈস্ত যথাবাহ্যাভ্যধিষ্ঠিতঃ ॥২১
যোহন্যার্থমথো যথা কৃষ্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
যুধিষ্ঠিরং সমাসাদ্য নিবর্ত্তেতি তাবত ॥২২
ততোঽথভিমাত্ত যোবিন্দঃ পার্থো ভক্ত্যা ধর্মবিৎ।
উবাচ ধর্মরাজস্ত যুধিষ্ঠিরায় কেশবম্ ॥২৩
পাণ্ডবো বাসুদেবস্তং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
পশ্য চাস্মিন্মুহূর্তাপ্তা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪
ততস্তেন কবিঃ কৃষ্ণা যথাবদনুপূর্বশঃ।
নিবর্ত্ত্য চ তথা কৃষ্ণাং পাণ্ডবান্ সমযাদনুম্ ॥২৫

যাং পুরীঃ প্রথমো গুরুতো যথা সমাদায়মাবতীম্
লোকৈরনুভবুত্তে যথাবৃষ্টিপথং তথা ॥২৬
মনোভিমুক্তবুত্তে কৃষ্ণং শ্রীতিসমন্বয়াৎ।
অনুত্তমবলাস্তেব যোগঃ কেশবর্শনে ॥২৭
কিংপ্রস্তর্পরে যৌবিন্দমুখা প্রিয়দর্শনা।
অকামা এব পার্থায় যোবিন্দগতমানসঃ ॥২৮
নিষ্ক্রোপযযুস্তূর্ণং বং পুরং পুরুষর্ষভঃ।
তমবনাথ কৃষ্ণোঽপি ভবিতঃ যাবযাযযৌ ॥২৯
সাত্যকেন চ বীরেণ পৃষ্ঠতো যাহিনা তথা।
ভোজেন চ সুতেন যহিতো দেবকীসুতঃ।
স যত্তো যাবকাং বিষ্ণুর্গরুত্মানিব কেশবান্ ॥৩০

আনুসরণপূর্বক অনুসরণ করেন। প্রত্যভিবাদনপূর্বক গুরুর ন্যায় সেবা পাইবার অধিকারী হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অর্জুনের মন ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথিত অর্জুনকে ভগবান্ শ্রীযোবিন্দ আশ্বাস করিয়া মনে আনিয়া করিলেন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবকে যথোচিত পূজা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।১৭-২১

যে অনন্ত। অনন্তর পরমবিদ্বান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস করত 'প্রতিনিবৃত্ত হউন' এই কথা বলিলেন।২২

অনন্তর পরবিদ্ যোবিন্দ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলেন এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহাদের দেখিতে পান হইতে উপবিষ্ট করিয়া তাঁহার সম্মুখে আত্মাপূর্বক 'যাও' বলিয়া সকলকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন।২৩-২৪

তৎপর ভগবান্ মধুসূদন পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত অভিপ্রায় যাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রত্যভিবাদনপূর্বক অনুসরণের ন্যায় দ্বারকাতে প্রতিগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নয়ন দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।২৫-২৬

শ্রীনিবাস কেবল তাঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইলেও মহাত্মাদিগের শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন যোবিন্দগতচিত্ত পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন।২৭-২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজ পুরে পুনঃ গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য যাদব দ্বারকায় গমন করিলেন।২৯

তখন দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুগামী মহাবীর সাত্যকি এবং সাম্বাদি যাদবগণের সহিত

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিসৃজ্য তদ্ধনং সর্বং ভ্রাতৃভিস্তৈস্তদা।
তৎপরিহৃতো রাজা প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥৩১
বিসৃজ্য তত্রত্যং সর্বান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রাংশ্চ সর্বশঃ।
মুক্তেন পুরুষব্যাঘ্রো দ্রৌপদ্যা সহিতো নৃপ ॥৩২
কেশবোঽপি তদা মুক্তঃ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্।
পূজ্যমানো মহাশ্রৌটৈরনেকৈর্মধুবৃষ্ণিভিঃ ॥৩৩
আহূতশ্চ পিতৃঃ মুক্তঃ মাতৃশ্চ দয়িতোঽভবৎ।
অভিবাদ্য ততঃ কৃষ্ণা পিতুঃ কমললোচনা ॥৩৪
প্রদ্যুম্নশাম্বনিশঠচারুদেষ্ণাংশ্চ সর্বশঃ।
অভিবাদ্য তথা কৃষ্ণা পরিষ্বজ্য তথার্ভবম্ ॥৩৫
ন দুষ্টৈকান্তমাগচ্ছা চিন্তয়ন্তী তথা স্বয়ম্ ॥৩৬
অন্তরাদপি চ প্রাপ্তাঃ সর্বস্তদ্বিকৃতিং বিদুঃ।
বিদিত্বা চ তদা সর্বে সর্বতস্তাং সমাদদুঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি মহাপ্রস্থানপর্বণি দ্রৌপদীমোক্ষণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

বেগবান্ গজস্কন্ধে তাঁহার সহিত নগর দ্বারকাপুরে অনুপস্থিত হইলেন ॥৩০

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তথা হইতে বিদায় হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মুক্তপুরুষে সহিত দ্রৌপদী সহ পরম শ্রেষ্ঠ পুরে প্রবেশ করিলেন ॥৩১

হে নৃপ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ঐ ধর্মরাজ তখন ভ্রাতৃ, পুত্র, সুহৃদ্ সকলকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন ॥৩২

এদিকে ভগবান্ কেশবও উগ্রসেন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যাদবগণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে উহার পুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ॥৩৩

বয়োবৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেন, বৃদ্ধ পিতা বসুদেব এবং মমতাময়ী মাতা দেবকীকে অভিবাদন করিয়া পরে বলরামকে অভিবাদন করিলেন ॥৩৪

তাহার পর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া সুভদ্রাকে অগ্রবর্তী করিয়া পূর্বক দ্রৌপদীর ভবনে সত্বর গমন করিলেন ॥৩৫

এদিকে মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট বিধিপূর্বক সকল সংবাদ বিজ্ঞাপিত মহাভবন নির্মাণের কল্পনা করিলেন ॥৩৬

শ্রীবেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বান্তর্গত মহাপ্রস্থানপর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমনবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজ জনমেজয়ানুরোধে যথা-শ্রুত প্রকাশ, ভগ্ন দ্রব্যসকলনির্দেশক।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথান্তরীক্ষাৎ পার্থস্য মুনেঃ শ্রুতবতো বচঃ।

আপৃচ্ছ্য বাং গমিষ্যামি পুনরেষ্যামি চাশ্রমম্ ॥১

তৃতীয় অধ্যায়।

[মহাত্মাদের কর্তৃক শ্রীমান্ অর্জুনকে যথা ও শ্রুত প্রকাশ এবং মহাত্মাদের পুনর্বার সভা নির্মাণ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর মহাত্মাদের বিজয়ী শ্রীমান্ অর্জুনকে বলিলেন,—

(বিষ্ণুরাতং বিদুঃ সোমকৃতং পার্থা বিদাং বর।
প্রাহুর্দিব্যা বিষ্ণুরাতং তব প্রীত্যাভিবিষ্ণিতম্।
পাণ্ডবানাং চ সর্বেষাং কীর্তিষ্যতি ধনঞ্জয়ঃ।)

উত্তরেণ তু কৈলাসং বৈদ্যুতঃ পর্বতঃ স্মৃতঃ।
বিষ্ণুযশেন পুত্রা যাবদ্বৈ যত্র কৃতম্ ॥২

চিত্রং তদ্ধি বরং তাতঃ যত্র বিষ্ণুযশাঃ স্মৃতঃ।
সমাগতং সমাসাদ্য ধনাদীন্ দ্রুপদঃ ॥৩

আগমিষ্যতি তত্র ত্বং যদি তিষ্ঠসি ভারত।
তত্র সত্যং করিষ্যতি পাণ্ডবস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥৪

মনঃপ্রহ্লাদিনীং চিত্রাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্।
অস্তি বিষ্ণুযশাস্তত্র হয়ঃ চ কুরুসত্তম ॥৫

বিধিনা ভারতাগ্র্যেণ যজ্ঞো যত্র ততো বিভুঃ।
তুর্বসুবিষ্ণুভিস্তিস্রো গুরী ভারতা কৃতঃ ॥৬

সা বৈ সপ্তসহস্রেণ পশ্চিমা পরিকল্পিতা।
অনুচক্রুশ্চ তীর্থেন পাণ্ডবাঃ তত্রতা যথা ॥৭

যজ্ঞশ্চ মহাশ্রেষ্ঠ দেবেন্দ্রঃ তুষোষয়ৎ।
অর্থবেদং প্রণম্যাহ তত্রত নাত্র সংশয়ঃ ॥৮

ইত্যুক্ত্বা সোহহরঃ পার্থঃ প্রাতীচীং দিশং গতঃ।
অথাভবেদ্ বৈদ্যুতাদ্বৈদ্যুতং পর্বতঃ প্রতি ॥৯

হিরণ্যপৃষ্ঠঃ সুমহান্ মহাদিব্যো ঽগিরঃ।
যত্র বিষ্ণুযশো নাম যত্র যাতঃ হরীশ্বরঃ ॥১০

আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া এখন বিদায় লইতেছি এবং আমি পুনরায় আসিব ॥১

(হে বৎসগণ। আপনারা এক হিরণ্যাক্ষে বিশ্রাম এবং দিবা সন্ধ্যা বিহার করিবে। সে সন্ধ্যা সমস্ত প্রাণিদিগের বিস্ময়কারী, আপনারা এবং সমস্ত পাণ্ডবদিগের প্রীতিবিবর্ধিনী হইবে।)

পূর্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে বৈদ্যুত-পর্বতের সন্নিধানে বালবৎস যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ বালবৎসে আমি বিষ্ণুযশোবন-সন্নিধানে বিচিত্র ও রমণীয় পর্বতের তাত আহরণ করিয়াছিলাম। সে অবসরে সত্যসন্ধ রাজা দ্রুপদও সত্যসমূহ উপস্থাপিত ছিল ॥২-৩

হে তাত। যদি এখানে তাহা বিলম্ব না হইয়া থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া আমি ফিরিয়া আসিব, তাহার পর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের বশবিনী এক সভা নির্মাণ করিব ॥৪

সে সভা মনঃপ্রহ্লাদিনী অতি বিচিত্রা সর্ব-রত্নবিভূষিতা হইবে। হে কুরুসত্তম! বিষ্ণুযশোবনে তাহার এক সখাও আছে ॥৫

যেহেতু আমি, বালবৎসে মহাশ্রেষ্ঠ সম্ভারে যজ্ঞ আহরণ করিয়া ঐ সখা রাজার হাতে দিয়াছিলাম। ঐ সখা পূর্বে বিষ্ণুসহ দ্বারা চিত্রিতা, খুব ভারী ও মহাপুরুষা ॥৬

সপ্তসহস্রসংখ্যক ঐ সখা সব সময়ে সখার সমান। এই পাণ্ডবেরা আপনার যেরূপ উপযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উক্ত সখাও তাহাদের উপযুক্ত হইবে ॥৭

যজ্ঞশ্রেষ্ঠসংস্তুত দেবরাজ নামক সুন্দর অগ্নিবিশিষ্ট এক মহাযজ্ঞের দ্বারা বিহিত করিয়াছে। আমি এই সমস্ত বস্তু আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥৮

অর্জুনকে এই কথা বলিয়া সেই মহাদ্যুতি পূর্বাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সে কৈলাসপর্বতের উত্তর বৈদ্যুত পর্বতের সন্নিধানে পৌঁছিল ॥৯

তথায় হিরণ্যপৃষ্ঠনামে মহাশৈলিয় এক বিশাল পর্বত আছে। সেইখানে রমণীয় বিষ্ণুযশোবন বিরাজ করিতেছে। যেখানে রাজা ভগীরথ ভাগীরথী গঙ্গার অবতরণকালে বহু বৎসরকাল যাগ করিয়াছিলেন।

ত্রষ্টুঃ জাতীশ্বরীঃ পশ্যানুযাস বহুলাঃ সমাঃ।
অত্রস্থৈঃ সর্বভূতানামীশ্বরেণ মহাত্মনা ॥১১

অথ তাঃ ক্রমশো মৃত্যাঃ পশ্যন্ ভগবতস্তদা।
অত্র মৃত্যা মথিষ্যান্তেঽত্যাক্ষাপি বিপ্রকাঃ ॥১২

সোমার্কা বিধিরত্রস্থ ন তু দৃষ্টাস্তদা কৃতাঃ।
অত্রস্থৈঃ ন পশ্যঃ সিদ্ধিং লক্ষ্মীকঃ, পতীপতিঃ ॥১৩

অত্র ভূতপতিঃ দৃষ্ট্বা সর্বান্ লোকান্ সনাতনঃ।
উপাসতে তিথিস্তত্রা বিদ্যো দৃষ্টৈঃ সংশ্রমঃ ॥১৪

নর-নারায়ণৌ ব্রহ্মা বরঃ স্বাম্ভুব পঞ্চমঃ।
উপাসতে অত্র সদা সহস্রযুগপর্যয়ম্ ॥১৫

ত্রষ্টুঃ বাসুদেবেন সৌম্যেনাদ্ভুতকর্মণা।
অত্রস্থানেন সততং বর্ষপ্রক্রিয়তে ॥১৬

সুবর্ণবালুকস্তত্র নদ্যাস্তস্যাস্তথাপরিক্রমণাঃ।
যত্নো অত্র সহস্রাণি প্রযুতানি চ ষোড়শ ॥১৭

অত্র গত্বা ন শোচন্তে গতাঃ পশ্যন্তি তাদৃশ।
স্বাহিতক সভাস্থঃ, বলাদীন্ সুরসত্তমঃ ॥১৮

কিন্নরৈঃ সহ যত্তেঽর্চিরেবাস্তদ্বয়ম্ বসু।
তত্রস্থাস্তত্রস্থত্র গত্বা সর্বং মহাত্মনঃ ॥১৯

তত্রাস্তত্র চ তাঃ সর্বে লোকেঽস্মিন্নোহপ্রতিষ্ঠিতাঃ সমাঃ।
বিপ্রকাঃ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যা ঋষিগণৈঃ শুভাম্ ॥২০

গতাঃ তীরমেবাঃ প্রবরাঃ প্রবরো তথা।
কেদারস্তং চাদুর্মাস সর্বং তরতি তত্ত্বম্ ॥২১

যত্র সন্ধ্যাং নাদেন কুরুতি প্রহর্ষিণে।
সমাঃ চ সা মহাবাহো পাতকৈস্তত্ত্বতে ॥২২

যে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে সকল ভূতগণের ঈশ্বর মহাত্মা প্রভাসাদি অদ্যি বৃষ্ণ সহস্রকুল অনুষ্ঠান করেন। সেখানে ভূতসকল ঋষিগণ এবং বৈদ্যসকল বিপ্রগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকে ॥১০-১১

ঐ ভূমি বৈদ্য সমস্তই সেখানে সেতোর্ধ বিশিষ্ট ছিল, সৃষ্টাস্তরূপে তথায় তাহা করা হয় নাই। ভরতশ্রেষ্ঠ সতীপতি ঈশ্বর সেই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥১৩

সকল লোকের স্রষ্টা ও সকল প্রাণির অধিপতি ঈশ্বরেরা সনাতনদেবতা ভূতাধীপতি তথায় সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়া মহান্ সহস্র যুগপর্যন্ত উপাসিত হইয়াছিলেন ॥১৪

নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বর ও স্বায়ম্ভুব এই পাঁচজন যুগসমূহ অতিক্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥১৫

বাসুদেব নাম সকল করিবার নিমিত্ত প্রযত্নবান্ হইয়া অতিশয়ে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন ॥১৬

সুবর্ণবালুকাময় পুণ্য নদী তাঁহার ঐশ্বর্য্যসমূহ তথায় নিহিত রহিয়াছিল এবং তথায়ও কেবল ঐ যজ্ঞে সহস্র ও অযুত বস্তু তাঁহা রহিয়াছিলেন ॥১৭

যে ব্যক্তি সেখানে গমন করিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আর শোক করিতে হয় না। সভাস্থলে স্বাহিতক, বলাদীন্ সুরসত্তম ও কিন্নরগণের সহিত ধনেশ্বর যে সকল ঐশ্বর্য্য ছিল, তৎসমুদয় এবং তথা ও অন্য প্রভৃতি করিলেন ॥১৮

মহাত্মা যত্ন তথায় গমন করিয়া কিন্নর এবং রাক্ষসগণের সহিত ধনেশ্বর যে সকল ধনসমূহ তথায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইলেন ॥১৯

ঐ সকল ধন আহরণ করিয়া সেই অদ্ভুত যজ্ঞ অন্তর্হিত এক সভা নির্মাণ করিলেন। যে সভা ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য ঋষিগণ শুভ ও সুন্দর হইয়াছিল ॥২০

তখন তিনি ঐ স্রোতা তথা তীরদেশকে এবং দেবতাদিগের উত্তম পুণ্যপ্রদ অর্চ্চনীয় স্থান করিলেন ॥২১

সর্বতিমুসমাপি সমস্তালাস্তরাভবৎ।
যথা সূর্যেন্দ্রয়োর্নিত্যং ভাস্বরৌ সমতাং গতৌ ॥২৩
প্রাজাপত্যা তথাত্যর্থং শুশুভে সাপি ধীমতঃ।
অভিরূপৈব প্রভা প্রভাবর্ণেন তাদৃশী ॥২৪
প্রবরৌ ফলমূলেষু দিব্যা দিব্যেব বর্ততে।
নবমেঘপ্রতীকাশা দিব্যগন্ধা হিতৈষিণী।
আসন্ন বিপুলা বৃক্ষা বিশাখ্যা বিপরীতবৎ ॥২৫
উত্তরেণ তু সা সভা যাং চক্রে মহিষাসুরঃ।
যস্যাং ন শ্রম ভয়ং বা ক্ষুধা তৃষ্ণা ন বিদ্যতে ॥২৬
ন সন্ধ্যাসু সূর্যস্য চ প্রভাসো যাস্যতীর্ণতা।
সভা রূপেণ সম্পন্না যাং চক্রে মহিষাসুরঃ ॥২৭

তাং স্ম ত্রয় ভয়োদ্বিগ্না ধর্ষন্তি চ বসন্তি চ।
সভাশ্রেষ্ঠা সভাশ্রেণি বিহরা নাম বাজসা ॥২৮
অন্তরিক্ষচরা ঘোরা মহাকায়া মহাবলাঃ।
রক্ষোগণাঃ পিশাচাশ্চ গুহ্যকাশ্চ সহস্রশঃ ॥২৯
তত্রাসাং সভানাং মধ্যে চতুরশ্রাপ্রমিতা ধরা।
বৈদূর্যপত্রবিহিতা মণিবালুকসংবৃতা ॥৩০
পদ্মোৎপলসুগন্ধী চ মণিবিদ্রুমসংবৃতা।
পুষ্পিতৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কুটজৈরুপশোভিতা।
চিত্রবর্হিণনাদাঢ্যা বিশ্বাবসুনিষেবিতা ॥৩১
মধ্যাহ্নসূর্যসংকাশং দুষ্প্রেক্ষ্যং চক্ষুষো বিভাতি।
মহামণিবিশালস্তম্ভশতসংপরিবেষ্টিতা ॥৩২

বা ॥২৭

মহাত্মাদের আদেশ অনুসারে সেই রাজার বিহর নামক রাক্ষস ঐ অতীব সভার রক্ষাবেক্ষণ করিত এবং আকৃষ্ট হয়ে উহাকে বহন করিয়া যমালয়ের সীমা যাইত ॥২৮

ঐ সেই রাজার বহুসংখ্য মহাবেগ, মহাঘোর, মহাকায়, মহাবল, ক্রুর রক্ষোগণ, ক্রুর যক্ষ পিশাচ-লোভন এবং গুহ্যকর্ণ ও আসুরগণও ছিল ॥২৯

ময়দানব ঐ সভাতলে এক অপূর্ব পদ্মবন সর্বদার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তথায় বালির মৃণাল পদ্মিনোক্তির ও বৈদূর্য পত্র সমন্বিত পদ্মরাজি নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥৩০

ঐ সভাতল পদ্মরাগ মণিসমূহের সর্বদার গন্ধযুক্ত ও নানাবিধ পক্ষিগণ পরিশোভিত ছিল। বিতলির কমলকলম এবং সুবর্ণবিশিষ্ট বৃক্ষ ও কুশ ঘাস সর্বদার বিচিত্র শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ সর্বদার সোপান বিচিত্র স্ফটিকময় হওয়ায় এবং তথায় পদ্মরাজি সদা প্রস্ফুটিত থাকায় দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল ॥৩১

ঋষিসঙ্ঘচরিতাং তাং সু কেতিল্যেতা পাণ্ডবাঃ।
দৃষ্ট্বাপি নাত্যতপ্যন্ত দেবমায়াং প্রপেদিরে ॥৩০
তাং সভামধিতো নিত্যং পুষ্পবন্তো মহাদ্রুমাঃ।
অনল্পং নানাবিধং লোলাঃ শীতচ্ছায়া মনোরমাঃ ॥৩১
কাননানি চ রম্যাণি পুষ্করিণ্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥৩২
জলজানাঞ্চ পদ্মানাং স্থলজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
মারুতঃ সুরভিগন্ধং পাণ্ডবান্ স্ম নিষেবতে ॥৩৩

উপাসতে তাং সভাং কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনী পতিব্রতা।
বিতীর্য্য ধর্ম্মরাজায় হয়ো রাজন্ সুমেধসে ॥৩৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি সভাক্রিয়াপর্ব্বণি সভানির্ম্মাণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

সেই সভার চতুঃপার্শ্বে উৎফুল্লিত হইয়া মৌক্তিক-বিদ্রুমময় দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকিত এবং মহামণি ও বিলাপট দ্বারা অনেকের পরিসংবৃতিও বিহিত হইয়াছিল।২১

সেই সভার অধিষ্ঠাতৃগণের গতায়াত নিবন্ধন অন্য কেহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইতে অথবা কিছু বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা অদৃশ্যভাবেথাকায় অনেকের মধ্যভাগে থাকিয়া তথায় পতিত হইতেন।২৩

ঐ সভার নিকটে নানাবিধ বিকসিত পুষ্পযুক্ত চন্দনবিলেপনোপযোগিত উচ্চ পাদপাবলী সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল। ঐ বৃক্ষরাজি দেখিতে মনোরম ও শীতচ্ছায়াসম্পন্ন ছিল।২২

সুরভি কানন ও হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিসমাকুলসমন্বিত পুষ্করিণীসমূহ সভার চারিদিকে বিরাজিত ছিল।২৩

সমীরণ তথায় কমল ও কমল অপেক্ষা বহু প্রকার করিয়া পাণ্ডবদিগের সেবা করিতেছিল।২৪

হে রাজন্! ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে এইপ্রকার সেই সভা নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পিতবান্ প্রদান করিলেন।২৫

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত সভাক্রিয়াপর্ব্বে সভানির্ম্মাণ বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[সভানির্ম্মিতি সমাপ্তকরণ যুধিষ্ঠিরস্য প্রবেশঃ, অন্যোপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং বর্ণনম্।]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ তু কৃষ্ণা সভাং জ্ঞাত্বা সর্ব্বকামৈরুপস্কৃতাম্।
নৃপ উবাচ।
এষা সল সভাশ্রেষ্ঠা যত্রো নৃত্যতি কৌরবঃ।
কৃতমাত্মে অমাত্যৈর্ব্যো যজ্ঞস্যেব হিরণ্ময়ঃ।
তব বিক্রমমাত্রেণ দেবরাজিনিবিষ্টিতি।
অথ বৈ সূর্য্যসঙ্কাশে ধনদস্য সভোপমে।
ইমে চ বিবিধাঃ কেতা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

[যজ্ঞ দ্বারা নির্ম্মিত সভাগৃহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ এবং সভায় অধিষ্ঠিত রাজগণের বর্ণনা।]

(বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই সেই সভাজনের নির্ম্মাণ করিয়া ময়দানব অর্জ্জুনকে বলিলেন।

যজ্ঞায়তং ক্রতুশ্রেষ্ঠং যাজয়ন্তং দ্বিজোত্তমান্।
আসসাদাথ তং দেশং দুষদ্বত্যাঃ কুরূদ্বহঃ ॥ ৪
যত্রাস্তে বৈ সহস্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্ যাজনসম্ভবম্।
ব্রহ্মলোকাদ্ ব্রহ্মসরঃ সৃষ্টং ব্রহ্মাদিভির্বিভুম্।
ইন্দ্রাজ্ঞপ্তিস্তা গীতৎস্তং বিশ্বকর্মা প্রজাপতী মহঃ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র প্রবেশনং তস্যাঃ সত্রে রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরঃ।
অনুজ্ঞাং ভোজয়িত্বা তু ব্রাহ্মণানাং মহাদ্বিপঃ ॥ ১
সাত্যেন সাত্যসেনেব যমুনা বিশ্রুতেন চ।
কৃষ্ণয়োশ্চ কৌরব্যা ধৌম্যেন চ সহাত্মনঃ ॥ ২
তথাপ্রকারৈর্বিবিধৈঃ ফলৈশ্চাপি তথা মূলৈঃ।
তোষয়িত্বা দ্বিজান্ সর্বান্ সোমেন্দ্রস্থবিরাদিকান্ ॥ ৩

অথাভ্যেত্যৈব যমুনাং তির্যগ্লোহিতকাংস্তটান্।
তর্পয়ামাস বিধিবৎ পিতৄন্ দেবাংশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪

তত্রো ক্লেদাঃ সহস্রাণি যত্রাং প্রত্যেকশঃ পুরা।
পুণ্যাহঘোষস্তত্রাসীদ্ দিবস্পৃগিব তারব ॥ ৫

যাদিত্রৈর্বিবিধৈর্বিদ্যো গীতৈশ্চাপ্সরসাং তথা।
পূজয়িত্বা কুরুশ্রেষ্ঠো দৈবতানি দ্বিজেষু চ ॥ ৬

তত্র যজ্ঞা নটা যজ্ঞাঃ সূতা বৈতালিকাস্তথা।
উপতস্থুর্মহারাজং বর্ধমানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭

তথা স কৃত্বা পূজাঃ তাঃ প্রাকৃতিং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তস্যাং সভায়াং রম্যায়াং হেমে সক্তো ব্যধা দিবি ॥ ৮

মহারাজ বলিলেন,—হে মহামতি! এই আপনার সভা, এখানে একটি যজ্ঞ হইবে।

ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কুরুগণের অগ্র্য মহাপরাক্রমশালী বিজয়নামে কুরুবর আসিবে। আপনার বন্ধু বিশ্বকর্মনি যাহা সেই বিজয়ের দেবদত্তের ন্যায় শব্দ করিবে।

অগ্নিদেবের যেই এই রথ সত্যজুল্য তেজস্বী এবং দেবদত্ত দিয়া বলবান্ যেই এই অশ্বগণ। এই রথ মায়াময় ও বানরচিহ্ন দ্বারা বিশিষ্ট এই রথকুলে কোন কলঙ্ক নাই এবং সূর্যকরের ন্যায় উহা উজ্জ্বল।

বানরচিহ্নিত এই রথ মহর্ষি দেবাসুরে এবং যুদ্ধকালে এই উৎকৃষ্ট রথ দিব্য ও অনলময় দেখিবেন। অর্থাৎ কখনও ইহা অবসন্নিত হইবে না। এইজন্য বলিয়া মহাত্মা অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইয়া অন্যত্র যাইবে চলিয়া গেলেন।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! তাহার পর কুরুরাজ যুধিষ্ঠির সত্রমধ্যবর্তিত সাদন, বিভূতী দীর্ঘচত্বর সাদ, অবসথক ত্রিবিধ, বিবিধ প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য এবং নানাবিধ ফল ও রসপ্রকার ভোজ্য এবং পেয় দ্রব্য দ্বারা অগ্র্য সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।১-৩

তিনি অগ্রে নূতন বস্ত্র ও ছোট বড় মাল্য দ্বারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত সেই ব্রাহ্মণগণের পূজা সাধন করিয়াছিলেন।৪

যে স্থানে। তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক হাজার গো দান করিলেন। তখায় তখন সব ব্রাহ্মণের পুণ্যাহ বাচনধ্বনি হইয়াছিল এবং সে ধ্বনি যেন স্বর্গলোকস্পর্শী হইয়াছিল।৫

কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাদ্য এবং অনেক প্রকার সুখকর শব্দ দ্বারা দেবতাদিগের পূজা ও স্থাপনা করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৬

সভাস্থলে নট, নর্ত্তক, সূত ও বৈতালিকগণ উপস্থিত হইয়া বর্ধমান মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিল।৭

সেইরূপে পূজার কার্য সম্পাদনপূর্বক ভ্রাতৃগণের সহিত পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠির সেই রমণীয় সভায় অর্গ ইন্দ্র যেরূপ ক্রীড়া করিতেন, সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৮

সভায়াঞ্চক্রুরাজানঃ পাণ্ডবৈঃ সহ আগতে।
আদাক্ষুর্নৃপতেস্তস্য নানাদেশসমাগতাঃ ॥৯
অসিতো দেবলঃ পন্থাঃ পর্বতোলী মহামিথাঃ।
অর্বাবসুঃ সুমিত্রশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকো বলিঃ ॥১০
অকৃতব্রণঃ কুলিন্দশ্চ সুনীথঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো শুকঃ।
সুমন্তুর্জৈমিনিঃ পৈলো যাজ্ঞবল্ক্যস্তথা বয়ম্ ॥১১
ভিত্তিরির্যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ লতুরো লোমহর্ষণঃ।
অগস্ত্যোধ্মবাহশ্চ বৃষাকপি-কৌশিকৌ ॥১২
ধনঞ্জয়োদ্ধালকিশ্চ পর্বতো বটুকারুণঃ।
মৌঞ্জায়নো বাদ্ধ্যশ্বঃ পারাশর্যশ্চ সাবিকঃ ॥১৩
বলিবাকঃ সিনীবাকঃ সত্যপালঃ কৃতশ্রমঃ।
জাতূকর্ণঃ শিখাবাংশ্চ আলম্বঃ পারিজাতকঃ ॥১৪
পর্বতশ্চ মহাকায়ো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
পবিত্রপাণিঃ সাবর্ণো ভানুমির্ভগবস্তথা ॥১৫
হস্তাবলশ্চ বৈন্যশ্চ কোপবেগস্তথা বৃষঃ।
হরিষেণশ্চ কৌণ্ডিন্যো বজ্রমালী সনাতনঃ ॥১৬
কাক্ষীবদৌশিজশ্চৈব বাচিক্নবোধ্য গৌতমঃ।
পৈঙ্গ্যো ধনাঃ শুনকঃ শাণ্ডিল্যশ্চ মহাতপাঃ ॥১৭
কুহুরো বেণুজঙ্ঘশ্চ কালাপঃ কঠ এব চ।
দুর্দুরো বর্ষবিষ্যাংশ্চ হরিশ্মশ্রুর্বো লিখিত্রিয়াঃ ॥১৮
এতে চান্যে চ বহবো বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
উপাসতে মহারাজং সত্রাহায়বিলম্বিতাঃ ॥১৯
তত্রস্থাঃ কথাঃ পুণ্যা ধর্মজ্ঞাঃ শুভলক্ষণাঃ।
তত্রৈব ঋত্বিজশ্রেষ্ঠা বভাষিরে সুপার্থিবে ॥২০
শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্মজ্ঞা যুক্তকেতুর্বিবর্ধনঃ।
সংগ্রামজিৎ দুর্মুখশ্চ উগ্রসেনশ্চ বীর্যবান্ ॥২১
কক্ষসেনঃ ক্ষিতিপতিঃ কেরলশ্চাপরাজিতঃ।
কম্বোজরাজঃ কবচঃ কম্পনশ্চ মহাবলঃ ॥২২
সর্বে তে কল্পয়ামাসু র্বলমগ্র্যমনুত্তমম্।
বলপৌরুষসম্পন্নান্ কৃতাস্ত্রান্ বহিরৌজসঃ।
যথাস্বযান্ কালকেয়ান্ দেবো বজ্রধরস্তথা ॥২৩

ঋষিগণ পাণ্ডবদিগের সেই সভায় উপস্থিত হইলেন এবং নানা দেশ হইতে সমাগত মহাপরিশ্রম ভূপতিগণ উপস্থিত হইলেন ॥৯

অসিত, দেবল, পন্থা, পর্বতোলী, মহামিথা, অর্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, কুলজ, সুনীথা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল এবং যাজ্ঞবল্ক্য আমরা, ভিত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, লোমহর্ষণ, অগস্ত্যোধ্মবাহ, বৃষাকপি, কৌশিক, ধনঞ্জয়োদ্ধালক, মৈত্রেয়ি, পর্বত, বটুকারুণ, মৌঞ্জায়ন, বাদ্ধ্যশ্ব, পারাশর্য (ব্যাস), সাবিক, বলিবাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতূকর্ণ, শিখাবান্, আলম্ব, পারিজাতক, মহাতপা পর্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভানুমি, ভগবান, হস্তাবল, বৈন্য, কোপবেগ, বৃষ, হরিষেণ, কৌণ্ডিন্য, বজ্রমালী, সনাতন, কাক্ষীবান, ঔর্বিজ, বাচিক্নবোধ্য, গৌতম, পৈঙ্গ্য, ধনঞ্জয়, শুনক, মহাতপা শাণ্ডিল্য, কুহুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ, কঠ প্রভৃতি বহুল বিদেহবাসী ও বিদেহবাসী ঋষিগণ ঐ সভায় বিরাজিত ছিলেন ॥১০-১৮

এই সকল ঋষি এবং অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ আরও বহু ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ঐ সভায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥১৯

তথায় পবিত্র ও পুণ্যাত্মা ঐ ঋষিগণ ধর্মজ্ঞ ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠগণ সকলেই তথায় পুণ্যতমা কীর্তন করত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥২০

শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্মজ্ঞ যুক্তকেতু, বিবর্ধন, সংগ্রামজিৎ দুর্মুখ, বীর্যবান্ উগ্রসেন, কিতিপতি

ভগদত্তো বৃহন্তশ্চাপি রাজা।
কুন্তিঃ শৈব্যশ্চ বিক্রান্তরাজঃ।
ভোজ-রাজৌ সহ পুরুষ্ণেন
গান্ধারাণামৃষভৌ চ সহাভ্যেন ॥২৩

অন্যে চাপ্তাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব শৈব্যাস্তান্নিবর্হণাঃ।
বিরাজমানাঃ স্বশ্রিয়া বসুধাধিপতিভিস্তথা ॥২৪

চারুশ্চ দেবরাজশ্চ ভোজো ভীমশ্চ বীর্যবান্।
প্রদ্যুম্নশ্চ শাম্বশ্চ যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ ॥২৫

সুবর্মা চেকিতানশ্চ পুরুষ্ণাত্মিজর্ষভঃ।
কেতুমান্ বসুমাংশ্চৈব বৈদেহোঽথ কৃতক্ষণা ॥২৬

সুবর্মা চারিমিত্রশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহাবলঃ।
অনূপরাজো দুর্ধর্ষঃ ক্রমজিচ্চ সুবর্চসঃ ॥২৮

শিশুপালঃ সহসুতঃ করূষাধিপতিস্তথা
বৃষ্ণীনাং চৈব দুর্ধর্ষাঃ কুমারাঃ কেকয়াশ্চ যে ॥২৯

আক্রো বিষ্ণুশ্চৈব গদঃ শারণ এব চ।
অক্রূরঃ কৃতবর্মা চ সত্যকশ্চ সিনেঃ সুতঃ ॥৩০

ভীমকোঽথাকৃতিশ্চৈব হ্রস্বাংশ্চেদশ্চ বীর্যবান্।
কেকয়াশ্চ মহেষ্বাসা বন্যশ্চেদশ্চ সৌমকিঃ ॥৩১

কেতুমান্ বহ্বশ্চৈব কৃতাস্ত্রশ্চ মহাবলঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥৩২

উপাসন্ত মহারাজং স্ব কৃত্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অর্জুনং যে চ সংশ্রিত্য রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥৩৩

অভিমন্যুশ্চ বসুদেবঃ সৌবলশ্চিত্রসেনঃ।
ঔত্তরৌ শিখিনৌ রাজন্ কুমারা বৃষ্ণিসম্মতাঃ ॥৩৪

গৌরুপেয়শ্চ শাম্বশ্চ যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
সুবর্চা ভানুমাংশ্চৈব শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৩৫

এতে চান্যে চ বহবো রাজানঃ পৃথিবীপতেঃ।
ধনঞ্জয়স্য চাত্রৈব বিদ্যন্তে স্ব বৃহদ্বলাঃ ॥৩৬

ভগদত্ত, বৃহন্ত, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা কুন্তিভোজ, বিরাটরাজ পুরুষিত, অংশুমান্, যবনরাজ, পুরুজিৎ, পাণ্ড্য, ঔদ্ভবরাজ, অঙ্গরাজ, অম্বষ্ঠ, বঙ্গ, সুহ্মিত, শত্রুসেনী শৈব্য, বিরাটরাজ সুরথা, যবনরাজ, চারু, দেবরাজ, ভীমবল ভোজ, ভঙ্গিকরাজ রুক্মরথ মহারথীরা রাজা যজ্ঞসেন, সুবর্চা চেকিতান, শত্রুসহায়ক পুরু, কেতুমান্, বসুমান্, বিদেহরাজ কৃতক্ষণ, সুবর্চা, অরিমন্ত, মহাবল শ্রুতায়ু। দুর্ধর্ষ অনূপরাজ, সুবর্চস ক্রমজিৎ, শিশুপাল, সসুত করূষাধিপতি বৃদ্ধক্ষত্র, চেদিরাজের দেবরক্ষী দুর্ধর্ষ কুমারগণ, আহুক, বিদূরথ, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্মা, সিনিপুত্র সত্যক, ভীমক, আকৃতি, বীর্যবান্ হ্রস্বকেশ, মহাধনুর্ধর কেকয়রাজকুমারগণ, বন্যকেশ, সৌমকি, কেতুমান্, অস্ত্রবিদ্যায় বিষ্ণু ও মহাবল বসুমান্ এবং অন্যান্য প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

যে সমস্ত মহাবল রাজকুমারগণ সুবর্চা পরিবারপূর্বক অর্জুনের নিকট বহুবের শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা, এবং যে রাজন্। বৃষ্ণিসকীয় সিনিবংশ কুমারগণও ঐ সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেছিলেন ২৩-৩৩।

অভিমন্যু প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুবর্চা, অরিমন্ত, মহাবলী শৈব্য, ইরাণ এবং যে পৃথিবীপতে। অন্যান্য আরও বহু রাজা এবং বৃষ্ণিসম্মত যুযুৎসু ঐ সভায় নিত্য উপস্থিত ছিলেন ৩৪-৩৬।

উপাসতে মহাত্মানমাসীনং সপ্তবিংশতিঃ।
চিত্রসেনঃ সখায়ত্বো মহর্ষিশ্চাপ্যকল্পষঃ ॥৫৭
ঔর্ণায়ুর্নারদঃ পূর্ণো পর্ব্বতঃ পরবীরহা।
প্রহ্লাদোঽথ সহ ব্রহ্মা শিবঃ স্থাণুশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥৫৮
সনৎসুজাতঃ কপিলঃ পরমেষ্ঠী সনাতনঃ।
অপাংনপাদ্ধর্ম্মপুত্রো বরদো বিশ্বতোমুখঃ ॥৫৯
পাতুপুত্রাবুভৌ চৈব নরস্তত্র উপাসতে ॥৬০

তথা সভায়ামাসীনা মুনয়ঃ সত্যসঙ্গরাঃ।
বিনীত বেশা রাজানং যুধিষ্ঠিরমুপাসতে ॥৬০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি সভাক্রিয়াপর্ব্বণি
সভাপ্রবেশো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

অধ্যায়ের সমাপ্তি চিহ্নের প্রবৃত্তি সপ্তবিংশতি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥৫৭

ঔর্ণায়ুবিশ্বাবসু ও তালনরবিশ্বেষক এবং সত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রধান ব্যক্তিগণের শিরোরত্ন বিশেষ পরিশ্রমশালী মনস্বী বিশ্বতোমুখ সুমুক্তকক্ষ আদি হইয়া অন্যান্য মহর্ষিগণের সহিত বিধাতা ব্রহ্মা ও স্থাণু বিষ্ণু ও ধর্ম্মবিৎ সনৎসুজাত কপিল পরমেষ্ঠী সনাতন অপাংনপাদ ধর্ম্মপুত্র বরদ বিশ্বতোমুখ এবং নর ও নারায়ণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥৫৮-৬০

যেরূপভাবে যাঁর প্রভাব যেরূপ আধিপত্য করেন সেইরূপ সভাপর্ব্বিত ও সুধী। মহাপুরুষগণ সেই সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥৬০

শ্রীমহাভারতীয় সংহিতা সভাপর্ব্বে সভাক্রিয়াপর্ব্বে সভাপ্রবেশনামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(লোকপালসভাখ্যানপর্ব্ব)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য সভায়াং নারদাগমনম্, প্রশ্নচ্ছলেন যুধিষ্ঠিরায় শিক্ষাদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ ব্রহ্মর্ষিভিস্তত্র পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
রাজর্ষিভিশ্চ পূর্ব্বৈশ্চ সভায়াং ভরতর্ষভ ॥১

যোগাসনিবরং দেবং ঋষিঃ সুরগণার্চিতম্।
ইতিহাস-পুরাণজ্ঞঃ পুরাকল্পবিদাংবরঃ ॥২

রাজর্ষিং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞং তত্ত্বজ্ঞানিপুণতরম্।
ঐক্যমত্যেন সংপৃচ্ছন্নারদঃ সংশয়ান্বিতঃ ॥৩

বক্তারমগ্র্যকর্ম্মাণং দেবর্ষীণাং সুবিস্মিতম্।
পপ্রচ্ছ নারদো ধীমান্ প্রশ্নানুক্তবিদাংবরঃ ॥৪

পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।
উপন্যাসোপনয়বিৎ তন্ত্রজ্ঞোঽপি সুসংশয়ম্ ॥৫

লোকপালসভাখ্যান পর্ব্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং প্রশ্নচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষাদান।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভারত! অনন্তর ঐ সভায় মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিগণ এবং ধর্ম্মবিৎ সংসদে উপবেশন করিয়া আছেন ॥১

এমন সময় বেদ ও ইতিবৃত্তবেত্তা, ঋষি, দেবতা-

ধর্মজ্ঞাস্তত্ত্বযজ্ঞেষু যোগং কৃতনিশ্চয়ঃ।
তথা ভূতমকোপঞ্চ সর্বত্রাস্য ব্যবস্থিতম্ ॥৬

প্রত্যক্ষদর্শী লোকস্য নির্দোষমূর্তিমত্তথা।
সাংখ্যযোগবিধিজ্ঞানং নিবিবিৎসা দুরাসদম্ ॥৭

শুদ্ধি-বিপ্রতত্ত্বজ্ঞানমুদ্ধরেন-বিচারণম্।
বাহ্যজ্ঞানবিধিশ্চোক্তঃ সর্গপ্রতিসংহারৌ ॥৮

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বত্রাপ্রতিষত্তথা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্মুক্তো গুণগণৈর্মুনিঃ ॥৯

লোকানুগ্রহায় সর্বাত্মাবধৎ স্বাং তনুং নৃপ।
ব্রাহ্মং শুভবপুঃ শ্রীমান্ ঋষিভিঃ সহিতস্তদা ॥১০

পারিজাতেন গন্ধেন্দ্র পর্বতেন চ বীর্যবান্।
হেমকূটেন চ শৈলেন যেনাহিমিতিদ্যুতিঃ ॥১১

সভাযাং পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা শ্রীমতো মুনিসত্তমান্।
ভ্রাতৃভিস্তৈ তদা বিপ্রো বর্ষীয়ানবমার্চিতঃ ॥১২

তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা নারদং সর্ববর্ষিবিৎ।
সহসা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুত্থায়াভ্যুপেয়ুষে সহ ॥১৩

অভ্যবাদয়ত শ্রীমান্ বিনয়াবনতস্তদা।
তমর্হমাসনং তস্মৈ সম্প্রদায় যথাবিধি ॥১৪

পাদ্যেন মধুপর্কেণ সম্প্রদায়ার্ঘমেব চ।
অর্চয়ামাস ধর্মাত্মা পরমর্ষিমৃষিং তদা ॥১৫

সমবর্তন পূর্বক ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পূর্বজন্মের সংস্কারে বিশেষজ্ঞ, ত্রাত্রিংশ, বর্ষীয়ঃবিদ্ ও বৃদ্ধ অর্থাৎ বিদ্যা, বয়ঃ, গাম্ভীর্য, বিনয়, জ্ঞান ও জ্যোতিঃ এই ছয়টি বেদাঙ্গে পারদর্শী, ঐতিহ্য অর্থাৎ পরম্পরাগত বেদব্যাখ্যানমূলের প্রবক্তা, সাংখ্যযোগবান্ অর্থাৎ একত্ব নিশ্চিত বচনসমূহের প্রয়োগানুসারে পুনঃ পুনঃ কথা ও সংবাদ অর্থাৎ যজ্ঞীয় অনেক কর্ম একসঙ্গে উপস্থিত হইলে অধিকার অনুসারে যজমানের সহিত ঋত্বিক্ যে সময়ে যাহারই সংবাদ, এই ঐক্য, সংযোগবান্ ও সংবাদ বিষয়ে নিশ্চিত, প্রমত্তহন্তা, মেধাবী অপরশক্তি-সম্পন্ন, যৌক্তিক, পণ্ডিত, পারগ ও অপরগণের বিচার-বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রমাণপ্রবর্তন দ্বারা নিশ্চিত নিশ্চয়ে পটু, পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের গুণ ও দোষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, দুরন্বিত অপেক্ষাও উহ্যপ্রত্যুহের কথনে সমর্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিষয়ে যথাবিধি নিশ্চয়কারী, এই চতুর্বিধ ভূত-গ্রামের উপরে, নীচে ও পাশে সর্বত্র প্রত্যক্ষদর্শী, সর্বাবৃত্তি, সাংখ্য ও যোগের বিভাগ পরিজ্ঞাতা, দুঃখ ও অনুপ্রবন্ধের বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে উদ্যুক্ত, সৃষ্টি ও বিপ্রতিপত্তিবিষয়ে যথার্থতত্ত্বজ্ঞ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহের বিধান সম্বন্ধে অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া অনেক বিষয়ে নিপুণ, মতি, বিচার, ধ্যান, আসন, বৈরাগ্যভাব, সমাধান, রাজনীতি—এই ছয় গুণের উপযোগবিষয়ে জ্ঞানবান্, সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, মুক্ত এবং সর্বাবস্থাতেই দক্ষ, সর্বত্র দোষরহিত, এই সকল গুণ এবং অন্যান্য আরও বহুগুণসমন্বিত পুরাবৃত্তজ্ঞ মহামুনি দেবর্ষি নারদ অধিকন্তু সূর্য সদৃশ তেজে জগৎ করিতে করিতে সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে রাজেন্দ্র! তাঁহার স্কন্ধ পারিজাত, গন্ধমাদন পর্বত, মৈনাক ও হেমকূট প্রভৃতি অনেক গিরি আশ্রিতাছিলেন। পিতৃতুল্য সম্মানার্হ, অধিতত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ সভাস্থলে পাণ্ডব-গণকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং অভ্যর্থনা দ্বারা সেই ধর্মরাজের পূজা ও সৎকার করিলেন ॥২-১২

সেই দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া সর্ব-ধর্মবিদ্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তদীয় অনুজগণের সহিত সহসা উত্থিত হইয়া এবং শ্রীতির সহিত বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এবং তাঁহার যোগ্য আসন তাঁহাকে বিধি যথাবিধি দান করিয়া মধুপর্ক ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধর্মবিদ্ ঋষিটির

ছুরোদরে চ যথাক্ষং পুত্রাং প্রাপ্য যুধিষ্ঠিরাৎ।
লোভচিত্তঃ পাণ্ডবৈঃ সর্বৈর্ধনমিচ্ছন্বলাদ্যয়া।
ধর্ম-কামার্থসংযুক্তং পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৬

নারদ উবাচ।

কচ্চিদর্থাস্ত কল্পন্তে ধর্মে চ রমতে মনঃ।
সুখানি চানুভূয়ন্তে ক্রমশ্চ বিনশ্যতি ॥১৭
কচ্চিদাচরিতঃ পূর্বৈর্নরদেব পিতামহৈঃ.
ধর্মঃ বৃত্তিমকুত্রাং ধর্মার্থসহিতাং নিত্যু ॥১৮

মন্ত্র ও সর্বজ্ঞতাদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন ।১৫-১৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে যথাবিধি পূজা লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেবর্ষি সেই মহিমাময় পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকর্তৃক পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম, কাম ও অর্থসংযুক্ত এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৬

নারদ কহিলেন,—মহারাজ! যজ্ঞ, দান, ভূত্যভরণাদি প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহের জন্য অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত আপনার মন ধর্মচিন্তায় নিযুক্ত আছে ত? সুখানুভবে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া মনকে একেবারে দূষিত করেন নাই ত ।১৭

হে নরদেব! পূর্বপুরুষ পিতৃপিতামহকর্তৃক আচরিত ধর্মার্থযুক্ত উত্তম এবং উদার বৃত্তির অনুবর্তী হইয়া ত্রিবর্গ সেবায় রতিলাভ করিতেছেন ত ।১৮

অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্মে বা ধর্মানুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় বিরক্তি প্রকাশ করেন না ত? অথবা কামলোভাদি দ্বারা আপনার ধর্ম ও অর্থার্জনে বাধা ঘটিতেছে না ত ।১৯

হে বিজিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ! ত্রিবর্গ সেবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাহা কল্প করিতেছেন ত? হে নরবর! কালের বিভাগ করিয়া কালের উচিত সময়ে উহাদের (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের) যথাবিধি সেবা করিয়া

কচ্চিদর্থেন বা ধর্মং যথোপার্থমথাপি বা।
উভৌ বা প্রীতিলাভেন ন কামেন প্রবাধসে ॥১৯
কচ্চিদর্থেন ধর্মং চ কামং চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সদা বরদ সেবসে ॥২০
কচ্চিদ্ যাজ্ঞসেনী বহ্বিঃ সংপ্রাপ্তাস্তুষ্যসে।
বলাবলং তথা সম্যক্ ত্বয়ুপলক্ষিতং ॥২১
কচ্চিদাত্মানমগ্র্যাভ্যঃ পরাভ্যঃ কুরুষে ত্বর।
তথা সন্ত্যক্ত ধর্মাদি যত্নো ন্যায়ের সেবসে ॥২২

যাইতেছে ত ।২০

(ত্রিবর্গ সেবার কালবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

পূর্বাহ্ণে ধর্মমাচরেৎ মধ্যাহ্নেঽর্থমুপার্জয়েৎ।
সায়াহ্নে চ তথা কামমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতি।

পূর্বাহ্নে ধর্ম আচরণ করিবে, মধ্যাহ্ন সময়ে অর্থ উপার্জন এবং সায়ং অর্থাৎ রাত্রিকালে কামের সেবা করিবে, ইহাই বৈদিক শ্রুতি বলিয়া জানিবে।)

হে অনঘ! ষড়্বিধ রাজগুণদ্বারা (ব্যায়ামশক্তি, প্রভুভক্তা, অর্থকুশলতা, কৃতজ্ঞতার সহ, অবিসংবাদকালের বুদ্ধি এবং নীতিনিপুণতা—এই ছয়টী রাজগুণ।) সমধিক উন্নত ও শত্রুর বলাবল এই চতুর্বিধ সম্যক্ পরীক্ষা করিতেছেন ত? (সমধিক উন্নয় যথা—মন্ত্র, ঐশ্বর্য, ঔৎসাহিক, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড) ।২১

হে বিজিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ! নিজের ও শত্রুর শক্তি তুলনায় বুঝিয়া যদি শত্রু প্রবল হয়, তবে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া নিজের ধন ও দেশের বৃদ্ধির জন্য অহিংস কর্মের সেবা করিতেছেন ত? (ঐ অহিংস কর্মের কথা শান্তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে—কৃষিবাণিজ্যসেবা দুর্গ সেতু: কুসরক্ষণম্। পশ্বাদেরক্ষণাধানং পুণ্যাহাদ্যং নিবেশনম্। এই সমস্তকর্মাদি প্রযুক্তাদি মনীষিভিঃ) ।২২

কচ্চিৎ প্রহৃষ্টঃ সততং ন সুপ্তো ভরতর্ষভ।
অত্যাগতা যথাকালং বন্ধুরক্তান্ত দর্শনঃ ॥২৩
কচ্চিন্ন কুরবৈর্মুখ্যৈর্ভেদো ভাগ্যপরিক্ষিতঃ।
ভ্রাতৃভ্যো বা তব সদা ভয়মুৎপদ্যতে ন বা ॥২৪
ত্রিবর্গোদীরণক্ষমাঃ কচ্চিদ্ বেৎসি চিকীর্ষিতম্।
কচ্চিৎ সহিতা ন্যস্তাঃ ত্রিষ্বর্থাঃ চোপসেদুষঃ ॥২৫
কচ্চিদ্ বৃত্তিমুপাদীনো ন ন্যস্যতি চ মন্যতে।
কচ্চিন্নাত্মসমা বৃদ্ধাঃ শুচয়ঃ সর্বতঃ সদা ॥২৬
কুলীনাশ্চানুরক্তাশ্চ কৃতাস্তে পীত ভক্তিনঃ।
বিজ্ঞাতে মন্ত্রমূলে চি রাজ্ঞো ভবতি তাদৃশ ॥২৭
কচ্চিৎ সহস্রমূর্খেভ্যো ধীমান্ একঃ সমাপ্যতে।
বুদ্ধির্হি পুরুষস্যৈকা শ্রেয়সি বিনিপাতে ॥২৮

কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালে বিবুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনৈপুণম্ ॥২৯
কচ্চিৎস্বপ্নাগমান্ সর্বান্ যথাবদনুমন্যসে।
কচ্চিৎ তে দুষ্টবিদ্যেভ্যো ন ভয়ং বিদ্যতে নিশি ॥৩০
কচ্চিদর্থান্ বিনিশ্চিত্য লঘুমূলান্ মহোদয়ান্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্তুং ন বিঘ্নয়সি তত্ত্বতঃ ॥৩১
কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ পর্যন্তাকৃতে বিদুস্তিতাঃ।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টাঃ সংসৃষ্টে চাত্র কারণম্ ॥৩২
আয়ব্যয়মুখৈঃ ক্রমৈর্বেত্তে ত কচ্চিদ্বুদ্ধিতাঃ।
কচ্চিদ্ ব্যয়ন্ ন কুরুষে ন সংগ্রাণি বা পুনঃ ॥৩৩

যে তাহাদের? আপনার মন্ত্রী, মিত্র, ভোগ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সেনা ও পুরোধাগণ—এই সপ্ত প্রকৃতি সুস্থ হয় নাই ত? তাহারা মধ্যস্থিতদের রক্ষিতেছে ত? এবং তাহারা আপনে লিপ্ত হয় নাই ত? তাহাদিগকে প্রকৃতিভিন্ন করা হয় নাই ত? অর্থাৎ তাহারা সর্বদা আপনার অনুরক্ত আছে ত? ১২৩

যাহাদের উপর আপনার সন্দেহ হয় না, এরূপ ভৃত্যগণ আপনার নিজের বা আপনার সমাজ-দিগের গুপ্ত মন্ত্রণা ভেদ করিতে পারেনা ত? ১২৪

মিত্র, শত্রু ও উদাসীন ব্যক্তিগণের অভিসন্ধি আপনি সকলই বুঝিতে পারেন ত? এবং যথাকালে অভিযান ও বিশ্রামবিধানে আপনি প্রবৃত্ত হয়েন ত? ১২৫

উদাসীন ও বধ্যদের প্রতি আপনি যথাযথভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ত? যে যোগ্য আপনার ভার গ্রহ, বিক্রয়কার্য, সন্ধিবিগ্রহ, সংঘোবনমর্দ, সংকুলজাত ও অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হয় ত? ১২৬ ১৭

যাহারা বিশ্বস্তলোকের মূল ছেদ করে? ১৮-২১

কচ্চিন্নিত্যমনুষ্যোগঃ কচ্চিন্নিত্যমবস্থিতঃ।
কচ্চিদ্ দক্ষেষু কৃত্যেষু দক্ষঃ প্রত্যবসীদসি ন বা পুনঃ ॥৩৪

অতএব যে তাহা। আপনি রাজ্যরক্ষার্থে অনুযোগকারী দায়বিভাগিগণের অনাবশ্যকদিগকে বিমুক্ত করিয়া থাকে দুর্গমধ্যে রাখিয়াছেন। বিশ্বস্তজন আপনার রাজ্য আক্রমণে উদ্যত বিরোধগণকে ভাঙিতে পারেনা ত? ১২৮

আপনি অসময়ে নিদ্রায় বশীভূত হন না ত? এবং যথাকালে জাগরিত হন ত? অর্থাৎ আপনি অপরাহ্ণে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগিয়া থাকেন ত? ১৯

আপনি একাকী অথবা বহুজন পরিবৃত হইয়া মন্ত্রণা করেন না ত? এবং আপনার মন্ত্রীর গুপ্ত-মন্ত্রণা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? ১০০

অল্পায়াসসাধ্য অথচ অধিক ফললাভের আশা বিবেচনাপূর্বক নির্ণয় করিয়া স্থিরই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন ত? আলস্য-পরবশ হইয়া আরব্ধ কার্যে অথবা বিঘ্ন উপস্থিত করেন না ত? ১০১

রাজ্যের সকল কৃষীবলেরা আপনার সন্তোষে প্রকৃষ্টরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে ত? অথবা, প্রভূত প্রাণ অর্পিত হেতু না থাকিলে এরূপ হওয়া

* অর্থাৎ সপ্ত প্রকৃতি যথা,—মন্ত্রীগণ, মিত্রগণ, ধনাগার সৈন্যগণ, দুর্গাদি, রাষ্ট্র ও রাজধানী।

বিদুষে বীর কর্মাণি ভাবযোগেন কানিচিৎ
কস্মিংশ্চিৎ কারণিকা ধর্মে সর্বশাস্ত্রেষু কোবিদাঃ।
জাতরশ্মি সুবাসাংশ্চ বোধয়ত্যংশুমংশ্চ সর্বশঃ ৪৩৭
কস্মিংশ্চিৎ সন্নতৈর্ঘণ্টাবেকং ক্রীণাতি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো ঘর্ষয়ত্যেনং দুর্গাণিঃশ্রেয়সং পরম্ ৪৩৮
কস্মিন্ দুর্গাণি সর্বাণি ঘনবাতাম্বুযোগকৈঃ।
ঘটৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথা সিক্তিবপূর্ণকৈঃ ৪৩৯
এতদাহ্যায়তো বেদাংগী সূত্রো গন্ধো বিচক্ষণঃ।
বালানা রাজপুত্রঃ বা প্রাপ্নুয়ুস্তেন্তীঃ শ্রিয়ম্ ৪৪০
কস্মিংশ্চাদশাস্তেষু বপাকে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিত্রিস্ত্রিভিরিবিজ্ঞাতৈরেংসি তীর্থানি ভাগশৈঃ ৪৪১

কস্মিন্ ত্রিবার্ষিকিঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্বশঃ।
বিজ্ঞাতুকো বিপুলং সর্বান্ বীক্ষতে বিপুলম্ ৪৪২
কস্মিন্ বিনয়সম্পন্ন কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনুসূয়ুরনুপ্রজ্ঞো সংকৃত্যতে পুরোহিতঃ ৪৪৩
কস্মিংশ্চিন্ তে মুক্তা বিবেকো ব্যক্তিমুক্তা।
হৃতক যোক্ষণাশক কালে বেদয়তে সদা ৪৪৪
কস্মিংশ্চিদেব নিকাশো জ্যোতিষঃ প্রতিপাদকঃ।
উৎপাতেষু চ সর্বেষু বৈদেহঃ কুশলস্তব ৪৪৫
কস্মিন্মুখা মহৎসেব মধুরম্ চ অব্যয়াঃ।
ত্রয়স্ত্রাশ্চ অবস্তেষু কৃত্যাঃ কস্মিন্ যোজিতাঃ ৪৪৬

অসন্তব সংশয় নাই ৪৩৭

আপনার কৃষি প্রভৃতি কার্য্য আর্য্য অর্থাৎ বিবেক, লোভরহিত এবং ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা করাইতেছেন ত? যে রাজন্, আপনার যে সকল কার্য্য কৃত হইয়াছে বা কৃতপ্রায় হইয়াছে, সে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইয়াছে ত? যে বীর! কোন কার্য্য সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কোন লোক তাহা জানিতে পারে না ত?

বস্ত্র এবং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরীক্ষকগণ আপনার কৃষাবস্থিতে এবং কৃষ্য কৃষ্য যোদ্ধাগণকে আবশ্যক শিক্ষা দিতেছেন ত ৪৩৮

আপনি সমস্ত দুর্গের বিষয়ে একজন পণ্ডিত রক্ষা করিয়া থাকেন ত? কারণ কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধান করিয়া পরম কল্যাণ করিতে পারেন ৪৩৯

আপনার সমস্ত দুর্গ ঘর, ঘাস, জল ও অস্ত্রদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তথায় শিক্ষিত ও বহুদর্শী সুদক্ষগণকে সর্বদা সতর্ক রাখিতেছেন ত ৪৪০

একজন যুবাও যদি বেদাংগী, সৌম্যদর্শন, সত্যবাদী ও বিজ্ঞ হয়, তবে তিনি রাজা কিংবা রাজপুত্রকে বিপুল সম্পত্তি পাওয়াইতে পারেন ৪৪১

সমস্তশাস্ত্রে আচার্য্য ও বক্তাদের পনরটি (১) গুণ অর্থাৎ উপাধিদ্বারা তিন তিনটি করিয়া গুণের দ্বারা বিশেষরূপে অবধারণ করা হইয়াছে ত ৪৪২

হে অরিন্দম! সমস্তদেশ অনুসন্ধানপূর্বক সতর্ক সাবধান ও প্রযত্নশীল হইয়া আপনি তাহাদের কার্য্যসমূহ নিরীক্ষণ করেন ত ৪৪৩

আপনি বিনয়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, সদ্বংশজাত, বহুশ্রুত ব্যক্তিকে সংকার পূর্বক পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন ত ৪৪৪

আপনি বিবিক্ত, বুদ্ধিমান্, সরল ও কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে যোদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ত এবং তিনি যথাকালে হৃত ও যোক্ষ্যমান বিষয় সকল অবগত করান ত ৪৫

আপনার বৈদেহ জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ, ইন্দ্রপাতাদি অশুভ পরীক্ষায় ও অন্যান্য পরীক্ষায় নিপুণ ত? এবং সকল প্রকার উৎপাত অবগত আছেন ত ৪৫২

---

* যথা, সুবাসাংশু, সুবাস, বেদাংগবিৎ, অনুলোম, অনুলোমিক (অনুলোমজ ?), কারণিকাংশু, বোধয়ত্যংশু, অবধারণ অর্থে প্রযোজ্য বোধয়ত্যংশু, প্রাপ্নুয়ুস্তেন্তীঃ, শিক্ষিত-পরিমাণক, বহুশ্রুত, বহুদর্শক, বিবিক্ত, বুদ্ধিমান, মাধুর্যগুণযুক্ত ও যোদ্ধক। (১) আচার্য্য ও বক্তার পনর গুণ তিনটী গুণ নিয়া অবধারণ করা হইয়াছে।

অযজ্ঞানুপধাতী চ্যাৎ পিতৃপৈতামহাহ্বয়ৌ।
জ্যেষ্ঠম্ জ্যেষ্ঠম্ তথিৎ যঃ নিয়োজয়তি কর্মণি ৪৪৬
কর্মিয়োগেন বর্তেত কৃষ্ণপুষিবলে প্রভো।
যাহুর ভবানুদ্যমিত্ব যত্রিয়ো ভরতর্ষভ ৪৪৭
কর্মিৎ যত্ন নাবসাদাত্ত যাবকর্ম পরিসমাপ্ত যথা।
উত্তমপ্রতিপত্তৌ চ কাময়াপ্যবর ত্রিয়ঃ ৪৪৮
কর্মিন্নুক্তশ্চ পুরুষ যাবদ্যাম্ ইতি চাহুচিঃ।
মূলাদাদায়ুক্তশ্চ যঃ সেবাপ্রভবম্ ৪৪৯
কাচিন্ ফলম্ তে মুখ্যাঃ সবমুদ্বিগ্নবেদনাঃ।
কৃতীবলাত্ত বিজ্ঞাতাবুয়া সংকৃত্য মানিতাঃ ৪৫০

কর্মিন্ ফলম্ তথা তুলনে যেষাম্ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালে দাতব্যম্ যদাদি ন বিকর্ষসি ৪৫১
কালাতিক্রমণাদেষে ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুঃ কুপ্যন্তি যস্ তস্মাৎ সোহনর্থঃ সুমহান্ স্মৃতঃ ৪৫২
কর্মিৎ সর্বেষ্বপুরুষাত্মা কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কর্মিৎ প্রাণান্তরেষ্বেষু সন্ত্যজন্তি সদা মুখি ৪৫৩
কর্মিচ্ছৈকো মুনির্যান্ সর্বেণঃ সাম্পরায়িকান্।
অনুশাস্তি যথান্যায়ঃ তাদাত্ম্য শাসনাদিষ্ব ৪৫৪
কর্মিৎ পুরুষকারেণ পুরুষঃ কর্ম শোভয়ন্।
লভতে মানমর্থঞ্চ ভূয়ো চ ভজতেতরম্ ৪৫৫

আপনি বিবেচনা করিয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে অন্নপযুক্ত সহকারিত্বে, অন্যান্যদের ব্যক্তিগণকে অন্নপযুক্ত ব্যবহারে এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে ভৃত্যের যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ত ?৪৩

পিতৃপিতামহাগত শুচিস্বভাব জ্ঞেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠিগণকে আপনি জ্ঞেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত করিয়াছেন ত ?৪৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। কর্মের ফল বিধান দ্বারা আপনি প্রজাবিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন না ত ? অধিকন্তু আপনার রাজ্য কি মহাসাগরে পালন করেন ত ?৪৫

যাহারা পরিশ্রমে বেমন অবহেলা করেন এবং অলসতাবশে কার্যসকলে পরিশ্রমে যেরূপ অনাদর করিয়া থাকেন, আপনার রাজ্যশাসনকার্য্যে নিযুক্ত আপনাকে সেরূপ অবহেলা করেন না ত ?৪৬

প্রভুভক্ত, বীর, বুদ্ধিমান্, বৈষয়িকজ্ঞান, পণ্ডিত, কুলীন, কার্য্যদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই আপনি সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ত ?৪৭

ধর্ম বুদ্ধিমান্, প্রবল পরাক্রান্ত, সাহসী, দক্ষচিত্ত বৈষয়িকগণকে আপনি যথোচিত সম্মান ও সম্মান করিয়া থাকেন ত ?৪৮

বৈষয়িকগণের যথোচিত ভোজন ও বেতন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা উচিত, তাহা আপনি বিবেচনা ত ? তাহাদিগকে কদাচ অবহেলা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন না ত ?৪৯

ভোজন ও বেতন প্রদান বিষয়ে অধিক বিলম্ব হইলে ভৃত্যগণ নিজের প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ভৃত্যগণের এই রোষ মহৎ অনর্থের কারণ বলিয়া জানা যায় ত ?৫০

সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোকসকল আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছেন ত ? এবং তাহারা যুদ্ধে আপনার জন্য সর্বদা প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছেন ত ?৫১

যিনি বিদ্যাবলে জ্ঞানী এবং আপনার আসন অধিকার করিয়া বসেন এরূপ একজন ব্যক্তিকে সমস্ত রাজকার্য্য নির্দ্দোষভাবে নিযুক্ত করেন না ত ?৫২

যদি কোন ব্যক্তি ধীর পুরুষকার দ্বারা প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি আপনার নিকটে অধিক সম্মান অথবা অধিক ভাতা বা বেতন পাইয়া পুরস্কৃত হইয়া থাকেন ত ?৫৩

তস্মিন্ বিজাধিপৌঠান্তে নরান্ জ্ঞানবিশারদান্।
দদর্শ তত্রতস্তত্র মানেনাল্পেপশ্রমান্ ॥৫৪

তস্মিন্ মায়াগুরূণাং তমর্থে বৃত্ত্যৈষ্টুষাম্।
তত্তৎ সমুদ্যতোদারং বিবৃণ্বি তত্তত্তঃ ॥৫৫

তস্মিন্ তমাদৃতপরং তীর্থং যা বিপুলাভিধম্।
মুদে যা বিবিধং পার্থ পুত্রবৎ পরিরক্ষতি ॥৫৬

তস্মিং স্তম্বেন সর্বজ্ঞাঃ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতে।
দদর্শ তত্রতস্তাংশ্চ যথা যত্তা যথা পিতা ॥৫৭

তস্মিন্ ব্যাসবিনং পক্ষং বিনয়া তত্তর্ষিভিঃ।
অধিবসতি তত্রৈব নরাঁস্তা বিবিধং ধনম্ ॥৫৮

যাত্রায়াস্তত্র বিদ্বাংসো প্রাপ্তকালবিদস্তিথম্।
পাত্রিমুলক বিজ্ঞায় ব্যবসায়ং পরাজয়ম্।
ধনঞ্জ চ মহারাজ লব্ধা যেতন্মহাপ্রভঃ ॥৫৯

তস্মিন্ ধনমুপেতাংশ্চ পরাহৃষ্টে পরন্তপ।
উপায়ন্তানি রত্নানি প্রযচ্ছন্তি তথাবিধঃ ॥৬০

তস্মিন্নাত্মাশ্রমবরে বিজিত্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরাম্ জিগীষসে পার্থ প্রযত্নাবজিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৬১

তস্মিং যে যাজ্ঞবঃ শ্রেষ্ঠম্ পূর্বং যান্তি বসুন্ধরাম্।
নাম যানক তেষাঞ্চ নিবিষম্ শুণাঃ ॥৬২

তস্মিন্ পুণ্যঃ দৃঢ়ং কৃত্বা পরাম্ যান্তি নিবাসতাম্।
তাংশ্চ বিক্রমতে ভেদুঃ ক্ষিপ্তা চ পরিরক্ষতি ॥৬৩

বিদ্যালাভে বিনীত ও জ্ঞানবিশারদ মহাত্মগণকে আপনি অতীবশ্রদ্ধাসহকারে যথাযোগ্য ধনাদি দান করিয়া তাঁহাদের সম্মান করেন ॥৫৪

যে ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহারা আপনার উপদেশের বিবিধ স্থানবর্ণনে বিশেষজ্ঞ অথবা অন্যান্য দুর্লভাংশে দক্ষ হইয়াছেন, তাঁহাদের পুরস্কারাদি প্রভৃতি পরিধারবর্গকে আপনি অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন ॥৫৫

যে মুদ্রীবন্ধন! কখনও যা পক্ষকালে ক্ষীণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলে, অথবা দুঃখে পরাজিত পক্ষ পরাপাদক হইলে আপনি তাহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৫৬

যে পৃথিবীপতে! মাতাপিতা যেরূপ সকল সন্তানকে সমান স্নেহ ও বিশ্বাস করেন, আপনি সেইরূপ সকল পৃথিবীর প্রজাবৃন্দকে সমদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন ॥৫৭

যে ভরতর্ষভ! পক্ষকে ব্যাসপাদক দেখিয়া বিনয়, ক্ষোভ ও ভয়—এই বিবিধ ধন সমাদৃ বিবেচনা করিয়া প্রবল বেগে পক্ষকে আক্রমণ করেন ॥৫৮

যে পক্ষপ্রবর মহারাজ! আপনি ধনদ ও পরমপ্রভব বৈশ্রবণের ন্যায় ও কালোচিতকার্য্য বুঝিয়া তাহাদিগকে অতিশয় ধনদান প্রভাবপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে বৈষয়সাধনে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন ॥৫৯

যে পরন্তপ! পক্ষকালে পক্ষপ্রবরের ক্ষেত্র উপস্থিত হইবার বিবিধ পক্ষপতীয় প্রধান প্রধান বৈশ্যদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া তাহা করেন ॥৬০

যে বৃত্তীবন্ধন! প্রথমে নিজের ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করিয়া পরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম ও প্রবল পক্ষপ্রবরকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥৬১

পক্ষপ্রবর প্রতি মৃদুমারা করার পূর্ব্বে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিপ্রকার যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥৬২

যে বিপক্ষান্তে! পক্ষীয় রাজ্যের মূল দৃঢ় করিয়া পক্ষবিপক্ষের প্রতি আক্রমণ করিতে যান ॥ এবং পক্ষপ্রবরকে জয় করিবার নিমিত্ত পূর্ব বিক্রম প্রকাশ ও তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনি রক্ষা করেন ॥৬৩

---

* মৈত্রপুত্রে দৃঢ়ম্ যান্তি পক্ষাঃ পক্ষবিশারদাঃ।

কক্ষিস্তীক্ষ্ণনখঃ কুক্ষঃ চতুর্বিংশতি চক্ষুঃ।
বসন্তুখোঃ তুরীয়া যে বিংশতিঃ প্রতিবিংশিনী ৬৬৩
কক্ষিদ্বক্ষ মুষ্টিক পরাহ্নে পরভক্ষণ।
অবিহায় আষাঢ় নিশি নিশি সময়ে বিপুল্ ৬৬৪
কক্ষিৎ ব-পরাহ্নেষু ধনবোধিক্রমস্তব।
অর্থান্ লব্ধবিনিষ্টংশ্চ রক্ষতি চ পরস্পরম্ ৬৬৬
কক্ষিন্নজ্ঞবয়াংসি গাত্রসংস্পর্শনানি চ।
প্রেম্নাপি চ ধনাগম বক্তব্যমুদ্রতাস্তব ৬৬৭
কক্ষিৎ কোষ্ঠে কোষ্ঠক ধারণং ধারণাধুরম্।
আহস্ত কৃতকল্যাণৈস্তব ভৈক্ষেণুপ্রীতঃ ৬৬৮
কক্ষিন্নাস্তরেণাংস্ত যাস্তেষাংস্ত বিশংসতে।
ইতরাস্থাধরোষ্ঠাগ্রে হাংস্ত স্তোত্যো বিবংস্ত তব ৬৬৯

কক্ষিন্ন পানে দ্যূতে বা ক্রীড়ায়ু প্রমদাসু চ।
প্রতিজানন্তি পূর্বাহ্নে যাঃ যশসস্তব ৬৭০
কক্ষিন্নাহ্ন ঋণে ঋতুর্ধনেন বা পুত্র।
পাল্লাদৈরিতিবাণি যাঃ সংগুণয়তে তব ৬৭১
কক্ষিন্ জাতীন্ গুরূন্ বৃদ্ধান্ বন্দিনঃ শিল্পিনঃ স্ত্রিয়ঃ।
অভীক্ষ্ণমনুধ্যায়ি ধনবানেন দুর্গতাম্ ৬৭২

কক্ষিদ্ধার-দ্বারে যুক্তাঃ সর্বে পশুপ-লেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্বাহ্নে নিত্যমাঢ্য যাঃ তব ৬৭৩
কক্ষিদর্থেষু সম্প্রৌঢ়ান্ বিনয়ানয়কোবিদান্।
নাপকর্ষসি কর্মভ্যঃ পূর্বপ্রোক্তান্ বিবিধম্ ৬৭৪

বসন্তুখোঃ তুরীয়া ... প্রতিবিংশিনী = বসন্তুখ ঋতুর চতুর্থ ও বিংশ দিবসে তুমি সকল আয়ের ৪ ভাগ ১ ভাগ পাও ৬৬৩

অবিহায় আষাঢ় ... নিশি সময়ে = অন্ধকারেই শয়নগৃহের ও অন্যান্য স্থানের উপযুক্ত না করিয়া দূরে অন্যত্রে যাহা করিয়া থাকেন ৬ ৬৬৫

ধীর ও পরাহ্নে আপনার অধিকৃত পুরুষগণ ধনাগম ও পরলোকে বিমুক্ত হইয়া ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রয়োজনসাধন তত্ত্ব পরস্পর বিনিময়ভাবে উভয়ে উভয়কে কথা করেন ৬ ? আপনার বিশ্বাসভাজী হইয়া পরস্পরের মন্ত্রণা প্রকাশ করে না ৬ ? ৬৬৮

যে মহারাজ ! কৃতার্থগণ আপনার বশবর্তী হইয়া ধনধান্যাদি, ধনধান্যাদি বস্তু ও পশুপক্ষ্যাদিকে কথা করিয়া থাকে ৬ ? ৬৬৭

আপনার প্রতি অনুরক্ত কর্মচারিগণ আপনার কল্যাণ করিবার জন্য ধনধান্যাদি, ধান্যাগার, ধান্যাদি, ধান্য, আয়ুধ ও অন্য ইত্যাদির সমাদর উদ্ধারধারণ করেন ৬ ? ৬৬৮

যে বিশাম্পতে ! আপনি আত্মাভিমানিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়জন হইতে আত্মাভিমানকে এবং আত্মাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ৬ ? ৬৬৯

আপনার কৃতার্থগণ পূর্বাহ্নকালে (বর্ষাঋতুর সময়ে) মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া, অন্য খেলা বা প্রমদা প্রভৃতি বিষয়ে আপনার অর্থব্যয় অনেক ৬ ? ৬৭০

আপনার আয়ের চতুর্থভাগ, অর্ধভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজস্ব নির্ণয় করেন ৬ ? ৬৭১

আপনি বন্ধুজনের, জাতিবর্গ, গুরুজন, বন্দিগণ, শিল্পী, আত্মীয় স্ত্রীগণ ও অন্যান্য স্ত্রীজনগণের ধন ধান্য প্রভৃতি দ্বারা সদা সমাদর করিয়া থাকেন ৬ ? ৬৭২

আর দ্বারে বিমুক্ত পশু ও লেখকবর্গ আপনার আয় ও ব্যয় নিত্য পূর্বাহ্নে নিরূপণ করিতেছেন ৬ ? ৬৭৩

বিনয়জ্ঞ, বিনেতা ও শ্রিয় কর্মচারিগণকে পূর্বে আসনাদি দ্বারাই না করিয়া আপনি তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করেন না ৬ ? ৬৭৪

---

৩ বসন্তুখ, গ্রীষ্মঋতুর দ্বিতীয়মাস, জ্যৈষ্ঠ, পারভ, মেষ, মেষস্থ, ও গ্রীষ্মী।
৪ ধান্য, আয়ু, যব ও গোধূমাদি।

কচ্চিন্ বিদিত্বা পুরুষান্তুতমাত্র-মধ্যমম্।
স্ব কর্মস্বনুরূপেষু নিয়োজয়সি তত্ত্বত ॥৭৫
কচ্চিন্ন মুক্তাশ্চৌরা বা বৈদিয়ো বা বিলাম্পতে।
অপ্রাপ্তব্যবহারা বা তব কর্মস্বনুষ্ঠিতাঃ ॥৭৬
কচ্চিন্ন চৌরৈর্দুর্ভিক্ষৈঃ কুলানাং স্ত্রীবলেন বা।
ভয়ং ন পীড়য়তে রাষ্ট্রং কচ্চিৎ কৃতাঃ কুলীবলাঃ ॥৭৭
কচ্চিদ্ ধান্যে গবাদ্যাসি পুণ্যানি চ হরন্তি চ।
ব্রাহ্মণো বিদ্যাবিধীনি ন কৃষির্বৈশ্যবৃত্তিতা ॥৭৮
কচ্চিন্ন তন্ত্রং ত্যজতি কর্মস্বাবসীদতি।
প্রত্যেক পরং বুদ্ধ্যা ব্যাসাদ্যবসুপ্রহম্ ॥৭৯
কচ্চিৎ বসুষ্টিতং তাত বার্তা তে সাধুভির্জনৈঃ।
বার্তায়াং হি ত্রিবৃত্তায়াং লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥৮০

কচ্চিন্মুখ্যাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চ বয়ুষ্টিতা।
কেবলং দুর্বৃত্তি সংহত্য রাজন্ প্রবসতে তব ॥৮১
কচ্চিদর্থাংস্তথার্থেষু প্রাজ্ঞা নরবরং কৃতাঃ।
প্রাবক্তৃ কৃতাঃ প্রাজ্ঞাস্তে চ সর্বে স্বদর্শনাঃ ॥৮২
কচ্চিদ্ অলসমুদ্যুক্তা নদ্যাদি বিষমাণি চ।
পুরাণি চৌরান্ নিরস্তন্তি বিষয়ে তব ॥৮৩
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সি কচ্চিৎ তাশ্চ সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন প্রসঙ্গমাসাদ্য কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে ॥৮৪
কচ্চিদাত্মাহিতং শ্রুত্বা তথ্যমুদ্ধরসে চ।
বিশ্বাস্যমুদ্ধতং স্নেহে ন ত্বয়ন্তঃপুরে পুনঃ ॥৮৫
কচ্চিদ্ যৌ প্রথমৌ যামৌ রাত্রেঃ শুশ্রূষতে বিদাম্পতে।
কচ্চিদ্রাত্রি ধর্মার্থৌ সহ চিন্তয়সে ॥৮৬

হে তাত! আপনি উত্তম চরের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সকলের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া তদনুরূপ কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ত?১৫

হে রাজন্। দুষ্ট চৌর, বৈদ্য বা অন্যান্য ব্যবহার ব্যক্তিগণ আপনার কর্মে নিয়োজিত হয় না ত?১৬

তস্কর, দুষ্কর বা দুরাচরণ অথবা স্ত্রীলোকের প্রবলতা বা আপনি নিজে রাষ্ট্রটিকে উৎপীড়ন করেন না ত? রাজ্যস্থ কুলবেত্রা সন্তুষ্টিতে বাসকরিতেছেন ত?১৭

রাজ্যমধ্যে ধান্য অন্যান্য স্থানে স্থানে প্রচুর পুণ্য অন্যান্যস্থানে বিক্রিত হইতেছে ত? এবং কৃষি কার্য বৃত্তি নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ত?১৮

আপনার রাজ্যে কৃষকবিদ্বেষের ফলে চৌর ও অন্যান্য ভয়ের ভাব নাই ত? আবশ্যক হইলে প্রত্যেক কৃষককে উৎপাদিত বৃদ্ধিতে সন্তুষ্টিতে ঋণ প্রদানে সাহায্য করিয়া থাকেন ত?১৯

হে তাত! আপনার রাজ্যে সাধুলোক দ্বারা বার্তা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে ত? কারণ উপযুক্ত বার্তার দ্বারা সকলের ব্যবহারে লোকসকল সুখী হইয়া থাকে ত?২০

হে রাজন্! তত্ত্বজ্ঞ প্রাজ্ঞ গোপুরুষেরা পাঁচ পাঁচজন একত্র মিলিয়া গুপ্তচরের কার্যের অনুষ্ঠানে আপনার রাজ্যের সকলের কার্যকলাপের তত্ত্ব লন ত?২১

নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি পল্লীগ্রামের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন ত? এবং ঐ সমস্ত নগরাদি আপনার বশবর্তী হইয়াছে ত?২২

আপনার রাজ্যে চতুর পুরুষগণ নৈকল্যের অনুভবে করিয়া চোর তাহার সকলকে ধরণ করিয়া দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত সকলস্থানে বিতাড়ন করেন ত?২৩

গ্রামরক্ষকের কার্যকারিতা ও তাহাদিগকে সন্তুষ্টি সাধনপ্রদান করেন ত? এবং বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের নিকটে কোন গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেন না ত?২৪

হে রাজন্! কোন অমঙ্গলকারী প্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ

কচ্চিদ্বর্ষীয়সো বিদ্বান্ মনুষ্যান্ পঞ্চমন্যসে।
উত্তমং কালমাসীনঃ সহ পাণ্ডব মন্ত্রিভিঃ ॥৮৭

কচ্চিদ্ ভক্তসহস্রেষু পক্ষমাত্রাঃ সহস্রশঃ।
উপাসতে ত্বামর্থার্থা ভক্তমার্যমিবাদৃতম্ ॥৮৮

কচ্চিদ্ দত্তেষু যজ্ঞেষু পূজায়াং চ বিশাম্পতে।
পরীক্ষ্য কুরুষে সত্যমপ্রিয়েষু প্রিয়েষু চ ॥৮৯

কচ্চিদ্দারৈরমাত্যৈশ্চ ভ্রাতৃভির্বা বিশাম্পতে।
ন ভেদয়সি মন্ত্রং তে কচ্চিন্ন তে বিদুঃ পরে ॥৯০

কচ্চিদ্ বৈদ্যাংশ্চিকিৎসায়াং ষট্ত্রিংশদ্বিদ্যয়া বিভো।
সুকৃতাংশ্চানুরক্তাংশ্চ পরীক্ষে তে বিদুঃ পরে ॥৯১

কচ্চিদ্ লোভাদ্বোষাদ্ বা মানাদ্ বাপি বিশাম্পতে।
অর্থি-প্রত্যর্থিনৌ প্রাপ্তান্ ন পক্ষপি ক্ষপয়সি ॥৯২

কচ্চিদ্ লোভাদ্দ্বেষাদ্ বা বিভ্রাতৃৎ প্রত্যয়েন বা।
আদিতাবান্ মনুষ্যাণাং বৃদ্ধিং হংসি ন তৈঃ কৃতাম্ ॥৯৩

কচ্চিৎ পৌরা ন সহিতা যে চ তে রাষ্ট্রবাসিনঃ।
ত্বয়া সহ বিরুধ্যন্তে পৌরা জানপদাঃ ক্ষপণে ॥৯৪

কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ পরমাস্ত্রাঢ্যানি ক্ষপণে ॥৯৫

কচ্চিৎ সর্বেষুভক্তাস্ত্বাং ভূমিপালাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাপ্তাংস্তথৈবৈতান্ সম্যগভি বয়ন্যুতাঃ ॥৯৬

করিয়া অনুরক্তব্যক্তি প্রিয় বলিয়া অনুভবপূর্বক বিশ্বাস করেন না ত ?৮৫

হে প্রজানাথ ! রজনীর প্রথম দুইপ্রহর বিশ্রাম অতিবাহিত করিয়া পশ্চিমবিভাগে যামোত্থান পূর্বক ধর্ম ও অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন ত ?৮৬

হে পাণ্ডুনন্দন ! আপনি যথাকালে যামোত্থান-পূর্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্মার্থী প্রজাগণকে দর্শন প্রদান করেন ত ?৮৭

হে অরিন্দম ! আপনার শরীর রক্ষার্থ রক্ষাকার্যে অভিজ্ঞ ছদ্মবেশী ব্যক্তিরা ব্যবহারি বাহ্য পূর্বক উত্তম-পাত্রে ভক্ষণ করিতে থাকে ত ?৮৮

হে মহারাজ ! আপনি পূজার্থ অথবা ভক্তিবশতঃ আগমনকারিদিগের প্রতি যথাযোগ্য ন্যায় ব্যবহার করেন ত ? যে প্রিয় এবং যে অপ্রিয় তাহা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া চলেন ত ?৮৯

হে ভূপতিপুত্র ! শারীরিক পীড়া উপস্থিত হইলে বিনয় ও ধৈর্য সহকারে যাহারা প্রতিকারবিধান করিয়া থাকেন ত ? এবং মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে সকল বন্ধু ব্যক্তিদিগের সেবা দ্বারা তাহা দূর করিয়া থাকেন ত ?৯০

আপনার বৈদ্যগণ ঔষধ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, সুহৃদ্ ও অনুরক্ত ত ? তাঁহারা সকল আপনার শারীরিক হিতচেষ্টা করেন ত ?৯১

হে বিশাম্পতে ! আপনি লোভ, মোহ ও অভিমানবশতঃ হইয়া কখনও অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের কার্য্য দর্শন করেন না ত ?৯২

আপনি লোভ, দ্বেষ, বিশ্বাস (আত্মবিশ্বাস) অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া আদিত মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ভেদ করেন না ত ?৯৩

পৌর ও জনপদবাসী মনুষ্যগণ মিলিত হইয়া সকল বিষয় হইতে অর্থপ্রয়োগপূর্বক আপনার সহিত বিরোধ উপস্থিত করেন না ত ?৯৪

দুর্গসকল সকলপ্রকার প্রয়োজিত করেন ত ? এবং অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যায় অথবা যন্ত্রে ও ধন এই উভয় শক্তিদ্বারা ধনবান্ লোক সকলকে সর্বদিক রক্ষা প্রদান করেন না ত ?৯৫

প্রধান প্রধান রাজগণ সকলেই আপনার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত ? তাঁহারা আপনার সমাদরে বশীভূত হইয়া আপনার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগে সতত আছেন ত ?৯৬

কচ্চিৎ তে সর্বশিষ্যাণ্ড গুরুতোষ্টো প্রবর্ততে।
ব্রাহ্মণাবাক্ষ সাধূনাং তব নৈত্যেষ্বসংমতা ॥৯৭
দক্ষিণাস্তু প্রদাস্যন্ বিদ্যাঃ সমাপ্তিগমিষ্যথঃ ॥৯৭
কচ্চিদ্ ধর্মে ত্রয়ীমূলে পুরাণে চাভিরক্ষিতে ॥৯৮
প্রত্যবস্থাতুমা কর্তুং কচ্চিদ্ ন কুরুষে মনঃ ॥৯৮
কচ্চিদ্ন গুরবস্তাত সাধুবৃত্তাস্তি বৈ ত্বয়ি।
ত্বদর্থমভ্যুপেক্ষন্তে ত্বদ্ধিতাত্মবাধ্যয়ং সদা ॥৯৯
কচ্চিৎ ত্রয়ীমবার্তাঞ্চ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন যথাবৎ বেত্থ সাধুধীঃ ॥১০০
কচ্চিৎ আত্মনি তুল্যাস্থ ভৃত্যাস্থ চ তথা সুতে।
ত্বয়া সম্যগ্ বিধাতব্যা ন্যাসো হ্যেষ মহান্ স্মৃতঃ।
ত্বয্যাধীনং সুখং কৃৎস্নং তথা ত্বদ্ধিতবাদিনি ॥১০১

আপনি সর্বশিষ্যদিগের গুরু বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের ও সজ্জনগণের পূজা করিয়া থাকেন ত? কারণ উহা আপনার শুভ ও মঙ্গলবিধায়িনী ইহাদিগের মধ্যেচিত দক্ষিণা আপনি নিয়া প্রদান করেন ত? ইহা আপনার স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির বিধায়িকা ॥৯৭

আপনি পূর্বপুরুষাচরিত বেদমূলক ধর্মে যত্নবান্ আছেন ত? এবং ঐ ধর্মানুকূল কার্য অনুষ্ঠানে আপনি বর্ধমান আছেন ত ॥৯৮

আপনার গুরু এবং আপনার সম্মুখে গমনাদ্ ব্রাহ্মণগণ সুখায় ও গুণবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন ত? ভোজনের পরে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন ত ॥৯৯

আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া যাজনের ও পূজনীয়াদি সকল কার্যের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন ত ॥১০০

গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জাতি, বৈদ্যগণ, আপ্তজনগণ, ভৈষজ্যকর ও ধনদাতাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন ত ॥১০১

হে অনঘ! আপনি মনে লোভ বা ক্রোধের

কচ্চিন্নোক্তো ন মন্যুর্বা ত্বয়া গোৎপাদকেষ্বপি।
অপি সন্ধ্যাসময়ে ত্বং পার্শ্বে ন নিষীদতি ॥১০২
কচ্চিদেষা চ তে বুদ্ধির্বৃদ্ধিপূর্বা চ দেহ্যতে।
আহূতা চ সদা চ সর্বকার্যার্থদর্শিনী ॥১০৩
একদা বহবোঽভ্যেত্য বৃথা রাষ্ট্রং ন সীদতি।
বিজিত্য চ মহীং রাজা লোকযাত্রামুবেক্ষতে ॥১০৪
কচ্চিদর্থা বিশুদ্ধাস্তা কারিতশ্চৌরকর্মণি।
অদৃষ্টশাস্ত্রকুশলৈর্লোভাদ্ বধ্যস্তে শুচিঃ ॥১০৫
দুষ্টো দণ্ডয়তা সম্যক্ কামাদ্ ভ্রাতা সুতোঽপি বা।
কচ্চিন্ন ত্যজ্যতে ক্ষেমো ভবতো দণ্ডধারণাৎ ॥১০৬
উৎপাদাস্ত কচ্চিদেতে পরিদৃষ্টাস্ত তত্ত্বতঃ।
অর্থাদ্ ত্বং বিদ্যা পণ্ডন্তি সমবেতা গুরা ভবেঃ ॥১০৭

উৎপত্তি করেন না ত? এবং আপনার পার্শ্বে মজ্জন-কাল হইতে আসিয়া বাদুক অবস্থিতি করে ত ॥১০২

হে নিষ্পাপ মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও বুদ্ধি মতীর প্রভুর অনুবর্তিনী হইয়াছে ত? আপনি কার্যানুকূল বুদ্ধি ও বুদ্ধি, আয়ু: ও যশোবর্ধিনী এবং ধর্ম, কাম ও অর্থসাধিনী হইয়া থাকে ॥১০৩

যিনি ঐ বুদ্ধি অনুসারে কার্য করেন, তাঁহার কখনো কোন কার্যেই বিপত্তি হয় না এবং ঐ রাজা পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন ॥১০৪

আপনার অধিকৃত লোভাদ্ ও অনভিজ্ঞ লোক-কর্তৃক চৌর্যাপরাধপ্রযুক্ত বিশুদ্ধস্বভাব আর্জবযুক্ত ব্যক্তিগণ নিধনপ্রাপ্ত হইতেছে না ত ॥১০৫

হে মহারাজ! দুষ্ট অবিবেকাদ্ ভ্রাতা অথবা পুত্রকে দণ্ডপ্রদান দ্বারা দণ্ডিত করাতে আপনার ক্ষেমের বিনষ্ট করা হইতে সমর্থ হয় না ত ॥১০৬

হে তাত! আপনার বুদ্ধিবল অমাত্যবর্গের উপদেশে বলী ও ধনিগণের উৎপাত নষ্ট করিয়া দৃষ্টিতে দেখেন না ত ॥১০৭

মাত্তিক্যমস্থঃ ক্রোধঃ প্রমাদঃ দীর্ঘসূত্রতাম্।
আলস্যং জ্ঞানবৃদ্ধানামলক্ষ্মীঃ পঞ্চবৃত্তয়াম্।
এতচ্চিন্তয়ন্ রাজন্ সর্বদা বিজয়ী ভবেঃ ॥১০৮

নিদ্রিতান্ বোধয়ামাস্থঃ শুভ্রাপরিবর্হণম্।
সমবাপ্তপ্রয়োগশ্চ প্রত্যাখানবিৎ সদা ॥১০৯

কচ্চিদ্ বর্গস্ত্রিবর্গজ্ঞো রাজযোগাংশ্চতুর্বিধ।
প্রাপ্তশ্চ বৈদ্যিকস্তাত দুর্লভানপি পার্থিবাৎ ॥১১০

কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রতবঃ।
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং

শ্রুতম্ ॥১১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বৈ সফলা বেদাঃ কথং বৈ সফলাঃ ক্রতবঃ।
কথং বৈ সফলা দারাঃ কথং বৈ সফলং শ্রুতম্ ॥১১২

নারদ উবাচ।

অস্থিরেষ্বফলা বেদা বহুদুগ্ধফলাঃ ক্রতবঃ।
বহ্নিপুত্রফলা দারাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্ ॥১১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু যুধিষ্ঠিরো বৈ মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছাবহিতো ধর্মান্ নারদং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১১৪

নারদ উবাচ।

কচ্চিদ্বিদ্যাময়া যূয়ং বণিজো লাভকাময়া।
অযোক্তৃষ্বযুঙ্ক্ষ্বে তদ্বং তদ্যোগৈর্বিদ্মি ॥১১৫

কচ্চিৎ তে পূজিতা রাজন্ পুত্র ভ্রাতৃষ্ণ চ মানিতাঃ।
উপায়ত্তি পরাংশ্চি উপায়ত্তিরবঞ্চিতাঃ ॥১১৬

কচ্চিদ্ধুরোহি যুক্তানাং ধর্মার্থবিদ্ধ ধীমতঃ।
বিদ্যাবৃদ্ধেষু তাত ধর্মার্থদর্শিষু ॥১১৭

মাত্তিক্য, অস্থয়, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যের পরিত্যাগ, আলস্য, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ের অর্থাৎ ধনধান্যাদির আসক্তি, নিদ্রিত অর্থাদির, স্ব-স্ব কর্ম্ম ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিদ্রিত বিষয়ের অনাসক্ত, শুশ্রূষাদির অনুরোধ, এবং কালে সকল সঙ্গ। উপরে আরুপরূপ প্রত্যাখান—এই চতুর্দশপ্রকার রাজযোগ, যে যোগসমূহ দ্বারা বহুমূল্য দুর্লভবস্তু প্রাপ্ত বিলই হইয়া থাকেন, আপনি সর্বতোভাবে তাহা অবগত হইয়াছেন ত ?১০৮-১১০

আপনার বেদাধ্যয়ন সফল হইয়াছে ত ? আপনার যজ্ঞ সফল হইয়াছে ত ? অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন ত ? দারপরিগ্রহের ফল আপনার লাভ হইয়াছে ত ? এবং আপনার শাস্ত্রজ্ঞান সফল হইয়াছে ত ?১১১

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে তপোধন ! আপনি যে আমার বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সমস্ত কিরূপে সফল হয় ? অর্থাৎ বেদ কিরূপে সফল হয়, যজ্ঞের সফলতা কিরূপে জানা যায় ; ভার্য্যা সফল হয় কিরূপে এবং শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপে সফল হয় ?১১২

নারদ কহিলেন,—বেদাধ্যয়নের ফল অস্থিরতা, ক্রতুসমূহের ফল ধন ও ভোগ, দারপরিগ্রহের ফল রতি ও পুত্রোৎপাদন এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার ?১১৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাতপা নারদমুনি এই কথা বলিয়া বর্ণাশ্রম যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ?১১৪

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্ ! লাভপ্রত্যাশায় বৃদ্ধদের নিকট হইতে সমাগত ধনিবৃন্দের বিষয় হইতে আপনার তত্ত্বোপযোগী রাজপুরুষগণ যথোক্ত তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন ত ?১১৫

হে রাজন্ ! সেই সকল ধনিবৃন্দ পুরুষগণ আপনার দ্বারা ও ভ্রাতৃগণ দ্বারা সম্মানিত হন ত ? এবং অন্যান্য আপনার লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া পরস্বস্ব আনয়ন করেন ত ?১১৬

কচ্চিৎ তে ভূমিরত্নস্য গোষু ধান্যফলেষু চ।
ধর্মার্থৌ ত্রিবর্গজ্ঞো লোকে বহুবিদো ॥১১৮

ত্রয়োপকরণং কিঞ্চিৎ সর্বদা সর্বদিক্ষ্বপি।
চাতুর্মাস্যাবধং সম্যক্ বিদ্যতে সম্প্রকল্পনম্ ॥১১৯

কচ্চিৎ কৃতং বিজানীষে কর্তব্যঞ্চ প্রকল্পসে।
সন্তাং মধ্যে মহারাজ সৎকরোষি চ পূজনম্ ॥১২০

কচ্চিৎ সূত্রাণি সর্বাণি ভূম্যাদি ত্রয়বর্ষকম্।
হস্তিসূত্রাশ্বসূত্রাণি রথসূত্রাণি বা বিদ্যে ॥১২১

কচ্চিদস্ত্রকৃতে সম্যক্ যুদ্ধে তে ত্রয়বর্ষকম্।
ধনুর্বেদস্য সূত্রং বৈ বহুসূত্রক মাগধম্ ॥১২২

কচ্চিদ্রাগে সর্বাণি ত্রয়ন্তন্ত্রে তথৈব চ।
বিদ্যতে যাত্রয়া সর্বে বৈদিকাঃ শক্রযাপনাঃ ॥১২৩

কচ্চিদস্ত্রিকয়াচৈব সর্বং ব্যালময়াং তথা।
যোগবন্ধোক্তয়াচৈব বাস্তুং যৎ পরিকল্পনি ॥১২৪

কচ্চিদন্নাদ্যং মূলাদ্যং পশবৃ ব্যঞ্জনবাহনম্।
সিদ্ধেষু পাণি বর্তন্তে তথা প্রত্যক্ষদর্শিনি ॥১২৫

বহুনর্থী মহারাজ কচ্চিৎ তে পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ।
বিদ্যাসিদ্ধং তথা ক্ষেত্রযোনয়ার্থিক চৌর্যসূত্রকা ॥১২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কুরুপাঞ্চালো মহাত্মা
শ্রুত্বা গিরো ব্রাহ্মণসত্তমস্য।
প্রসন্ন লাভার্থিনমেত্য তুষ্টো
বাক্যং প্রবীমীত্যথ বেদবন্তম্ ॥১২৭

যে শাস্ত্র। আপনি বর্ষাধিষ্ঠাত্রী অধিষ্ঠিত্ব ঋষি পুরুষদিগের বর্ষাধিষ্ঠাত্রী উপদেষ্টারূপে নিত্য স্মরণ করিয়া থাকেন ত ?১১৭

আপনার কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন অন্ন, গো হইতে প্রাপ্ত দুগ্ধ, ঘি, পুষ্প ও ফলে উৎপন্ন বস্তু বর্ষবিধিতে ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয় ত ?১১৮

আপনি বর্ষাকাল বিষয়ানুসারে সকল ঋতুদিগকে প্রয়োগকরণ যাহাতে চারিমাস পর্যন্ত কার্য্য চলিতে পারে, সেই পরিমাণ উপকরণসামগ্রী প্রদান করিয়া থাকেন ত ?১১৯

যে মহারাজ। কেহ আপনার উপকার করিলে তাহা স্মরণ করিয়া থাকেন ত ? ঐ উপকারকের প্রত্যুপকার আপনি করেন ত ? এবং সজ্জনসন্নিধৌ সভামধ্যে ঐ উপকারককে সম্মানের সহিত অর্চনাদির সংকার করেন ত ?১২০

যে আচার্য্য ! আপনি নিজদেশের প্রতিপালক হইয়া তাহাই সূত্র। বিদ্যে। আপনি হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র ও রথসূত্র প্রভৃতি সমস্ত সূত্র শিক্ষা করিয়াছেন ত ?১২১

যে অস্ত্রকুশলকুরুবর ! আপনার যুদ্ধে ধনুর্বেদের সূত্র বহুসূত্র ও মাগধিকসূত্র সমাক্ প্রকারে অভ্যাস করা হইয়াছে ত ?১২২

যে অমর ! সকল প্রকার অস্ত্র, প্রয়োগ ও শত্রুনাশক সকল প্রকার বিদ্যপ্রয়োগ আপনি অবগত আছেন ত ?১২৩

আপনি অগ্নি, বায়ু, রোগ ও রাক্ষসের ভয় হইতে নীরোগ সমস্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতেছেন ত ? ২৪

যে ধর্মজ্ঞ। অন্ন, মূল, পশু, বিলাস, বহুধনীয় ও প্রত্যক্ষিত ব্যক্তিগণকে আপনি নিয়ত ভাল প্রতিপালন করেন ত ?১২৫

যে মহারাজ। নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, অনুদ্যম (অচেষ্টতা) এবং দীর্ঘসূত্রতা—এই ছয়টী অনর্থ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ত ?১২৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পরিতুষ্ট চিত্তে যুক্তকরে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া দেবঋষি নারদকে এই বলিয়াছিলেন ।১২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠ যথোক্তং
প্রজা হি মে ভূয় এবাভিবৃদ্ধ্যৈ।
উক্তা তথা চৈব চকার রাজা
লেভে মহীং নারদমেবমাহ ॥১২৮

নারদ উবাচ।

এবং যো বর্ততে রাজা চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষণে।
স বিধত্তেঽক্ষয়ী পুণ্যলোকাংস্তত্রৈতি সলোকতাম্ ॥১২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপাল-
সভাখ্যানপর্বণি নারদপ্রশ্নমুখেন রাজধর্মানুশাসনে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৫

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে তপোধন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব। আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন তদনুরূপ কার্য্যে করিতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যে সাগরমেখলা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন ॥১২৮

নারদ কহিলেন,—যে রাজা এইরূপে চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখে বিহার করিয়া পরে ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥১২৯

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে রাজধর্ম্মের উপদেশবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[বিদ্যাসভাবিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য জিজ্ঞাসা।]

সম্পূজ্যাথাভ্যনুজ্ঞাতো মহর্ষের্দেবনাৎ পরম্।
প্রস্থিতঃ প্রাঙ্মুখো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ ভাষ্যতাং মহ্যং যথাবৎ সর্বনিশ্চয়ম্।
যথাশক্তি যথাকালং ক্রিয়তে যেন বিদ্বিষঃ ॥২

যাজকৈর্বা যথা কার্যং পূজা বৈত্রস্য সংসদঃ।
যথাভাগোপনীতার্থং কৃতং যেনেহ সর্বদা ॥৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বিদ্যাসভা বিষয়ে জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহর্ষি নারদের যথোচিত সম্মানে পরিতুষ্ট যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুমতি লইবার পূর্ব্বে আবেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রশ্নের উত্তরদানে অনুমতি করিতে লাগিলেন ॥১

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে ভগবন্! আপনি যে সর্বনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা তাহাতেই হউক। আমি এই তাহাতেই আবেশ যথাশক্তি পালন করিয়া থাকি ॥২

পূর্ব্বকালে পূজনীয় যে ভাবে যেরূপে সম্পন্ন করিতেন, তাহার সম্যগ্‌রীতার্থ সে সমস্ত প্রয়োজনানুসারে বিশেষ বিশেষ তাহাও আমি সেইরূপ করিতেছি ॥৩

যস্তু সংশয়ঃ কশ্চিৎ তমুদ্দিশ্যৈষ এতৎ। ন তু পক্ষয় তথা যত্নং যথা বৈনিয়তাত্মকি ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা রাজঃ তত্ত্বদিদৃক্ষয়া চ। মুহূর্তাৎ প্রাতরুত্থায় পূর্বে। লোকচয়ং মুনিম্ ॥৫

যাজয়ং হুতবানগ্নিমুপাসীনো যুধিষ্ঠিরঃ। অপৃচ্ছৎ পাণ্ডবস্তত্র রাজমধ্যে মহাদ্যুতিঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবান্ পশ্যতে লোকান্ সর্বা যাবদিযান্ বহূন্। ব্রহ্মণ্য নিয়তান্ পূর্বং প্রেক্ষমাণো অনোজবঃ ॥৭

ইহৈনী ভবতা কাচিদ্ দৃষ্টপূর্বং সভা ক্বচিৎ। ইতো বা প্রেষণী ব্রহ্মংস্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা নারদস্তস্য ধর্মরাজস্য ভাষিতম্। পাণ্ডবং প্রত্যুবাচেদং স্মরন্ সুমহদ্ বিয়া ॥৯

নারদ উবাচ।

নানুষ্যেষু ন যে তাত দৃষ্টপূর্বা ন চ শ্রুতা। সভা মণিময়ী রাজন্ যথেয়ং তব ভারত ॥১০

সভাং তু পিতৃরাজস্য বরুণস্য চ ধীমতঃ। কর্মান্তিকে তথেন্দ্রস্য কৈলাসনিলয়স্য চ ॥১১

ব্রহ্মণশ্চ সভাং দিব্যাং কর্মান্তিকে শতক্রতোঃ। দিব্যাদিব্যৈর্গুণোপেতাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতাম্ ॥১২

লোকৈঃ পিতৃগণৈঃ সাধ্যৈর্যক্ষরক্ষোভিরাবৃতাম্। দৃষ্টৈঃ পূর্বতরৈঃ সাক্ষাদ্দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা। যদি তে শ্রবণে বুদ্ধির্ব্রূয়তাং তদ্বচো মম ॥১৩

যে প্রজা। আমরা তাঁহাদের সংশয় অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সেই নিয়তাত্মা মহাপুরুষগণ যেরূপ গমন করিয়াছেন, আমরা অনিয়তাত্মা বলিয়া সেইরূপ চলিতে পারিব না।৪

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাতেজস্বী রাজা ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই প্রকার বাক্য বলিয়া রাজসভামধ্যে তাঁহার সমুচিত সৎকার করিলে লোকত্রয় মুনি নারদ সুখে উপবিষ্ট হইয়া সভাতলে হইলেন, মুহূর্তকাল পরে তখন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নিকটে বসিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৫-৬

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আপনি অনন্ত জ্ঞান যোগবলী, সেইজন্যই পূর্বকালে ব্রহ্মনিষ্ঠির মহালোক সর্বদা অবলোকন করত বিচরণ করেন।৭

হে ব্রহ্মন্। আপনি ইহার পূর্বে কোন স্থানে আমাদের এই সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে তাহা বলুন।৮

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্যমুখে অনুত্তরদে পাণ্ডুপুত্রকে এই বাক্য বলিলেন।৯

নারদ কহিলেন,—হে তাত! হে রাজন্! আপনার এই মণিময়ী সভাসদৃশ বিচিত্র সভা মনুষ্যলোকে আমি দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।১০

যে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি বিশ্বকর্মা স্বর্গে শুনিতে আপনার বাসনা হইয়া থাকে, তবে পিতৃরাজ যম, বীরবর বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা আমি কীর্তন করিব, এবং ব্রহ্মার এক দিব্য সভার কথা আমি বলিব, যাহা প্রকাশশালিনী, বিশ্বকর্মনির্মিতা ও দিব্য ও অদিব্য ভোগবস্তুতে সম্পন্না। এই সভা দেবগণ, পিতৃগণ, সাধ্যসমূহ, যক্ষ রক্ষোগণ ব্যাপিয়া, সাক্ষাৎ বেদমূর্তিধারী ব্রহ্মর্ষিগণ ও সনাতন মুনিগণ কর্তৃক সেবিত।১১-১৩

ভারতৈরনুকম্পার্থং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভির্ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং ভৈশ্চ সার্ধমিতোঽব্রবীৎ ॥১৪
ভারতং প্রত্যুবাচেদং ধর্মরাজো মহামনাঃ।
সভাঃ কথয় তাঃ সর্বাঃ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥১৫
কিংপ্রভাবাঃ সভা ব্রহ্মন্ কিংবিধাঃ কিংবয়স্কতাঃ।
শিল্পতশ্চৈব কে তাসাং সভায়াং পর্যুপাসতে ॥১৬
যাদৃশং দেবরাজস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ধনদস্য চ যাদৃক্ ত্বং তাদৃগাখ্যাতুমর্হসি ॥১৭

এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বং ব্রহ্মর্ষে বক্তুমর্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি সহিতাঃ সর্বে চৈবাত্র মে দ্বিজ ॥১৮
এবমুক্তঃ পাণ্ডবেন রাজ্ঞঃ প্রত্যুবাচ হ।
ক্রমেণ রাজন্ বিখ্যাতাঃ শ্রূয়তামিহ যা সভাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি সভাক্রিয়াপর্বণি-লোকপালসভাখ্যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরসভাজিজ্ঞাসায়াং অষ্টাংশোঽধ্যায়ঃ ॥৮

ধর্মরাজ মহামনা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ ও ভৃত্যগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে নারদকে এই কথা বলিলেন—হে ভগবন্! সেই সমস্ত সভা কিরূপ প্রভাবা আপনি বর্ণনা করুন, সেই সকল সভার বর্ণনা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥১৪-১৫

হে ব্রহ্মন্! সেই সমস্ত সভা কি প্রভা দ্বারা বিশিষ্ট হইয়াছে, কিরূপ বিস্তার ও কিরূপ আয়ত? এবং সভায় কাহারা সেই সভার অধীশ্বর হইয়া চারিদিকে বসিয়া কে কে তাঁহাকে উপাসনা করেন ?১৬

দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও ধনেশ্বর ঐ সভায় কোন্ কোন্ রূপে উপাসনা করেন ?১৭

হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি যথাযথরূপে এই সমস্ত কথা বর্ণনা করিলে ইহাদের সহিত আমরা সকলে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥১৮

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এই প্রকার বলিলে ভগবান নারদ বলিলেন—হে রাজন্! আমি সেই সমস্ত বিখ্যাতনামা ক্রমশঃ এখানে বর্ণনা করিতেছি, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন ॥১৯

শ্রীমহাভারতের বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্বে যুধিষ্ঠিরের দিব্য সভাজিজ্ঞাসাবিষয়ক ৮ম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রসভায় বর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।
শক্রস্য তু সভা দিব্যা তাসাং কর্মভিরুত্তমা।
যত্র শক্রস্য কৌন্তেয়! নিত্যমেবার্চনং প্রভো ॥১
বিস্তীর্ণা যোজনশতং শতমধ্যর্ধমায়তা।
বৈহায়সী কামগমা পঞ্চযোজনমুচ্ছ্রিতা ॥২

সপ্তম অধ্যায়

[ইন্দ্রসভার বর্ণনা।]

নারদ বলিলেন,—হে কুরুনন্দন। ইন্দ্রের যে সভায় বিষয়কর্মা দ্বারা নির্মাণ করাইয়াছেন। ঐ সভার প্রভা সূর্যের ন্যায় এবং ঐ সভা ইচ্ছার বশীভূত ॥১

অবশ্যেভ্যুপযাপেভ্য নিত্যদা বিধিপূর্বকম্।
দেবাদেবময়ী যজ্ঞা বিধাপ্যবিধিপূর্বকা ॥৩
তত্রাহং দেবদেবেশঃ পার্থ। সত্যেন পরমাত্মনা।
অত্রে শক্ত্যা অবেদ্যাত্মা ত্রিয়া লক্ষ্যা চ সর্বদা ॥৪
বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষৈর্নিত্যং ত্রিভীর্তি দেবিতাত্মভিঃ।
হুতমাশ্চিত্রমাল্যাশ্চ স্ত্রী-কীর্তি-দ্যুতিভিঃ সহ ॥৫
তত্রাহুপাসতে নিত্যং মহাত্মানং পরন্তপম্।
মরুতঃ সর্বশো যান্তি! সর্বে চ মুনয়েবিনঃ ॥৬
সিদ্ধা দেবর্ষয়শ্চৈব সাধ্যা দেবগণাস্তথা।
অক্ষরস্তম্ভ পরিষদ্ভাবন্তো হেমমালিনঃ ॥৭
এতে সাধুতমাঃ সর্বে নিত্যমেব পরন্তপাঃ।
উপাসতে মহাত্মানং দেবদেবমবিনাশম্ ॥৮
তথা দেবর্ষয়ঃ সর্বে পার্থ! শক্রমুপাসতে।
অথবা হুতপাপ্মানো দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥৯

ভেজসিনঃ সোমমুচো বিশোকা বিরজস্কয়া।
পরাশরা পর্বতশ্চ তথা সাবর্নি-বাসবৌ ॥১০
শঙ্খশ্চ লিখিতশ্চৈব তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
দুর্বাসাঃ ক্রোধনো দেবস্তথা দীর্ঘতমা মুনিঃ ॥১১
পবিত্রপাণিঃ সাবর্ণির্ঋজুরত্যেষ তালুকিঃ।
উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুস্তাণ্ডো তাণ্ডায়নিস্তথা ॥১২
ধৌম্যশ্চ পরিষ্টশ্চ ধনিষ্ঠশ্চ পাখিনঃ।
ঋজুশ্চোদরশাণ্ডিল্যঃ পারাশর্যঃ কৃষীবলঃ ॥১৩
বাজশ্রবো বিশাখশ্চ বিধাতা কাল এব চ।
তথাদবস্তুকী চ বিশ্বকর্মা চ সুব্রতঃ ॥১৪
অযোনিজা যোনিজাশ্চ বায়ুভক্ষা হুতাশিনঃ।
ঈশ্বরং সর্বলোকস্য বহ্নিং সমুপাসতে ॥১৫
সবেদাঃ সুনীথশ্চ বালখিল্যশ্চ মহাতপাঃ।
সমীকঃ সত্যবাক্ চৈব প্রচেতাঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥১৬

ঐ সভা সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ, লাখ যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চযোজন উচ্চ। উহা পুণ্যকার্যে স্থিত ও ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল।২

উহাতে জরা, শোক, গ্লানি, আলস্য প্রভৃতি কিছুই নাই। ঐ সভা সকলময়ী ও সোমাদিপ্রভা, উহার গৃহ ও উহার মধ্যেবিদিগুলি ঐ সভায় সভা দিব্য পারদসমূহ পরিশোভিত হইয়া আছে।৩

হে আয়ন্! হে মুনীশ্বরগণ! সেই সভায় দেবরাজ ইন্দ্র শোভার সহিতই ইন্দ্রাণী শচী-দেবীর সহিত ভোগ আসনে উপবিষ্ট আছেন।৪

ঐ সময়ে তিনি অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করেন। তাঁহার মাথায় কিরীট, কুণ্ডলের নামবর্ণ অতএব অর্থাৎ কেয়ূর, পরিধানে রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ বস্ত্র, এবং গলায় জিমলাল। হ্রী, কীর্তি ও দ্যুতির সহিত তিনি দিব্য সভায় বিরাজমান থাকেন।৫

হে ব্রাহ্মণ! সেই বিরাজমান সকল মরুদ্গণ ও মুনিবাসী যাবতীয় দেবগণ পরমেশ্বর মহাত্মা ইন্দ্রকে নিত্য উপাসনা করেন।৬

সিদ্ধ, দেবর্ষি, সাধ্য ও দেবগণ এবং হেমমালা-ধারী হেতুশূন্য সকলময়, ইহারা সকলেই ঘোর অনুচ্চারণের সহিত বিরাজমানা ও শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া পরমপুরুষ মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন।৭-৮

হে পার্থ! অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ও পাপশূন্য, বিমল সমস্ত দেবর্ষিগণ ইন্দ্রকে সেইরূপ উপাসনা করেন।৯

এই দেবর্ষিগণ সকলেই তেজস্বী, সোমরাজী ও সোমমন্ত্রযুক্ত। পরাশর, পর্বত, সাবর্ণি, বাসব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরা মুনি, ক্রোধন দুর্বাসা, দেব, দীর্ঘতমামুনি, পবিত্রপাণি, ঋজীষ সাবর্ণি, তালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড, তাণ্ডায়নি, ধৌম্যঋষি, পরিষ্ট, ধনিষ্ঠ ঋষি, ঋজু, উদর শাণ্ডিল্য, পরাশরনন্দন ব্যাস, কৃষীবল, বাজশ্রব, বিশাখ, বিধাতা, কাল, অরুণনন্দন, ঋষি, বিশ্বকর্মা ও সুব্রত, এবং অযোনিজ ও যোনিজ মুনিগণ, বায়ুভক্ষক ও হুতাশী মুনিগণ, ইহারা সকলে

জ্যোতির্বিবাহবেদঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
অঙ্গিরশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভার্গবশ্চ ধ্রুবস্তথা ॥১৭
ঋষীণাং সৌভরস্তার্ক্ষ্যস্তথা বৈখানসো মুনিঃ।
(বর্হণ্ড ঋষভো মুঞ্জো হৈহ্যো বল-পলাবনৌ।
পর্জন্যোহরো জয়ৎকারঃ কমোলঃ কাশ্যপস্তথা।
বিভাণ্ডকর্ষ্যশৃঙ্গৌ চ উদ্ভূতো বিষ্ণুবৃদ্ধয়া।)
মুনিঃ কালকৃতীয়শ্চ আত্রেয়োঽথ হিরণ্যহঃ ॥১৮
সাবর্ণো দেবরাতশ্চ বিষ্ণুসেনশ্চ বীর্যবান্।
(ঋতং ভাব্যায়নো রাজন্! ধার্ম্যঃ কৌশিক এব চ।)
বিদ্যা আপস্তবৌধ্যশ্চ দ্রহ্যা বেদা দশস্তথা ॥১৯
অর্থো ধর্মশ্চ কামশ্চ বিদ্যাস্তত্রৈব পাণ্ডব।
জলবাস্তস্তথা বেদা বায়বঃ শুচিবিষ্ণবঃ ॥২০
প্রাচী দিগ্ বজ্রবাহশ্চ পাবকঃ সপ্তজিহ্বকঃ।
অত্রীষোমৌ তথেন্দ্রাগ্নী মিত্রশ্চ সবিতাংশুমান্ ॥২১

অংশো বিষ্ণুশ্চ সাধ্যাশ্চ শুক্রঃ শুক্রস্তথৈব চ।
বিবাহধর্মিকস্তেষাং মুখবস্ত্রশ্চ ধর্মবিৎ ॥২২
বজ্রশ্চ দক্ষিণাশৈব প্রহারাশ্চ তথৈব।
বজ্রবাহশ্চ যে মন্ত্রাঃ পূর্বং তত্র সমাদদে ॥২৩
ঔষধ্যশ্চাপরসো রাজন্! গন্ধর্বাশ্চ অমোহকাঃ।
সূত্যা-বাদিত্র-গীতৈশ্চ হাস্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥২৪
ময়ন্তি চ মুদন্তে চ দেবরাজং পতঞ্জলম্।
ঋষিভির্দেবলৌশনৈশ্চ সুরমুঃ কর্মভিস্তথা ॥২৫
বিশ্বাবসুশ্চ মহাত্মানং বলমুচ্চিরুচন্দ্রম্।
ব্রহ্মরাতশ্চ ধর্মাত্মা সর্বে বেদধরস্তথা ॥২৬
বিদ্যাশৈবিধিবৈদিধ্যৈর্গাঙ্গাধারা ইবাম্বরাঃ।
প্রবিণো ঘৃতিমাংশ্চাত্র ধার্ম্য ঢাণ্ডায়নি চাপরে ॥২৭

ধর্মলোকের অধীশ্বর বরুণাদী ইন্দ্রকে উপাসনা করেন ॥১৩-১৪

যে পাণ্ডুবন্ধন রাজন্! সংবর্ত, সুধীম, মহাকল্প ভাগীরথি, সত্যব্রত, পর্বত, সর্বাপ্রবিদ্ধ প্রাচেতস, যোগাভিধি, মাতরিশ্বন, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরীচি, মহাতপস্বী ভানু, তথৌবান্, সৌভর, তার্ক্ষ্য, বৈখানস মুনি, (বর্হণ, ঋষভ, মুঞ্জ, হৈহ্য, বল, পলাবনু, পর্জন্যেশ্বর, জয়ৎকার, কমোল, কাশ্যপ, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ, উদ্ভূত, বিষ্ণুবৃদ্ধ,) কালকৃতীয় মুনি, আত্রেয়, হিরণ্যহ, সাবর্ণ, দেবরাত, বীর্যবান্ বিষ্ণুসেন, (ঋত, ভাব্যায়ন, ধার্ম্য, কৌশিক), বিদ্যা আপস্তম্বৌধ্য, দ্রহ্য, বেদ, দশবতী, অর্থ, ধর্ম, কাম, বিদ্যাসমূহ, জলবাস বেদগণ, বায়ুগণ, বেদধরসমূহ, পূর্ব দিক্, বজ্রবাহ প্রভৃতিগণ পাবক (১) অত্রি সমবেত সোম, ইন্দ্র সমবেত অত্রি, মিত্র, সবিতা, অর্যমা, অংশ, বিবাহধর্মক, সাধ্যগণ, ব্রহ্মস্পতি, শুক্র, বিবাহবসু, মিত্রসেন, সুমন, ভগ, বজ্রগণ, দক্ষিণাসমূহ, প্রহরণ, ব্যায়ামসমূহ, ও বজ্রনির্বাহক মন্ত্রসমূহ, ইহারা সকলেই ঐ সময়ে সভাসীন আছেন ॥১৬-২৩

হে রাজন্! এই প্রকারে অনেকের অনুরোধ ও অনেকের অনুমোদন দ্বারা, বাহু, শির ও নানা প্রকার হাস্য দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের মনোরঞ্জন করিতেন।

ইহারা ঋষি ও বজ্রসমূহের দ্বারা এবং বিচিত্রপ্রকারক কর্মসমূহ দ্বারা বল ও বৃত্র সংহর্তা মহাত্মা ইন্দ্রের স্তুতি করিতেন।

---

(১) নীলকণ্ঠের টীকায় পাবকের বর্ণনা এইরূপ।—

পাবক। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি, বিদ্যুৎ, বৈদ্যুত, সূর্য, সৌত্য, ঔদরাগ্নি, বিদ্যুৎ, অগ্নীষোম, বেদমন্ত্র, বৈদ্যুত, বহ্নিমান্, শুচি, পাবক, শুচি, বিশ্বাবসু, জ্যোতিষ্মান্, ভাস্কর, অহ, বিরোচন, বহ্নিমান্, ক্রতু, সোম ও বিশ্বমান্।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্বণি সভাপ্রবেশনে নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ৭

ব্রহ্মর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ সকলেই বাল্যকৃষ্ণিত ও অগ্নির ন্যায় তেজোময়, বিবিধ বিদ্যা-বিষয়ে আলোচনা করিয়া ঐ সভায় আসীন হয়েন ।২৪-২৭

বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য উপস্থিত থাকেন, এই সমস্ত ব্যক্তি এবং আরও অন্যান্য বহু সংযমী ও মহাত্মা ব্যক্তিগণ নিত্যে সভায় আসীন হয়েন। হে রাজন্! অন্যান্য সভ্য-গণও বিমান দ্বারা তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ব্রহ্মসদৃশ কৃত ও সপ্তর্ষিগণও সেইরূপে ঐ সভায় আগমন করেন ।২৮-২৯

হে রাজন্! আমি এই অমরলোকোচিত ঐশ্বর্য্যের পূর্ণে কখনে প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে যজ্ঞের সভা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ।৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্বণি সভাপ্রবেশনামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[যজ্ঞোক্ত সভাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

তত্রাহিতো মহান্ ন্যায্যঃ পূর্বৈর্ভিঃ ! নিবোধ তম্।
বৈবস্বতস্য যাং পার্থ। বিশ্বকর্মা চকার হ ।১

তৈজসী সা সভা রাজন্! বহুরূপ সমাকুলা।
বিমানানামনেকানাং ভূমৌ চাপি পাণ্ডব ।২

অর্কপ্রকাশা শ্রীমতী সর্বতঃ কামরূপিণী।
নাতিশীতা ন চাত্যুষ্ণা সুখস্পর্শ প্রহর্ষিণী ।৩

ন ক্লেশো ন জরা তত্রা ন ক্ষুৎ-পিপাসে ন চাপ্রিয়ম্।
ন চ তৈক্ষ্ণ্যং ন বা ঘাতঃ প্রতিকূলং ন চাপুনঃ ।৪

অষ্টম অধ্যায়।

(যজ্ঞরাজের সভার বর্ণনা)।

নারদ কহিলেন,—হে পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির। বিশ্বকর্মা পূর্বপুরুষ যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমি সেই সভা বর্ণনা করিব, আপনি শ্রবণ করুন ।১

হে রাজন্। ঐ তেজোময়ী বিশাল সভা লম্বা ও চওড়ায় সম যোজন হইবে। হে পাণ্ডব। অনেক রত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে ।২

উহার প্রকাশ সূর্য্যের তুল্য, ইচ্ছানুসারে রূপ-ধারণকারিণী ঐ সভা সমস্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা

সর্ব্বে তাম্রাঃ স্থিরাস্তুষ্টাঃ সে স্ত্রিয়া যে চ মানুষাঃ।
তস্য-যজ্ঞপ্রভাবেণ তস্যাঃ রোমকূপৈষ্বিব ॥৫

সেহং স্নেহক সেবক তস্যঃ বাহু অনাবরম্।
পুত্রসখ্যাঃ প্রভদ্রত্র নিত্যং কামদুঘা তস্যাঃ।
ঘৃতনদ্যশ্চ ক্ষীরাণি কম্বলানি চ ভারত ! ॥৬

তস্যাং ভারতঃ পুণ্যাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োদ্ভবাঃ।
ব্রহ্মঃ বৈশ্যস্তথা তাত ! প্রভবঃ পর্ব্বতাশ্রয়ে ॥৭

ব্যবাহির্বহুতঃ পুত্রস্তাস্তাস্য লোকতো ঘৃতঃ।
এতদ্বিদ্বান্ ভারতি কুর্ব্বীতঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠঃ ॥৮

অধিষ্টেনেমিঃ সিদ্ধশ্চ কৃতবেগঃ কৃতিনিভিঃ।
প্রভদ্রনঃ নিবিষ্টেতঃ পৃথুলোকো কৃতশ্রুতঃ ॥৯

ঘর্ত্তা মন্ত্রতঃ কুশিকঃ সাঙ্কাশ্যঃ সুকৃতিস্তথা।
চতুরঃ সংখ্যাতিঃ কাঙ্কীরোদ্ভব পার্থিবঃ ॥১০

তথা তুষ্টেশ্চ তথা হাস্যঃ তাপোধনঃ।
তুষ্টীয়ো বৈশ্যস্তৈশ্চ মনো ভারঃ পরিশ্রুতঃ ॥১১

নিবোধাদোহথ তুষ্টস্য অষ্টাবেতে তথীনতঃ।
যজ্ঞা পরমো ব্যাপ্তঃ পৃথুবেণঃ পৃথুশ্রবা ॥১২

পৃথাবো বহুবনা কুশশ্চ তুষ্টবাহনা।
ব্রহ্মর্ষিদেবশ্চ পুরুহুতো মতী ধর্মী ॥১৩

আর্ষ্টিষেণো নিলীপশ্চ মহাত্মা নাপুষিনয়।
ঔশীনরিঃ পুণ্ডরীকঃ পর্বতিঃ পরতঃ শুচিঃ ॥১৪

অক্ষোহবিষ্টশ্চ বেণশ্চ তুষ্টতঃ সত্যতো জয়া।
জয়াহুতিঃ তুনীথশ্চ নিষ্ঠেবশ্চ যবীনরঃ ॥১৫

কৃতধ্বজো বাহ্লিকশ্চ তৃণাবো বলবান্ ধনুঃ।
ঐলো মরুত্তশ্চ তথা বলবান্ পৃথিবীপতিঃ ॥১৬

কপোতরোমা তৃণবঃ সহদেবার্জুনৌ তথা।
ব্যশ্বঃ সাম্বঃ কৃশাশ্বশ্চ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ ॥১৭

রাজা হাপবধশ্চৈব ককুৎস্থোঽথ প্রবর্হনঃ।
অনর্কঃ কক্ষসেনশ্চ পৃথো মৌদ্গল এব চ ॥১৮

দীপ্তিমান, ইহা আমিষাহারী ও মনের অত্যন্ত আনন্দদায়িনী হইয়াছিল ॥৩

উহার ভিতরে শোক, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা ও অশ্রদ্ধা কিছুই নাই, হীনতা ও আধি উহার নাই এবং প্রতিকূলতার ও উহার নামও নাই ॥৪

যে সত্রযজ্ঞ। তথায় হিংসা ও বর্জ্য সকল প্রকার দোষ প্রভৃতি হইয়াছে, সরল এবং সুখময় ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে ॥৫

তথায় স্নেহযোগ্য, ভোজনের যোগ্য, পানের যোগ্য অর্থাৎ লেহ্য পেয় ভক্ষ্য, বাহু ও মনোহর বস্তু সর্বদা প্রস্তুত থাকে, তথায় পবিত্র ও সুখময়ী এবং ইচ্ছানুরূপ ফলদায়িনী কামধেনু সর্বদা বিরাজিত রহিয়াছে।

তথায় ঘৃতময় হ্রদ ও ক্ষীর সলিল সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। হে তাত! ঐ সভায় বহু পুণ্যাত্মা ব্রহ্মর্ষি এবং বিশ্বাসে ব্রহ্মর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া সুখানুভব করেন ॥৬-৭

ব্যবাহি, বহুত, পুত্র, মাতাতা, লোমক, কৃত, ব্রহ্মবন্ধু, ব্রাহ্মর্ষি কৃতবীর্য্য, কক্ষসেন, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রভদ্রক, বিনি, মনস্য, পৃথুলাক্ষ, শ্রুতশ্রব, ঘর্ত্তা, মন্ত্রত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সুকৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্র, সংখ্যাতি, রাজা কাঙ্কীরোদ্ভব, তুরত, তুরশ্ব, রাজা তপোধন, তুষীয়, বৈশ্যত, মনু, রাজা পার্থিবশ্রেষ্ঠ, নিবোধাদ, তুষ্টস্য, অষ্টবীয়, তথীনত, যজ্ঞ, পরম, ব্যাপ্ত, পৃথুবেণ, পৃথুশ্রবা, পৃথবশ, বহুবনা, মহাবল তুল, তুষ্টবাহন, ব্রহ্ম ও ঋষিসিদ্ধ পুরুহুতল, আর্ষ্টিষেণ, নিলীপ, মহাত্মা নাপুষিনয়, ঔশীনরি, পুণ্ডরীক, পর্বতি, পরত, শুচি, অক্ষ, অবিষ্ট, বেণ, তুষ্টত, সত্যত, জয়, জয়াহুতি, তুনীথ, নিষেব, যবীনর, কৃতধ্বজ, বাহ্লিক, তৃণাব, বলবান্ ধনু, ঐল, বলবান্ রাজা মরুত্ত,

জাবলশ্চাত্র ধাম্যোঽত্র রাজাং-সপ্তর্ষয়ো হ্যমী।
দুর্বিহ্যস্যো মহাবঙ্গ পৃথুযো ৪২৩তথা ॥১৯

রাজা বৈণ্যো বাধিসেনঃ পুরুষিদ্ধ-এবেহাত্র।
ত্রয়স্ত্রয়স্ত্রিপর্যন্ত রাজোপর্যন্তরস্তথা ॥২০

ইত্যেতস্মাত্ত ভীষ্মাদ্যুসৌ বিদূরোঽন্যথা নয়।
পঞ্চাশৎ মুহূর্তশ্চ দুর্বিহ্যাঃ প্রদেশজিৎ ॥২১

অরিষ্টমেধি মুহ্যাঃ পৃথুলাশোঽষ্টকস্তথা।
পঞ্চ ষট্কা মৃগয়ঃ পঞ্চ ঐলাঃ পঞ্চ গয়াঃ ॥২২

দুরন্তাষ্টৈশ্চ পঞ্চমী তিস্তিনযেতরাঃ।
পঞ্চ ব্রহ্মস্তায়াঃ যৌবিনাশ্বীয়াঃ পঞ্চম্ ॥২৩

ভীষ্মাণাং যে পঞ্চ সাত্রে ভীমাদাস্তু তথা পঞ্চম্।
পঞ্চক প্রতিবিন্ধ্যাণাং পঞ্চ নাগাঃ পঞ্চ বীরাঃ ॥২৪

পুলাশানাং পঞ্চ ভোজাঃ পঞ্চ কাশদৃশস্তথা।
শান্তদুষ্টৈশ্চ রাজেন্দ্র শান্তুষ্টৈশ্চ পিতা তব ॥২৫

উশনসঃ পঞ্চধৈব ভেদযাতো ভবন্তথা।
দুরন্তশ্চ বাজিমুখ্যিমাদ্ যং মন্ত্রিভিঃ ॥২৬

অথাপরে সহস্রাণি যে সপ্তাঃ পর্বতিস্মৃতাঃ।
ইক্ষ্বাকবৈরহদ্রথিবর্হিদ্রথিকৌশিকাঃ ॥২৭

এতে বার্হদ্রথাঃ পুণ্যাঃ কীর্তিমন্তো মহাত্মকাঃ।
ত্রয়ঃ শতাব্দাঃ রাজেন্দ্র ! বৈষয়ং ভূপালকে ॥২৮

অজস্যাথৈব নবকশ্চ কালো মৃত্যুস্তথৈব চ।
দধনেতৈব নিক্তশ্চ যে চ যোগপরীক্ষিতঃ ॥২৯

অন্বিষ্যাস্তান্ত পিতরঃ কেবলাস্তে'প্যপাস্ত যে।
অথাবসন্ত বহিষদো দুর্তিমন্তুপাপরে ॥৩০

কালশ্চক্রশ্চ সাক্ষাত্ত ভগবান্ ব্যয়াত্মনঃ।
যদা যুক্তস্তদাপ্নোতি ক্ষিপ্রমেবংবিধাং গতিং ॥৩১

কালশ্চ বয়নে যুক্তঃ যেন পুরুষাস্ত যে।
তন্তবঃ পিতরশ্চাত্মা কাশ-তূলাস্তথা।
উপাসতে বয়ন্তাত্ত দুর্তিমন্তঃ নরাধিপ ॥৩২

অপোদকোমা, কৃপক, সহদেব, অজুন, বাম, সাম, দৃঢ়ায়ু, রাজা পর্বতিস্মৃ, রাজা ভগবন্ত, কহুদ্বন্ত, প্রবর্ধন, অনর্ধ, কক্ষসেন, বন্ধ, সৌরাণ, ভগবদ্বিনন্দন পরমেষ্ঠী, নাভাগ, নভগ, দুর্বিহ্যক, মহাগ, পৃথাগ, অরত, রাজা পৃথু, বাধিসেন, পুরুষিদ্, ভগবদ্বিনন্দন, অজস্তক, ত্রিগত, রাজা উশনিত্ত, ইক্ষ্বাকু, ভীমরাজ, সৌরপুষ্ট, অরব, নর, পঞ্চ, মুহুল, দুর্বিহ্যক, প্রজেমজিৎ, অরিষ্টমেধি, মৃগয়, পৃথুলাশ, অষ্টক, বংশবর্তীয় পঞ্চ মহাপতি, যৌনবীয় পঞ্চ নৃপাল, মহাবংশীয় পঞ্চ রাজা, দুরন্তাষ্টবংশীয় একপঞ্চ জন, অজমেঢ়বংশীয় আশী জন, অজমীঢ়বংশীয় পঞ্চ জন, যৌধ্র ও ঐক্ষবংশীয় পঞ্চ জন, ভীমবংশীয় দুইশত জন, ঐলবংশীয় পঞ্চজন, প্রতিবিন্ধ্যবংশীয় পঞ্চজন, নাগবংশীয় পঞ্চ জন, বীর বংশীয় একপঞ্চ জন, পুলাশবংশীয় পঞ্চজন, কাশকুশ প্রভৃতি পঞ্চজন এবং রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, ঈশনস, পঞ্চধা, দুরন্ত, বেণরাজ, ভরতের, বর্হিষদের সহিত দুর্বিহ্যক বাজি দুরন্ত এবং দুর্বিহ্যক হয় ও যম অশ্বমেধের মহত্তার দ্বারা স্বর্গে গত আছেন অরেক সপ্তর্ষিমণ্ডলীর সহিত সপ্ত রাজা, যে রাজেন্দ্র ! এই সকল পুণ্যাত্মা, কীর্তিমান্ ও মহাত্মক রাজর্ষিগণ ঐ সপ্তম সূর্যকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ৩য়ের ১৯-২৮

অজস্য, নবক, কাল, মৃত্যু, দধনেতা, যোগপরীক্ষায়ী, নিক্তগণ, অন্বিষ্যগণ, কেবল, অপাবসু, বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র (সুদর্শনাদি কালবিজ্ঞানের অভিমানী দেবতা), সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্যয়াত্মা, মুক্তকল্প মহত্তত্ত্ব, যন্ত্রিমান মূলাপ্রধান, কালের আয়ত্তশাসনে নিযুক্ত যন্ত্রের যে সকল পুরুষগণ, পিতৃগণ ও পলাশ, কাশ ও তূল আদি সমস্তেই মূর্তিমন্ত হইয়া, যে অনাদিপ। ইহারা সকলেই যন্ত্রের উপাসনা করেন ৩য়ের ২৯-৩২

এতে চান্যে চ বহবঃ পিতৃরাজস্যসত্রিণঃ।
ন শক্যা পরিসংখ্যাতুং নামভিঃ কর্মভিস্তথা ॥৩৩

অনয়া বৈ দিশা পার্থ! যজ্ঞা রাজ্ঞস্তদা সভা।
দীর্ঘকালং তপস্তপ্ত্বা বিশ্বিতা বিশ্বকর্মণা ॥৪৪

ধনদস্য তদা সভা চ তেজসা যেন তাবত।
তামুপ্রেক্ষন্তে যান্তি মুহ্যন্তঃ সত্যবাদিনঃ ॥৩৫

শক্যা সংখ্যাতুং নিত্যং পুণ্যা পুণ্যেন কর্মণা।
সর্বে তাবন্মহাত্মানঃ সর্বে চ বিগতজ্বরাঃ ॥৩৬

চিত্রাম্বরধরাশ্চিত্রমাল্যাঃ সর্বে সুনির্মলাঃ।
বপুর্ভিঃ কান্তিভিঃ পুণ্যৈঃ পার্থিবর্ষৈশ্চ তুষিতাঃ ॥৩৭

যজ্ঞৈশ্চাপ্ত দক্ষিণৈঃ সম্যগিষ্টবন্তো মহাধনাঃ।
যান্তি মৃদ্বীকৃতৈঃ কায়ৈঃ সাক্ষাৎ ধর্মং সনাতনম্ ॥৩৮

পুণ্যাশ্চ সভাঃ সর্বাশ্চ তত্রাঃ পার্থ। সমন্ততঃ।
বিদ্যন্তি চৈব রাজ্যানি উপতিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥৩৯

শতং শতসহস্রাণি ধর্মিণাং তং প্রজেশ্বরম্।
উপাসতে মহাত্মানং ত্রসন্তুক্তা অবন্ধিত ॥৪০

ইত্যুক্তা সা সভা রাজন্! পিতৃরাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বরুণস্যাপি বক্ষ্যামি সভাঃ পুরুষবর্ণিনীম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্বণি যমসভাবর্ণনং নামাষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৮

ইহারা এবং আরও অন্যান্য বহু লোক পিতৃরাজ যমের সভাসদ ছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কর্মের সংখ্যা করিয়া বলার শক্তি নাই ।৩৩

হে কুরুবংশজ! বিশ্বকর্মা দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ঐ রমণীয় সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা অবলোকন করিতে পারে এবং উহাতে অন্যের কোন সম্পর্ক নাই ।৩৪

হে ভারত! ঐ সভা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন প্রজ্বলিত। অন্যের তপস্যা ও উত্তম অন্নদানকারী, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব মহাত্মিগণ, যাঁহার পুণ্যকর্মদ্বারা শুদ্ধ ও পবিত্র পুরুষগণ ঐ সভায় গমন করেন। ইহারা সকলেই ভাস্বরকলেবর এবং সকলেই নির্মল বস্ত্র পরিধান করেন ।৩৫-৩৬

বিচিত্র বসনভূষণ, বিচিত্র হার, উজ্জ্বল কুণ্ডল, পবিত্র শুভবর্ণ ও পরিষ্কার প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তে ভূষিত হইয়া মহাত্মা পুরুষগণ ও অন্যান্য রাজগণ সত্যস্বভাবে সেই সভার গমন করিয়া সকল প্রকার ব্যাধি, জরা-শীত, ক্ষুধা ও দাহ প্রভৃতি করিয়া থাকেন ।৩৭-৩৮

হে কুরুবংশজ! সেই সভার চারিদিক্ পরিষ্কার পবিত্রগন্ধ ও পবিত্র অগ্নি এবং দিব্য বাদ্যসমূহ সর্বদা উপস্থিত থাকে ।৩৯

শত সহস্রসংখ্যক অর্থাৎ এক কোটি দিব্য জলধারী ধনবান ধার্মিকগণ সেই প্রজেশ্বর মহাত্মা যমের উপাসনা করেন ।৪০

হে রাজন্! পিতৃরাজ মহাত্মা যমের সেই সভা এই প্রকার। এখন আমি মহিমাশালিনী বরুণের সভার বর্ণনা করিব ।৪১

শ্রীমহাভারতের সভাসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্বে যমসভাবর্ণনামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সূচীপত্র

মহাভারতম্

আদিপর্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অনুক্রমণিকাপর্ব	
১।	মুনিদের বিভিন্ন প্রশ্নমূলে আগমন, মুনিদের প্রশ্ন, মহাভারতরচয়িতা ব্যাসদেবের চিন্তা, মহাভারত লিখিবার জন্য ব্রহ্মার সমীপে গমন ও সংক্ষেপে মহাভারতব্যাখ্যান।	৩
	পর্বসংগ্রহপর্ব	
২।	নৈমিষারণ্যে যজ্ঞের বর্ণন, অষ্টাশীতি সহস্র ঋষির আগমন, মহাভারতের বিভিন্ন পর্বসমূহের এবং উহার সংক্ষিপ্ত বিষয় সমূহের সংগ্রহ ও মহাভারতের শ্রবণ এবং পঠন ফল কীর্তন।	৩৩
	পৌষ্যপর্ব	
৩।	জনমেজয়ের প্রতি সরমার অভিশাপ, জনমেজয় কর্তৃক সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্যে বরণ, আয়োদ (ধৌম্যপুত্র, বেদ ও উতঙ্ক) প্রভৃতির গুরুভক্তি বর্ণন এবং সর্পযজ্ঞ করিবার জন্য জনমেজয়কে উতঙ্কের উপদেশ দান।	৩৮
	পৌলমপর্ব	
৪।	মহাভারতের কথা আরম্ভ।	৪২
৫।	ভৃগুমুনির আশ্রমে পুলোমা-পুরুষের আগমন এবং অগ্নিদেবের সহিত তাহার আলাপ।	৪৪
৬।	মহর্ষি চ্যবনের জন্ম, তাহার জন্মে পুলোমা রাক্ষসের ভস্মীভবন ও ভৃগুমুনি কর্তৃক অগ্নিদেবকে শাপদান।	৪৮
৭।	শাপে মুনিত অগ্নিদেবের অন্তর্ধান এবং পাপ অন্তর্হিত করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক অগ্নিদেবের পুনর্নিমন্ত্রণ।	১০০
৮।	প্রমদ্বরার জন্ম, রুরুর সহিত বিবাহসম্বন্ধের প্রস্তাব, অঙ্গীকার এবং বিবাহের পূর্বেই সর্প দংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু।	১০৩
৯।	রুরুর আয়ুর অর্ধভাগের দ্বারা প্রমদ্বরার জীবনলাভ, রুরুর সহিত আয়ুর্বিবাহ, সর্পদিগের প্রতি রুরুর কথা নিন্দা এবং রুরু কর্তৃক সর্পবধ	১০৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০।	ভরত কুমুদ্বতীর আলাপ।	১১৯
১১।	কুমুদ্বতীর আত্মকথা এবং তৎকর্তৃক ভরতকে অহিফেনের উপহরণ।	১১০
১২।	অন্তরঙ্গদের সর্পদংশনবিষয়ে ভরত জিজ্ঞাসা।	১১২

আষ্টীকপর্ব্ব

১৩।	নিজ পিতৃস্বসার অনুরোধে বিবাহের জন্য জরৎকারু মুনির উদ্যোগ।	১১৩
১৪।	জরৎকারু মুনি কর্তৃক যাদৃচ্ছিক ভগিনীর পাণিগ্রহণ।	১১৭
১৫।	আষ্টীকের জন্ম এবং মাতৃদোষে মাতামহকে আষ্টীক কর্তৃক শাপ।	১১৮
১৬।	ভরতের মাতামহ ভরত ও বিনতার অশ্বটীর মূল্যনির্দ্ধারণ।	১১৯
১৭।	বেদপর্ব্বতের উপর মহাত্মা বেদগণকে মন্ত্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ নারায়ণের আদেশদান।	১২২
১৮।	অন্তরীক্ষের জন্য বেদত্রয় ও অনুচরগণের মন্ত্রদর্শন, মহর্ষিবংশের সহিত অথর্ব্বের উৎপত্তি এবং যোগিনী জগদ্ধাত্রী শ্রীভগবান্ কর্তৃক বেদগণের নিকট হইতে অথর্ব গ্রহণ।	১২৪
১৯।	বেদগণের অথর্ব পাঠ, বেদানুচরের সংগ্রাম ও বেদগণের বিজয়।	১২৮
২০।	ভরত ও বিনতার কথন, ভরত কর্তৃক নিজ পুত্রগণকে শাপদান এবং উহা প্রত্যাহার অনুরোধন।	১৩২
২১।	বিস্তারিতভাবে মন্ত্রদের বর্ণন।	১৩৪
২২।	নারদ কর্তৃক ঔচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণসম্পাদন এবং মন্ত্রদর্শন করিবার জন্য ভরত ও বিনতার অগ্রগমন।	১৩৬
২৩।	পরীক্ষিৎ বিনতার ভরতের দাসীত্বলাভ, গরুড়ের উৎপত্তি এবং বেদগণ কর্তৃক তাঁহার স্তুতি।	১৩৮
২৪।	গরুড় কর্তৃক তীব্র তেজ ও শরীরের সহায় এবং সূর্য্যের তেজোবর্দ্ধিত তীব্র তেজের শান্তির জন্য তাঁহার সহ অরুণের প্রার্থনা।	১৪১
২৫।	সূর্য্যরথে মুক্তির সর্ব্বদাই থাকার জন্য ভরত কর্তৃক ছত্রের সৃষ্টি।	১৪৪
২৬।	ইন্দ্রকৃতবর্ষণ দ্বারা সর্পদংশের ঔষধ।	১৪৬
২৭।	জনমেজয়যজ্ঞের সংবাদের বনভূমি পর্যন্ত এবং তাহার হইতে মুক্তির জন্য সর্পগণের নিকট গমনের প্রস্তাব।	১৪৭
২৮।	অরুণ আরুণি, ভরত গরুড়ের গমন এবং নিজ মাতার আজ্ঞানুসারে নিষাদদেশে ভ্রমণ।	১৪৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯।	ভরদ্বাজ কর্তৃক গরুড়কে অস্থি-সঞ্চয়নের পূর্ব্বে জল সুস্থাদু করণ, সেই অস্থি-সঞ্চয়নে লইয়া যোন এক বিদ্যা বটবৃক্ষের মাথায় গরুড়ের অবস্থান ও তাহার শাখা ভঙ্গ।	১৫১
৩০।	ভরদ্বাজের সহিত গরুড়ের বিবাদ, ভরদ্বাজের প্রার্থনায় বালখিল্য ঋষিগণের শাখা ভাগ করিয়া জলাশয় জল প্রদানে এবং গরুড় কর্তৃক বিবাদ পর্ব্বতোপরি সেই শাখা নিক্ষেপ।	১৫৩
৩১।	ইন্দ্র কর্তৃক বালখিল্য মুনিগণের অপমান এবং ঐ মুনিগণের তপঃপ্রভাবে অশ্ব ও গরুড়ের উৎপত্তি।	১৬২
৩২।	বেনতেয়ের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ এবং বেনতেয়ের পরাজয়।	১৬৫
৩৩।	অমৃত লইয়া গরুড়ের প্রত্যাবর্ত্তন, মার্গমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন, বিষ্ণু হইতে বরলাভ এবং গরুড়ের উপর ইন্দ্রের বজ্রপ্রহার।	১৬৮
৩৪।	ইন্দ্র ও গরুড়ের মিত্রতা, অমৃত লইয়া গরুড়ের নাগলোকের নিকট আগমন, বাসুকির (রাজা) হইতে বিমাতার মুক্তি এবং ইন্দ্র কর্তৃক অমৃত অপহরণ।	১৭১
৩৫।	প্রধান পর্ব্বতের নাম।	১৭৫
৩৬।	শেষ নাগের তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ ও মস্তকস্থমুদ্রে পৃথিবীধারণ।	১৭৬
৩৭।	নাগরাজ বাসুকির সহিত ঋষিগণের পরস্পর পরামর্শ।	১৮০
৩৮।	জরৎকারুমুনির সহিত বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর বিবাহবিচার।	১৮৩
৩৯।	ব্রহ্মার আজ্ঞায় জরৎকারু মুনির সহিত পরম ধর্ম্মিষ্ঠা বিবাহের জন্য বাসুকির উদ্যোগ।	১৮৬
৪০।	জরৎকারু মুনির তপস্যা ও রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান।	১৮৭
৪১।	রাজা পরীক্ষিতের মৃগি পৃষ্ঠে আগমন এবং কণ্ঠস্থ পৃষ্ঠীকে শাস্ত করিতে করিতে শমীকমুনির শান্তের অনৌচিত্যকরণ।	১৯১
৪২।	শিষ্য পুত্রকে শমীকমুনির উপদেশ, রাজা পরীক্ষিতের নিকট মৌনমুদ্রকে প্রেরণ, রাজার আতিথ্য ব্যবস্থা ও কাঞ্চনমুনির সহিত তক্ষকের আলাপ।	১৯৪
৪৩।	তক্ষকের নিকট হইতে ধন পাইয়া কাঞ্চনের প্রত্যাবর্ত্তন এবং ফলে রাজার দংশনে যাইয়া (ঔষধকে) মরণ।	১৯৯
৪৪।	জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ।	২০৩
৪৫।	জরৎকারুমুনির পরিক্ষণের কর্ণনি এবং ঔষধের সহিত বার্তালাপ। —	২০৪
৪৬।	শপথ করিয়া জরৎকারু মুনির বিবাহ করিতে অঙ্গীকার এবং জরৎকারুস্বামী তক্ষকে লইয়া নাগরাজ বাসুকির আগমন।	২০৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৭।	রামকন্যার সহিত জরৎকারুমুনির বিবাহ, তাঁহার পত্নিসেবা এবং রামকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য মুনির বনগমন।	২১১
৪৮।	সর্পরাজ বাসুকির ভগিনী কর্তৃক তাঁহার বিবাহে এবং আস্তীকের জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা।	২১৬
৪৯।	রাজা পরীক্ষিতের বর্ষমাচলসদৃশ ও উন্নত গুণাবলির বর্ণন, মৃগয়া করিতে পরীক্ষিতের বনগমন এবং সেখানে শমীকমুনির অবস্থানকথা।	২১৮
৫০।	মৃগয়ায় পরীক্ষিতের শ্রান্তগমন, তাঁহাকে ভিরস্কার দিয়া ঋষি কর্তৃক পরীক্ষিতের গমন এবং পিতার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতিশোধগ্রহণের জন্য অন্যমনস্কের শিক্ষা।	২২১
৫১।	অন্যমনস্ক কর্তৃক সর্পযজ্ঞের উপক্রম।	২২৮
৫২।	সর্পযজ্ঞের আরম্ভ এবং তাহাতে সর্পগণের বিনাশ।	২৩০
৫৩।	সর্পযজ্ঞে মৃত ঋত্বিক্‌গণের নামাবলী, সর্পনাশের অগ্রীম বিনাশ, তক্ষক কর্তৃক ইন্দ্রের শরণগ্রহণ এবং সর্প হইতে আস্তীকের পাঠাইবার জন্য নিজ ভগিনীর নিকট বাসুকির অনুরোধ।	২৩১
৫৪।	মাতার আদেশে মামাকে সান্ত্বনা দিয়া আস্তীকের সর্পযজ্ঞে গমন।	২৩৪
৫৫।	আস্তীক কর্তৃক যজমান, ঋত্বিক্, অগ্নি ও সদস্যগণের স্তুতি।	২৩৭
৫৬।	আস্তীককে বর দিবার জন্য রাজা জনমেজয়ের শিক্ষা, তক্ষকের ব্যাকুলতা এবং আস্তীকের বর প্রার্থনা।	২৪০
৫৭।	সর্পযজ্ঞে বরীয়ান্ প্রধান প্রধান সর্পগণের দাহ।	২৪৩
৫৮।	সর্পযজ্ঞের সমাপ্তি এবং সর্পকুলের নিকট হইতে আস্তীকের বর প্রার্থনা।	২৪৬

ষষ্ঠাধ্যায়ের পর্ব্ব

৫৯।	মহাভারতের উপক্রম।	২৫০
৬০।	রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে বেদব্যাসের আগমন, রুরু কর্তৃক তাঁহার সৎকার এবং রাজার প্রার্থনায় মহাভারত বলিতে বৈশম্পায়নকে বেদব্যাসের আদেশ।	২৫১
৬১।	কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর দ্বেষ ও যুদ্ধের কারণবর্ণন।	২৫৪
৬২।	মহাভারতের মহত্ত্ব।	২৫৮
৬৩।	রাজা উপরিচরবসুর চরিত্র এবং সত্যবতী ও ব্যাসাদি পাণ্ডবগণের সংক্ষেপে জন্মকথা।	২৬৩
৬৪।	অনুক্রমণীপর্ব্বে পৃথিবী কর্তৃক ভারাবতরণগ্রহণ এবং ব্রহ্মা কর্তৃক দেবগণকে নিজ নিজ অংশে জন্ম লইবার জন্য আদেশদান।	২৬৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সম্ভব পর্ব্ব	
৬৫।	মহীতি প্রভৃতি মহর্ষি এবং অহিতি প্রভৃতি বহু কন্যাগণের বংশবিবরণ।	২৮৩
৬৬।	মহর্ষিগণ এবং তক্ষকসন্তানগণের বংশ বর্ণনা।	২৮৭
৬৭।	দেবতা ও অসুরগণের আপাবস্থানের বিষয় বর্ণন।	২৯৪
৬৮।	রাজা দুষ্মন্তের অদ্ভুত শক্তি এবং রাজধানীর বর্ণনা।	৩০৩
৬৯।	মৃগয়া করিবার জন্য দুষ্মন্তের বনগমন এবং সেখানে নানাবিধ হিংস্র বন্যজন্তু বধ।	৩০৮
৭০।	অপোবন ও তত্রত্যমুনির আশ্রমবর্ণন এবং রাজা দুষ্মন্তের ঐ আশ্রমে প্রবেশ।	৩১০
৭১।	রাজা দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বার্তালাপ, শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসাকরণ ও বিশ্বামিত্রের ঔরসজাতের জন্য তাঁর দেবসদনে প্রেরণকে প্রেরণ।	৩১৫
৭২।	মেনকা-বিশ্বামিত্রের বিলন, কন্যার উৎপত্তি, শকুন্তলাকে কণ্ব কর্তৃক তাহার বধ, শিশু আশ্রমে তাহাকে আনিয়া 'শকুন্তলা' এই নাম রাখিয়া তত্রত্যমুনির দ্বারা তাহার পালন।	৩২০
৭৩।	শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের গন্ধর্ব বিবাহ এবং মহর্ষি কণ্বের দ্বারা তাহার অনুমোদন।	৩২৩
৭৪।	শকুন্তলার পুত্রের জন্ম, পুত্র সহিত শকুন্তলার দুষ্মন্তের নিকট গমন, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সংবাদে, আকাশ বাণী কর্তৃক শকুন্তলাশুদ্ধির সমর্থন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক।	৩২৮
৭৫।	দক্ষ, বৈবস্বত মনু এবং তাঁহাদের বংশ বর্ণন, পুরূরবা নহুষ ও যযাতির সংক্ষেপ চরিত্র বর্ণন।	৩৩৮
৭৬।	দেবযানের অনুপ্রেরণায় শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য নিজরূপে অসুর গুরুাচার্যের সেবায় আত্মনিয়োগ ও বহুকাল পর তাহার গুরুসঞ্জীবনী বিদ্যালাভ।	৩৪৩
৭৭।	কচকে বিবাহের জন্য দেবযানীর অনুরোধ, কচের অস্বীকার এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের শাপপ্রদান।	৩৪১
৭৮।	দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কলহ, শর্মিষ্ঠা কর্তৃক দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ, যযাতি কর্তৃক দেবযানীর উদ্ধার দেবযানী ও শুক্রাচার্যের অন্যোন্যগমন।	৩৪৪
৭৯।	শুক্রাচার্য কর্তৃক দেবযানীর সান্ত্বনাদান, তথাপি দেবযানীর অসন্তোষ।	৩৫৯
৮০।	শুক্রাচার্য কর্তৃক বৃষপর্বার নিকটে এবং বৃষপর্বার উপদেশ, শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসী করিয়া বৃষপর্বা কর্তৃক দেবযানীর অন্তঃপুরবিধান।	৩৬১
৮১।	শর্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর বনবিহার, যযাতির আগমন, তাঁহার সহিত দেবযানীর বার্তালাপ ও বিবাহ।	৩৭৫
৮২।	যযাতি হইতে দেবযানীর পুত্রলাভ, নির্জনে বিলবনসহ শর্মিষ্ঠারও এতটি পুত্রপ্রাপ্তি।	৩৮৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৩।	দেবযানী মর্ষিষ্ঠা সংলাপ, দুঃখিত হইয়া দেবযানীর পিতৃসমীপে গমন এবং শুক্রাচার্য কর্তৃক যযাতিকে জরাপ্রাপ্তির অভিশাপ।	৪৩৩
৮৪।	জরাগ্রহণে অনিচ্ছাপ্রকাশকারী পুত্রগণের প্রতি যযাতির অভিশাপ, পুরু কর্তৃক যযাতির জরাগ্রহণ এবং যযাতি কর্তৃক রাজ্যদান।	৪৩৮
৮৫।	যৌবন পাইয়া রাজা যযাতির বিহারভোগ, অনন্তর বৈরাগ্য ও পুরুকে রাজ্য দিয়া বনগমন।	৪৪২
৮৬।	বনে যযাতির তপস্যা ও স্বর্গলাভ।	৪৪৩
৮৭।	ইন্দ্রের প্রশ্নে উত্তরে যযাতি কর্তৃক পুরু প্রভৃতি স্বীয় উপযুক্ত পুত্রদানের পুনরাবৃত্তি।	৪৪৮
৮৮।	যযাতির স্বর্গ হইতে পতন ও অষ্টকের প্রশ্ন।	৪৫০
৮৯।	অষ্টক ও যযাতির কথোপকথন।	৪৫২
৯০।	অষ্টক ও যযাতির সংলাপ।	৪৫৩
৯১।	যযাতি ও অষ্টকের আশ্রমবাসীসহিত আলাপ।	৪৫১
৯২।	অষ্টক ও যযাতির উত্তর প্রত্যুত্তর।	৪৬৩
৯৩।	শিবি ও বসুমনার সংবাদচ্ছলে যযাতির অধোগতি এবং অষ্টকাদি চারি রাজর্ষির সহিত স্বর্গে গমন।	৪৬৭
৯৪।	পুরুবংশের বর্ণন।	৪৭৩
৯৫।	প্রজাপতি ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুবংশ, ভরতবংশ ও পাণ্ডুবংশের পরম্পরা বর্ণন।	৪৭৮
৯৬।	যযাতিশাপের প্রতি ব্রহ্মার শাপ এবং শাপগ্রস্ত বসুমনার সহিত দেবগণের বার্তালাপ।	৪৮১
৯৭।	রাজা প্রতীপ কর্তৃক দেবগণকে পুরুষমূল্যে ক্রীতদাস, শান্তনুর জন্ম, রাজ্যাভিষেক ও দেবব্রতের সহিত মিলন।	৪৪০
৯৮।	শান্তনু ও দেবব্রতের সর্তসাপেক্ষ বিবাহ, বসুগণের জন্ম ও শাপমুক্তি এবং ভীষ্মের জন্ম।	৪৪৩
৯৯।	ঋষি বশিষ্ঠকর্তৃক বসুগণের প্রতি অভিশাপ-বচনের কারণ কথন।	৪৪৬
১০০।	শান্তনুর জন্ম, কর্ম ও সদাচারের প্রশংসা, দেবব্রতকর্তৃক ঊর্ধ্বরেতা পুত্রের প্রাপ্তি। দেবব্রতের ভীষ্মনাম প্রতিজ্ঞা।	৪৫০
১০১।	সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম, শান্তনু ও চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু এবং বিচিত্রবীর্যের রাজ্যাভিষেক।	৪৬০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০২।	ভীষ্মকর্তৃক অম্বার সভায় আনীতা কন্যাগণের হরণ, যুদ্ধে সকল রাজার সহিত সালের পরাজয়, অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ ও পরে মৃত্যু।	৫৬৫
১০৩।	ভীষ্মের নিকট হইতে সত্যবতীর রাজ্যগ্রহণ এবং ভীষ্মের পুনরায় স্বর্গে সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছা প্রকাশ এবং সত্যবতীর কথা বলাইয়া ভীষ্মের অস্বীকৃতি	৫৬৮
১০৪।	ভীষ্মের সম্মতি অনুসারে সত্যবতী কর্তৃক ব্যাসদেবের আহ্বান এবং ব্যাসদেব কর্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদিতে সম্মতিদান।	৫৭০
১০৫।	ব্যাস কর্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের উৎপত্তি। ...	৫৭১
১০৬।	মহর্ষি মাণ্ডব্যের শূলে আরোপণ।	৫৭৪
১০৭।	মাণ্ডব্য কর্তৃক ধর্ম্মরাজের প্রতি অভিশাপ দান।	৫৭৬
১০৮।	ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির জন্ম, ভীষ্মের পালনে রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি।	৫৭৮
১০৯।	রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ।	৫৭৯
১১০।	দুর্ব্বাসার নিকট হইতে কুন্তীর মন্ত্রপ্রাপ্তি, সূর্য্যদেবকে আহ্বান, কর্ণের জন্ম এবং ইন্দ্রকে অর্জ্জুন জন্ম-বরদান।	৫৮০
১১১।	কুন্তী কর্তৃক অম্বরসভায় পাণ্ডুকে বরণ ও তাঁহার সহিত বিবাহ।	৫৮৭
১১২।	মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ ও বিহার।	৫৯৮
১১৩।	পত্নীদ্বয়ের সহিত রাজা পাণ্ডুর বনবাস এবং বিদুরের বিবাহ।	৬০২
১১৪।	ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসুনামক আর একটি পুত্র উৎপত্তি।	৬০৪
১১৫।	দুঃশলার জন্ম বিবরণ।	৬০৮
১১৬।	ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের নাম।	৬০৯
১১৭।	পাণ্ডু কর্তৃক মৃগরূপী মুনির বধ ও মুনি হইতে শাপ প্রাপ্তি। ...	৬১১
১১৮।	পাণ্ডুর অনুতাপ, সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা, পত্নীদ্বয়ের অনুরোধে সন্তান লাভ বর প্রার্থনা। ...	৬১৫
১১৯।	পাণ্ডু কর্তৃক কুন্তীর প্রতি বরদানের আদেশ।	৬১৯
১২০।	পাণ্ডুর নিকট কুন্তীকর্তৃক পঞ্চমন্ত্র মুনিবাক্যসত্য পুত্রলাভ বর্ণন।	৬২০
১২১।	পাণ্ডু কর্তৃক কুন্তীকে আহ্বান দান এবং পুত্রের জন্য কুন্তীর সম্মতি।	৬২৩
১২২।	যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের উৎপত্তি। ...	৬২৮
১২৩।	নকুল ও সহদেবের জন্ম এবং পাণ্ডুপুত্রগণের বাল্যকাল সংবাদ।	৬৩৬
১২৪।	রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু এবং মাদ্রীর সহমরণ।	৬৪১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৫।	অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা ও পাণ্ডবগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থপুরে গমন এবং তাঁহার ও কৃষ্ণমাহাত্ম্যের বিষয়ে তাহাদের সমালোচন।	৫৪৮
১২৬।	পাণ্ডু ও মাদ্রীর সহমরণ এবং জাতিগণ কর্তৃক তর্পণ।	৫৫২
১২৭।	পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা, ভীমসেন দুর্যোধনের বিষপানে ও গঙ্গায় নিক্ষেপ, তাঁহার নাগলোকপ্রাপ্তি ও আট হ্রদ হইতে অমৃতলাভ বৃত্তান্ত।	৫৫৫
১২৮।	ভীমসেনের জন্য দুর্যোধন প্রভৃতির চিন্তা, তাঁহার আগমন, তাহার প্রতি দুর্যোধনের পুনঃ পুনঃ কুপ্রচেষ্টা।	৫৬২
১২৯।	কৃপাচার্য্য, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার উৎপত্তি এবং পাণ্ডবগণের বিষয়ে হইতে অস্ত্রাদি প্রাপ্তিবিবরণ।	৫৬৬
১৩০।	দ্রুপদ কর্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া দ্রোণের হস্তিনাপুরে গমন, রাজকুমারগণের সহিত সাক্ষাৎকার, উঁহাদের বাটী ও আটটী উৎসবের এবং ভীম কর্তৃক আচার্য্য পদে বরণ।	৫৭২
১৩১।	দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা, একলব্যের গুরুভক্তি এবং শিষ্যগণের পরীক্ষা।	৫৮০
১৩২।	অর্জুন কর্তৃক দ্রুপদের, দ্রোণের গ্রাম মুক্তি ও অর্জুনের অর্দ্ধরাজ্য লাভ।	৫৯৮
১৩৩।	ইন্দ্রপ্রস্থে রাজকুমারগণের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন।	৬১০
১৩৪।	ভীমসেন, দুর্যোধন ও অর্জুন কর্তৃক অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন।	৬১৪
১৩৫।	কর্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ ও রাজ্যলাভ।	৬১৮
১৩৬।	ভীম কর্তৃক কর্ণের বিদায় এবং দুর্যোধন কর্তৃক সম্মান দান।	৬৩২
১৩৭।	দ্রোণের আদেশে শিষ্যগণ কর্তৃক দ্রুপদ রাজ্যের উপর আক্রমণ, কর্ণ-দুর্যোধনাদির পলায়ন, অর্জুন কর্তৃক দ্রুপদের পরাজয় এবং দ্রোণ কর্তৃক দ্রুপদকে অর্দ্ধরাজ্য দান।	৬৩৪
১৩৮।	যৌবরাজ্যে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণরাজ্ঞীর চিন্তা।	৬৪২
১৩৯।	ঋষির কৃষ্ণাকে কৃষ্ণযাজ্ঞির উপদেশ।	৬৪৪
১৪০।	পাণ্ডবগণের প্রতি পুরবাসিগণের অনুরাগ বর্ণনে দুর্যোধনের চিন্তা।	৬৪৮
১৪১।	দুর্যোধন কর্তৃক কৃষ্ণরাজ্ঞীর বিষয়ে পাণ্ডবগণকে বারণাবতে পাঠাইবার প্রস্তাব।	৬৫৮
১৪২।	কৃষ্ণরাজ্ঞীর আদেশে পাণ্ডবগণের বারণাবতে যাত্রা।	৬৬০
১৪৩।	দুর্যোধনের আদেশে পুরোচন কর্তৃক বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ।	৬৬২
১৪৪।	পাণ্ডবগণের বারণাবত যাত্রা এবং তাহাদের প্রতি বিদুরের উপদেশ।	৬৬৪
১৪৫।	বারণাবতে পাণ্ডবগণের অভিনন্দন, পুরোচন কর্তৃক জতুগৃহে বাসের ব্যবস্থাকরণ এবং যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের অবোধকরণ।	৬৬৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩৩।	বিদুর কর্তৃক প্রেরিত পত্রের দ্বারা যুদ্ধের বর্ণন।	৪৪১
১৩৭।	অনুমরণের ও যুদ্ধারম্ভে পাণ্ডবসৈন্যের বহির্গমন।	৪৪৩
১৩৮।	বিদুর প্রেরিত নাবিক কর্তৃক পাণ্ডবসৈন্যের গঙ্গার অপর পারে গমন।	৪৪৫
১৩৯।	পাণ্ডবদিগের জন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শোকপ্রকাশ, অলাতশলি দান এবং পাণ্ডবসৈন্যের যমপ্রস্থে। —	৪৪৭
১৪০।	যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের জন্য আগমন, মাতা ও ভাইদিগের যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ভীষ্মের বিলাপ ও দুর্যোধনের প্রতি ক্রোধ।	৪৫২
১৪১।	যিড়িম্বকর্তৃক প্রেরিত হিড়িম্বার কথায় আগমন ও ভীমসেনের সহিত কথাবার্তা।	৪৫৯
১৪২।	হিড়িম্বের আগমন, হিড়িম্বার স্তব এবং ভীম ও হিড়িম্বের যুদ্ধ।	৪৬০
১৪৩।	হিড়িম্বাকর্তৃক যুধিষ্ঠির নিজ মনোভাব প্রকাশ এবং হিড়িম্বের বধ।	৪৬৪
১৪৪।	হিড়িম্বাকে বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের গমন, ভীমসেনকে পতিরূপে পাইবার জন্য হিড়িম্বার প্রার্থনা, ভীমসেন ও হিড়িম্বার মিলন এবং ঘটোৎকচের উৎপত্তি।	৪৬৮
১৪৫।	পাণ্ডবদের ব্যাসদেবের দর্শনলাভ এবং একচক্রানগরে গমন।	৪৭২
১৪৬।	ব্রাহ্মণপরিবারের কষ্ট দূর করিবার জন্য যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের বার্তালাপ এবং ব্রাহ্মণের চিন্তাপূর্ণ বিলাপ।	৪৭৭
১৪৭।	ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিজ দুঃখের চিন্তা প্রকাশ এবং পণ্ডিত জীবন কামনা।	৪৮২
১৪৮।	ব্রাহ্মণের কন্যা-কর্তৃক আশ্বাস ও নিজের প্রতিজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠির সমীপে গমন।	৪৮৩
১৪৯।	যুধিষ্ঠির সমীপে ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজ দুঃখের কথা বর্ণনা।	৪৮৮
১৫০।	যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন।	৪৯১
১৫১।	ভীমসেনকে ব্রাহ্মণের নিকটে প্রেরণের বিষয়ে যুধিষ্ঠির ও যুধিষ্ঠিরের বার্তালাপ।	৪৯৩
১৫২।	ভোজন লইয়া বকাসুরের নিকট ভীমের গমন, সকল ভোজ্য ভক্ষণপূর্বক যুদ্ধ করিয়া বকাসুরের বধ।	৪৯৬
১৫৩।	বকাসুরের অনুচর ভীত ব্রাহ্মণদিগের পলায়ন এবং নগরবাসীর প্রলাপ। —	৪৯৮
১৫৪।	ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পাণ্ডবগণের যাত্রা কথা শ্রবণ।	৫০১
১৫৫।	দ্রৌপদী কর্তৃক প্রেরণের অপমানবৃত্তান্তবর্ণন।	৫০২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬৬।	ঐশ্বরের হস্তে মৃত্যুর ও মৌদ্গল্যের উৎপত্তি।	৭৭৫
১৬৭।	বিশ্ব পুত্রগণের সম্মতি লইয়া দুষ্টীর পাতাল ছেদন করিবার জন্য প্রস্থান।	৭৭৪
১৬৮।	ব্যাসদেবের আগমন এবং পাণ্ডবগণের বিষ্ণুর মৌদ্গল্যের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন।	৭৭৫
১৬৯।	পাণ্ডবগণের পাতালগমন বার্তা, অর্জুন কর্তৃক চিত্রসেন গন্ধর্বের পরাজয় ও তাহার সহিত মিত্রতা।	৭৭৭
১৭০।	পুরুকন্যা তপতীকে দেখিয়া রাজা সংবরণের মোহ।	৭৭৯
১৭১।	তপতী ও সংবরণের কথোপকথন।	৭৭৮
১৭২।	বশিষ্ঠদেবের সহায়তায় সংবরণের তপতীকে লাভ।	৭৮১
১৭৩।	বশিষ্ঠদেবের মহত্ত্ববর্ণন এবং তাঁহাকে পুরোহিতত্বপদের জন্য বরুণের পাতালপুরে প্রেরণদান।	৭৮৬
১৭৪।	বশিষ্ঠদেবের অদ্ভুত ক্ষমাবলের দ্বারা বিশ্বামিত্রের পরাভব।	৭৮৮
১৭৫।	শক্তির শাপে কল্মাষপাদের রাক্ষসত্বলাভ, বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় রাক্ষস কর্তৃক বশিষ্ঠের পুত্রগণের ভক্ষণ এবং বশিষ্ঠের শোক।	৭৯৪
১৭৬।	কল্মাষপাদের রাক্ষসত্ব হইতে মুক্তি এবং বশিষ্ঠের দ্বারা তাঁহার পুত্রপ্রাপ্তি।	৭৯৮
১৭৭।	শক্তিপুত্র পরাশরের জন্ম, পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ পরাশরকে বশিষ্ঠের সান্ত্বনা দান।	৮০৩
১৭৮।	পিতৃমুক্তিকাম কর্তৃক ঔর্বের ক্রোধকে বিনাশন।	৮০৬
১৭৯।	ঔর্ব ও পিতৃমুক্তের কথাবার্তা এবং ঔর্ব কর্তৃক নিজ ক্রোধাগ্নিকে বড়বামুখরূপে সমুদ্রে নিক্ষেপ।	৮১৮
১৮০।	পুলস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণের উপদেশে পরাশর কর্তৃক রাক্ষসযজ্ঞের সমাপ্তি।	৮১১
১৮১।	রাজা কল্মাষপাদের প্রতি রাজর্ষি অভিষ্টুতের আতিথ্যদান বার্তা।	৮১৩
১৮২।	পাণ্ডবগণ কর্তৃক ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ।	৮১৪
১৮৩।	পাণ্ডবগণের পাতাল যাত্রা এবং পথে রাক্ষসগণের সহিত কথাবার্তা।	৮১৭
১৮৪।	ঐশ্বরের রাজধানীতে গিয়া পাণ্ডবগণের দুরবস্থার পূর্বে অবস্থান, ঐশ্বরসভার বর্ণন এবং দুষ্টীরের ঘোষণা।	৮২৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৪।	দ্রুপদের নিকট পাণ্ডবদের আগত ব্রাহ্মণদের পরিচয় দান।	৭৭৩
১৮৫।	ব্রাহ্মণদের লক্ষ্যবেধের চেষ্টা ও অসাফল্য।	৭৭৫
১৮৬।	অর্জুন কর্তৃক লক্ষ্যবেধ ও দ্রৌপদীর প্রাপ্তি।	৭৮০
১৮৭।	দ্রুপদকে যুদ্ধে জয়ের উদ্যত রাজন্যদের পরাস্ত করিবার জন্য ভীম ও অর্জুনের প্রস্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের বলরামের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা।	৭৮৩
১৮৮।	অর্জুন এবং ভীম কর্তৃক কর্ণ ও অন্যান্য পরাজয় এবং দ্রৌপদীর সহিত ভীম ও অর্জুনের স্বস্থানে গমন।	৭৮৭
১৮৯।	দ্রুপদী, অর্জুন ও দুর্যিষ্টরের কথাবার্তা; পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহপ্রস্তাব এবং পাণ্ডবদের সহিত বলরাম ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার।	৭৯১
১৯০।	বিবাহে যৌতুক স্বরূপ দ্রুপদ কর্তৃক পাণ্ডবদের সংবাদ লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের এবং দ্রৌপদীর সম্বন্ধে দ্রুপদের প্রশ্ন।	৭৯৪
১৯১।	দ্রুপদগৃহের বিষয় হইতে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের মর্মজ্ঞা জানিয়া দ্রুপদ কর্তৃক পুরোহিতের প্রেরণ।	৭৯৮
১৯২।	দ্রুপদীর সহিত পাণ্ডবদের দ্রুপদের গৃহে গমন এবং দ্রুপদকর্তৃক তাঁহাদের সৎকার এবং শীল ও আচারের পরীক্ষা।	৮০১
১৯৩।	দ্রুপদ ও ধৃষ্টিদ্যুম্নের কথাবার্তা এবং ব্যাসদেবের আগমন।	৮০৪
১৯৪।	ব্যাসদেবের সম্মুখে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্বন্ধে দ্রুপদ, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টিদ্যুম্ন প্রভৃতির অভিপ্রায়জ্ঞাপন।	৮০৮
১৯৫।	ব্যাসদেব কর্তৃক দ্রুপদসমীপে পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর পূর্বজন্ম কথন, দ্রুপদকে দিব্যদৃষ্টি দিয়া পাণ্ডবদের বিবাহদান প্রদর্শন।	৮১০
১৯৬।	পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।	৮১৮
১৯৭।	যুধিষ্ঠিরকর্তৃক দ্রৌপদীকে উপদেশ ও আশীর্বাদ দান এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডবদের বিবিধ উপহার প্রেরণ।	৮২১
১৯৮।	পাণ্ডবদের বিবাহ সংবাদে দুর্যোধনের চিন্তা, ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি প্রেম-প্রদর্শন এবং দুর্যোধনের কুমন্ত্রণা।	৮২৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০০।	দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর কথাবার্তা এবং পঞ্চপতি বরণ করার উপায় বর্ণন।	৮৩০
২০১।	পাণ্ডবগণকে পরাজয়ের হাত হিতে কথাই অর্জুনের পরামর্শ।	৮৩১
২০২।	ভীম কর্তৃক দ্রৌপদীসহকে অর্জুনাদি বরণের পরামর্শ।	৮৩৪
২০৩।	ধৌম্যাচার্য কর্তৃক পাণ্ডবগণকে উপরোক্ত প্রেরণের ও আহারের আয়োজনে উপদেশ। ...	৮৩৭
২০৪।	বিদুর কর্তৃক দ্রোণ ও ভীষ্মের যাত্রার বর্ণন।	৮৩৯
২০৫।	দ্রুপদরাজের আদেশে বিদুরের প্রস্থানের বিষয় বলন এবং পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণের প্রস্তাব।	৮৪২
২০৬।	পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরে আগমন, অর্ধরাজ্য পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্মাণ এবং কৃষ্ণ ও বলরামের যাইবার গমন।	৮৪৫
২০৭।	পাণ্ডবগণের নিকট নারদের আগমন, তাহাদের ঐক্য রক্ষার জন্য দ্রৌপদীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম অবলম্বনের উপদেশ এবং সুন্দ ও উপসুন্দের বৃত্তান্ত কথন।	৮৪৭
২০৮।	সুন্দ ও উপসুন্দের তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে উহাদের বরপ্রাপ্তি এবং দৈত্যগণের অত্যাচারের বর্ণন।	৮৫১
২০৯।	সুন্দ ও উপসুন্দ কর্তৃক ত্রিলোক বিজয়।	৮৫৪
২১০।	তিলোত্তমার উৎপত্তি ও তাহার সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট গমন।	৮৫৮
২১১।	তিলোত্তমা দর্শনে অনুরাগের মোহ এবং পরস্পরের যুদ্ধে মৃত্যু এবং ব্রহ্মার নিকট তিলোত্তমার বরপ্রাপ্তি এবং পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রৌপদী বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন।	৮৬১
২১২।	ব্রাহ্মণের মোচন করার জন্য অর্জুন কর্তৃক নিয়মভঙ্গ ও বনে গমন।	৮৬৪
২১৩।	অর্জুনের গঙ্গাদ্বারে অবস্থান এবং তথায় উলূপীর সহিত মিলন।	৮৬৮
২১৪।	অর্জুনের প্রাচ্যদেশের তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ, মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার সহিত বিবাহ এবং তাহার গর্ভে এক পুত্রের উৎপাদন।	৮৮২
২১৫।	অর্জুন কর্তৃক বর্ষা অপসারণ হইতে মুক্তি এবং বর্ষার আগমন।	৮৮৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২১৬।	অর্জুন কর্তৃক অপর চার অস্ত্রাগার লাভ এবং মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার সহিত দেখা করিয়া গোকর্ণ তীর্থে প্রস্থান।	৮৮৭
২১৭।	প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনের মিলন এবং তাঁহার সহিত দ্বারকায় গমন।	৮৯০
২১৮।	রৈবতক পর্বতের উৎসবে সুভদ্রার উপর অর্জুনের আসক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণের সঙ্কল্প।	৮৯৩
২১৯।	হরণসাধন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং অর্জুনের প্রতি বলরামের ক্রোধ।	৮৯৫

হরণাহরণ পর্ব্ব

২২০।	দ্বারকায় অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ, অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের পর যৌতুক লইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সেখানে গমন, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর জন্ম, সংবাদ ও বিদ্যা।	৮৯৮

খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব

২২১।	যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের খাণ্ডববনে গমন এবং উভয়ের বিষ্ণু প্রাক্তনেন্দ্র অগ্নিদেবের আগমন।	৯০৭
২২২।	খাণ্ডবদাহে তক্ষা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বিষ্ণু অগ্নির সাহায্য প্রার্থনা এবং তাহা প্রত্যাখ্যান করা বর্ণনাপূর্বক খাণ্ডবদাহের কারণ বর্ণনা।	৯১০
২২৩।	অর্জুন কর্তৃক অগ্নিদেবের প্রার্থনা স্বীকার এবং অগ্নির কাছে বিষ্ণুচক্র ও ইন্দ্রের প্রার্থনা।	৯১৮
২২৪।	অগ্নি কর্তৃক অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুচক্র, অক্ষয় তূণ, বিষ্ণুরথ ও কপি ধ্বজ এবং তাঁহাদের সহায়তায় খাণ্ডবদাহ করা।	৯২০
২২৫।	ইন্দ্রাদি খাণ্ডবদাহে প্রতিবন্ধের দুর্ঘটনা; ইন্দ্রের দেবগণের দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা।	৯২৪
২২৬।	দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ।	৯২৬

ময়দর্শন পর্ব্ব

২২৭।	দেবগণের পরাজয়, খাণ্ডবদাহের বিরাম এবং ময়দানবের পরিত্রাণ।	৯৩১
২২৮।	শার্ঙ্গকোপাখ্যান—কল্পান্তমুনিকর্তৃক অভিসম্পাতী এক শার্ঙ্গিকার অর্থে শার্ঙ্গ-পুত্রগণের উৎপাদন এবং উহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য অগ্নির স্তুতি।	৯৩৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৯।	বিশ্ব সন্তানবাৎসল্যের প্রভাবে বিভিন্ন জননীর চিন্তা ও বিলাপ।	৮৭৯
২৩০।	জননীর ও তাহার পুত্রগণের স্বর্গারোহণ।	৮৮২
২৩১।	পার্থসমাগমে জয়ে দৃঢ় হইয়া অভিমন্যুর অন্তর ধায়।	৮৮৪
২৩২।	বিশ্ব পাণ্ডবগণের নিকট বনপালের আগমন।	৮৮৮
২৩৩।	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ইন্দ্রের নিকট গমন, এবং অগ্নিদেবের অনুমতি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও মহাবনের অনুগ্রহেই এলাপত্র উপদেশদান।	৮৯১

—আদিপর্ব সমাপ্ত—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥১১১

কৃষিশ্চ পরমানন্দে ণশ্চ জ্ঞানস্বরূপিণি।
তয়োর্দাতা চ যো দেবস্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১১২

কৃষিশ্চ কৃষ্টবাচকো ণশ্চ সদ্ভক্তিবাচকঃ।
তয়োর্দাতা চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তেন বিদুর্বুধাঃ ॥১১৩

কোটিব্রহ্মাণ্ডানাং পালে কৃষি শ্চেষে চ কর্ষণে।
তয়োর্দাতা পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১১৪

মহাভারতে—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাদ্বৈ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ ॥১১৫

কৃষ্ ধাতু সত্তাবাচক, ণ প্রত্যয় নির্বাণবাচক। দুইয়ের যোগে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে অথবা কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা এবং ণ প্রত্যয় দ্বারা অর্থ দিলে জীবের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া ভক্তিপথে লইয়া যান যিনি তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। অথবা যিনি জীবের কর্মফল করিয়া প্রেমভক্তির বীজ বপনের উপযোগী করেন, তিনিই কৃষ্ণ ॥১১১

কৃষি শব্দের অর্থ পরমানন্দ, ণ ভাবের অর্থ জ্ঞান তত্ত্ব। যিনি উভয়ের দাতা তিনি কৃষ্ণ ॥১১২

কৃষি শব্দ উৎকৃষ্ট এবং ণ সদ্ভক্তিবাচক, অ-ভাবের অর্থ দাতা। উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তি যাঁহাকে দ্বারা কৃষ্ণ হয়েন ॥১১৩

কৃষি শব্দের অর্থ কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পাল ও ক্ষেম। তত্ত্বজ্ঞানের দাতা নির্বাণ করেন, সেই জন্য কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হন ॥১১৪

কৃষ্ণশব্দে সত্তা, পরমানন্দ। কৃষি ও ণ এই উভয়ের যোগে কৃষ্ণনামের উৎপত্তি। তথায় অনাদি ও অনন্তভাব বিদ্যমান এজন্য চিরন্তনরূপে বলিয়া কৃষ্ণনামে অভিহিত হন ॥১১৫

30 MAY 1969

(ঐ) কৰকমলে মাতঃ কৃষ্ণে ত্বদিয়লেখনিগ্রহঃ।
ইত্যাদি প্রকারেণ যদা আত্মসমর্পণং ১১৬

পশ্চাদাত্মকৃতং প্রেম মুখং পরিতোষিতম্।
তুষ্টস্তাদৃশ আত্মৈব বিষ্ণু-নামসমর্পিতম্ ১১৭

(ঐ) আত্মকৃতং যদাত্মানং শান্তি-বিষ্ণুবিকৃষিতম্।
ত্রৈলোক্যমোহনো বিষ্ণুঃ কথিতস্তব সন্নিধৌ ১১৮

(ঐ) কৃতাপরাধ উদ্বিগ্নো ভীতশ্চ ভবতে।
এ ইত্যে ঐ তুষ্টি-নাশী দুঃখ-দুঃখপ্রদঃ অং ১১৯

পাপে উদাসীনতে—

কৃতপাপানি যান্যস্তি তত্ত্ব সেবাদি কর্ম চ।
ন্যূনা পূর্ণতি যে বিপ্র তেষো নিত্যং প্রয়োজনম্ ১২০

ক-কার শব্দিতাবস্থাত্রয় নায়ক কৃষ্ণ, ঈ-কার মহাবাসবস্তিতি প্রকৃতি যদা ১১৬

ন আত্মকৃত প্রেম সুখ বলিয়া কথিত হয়, বিষ্ণু নাম তুষ্ট আত্মার সাধুতা ১১৭

আত্মকৃত (ত) যদা (ন) যুক্ত করিয়া তাহাতে শান্তি (ঈ) ও বিষ্ণু (ং) যোগ করিলে একটি মন্ত্র হইবে। এই ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণুমন্ত্র তোমার নিকট সাধুপূর্বক কথিত হইল ১১৮

কাহারও যা কৃত আমার সন্তোষ ও সুখ দিবে এবং আমার দুঃখ হরণ করিবে ১১৯

যে বিপ্র! যাঁহারা কৃতপাপ যান করেন, তাঁহারা তাঁহার সেবাদি কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও নিত্য প্রয়োজন, প্রয়োজন ১২০

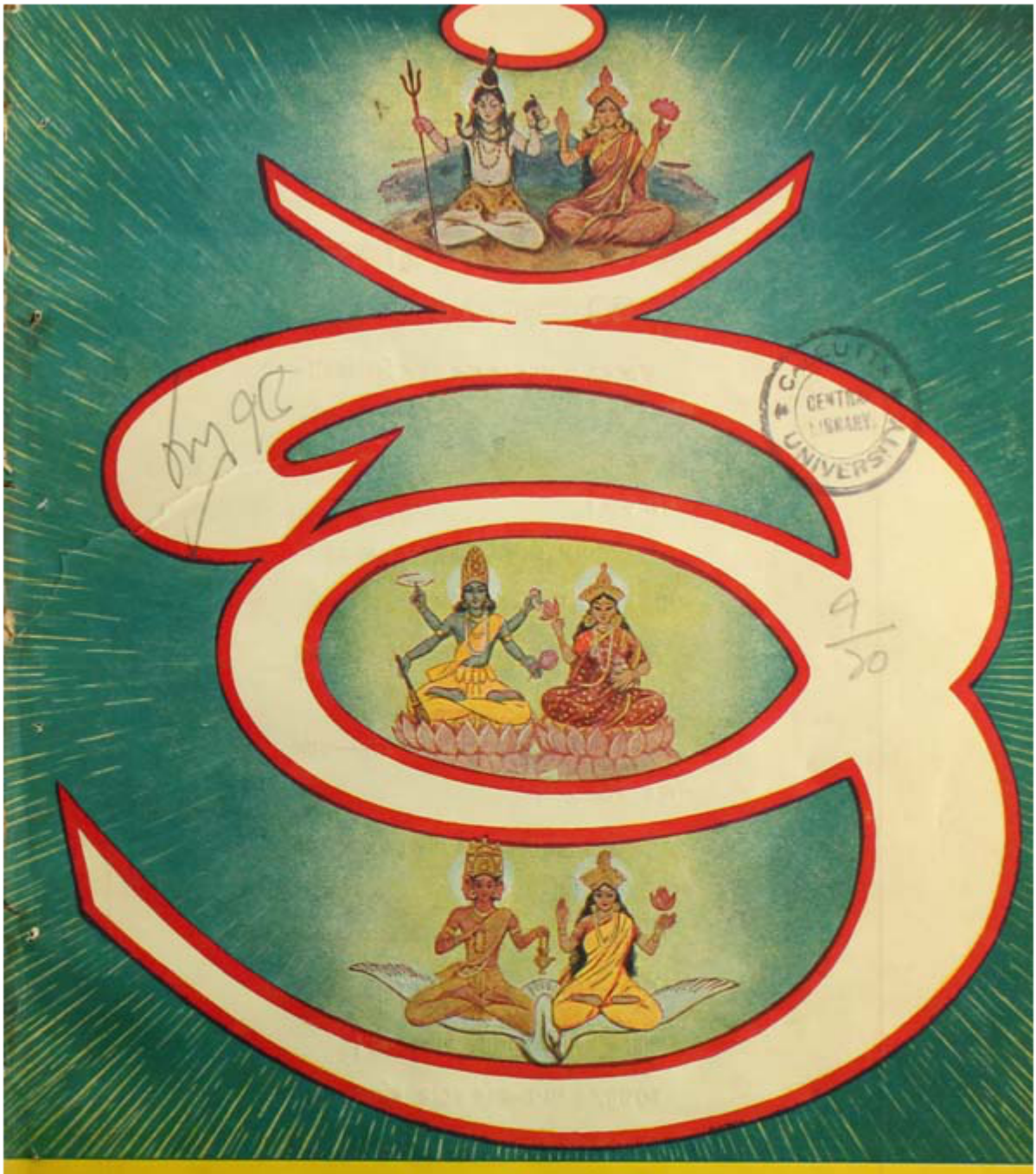

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতসংহিতা

শ্রীশ্রীগীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

তস্করোঃ পাপানি যোষাদ্ কৃষ্ণতি নিবারয়তীতি কৃষ্ণঃ।

তস্করের পাপাদি দোষ নিবারণ করেন বলিয়া কৃষ্ণ।

ভোগঃ দুর্লভানপি পুরুষার্থান্ আকর্ষয়তি প্রাপয়তি ইতি কৃষ্ণঃ।

ভোগের দুর্লভ পুরুষার্থসকল প্রাপ্ত করান বলিয়া কৃষ্ণ।

কর্ষতি আত্মনি সর্বলোকান্ ইতি—কৃষ্ণঃ প্রলয়ে ইতি শেষঃ।

প্রলয়ে সর্বলোককে আত্মাতে আকর্ষণ করেন যিনি তিনি কৃষ্ণ।

কর্ষতি ভক্তান্ ইতি কৃষ্ণঃ।

যিনি ভক্তিপথকে কর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ।

কর্ষতি নরাণাং পাপানি ইতি কৃষ্ণঃ।

মনুষ্যদের পাপ কর্ষণ করেন বলিয়া কৃষ্ণ।

জয় গুরু জয় কৃষ্ণ জয় গুরু জয় নাম।

—:০:—

[সপ্তমবর্ষ, চৈত্র মাস, ১৩৭৫] [দশম সংখ্যা—মদনভস্মিকা যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীভূতপূর্ব্বস্মৃতর্ক-স্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আসন্নিত ভাষার টাইপ ও সংক্ষিপ্তাকারে মহাভারত প্রকাশনোদ্যমের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণসুলভ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যস্মৃতীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যকিঙ্কর সেনগুপ্ত
(প্রকাশক-সম্প্রদায়)

সর্ব্ব-সংরক্ষিত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ শেষাদ্রি ভাষাচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীবিমলীকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, এ

মুদ্রণ-কর্ত্তাদিগের :—
কিঞ্চিৎ বিবরণ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্, বি., ডি. ও. এস্, এল্, ডি. পি. এইচ্. ডি. ডি. এস্, এচ্ এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরতন তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. হরিঘোষ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা—৬৪ হইতে প্রকাশিত ও ২৪, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আদেশবাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৯ই চৈত্র, ১৩৭৫।

কার্য্যালয় :—
৩৫, বিদ্যাসাগর সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪ ৪৪-৮

নিয়মাবলী

১। আর্যাবাস পাক্ষিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমাধি বিশ্লেষিকোপনিষৎ, প্রজাপতি-সৃষ্টিপ্রকরণ যত্ন সূর্যের সৃষ্টিপ্রকরণ, বাল্মীকি-রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইতেছে। সর্বশেষে মহাভারত প্রকাশিত হইবে। তাহার আর্যাবাসে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাক ও পাকিস্তানে সডাক ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১৪০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যাবাস, ৩৮সি, বিডন লেন, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার ফরম ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাসাধ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যাবাসের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার বিশেষ বাধিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকঘোগে যাতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন বাধিত গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীনারায়ণ বৈদিক মহাবিদ্যালয়,
৭২, সি. আর্য. কি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৬৫।

সম্পাদক—আর্যাবাস

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঈশদুপদেশ বাণী

পূজনীয়
ওঙ্কারপুর-নিবাসী
শোভাই
সমীপেষু

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুযম, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অত্রি, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, লঘুশাতাতপ, বাদ্ধল, বৃদ্ধহারীত, গৌতম, কাশ্যপ, দক্ষ, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

নবমোঽধ্যায়ঃ।

(বরুণস্য সভাবর্ণনম্।)

নারদ উবাচ।

সুবিস্তীর্ণসভা দিব্যা বরুণস্যামিতপ্রভা।
প্রমাণেন তথা ধাম্যা শুভ্রাকাশতোরণা ॥১

অন্তঃসলিলসম্বাধা বিবিধা বিহগৈর্বৃতা।
দিব্যৈ রত্নময়ৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্বৃতা ॥২

নীলপীতাদিভিশ্চাপৈঃ সিতৈরর্ণসিতৈরপি।
অবভাসৈরিবা ভাস্বৈর্যত্রাভাসাদ্বিবিক্তবান্ ॥৩

তথা সমুদ্রবস্ত্রাভাং বিচিত্রা মধুরস্বরাঃ।
অম্লিম্লিকা বপুষ্মন্তঃ পক্ষশোথৈশ্চ সপ্রভাঃ ॥৪

যা সভা সুখসংস্পর্শা ন শীতা ন চ ঘর্মদা।
বেশ্মসদৃশী রম্যা সিতা বরুণপালিতা ॥৫

যস্যামন্তে ন বরুণো বারুণ্যা চ সমন্বিতা।
দিব্যস্ত্রীভাবরতো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥৬

প্রবিশ্যো দিব্যগন্ধাঙ্গ দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
আদিত্যাস্তত্র বরুণং অনুসেবন্তুপাসতে ॥৭

বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব নাগশ্চৈরাবতস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্মশ্চিত্রশ্চ বীর্যবান্ ॥৮

কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ মুচলাটু-বলাহকৌ।
(অপিনাগশ্চ নাগশ্চ ধৃতিঃ শঙ্খনখস্তথা।
কৌরব্যঃ বস্তিকশ্চৈব এলাপত্রশ্চ বাসবঃ ॥
অপরাজিতশ্চ দোষশ্চ নবকঃ পুরণস্তথা
অজীকঃ পিঠিকঃ খেতো ভদ্রো অভ্রোধরস্তথা ॥)
ধৃতিমান্ কুণ্ডধারশ্চ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥৯

নবম অধ্যায়।

(বরুণের সভার বর্ণনা।)

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! বরুণের দিব্যসভা অসীমপ্রভাসম্পন্ন। ইহার যেরূপ লম্বা ও চওড়া, এই সভাও লম্বা চওড়ায় তাহারই সমান, এবং ঐ সভার প্রাকার ও তোরণ অতিশয় সুন্দর ॥১

বিবিধপক্ষী ঐ সভা সলিল মধ্যে বাসিয়া বিলাস করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপযোগিনী সমস্ত রত্নময় দিব্য বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ॥২

নীল, পীত, শুক্ল, শ্যাম, শ্বেত ও লোহিত বর্ণের সমাভাস দ্বারা এবং নদীর ও অন্যান্য বলিকাদারী জলসমূহ দ্বারা সমলঙ্কৃত ॥৩

ঐ সভায় বিভিন্ন ও মধুর স্বরবিশিষ্ট বিলাসকারী শত শত এবং সহস্র সহস্র অম্লিম্লিক বিহঙ্গম বিরাজিত রহিয়াছে ॥৪

ঐ সভা সমুদ্রবস্ত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুখস্পর্শবিশিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও আসনসমূহবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণা, রমণীয়া ঐ সভা বরুণ কর্তৃক পরিপালিত ॥৫

বরুণের সে সভামধ্যে বারুণীদেবীর ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও আসনসমূহবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণা, রমণীয়া ঐ সভা বরুণ কর্তৃক পরিপালিত ॥৫

বরুণের সে সভামধ্যে বারুণীদেবীর ও দিব্যস্ত্রীগণের সহিত বরুণ দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া দিব্য গন্ধবিশিষ্ট মাল্যানুলেপনে সজ্জিত হইয়া বিরাজমান থাকেন ॥৬

ঐ সভায় বিশ্বে দেবগণ, বিশ্বে বসুগণ ও অনুলেপনধারী আদিত্যগণ জলের অধীশ্বর বরুণদেবের উপাসনা করেন ॥৭

বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত নাগ, কৃষ্ণ, লোহিত, কম্বলাশ্ব পদ্ম ও চিত্র ॥৮

কম্বল, অশ্বতর, মুচলাটু, বলাহক, (অপিনাগ, নাগ, ধৃতি, শঙ্খনখ, কৌরব্য, বস্তিক, এলাপত্র, বাসব, অপরাজিত, দোষ, নবক, পূরণ, অজীক, পিঠিক, শ্বেত, ভদ্র, অভ্রোধর,) ধৃতিমান্, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ॥৯

পাণিমান্ কুণ্ডধারশ্চ বলবান্ পৃথিবীপতে।
গ্রহলায়ো মুষিকাশ্চ তথৈব জনমেজয়॥১০
পতাকিনো বরূথিনঃ কলাপশ্চ সর্বশঃ।
(অন্তর্ধানগতা যং ন দৃষ্ট্বা জলেশ্বরঃ।
অন্তর্ধিস্তি সংজ্ঞাস্তেষাদনের চ হঃ বিভুম্॥
গাণ্ডিবপ্রমুখাশ্চৈব সর্বে প্রাজনঃ বিভাঃ।
অক্ষয়ৌ চেষুধী চৈব সর্বে তুণিরিণস্তথা।)
এতে চান্যে চ বহবঃ সর্বাস্ত্রজ্ঞাঃ সুবিষ্ঠিব।
উপাসতে মহাত্মানং বরুণং বিজয়ৈষিণঃ॥১১
বলিবৈরোচনো রাজা নরকঃ পৃথিবীং জয়ঃ।
গ্রহলায়ো বিপ্রচিত্তিশ্চ কালখঞ্জাশ্চ সর্বশঃ॥১২
হয়সুর্দুর্মুখাঃ পঞ্চ সুবলাঃ সুমতিস্তথা।
অষ্টৌলবো মহাপার্শ্বঃ ক্রথঃ শিংহানুগা॥১৩
বিষঙ্গণঃ শতপশ্চ বিরূপোঽথ মহাবিভাঃ।
শতগ্রীবশ্চ বাণী চ মেঘবাসা বলাহকঃ॥১৪

উগ্রীতো বিটভূতশ্চ সংগ্রামশ্চেত্রতাপনঃ।
দৈত্য-দানবসংঘাশ্চ সর্বে কৃতিমকুণ্ডলাঃ॥১৫
প্রবিষ্টো মৌলিমাস্তেষ তথা বিদ্যাপরিগ্রহাঃ।
সর্বে সত্যবতাঃ শূরা সর্বে বিজয়বুদ্ধয়ঃ॥১৬
যে তথাঃ বরুণস্যৈব বর্ষপাশধরাঃ সদা।
উপাসতে মহাত্মানং সর্বে সুবিনতাস্তথা॥১৭
তথা স্রস্তাম্ভসাগো নদী তীর্থবতী চ সা।
কালিন্দী বিপুলা বেলা বর্ষন্তী বেগবাহিনী॥১৮
বিপাশা চ শতদ্রুশ্চ চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
ইরাবতী বিতস্তা চ সিন্ধুর্দেবনদী তথা॥১৯
গোদাবরী কৃষ্ণবেণা কাবেরী চ পরিপ্লবা।
রিষ্যমূলা চ বিমলা তথা বৈতরণী নদী॥২০
তৃতীয়া জ্যোতিলা চৈব সোপস্কাপ মহানদঃ।
চর্মণ্বতী তথা চৈব পর্ণাশা চ মহানদী॥২১

যে পৃথিবীপতে! পাণিমান্, বলবান্, কুণ্ডধার, গ্রহলায়, মুষিকাশ্ব, জনমেজয়, ইহারা সকলেই পতাকা এবং বরূথিনী ও তথা সুসজ্জিত, (মহাবাহু অর্জুন, যাহাকে দেখা অবধি দেখিয়া আসিত ও অযোজিত সংজ্ঞায় যাহা সেই বিভুকে অর্চনা করেন, বাহুবিপ্রমুখ সকল বাণ হাত জোড় করিয়া ইহার সমুখে অবস্থিত থাকেন এবং দেবরাজ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া ইহার সেবা বর্ধন করেন) যে পৃথিবীপতে! ইহারা ও অন্যান্য বহু রাজগণ ঐ সভায় প্রাক্তিবিষ্ট হইয়া মহাত্মা বরুণের উপাসনা করেন॥১০-১১

বিরোচনপুত্র রাজা বলি, পৃথিবীবিজয়ী রাজা নরকাসুর, গ্রহলায়, বিপ্রচিত্তি, কালখঞ্জ দানবগণ, হয়সু, দুর্মুখ, পঞ্চ, সুবলা, সুমতি, অষ্টোলব, মহাপার্শ্ব, ক্রথ, সিংহ, বিষঙ্গণ, শতপ, বিরূপ, মহাবিভা, শতগ্রীব, বাণী, মেঘবাসা, বলাহক, উগ্রীত, বিটভূত, সংগ্রাম ও ইন্দ্রতাপন প্রভৃতি দৈত্য ও দানবগণ সকলেই মনোরম কুণ্ডল, সুন্দর হার ও মুকুট এবং বিদ্যা পরিগ্রহ ধারণ করিয়া ঐ সভায় বর্ষপাশধারী মহাত্মা বরুণদেবের সর্বদা উপাসনা করেন। এই দৈত্যদানবগণ সকলেই বলবান্ করিয়া গৌরবসম্পন্ন ও মহাত্মাদিগের ইইয়াছিলেন এবং ইহারা সকলেই সুষ্ঠু অনুষ্ঠানকারী ছিলেন॥১২-১৭

তাপি সমুদ্র, তীর্থবতী নদী, কালিন্দী, বিপুলা, বেলা, বর্ষন্তী, বেগবাহিনী॥১৮

বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, সিন্ধু, দেবনদী॥১৯

গোদাবরী, কৃষ্ণবেণা, পরিপ্লবা, কাবেরী, রিষ্যমূলা, বিমলা, বৈতরণী নদী॥২০

পরমূর্ধাবভ্যাশ্চ আজগ্মুশ্চ পরিষ্বজা।
কক্ষতোয়া ঋষয়ো লৌহিত্যশ্চ মহানদঃ ॥২২

পঞ্চনদী সোমনদী চৈব সন্ধ্যা চ শিবসোমসী তথা।
এতাশ্চান্যাশ্চ রাজেন্দ্র দুর্গা লোকবিশ্রুতা ॥২৩

সরিতঃ সর্বতশ্চাত্র তীর্থানি চ মহান্তি চ।

কুশাশ্চ সপ্তপ্রবরা বেদবেদ্যো যুধিষ্ঠির ॥২৪
পবনাশি তরাশানি বেদবন্ত্যশ্চ ভারত।

বিশল্যকরণী চৈব তথা সূর্য ঋষীবরাঃ ॥২৫

উপাসতে মহাত্মানং সূর্যং জলচরাস্তথা।
পৌরবাদিত্যবন্তশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥২৬

সুষেণা, জ্যেষ্ঠিলা, মহাবল শোণ, চন্দ্রবতী, পর্ণাশা, মহানদী ॥২১

সাধু, ধারবেগা, মহিমেরী আজগী, কক্ষতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লৌহিত্য ॥২২

হে রাজেন্দ্র! পঞ্চনদী, সোমনদী, সন্ধ্যা ও শিবসোমসী, ইহারাও অন্যান্য লোকবিখ্যাত দুর্গতীর্থ নদীসমূহ ॥২৩

হে যুধিষ্ঠির! সমস্ত সরিৎ, তড়াগসমূহ, প্রস্রবণ, কূপ, বিপ্রধর্মশালী, প্রস্রবণ, বেদবিদিষ্ট তরাশ ও পবন, (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) বনবিল্ব, যবী ও যবীয়ান (পর্বত)-সমূহ, অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই মহাত্মা ভাস্করের উপাসনা করেন।

স্নান ও পান করিতে করিতে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সকলেই ভাস্করদেবের ভক্তি করত সেই

ভূতলস্থা যাবন্ত্যশ্চ সর্ব এব মহান্তরে।
ঋষয়ো বায়ুভক্ষা যে চ প্রবিষ্টিতাঃ ॥২৭
তপন্তঃ সুমহৎ তপস্তত্র মহাত্মনে।
যাবন্তশ্চ তথা স্ত্রী চ নরাঃ সর্বোপগচ্ছতে ॥২৮
পুত্র-পৌত্রৈঃ পরিবৃতো গোমান্ পুত্রবাংশ্চ।
সর্বে বিপ্রবরস্তত্র ভাস্করমুপাসতে ॥২৯
এষা ধন্যা পবিত্রা চ যাজ্ঞসেনী তবাগতা।
দৃষ্টপূর্বা সভা যস্যা দুর্যোধনস্য সখ্যুঃ পুরা ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি লোকপাল-সভাখ্যানপর্বণি যক্ষপ্রশ্নাবতরণে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

সভায় উপস্থিত হন।

ভূমিষ্ঠিত পর্বত ও যে সকল জলপ্রবিষ্ট, তাহারা সকলে সুমেরু বলিয়া বলিয়াছে সেই সভায় উপস্থিত হন।

বলশালী সুষেণ ও গোমান পুত্র, পুত্র-পৌত্রগণ পরিবৃত হইয়া ভাস্করদেবের উপাসনা করেন।

তাহারা সকলেই সমাধিযোগে করিয়া সেই ঈশ্বর ভাস্করদেবের উপাসনা করেন ॥২৪-২৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি পর্যটন প্রসঙ্গে পূর্বে যাজ্ঞসেনীর এই রমণীয় সভা যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিলাম। এখন দুর্যোধনের সভা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বাধীনে লোকপালসভাখ্যান-পর্বে যক্ষপ্রশ্নাবতরণবর্ণনাত্মক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[সুমেরোঃ সভাবর্ণনম্।]

ব্যাস উবাচ।

সভা বৈশ্রবণী যাম্যা সভা যোজনবিস্তৃতা।
বিস্তীর্ণা সপ্তভিস্তৈস্তু যোজনানি দিবৌকসাম্ ॥১

তপসা বিজিতা যাম্যা যত্র বৈশ্রবণো নৃপ।
শশিপ্রভা প্রাবরণা কৈলাসশিখরোপমা ॥২

তত্রৈকস্তম্ভমানা সা যে বিস্তরেণ যোজনে।
বিংশা হেমবরৈস্তৈস্তৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতা ॥৩

অনেকরত্নবতী চিত্রা বিশ্বকর্মা যথোদয়া।
নিবাসশিখরাকারা প্রবাণামেব দুস্তরা ॥৪

বিংশা হেমবরৈর্দ্বারৈর্বিদ্রুমৈরিব চিত্রিতা।
তস্যাঃ বৈশ্রবণো রাজা বিনিবেশয়তে পুরঃ ॥৫

শ্রীমদ্ভির্বৃতঃ শ্রীমান্ যক্ষরাজো ধনাধিপঃ ॥৬
বিশ্বকর্মনির্মিতে পুণ্যে বিমানবরমাস্থিতে।
বিদ্যাধরোপপন্নে চ নিত্যঃ পরমাসনে ॥৭

মন্দারাণামুদারাণাং বনানি পরিলোকয়ন্।
সৌগন্ধিকবনানাঞ্চ যক্ষঃ যক্ষবরো বসন্ ॥৮

মণিস্তম্ভোপলক্ষ্যাসু নলিনস্য বনস্য চ।
স্ত্রীভিঃ কলহংসাক্ষীভির্বাহুভূষণধারিভিঃ ॥৯

তত্র যোগাঃ সমস্তর্দ্ধ্যা গন্ধর্বৈঃ সহ রাজভিঃ।
বিদ্যাধরৈর্মহারাজ গায়ন্তি স্ম সভাসতাঃ ॥১০

বিশ্বকর্মী চ যত্নাচ চিত্রসেনা শুচিস্মিতা।
চারুবেষা সুচারী চ যেষাং পূর্ণিমকস্তথা ॥১১

দশম অধ্যায়।

[সুমেরুর সভা বর্ণনা]

ব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! কুবেরের সভা শতযোজন লম্বা ও সপ্ত যোজন চওড়া এবং তাহা দেবপ্রভাবিনির্ম্মিত।১

বিজয়শীল কুবের নিজে তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রই আবরণবিশিষ্ট ঐ সভা সম্রের প্রভায় তার বরণ ও কৈলাসশিখরসদৃশ গুরুত্ব।২

একস্তম্ভ ঐ সভা বহন করায় তাহা যেন সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারিয়া শোভা পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ঐ দিব্য সভা হেমময় উচ্চ প্রাসাদসমূহে উপশোভিত।৩

অনেকবিধিষ্ট ঐ সভা বিশ্বকর্মা শোভা বিস্তার করিয়াছেন। দিব্য বস্তু থাকায় তাহা অতি মনোরম হইয়াছে। তার মেঘশিখরসদৃশ আকৃতি হওয়ায় তাহা যেন আকাশে ভাসমান দেখাইতেছে।৪

ঐ দিব্য সভা বিদ্রুমদলের ন্যায় হেমময় দ্বারসমূহদ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছে। সেই সভায় প্রতীত বর্ণসূত্রের ধারণ করিয়া শ্রীমান্ রাজা কুবের বিশ্বি বসনভূষণ ধারণ পূর্ব্বক সভায় শ্রীমান পরিবৃত হইয়া থাকেন।৫

তিনি সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল পরম পবিত্র দিব্য আসনে আসন ও দিব্য পারিষদ সমূহ মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন।৬

তথায় আজ্ঞাপ্রদানপরায়ণা শ্রীমান ধনাধিপ ঈশান মন্দারবন পরিশোভিত পূর্ব্বক সুরভি চামরসমূহের দ্বারা এবং সুরভি কমল, অনেকগুণী ও সন্তানবনের দ্বারা বহন করত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে।৭-৮

যে মহারাজ! গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাকুল অন্তরীক্ষ পরিবৃত হইয়া সেই সভায় আসিয়া দিব্য ভাবে গান করিয়া থাকেন।৯

বিশ্বকর্মী, যত্না, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুবেষা,

বিশাখা পল্লবা চ প্রবালা উর্ণয়া ইরা।
বর্ষা চ সৌভগেয়ী চ দয়ীতা দুর্দুরা লতা ॥১১
এতাঃ সহস্রশস্তাত্র মৃগ্যাস্তে দ্রবিণায়বঃ।
উপস্থিতাস্তিস্র এব গন্ধর্বাপ্সরসঃ পরাঃ ॥১২
অবিন্দ্য বিশ্বাবসুভির্মৃগ্যাস্তৈস্তু না লতা।
অমুতা রুচিরা জাতি গন্ধর্বাপ্সরসাং পরৈঃ ॥১৩

কিন্নরা নাম গন্ধর্বা নরা নাম তথা পরে ॥১৪
অরিষ্টস্তোষধে বনবঃ খেচরশ্চাপ্য তুম্বুরুঃ।
কলমেখলো গণ্ডকণ্ডঃ প্রঘোষশ্চ মহাবলঃ ॥১৫
কুরুমুরুঃ পিশাচশ্চ গুহকর্মে বিশারদঃ।
বরাহকর্ণস্তাত্রোষ্ঠঃ পনসশ্চ কলোলকঃ ॥১৬
হংসচূড়ঃ পিশাঙ্গশ্চ হেমমেত্রো বিভীষণঃ।
পুষ্পাবয়ঃ পিঙ্গলশ্চ শোণিতোদঃ প্রবালকঃ ॥১৭
বৃষবাহবিকেতশ্চ চীরবাসাশ্চ তারবে।
এতে চান্যে চ বহবো যক্ষাঃ পঞ্চজনপ্রভাঃ ॥১৮
সদা তত্রবতী লক্ষ্মীস্তত্রৈব নলকূবরঃ।
অহঞ্চ বহুশস্তত্র তত্রস্থো চ মহীধরাঃ ॥১৯
ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ যথা বৈশ্রবণে সরে।
ক্রব্যাদাশ্চ ঘোরযজ্ঞে গন্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ ॥২০
উপাসতে মহাত্মানং তত্রাং ধনদরাজবম্।
তথাব্ দুন্দভয়শ্চাত্র মৃদঃ পঞ্চজনপ্রভাঃ ॥২১
উদাসতিঃ পতত্রিণঃ পুলস্ত্যব্ তত্রবহ্মা।
ত্র্যম্বকো ভগবান্ রুদ্রো দেবৈশ্চ বিগতক্লমঃ ॥২২
বাহৈর্বিকটৈঃ ঘোরৈঃ কপালাভৈর্মহাবলৈঃ।
ভেরোমারণশৈলাভৈরুদ্রৈস্তত্রবহ্মা মহাবলঃ ॥২৩
নানাপ্রহরণৈস্তীক্ষ্ণৈরোরৈর্বিপুল বলৈঃ।
বৃতঃ পিশাচবর্গস্তে সর্বৈর্ধনদ নৃপ ॥২৪

ভূতাত্মী, দেবকা, পূর্ণিকাসুতা, বিশাখা, সরলতা, প্রবালা, উর্ণয়ী, ইরা, বর্ষা, সৌভগেয়ী, দয়ীতা, দুর্দুরা, লতা, ইহারা ও অন্যান্য ভূতাত্মীরূপিণী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ সুমেরুর উপাসনা করেন।১০-১২

সেই লতা দিব্য বাদ্য, নৃত্য গীতে ও গন্ধর্ব এবং অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ হইয়া বিচিত্র সমোরম শোভায় শোভিত থাকে।১৩

কিন্নরনামক গন্ধর্বগণ এবং নরনামক গন্ধর্বগণ, অরিষ্টক, বনব, খেচরক, তুম্বুরু, কলমেখল, গণ্ডকণ্ডু, প্রঘোষক, কুরুমুরু, পিশাচ, গুহকর্ম, বিশারদ, বরাহকর্ণ, তাম্রোষ্ঠ, পনসক, কলোলক, হংসচূড়, পিঙ্গাঙ্গ, হেমমেত্র, বিভীষণ, পুষ্পাবয়, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃষবাহ, বিকেতক ও চীরবাসাঃ, যে আরও। ইহারা ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ নাগক যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া সুমেরুর উপাসনা করেন।১৪-১৮

তথাকার লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নিত্য অবস্থিতি করেন এবং নলকূবর তথায় উপস্থিত থাকেন, আমি ও আমার ন্যায় অন্য বহুব্যক্তি প্রায়শঃ তথায় উপস্থিত হই।১৯

ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্বসমূহ সেই সময়ে মহাত্মা বৈশ্রবণের উপাসনা করেন।২০

যে যাদব! লক্ষ লক্ষ ভূতসঙ্ঘ পরিবৃত, পুলস্ত্য, তত্রবহ্মার বিমানচারী তথাব্ তথাবীপতি প্রভৃতি পক্ষীদেবী, বায়ব, বিকট, ভূত, লোহিতাঙ্গ, মহাবল, ভেরব এবং ঘোরদর্শনকারী, ভয়ানক ভূতরূপে পরিবৃত হইয়া সর্বদা তথায় অবস্থান করেন এবং প্রবল বায়ুর ন্যায় মহাবলশালী ও নানাপ্রহরণধারী পরিবৃতরূপে পরিবৃত মহাবল ঐশ্বর্য পূজনীয় সর্বদা নিত্য সুমেরুর পার্শ্বে সমাসীন থাকেন।২১-২৪

প্রজঙ্ঘঃ পত্তনশ্চাত্তে মহান্ সপরিখোদয়ঃ।
মর্দনাশ্চ পত্তনো বিশ্বাবসুর্বিরাজতে ॥২৫

কুমুদঃ পর্বতশ্চৈব সৈনুশ্চ তথাপরঃ।
চিত্রসেনশ্চ পীতশ্চ চিত্রবাংশ্চাপি চ ॥২৬

এতে চান্যে চ গন্ধর্বা ধনেশমুপাসতে।
বিদ্যাধরাধিপশ্চৈব চক্রবর্তী মহাদ্যুতিঃ ॥২৭

উপাস্যতি তত্র স্ম ধনাধ্যক্ষং প্রভুম্ ॥২৮

আসতে চাপি রাজানো গুহ্যরক্ষপুরোগমাঃ।
ক্রুদ্ধঃ কিম্পুরুষশ্চাত্র উপাস্তে ধনদেশ্বরম্ ॥২৯

রাক্ষসাধিপতিশ্চৈব অস্তে দক্ষিণতঃ।
সহ যক্ষৈঃ সগন্ধর্বৈঃ সহ সর্বৈর্নিশাচরৈঃ ॥৩০

বিভীষণশ্চ ধর্মিষ্ঠ উপাস্তে ভ্রাতরং প্রভুম্।
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্যঃ কৈলাস-মন্দরঃ ॥৩১

মলয়ো দর্দুরশ্চৈব অস্তে দক্ষিণতো গিরিঃ।
ইন্দ্রকীলশ্চ সুবাহুশ্চ তথা বিন্ধ্যো চ পর্বতঃ ॥৩২

এতে চান্যে চ বহবো মেরুপুরোগমাঃ।
উপাসতে ধনাধ্যক্ষং ধনানামীশ্বরং প্রভুম্ ॥৩৩

নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ মহাকালস্তথৈব চ।
শঙ্কুকর্ণমুখাঃ সর্বে দিব্যা গানবিশারদাঃ ॥৩৪

ভাণ্ডঃ কুটীমুখো যজ্ঞী বিজয়শ্চ তথোদ্ধিকঃ।
মেরুশ্চ সুমনস্তত্র বর্ধমানশ্চ সর্বদা ॥৩৫

ধনদং রাক্ষসাশ্চাত্তে পিশাচাশ্চ উপাসতে।
পারিষদৈঃ পরিবৃতমুপগীতং মহেশ্বরম্ ॥৩৬

সদা হি দেবদেবেশং নিত্যং ত্রৈলোক্যভাবনম্।
প্রণম্য মূর্ধ্না। পৌলস্ত্যো বহুরূপমুমাপতিম্ ॥৩৭

অনুজ্ঞাতস্তু ভগবান্ প্রাপ্য বাহনমুত্তমম্।
আস্তে ক্বচিদ্ ভগবান্ ক্বচো ধনপতেঃ সখা ॥৩৮

বিবিধ পর্বতের পরিচয় প্রদানচ্ছলে অন্যান্য বহু সত্ত্ব সত্ত্বর্ষিগণের, বিশ্বাবসু, ধাতা, হেতি, কুমুদ, পর্বত, সৈনুষ, ঈরজ, চিত্রসেন ও চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ এবং অন্যান্য গন্ধর্বগণ সকলেই ধনেশ্বর কুবেরের উপাসনা করেন ॥১৫-২৯

বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্তী প্রভুসমবেত সেই সভায় প্রভু ধনেশ্বর কুবেরের সন্নিহিত থাকিয়া আরাধনা করেন ॥২৬-২৮

গুহ্যক প্রভৃতি রাজগণও সেই সভায় উপস্থিত থাকেন এবং কিম্পুরুষাধীশ ক্রুদ্ধ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন ॥২৯

রাক্ষসাধিপতি অস্ত্র, গন্ধর্বগণ, কুবেরের ভ্রাতা ধর্মিষ্ঠ বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও সমস্ত নিশাচরগণের সহিত প্রভু কুবেরের উপাসনা করেন।

হিমবান্, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দুর, অস্ত্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুবাহু, এবং বিন্ধ্য পর্বতদ্বয় ও মেরু প্রভৃতি সমস্ত পর্বতগণ, ঈশান এবং অন্যান্য আরও বহু পর্বত মহাত্মা ধনাধিপতি প্রভু কুবেরের উপাসনা করেন ॥৩০-৩৩

নন্দীশ্বর ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি দিব্য সত্ত্বগণ, ভাণ্ড, কুটীমুখ, যজ্ঞী, বিজয়, ঔদ্ধিক, বিদ্যাধরাধীশ মহাবল মেরুবর্ণ সুমন ভগবান উপস্থিত থাকেন ॥৩৪-৩৫

অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচগণ ধনাধিপতি কুবেরের উপাসনা করেন। পরিষদ্‌বেষ্টিত ভূতভাবন ত্রিনয়নবিভূষিত মহাদেব কল্যাণস্বরূপ উমাসমেত ভগবান্ অম্বরে সেই সভায় পদার্পণ করিলে পুলস্ত্যনন্দন ধনাধ্যক্ষ কুবের বীর মস্তকদ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এবং মহাদেবের নিকট হইতে আজ্ঞা লাভ করিয়া সর্বদা তথায় উপবেশন করেন। ধনপতি সখা ভগবান্ ভবানীপতিও কদাচিৎ তথায় পদার্পণ করেন ॥৩৬-৩৮

নিধিপ্রবরমুখ্যৌ চ শঙ্খ-পদ্মৌ বরেশ্বরৌ।
সর্বান্ নিধীন্ প্রগৃহ্যাথ উপাসতে বরেশ্বরম্ ॥৩১
সা সভা তাদৃশী রাজন্ যদা যত্র দৃষ্টাস্তবিক্রমা।
পিতামহসভাং রাজন্ কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধ তাম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বণি ধনদসভাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

নিধিপ্রবরমুখ্যদ্বয় শঙ্খ ও পদ্ম অতি মনোহর নিধিসমূহকে একত্র গ্রহণ করিয়া সতত কুবেরের উপাসনা করেন ॥৩১

যে রাজন্! কুবেরের ঐরূপ অনোপমশ্রীসম্পন্না সেই সভা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন পিতামহ সভার বর্ণনা করিব। সেই সভার বর্ণনা শ্রবণ করুন ॥৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে কুবেরসভাবর্ণনিবারক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণঃ সভাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

পিতামহসভাং তাত কথয়ামো নিবোধ মে।
শক্যতে যা ন নির্দ্দেষ্টুমেবংরূপেতি ভারত ॥১

পুরা কৃতযুগে রাজন্নাসিতো ভগবান্ ঋষিঃ।
আজগ্মুষাস্তু লোকং নিমুখ্যবিগতজ্বরঃ ॥২

ইহৈব মানুষরূপেণ সভাং দৃষ্ট্বা পরন্তপঃ।
ন তাদৃক্ সদৃশীং ব্রহ্মন্ তত্রেত্যেব পাণ্ডব ॥৩
অপ্রমেয়াং সভাং দিব্যাং মনসাং তত্রাগতঃ।
অনির্দ্দেশ্যাং প্রভাবেণ সর্ব্বভূতমনোরমাম্ ॥৪

প্রণম্য তপসাং শ্রেষ্ঠং তত্রাসীনং পিতামহম্।
পর্য্যপৃচ্ছত ধর্ম্মাত্মা রাজন্নাসিতোঽচ্যুতম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মার সভা বর্ণনা]

নারদ কহিলেন,—হে তাত! হে ভরত! এখন পিতামহ ব্রহ্মার সভার কথা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। 'এই সভা এইরূপ'—প্রভাবে যে সভার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ॥১

হে রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে ভগবান্ আসিতো সর্ব্বলোক দর্শনার্থী হইয়া বিনা পরিশ্রমে দ্যুলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই লোকে আসিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! তিনি মানুষরূপ ধারণ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করত প্রথমে এই সভা দর্শন করিয়া আমাকে সেই মানবী সভার কথা যথার্থরূপে কহিয়াছিলেন ॥২-৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার এই মানসী সভা অপ্রমেয়, দিব্য ও অনির্দ্দেশ্য। সেই সভার প্রভাবে তাহা সর্ব্বভূত মনোরম হইয়াছে ॥৪

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! সেই সভার গুণসমূহ শ্রবণ করিতে আমি মনোমধ্যে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছিলাম এই কথা বলিয়াছিলাম ॥৫

তপসস্ত্রুটিস্ত্বিহাপি পিতামহসভাং শুভাম্।
যেন বা তপসা সভ্যা বর্ণনা স্যাদি সোপমা ॥৬
ঔষধৈর্বা তথা যুক্তৈরুক্তা পাপবিনাশিনী।
তন্মমাচক্ষ্ব ভগবন্ পশ্যেয়ং তাং সভাং কথা ॥৭
স তমুবাচ তং প্রহ্বা সহস্রাংশুদিবাকরঃ।
শ্রোষ্যস্ত তপসশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম যৎসনাতনম্ ॥৮
ব্রহ্মব্রহ্মণ্যপাদাত্ত্বং প্রযতোবাগ্যতাত্মবান্।
তত্রোপস্থং হিমবৎপৃষ্ঠে সমারভো মহাক্রতুম্ ॥৯
তত্রস্থ স ভগবান্ সূর্য্যো মামুপাদায় বীর্য্যবান্।
আগমিষ্যতি তাং সভাং ব্রাহ্মীং বিশ্বসৃজাং বিশ্বকৃদ্ ॥১০
এবমুক্তোস্মি তা সভ্যা ন নির্দ্দেষ্টুং নরাধিপ।
অথেদং হি বিজানীয়ং নির্দ্দেশং বসুধাধিপ ॥১১

ন যেন পরিযাণং বা সংস্থানং চাপি তস্যতু।
ন চ রূপং ময়া তস্যাঃ দৃষ্টপূর্বং কথঞ্চন ॥১২

যত্রস্থা ন ক্ষুধা রাজন্ ন গ্লৌর্ন চ জরা।
ন তৃট্‌পিপাসে ন গ্লানির্বা প্রাপ্য তাং প্রাপ্নুবন্তি ॥১৩

নানারূপৈরিব কৃতা মণিভিঃ সুপ্রভাবরৈঃ।
স্ফটৈর্ন চ কৃতা সা তু শাশ্বতী ন চ সা কথা।
বিচিত্রৈর্বর্ণবিন্যাসৈর্ভাবৈর্ভাবপরিগ্রহৈঃ ॥১৪

অতি চক্রুঃ সূর্য্যাঃ শিখিনঃ যত্রস্থাঃ।
দীপ্যন্তে মাতৃপৃষ্ঠস্থা ঊর্দ্ধমস্তায় ভাস্করম্ ॥১৫

হে ভগবন্! আমি কল্যাণময়ী পিতামহ-সভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেরূপ তপস্যা দ্বারা, অথবা যেরূপ সংকর্ম দ্বারা বা যেরূপ ঔষধের দ্বারা সেই পাপবিনাশিনী উত্তম সভার দর্শন করিতে পারা যায় তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে ভগবন্! যে উপায়ে আমি সেই সভা দর্শন করিতে সমর্থ হই, সেই উপায় আমাকে বলিয়া দিন।৬-৭

আমার এই কথা শুনিয়া সেই সহস্রাংশু ভগবান্ বিবাকর বলিয়াছিলেন,—'হে তপস্রেষ্ঠ! আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণতা অবলম্বন করুন।' তৎপরে আমি হিমালয়-পৃষ্ঠে ঐ মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলাম।৮-৯

তদনন্তর (আমার সেই তপস্যা পূর্ণ হইবার পর) পাপহীন ও প্রযতাত্মা ভগবান্ সূর্য্যদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ব্রাহ্মী সভায় গমন করিলেন।১০

হে রাজন্! সেই সভা এই প্রকার—এইরূপ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কেননা সে সভা অংশে অংশে অনির্দ্দেশ্য অনন্তপ্রকার শোভা ধারণ করে।১১

হে রাজন্! উহার পরিযাণ ও সংস্থান বিষয়ে কেহ কিছুই জানেন না। আমি ঐ সভার কখনও রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।১২

হে রাজন্! সে সভা সর্ব্বদাই অনিন্দ্য সুখজনক, তাহা অতিশীত বা অতিউষ্ণ হয়ত নয়। ঐ সভায় উপস্থিত হইলে লোকের ক্ষুৎপিপাসা-জনিত ক্লেশ ও গ্লানি অনুভব হয় না।১৩

মনে হয় যেন ঐ সভা নানারূপ অতিপ্রভাব মণিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তত্ত্ব দ্বারা ঐ শাশ্বতী সভা অনুনির্ম্মিত নহে, অথবা সে সভা কখনও হইতে বিচ্যুত হইতেছে না।১৪

নানাবিধ বিদ্যা ও অতিপ্রভ ঔষধিসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায়, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির প্রভা হইতেও অধিক প্রভাবিশিষ্ট সেই সভা দর্শনপূর্ব্বে অবস্থান করত যাঁর যেজন্যদ্বারা সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধগমন করিবার জন্য প্রকাশিত হইতেছেন।১৫-১৬

তত্রাং স ভগবানাস্তে বিশ্বস্থ্যে বেদমাতরঃ।
যত্রেকোনত্রিংশ ধামন্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥১৭
উপতিষ্ঠন্তি তাপোভি প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্।
যজ্ঞ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিঃ কশ্যপঃ প্রভুঃ ॥১৮
ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ গৌতমোঽথ ভরদ্বাজঃ।
পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রহ্লাদঃ সর্বসত্তমঃ ॥১৯
অথর্বাঙ্গিরসশ্চৈব ধাতারিত্যা মরীচিপাঃ।
অনাদ্যন্তমিদং বিশ্বং যাদুস্তেতো জলং মহী ॥২০
শব্দ-স্পর্শৌ তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ যচ্চাব্যক্তং কারণং ধ্রুবম্ ॥২১
অনন্তশ্চ মহাংশ্চৈব মার্কণ্ডেয়শ্চ বীর্যবান্।
অক্ষয়শ্চির্ঘয়ুশ্চৈব সংবর্তশ্চাবনস্তথা ॥২২
দুর্বাসাশ্চ মহাতেজা ঋভুক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ যোগাচার্যো মহাতপাঃ ॥২৩

অসিতো দেবলশ্চৈব ত্রৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিৎ।
বহবো দিব্যসঙ্ঘাশ্চ আদৌ বৈবস্বতে যুগে ॥২৪
আহুর্বেদস্তথাঙ্গানি বেদাশ্চত্বার এব চ।
চত্বারশ্চ সহ বক্ত্রৈরাবির্ভূতাশ্চ পর্বতঃ ॥২৫
যাবত্ত্ব ভগবাংশ্চৈব সন্নিধত্তে প্রভাব এব চ।
মূর্তিমন্তো মহাত্মানো মহাব্রতধরাস্তাঃ ॥২৬
এতে চান্যে চ বহবো ব্রহ্মাণং সমুপাসিতাঃ।
অথো ধর্মশ্চ ধামশ্চ হর্ষো দেবকৃপো যমঃ ॥২৭
আধাস্তি তত্রাং পরিত্যা যজ্ঞবাসনসংজ্ঞাঃ যথাঃ।
বিশেষিঃ সপ্ত তৈরাসন্ লোকাঃ সপ্তাশ্চ সর্বশঃ ॥২৮
ভূরাদ্যা ব্যাহৃতাশ্চৈব ত্রয়ো বেদাশ্চ সপ্তমঃ।
শব্দৈশ্চৈবাদ্য ত্রয়ঃ সূর্যে তিষ্ঠন্তি চ ॥২৯
অত্রা বসবশ্চাষ্টৌ রুদ্রাশ্চ সমুপাসতে।
আদিত্যাঃ সবিতারশ্চ সাধ্যাশ্চৈকাদশাস্তথা ॥৩০

হে রাজন্! সেই সভায় অধিষ্ঠিত ভগবান্ সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বেদমাতা পরিবৃত হইয়া সর্বদা অবস্থান করেন ॥১৭

এই সভায় দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ ঐ ভগবান্ প্রভু ব্রহ্মার উপাসনা করেন। যথা, প্রচেতাঃ, পুলহ, মরীচি, প্রভু কশ্যপ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, পুলস্ত্য, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু, প্রহ্লাদ, সর্বদা ॥১৮-১৯

অথর্বা, অঙ্গিরস, মরীচিপ্রমুখ ধাতবিধাতৃগণ, যম, অন্তক্ষিতি, বিভাবসু, বায়ু, অগ্নি, ক্ষেম, পৃথ্বী, সত্ত্ব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি, পৃথিবীর অন্যান্য কারণ যাহা আছে—তাহারা ॥২০-২১

মহাতেজস্বী অনন্ত, শক্তিশালী মার্কণ্ডেয়, ভগবান্, ভরদ্বাজ, সংবর্ত এবং ঋভব ॥২২

মহাতেজা দুর্বাসা, ধর্মাত্মা ঋভুক্ষু, মহাতপস্বী যোগাচার্য ও ভগবান্ সনৎকুমার ॥২৩

অসিত, দেবল, ত্রৈগীষব্য, তত্ত্বজ্ঞানী বৈবস্বত, মন্বন্তরে অন্যান্য মহাসত্ত্বসম্পন্ন ঋষি ॥২৪

বিগ্রহবান্ মহান্ আয়ুর্বেদ, বক্ত্রসমূহের সহিত চতুর্ বেদ, আবির্ভূত হইয়াছেন ॥২৫

বায়ু, ক্রতু, সত্ত্ব ও প্রভাব, ইহারা এবং আরও অন্যান্য বহু মহাব্রতধারণে মূর্তিমান্ মহাত্মাগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

ধর্ম, হর্ষ, কাম, যম, দেব, কৃপ ও যম, ইহারাও তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন ॥২৬-২৭

যজ্ঞবাসন ও সপ্তবিশেষি অর্থাৎ যজ্ঞবাসন ও অন্যান্য সকলে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ সভায় আগমন করেন এবং লোকপালগণ ও শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল, সূর্যেন্দ্র ও রাহু প্রভৃতি সকলে প্রবেশ ॥২৮-২৯

মরু, বসুগণ, অশ্বিদ্বয় ও মরুদ্গণ, অগ্নিসহ

অহস্তো দিবকর্তা চ ধনদস্তেজর ভাবত।
তথা পিতৃগণাঃ সর্বে নর্মদা চ হবীংষ্যত ৪৩১
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্বেদশ্চ সাত্বত।
অথর্ববেদশ্চ তথা সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হ ১৩২
ইতিহাসোপবেদাশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ।
এতা বলাশ্চ যেহন্যে চ দেবতাশ্চাপি সর্বশঃ ৪৩৩
সাবিত্রী দুর্গতরণী বাণী সপ্তবিংশা তথা।
দেবা বৃদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ প্রজাঃ বুদ্ধিশ্চ কথা ৪৩৪
সাধ্যানি ব্রাহ্মণাশ্চাপি যাবন্তশ্চ বিধেঃসুতা।
তারাণি ব্রহ্মসূক্তানি দেবেন্দ্রি বিদ্যাস্তরে ৪৩৫
নাটকা বিবিধাঃ কাব্যাঃ কথাখ্যায়িকজাতিকাঃ।
তত্র তিষ্ঠন্তি যে পুণ্যাঃ যে চাত্তে গুরুপূজকাঃ ৪৩৬
ঋণা সত্যং মুহূর্তাশ্চ দিবারাত্রিস্তথৈব চ।
অর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবঃ ষট্ চ তত্রত ৪৩৭
সংবৎসরাঃ পঞ্চ যুগমহোরাত্রশ্চতুর্বিধা।
কালচক্রঞ্চ তদ্ বিদ্যাঃ নিত্যমক্ষয়বর্ত্মনাম্ ৪৩৮
বর্ষচক্রং তথা চাপি বিদ্যাস্তে মুনিসত্তম।
অধিভিধিভির্মুহূর্তৈশ্চ যুতা বিদ্যা ইহা ৪৩৯
কালিকা মুখ্যা দেবী সরস্বতী চাথ গৌরবী ৪৪০
প্রভা তত্রস্থ বৈ দেব্যো দেবস্যানাক যাত্তরা।
রুদ্রাণী শ্রীশ্চ সন্ধ্যাশ্চ তত্রা ষষ্টী তথাপরা ৪৪১
পৃথিবী যাং গতা দেবী দুঃ যাহা কীর্তিরেব চ।
তুষা দেবী শচী চৈব তথা পুষ্টিরুচ্যতে ৪৪২
সংবৃত্তিরাশা বিরতিঃ পরিবৃত্তিস্তথা।
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ দেব্য উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ৪৪৩

ইন্দ্রের সহিত আশ্বিনদ্বয় এবং সাধ্যগণের যাগ। উহাদের অনুষ্ঠানের প্রকৃতি দেবতাগণ।৩০

যজুর্বেদ, বিশ্বেদেবা, বসুগণ, সমস্ত পিতৃগণ, এবং সমস্ত ঋষিগণ।৩১

যে সামবেদজ : ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ এবং সমস্ত শাস্ত্র।৩২

ইতিহাস, উপবেদ ও সমস্ত বেদাঙ্গ(১), এবং যজ্ঞ, সোম ও সমস্ত দেবতা।৩৩

সাবিত্রী, দুর্গতরণী, সপ্তবিংশতি(২), মেধা, বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ ও কথা।৩৪

সাধ্য, ব্রাহ্মণ, বিধি, বিবিধ গাথা ও বিদ্যাধারী ঋষিবৃন্দ অরুন্ধতী, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যায়িকা, সকল প্রকার জাতিকা, ঔহারা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত থাকেন এবং অন্যান্য গুরুজনপূজক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সকলেই সেই সভায় অবস্থান করেন।৩৫-৩৬

ঋণ, সত্য, মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু।৩৭

ছাই সংবৎসর, পাঁচ পাঁচ সংবৎসরে উহার যুগ ও চতুর্বিধ অহোরাত্র (মানব, পৈত্র, দৈব ও ব্রাহ্ম এই চার অহোরাত্র) দিবা, নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয় কালচক্র ও বর্ষচক্র, ইহারা সকলেই সেই সভায় সর্বদা উপস্থিত থাকেন।৩৮

অধিতিথি, বিধি, যত্ন, মুহূর্ত, বিদ্যা, ইহা, কালিকা, মুখ্যা, দেবী, সাধ্যা, গৌরবী, প্রভা ও তত্রস্থ, দেবীগণ, দেবসাধ্যগণ, রুদ্রাণী, শ্রী, সন্ধ্যা, ষষ্ঠী ও অপরা ষষ্টী, পৃথিবী এবং পৃথিবীসদৃশ মূর্তিমতী সমাদেবী, যাহা, কীর্তি, মুষাদেবী, শচী, পুষ্টি, আবৃত্তি, সংবৃত্তি, আশা, বিরতি, পরিবৃত্তিদেবী, ঋদ্ধি ও অন্যান্য দেবীগণ ঐ সভায় প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন।৩৯-৪৩

* অনুষ্টুপ, ত্রৈষ্টুভ, গায়ত্র ও জাগতিক—এই ছন্দোবিশেষ উপলক্ষ করিয়া।

(১) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গ বলা হয়।

(২) অনুষ্টুপ, ত্রৈষ্টুভ, গায়ত্রী, জাগতিক, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি ও উষ্ণিক্—এই সাত ছন্দের দেবী সাবিত্রী বলিয়া, উহারা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী, শচী, শ্রী, পুষ্টি ও গৌরী—মোট এই সাতের সহিত সাধ্যগণ

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো হবিষ্মন্তোঽগ্নিসৌম্যপাঃ।
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাস্তে পিতরস্তথা অমাবসবঃ ৪৪৪
পিতৃণাঞ্চ গণান্ বিদ্ধি নরেন্দ্র পুরুষর্ষভ।
মূর্তিমন্তো হি চত্বারস্ত্রয়শ্চাপ্যগ্নয়স্তথা ৪৪৫
যৈরাপ্তাশ্চ ত্বয়াখ্যাতা অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তাত।
অর্থপত্ন্যা বাকচন্যাঃ পিতরো লোকবিশ্রুতাঃ ৪৪৬
সোমপা একশৃঙ্গাশ্চ চতুর্বেদাঃ কলাস্তথা।
এতে চতুর্থ অর্থস্তু পুত্যন্তে পিতরো নৃপ ৪৪৭

এতৈরাপ্যায়িতৈঃ পূর্বং লোকস্তাপ্যায়তে পুনঃ।
স এতে পিতরঃ সর্বে প্রজাপতিমুপস্থিতাঃ ৪৪৮
উপাসতে চ সংহৃষ্টা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ পিতাশ্চ মাতরঃ শুভকাঙ্ক্ষিণঃ ৪৪৯

নাগাঃ সুপর্ণাঃ পশবঃ পিতাশ্চৈবমুপাসতে।
যাবন্তো জঙ্গমাশ্চৈব যাবচ্ছাবরসংজ্ঞকাঃ ৪৫০
পুরস্কৃত্য দেবেন্দ্রং বাসবং বসবো বরাঃ।
অমাবসবঃ সর্বাংস্তত্র সদা গচ্ছন্তি সর্বশঃ ৪৫১
মহাসেনশ্চ রাজেন্দ্র সোমপাস্তে পিতামহম্।
দেবো নারায়ণস্তাতঃ স্বয়া দেবর্ষয়শ্চ যে।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ যোনিজাযোনিজাস্তথা ৪৫২
যচ্চ কিঞ্চিৎ ত্রিলোকেঽস্মিন্ দৃশ্যতে স্থাবরং জঙ্গমম্।
সর্বং তস্যাং সদা সৃষ্টমিতি বিদ্ধি নরাধিপ ৪৫৩
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্ধ্বরেতসাম্।
প্রজাবন্তশ্চ সর্বেঽপি পাণ্ডব ৪৫৪
যে স্ম তত্র বপুষ্মন্তঃ দৃষ্ট্বা সর্বে বিযৌকসঃ।
প্রণম্য পিতরঃ তত্রৈ সর্বে যান্তি যথাগতম্ ৪৫৫

আবহ আদিত্য, একটি বসু, একাদশ রুদ্র, উশনা-কাব্য যজ্ঞযজ্ঞ, অঙ্গিরোবংশীয়গণ, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, অমোজব পিতৃগণ, সকলে ঐ সভাতেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন।৪৪৪

হে পুরুষর্ষভ! পিতৃগণের সাতটি গণ জানিবে, তন্মধ্যে তিনটি অগ্নীষ্বাত্তা ও চারিটি অনগ্নীষ্বাত্তা জানিবে।৪৪৫

হে তাত! যে সব পিতৃগণ আপনার নিকট বলিয়াছেন, যাঁহারা বিপ্রবর্যা) এবং একশৃঙ্গ, চতুর্বেদ ও কলা (ইহারা অনগ্নীষ্বাত্তা)—এই সব পিতৃগণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যেই পূজিত হইয়াছেন।৪৪৬-৪৭

ইহারা প্রথমে আপ্যায়িত হইয়া পরে ইহাদের দ্বারা লোক আপ্যায়িত হয়। এই পিতৃগণ সকলেই প্রজাপতি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে অমিততেজাসম্পন্ন ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য, পিতামহগণ, মাতামহকুলের, শুভাকাঙ্ক্ষী, নাগগণ, সুপর্ণগণ, পশুগণ সকলেই পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

স্থাবর ও জঙ্গম, যাবতীয় জীব, দেবরাজ ইন্দ্র, বসুগণ, রুদ্রগণ, যম এবং পার্ষদগণের সহিত মহাদেব, ইহারা সকলেই সকলে ঐ সভায় গমন করেন।৪৪৮-৫১

হে রাজেন্দ্র! মহাদেব কার্তিকেয় সর্বদা পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করেন এবং ভগবান্ নারায়ণ, দেবর্ষিগণ, বালখিল্য ঋষিগণ ও যোনিজ ও অযোনিজ ঋষিগণ, সকলেই ঐ সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করেন।৪৫২

হে মহাবিশ! এই ত্রিভুবনে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখা যায়, সেই সমস্ত আদি ঐ সভায় সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা জানিও।৪৫৩

হে পাণ্ডুনন্দন! আটাশী হাজার ঊর্ধ্বরেতা ঋষি এবং মহাভাগ্যবান্ সকলপ্রজ ঋষির আগমন ঐ সভায় হয়।৪৫৪

অভিজীনাক্ষত্রম্ যোগম্ যৌক্ষ্যাম্ নাগাংস্তথা দ্বিজান্।
মূলম্ ফল্গুনীম্ কালেয়াম্ সর্বাংশ্চন্দনস্তথা ॥৫৬

অন্যাংশ্চাপি বিধিদৃষ্টান্ লোকসিদ্ধাংশ্চ যঃ।
যথাবৎ সর্বভূতেষু যথার্হং প্রতিপদ্যতে ॥৫৭

প্রতিপূজ্য তু বিদ্বাংসো যজ্ঞবাহবিদস্তথা।
দাক্ষায়ণ্যর্চয়ন্তীহ যে চৈনম্ মনুজাধিপ ॥৫৮

তথা তৈরুপযাতৈশ্চ প্রতিবুদ্ধিশ্চ ভারত।
আপূজ্য সা সভা তাত তবহি স্থ সুখপ্রদা ॥৫৯

সর্বতোভদ্রবতী দিব্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিরক্ষিতা।
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানা শুশুভে বিপুলা যথা ॥৬০

সা সভা ভরতশ্রেষ্ঠ যথা লোকেষু দুর্লভা।
মনুষ্যেষু রাজসার্দূল মনুষ্যেষু তথা ত্বয়া ॥৬১

এষা সভা ময়া দৃষ্টপূর্বা সভ্য দেবেষু ভারত।
মনুষ্যা মানুষে লোকে সর্বশ্রেষ্ঠতয়া তব ॥৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্বণি ব্রহ্মসভাবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

এইরূপ মহর্ষিগণ ও সকল দেবতাগণ ঐ সভায় ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে দর্শন পূর্বক পরে যথা ন্যায় অর্চনা করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করত যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে সকলেই চলিয়া যান।৪৪

অথবা বৃদ্ধিসত্তম সর্বভূতে মহাত্মা লোকসিদ্ধগণ ব্রহ্মা মহাত্মা অন্যান্য অভিবিধান, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ, কালেয়, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ, ইঁহাদের সকলেরই যথাযোগ্য অভ্যর্চনা করিয়া থাকেন।৪৫-৫৭

হে মনুজবর। অভিজ্ঞেরা বিদ্বান্ যজ্ঞবাহ যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্বক দাক্ষায়ণীর, সমান, অর্ঘ ও উপযুক্ত সম্ভোগ দ্বারা ইঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করেন।৫৮

হে ভারত! হে তাত! ঐ সভার আগমন ও প্রতিগমনকারী লোকগণের সমাগমে সেই সভা আকুল হইয়া উঠে এবং তখন ঐ সভা সুখপ্রদা হইয়া থাকে।৫৯

হে রাজসার্দূল! সর্বতোভদ্রবতী ব্রহ্মবিদ্গণের দ্বারা সেবিতা ব্রহ্মপরায়ণা দিব্যা ঐ সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমানা হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। সে সভা আমি যেরূপ দর্শন করিয়াছি। মনুষ্যলোকে সে সভা দুর্লভ, আর মনুষ্যলোকে তোমার এই সভা যেরূপ দর্শন করিলাম।৬০-৬১

হে ভারত। আমি সকল দেবলোকে এই সকল সভা পূর্বে দর্শন করিয়াছি, মনুষ্যলোকে তোমার এই সভা সর্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম।৬২

শ্রীমহাভারতের সভাসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্বে ব্রহ্মসভাবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরসমীপে পাণ্ডোঃ সন্দেশবর্ণনপূর্বক।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রায়শো রাজলোকস্তে কথিতো ভরতাগ্র্য ময়া।
বৈষম্যকলমাপন্নস্তথা জ্ঞানি যে প্রভো ॥১
ভরতস্য সমাখ্যাস্ত নাগাহ্বে কথিতা দ্বিজা।
ঐক্ষ্বাকস্যাপ্যসৌ সৃষ্টিঃ সবিস্তরঃ পুরাতনা ॥২
তথা হরপ্রভাবশ্চ গুহ্যকা রাক্ষসাস্তথা।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব তথানাংস্ত বৃষধ্বজঃ ॥৩
পিতামহস্তথাস্যাত্ম কথিতাস্তে মহর্ষিভিঃ।
সর্বে যোনিবিভাগাশ্চ সর্বশস্ত্রাণি চৈব হ ॥৪
শ্রুতস্ত ন ময়াস্যাত্ম যোগঃ শক্রৌরিজ মুনে।
ঐক্ষ্বাকস্য চ যজ্ঞা বিবিধাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥৫

এষ এষ তু রাজর্ষির্বিশ্বগন্ধো মহামুনে।
কথিতস্তে সমাখ্যা বৈ যেনেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥৬
কিং কর্ম চেন্দ্রসাবিত্যং তপো বা দ্বিজসত্তম।
যেনাসৌ সহ শক্রেণ স্পর্ধতে বৃষবাহনঃ ॥৭
পিতৃলোকগতশ্চৈব যথা বিপ্র পিতা মম।
দৃষ্টঃ পার্থুর্মহাভাগঃ তথা মে গদতো গুরো ॥৮
কিমুক্তবাংশ্চ তত্রস্থস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
যতঃ শ্রোতুং সমিচ্ছামি সর্বমেতৎ হি যে মুনে ॥৯

ব্যাস উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রং প্রতি প্রভো।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি মনসাদ্য সমাহিতঃ ॥১০

[হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য ও যুধিষ্ঠিরের নিকট পাণ্ডুর সংবাদ বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগবন্! আপনি আমাকে বলিয়াছেন—প্রায় সকল রাজলোক ধর্মপুত্র ভরতরাজার বংশধর হইয়াছেন ॥১

হে প্রভো! ভরতবংশের সমাখ্যা যাহাদের, যাহারা দৈবোপহত ও বহুদোষযুক্ত হইয়া ও নাগাহ্বয় নগরে অবস্থিতি করেন ॥২

ঐক্ষ্বাকবংশীয় বলবান্ নৃপতির সমাখ্যা যজ্ঞ, ওষধি, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ এবং ভগবান্ বৃষধ্বজ সকল বিস্তারিত বর্ণিয়াছেন ॥৩

পিতামহ ব্রহ্মাও সমাখ্যা মহর্ষিগণ, সমস্ত যোনিগণ এবং সমস্ত শাস্ত্র বিস্তারিত বর্ণিয়াছেন ॥৪

পরন্তু হে মুনে! ইন্দ্রের সমাখ্যা আপনি যেরূপের উপস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অভিপ্রায় অনুসারে বিবিধ যজ্ঞ ও মহর্ষিগণের অবস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন ॥৫

হে মহামুনে! মহাত্মা যেরূপের ইন্দ্রের সমাখ্যা রাজর্ষিগণের মধ্যে এরূপে হরিশ্চন্দ্রের নাম আপনি বর্ণনা করিয়াছেন ॥৬

হে দ্বিজসত্তম! সেই হরিশ্চন্দ্র কি পুণ্যকর্ম বা কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা তিনি মহাবলবান্ হইয়া যেরূপের ইন্দ্রের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন ॥৭

হে মুনে বিপ্র! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়া আমার পিতা মহারাজ পাণ্ডুকে কিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন এবং কিরূপে আপনি সেখান হইতে আসিলেন? হে ভগবন্! প্রভাবসম্পন্ন সময়ে তিনি আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার নিকটে সেই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে ॥৮-৯

ব্যাস কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় যাহা জানিবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি আপনার নিকটে

(ইক্ষ্বাকুণাং কুলে জাতস্ত্রিশঙ্কুর্বৈ পার্থিবঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ বিজ্ঞিত্রেণ সংযুতঃ॥
তস্য সত্যব্রতী নাম পত্নী কেকয়বংশজা।
তস্যাং পুত্রঃ সমভবৎ হর্ষেণ কুলনন্দনঃ॥
স চ কালে মহারাজা জগাম পরমাং গতিম্ বৈ।
ভূমেরুঃ জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্॥
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রশ্চেতি শ্রুতঃ।)
স রাজা বসুধামাশ্যৎ সম্রাট্ সর্বমহীক্ষিতাম্।
তস্য সর্বে মহীপালাঃ শাসনাবনতাঃ স্থিতাঃ॥১১
যৌবনেক রথমাস্থায় হৈহয়ং হেমভূষিতম্।
শস্ত্রপ্রতাপেন জিত্বা দীপাং সপ্ত জনেশ্বর॥১২

স বিজিত্য মহীং কৃৎস্নাং সশৈলবনকাননাম্।
আজহার মহাযজ্ঞান্ রাজসূয়ান্ মহাক্রতূন্॥১৩
তস্য সর্বে মহীপালা বশমাজগ্মুরাজ্ঞয়া।
বিশ্বামিত্রঃ পরিবেষ্টারস্তস্মিন্ যজ্ঞে চ ভেজিরে॥১৪
প্রাপচ্চ ত্রিদিবং শ্রীমান্ যাজয়ানো মহেশ্বরম্।
যথোক্তবন্তে তস্মিংস্তু পঞ্চত্বমধিকম্॥১৫
অতঃপরঞ্চ বিধিবদ্বহ্নিস্তস্মাদজায়ত।
প্রদর্শকালে সম্প্রাপ্তে বারয়িত্বা সমাগতান্॥১৬
তমস্যতোজসা বিধিবৈধোক্তমনুসৃত্য বৈ।
যজ্ঞৈরপিতৈস্তস্মৈ বিধিনৈব সমুদ্ভবম্।
তেজসী চ যশসী চ মুদেক্ষ্বাকুবিবর্ধনম্॥১৭

সেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন॥১০

(ইক্ষ্বাকুবংশে ত্রিশঙ্কু নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার অধিপতি ঐ রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্র মুনির সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। কেকয়কুলজা সত্যব্রতী নামে তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। হে কুলনন্দন! যথাসময়ে সেই পত্নীর গর্ভে হইয়াছিল। কালক্রমে জন্মলাভ উপস্থিত হইলে সেই মহারাজা দানী সত্যব্রতী নিষ্পাপ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নাম হইল হরিশ্চন্দ্র। সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রিশঙ্কু-কুমার বলিয়া বিখ্যাত।)

সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিশয় বলবান্ ছিলেন এবং সমস্ত ভূপালমণ্ডলের সম্রাট্ ছিলেন। পৃথিবীর সকল মহীপালে তাঁহার শাসনের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন এবং তাঁহার নিকটে অবনত হইয়া থাকিতেন॥১১

যে জনেশ্বর! তিনি তরুণ সূর্যসদৃশ এক রথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রের প্রতাপ দ্বারা সপ্ত দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন॥১২

যে মহারাজ! তিনি পর্বত, বন ও উপবনের সহিত এই সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয়নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥১৩

তাঁহার আদেশে সমস্ত মহীপালগণ প্রভূত ধন আহরণ করিলেন এবং তাঁহারা সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকারী হইলেন॥১৪

সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত যাজকগণ বহু অর্থ প্রাপ্তির অভিলাষ করিলেন, অনন্তর হরিশ্চন্দ্র স্বীয়দেহে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত অর্থের পঞ্চগুণ অধিক প্রদান করিলেন॥১৫

অগ্নি বিশ্বামিত্র হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের প্রতিগমন কালে তিনি তাঁহাদিগকে যাজ্ঞবল্ক্য-মন্ত্রের দ্বারা পরিপূত করিয়া বিদায় করিলেন॥১৬

বিধি তথা ও তোমা এবং যাজ্ঞবল্ক্য-পুরস্কার ও যজ্ঞসমূহের মন্ত্রের দ্বারা পরিপূত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্বাদ করিলেন। এজন্য সত্য যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা হরিশ্চন্দ্র অধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছিলেন॥১৭

এতস্মাৎ কারণাৎ রাজন্ হরিশ্চন্দ্রো বিরাজতে।
যেষ্যো রাজসহস্রেভ্যস্তস্মিংস্তস্মাৎ ত্বমাহর ॥১৮
সম্ভাষ্য চ হরিশ্চন্দ্রং মহাযজ্ঞঃ প্রতাপবান্।
অতিরিক্তস্ততস্তেষাং সম্রাজ্যেন ন্যবীবিশৎ ॥১৯

যে চাত্রে চ মহীপালা রাজসূয়ঃ মহাক্রতুম্।
ঈজিরে তে সহেন্দ্রেণ মোদন্তে ভরতর্ষভ ॥২০
যে চাপি বিবরং প্রাপ্তাঃ সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
তে তৎ স্থানমনুপ্রাপ্তা মোদন্তে ভরতর্ষভ ॥২১
তপসা যে চ তীব্রেণ ত্যক্তদেহা মহীতলে।
তে তৎ স্থানং সমাসাদ্য শ্রিয়ন্তো ভান্তি নিত্যশঃ ॥২২
পিতা চ ত্বাং তৌরুষেয় পাণ্ডুঃ কৌরবনন্দন।
হরিশ্চন্দ্রে ক্রিয়ঃ দৃষ্ট্বা তুল্যো লোকবিসর্গয়োঃ ॥২৩

হে রাজন্! হে ভরতর্ষভ! এই কারণে অন্য সমস্ত রাজগণ অপেক্ষা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অধিক সম্মান লাভের অধিকারী হইয়া ইন্দ্রলোকে বিরাজ করেন। তাহা আপনি অবগত হউন।১৮

হে মহাবিপ! প্রতাপশালী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঐ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করত সাম্রাজ্যের অতিরিক্ত হইয়া ভোগ পাইতে লাগিলেন।১৯

হে ভরতর্ষভ! অন্যান্য যে সকল মহীপালগণ রাজসূয়নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করেন।২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া শত্রুবলে নিহত হন, তাঁহারা সেই ইন্দ্র লোকে গমন করিয়া তথায় আনন্দ উপভোগ করেন।২১

এবং যাঁহারা অতীব তপস্যা দ্বারা ইহলোকে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ঐ ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া অপূর্ব শ্রীধারণ পূর্বক সর্বদা প্রকাশিত হইতে থাকেন।২২

হে কুরুপুত্র কৌরবনন্দন! আপনার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সম্পদ ও বিপদে তুল্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন।২৩

বিজ্ঞায় বাসুকং লোকমাগতং মাং মহাবিপ।
প্রোবাচ প্রশ্রয়া দূত্যা অবগাঢ়ং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪
পরমর্ষিগণৈ সার্ধং ভ্রাতৃভিশ্চ পিতা তব।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠমাহরেতি ভারত ॥২৫
ঘটীতীতি পুত্রবরং হরিশ্চন্দ্রবলস্তথা।
যোজিতো বহুলাঃ শশ্বৎ সমাঃ সহস্রশ সমাঃ ॥২৬

এবং তত্রস্থ অধ্যায়ঃ সর্ব পুরঃ মহাবিপম্।
ভূলোকং যদি যজ্ঞেরন্নিতি পাণ্ডুরবাব্রবীৎ ॥২৭
তত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র সত্রাহং তুল্য পাণ্ডব।
সম্ভাষ্য ত্বাং মহেন্দ্রস্ত পূর্বৈঃ সহ দিবৌকসাম্ ॥২৮
ঋষিবিপ্রং দৃশন্তে ক্রতুবেদ ঘৃতোঃ মহান্।
ছিত্রাণ্যস্য তু যজ্ঞানি যজন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৯

হে মহাবিপ! আমি ইন্দ্রলোকে আসিয়াছি জানিতে পারিয়া দূতের সহিত আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—হে দেবর্ষে! আপনি যুধিষ্ঠিরকে ইহা বলিবেন।২৪

হে ভারত! আপনি পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ এবং ভ্রাতাগণ আপনার বশীভূত, অতএব আপনি রাজসূয়নামক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।২৫

আপনার ভার পুত্রগণ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমি পিতা রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু বৎসর পর্যন্ত ইন্দ্রলোকে থাকিয়া নিত্য আনন্দ ভোগ করিতে পারিব।২৬

অনন্তর আমি পাণ্ডুকে বলিয়াছিলাম—আহা তাহাই হউক, যদি আমি ভূলোকে গমন করি তবে আপনার পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা আমি বলিব।২৭

যুদ্ধক ক্ষত্রসমং পৃথিবীক্ষয়কারণম্।
কিমিদং বিদিতক ব্রহ্মন্ত্র ক্ষমাবতাম্ ॥৩০
এতৎ শ্রুত্বা বাক্যেন্দ্র বং ক্ষেমং তব পার্থিব।
অপ্রমত্তাশ্চিরো নিত্যং চাতুর্বর্ণ্যক্ত রক্ষণে ॥৩১
তব এবং যোগব ধর্মেতর্পণ চ বিজান্।
এবং তে বিস্তরোক্তং বয়া যং পরিপৃচ্ছসি।
আপৃচ্ছে বাং গমিষ্যামি লাভাই নগরীং প্রতি ॥৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাখ্যায় পার্থেভ্যো নারদো ভগবানৃষিঃ।
জগাম বৈহায়সো রাজন্নমিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥৩৩
গতে তু নারদে পার্থো ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌরব্য।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং চিন্তয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি লোকপালসভাপর্বণি পাণ্ডুস্বর্গগমনে রাজসূয়োদ্যোগঃ ৫১

যে পুরুষশার্দূল পাণ্ডুনন্দন। আপনি আপনার পিতার মনের পূর্ণ করুন, তাহা হইলে পূর্ণ পুরুষত্বের সহিত আপনি স্বর্গলোকে গমন করিবেন ।২৮

হে রাজন্! এই রাজসূয়নামক মহা মহাযজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, ইহাতে বহুবিধ উপদ্রব হয়, যজ্ঞকর্তা ব্যক্ত রাজগণ ইহার ছিদ্রান্বেষণে সর্বদা তৎপর থাকে ।২৯

এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন একটী বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল ও এ পৃথিবীর মহা ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় ।৩০

হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত চিন্তা করিয়া যাহাতে যেরূপ লাভ হয় তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন রাত্রিশেষে পূর্বদিক অবলম্বন করিয়া চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষণ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন ।৩১

আপনার ধর্মে ও তর্পণে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বিস্তৃতভাবে আপনাকে বলিলাম। এখন আপনার নিকট অনুমতি চাহিতেছি—লাভাই নগরীতে (যাইবার) আমি গমন করিব ।৩২

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে জনমেজয়! নারদমুনি পৃথানন্দন যুধিষ্ঠিরাদি সকলকে এইরূপ বলিয়া যে অধিগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সেই অধিগণ পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন ।৩৩

নারদমুনি চলিয়া গেলে মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির আকৃষ্ণের সহিত শ্রেষ্ঠ রাজসূয়নামক যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন ।৩৪

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্বে পাণ্ডুস্বর্গারোহণবিষয়ক রাজসূয় প্রস্তাবের অনুবাদ সমাপ্ত ।১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়যজ্ঞকরণসঙ্কল্পঃ, তদুপযোগিভিঃ ভ্রাতৃভির্মন্ত্রিভির্মন্ত্রিণি শ্রীকৃষ্ণেন চ সহ তস্য পরামর্শশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথেদম্ ভগবান্ শ্রুত্বা নিশম্যাপি যুধিষ্ঠিরঃ।
চিন্তয়ন্ রাজসূয়েহীং ন লেভে শর্ম ভারত ॥১

রাজর্ষীণাঞ্চ বৃত্তং তদ্ধৃত্বা মহিমানং মহাত্মনাম্।
যজনাং কর্মণি পুণ্যেঽস্মিন্ লোকপ্রাপ্তিং দমীক্ষ্য চ ॥২

হরিশ্চন্দ্রশ্চ রাজর্ষিঃ যেনেজে বরুণঃ ক্ষিতৌ।
যজ্ঞানাং যজ্ঞমাহর্তুঃ রাজসূয়মিতি শ্রুতঃ ॥৩

যুধিষ্ঠিরস্তদঃ সর্বানর্চয়িত্বা দ্বিজাতিঃ।
প্রত্যচিন্তয়ত তৈঃ সর্বৈর্জ্ঞাতৈশ্চ যদো মহৎ ॥৪

স রাজসূয়ং রাজেন্দ্র কৃতবান্ কৃতবত্তরঃ।
আহর্তুং প্রথমো যজ্ঞং শক্তিমান্ চাপ্নুয়াৎ কথম্ ॥৫

কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং সর্বজ্ঞমপরাজিতম্।
কিং হিতং সর্বলোকানাং ন বেদেতি মনো মম ॥৬

অনুরূপম্ প্রজা সর্বাঃ সর্বকর্মফলানি চ।
অভিপ্রেত্য সর্বেষাং হিতং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭

সর্বেষাং ভীরবঃ কেচিৎ মৃদবঃ কোপ-কালয়োঃ।
সাধু সর্বেতি সর্বেষু রাজসূয়েষু ভাষিতম্ ॥৮

এবং গতে তত্ত্বজ্ঞমিদং পিতরীবাগতম্ ভয়াৎ।
ন তত্ত্ব বিদ্মহে কেচিৎ ভয়োঽস্মাকংস্তরক্রিয়া ॥৯

পরিগ্রহাবলেপেন তীব্রেণ পরিপালনাৎ।
শত্রবঃ কপটাশ্চৈব বীভৎসোঃ সন্ত্যদাহিনঃ ॥১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(রাজসূয়প্রারম্ভপর্ব।)

[যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প আতৃগণ, মন্ত্রিবর্গ, পুরোহিত ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরামর্শ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভারত! যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের কথা চিন্তা করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।১

যিনি রাজসূয় যজ্ঞকারী মহাত্মা রাজর্ষিগণের সেই মহিমা শ্রবণ করিয়া এবং পুণ্য কর্ম দ্বারা রাজর্ষিগণের উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় দেখিয়া ও যজ্ঞকারী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রকে বিপুল ঐশ্বর্যশালী হইতে পাইয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন।২-৩

তাহার পর যুধিষ্ঠির সমস্ত সভাসদ্‌গণকে যথোচিত পূজা করিয়া ও সেই সমস্ত সভাসদ্‌গণ কর্তৃক পূজিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন মনোনিবেশ করিলেন।৪

যে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির তখন বার বার চিন্তা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মনঃসংযোগ করিলেন।৫

অনুরূপ বল ও পরাক্রমশালী বন্ধুগণ পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন করত সকল লোকের হিত কিসে হইবে, সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন।৬

সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল প্রজাগণের প্রতি অনুরূপ ভাবে সকলের সমভিব্যাহারে হিত করিতে লাগিলেন।৭

ক্রোধ ও মোহ এই উভয় পরিত্যাগ করত রাজা যুধিষ্ঠির আদেশ করিলেন, বান্ধবগণ কখন সকলকেই দান করে। অথবা প্রজাগণের হিত কল্পে পরিশোধ করিয়া যায়। ফলতঃ তাঁহার রাজ্যে 'সাধু ধর্ম' 'সাধু ধর্ম' এই কথা ব্যতীত অন্য কোন কথাই শোনা যাইত না।৮

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁহার উপর পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। রাজ্যে তাঁহার প্রতি দ্বেষকারী

ধীমতা সহদেবেন ধর্মরাজানুশাসনাৎ।
বৈরত্যাৎ সর্বভৌমস্য নকুলস্য বশাবহঃ।
অধিগম্য দীক্ষিতস্য সর্বমিত্রতা সদা ॥১১
বিকামবর্ষাঃ স্ফীতাশ্চ আসন্ জনপদাস্তদা।
বায়ুর্বি বহত্যনি মোদন্তঃ কর্ষণা ধরিম্ ॥১২
দ্বিপদাৎ সর্বদেবেভ্যঃ সংক্রমে রাজকর্মণা।
অনুকর্ষক নিকর্ষং ব্যাধি-পাবকমূর্জনম্ ॥১৩
সর্বমেব ন তত্রাসীদ্ ধর্মস্থিতে যুধিষ্ঠিরে।
যত্যন্তো যজ্ঞকর্মাণি রাজ্ঞঃ প্রতি পরন্তপ ॥১৪
রাজন্যরক্ষণার্থং বৈ নাস্ত্রহেতু কৃতম্।
শ্রিয়ং ভর্তুঃ পুরস্কৃত্য বলিকর্ম বভূবহ ॥১৫

অক্ষিতৃঃ নৃপাঃ ষট্ চ পৃথগ্ ভাবৈশ্চ নৈগমৈঃ।
বহবে বিবিধস্তত্র ধর্মস্থিতে যুধিষ্ঠিরে ॥১৬

কাম্বোজোৎপুলপুত্রাবৈ রাজন্যৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ।
সর্বব্যাপী সর্বভূমী সর্বলাহঃ স সর্বরাট্ ॥১৭

ধর্মিমাবিষ্কৃতা সম্রাড্ ভ্রাতৃভাবো মহাত্মনঃ।
যত্র যাজ্ঞে বসু বিশ্বঃ পিতৃতো মাতৃতস্তথা।
অনুরক্তাঃ প্রজা আসন্মহাযোগাশ্চ বিজ্ঞাতঃ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সঃ ধর্মতঃ সাধয়িত্বা ভ্রাতৃংশ্চ ভরতর্ষভ।
রাজসূয়ং প্রতি তদা পুনঃ পুরমুপাদ্রবৎ ॥১৯

কেহই ছিলেন না। সেই হেতু তিনি অজাতশত্রু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।১

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিত্রাণ, ভীমসেনের প্রতিপালন, মহাবাহু অর্জুনের শত্রুনিবারণ, বুদ্ধিমান্ সহদেবের ধর্মানুশাসন এবং নকুলের সকলের প্রতি স্বাভাবিক বিনয়দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যে সমস্ত জনপদ সর্বদা ফলপুষ্প, বিনয়ভর, ধন-ধান্য পরিপূর্ণ ও উন্নতশীল হইয়াছিল এবং তথায় ইচ্ছানুসারে কালোপযোগী বারিবর্ষণ হইত।

রাজকর্ম দ্বারা বিনয় করিয়া বণিগ্‌বিদ্যাবলায়, যজ্ঞসামগ্রী, গোরক্ষণ, কৃষি বাণিজ্য—এই সমস্ত কার্যেরই উন্নতি হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের ধর্মতঃ ধর্মে নিরত থাকা কালে সেই রাজ্যে অনুবর্ষ (প্রজাদের যাচনা করা), নিকর্ষ (যাচনার ফল প্রদানকরণ), ব্যাধি, অগ্নিভয়, মূর্ছা (মোহবশতঃ মূর্ছা যাওয়া) এই সমস্ত কিছুই ছিল না।

বন্যা, শুষ্কতা, রাজা ও রাজপুরুষগণ প্রজাদের প্রতি অন্যায়ের বা বিদ্যা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই।

সর্বদা ধর্মে নিরত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যাজনকালে রাজ্যের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বিভিন্নদেশের মূলীন বৈশ্যগণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কর্ম করিতে, তাঁহাকে কর দিতে, বেদোক্ত ঔদরৌহন দিতে এবং দক্ষিণাদানাদি বহুবিধ কার্যে তাঁহার সহযোগিতা করিতে আসিতেন এবং রাজসভার সোভী জনগণ ইচ্ছানুসারে যথাবিধি উপস্থাপন করায় তথায় সকল বিষয়ের বৃদ্ধি হইয়াছিল।

সেই সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের পুণ্যকীর্তি সর্বব্যাপী ছিল। তিনি সর্বভূমাধিপ ও সৈন্যবাহিনী সকল বশ করিতে সমর্থ ছিলেন এবং রাজোচিত সকল গুণ সর্বত্র শোভিত থাকিতেন।১০–১৭

হে রাজন্! ধর্মাত্মক প্রকাশিত এই মহাযজ্ঞকারী সম্রাট্ যে যে দেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সেখানে কি গোপালাদি কি বিজাতি সকল প্রজাগণই, সেই নৃপতির প্রতি নিরতিশয় শ্রীতিযুক্ত ও বাৎসল্যাদি গুণসমূহ দ্বারা উপযুক্ত হইয়া নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন।১৮

যে পুরুষধানা পরিত্যা অন্যোন্যং বন্দিনস্তথা।
যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ বিমুক্তমিমমব্রুবন্ ॥২০

যেনাভিষিক্তো নৃপতির্বারুণং গুণমুত্তমম্।
তেন রাজাপি ভং ক্ষত্রং সম্রাড়্গুণমবাপ্নুয়াৎ ॥২১

তত সম্রাড়্গুণার্হিত ভবন্তা মুক্তবন্ধন।
রাজসূয়ন্ত সর্বত্র যজন্তে পুরুষর্ষভ ॥২২

তত যজন্ত সময়: পার্থাঃ সত্যপরাক্রমা।
পাণ্ডা ধনুভরো বন্দিস্তীরন্তে শাসিতব্রতৈঃ ॥২৩
সর্বানেবানুপায়ান সর্বান্ যঃ প্রাপ্নুয়ে ক্রতূন্।
অভিষেকক যজ্ঞান্তে সর্বজিৎ যেন চোচ্যতে ॥২৪

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন যজ্ঞিয় ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পুনঃপুনঃ রাজসূয় যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৯

জিজ্ঞাসিত হইয়া তখন সেই যজ্ঞিয়গণ সকলে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন ।২০

রাজা যাহাদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বরুণের অর্থাৎ জলাধিপত্যের প্রাপ্ত হন, সেই রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা রাজা সমস্ত সম্রাড়্গুণ লাভের অভিলাষ করেন ।২১

হে মুক্তবন্ধন। আপনি সেই সম্রাড়্গুণ লাভে সর্বথা যোগ্য, অতএব আপনার হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ আপনার রাজসূয় যজ্ঞের ইহাই উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করেন ।২২

অস্মদাদিগের দ্বারা সেই যজ্ঞের সময় এখন আপনার অধীন। অভিষেক থাকিলেই যে যজ্ঞ অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। যে যজ্ঞে উহার অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণ সাধনদ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্যের লাভ করেন, সেই যজ্ঞের সময় এখন আপনার উপস্থিত হইয়াছে ।২৩

সমর্থোঽসি মহাযজ্ঞে সর্বে তে বশগা বয়ম্।
অধিহ্যেতং ক্রতুশ্রেষ্ঠং রাজসূয়মবাপ্নুহি ।২৪
অধিক্রামস্ব মহারাজ রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
ইত্যেবং প্রত্যয়ং সর্বে সৃষ্টবন্ত ইব ক্রতুম্ ।২৫
স তথেতি পাণ্ডবেয়ো যঃ শ্রুত্বা বিনাশ্যতে।
দুষ্টমিত্রৈ: বিনিষ্টেন ভ্রাতৃভি: বনবাসিভি: ।২৬
শ্রুত্বা সুহৃদ্‌বচস্তচ্চ জ্ঞাতংশ্চাপ্যাত্মনো বলম্।
পুনঃ পুনর্যযৌ মন্ত্রে রাজসূয়ায় ভারত ।২৮
স ত্বাকৃতিং পুনর্বীক্ষ্য বৃদ্ধিমুক্তিঞ্চ সর্বশঃ।
মন্ত্রিভিশ্চাপি সহিতো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠির:।
ধৌম্য-বৈশম্পায়নাভ্যাঞ্চ মন্ত্রয়ামাস সত্তমৈ: ।২৯

যিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্বাভিষেক অর্থাৎ অভিষেকাদি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং যজ্ঞের শেষে যে অভিষেক করা হয় তাহা দ্বারা ঐ যজ্ঞকর্তা সর্বজয়ী সম্রাট্ বলিয়া বিখ্যাত হন ।২৪

হে মহারাজ। আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, আমরা সকলেই আপনার বশীভূত। হে মহারাজ। আপনি অগ্রসর হইয়া এই রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবেন ।২৫

হে মহারাজ। কোন বিচার না করিয়া আপনি এখন রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সত্বর করুন। সমস্ত সুহৃদ্‌গণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ও সম্মিলিতভাবে যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কথা বলিলেন ।২৬

হে ভারত। সেই সত্যবাদী পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে আত্মবিনাশ, সাধনপূর্ণ, সেই ও ধর্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থির সঙ্কল্প করিলেন ।২৭

হে ভারত। সুহৃদ্‌গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি বার বার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ।২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমং বা রাজসূয়ং ক্রতুং ক্ষত্রধর্মস্য দুর্লভং।
অথবাপ্তং বয়ং স্যুহা যে না কথং ভবেৎ ॥৯০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাস্তু তে সর্বে রাজানো রাজসত্তম।
ইদং দুর্বচঃ কালে ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৯১
অর্হস্যেবং ধর্মরাজ রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
অথৈবমুক্তে নৃপতাবুদ্ধবং বিপ্রচোদিতা ॥৯২
মন্ত্রিণো ভ্রাতরশ্চাস্যে তুষ্টুবুঃ প্রত্যপূজয়ন্।
ন তু রাজা মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ ॥৯৩
পুরো বিষহ্যে পার্শ্বে লোকানাং বিতথাত্মনা।
নাধর্মযোগঃ সম্প্রেক্ষ্য দেশ-কালৌ বদাত্মবান্ ॥৯৪

বিমৃশ্য সম্যক্ চ বিধা কুর্যাৎ প্রাজ্ঞো ন সীদতি।
ন হি যজ্ঞসমারম্ভঃ কেবলাক্ষত্রবিদ্ধয়া ॥৯৫

তত্ত্বতোহি সমাজ্ঞায় যাদবঃ কার্ষ্ণিরচ্যুতঃ।
ন বিদ্ধ্যাদ্যৎ কার্যতমং কৃষ্ণমেব তদার্হতি ॥৯৬

সর্বলোকাংস্তপা যস্য জগাম যশসা হরিঃ।
অগ্রমেয়ঃ মহাবাহুঃ কমলপত্রেক্ষণঃ প্রভুঃ ॥৯৭

পাণ্ডবস্তুর্কথাদাস্য তদ্বিদ্যে বাসুদেবঃ।
যাস্য বিক্রিয়তে বিদ্বান্ যাস্য বিক্রিয়তে যশঃ ॥৯৮

ন স কিঞ্চিন্ন বিদ্যেতি ভূতমস্যেতি ভারত।
ন তু তাং মৈথিলীং বুদ্ধিং কৃতা পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯৯

বুদ্ধিমান্ ও মন্ত্রণাকুশল সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রিগণ, ভ্রাতৃগণ এবং ধৌম্য ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতির সহিত ঐ বিষয়ের মন্ত্রণা করিলেন।২৯

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মহাক্রতু রাজসূয় অনুষ্ঠানের যোগ্য রাজসূয়যজ্ঞের উহা যজ্ঞ করার স্পৃহা আমার মনে জাগিয়াছে এবং এই রাজসূয় যজ্ঞের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছে। আমার মনে এই যে অভিলাষ হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে পূর্ণ হইবে?৩০

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজীবলোচন! রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহারা সকল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।৩১

হে ধর্মজ্ঞ! আপনি রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সর্বথা যোগ্য। রাজা যুধিষ্ঠিরকে যখন ঋত্বিগ্‌গণ ও সদস্যগণ এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহার মন্ত্রিগণ, ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য সকলে সেই কথাই সমর্থন করিলেন।

তখন মনস্বী মহাপ্রাজ্ঞ পৃথানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির লোকগণের বিতথাত্মতার পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে প্রাজ্ঞব্যক্তি নিজের সামর্থ্য ও সম্পদ্, দেশ, কাল, মান ও ব্যয় দেখিয়া বুদ্ধিপূর্বক ভালমত বিবেচনা করিয়া কার্য আরম্ভ করেন, তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। কেবল নিজের বিদ্যানুসারে যজ্ঞারম্ভ করা উচিত হয় না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মনঃপূর্বক কার্যতত্ত্বপরায়ণ যুধিষ্ঠির ঐ কার্যের বিষয়ের জন্য অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বলোকোত্তম মনে করিয়া মনে মনে ঐ অগ্রমেয় মহাবাহু শ্রীহরির শরণে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি অন্তরিক্ষ বাসীদের এবং দারুকের দ্বারা তাঁহার আগমনসংবাদ অবগত হন।৩২-৩৭

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের যেসমস্ত অলৌকিক কর্ম দ্বারা ইহা অনুমান করিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবিজ্ঞাত কিছুই নাই এবং এমন কোন কার্য নাই যাহা তিনি করিতে পারেন না।৩৮

রাজসূয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আমাদের কিঞ্চিৎ

ওজসম্ দুরুত্তরম্ প্রাহিণোদ্ দূতমচ্যুতম্।
ত্বিত্যেব যযৌবাশু স দূতঃ প্রাপ্য দ্বারবতীম্ ॥৪০
দ্বারকায়াস্তিরং দূরং দ্বারপাভ্যাং নিবেদিতম্।
(স প্রবিশ্য প্রাঞ্জলির্দূতো ব্যজ্ঞাপয়ত মাধবম্ ।
দূত উবাচ।
ধর্মরাজো হৃষীকেশ-ভৌম্য-ধ্যানাদিভিঃ সহ।
পাঞ্চাল-মাৎস্যসহিতৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছতি তে পদম্ ॥
যদর্থমিহ মহাবাহো কাঙ্ক্ষতে ন যুধিষ্ঠিরঃ।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইন্দ্রসেনবচঃ শ্রুত্বা মাধবঃ প্রহরো বলী)।
ধর্মরাজমভিপ্রেত্য পার্থং ধর্মাত্মজোদ্ধরম্ ॥৪১
ইন্দ্রসেনেন সহিত ইন্দ্রপ্রস্থমগাৎ তদা।
যুধিষ্ঠিরায় বিধিবৎ যোগক্ষেমবিদাম্ বিভুঃ ॥৪২

ইন্দ্রপ্রস্থগতং পার্থমভ্যগচ্ছজ্জনার্দনঃ।
স সমেত্য পিতৃষ্বসারং কৃষ্ণাং কৃষ্ণেন পূজিতঃ।
ভীমেন চ সমেতোঽগাদ্ যমাভ্যাং প্রীতিমান্ পিতৃঃ ॥৪৩
প্রীত্যা প্রীতেন মনসা যোগে ন সহিতেন চ।
অর্জুনেন সমাগচ্ছদ্ ভগবান্ পর্যুপাসিতঃ ॥৪৪

তত্র বিশ্রান্তবান্ তত্র দেশে অধিকৃতঃ তদ্রবচ্ছ্রুতম্।
ধর্মরাজঃ সমাগম্যাভ্যগাৎ স্বপ্রয়োজনম্ ॥৪৫
যুধিষ্ঠির উবাচ।
প্রাপ্তিস্তে রাজসূয়ে যে ন চাসৌ কেবলোপমা।
প্রাপ্তয়শ্চ যেন তৎ তে হি বিদিতং কৃষ্ণ সর্বশঃ ॥৪৬

যস্মিন্ সর্বং সমবসি দেব সর্বত্র পূজ্যসে।
যদ্ভ সর্বেশ্বরো রাজা বাজদৃগ্ ন বিমুহ্যতি ॥৪৭

অনুচরবর্গকে লইলে তিনি তাহা বোধ করিবেন না ভাবিয়া কহে, যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেইরূপ বিশ্বাসবিধাতা বুঝি স্থির করিয়া পৃথাবল্লভ যুধিষ্ঠির গুরুজনের প্রতি শিষ্যের ন্যায় সকল প্রকারে তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণসমীপে দ্রুত দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত শীঘ্রগামী অশ্ব আরূঢ়হইয়া দ্বারবতীর নিকটে পৌঁছিয়া দ্বারকার দ্বারবাসী শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন।

(সেই দূত বিনয়পূর্বক হাত জোড় করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিলেন।

দূত কহিলেন,—হে হৃষীকেশ। মহারাজ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও ধৌম্যাদি মহর্ষিগণ, দ্রুপদ ও বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং সমস্ত আত্মজনের সহিত আপনার চরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দূত ইন্দ্রসেনের এই কথা শুনিয়া বহুবংশবিরোধিনি মহাবলী) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন ধর্মাভিলাষী পার্থ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে দূত ইন্দ্রসেনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে গমন করিলেন।

কিঙ্করগণ মধ্যে দূত তাড়াতাড়ি আসিয়া বেগ অভিরুদ্ধ করিয়া ভগবান্ জনার্দন ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া পার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভীমের সহিত সুখে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে পিতার ন্যায় পূজা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে পিতৃষসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।৪৩-৪৪

তখন তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ পরম শ্রীমান্ অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ করিতে লাগিলেন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহারা দুইজনে গুরুর ন্যায় তাঁহাকে অর্চনা করিলেন।৪৫

এইরূপে গুপ্ত ভবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিলে পর, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন।৪৬

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ। আমি রাজসূয়

অয় রাজসূয়ং কৃৎস্নঃ কার্য্যসাহঃ সুহৃত্তম মে।
অয় মে নিখিলং যজ্ঞ তব কৃষ্ণ নিবা অবেৎ ॥৪৮

কেচিদ্ধি সৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে।
ভার্থমুদ্দিশ্য চাপ্যন্যে প্রিয়মেব বদন্ত্যুত ॥৪৯

প্রিয়মেব পরীপ্সন্তে কেচিন্নাত্মনি বস্তিম্।
এবমপ্রায়শঃ কৃষ্ণে জনবাদঃ প্রবর্ত্ততে ॥৫০

অয় তু হেতুমত্যেতান্ কাম-ক্রোধৌ ব্যপোহ্য চ।
পরমং যদ্ভবেদ্ যজ্ঞে তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্বণি সভিকায়াং সৈরাশিক্যাং সভাপর্ব্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বণি বাসুদেবসময়নে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। কেবল ইহা করিলেই ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। যে উপায়ে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে সেই সমস্ত আপনার জানা আছে ॥৪৮

যে ব্যক্তিকে সকলই সম্ভব অর্থাৎ যিনি সব কিছুই করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন ॥৪৯

আমার সমস্ত সুহৃদ্‌গণ একত্র মিলিত হইয়া আমাকে সেই রাজসূয় যজ্ঞ করার কথা বলিতেছেন। হে কৃষ্ণ! সেই বিষয়ে আপনার যাহা বোধ আমার সেই নিশ্চয় হইবে ॥৫০

কোন কোন ব্যক্তি সৌহার্দ্দবশতঃ আমার দোষ কীর্ত্তন করেন না এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার প্রিয় বাক্যই বলিয়া থাকেন ॥৪৯

কেহ বা যাহাতে নিজের হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া মনে করেন। এই প্রকার নিজ প্রয়োজনে প্রায় লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখা যায় ॥৫০

আপনি এই সমস্ত হেতু অতিক্রম করত কাম-ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আছেন। ইহলোকে যাহা আমার উত্তম ও আচরণের যোগ্য, তাহা যথার্থরূপে আপনি আমাকে বলুন ॥৫১

শ্রীমহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত সভিক মহারাজের সভাপর্ব্বারম্ভপর্ব্বে রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাসমনবিষয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি।]

কৃষ্ণ উবাচ।
এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।

আত্মসম্ভবে তে সর্ব্বং বিদিতং যদ্যপি তত্ত্বতঃ ॥১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[রাজসূয়যজ্ঞবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি।]

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি সকলকে জানেন, অতএব আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন। যে আজ্ঞা। আপনি সব কিছুই জানেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করায় আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥১

ভাগবত্যেন যাগেন যজ্ঞৈঃ সর্বগুণান্বিতম্।
ততো যদুবরং লোকে খ্যাপিতং ক্ষত্রসংজ্ঞিতম্ ॥২

কৃতোদ্বাহং কুলপরৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপ।
বিশেষণাদ্ভিন্নং তে ত্বিহ বিদ্ধি তং তথা ॥৩

ঐলস্যেমং কুলপরং প্রবৃত্তিং পরিচক্ষতে।
রাজন্য ইতি বিখ্যাতং তথাতে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥৪

ঐলস্যান্বয়ে যে রাজন্ত্রৈখ্যেক্ষ্বাকবো নৃপাঃ।
তানি চৈকশতং বিদ্ধি কুলানি তথা ॥৫

দ্বাবেতেষ্বব তোজানাং বিততো তনয়ো দ্বয়ান্।
তথাজেষ্বব মহারাজে বিততং চ চতুর্দিশম্ ॥৬

তেষাং তথৈব তাঃ সর্বাঃ পর্বতন্ত্রমুপাসতে।
ইমানীমেব যে রাজন্ জরাসন্ধো মহীপতিঃ ॥৭
অভিভূয় ক্ষিতিং তেষাং কুলানামভিবেচিতঃ।
বিতো মৃধ্নি মহারাজ্যে মগধেষ্বভিষেচিতঃ ॥৮
সোঽধুনাপি মহারাজ্যং ভুঙ্‌ক্তে। বিশোকভয়বর্ধনঃ।
প্রভূতধনরত্নশ্চ বাহনবলবানপি ॥৯
স সাম্রাজ্যং মহারাজ্যে প্রাপ্তো ভবতি যোনিজঃ।
তং স রাজা জরাসন্ধঃ সংজিত্য বিপুলং বলম্ ॥১০
রাজন্ সেনাপতির্ভীমঃ পিতৃপালঃ প্রতাপবান্।
তেন চ মহারাজ পিতৃবৎ পরিপালিতঃ ॥১১
অঙ্গঃ কলিঙ্গাধিপতির্চর্যাবোধী মহাবলঃ।
অপরৌ চ মহাবীর্যৌ মহাত্মানৌ মহাজিতৌ ॥১২

অধিরাজবংশের পরবর্তীকালে যখন ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়াছিলেন, তখন লোকে ঘোষণা করে যে সকল ক্ষত্রিয় অবশিষ্ট ছিল, তাহারা পূর্ব ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা ভিন্ন পর্যায়ের। সেই হেতু এই সময়ে মগধের ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবী রাজারা আছেন, তাহারা বার্হদ্রথ ক্ষত্রিয়।১

হে বসুধাধিপ। এই ক্ষত্রিয়গণ পূর্বজগণের কথানুসারে যে কুলবিধির সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনিও অবগত আছেন।২

ঐলবংশ রাজন্য ও পৃথিবী। অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিশেষকে ঐলবংশের বা ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান বলিয়া বর্ণনা করেন।৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্। যে সকল মহাত্মগণ ঐলবংশে ও ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের একশত কুল বিস্তার আমিবেন।৪

হে মহারাজ! আজকাল রাজা যযাতির কুলে জন্মানুসারে ভোজবংশীয়গণের অধিক বিস্তার হইয়াছে। সে বংশ ভূমণ্ডলে চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ যাহাদের সেই সম্পদ্ অধিকার করিয়া আসিতেছেন।৬

হে রাজন্! ইলানীং মহীপতি জরাসন্ধ বাহুবলে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলকে পরাজয় করিয়া তাহাদের রাজলক্ষ্মী লাভ করত যখন আমাদের পূর্ব তাহাদের দ্বারা সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত রাজন্যের নিরোধবিধি হইয়া অবস্থিত আছেন।৭-৮

সেই জরাসন্ধ মহাভূমি ঈশ্বরভাবে ক্ষিতিস্থ সমস্ত রাজন্যের অধ্য সম্পদ ভোগ করিয়াছিলেন। যে রাজা সকলের প্রধান প্রভু এবং সমস্ত ধনের একমাত্র অধীশ্বর।৯

হে মহারাজ। বিধানানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। প্রতাপশালী রাজা পিতৃপাল সর্ব প্রকারে সেই জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার সেনাপতি হইয়াছেন।

হে মহারাজ। মগধাধিপতি মহাবলশালী কলিঙ্গাধিপতি চর্যাবোধী পিতৃবৎ তাঁর সেই জরাসন্ধের সেবা করিতেছেন।১১

অপর দুইজন মহাত্মা ও মহাবল হন এবং তিনজন, সেই দুই রাজাও মহাবলশালী জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।১২

জরাসন্ধঃ সহাবীর্য্যঃ স্তৌ যংসন্তিষ্ঠকাবুভৌ।
হংসশ্চঃ ডিম্ভকশ্চ কংসো বেগবাহনঃ।
দুর্গা বিষ্ণুর্যদি বিভ্রদ্ বধন্তু তথাপি বিভুঃ ॥১৩

যুদ্ধে বরস্তস্যৈব শাস্তি যো যমসাদিপঃ।
অপর্যাপ্তবলো রাজা প্রতীচ্যাং বরুণো যথা ॥১৪

তস্যাতো মহারাজ বৃহত্তব পিতুঃ সখা।
স যদা প্রণতস্তস্য কর্ণশ্চ বিনেষ্যতঃ ॥১৫

স্নেহবন্তশ্চ সকল পিতৃবদ্ ভক্তিমাংশ্চ নঃ।
প্রতীচ্যাং দক্ষিণঃ চান্তং পৃথিব্যাঃ প্রতি যো নৃপঃ ॥১৬

বাসুদেবো জবঃ পূর্ণঃ পুরুজিৎ দুর্জিবর্দ্ধনঃ।
স বৈ পরমিতাবেদঃ স্নেহতঃ পক্ষপূরণঃ ॥১৭

জরাসন্ধঃ সহস্রেণ পুত্রা যো ন যযুঃ ক্ষয়ঃ।
পুরুষোত্তম বিজ্ঞাতো যোহসৌ তেষিষু দুর্জিতঃ ॥১৮

আত্মানং প্রতিজানাতি লোকেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমম্।
আমন্ত্রে তত্তং যোদ্ধাং যঃ স চিহ্নক ভারত ॥১৯

বল-পুত্র-বিভাবজ্ঞ রাজা বলসমর্দ্দকঃ।
সৌভূতো বাসুদেবেতি যোঽসৌ
লোকেঽভিবিশ্রুতঃ ॥২০

চতুর্ভাগং মহারাজ ভোজ ইন্দ্রসখো বলী।
বিদ্যাবলাদ্ যো যাজয়ৎ যশাশ্ব-ক্রথ-কৌশিকান্ ॥২১

ভ্রাতা বভ্রুশ্চ সুতো রাজন্যস্যোঽজনৎ।
স তস্যো যাদবং রাজ্যং ভৌজকঃ পরবীরহা ॥২২

প্রিয়াপ্যাচরতঃ প্রহ্লান্ সদা সর্ব্বাত্মনস্তবঃ।
ভজতো ন ভজত্যাত্মা প্রিয়েষু ব্যথিতঃ ॥২৩

ভজমানকে যদুবংশ, অন্ধক ও বেগবানের ইহারা সকলেই যজ্ঞকে বিঘ্নমুক্ত করেন বলিয়া ইহাদিগকে অন্তরে ধর্ম বলিয়া জানে অর্থাৎ তাহারা চন্দন যজ্ঞের অবশেষ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন ।১৩-১৫

যে মহারাজ। তিনি দুর্গ ও মরুক নামে বেগ শাসন করেন, যাহার সেনাবল অসহ্য, তিনি বরুণের ন্যায় পশ্চিম দেশের অধিপতি, তিনি যদু আপনার পিতার মিত্র, সেই যবনাধিপতি রাজা ভগদত্ত রাজা ও কর্ণের দ্বারা সেই জরাসন্ধের সমক্ষে বিনম্রভাবে প্রণত হইয়াছেন। তিনি সদা মনে আপনার স্নেহপাশে আবদ্ধ ও আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন ।১৪-১৫

তিনি পৃথিবীর পশ্চিমভাগে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত শাসন করেন, তিনি একমাত্র স্নেহবশতঃ আপনার প্রতি সতত প্রণয় রাখেন, আপনার মাতুল সেই পুরুজিৎ ভোজরাজ দুর্জয়বর্দ্ধন শত্রুপূরণ যাঁর রাজা পুরুজিৎ সেই জরাসন্ধের অনুচর ।১৬-১৭

পূর্বকালে যাহাকে আমি হত্যা করি নাই, যিনি ইন্দ্রসখকে বিক্রমে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করেন, যে দুর্জয় ত্রিলোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, যিনি স্নেহবশতঃ সর্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি বল, পুত্র ও বিভাব স্নেহের রাজা এবং যিনি এই লোকে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল রাজা পুত্রসহ জরাসন্ধের অনুচর ।১৮-২০

যে মহারাজ। যিনি পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের অধিপতি, ইন্দ্রের সখা, অতিবলশালী, যিনি অশ্ব এবং বিদ্যাবলে পাত্তা, ক্রথ ও কৌশিকদেশ বিজয় করিয়াছেন, জরাসন্ধকে পরাজয়ের ভূত্য যাঁর আকৃতি যাহার রাজা, সেই ভোজবংশীয় অক্ষয়-সহায়ক রাজা ভীষক বসুরাজ জরাসন্ধের সমক্ষে ভক্ত ।২১-২২

ভীষক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করি বিনীতভাবে থাকি, তথাপি তিনি আমাদের বশীভূত হন না আমাদের শত্রুগণের প্রতি তিনি অনুরক্ত আছেন ।২৩

স তুষ্টং স তদা রাজন্যস্তাভ্যাং তথানুজঃ
পপ্রচ্ছবনে তত্ত্বে সীতাং জনকনন্দিনীম্ ।২৪
উবাচাশু তথা সোঽপি কুশাভ্যাশে প্রতো ।
জনকস্তত্ত্বমেবৈতাং বিদ্ধ্যাধ্বস্তাম্ ।২৫
সুমেধসো অন্তরায়া যোগাঃ শান্তাঃ পতিব্রতা ।
সুতাশ্চ তস্যাস্তুষ্টাশ্চ কুশিনাঃ কুক্ষিজিৎ সহ ।২৬
শান্তায়াশ্চ রাজানঃ সোদর্য্যানুচরৈঃ সহ ।
যদিনা যে চ পঞ্চালাঃ পূর্ব্বাঃ কুক্ষিষু কোশলাঃ ।২৭
অযোধ্যায়া বিশালাশি পরিত্যজ্য তথাবিধাঃ ।
বৎস্যা সাঙ্কাশ্যপাশ্চাপি মল্লিনাং বিদ্ধ্যাশ্রিতাঃ ।২৮
ওষধৈব সর্ব্বপক্ষাশ্চ মহাসত্ত্বতয়ান্বিতাঃ ।
মহারাজ সম্পাতাশ্চ বিক্রান্তাঃ সর্ব্বতো বিভু ।২৯

তস্মাদ্বিং তথা তাসাঞ্চ তাসাং বিদ্ধ্যো বাসবান্ ।
বাহুভ্যাঞ্চ তদা তেষামুপাগচ্ছন্ সুধার্থিনা ।৩০
অথো প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সংবেশানুজেহবলে ।
তেষাং তেন তদা তীব্রাস্তপসা তুষ্টবাহিনী ।৩১
মৈত্রীং প্রাপ্তা চ তস্যাদীক্ষ্বাকাণাং মহাত্মনাম্ ।
তেজসাঞ্চ তথা তেষাং পীড়য়ানৈর্ন্নু যাতুনা ।৩২
জাতিত্রাণার্থমাত্মানং পরিবর্ত্য মহাত্মনা কৃতা ।
তস্যাস্তু যাত্র সুতরাং তাসাং তত্রাতুলা তদা ।৩৩
সংকর্ষণাদিতীয়েন জাতিত্রাণং মহা কৃতম্ ।
যতো ফলমুপাদানো মহা বাহেন চাপুত ॥৩৪
তদা তু সর্ব্বতন্ত্রেণ তথাসঙ্গে সমুদ্যতে ।
অন্যোন্যং যন্ত্রিতো রাজন্ কুশৈরুটৈশ্চাপরৈঃ ॥৩৫

হে রাজন্ ! তিনি তখনকার প্রসিদ্ধ বন ভ্রমণে নিজের বল ও কুল সম্বন্ধে বিনম্রভাব দিয়া তাঁহার সন্তোষ হইয়াছিল ।২৪

হে প্রভো ! উহাদের নিকটবর্ত্তী রাজগণ ও আহারে জোরকুল তখনকার তাহা পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছিল ।২৫

সুমেধস, তপস্যার, যোগ, শান্ত, পতিব্রতা, সুতাশ, সুকুটী, কুশিনাশ, কুক্ষি ও শান্তারাজগণের কুলবিগণ নিজের ভাই ও অনুচরগণের সহিত দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছেন এবং তাঁহারা দক্ষিণপঞ্চাল-বাসী ও পূর্ব্বকুক্ষি প্রদেশবাসী সেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বল ও কোশল, মৎস্য, সাঙ্কাশ্যপাঞ্চালীয় বলগণিগণ তখনকার তাহা পীড়িত হইয়া উহার বিন্ধ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নিয়াছেন ।২৬-২৮

সেইরূপ সমস্ত পঞ্চালদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ তখনকার তাহা পীড়িত হইয়া ও ও রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছেন ।২৯

বিভুকাল পূর্ব্বের কথা—কুশটি তাহা সমস্ত যাহাদিগকে পরাজয় করিয়া ব্রাহ্মণের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।৩০

সেই দুই কন্যার নাম 'জয়া অপ্তি ও প্রাপ্তি, এই দুই অবলা সহোদরের কাঁদনা করিয়া ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাহা সেই তাহাদের বলে নিজের জাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া ক্ষেত্রিয় লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাহার অতিশয় দুর্লভ ছিল।

ক্ষেত্রবংশীয় বল ক্ষত্রিয়গণ দুরাত্মা কলের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া জাতিগণের রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমি তখন অনুচরের আহারকল্পে সুকুটকে দান করিয়া বলরামের সহিত জাতিরক্ষা সাধন করিয়াছিলাম ।৩১-৩৩

ইহাতে কলের তত্ত্ব অতিক্রান্ত হইল বটে, কিন্তু তখনও আমাদের প্রতি সমুদ্যত হইয়া রহিল।

অনাহতেন নিহতো ময়াত্রৈঃ শত্রুবাহিনিঃ।
ন সন্দেহো যদং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈরলম্ ॥৩৬

তস্য ত্বমরসঙ্কাশৌ তনয়ৌ বলিনৌ বরৌ।
নামভ্যাং হরদ-ভিল্লকাবপ্রবিজয়ানুগৌ ॥৩৭

অনুগৌ সহিতৌ বীরৌ তবালক্ষ্য বীর্যবান্।
ত্রয়ত্রাণায় লোকানাং পর্যাপ্তা ইতি যে মতিঃ ॥৩৮

ন হি কেবলমস্মাকং যাবত্তোষ্টেন চ পার্থিব।
ঔর্বং কোশগতীক্ষ্ণ বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৯

অথ হরদ ইতি খ্যাতঃ তদ্ভিল্লাদীন্বহান্ নৃপঃ।
প্রাবেশ্য স্বকরস্থং সংগ্রামেষ্টীয়লাবয়ে ॥৪০

হতো হরদ ইতি শ্রোত্রমস্য কেবলি তাবয়ৎ।
তদ্ভ্রাতা ভিল্লকো বাণৈর্ বহুমাত্রতমক্ষত ॥৪১

বিনা হরদেন লোকেঽস্মিন্ নাহং জীবিতুমুৎসহে।
ইত্যেতয়া ধিয়াবাপ্তে ভিল্লকো বিবশং গতঃ ॥৪২

তথা তু ভিল্লকং দ্রুত্বা হরদস্য সহানুগঃ।
প্রপেদে বহুমানেন সোঽপি তস্যাং বশংবদঃ ॥৪৩

তৌ চ রাজা তবানন্দঃ দ্রুত্বা চ বিবশং আজৌ।
পরং সুহৃদ্বলং প্রাবেশয়ৎ তত্রাবিচারিতম্ ॥৪৪

অতো বয়মধিত্রস্য তস্মিন্ প্রতিহতে নৃপে।
পুরস্যাস্মিংস্তদা সর্বে বহুমানাৎ বশংবদে ॥৪৫

যদা ত্বতোঽস্য পিতরং ন যে রাজীবলোচনা।
কংসকার্ষ্ণা তবানন্দং হৃষিতা মাধবং নৃপম্।
তোষয়ন্তোব মাহেন্দ্রং পরিত্যক্তমহঃশ্রিয়া ॥৪৬

হে রাজন্! তখন আমরা ভোজবংশীয় অষ্টাদশ কুলের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলাম ॥৩১-৩৪

যদি আমরা শত্রুসংহারক মহাস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের আঘাত করিতে থাকি, তথাপি তিন শত বৎসরের তাঁহার সৈন্য ক্ষয় করিতে পারিব না ॥৩৫

বলবান্‌দিগের মধ্যে যেমন এক হস্তী দ্বারা দেবরাজিদিগের সমান, সংগ্রামে বিপক্ষের অবোগ্য হয়ও ভিন্নক নামক দুই বীর তাদৃশ হইবে ॥৩৭

আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে—এই দুই বীর হয় ও ভিন্নক এবং পরাক্রমশালী হরদক—এই তিনজন একত্র মিলিত হইলে ত্রিলোক জয় করিতে- ইহারা পর্যাপ্ত ॥৩৮

যে বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা কেবল আমাদের অভিমত নয়, অন্যান্য যে সকল কুলীনজন আছেন তাঁহাদেরও সেইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে ॥৩৯

হরদকের সহিত যখন সংগ্রামে যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধে হরদকের বিখ্যাত অশ্ব কোন এক শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। সেই যুদ্ধে সমরাঙ্গনে তাঁহাকে হত্যা করিলেন ॥৪০

হে রাজন্! ইহা দেখিয়া কেহ বলিয়াছিল, 'হরদ হত হইয়াছে'। হে রাজন্! সেই কথা শুনিয়া ভিন্নক নামধারী প্রযুক্ত তাঁহার সহচর হরদ বিহত হইয়াছে ইহা জানিয়া বহুমানের অধীন হইলেন ॥৪১

এই সংসারে হরদ বিনা আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, এইরূপ বুদ্ধি করিয়া ভিন্নক বহুমানের অধীন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥৪২

শত্রুসংহারিণী হরদ ভিন্নককে সেই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বহুমান নিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও সেই বহুমানের অধীন হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন ॥৪৩

হে অরিন্দম! রাজা তবানন্দ ঐ দুই বীরের মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া উৎসাহশূন্য মনে বন্ধুর প্রস্থান করিলেন ॥৪৪

পতিত্বং যে বরারোহে পুনঃ পুনরভিষ্টুতম্।
অতো বয়ং প্রহাস্যামঃ ত্বং চাপি পুরুষর্ষভম্ ॥৩৭
সংস্মরন্তো বিপ্রকারং ক্ষত্রধর্মা নরাধিপ।
পুরুষেণ প্রহারেণ সংক্রিপ্তা ভরতৈঃ শিতৈঃ ॥৩৮
পলায়নো ভয়াৎ তস্য গন্ধর্বাস্তাবিধাভবন্।
ইতি শ্রুত্বা বচো মহ্যং তব প্রস্তাবিনাং নরাঃ ॥৩৯
মুক্তকেশীং পুরীং হৃষ্টাং রৈবতেনোপশোভিতাম্।
অতো বিদ্ধ্যং তথাক্রম্য কৃতবন্তো বয়ং নৃপ ॥৪০
তবৈব দুর্গ-সংস্থাস্তে দেবৈরপি দুরাসদম্।
ত্রিরোদপি বয়ং যুদ্ধ্বা কিমু মুক্তিমবাপ্নুমঃ ॥৪১

তস্মাৎ বয়মিহায়ান্ত বিপদামেতুতো ভয়াৎ।
আলোক্য বিধিবদ্ধ্যং তং বাসবং তীর্থসেবিনং ॥৪২
মাধবাঃ কুরুসর্দূল পরাং মুদমবাপ্নুহি।
এবং বয়ং ভয়াদস্মাদ্বিমুক্তা কৃতবিদ্যিবাঃ ॥৪৩
সার্থবাহাঃ সমস্তাম্ সোমস্তা সমুপাশ্রিতাঃ।
ত্রিরোজনান্তরং পন্থা ত্রিরন্তং যোজনাবধি ॥৪৪
যোজনান্তে শতদ্বারং বীরঘ্নিরন্তরোদরম্।
অষ্টাদশাবরৈর্বদ্ধং কপিভির্দুর্গমং পরৈঃ ॥৪৫
অষ্টাদশ সমস্তাসি প্রাকারাঃ সন্তি বা মূলে।
অন্তরেষু শতং দ্বারা এতৈরুপশোভিতাঃ ॥৪৬

যে শত্রুসূদন। সেই রাজা জরাসন্ধের বশতাপন্ন হইলে পর আমরা সকলে পুনরায় পরম আনন্দে বসবাস বাস করিতে লাগিলাম ॥৩৬

হে শত্রুদমন রাজেন্দ্র! তখন পরিহিতোষ্ণীষা দুর্বিষহ কুণ্ডলালোকা বলদর্পান্বিতা বীর পিতৃব্য শত্রুনাশী বসুদেবের ভ্রাতৃদ্বয় নিকটে আসিয়া 'আমার পরিত্রাতাকে সংহার কর' এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন আমরা পূর্বে যে মন্ত্রণা করিয়াছিলাম, সেই মন্ত্রণা স্মরণ করত অরিন্দম উগ্রসেনকে হইলাম। হে মহারাজ। পুরবাসী আমরা মথুরা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলাম ॥৩৭

হে মহারাজ। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনরাশি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া শত্রুর ভয়ে পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু সকলের সহিত পলায়ন করিব—এইরূপ স্থির করিয়া আমরা সকলে পাঞ্চনদিকে পলায়ন করিলাম ॥৩৮-৩৯

হে রাজন্। পশ্চিমদিকে রৈবতপর্বতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনামী পুরীতে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলাম ॥৪০

তথায় এইরূপ দুর্গ সংস্থান করিয়াছি যে—দেবতাগণেরও তথায় প্রবেশ করা কঠিন এবং যে দুর্গে থাকিয়া ত্রৈলোক্যপতিও যুদ্ধ করিতে পারে, মনুষ্যদিগের তথায় আর কি বলিব ?৪১

হে অরিন্দম! ঐ নগরীতেই অনুকূলভাবে আমরা বাস করিতেছি। হে কুরুসত্তম! গিরিব্রাজ রৈবতকের দুর্গতা আলোচনা করিয়া বসুদেবের ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং মধুরাস্থিত সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন ॥৪২

এইরূপে আমরা জরাসন্ধের নিকট অপরাধ করিয়া নাস্তিকভূত হইয়াও যেখানে আমাদের সকল ভিন্ন সেখান হইতে পর্বতে আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

ঐ দুর্গ তৈর্থ্য বিজয়ার্থ, এক এক যোজনের পর যেখানের তিন তিনটি করিয়া ফটকী আছে। প্রত্যেক যোজনের অন্তে শতদ্বার, যাহা যেখানের দ্বারা সুরক্ষিত। গোপুরের বিস্তারযুক্ত উচ্চতা বর্ণিত হইয়াছে, মূলদেশে অষ্টাদশ হাতবরাবর প্রাকারসমূহের দ্বারা ঐ দুর্গ সুরক্ষিত ॥৪৩-৪৪

প্রাকারের মূলে অষ্টাদশ সংখ্যা তাই আছে।

চারুদেষ্ণশ্চ ভদ্রশ্চ চারুদেষ্ণস্তথৈব চ।
অহঞ্চ রৌহিণেয়শ্চ সাম্বঃ প্রদ্যুম্ন এব চ ॥৫৭
এতদ্বিধাঃ সন্তি রাজন্নন্যে নিত্যং তে।
কৃতবর্ম্মা সত্যকিশ্চ সমীকঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥৫৮
কঙ্কো শঙ্কুশ্চ কুন্তিশ্চ শতৌজাশ্চ মহারথাঃ।
পৃথুশ্চ বিদূরথশ্চৈব কৃতো রাজা চ যে বশে ॥৫৯
মহারথা মহাত্মানো বীরা ধীর্য্যবতো মহাবলাঃ।
সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞা মহাত্মানঃ কৃতিমন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥৬০
(বিরজাশ্চাপ্যনিরুদ্ধশ্চ উদ্ধবশ্চাপি বিশ্রুতঃ।
বহুদেবোগ্রসেনৌ চ শতৌজাশ্চ মন্ত্রিপুঙ্গবাঃ ॥
প্রসেনজিচ্চ বলবান্ রাজবাজন্যপণ্ডিতঃ।
সত্যজিচ্চ মণিগ্রীবশ্চ নিত্যমেব বয়ং।)

ন তং সম্রাড়্গুণৈর্যুক্তং যথা ত্বমসি ভারত ॥৬১
অতঃ সম্রাজমাত্মানং কর্ত্তুমর্হসি ভারত ॥৬২
(দুর্য্যোধনং শান্তনবং দ্রোণং দ্রৌণায়নিং কৃপম্।
কর্ণঞ্চ সিন্ধুরাজঞ্চ ক্ষত্রিয়ঞ্চ বহুর্ষভম্ ॥
একলব্যং ক্রথং ভোজং শৈব্যং শকুনিমেব চ।
এতানতিক্রম্য সংগ্রামে কথং শত্রূংস্তি কো জয়েৎ ॥
ঋতেত্বা সৌভদ্রেণৈব ন যোৎস্যন্তি মহারথাঃ।)
ন তু শক্যা ত্বয়াসন্ধে জীবমানে মহাবলে।
রাজসূয়ন্ত্বয়াপ্তুমেষা রাজন্ মতির্মম ॥৬৩
তেন হ্যস্মা হি রাজানঃ সর্ব্বে জিত্বা নিমিত্তয়ে।
কথন্নু পরবেরন্দ্ধ নিত্যমেব মহারথাঃ ॥৬৪
ন হি রাজা জরাসন্ধো বিষহ্যঃ ক্ষত্রিয়ৈরপি।

যাদবের একতম পুত্র, যাঁহারা এক একজন অযুত তুল্য।৫৬

যাঁহা হইতে চারুদেষ্ণ, চক্রদেব, সত্যকি, আমি, বলরাম, সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন—এই সাতজন অতিরথ। হে রাজন্! আমার নিকট হইতে এমন অন্যান্য যাদবের পরিচয় জানিয়া লউন। কৃতবর্ম্মা, সত্যকি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও পৃথু এই সাতজন মহারথ। অন্ধক ভোজের দুই পুত্র ও বৃষ্ণি রাজাকে লইয়া তাহারা একজন মহারথ।৫৭-৫৯

এই যাদবগণ সকলেই মহাবল যোদ্ধা, পরাক্রমশালী মহারথ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহান্ যশ লাভ করিয়া ইহারা বৃষ্ণিকুলে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।৬০

(বিরজা, অনি, অক্রূর, উদ্ধব, বিশ্রুতবর, বসুদেব, ও উগ্রসেন এই সাতজন বৃষ্ণ্যন্ধ্রী, প্রসেনজিৎ ও সত্যজিৎ এই দুই জন রাজরাজন্যপণ্ডিত, ইহাদের নিকটে সকলকে আসে যে মণি মণিরাজ হইতে বহু সুবর্ণ করিত হয়।)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বথা সম্রাট্-গুণসম্পন্ন, অতএব যে রাজন্! ক্ষত্রিয়সমাজে আপনি নিজেকে সম্রাট্ করিতে পারেন।৬১

(দুর্য্যোধন, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, সিন্ধুরাজ, ভগী বহুবীর একলব্য, ক্রথ, ভোজ, শৈব্য, শকুনি—এই সমস্ত বীরপুরুষ সংগ্রামে জয় না করিয়া আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ করিতে পারেন? পরন্তু এই সকল মহারথিগণ আপনার সৌভদ্রের দ্বারাই যুদ্ধ করিবেন না।)

কিন্তু হে রাজন্! আমার একান্ত মনে হইতেছে যে,—মহাবল জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।৬২

তিনি সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া, নিজ যোদ্ধৃবর্গের দ্বারা রাজন্যগণকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে নিরিহর্ষে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন।৬৩

আবাহ্য তপসোগ্রেণ নিজিতাস্তেন পার্থিবাঃ।
প্রতিজ্ঞাতাশ্চ পাদং ন যতঃ পার্থিবলক্ষণম্ ॥৪৪
ন হি বিজিত্য নিজিতা পার্থিবান্ পুরুষাধমম্।
পুরবাসীব যদ্বৃ ত্তং তত্তস্য পুরুষাদনম্ ॥৪৫
যস্য চৈষ মহাযজ্ঞ ঋত্বিগ্ভিস্তমসাং তথা।
ন্যূনাং সম্পরিত্যজ্য গতা যাজ্যবতীং পুরীম্ ॥৪৬
যদি তেষাং মহারাজ যজ্ঞং প্রাপ্তুমতীশ্বরঃ।
ততস্ত তেষাং যোগায় ঋত্বিগাদত্ত চ ॥৪৭
সমাহরো ন পক্ষ্যোঽয়ন্তস্য মূঢ়স্য সত্তম।
যাজসূয়ন্ত কার্ৎস্ন্যেন কর্তুং যদিষ্যতে যদি ॥৪৮

(ঋত্বিগ্ভিরযাপ্যাস্তিস্ত্যক্তা ঋত্বর্যজ।
ঋত্বিজ্ঞ ভিত্তে ভিক্ষং সর্বং সকলং পার্থিবং বলম্ ॥)

ইত্যেষা যে মতী রাজন্ যথা বা মন্যসেঽনঘ।
এবং কুরু মহাবাহু যথা বিশ্চিন্তা হেতুভিঃ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি
কৃষ্ণবাক্যে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

হে অরিন্দম। সেই রাজা জরাসন্ধ ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া উদ্যমপূর্বক মহাত্মা মহাবেগের কর্মের তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া এক বিশেষ শক্তিলাভ করিলেন। তাহা দ্বারা সমস্ত রাজগণ তাঁহার নিকটে নিজিত হইয়াছিলেন। হে পার্থিবলক্ষণ! তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।১১-৪৪

যিনি দেবগণের সহিত সমাগত রাজগণকে জয় করিয়া আপনার পুরে আনয়ন পূর্বক বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং তথায় রাজগণের এক পুরী যোষ্টি একত্র করিয়া লইলেন।৪৫

হে মহারাজ। ঐ সময়ে আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে ভীত পরিত্রাণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যপুরীতে গমন করিলাম।৪৬

হে মহারাজ! যদি আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে জরাসন্ধ কর্তৃক বন্ধ সেই রাজগণের মোচন ও জরাসন্ধবধের নিমিত্ত যত্ন করুন।৪৭

হে ঋত্বিগ্বরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকর্ম! আপনি ঐরূপ না করিলে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে পারিবেন না।৪৮

(হে ঋত্বিগ্শ্রেষ্ঠ। আপনি ঋত্বিগ্গণের মধ্যে উপায় চিন্তা করুন, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে সকল ক্ষত্রিয় ও সকল বলকেই ত্যাগ করা হইল।)

হে অনঘ রাজন্। আমার এইরূপ মত, আপনি যাহা সমীচীন মনে করেন তাহা করুন। এ অবস্থায় যুক্তি ও তর্কের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আপনি আমাদিগকে বলুন।৭০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[অজাতশত্রুকৃতা যুধিষ্ঠিরস্য, ভীমস্য, শ্রীকৃষ্ণস্য চ আশ্বাসঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঈদৃশং ভবতা বুদ্ধিমন্তঃ নরাস্তো ন বিদ্যতে ভুবি ॥১
ন্যূনপ্রজ্ঞা হি নির্বোধা বদন্তো বিদ্বতো ভুবি ॥১
ভূয়ে ভূয়ে হি রাজানঃ যত্ত যত্ত বিপশ্চিতঃ।
ন চ সাম্রাজ্যমাপ্নোতি সম্রাট্ইত্যেষ হি ক্রমঃ ॥২
কথং পরানুপাদায়ঃ যঃ প্রশাসিতুমর্হতি।
পরেণ সদৃশো যস্তু যঃ প্রণম্যঃ ন পূজ্যতে ॥৩
বিশালা মহতী কৃৎস্না পৃথিবী বহুরত্নসঙ্কুলা।
ভূয়ঃ পরা বিরাজতি ত্রয়ো হ্যেকা হি ভূময়ঃ ॥৪
যজ্ঞেষু পরং ধর্মে পরং ক্ষেমং তথৈব চ।
আয়ত্তে পাণ্ডবেয়ে তু ন প্রাপ্নোতি যে মতিঃ ॥৫
এষমেতে হি রাজন্তি ভূমে রাজ্ঞো মহাবিলাঃ।
কশ্চিৎ কথাভিসংযোগং তথৈবোক্তো ন বর্ততে ॥৬
যদ্যেতৎ ন্যায্যমাজ্ঞপ্তং ন ধর্মাদ্বিচলেন্নরঃ।
শক্তিতঃ স ন ধর্মাণাং লোকাদ্যাতি তত্ত্ব চাব্যয়ং ॥৭
অথবা হি তব দুর্ধর্ষ কুরবীর্যাদ্রয়ঃ প্রভো।
বাহুবীর্যং ধনিনং ধর্মে যদি তস্মাৎ বিশঙ্কিতে ॥৮
ইন্দ্রপ্রস্থাদ্ধি রাজানঃ ভীমসেনাদ্ধি মাধব।
অর্জুনাদ্ধি মহাবাহো হ্যন্যং পশ্যামি ন ত্রিষু বৈ।
এবং জানন্ হি ধর্মজ্ঞ বিদ্বাংসি পুরুষর্ষভ ॥৯
যদ্ যে প্রমাণভূতোঽহমি সর্বকার্যেষু কেশব।
তস্মাদ্ধি চাব্রবীদ্ ভীষ্মো ধার্তরাষ্ট্রবিনাশনঃ ॥১০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অজাতশত্রুকে উৎসাহ দিয়া যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলাপ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আপনি অতি বুদ্ধিমান্, আপনি যাহা বলিলেন অন্য কেহ এরূপ বলিতে পারে না। এ ভূমণ্ডলে আপনার তুল্য সদসদ্-বিবেচক অন্য কেহই নাই।১

আজিকাল অনেক অনেক রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ প্রিয়কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহারা সাম্রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। সম্রাট্পদবী অতিকষ্টে লাভ করা যায়।২

যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানেন, তিনি নিজের প্রশংসা কিরূপে করিতে পারেন? পরের সহিত সমতুল্য হইয়া যিনি প্রণম্যের যোগ্য হন, তিনিই সকলের পূজ্য হন।৩

হে মুক্তিমন্তাবতল। এ পৃথিবী বহু বিস্তীর্ণ এবং রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ। মানুষ মরিয়া গেলে কোথায় যাইবে, কিরূপে নিজের কল্যাণ হইবে।৪

আমি যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া উহাকে উপায়। এই ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারাই আমার মঙ্গল হইবে। রাজসূয়যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাহার ফল স্বর্গলোকপ্রাপ্তি তাহা দ্বারা মনস্তাপ। আমার ত এইরূপই ধারণা।৫

হে অর্জুন! আমাদের কুলে উৎপন্ন এই সমস্ত মহাত্মাগণ এরূপ বলেন, ইহাদের অন্যথা কখনও কেহ দেখে নাই।৬

হে মহাবাহো! আমরাও তখন অজাতশত্রুর ভয়ে এবং তাঁহার যৌবনাবস্থা শঙ্কিত হইয়াছিলাম। হে অচ্যুত! আমি ও আপনারই দুর্ধর্ষ বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি। আপনি সেই অজাতশত্রু হইতে শঙ্কিত হইলে আমি নিজেকে কখনও নির্ভয় মনে করিতে পারি না।৭-৮

হে মহাবাহো মাধব! আপনি, বলরাম, ভীমসেন অথবা অর্জুন এই চারিজনের অন্য কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারেন কি না, যে

ভীষ্ম উবাচ।

অনাবৃতপথো রাজা বলবাংশ্চ ইহ পার্থিবঃ।
দুর্বলশ্চানুপায়েন কথং নঃ পোষয়িষ্যতি ॥১১

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমং প্রাচেতস বিপশ্চিতঃ।
অজেয়ং সন্ধয়ে প্রয়োগেণ নীত্যর্থানাহরেদ্ধি তান্ ॥১২

দুষ্টে ন্যূনো যদি বলাদ্ অন্যঃ পার্শ্বে ব্যবস্থিতে।
যাবদ্ধ পার্শ্বমাদায় ইষ্টিং ত্রয় ইবাহরেৎ ॥১৩

(ত্রয়ঃ বুদ্ধিবলস্যাত্মন্) সর্বং প্রাপ্স্যসি ধর্মতঃ।
অন্যোন্যাহারকং হি সোবিদ্ধ যেষাং নাস্যো ভবান্ পরঃ ॥

কৃষ্ণ উবাচ।

অর্থানামাহরে যাসৌ মায়ুধস্থমনেকধা।
তত্রাপ্যহং ন পশ্যামি বলেনাপহরণং পরম্ ॥১৪

ভিন্না ভবান্ যৌবনার্থৈঃ পালনায় ভবিষ্যতঃ।
ভার্গবৌর্ব্যক্তপোযোগাদ্ বলাৎ তু ভরতো বিভুঃ ॥১৫

অন্যে মন্ত্রকৃতস্তাত পঞ্চ সম্রাজ্যমুপাগতাঃ।
সাম্রাজ্যলক্ষ্মিজগতে তু সর্বাকারাং যুধিষ্ঠির ১৬

বিপ্রাহ্লাদকরং প্রাপ্তির্মার্দবলক্ষণৈঃ ॥১৭

ধার্ত্তরাষ্ট্রো জরাসন্ধস্তং বিদ্ধি ভরতর্ষভ।
ন চৈনমযুক্তবলস্তু হ্লাদেনেক্ষন্তঃ নৃপাঃ।
তস্মাদ্বি বলাদেব সাম্রাজ্যং হরতে হি সঃ ॥১৮

যদুতন্তো হি রাজেন্দ্রো ভবাংশ্চক্রপুরোগতে।
ন চ যুক্তমিহ ভৈক্ষ্যেণ রাজ্যাপহরণং হিতম্ ॥১৯

যাবৎকিং। ইহা জানিবার জন্যও আমি দূত দূত্য দিয়া করিয়াছি ॥৯

হে কেশব! আমার সমস্ত কার্য্যে আপনিই প্রমাণ। যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া বাক্য-বিশারদ ভীষ্মদেব এই কথা বলিলেন ॥১০

ভীষ্মদেব কহিলেন,—যে রাজা সর্ববিধ যৌক্তিক প্রয়োগে যে রাজা দুর্বল হইয়া অনুপায় হেতু কোন বলবানকে আক্রমণ করিয়া থাকে, ইহারা উভয়েই তাহাদের সম অবস্থায় হইয়া পড়ে ॥১১

যে ব্যক্তি আলস্যযুক্ত হইয়া যুক্তি ও নীতি অনুসারে কার্য্য করেন, যিনি দুর্বল হইয়াও যুক্তাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে সম্যক্ জয় করিতে পারেন এবং নিজের হিত ও অজেয় বিষয়ের লাভ করিতে পারেন ॥১২

ইহাকে নীতি, আবাদে বল এবং বলবানের অর্থহরণে জয় নির্দ্দিষ্ট আছে। অন্যপক্ষ যেরূপ অধিকার বল প্রকাশ করেন, সেইরূপ আমরা তিনজন মিলিত হইয়া বলবান্ জরাসন্ধের বধ সাধন করিব ॥১৩

(হে গোবিন্দ। আপনার বুদ্ধি বলকে আশ্রয় করিয়া বলবান্ যুধিষ্ঠির সব কিছুই পাইতে পারেন। আপনি সর্বদা যাহাদের প্রতিপালক, সেই আমাদের আর নিশ্চয়ই ভয় নাই।)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যদিও আমি কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু আমার পরিণাম কি তাহা দেখি না, সেই হেতু ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধকরণ সহ্য করিতে পারে না। বুদ্ধিমান্ রাজারা অন্যদেশ সঙ্গলনকে বশ করিয়া সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভার্গবের প্রভাবশালন করিয়া, ভার্গবীয় তপোবলে এবং রাজা ভরত বাহুবিক বলে সম্রাট্ হইয়াছিলেন ॥১৪-১৫

সেইরূপ রাজা অন্য পাঁচজন সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত আমরা এই পাঁচজন সম্রাটের নাম শুনিয়া আসিতেছি। হে যুধিষ্ঠির! এই রাজারা প্রত্যেকেই এক এক গুণ থাকায় সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। আপনি সম্পূর্ণরূপে সম্রাটপদ লাভ করিতে চাহিতেছেন,

যুধিষ্ঠিরিকং যুদ্ধাদি প্রধানপুরুষো বলাৎ।
আহরে ন চ মে দৃষ্টৌহলাদঃ পুত্রবধাদ্ ঋতে ॥২০

এষ সর্বান্ বলে ভ্রক্ষে জরাসন্ধঃ পতাবহাৎ।
যং দুর্যোধনো রাজা কথা পার্থ উপেষ্যতি ॥২১

প্রোক্ষিতানাং প্রকৃষ্টানাং রাজ্ঞাং পশুপতের্মখে।
পশূনামিব কা শ্রীতির্ভবিতে ভরতর্ষভ ॥২২

ক্ষত্রিয়ঃ শস্ত্রবধেন যথা গতিং লভেদ্ ধ্রুবাম্।
তথা ন মাধবং কৃষ্ণে প্রতিযাস্যেন সংশয়ম্ ॥২৩

ভূপতীনাং সমানীতাঃ পেষা রাজংস্ত্বয়ানঘ।
জরাসন্ধেন রাজানস্তঃ ক্রূরং প্রকর্তুমিচ্ছতা ॥২৪

প্রাপ্তকালং ন পশ্যামো বীর্যং তত্র যদৌ বিনাশনে।
অতস্ত্বং তত্র জরাসন্ধং ন সম্যক্ বিদ্মঃ কুরুষে ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি হ্রদপ্রবেশপর্বণি
কৃষ্ণবাক্যে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

সাম্রাজ্য প্রাপ্তির যে পাঁচটি গুণ—অক্ষ জয়, প্রজাপালন, ভগবদ্ভক্তি, বল সঞ্চয় ও নীতি, এই সমস্ত গুণ আপনার মধ্যে বর্তমান আছে ॥১৬-১৭

হে ভরতর্ষভ! রাজন্ পুত্র জরাসন্ধ এখনো সম্রাট্ আছেন। ক্ষত্রিয়গণের এমন মূল কখনও তাঁহাকে অনুসরণ করে না, সেই হেতু জোর করিয়াই তিনি এখানে সাম্রাজ্য করিতেছেন ॥১৮

ভূতাধিপতি রাজগণ জরাসন্ধের উপাসনা করেন, কিন্তু জরাসন্ধের যাবতীয় তাঁহারাও সখা নন। তাঁহাদের উপর অত্যাচারবশতঃ তিনি বিপদ্রিষ্ট অত্যাচার করেন ॥১৯

আজকাল তিনি প্রবল পুরুষ হইয়া বলপূর্বক ভূপতিগণকে রাজগণে প্রবল করিতেছেন। যাহারা তিনি অনুসারে চলে অতিরিক্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে জরাসন্ধ প্রদান করেন না, এমন পুরুষ যোদ্ধাকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই ॥২০

এই প্রকারে জরাসন্ধ সব অপেক্ষা কিন্তু পুত্র রাজগণকে বলে আনিয়া লইলেন। হে পুরুষোত্তম! দুর্যোধন রাজা কিরূপে তাঁহার নিকটে আসিবে ॥২১

হে ভরতর্ষভ। যদি প্রধানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রধানিত হইয়া পশুপতির যজ্ঞে পশুপতির যজ্ঞে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের জীবনরক্ষার আকাঙ্ক্ষা আর কি আছে ॥২২

ক্ষত্রিয় যখন যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করে, তখন তাহাই তাহার সংসার হয়। এজন্য আমরা জরাসন্ধকে যমযুদ্ধে প্রতিহত করিব ॥২৩

হে রাজন্! জরাসন্ধ এমন অনেক রাজাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। যেমন চৌদ্দজনকে আনয়ন করিতে বাকী আছে। ঐ চৌদ্দজন রাজা আসিলেই তিনি ক্রূরকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন ॥২৪

যিনি তাঁহার কর্মে বিঘ্ন আচরণ করিবেন, তিনি প্রবীর বলোপায় করিবেন এবং যিনি জরাসন্ধকে বধ করিবেন, তিনি নিশ্চয় সম্রাট্ হইবেন ॥২৫

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধঃ কেনচিদুপায়েনাহীনক যুধিষ্ঠিরস্য সভাতলে অর্জুনস্য উপন্যাসপূর্বকং বাসুদেবকৃতম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সম্রাড়্‌গুণবতীম্‌ বৈ ভূয়াম্‌ বার্হদ্রথাদহম্‌।
কথং প্রতিভূয়াং কৃষ্ণ সোঽহং কেবলমাহবম্‌ ॥১

ভীমার্জুনানুজৌ যেন্নে অন্যো মম জনার্দন।
কলত্রভূতিদানস্য ভীমঃ প্রীতিং প্রযচ্ছতি ॥২

জরাসন্ধবধং প্রাপ্য দুষ্প্রাপং ভীমবিক্রমম্‌।
অন্যোঽপি ন বিজেতাস্মৈ তস্য বঃ কিং বিবক্ষিতম্‌ ॥৩

(কথং জিত্বা পুনর্মুক্তবন্ধান্‌ সম্প্রতি বাচ্যতে।)

অক্ষিকূর্দান্তরে দৃষ্টমর্থং প্রতিপদ্যতে।
তস্মান্ন প্রতিপত্তিস্তু কার্য্যা যুক্তা মতা মম ॥৪

তথাহং বিদুষাং শ্রেষ্ঠং তাতমদ্যুক্তয়ে মম।
সংজ্ঞাস্য রোচতে সাধু কার্য্যাস্যাত্ত জনার্দ্দন।
প্রতিষিদ্ধো অনো যেন্নে বালসূনো সুতাবহ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পার্থঃ প্রাপ্য বচঃ শ্রেষ্ঠমন্যে চ মহাত্মনো।
তথা ত্বেতদ্‌ মতাবৈক্ষ যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৬

অর্জুন উবাচ।

বসুঃ শস্ত্রং শ্রুতা বীর্য্যং পক্ষো ভূমির্বলং ধনম্‌।
প্রাপ্তমেতন্ময়া রাজন্‌ দুষ্প্রাপং যদভীপ্সিতম্‌ ॥৭
মূলে ত্বস্য প্রপশ্যন্তি বৈরাঃ সাধু যুধিষ্ঠির।
ফলেন সদৃশং বাপ্তি বীর্য্যং তু মম রোচতে ॥৮

ষোড়শ অধ্যায়

[জরাসন্ধকে বধ করিবে উদ্যোগকালে যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের উৎসাহপূর্ণ বাক্যকথন।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি মহাবীর বৃহদ্রথের ঔরসে মহাবীর পার্থসারথি হইয়া কেবল সাহসমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদিগকে জরাসন্ধের বিষয়ে কিরূপে প্রেরণ করি?১

ভীম ও অর্জুন আমার দুই চক্ষুস্বরূপ এবং জনার্দ্দন আপনাকে আমি মনঃস্বরূপ মনে করি। অতএব এই বিষয়ের তত্ত্বার প্রেরণ করিয়া অন্যোন্য ও চক্ষুর্বিহীন হইয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?২

জরাসন্ধের সৈন্যের সহিত পাণ্ডবা করিব, আমাদের বিক্রমও অসাধারণ, যুদ্ধ আমার সৈন্যকে পরাজয় বা করিতে পারেন না। অতএব আপনাদের প্রণয় কি করিতে পারে?৩

(আপনারা কি প্রকারে তাঁহাকে জয় করিয়া পুনরায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবেন?)

অক্ষিকূর্দান্তরে দৃষ্টমর্থং প্রতিপদ্যতে।
তস্মান্ন প্রতিপত্তিস্তু কার্য্যা যুক্তা মতা মম ॥৪

যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এবারে যুদ্ধ করিলে অনর্থ ঘটিবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ের প্রস্তাব না করাই উচিত।৪

হে জনার্দ্দন! আমি একাকী এবিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করিয়াছি, আমার সেই বিবেচিত বিষয় আপনি শ্রবণ করুন। এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন, এরূপ আশা আমার মন প্রতিষেধ করিতেছে।৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অর্জুন উপস্থিত মহাবীর বসু, অস্ত্র, বুদ্ধিবল, বল, পক্ষ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহভরে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।৬

অর্জুন কহিলেন,—হে রাজন্! বসু, অস্ত্র, বীর্য, পরাক্রম, বলক (সহায়ক), ভূমি, বল ও ধন—এই সকল অতি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু যাহা অভীপ্সিত এই সমস্তই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।৭

বিদ্বান্‌গণ বিবেচনা করিলে ইহার মূলে অস্ত্রকে প্রধান বলেন; পরন্তু ইহাও বলেন যে ফলের তুল্য হয় না।

কৃতবীর্যকুলে জাতো নির্বীর্যঃ কিং করিষ্যতি।
নির্বীর্যো হি কুলে জাতো বীর্যবান্ হি বিশিষ্যতে ॥৯
অক্ষিত্র সর্বথা রাজন্ যত্র বৃত্তিবিধীয়তে।
সর্বৈশ্চ দৈবিদৈবোঽপি বীর্যবান্ হি তরেদ্ রিপূন্ ॥১০
সর্বৈরপি গুণৈর্যুক্তো নির্বীর্যঃ কিং করিষ্যতি।
ভক্ষীকৃতা গুণাঃ সর্বে নির্বীর্যে হি পরাক্রমে ॥১১
অস্তি চেহ্নঃ শ্লোকো নিত্যমিহ কর্ম দৈবক সংশ্রিতম্।
সংযুক্তো হি যদৈঃ কশ্চিৎ প্রযতায়াপযুজ্যতে ॥১২
তেন যত্নেন শক্রঘ্নঃ ভবিষ্যতি সখলো রিপুঃ ॥১৩

দৈবং বক্ষ্যতি যদ্যপি তথা তেজো বলায়িতে।
তাবুভৌ বাসকৌ হেতূ রাজ্ঞা ত্যাজৌ জয়ার্থিনা ॥১৪
জয়াসক্তবিনাশক রাজ্ঞাঞ্চ পরিরক্ষণম্।
যদি তূষ্ণীং যজার্থং কিং ততঃ পরমং ভবেৎ ॥১৫
অবায়ত্তে হি বিজয়ে ভবেদুপরিসংশয়ঃ।
তস্মাদ্বিক্রমপরান্ রাজন্ মৈত্র্যাং ভজস্ব কুরূন্ ॥১৬
তাবাত্তে মূলকং পশ্চাদুন্মূলয়িতুমক্ষমান্।
সাম্রাজ্যং তু ভবেদ্রাজ্যং যদি যোৎস্যামহে পরান্ ॥১৭

ইতি শ্রীমদ্ভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি জয়াসক্তবধরহস্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

পুরুষার্থে পরাক্রমই কিন্তু আবার অস্তিত্বের মূল।

বীর্যবান্ ব্যক্তি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নির্বীর্য ব্যক্তি কি করিতে পারে? কিন্তু নির্বীর্য ব্যক্তির কুলে উৎপন্ন হইয়াও বীর্যবান্ ব্যক্তি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে ॥৯

হে রাজন্। শত্রুপক্ষকে জয় করার বিষয়ে যাহার প্রবৃত্তি হয়, তিনিই সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। সেজন্য পুরুষ সকল গুণবিহীন হইলেও শত্রুপক্ষকে জয় করিতে পারেন ॥১০

নির্বীর্য ব্যক্তি সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও কিছুই করিতে পারে না। যেহেতু পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে সমস্ত গুণ ভক্ষীভূত হইয়া থাকে ॥১১

প্রত্যাগসিদ্ধি, ঘ্রাসিদ্ধি ও উৎসাহসিদ্ধি এই তিনটি সিদ্ধি যাহার হেতু, তাহা কর্ম ও দৈব এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যত্নযুক্ত হইয়াও প্রযত্নসত্ত্বে কার্যসাধনে উপযুক্ত হয় না ॥১২

সেই প্রযত্ন দ্বারা প্রবল শত্রুও সহজে হইতে জয়প্রাপ্ত হয় ॥১৩

যদ্যপি পুরুষে দৈবই প্রবল বেগবান্ হয়, সেইরূপ যদিও পুরুষে তেজঃপ্রাপ্ত হওয়াও যায়। তাহা হইলেও এই দুইটি বিনাশক হেতু, এজন্য জয়ার্থী রাজা এই দুইটিকে পরিত্যাগ করিবেন ॥১৪

যদি আমরা রাজসূয় যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য জয়াসক্তের বিনাশ ও অন্যান্য কুরুবিগণের পরিরক্ষণ করিতে পারি, তবে যজ্ঞেতর উহাই কর্ম আর কি হইতে পারে ॥১৫

যদি আমরা যজ্ঞারম্ভ না করি, তবে নিশ্চয় আমাদের অধীনতা প্রকটিত হইবে। এই হেতু হে রাজন্! দুর্বিজ্ঞেয় ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া আপনি কেন নির্ভয়ে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিতেছেন ॥১৬

এরূপ করিলে শত্রুবিনাশী মুনিগণের আশীর্বাদ আমাদেরও সুলভ হইবে। (অবশ্য যজ্ঞ পরিমাণ পূর্বক অনুষ্ঠানই শ্রেয়।) আমরা কিন্তু সাম্রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ, অতএব আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধই করিব ॥১৭

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্বে জয়াসক্তবধের রহস্যবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৬

---

* এই শ্লোকের বিভিন্ন আকার দেখা যায়;—
শত্রুবিনাশী রাজা মুনিগণের আশীর্বাদ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তির পক্ষে নিজে বিজয়ী হইবার কি সম্ভাবনা? আর, সমস্ত মূলে কর্মফলের নিয়ন্তা ও পরমেশ্বরই, তিনিই সর্বশক্তিমান্ দেব।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন অর্জুনবাক্যানুমোদনম্, যুধিষ্ঠিরসমীপে প্রলপতো জনাদ্দনস্য তত্ত্বকথনঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

জানতঃ জানতে রূপং তথা মূঢ়স্য মূঢ়বৎ ৫।
যা বৈ মূঢ়েন মতিঃ সেবমূঢ়েন প্রদর্শিতা ॥১
ন সা মূঢ়স্য বচনং বিজ্ঞ যাদ্যো বা যদি বা বিদ্বা।
ন চাপি কশ্চিদ্বচনমুক্তবানুত্তরম্ ॥২
এতাবদেব পুরুষৈঃ কার্য্যং বচনতোঽন্যথা।
যদেনং বিদ্বিষন্ত্যেতে বহুপক্ষমতে পরান্ ॥৩
মূঢ়বদ্ভাবপাদস্য সংযোগে পরমং ক্ষমা।
পণ্ডিতা জানতেঽন্যোন্যং সাধ্যক্ষ ন তবেদ্ যদোঃ ॥৪
অবমন্তানুপায়স্য সংযুগে পরমং বলম্।
সংযুগে জানতে সাধ্যাঞ্জানন্ ন যবেদ্ যদোঃ ॥৫

যে যদ্ বয়মাত্মানং শত্রুদেহসমীপগম্।
কথয়ন্তং ন পশ্যেম বৃদ্ধস্যেব বনীয়সঃ।
পাদয়ন্তে পরাক্রান্তাঃ স্বাভাবরণে স্থিতাঃ ॥৬
যুদ্ধনীতৈরতিবলৈর্ন যুযোধিষিভিঃ সহ।
ইতি বুদ্ধিমতাং নীতিস্তথৈব যোদ্ধতে ॥৭
অবমতা হতমূলাঃ প্রবিষ্টাঃ শত্রুসদ্ম তৎ।
শত্রুমধ্যমুপাক্রম্য কঃ তাদ্ প্রাপ্নুয়াদ্ বধে ॥৮
একো হ্যেব জিতঃ বিদ্যাঃ বিভর্ত্তি পুরুষর্ষভঃ।
অন্তরায়ন্তু মূঢ়ানাং উৎকরং নৈব লক্ষয়ে ॥৯
অথবৈনং বিদ্যাত্মৌ দেবেনাপি সমাহতম্।
প্রাপ্নুয়াম ততঃ স্বর্গং জাতিত্রাণপরায়ণাঃ ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জুনবাক্যের অনুমোদন এবং প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট জনার্দ্দনের তত্ত্বকথন কথন।]

শ্রীবাসুদেব কহিলেন—জ্ঞানবানের জ্ঞান ও মূঢ়ের মূঢ়তা দেখিয়া মূঢ়ের যেরূপ ঔদাসীন্য বুদ্ধি করা উচিত, অর্জ্জুন তাহার পরিচয় দেখাইয়াছেন।১

মূঢ়ের বিবাদে কি মানসিক ভাব হইবে তাহা আমরা জানিয়া এবং মূঢ় না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অন্য হইতেও শুনি নাই।২

অতএব নীতিশাস্ত্রের বচন অনুসারে বীরপুরুষের অবজ্ঞাই শত্রুসমক্ষে আক্রমণ করা উচিত, তাহার উহাতে স্বভাবিক ভাব পরিবর্ত্তন হয়।৩

যে ব্যক্তি নীতিবিদ্গণের ও বিপক্ষবাহিনী তাহার সমক্ষে আক্রমণ কর্ত্তব্য; কারণ যুদ্ধ একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষসাধন অনায়াসে অবশ্যই হইয়া থাকে। দুই পক্ষের সমতা কখনই হয় না।৪

যে ব্যক্তি নীতিহীন ও উপায়হীন, সংগ্রামে তাহার সর্ব্বপ্রকারে ক্ষয় হয়। যদি উভয় পক্ষের সমতা থাকে, তবে সংশয় হয়; সেখানে উভয়ের মধ্যে জয় অবধারিত হয় না।৫

আমরা নীতিকে আশ্রয় করিয়া যখন শত্রুশরীর সমীপবর্ত্তী হইব, তখন নদীর বেগ যেমন বৃক্ষকে নষ্ট করে, সেইরূপ আমরা স্বরূপ আবরণ পূর্ব্বক শত্রুসমক্ষ আক্রমণ করিলে শত্রুরা অস্ত্র করিতে পারিবে না বোধ।৬

যে পক্ষ বহুসৈন্যের অধীশ্বর ও অন্যান্য বলবান্, আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের ইহাই নীতি এবং ইহা আমারও অভিপ্রেত।৭

আমরা যোদ্ধবেশে সেই শত্রুপুরে প্রবেশ করিলে আমাদের আমাদের বিদ্যা বিলু হইবে না। আমরা শত্রুদের আক্রমণ করিয়া সেই কামনা পূর্ণ করিতে পারি।৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন প্রাণিমাত্রের অন্তরাত্মার ন্যায় সর্ব্বদা একাকী সাম্রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করিতেছেন। কি প্রকারে তাঁহার বিনাশ করা

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কৃষ্ণ কোঽয়ং জরাসন্ধঃ কিংবীর্যঃ কিংপরাক্রমঃ।
যস্ত্বয়া স্পৃষ্টমাত্রিস্তঃ ন হতঃ পঞ্চতাং গতঃ ॥১১

কৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু রাজন্ জরাসন্ধো যদ্‌বীর্যো যৎপরাক্রমঃ।
যথা চাহমভিদ্রুত্যাস্মাভির্ভিন্নশ্চ কুরুষিত্রিয় ॥১২

অক্ষৌহিণীনাং বিংশত্যা পতিঃ সমরদর্পিতঃ।
রাজা বৃহদ্রথো নাম মগধাধিপতির্বলী ॥১৩

রূপবান্ বীর্যসম্পন্নঃ শ্রীমান্নবুদ্ধিরুদ্ধতঃ।
নিত্যং বীর্যাভিরক্তশ্চ পঞ্চরুদ্রবিবাপরঃ ॥১৪

জ্যেষ্ঠো দুর্যোধনস্যাপ্ত ভগবা পৃথিবীপতেঃ
যমাস্তকসমঃ ক্রোধে স্থিরঃ বৈশ্রবণোপমঃ ॥১৫

তস্যাভিপ্রমনঃ পূর্বৈর্ত পৈর্বহুশতৈর্ত।
যাগেস্তুঃ পৃথিবী সর্বা পূর্ণমাসৈর্ত গতস্থিতিঃ ॥১৬

স কাশিরাজস্য সুতে যমজে তরুণীং তদা।
উপযেমে মহাবীর্যো রূপদ্রবিণসংযুতে।
তয়োশ্চকার সময়ং বিদ্বান্ স পুরুষর্ষভঃ ॥১৭

নাতিক্রমিষ্য ইত্যেবং পত্নীভ্যাং সন্নিধৌ তদা।
স তাভ্যাং শুশ্রুষে রাজা পত্নীভ্যাং বহুধাধিপঃ ॥১৮

প্রিয়াভ্যামনুরূপাভ্যাং করেণুভ্যামিব দ্বিপঃ।
তয়োর্ন্যপদ্যতাপি ধর্মাত বহুধাধিপঃ ॥১৯

গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে বৃষ্টিমানিব সাগরঃ।
বিক্রমেণ বিনয়াত্ত তত যৌবনমত্যগাৎ ॥২০

যায়, তাহা সত্য করিতে পারিবেন না। তাহার বিনাশের জন্য চেষ্টা করিবেন ॥৯

অথবা যদি যুদ্ধে জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া উহার অবশিষ্ট সৈন্যগণের দ্বারা আমরা নিহত হই, তাহা হইলেও ক্ষত্রিয়দের পরিত্রাণবিষয়ক আমরা অর্থলাভ করিতে পারিব ॥১০

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ। এই জরাসন্ধ কে? উহার বল ও পরাক্রম কিরূপ? এবং কি অভিপ্রায় আপনাকে স্মরণ করিয়া তিনি পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যান নাই ॥১১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য ও যেরূপ পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য করিলেও আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছে, ঐ সমস্ত কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥১২

তিনি অক্ষৌহিণী সৈন্যের স্বামী, অতিশয় সমরদর্পিত বলবান্ বৃহদ্রথ নামে প্রসিদ্ধ ভূমিপাল এক রাজা ছিলেন ॥১৩

রাজা বৃহদ্রথ রূপবান্, বলবান্, ধনবান্ ও অতুল-বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার শরীর শ্রীসম্পন্নিত ও তিনি বিতীয় ইন্দ্রসদৃশ ছিলেন ॥১৪

তিনি ক্রোধে যমতুল্য, ক্ষমায় পৃথিবীসদৃশ, ক্রোধে যমসম, ও ঐশ্বর্যে কুবেরোপম ছিলেন ॥১৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্বাধিপতি যেরূপ সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ তাঁহার উপর ভূপালগণ সমুদায় ভূমণ্ডল ন্যাস করিয়াছিল ॥১৬

হে ভরতর্ষভ! সেই মহাবলে পরাক্রান্ত ভূপতি কাশীরাজের যমজ রূপবতী বয়স্থা দুই কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা একান্তে ঐ পত্নীদ্বয়ের নিকটে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—'আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব, কখনও বিষম ব্যবহার করিব না'। সেই বসুধাধিপতি রাজা বৃহদ্রথ আত্মানুরূপ প্রণয়িনী-দ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া করেণুর মধ্যবর্তী করিরাজ যেরূপ সুশোভিত হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

বসুধাধিপতি রাজা পত্নীদ্বয়ের মধ্যে যখন

ন চ ক্ষপকরঃ পুত্রস্তস্যাস্তাস্যাস্তব কন্দন।
ক্ষত্রিয়েষ্বভিরোদ্ধে পুত্রকামাভিধিৎসিতঃ।
নাসসাদ নৃপশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং কুলবিবর্ধনম্ ॥২১
অথ কালস্য তং পুত্রং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
গুণাঢ্যং তপসি শ্রান্তমুবাহ চক্রকৌশিকম্ ॥২২
মৃদুস্বভাবকং তং তু কৃতমূলমুপাশ্রিতম্।
পত্নীভ্যাং সহিতো রাজা পর্ণশৈবলভোজনাৎ ॥২৩
(কৃতস্বাক্ষ স ঋষিঃ যথাবৎ প্রত্যনন্দত।
উপবিষ্টশ্চ তেষাং তমুপাস্তে মহামুনিঃ।
তমপৃচ্ছৎ তদা বিপ্রঃ কিমাগমনচিন্তয়া।
গৌতমেমুখতশ্চৈব পত্নীভ্যাং সহিতস্য চ।

স উবাচ মুনিং রাজা ভগবান্ বেত্তি যে সুতম্।
অপুত্রস্য কুতো মম ইত্যাদ্যুপনিবন্ধনম্।
তাদৃশস্য হি রাজেন বৃজনে কিং প্রয়োজনম্।
সোঽহং তপশ্চরিষ্যামি পত্নীভ্যাং সহিতো বনে।
যাবদস্য ভুবি কীর্তিঃ স্বর্গশ্চৈবাক্ষয়ো ভবেৎ।
এবমুক্ত্বা তু রাজা তু পুনঃ তামাগমম্ ॥)

ততস্তমৃষিঃ সত্যধৃতিঃ সত্যবাগৃষিসত্তমঃ।
পরিষ্বজেতাভি বাহুভ্যাং বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥২৪

ততঃ সমর্থঃ প্রণতস্তমৃষেঃ কৃতলক্ষণঃ।
পুত্রলক্ষণসম্পন্নাম্ বাচমপ্রিয়দা গিরা ॥২৫

বিবাহিত থাকেন, তখন তিনি ও মহর্ষির কৃপা মূর্তিমান্ লাভের মতন শ্রেষ্ঠা পাইতে থাকেন, সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

বিস্ত তবে বিস্ত থাকিয়া তাঁহার মাতা যৌবন অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র তাঁহার অন্তঃস্থল করিল না। ঐ নৃপশ্রেষ্ঠ পুত্রকামনায় অনেক মাঙ্গলিক ক্রিয়া, হোম, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ প্রভৃতি করাইলেন, কিন্তু বংশবর্দ্ধিকা পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই।১৭-২১

তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন, গৌতম-বংশীয় মহাত্মা কাণ্ডবায়নের পুত্র পরম উদার চক্রকৌশিক ভূমি তপস্যায় আরূঢ় হইয়া বৃক্ষমূলে আশ্রমে করত এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা বৃহদশ্ব পত্নীদ্বয়ের সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রকার ফল প্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন।২২-২৩

(এবং সেই ঋষি যথোচিত আদরপূর্বক বৃহদশ্বকে প্রণয় করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া রাজা তথায় উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাজন্! আপনি পত্নীদ্বয় ও পুরোহিতদের সহিত কি উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছেন?

তখন রাজা মুনিকে কহিলেন,—হে ভগবন্! আমার পুত্র নাই, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুত্রহীন ব্যক্তির জন্ম বৃথা, ইহা সকলেই বলে। পুত্রহীন অবস্থায় মৃত হইলে আমার এই রাজ্য দ্বারা আর কি প্রয়োজন? সেইজন্য আমি পত্নীদ্বয়ের সহিত এখন বনে যাইয়া তপস্যা করিব। হে মুনে! যতদিন ব্যক্তির ইহলোকে কীর্তি লাভ হয় না এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভও হয় না। রাজা মুনিকে এইপ্রকার বলিলে রাজার প্রতি মুনির করুণা উপস্থিত হইল।)

সত্যধৃতি ও সত্যবাদী ঋষিশ্রেষ্ঠ চক্রকৌশিক তাঁহাকে বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে নৃপবর! আপনি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করুন। তাহার পর রাজা বৃহদশ্ব মুনিকে প্রণাম করিয়া পুত্রলাভ বর্ণনে নৈরাকরেন্দু বাক্যগর্ভিত বাক্য কহিলেন।২৪-২৫

রাজোবাচ।

ভগবন্ রাজধর্মেষু প্রবিভাগোঽয়ং ত্বয়োদিতঃ।
কিং তত্রোপায়তশ্চাস্তি কিং বাত্যেনাপ্রজস্য বৈ ॥২৬

কৃষ্ণ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মুনির্ধ্যানিবলম্বং কৃতিচেতসিঃ।
তৌষৈব চাত্রমূলক্ষায়াং সমুপাবিশৎ ॥২৭

অথোপবিষ্টঞ্চ মুনেরুৎসঙ্গে বিপলাত্ত ব।
অথাজগাম কালেন বৈকক্ষত্রকলঃ কিল ॥২৮

তং প্রসূয় মুনিশ্রেষ্ঠো জলেনাভিষ্ক্য চ।
রাজ্ঞে দদার প্রহিতং পুত্রলাপ্রাপ্তিকারণম্ ॥২৯

উবাচ চ মহাপ্রাজ্ঞঃ রাজানং মহামুনিঃ।
গচ্ছ রাজন্ কৃতার্থোঽসি নিবর্তস্ব নরাধিপ ॥৩০

(এব তে তনয়ো রাজন্ ন ত্বপাদ্ভূ ভবিষ্যতি।
প্রজাঃ পালয় ধর্মেণ এষ ধর্মো মতো মম ॥

যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈরিজ্যৈশ্চ ভূরিদক্ষিণৈঃ।
পুত্রং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ আস্যসি মামকম্ ॥

অষ্টৌ যামান্ প্রজাসি ত্বং পুত্রস্য পার্থিব।
ব্রহ্মণ্যশ্চাস্যবেরশ্চ ভূতেষু চ দয়া ভবিতা ॥

স্ত্রিয়াশ্চিত্তেষ্বরাত্মৈব দৈবানামপ্যবেক্ষণম্।
তথা ধর্মশ্চ পুত্রস্য লোকে কীর্তিশ্চ পার্থিব ॥
অনুরাগঃ প্রজানাঞ্চ যথা তবৈব ন সংশয়ঃ ॥)

এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং শিরসা প্রণিপত্য চ।
মুনেঃ পাদৌ মহাপ্রাজ্ঞঃ স নৃপঃ স্বপুরং যযৌ ॥৩১

রাজা কহিলেন—হে ভগবন্! আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রদেশে প্রস্থান করিয়াছি। আমি অত্যন্ত মন্দভাগ্য ও মন্দবুদ্ধি, সুতরাং আমার স্বর্গপ্রাপ্তির বা রাজ্যের দ্বারা আর কি প্রয়োজন আছে ?২৬

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—রাজার এই কাতর বচন শুনিয়া মুনি কৃতচিত্ত হইয়া সেই আম্রবৃক্ষের ছায়াতেই উপবেশন পূর্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন ।২৭

সেইভাবে উপবিষ্ট মুনির ক্রোড়দেশে বায়ুচালিত ও শুভলক্ষণবিশিষ্ট একটি বালক শিশু উপস্থিত হইল ।২৮

মুনিশ্রেষ্ঠ তৎকৌশিক পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্তীভূত সেই অনুপম বালক প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে তাহাকে অভিনন্দিত করত রাজাকে উহা প্রদান করিলেন ।২৯

তাহার পর মহাপ্রাজ্ঞ ঐ মহামুনি সেই রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। হে নরাধিপ! এখন আপনি রাজধানীতে গমন করুন ।৩০

হে রাজন্! এইরূপ আপনার পুত্র লাভ হইবে। অতএব আপনি বনপ্রদেশে থাকিয়া আর তপস্যা করিবেন না। প্রজাবর্গের পালন করুন,—ইহাই রাজধর্ম।

বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের যজন করুন এবং ইহাকে যৌবরাজ্যে বৃত্ত করুন। পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করাইয়া পরে আপনি ধামপ্রদেশে আগমন করিবেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রের জন্য আমি আটটী বর দান করিতেছি। এই পুত্র ব্রাহ্মণভক্ত ও অজেয় হইবে এবং ভূত আসক্তি থাকিবে।

অধিকন্তু সংসারে স্ত্রীজি, যৌবনাভিলাষের প্রতি দৃষ্টিপাত থাকিবে এবং সুযশঃ লাভ, লোকে অক্ষয় কীর্তি ও প্রজাবর্গের প্রতি অনুরাগ থাকিবে। তৎকৌশিক রাজাকে এই আটটি বর দান করিলেন।)

যথাসময়মাজায় তত্র স নৃপসত্তম।
ব্যায়মেতা তদা প্রাপাৎ পত্নীভ্যাং তবরর্ষভ ॥৩৭
তে তদাস্যঃ বিধা কৃত্বা তদ্বয়ায়ানদদুঃ তদা।
তাবিত্যবদি চার্থস্য সত্যবাক্যস্তদা নৃপঃ ॥৩৮
ওমোঃ সমকালং গর্ভঃ ফলপ্রাশনসম্ভবঃ।
তে চ দৃষ্ট্বা স নৃপতিঃ পপাত মুমুহে চ হ ॥৩৯
অথ কালে মহারাজ যথাসময়মাগতে।
প্রজাতেতামুভে রাজন্ শরীরসকলে তদা ॥৪০
একাক্ষিবাহুচরণে অর্ধোদরমুখস্থিতে।
দৃষ্ট্বা শরীরসকলে প্রবেপমুভয়ে কৃতম্ ॥৪১
উদ্বিগ্নে তে তদা তে তু পত্নী তস্য নরাধিপ।
নরীরে প্রাণিসকলে তত্যজাতে মুমুর্ষতে ॥৪২

তয়োর্দ্বিত্রী মুহূর্তেতে কৃত্বা তে গর্ভসংস্রবে।
বিসর্জয়ামাসতুরাশাৎ সহ সুতাভিরুভৌ ॥৪৩
তে চক্রুশ্চর্মখিন্নিক্ষে তদা নারাচ রাক্ষসী।
জগ্রাহ মনুজব্যাঘ্র মাংসশোণিতভোজনা ॥৪৪
গর্ভকাম্য মুখগতে শকলে সা তু রাক্ষসী।
সংযোজয়ামাস তদা বিধানবলচোদিতা ॥৪৫
তে সন্ধানীতসংস্রে তু শকলে পুরুষর্ষভ।
একমূর্তিধরো বীরঃ কুমারঃ সমপদ্যত ॥৪৬
ততঃ সা রাক্ষসী রাজন্ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা।
ন শশাক মনুষ্যোঽয়ং মন্যমানাবরং শিশুম্ ॥৪৭
বালস্তায় তদা বুদ্ধিং কৃত্বা চাপ্যে বিধায় সঃ।
প্রমক্রোশাতিসংরম্ভঃ সংরোষ ইব তোয়দঃ ॥৪৮

দুন্দুভি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ রাজা বৃহদ্রথ দুন্দুভির চরণযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন ॥৩৭

হে ভরতর্ষভ। কুশাগ্রই সেই বৃহদ্রথ নৃপের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুই পত্নীকে একটী ফল প্রদান করিলেন ॥৩৮

তাঁহারা দুইজন সেই আম্রফল দুই খণ্ড করিয়া তক্ষণ করিলেন, কার্যের অবশ্যম্ভাবিত্বেতু ও মুনির সত্যবাক্যতার প্রভাবে ফলভক্ষণানন্তর দুই পত্নীরই গর্ভ হইয়াছিল, গর্ভবতী পত্নীদ্বয়কে দেখিয়া সেই রাজা পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩৯-৪১

হে মহারাজ রাজন্। অনন্তর যথাসময়ে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে উভয় পত্নী তখন গর্ভ হইতে শরীরের এক এক খণ্ড প্রসব করিলেন ॥৪২

প্রত্যেক খণ্ডে এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধ মুখ ও অর্দ্ধবিদ্ধ বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধ দেখিয়া উভয়েই অতি অত্যন্ত ভীতিসংযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৪৩

হে রাজন্! সেই রাক্ষসী তাহা দেখিয়া মনুষ্যের অবর মনে করিয়া সেই শিশুকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল না ॥৪৪

হে ভরতর্ষভ। অনন্তর সেই রাক্ষসী বিধানবলচোদিতা হইয়া সেই খণ্ডগুলি সংযোজিত করিতে লাগিল ॥৪৫

হে পুরুষর্ষভ। সেই খণ্ড দুইটী একত্র সংযোগ করা মাত্র এক শরীরধারী বীর কুমার সম্পাদিত হইল ॥৪৬

হে রাজন্! সেই রাক্ষসী তাহা দেখিয়া দুই হস্তই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অবলা অতিশয়ই ভয়ে ভয়ানক দুঃখিতা হইয়া ॥৪৭। পরস্পর মন্ত্রণা করত শরীর প্রাপ্তিতে দুইটী পরিত্যাগ করিলেন ॥৪৭

দুই জনেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অবলা অতিশয়ই ভয়ে ভয়ানক দুঃখিতা ॥৪৭। পরস্পর মন্ত্রণা করত শরীর প্রাপ্তিতে দুইটী পরিত্যাগ করিলেন ॥৪৭

দুই জনেই দুই খণ্ড তাঁহাদের আদেশ অনুসারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধ দেহদ্বয়ের আস্বাদিত করিয়া অন্তঃপুর দ্বার হইতে নির্গত হইয়া এক চতুষ্পথে ফেলিয়া চলিয়া গেল ॥৪৮

হে পুরুষসিংহ! অনন্তর চতুষ্পথে নিক্ষিপ্ত সেই দেহার্দ্ধ খণ্ড দুইটী মাংস ও শোণিত ভোজনশীলা জরা নাম্নী রাক্ষসী গ্রহণ করিল ॥৪৯

বিধাতার বিধানে প্রেরিতা হইয়া সেই রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ খণ্ড সুসংযুক্ত করিবার ইচ্ছায় তখন একত্র সংযোজিত করিল ॥৫০

হে পুরুষর্ষভ। সেই খণ্ড দুইটী একত্র সংযোগ করা মাত্র এক শরীরধারী বীর কুমার সম্পাদিত হইল ॥৫১

হে রাজন্! সেই রাক্ষসী তাহা দেখিয়া

তেন শব্দেন সন্ত্রাস্তঃ সহসাস্তঃপুরে জনঃ।
নির্গচ্ছন্ বহিরাত্মানং রাজা সদ্য পরন্তপ ॥৪৩

তে চাপ্যনু পরিষ্বজ্য পতঃপূর্বপরাদরে।
বিবাদে পুত্রদাস্যায় সহসৈবাভ্যধাবতাম্ ॥৪৪

অথ দৃষ্ট্বা তয়াভূতে বালা কংসেন্দ্রবিদ্বিষৌ।
তত্র যাতা দুর্বিষহং বিস্ময়ামাস রাক্ষসী ॥৪৫

নার্ভমি বিস্ময়ে যাতো যশস্তী পুত্রমৃদ্ধিতঃ।
যাতঃ পুত্রবিধং হন্তুং বাধিকস্ত মহাবলা ॥৪৬

সা তং বালমুপাদায় যেনেন্দ্রেণেব তারকম্।
ক্ষিপ্ত্বা চ মায়য়া রূপমাসুরং বহুমায়িনম্ ॥৪৮

বাক্যান্বয়।

হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মতেজসা যয়া ভক্তঃ প্রমুহ্যতি।
তব পত্নীত্বয়ে জাতো বিজাতিরিবশাদনাৎ।
যাত্রীজনপরিত্যক্তো বনাদ্যঃ পরিরক্ষিতঃ ॥৪৯

শ্রীশুক উবাচ।

ততস্তে তনয়শ্রেষ্ঠে কালিন্দীহ্রদমুত্তমে।
তং বালমবিদন্তাত প্রসরৈরতিবিক্রমম্ ॥৫০

উক্তঃ স রাজা সংহৃষ্টঃ সর্বং তদুপলভ্য চ।
অপূজয়দ্ধেমমণিগোবাসঃ কাঞ্চনস্রজম্ ॥৫১

বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়না হইয়া পরিশ্রম এবং মহাসাধ্বস বিস্মৃতে বহন করিতে অসমর্থ হইল ॥৪২

সেই বালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বদনে নিক্ষেপ পূর্বক সকল বলকের ন্যায় পক্ষীরূপে রোদন করিতে আরম্ভ করিল ॥৪৩

হে পরন্তপ মহারাজ! সহসা বালকের ঐ রোদন শব্দে অন্তঃপুরের জনগণ ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া রাজার সহিত বাহিরে নির্গত হইলেন ॥৪৪

হতপূর্বস্তবসমধিকা পরিত্রাণবরদা অবলা সেই দুই রাজপত্নীও পুত্রলাভে ব্যগ্র হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন ॥৪৫

অনন্তর রাক্ষসী রাজমহিষীদ্বয়কে তথায় আসিতে, রাজাকে সন্তান লাভে উৎসুক ও সেই বালককে অতিশয় বলবান্ দেখিয়া চিন্তা করিল,—আমি এই রাজার বালক বধ করি, রাজাও পুত্রাভিলাষী, অতএব ধার্মিক ও মহাবল রাজার এই বালক পুত্রকে হত্যা করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না ॥৪৬-৪৭

এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাক্ষসী মানুষের রূপ ধারণ করত যেমনভাবে সূর্যকে যেরূপ ধারণ করে, সেইরূপ সেই বালককে ধারণ করিয়া রাজাকে বলিল ॥৪৮

রাক্ষসী কহিল,—হে ব্রহ্মন্! এই বালকটি আপনার পুত্র, আমি আপনাকে ইহা দান করিলাম, গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণের অভাবে আপনার পত্নীদ্বয়ের গর্ভ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে। যাত্রীরা ইহাকে বনমধ্যে ফেলিয়া গিয়াছে। আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি ॥৪৯

শ্রীশুক কহিলেন,—হে তাতশ্রেষ্ঠ! তখন সেই উত্তমশ্লোক কালীনাগের হ্রদে পুত্রী ঐ বালককে ঈদৃশ প্রবল করিয়া তাহা দ্বারা অতিবিক্রম করিলেন ॥৫০

সেই রাজা তখন সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া পুত্রলাভে আনন্দিত হইয়া সেই সুবর্ণবর্ণা মায়াবী-রূপধারিণী রাক্ষসীকে বিভূষিত করিলেন ॥৫১

রাজোবাচ।

তা দৃষ্ট্বা তমলঙ্কারং মম পুত্রপ্রধাবিনী।
কাসৌ ত্বয়ি কল্যাণি দেবতা প্রতিভাসি মে ॥১২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি রাজসূয়কর্মণি অধ্যায়েঽপরো সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

রাজা কহিলেন—হে কমলপত্রের ন্যায় বীর্তি-শালিনি! আমার পুত্র প্রধাবিনী আপনি কে? আমাকে বলুন। হে কল্যাণি! আমার মনে হইতেছে, আপনি বিদ্যাধরূপ বিমলকারিণী কোন দেবতা হইবেন ॥১২

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বাস্তর্গত রাজসূয়কর্মপর্ব অধ্যায়ের ইংরাজিবিবরণ সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[অধ্যায়োক্তা বিস্তরপরিচয়াদয়ঃ, ক্রমাধ্যায়ানুসারেণ বালকস্য নামকরণঞ্চ]

রাক্ষস্যুবাচ।

অহং নামাস্মি রাজেন্দ্র রাক্ষসী কামরূপিণী।
ত্বয় দেহমি রাজেন্দ্র পূজিতা প্রবসং সুখম্ ॥১

সুখে সুখে মনুষ্যাণাং নিত্যং তিষ্ঠামি রাক্ষসী।
মৃত্যুরেষোঽতি নাম্না বৈ পুরা সৃষ্টো স্বয়ম্ভুবা ॥২

গর্ভস্থানাং বিনাশায় স্থাপিতা হ্যাত্মরূপিণী।
যো মাং ভক্ত্যা নিষেবেৎ সুপ্তো মনুষ্যো যৌবনান্বিতঃ ॥৩

সুখে তস্য অহং বৃদ্ধিরক্ষয় করমাত্মনঃ।
মনুষ্যে বিষ্টমানাহং পূজিতাহং সদা দ্বিজে ॥৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

[রাক্ষসীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দান এবং রাজার আবাহনানন্তর বালকের নামকরণ]

রাক্ষসী কহিল,—হে নরেন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক। আমার নাম জরা। আমি কামরূপিণী রাক্ষসী। ইচ্ছানুসারে আমি রূপ-ধারণ করিতে পারি। আপনার পুরে সমাবিষ্ট হইয়া সুখে বাস করিতেছিলাম।১

রাক্ষসী আমি মানুষের ঘরে ঘরে সর্বদা থাকি। পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মৃত্যুদেবী এই নামে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।২

আমি বিদ্যাধরী রূপ করিতে সমর্থ, গর্ভস্থদের বিনাশের নিমিত্ত আমাকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্ন মনুষ্য ভক্তি সহিত গৃহ নিষিক্তে নিষেবা করিবে, তাহার পুরে সর্বদা বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ তাহার পুর সতত বংশবৃদ্ধি পুত্রপৌত্রাদিতে পূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অবনতি ঘটিবে। হে দ্বিজ! আমি আপনার ঘরে সর্বদা থাকিয়া নিত্য পূজিতা হইয়া আসিতেছি।৩-৪

লিখিতা চৈব মুক্তাভ্যঃ পুত্রৈরহরিভিস্তথা।
যজ্ঞপুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্গন্ধতোয়ৈঃ প্রপূজিতা ॥৫

সদৈব প্রদ্যুম্নকাষার্থে চিন্তয়াদ্যাবিশৎ তব।
তস্মাদে পুত্রশব্দেন দৃষ্টবত্যসি বাহিক ॥৬

সম্প্রাপ্তিতে ময়া দৈবাৎ কুমারঃ পদ্মপত্রক।
তব ভাগ্যাদ্যথারাম হেতুমত্রাত্রমং বিদ ॥৭

(তস্ত বালস্ত বৎ কৃত্যং তৎ কুরুষ নরাধিপ।
অস্ত বাক্যস্ত চ লোকেঽস্মিন্ খ্যাত এষ ভবিষ্যতি ॥)
যেন বা যাদৃশৈঃ শক্যা কিং পুনস্তব বালকম্।
মুখলস্পৃষ্টমাত্রে বৃষ্ণ্যা মহ প্রত্যাপি ভবত ॥৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এবমুক্ত। তু সা রাজন্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স চাপ্যকৃত কুমারং তং প্রবিবেশ পুরং পুনঃ ॥৯

তত বালস্ত বৎ কৃত্যং তচ্চকার নৃপস্তদা।
আজ্ঞাপয়চ্চ রাজন্যা যজ্ঞবস্তু মহোৎসবম্ ॥১০

তস্ত বাক্যাদ্যথোক্তেন পিতাস্যাসন্ন পিতা।
তয়া সহিতো ধন্যাস্তরাজ্যে তত্রস্থবান্ ॥১১

সোঽপ্যবর্ত্ত মহাভোগা যদ্যবিপতেঃ সুতঃ।
প্রসাদলব্ধসম্পন্নো হ্যুগ্রসেনিবিধানতঃ।
মাতাপিত্রোর্বাসিকরঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তদশাধ্যায়ে সাহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং মহাপর্বণি
মহাদেবোৎপত্তৌ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

আপনার গৃহস্থিতে যদুপুত্র সদাস্থর বলীর প্রতিমূর্তি নির্মিত আছে এবং আমি বস্ত্র, পুষ্প, ধূপ, গন্ধ, ভোজ্য প্রভৃতির দ্বারা সর্বদা পূজিতা হইয়া থাকি ॥৫

আপনার গৃহে থাকিয়া সর্বদা ভক্তি সহকারে পূজিতা হইতেছি বলিয়া আমি আপনার প্রদ্যুম্নস্বরূপের জন্য সর্বদা চিন্তা করি। হে বাহিকবর! আজ দৈবযোগে আপনার পুত্রের ন্যায় আমি যেহেতু আপনাকে দেখিতে পাইলাম এবং তাহা আমি একণ সাদৃশ্যের বলিয়া একটি কুমার সম্পন্ন হইল। হে মহারাজ! আপনারই ভাগ্যফলে এই হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমি বিদায় যাচ্ঞা ॥৬-৭

(হে রাজন্! এখন এই বালকের যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা আপনি করুন। এই বালক আমার নাম অনুসারে এই লোকে বিখ্যাত হইবে।) মুসল পর্বতের আমি যখন ছড়িয়া সকলে, তখন আপনার বালককে যে যখন ছড়িয়া পাঠিয়াছে সেই বিষয়ে আর সংশয় কি? ॥৮

কিন্তু আপনার গৃহে আমার পূজা হয় বলিয়া তাহাকে দুই হইয়া আমি আপনার এই পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলাম ॥৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজন্! দেবরাজকন্যা এইরূপ বলিয়া সেখানেই অন্তর্ধান হইয়া গেলেন এবং সেই রাজা ঐ বালককে লইয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥৯

রাজা তখন সেই বালকের জাতকর্মাদি যে সমস্ত কৃত্য আবশ্যক সেই সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিলেন এবং মহাসমারোহে দেবরাজকন্যার উপদেশ অনুসারে যজ্ঞের আজ্ঞা দিলেন ॥১০

বিদর্ভরাজপুত্র প্রজাবতীর পিতা সেই রাজা বৃহদশ্ব ঐ বালকের নামকরণ করিলেন। তখন রাজকন্যা কর্তৃক সহিত অর্থাৎ সহধর্মিণী হইয়াছে বলিয়া এই বালকের নাম সাম্বসুত হইল, এই অভিপ্রায়ে ঐ নাম রাখিলেন ॥১১

মহাযশস্বী মহাভোগশালী ঐ বালক মাতা-পিতার আনন্দবর্ধনকারী হইয়া আহুতি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধিত হয়, সেইরূপ আকার ও বল সম্পন্ন হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিলেন ॥১২

শ্রীমহাভারতের বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তদশসাহস্রী সংহিতার মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্বে মহাদেবের উৎপত্তি বিষয়ক আঠারো অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবৎকৌশিকমুনিকর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রায় অগ্নিবরপ্রদান, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে সর্ব্বসিদ্ধি ও রোহিতের জন্ম]

শ্রীশুক উবাচ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পুরুষেষু দ্বিজোত্তমাঃ।
বভূবোপচয়স্তত্র ভগবান্ভৃগুকৌশিকঃ ॥১

তস্যাগমনমাজ্ঞায় রাজা ঋতুপরিষ্কৃতঃ।
পত্ন্যা সহ পুত্রেণ নির্যযৌ মুদ্রয়ন্নিব ॥২

পাদার্ঘ্যাচমনীয়েন সুসৎকৃতমভাষত।
স তুষ্টো রাজসন্দেশং পুত্রং তমনুমোদয়ৎ ॥৩

প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং পার্থিবান্ কুশধামনি।
উবাচ মাঘবন্ রাজন্ প্রজাস্টেনাতুরাঃ কুরু ॥৪

সর্ব্বসম্পদ্ভরা ভাতি রাজন্ তবেয়ং ভূকৃৎস্না
পুত্রস্ত শূন্য ইত্যেতদ্ বাক্যং হৃদি তব স্থিতম্ ॥৫

অত্র ব্রূমস্তব সত্যং বদন্তি ঋষয়ো যতঃ।
এষ ত্বিয়া সমুদ্বিগ্নঃ পুত্রস্নেহন ন সংশয়ঃ ॥৬

প্রাপ্যতিষ্ঠতি বৈ সদ্যঃ বিক্রমেণ সমন্বিতঃ।
অত্র যৎ প্রাপ্যতে কৃত্যং রাজন্ তদ্বক্তুমর্হসি ॥৭

পতত্রো বৈশ্যজন্মস্ত গর্ভমন্তে যথা খগাঃ।
বিনাশমুপযান্তি যে তথা পরিপন্থিনঃ ॥৮

যেঽপি বিস্রষ্টমি শস্ত্রাস্ত্রা মহীপতে।
ন তস্য তন্নিবর্ত্তন্তি বিক্রমে বর্ত্তমানতঃ ॥৯

সর্ব্বপূর্ব্বনিমিত্তানামেষ হি ত্বমতঃ
প্রভাবস্তেজসঃ সর্ব্বং জ্যোতিষামধিকস্তরঃ ॥১০

একোনবিংশ অধ্যায়।

[ভগবৎকৌশিকমুনি কর্ত্তৃক রাজাকে ভবিষ্যদ্বরদানে বরণ এবং হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের বরদান।]

শ্রীশুক কহিলেন—তিনমুনির পরে মহাতপস্বী ভগবান্ ভৃগুকৌশিক স্বসংবেদে পুরবাসীর আগমন জানিলেন।১

ঐদিকে আগমনে রাজা বহুবিধ অভিলাষে আবদ্ধচিত্ত হইয়া অশ্বারোহী ভৃত্য, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত মুনির নিকটে গমন করিলেন।২

যে রাজন্। সেই রাজা মুনিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা পূজা করিলেন, এবং রাজা অতিথি পূজনে তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করিলেন।৩

যে রাজন্। তখন মুনি রাজার নিকট হইতে সেই পূজা গ্রহণ করিয়া প্রজাহিতে তৎপর রাজাকে বলিলেন,—যে রাজন্। আমি দিব্য চক্ষু দ্বারা এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি। যে রাজেন্দ্র। আপনার এই পুত্র অভিলাষে বিরূপ হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৪-৬

এই পুত্র বিক্রমযুক্ত হইয়া সমস্ত অরাতি বধ করিবে এবং যেমন অন্যান্য পক্ষীগণ উড্ডীন হইবার পক্ষের শক্তির অপেক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ বলবান্ এই রাজকুমারের যৌবনের অপেক্ষা করিতে অন্য কোন রাজাই সমর্থ হইবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রুতাচরণ করিবে সে বিনষ্ট বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।৭-৮

যে মহীপতে। সমীর যেরূপ কোন পর্ব্বতের পীড়া জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ ক্ষেত্রাপগের মধ্যে অন্যান্যরাজ ইহার কোন পীড়া জন্মাইতে না।৯

সূর্য্যপ্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের শ্রেষ্ঠ থাকিয়া এই পুত্র নিজ তেজে প্রকাশিত হইবে। সূর্য্য যেমন অন্যান্য সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের কান্তি হরণ করিয়া লয়, সেইরূপ এই পুত্র অন্য সকল রাজারই তেজ হরণ করিবে।১০

এবমুক্তাস্ত রাজানঃ সমুদ্যতমহাস্ত্রবাহবঃ।
বিনাশমুপযাস্যন্তি শলভা ইব পাবকম্ ॥১১

এব হিত্বা সমুদ্রিক্তাঃ সর্বরাজ্ঞঃ প্রযৌক্তি।
ধর্মাধিযোগৌপলভা নরৈর্বন্ধ্যৌপলৈঃ ॥১২

এব বাধিত্বা সম্যক্ চাতুর্বর্ণ্যং স্বধাবলম্।
তমসাত্তমিব স্ফীতা সর্বলক্ষণহতা ধরা ॥১৩

অজ্ঞাজ্ঞবলগাঃ সর্বে অবিজ্ঞপ্তি নরাধিপাঃ।
সর্বভূতমহাভূতস্য ধাত্রোমিব মহীধিপঃ ॥১৪

এব ক্রমঃ সমাখ্যেয়ঃ ত্রিপুরাসুরভস্মনঃ হরম্।
সর্বলোকেশ্বরিতঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাত্তি মাগধঃ ॥১৫

এবং ক্রমেণৈব নৃপঃ স্বজাতীয়মিব ক্ষিতিম্।
বিনর্দ্ধয়ামাস নৃপঃ বৃহদ্রথমধারয়ন্ ॥১৬

প্রবিশ্য নগরীং চাপি জাতিসম্বন্ধিভির্বৃতঃ।
অভিষিক্তো জরাসন্ধঃ সর্বরাধিপতিস্তদা ॥১৭

বৃহদ্রথো নরপতিঃ পত্যাং নির্বৃতিমাগতৌ।
অভিষিক্তে জরাসন্ধে তদা রাজা বৃহদ্রথঃ।
পত্নীভ্যামনুরক্তাভ্যামুপারমত রোষতঃ ॥১৮

তস্যো বনে পিতরি যাম্যোষ্টেব বিলম্পতে।
জরাসন্ধঃ পরীত্যেণ পার্থিবানকরোদ্ বশে ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য তপোবনগতো নৃপঃ।
সভার্যঃ স্বর্গমগমৎ তপস্তপ্ত্বা বৃহদ্রথঃ ॥২০

জরাসন্ধোঽপি নৃপতিঃ প্রোক্তঃ কৌশিকেন তৎ।
বরপ্রদানবিধিনা প্রাপ্য রাজ্যমপালয়ৎ ॥২১

সমস্ত যোদ্ধৃগণ অগ্নিতে পতিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সৈন্য ও বাহনাদি দ্বারা সমুদ্যতাস্ত্র ভূপতিগণ ইহার সহিত বিরোধিতা করিয়া অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।১১

আপনার এই পুত্র অন্য সমস্ত রাজন্যের সমৃদ্ধি সম্পন্ন নিজ অধিকারে প্রেরণ করিয়া লইবে। যেরূপ রাত্রিকালে বৃষ্টিজলপূর্ণা নদীগুলিকে সর্প ও মহীপতি সমুদ্র নিজ অধিকারে মিলাইয়া লয়, সেইরূপ এই পুত্র অন্য রাজন্যের সম্পদ্ নিজ অধিকারে গ্রহণ করিবে।১২

সমস্ত প্রকার অন্ন বাসকারিণী সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী যেরূপ শুদ্র ও অন্যান্য সকলকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেইরূপ এই মহাবলশালী রাজকুমার চাতুর্বর্ণ্যকেই সম্পূর্ণ ধারণ করিবেন অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যকেই ইনি আশ্রয় দান করিবেন।১৩

যেরূপে সমস্ত প্রাণী যেরূপ সমস্ত ভূতসমূহের আশ্রয়রূপ ধাতুর অধীন, সেইরূপ সমস্ত ভূপতিগণ ইহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন।১৪

জরাসন্ধ এই রাজকুমার সর্বলোকে অতি বলশালী হইবেন এবং ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী সর্বলোকেশ্বর হরের ন্যায় ইনি আচরণ করিবেন।১৫

যে মহারাজ! দৃষ্টি এইরূপ বলিয়া নিজের কর্তব্য কর্মের কথা মনে করিয়াই যেন ইহার পর রাজা বৃহদ্রথকে বিদায় দিলেন।১৬

জরাসন্ধ রাজা বৃহদ্রথ তখন নগরে প্রবেশ করত জ্ঞাতিবান্ধবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন এবং জরাসন্ধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তখন রাজা বৃহদ্রথ নিজের দুই পত্নীসহ তপোবনে চলিয়া গেলেন।১৭-১৮

যে বিদ্বান্বর! দুই রাজা ও পিতা বনে গমন করিলে, পরে জরাসন্ধ বীর পরাক্রম দ্বারা সমস্ত রাজন্যবর্গকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলেন।১৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর রাজা বৃহদ্রথ ভার্যাদ্বয়ের সহিত দীর্ঘকাল তপোবনে থাকিয়া তপস্যা করত স্বর্গে গমন করিলেন।২০

রাজা জরাসন্ধও চণ্ডকৌশিকোক্ত বরদানের ফল লাভ করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।২১

নিহত্য বাসুদেবেন তদা কালে মহৌজসৌ।
জাতৌ বৈ বৈরনির্যাতঃ কৃতেন সহ তস্য বৈ ॥২২

জ্ঞাত্বরিষ্টা শতধনুমেকান্তে বেদ তত্ত্বতঃ।
পুরা কিলা বলবতা যাদবেন গিরিব্রজে ॥২৩

নির্জিতো মথুরায়াং বৈ কৃতস্যাবমুক্তকর্মণা।
একোনযোজনশতে সা পপাত তদা ভুবি ॥২৪

দৃষ্ট্বা পৌরৈস্তদা সর্বাম্ পদা চৈব বিবেষিতা।
জ্ঞাতবানা ততঃ খ্যাতং মথুরায়াঃ সমীপতঃ ॥২৫

তখন বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহীপতি কংস নিহত হইলে পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল ॥২২

হে তাত! বলবান্ যদুবংশীয় জরাসন্ধ গিরিব্রজে হইতে এক গদা একোনশত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৃতকর্মার্থে মথুরায় নিক্ষেপ করিলেন। সেই উত্তম গদা মথুরার অবস্থিত অনুচরগণ শ্রীকৃষ্ণের একোনশত(৯৯) যোজন দূরে যাইয়া পতিত হইল ॥২৩-২৪

পুরবাসিগণ ঐ গদা দেখিয়া তখন বলাগ্রজের সমীপে শত্রুরূপে বিবেচনা করিল। তদবধি মথুরার সমীপবর্তী ঐস্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল ॥২৫

তত্রাত্মা রাম-কিঙ্করাবসন্নভিবাদুকৌ।
অন্ত্র ভক্তিমতা জ্ঞেষ্ঠৌ বীর্তিমাত্রে বিশারদৌ ॥২৬

যৌ তৌ ময়া তে কথিতৌ পুরুষৌ জ্ঞাতমৌ।
তয়োস্ত্রয়াণাং লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি যে মতিঃ ॥২৭

এতদেব তদা বীর বলিনিঃ কুরুসত্তমঃ।
কৃতিভিস্তু জরাসন্ধ বীর্তিরেকোঽপেক্ষিতঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি জরাসন্ধপ্রমথনাধ্যায়েকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

তথা ও কিঙ্কর নামে দুই বীর তাঁহার সহায় ছিলেন। তাঁহারা দুইজন শস্ত্রাঘাতে অথবা, বীর্তিমাত্রে পারদর্শী এবং মহাবিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞেষ্ঠ ছিলেন ॥২১

ঐ দুইজন দুই বীরের কথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, এই দুইজন ও জরাসন্ধ মিলিয়া তিনজন একত্র হইলে তিলোক জয় করিতে উহারাই পর্য্যাপ্ত ॥২৭

হে বীর মহারাজ! এইজন্য বীর্তিমাত্রের অনুসরণক্রমে তখন বলবান্ কুরুশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য ও বুদ্ধিজীবিগণ জরাসন্ধকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৮

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্বে জরাসন্ধের প্রমথনবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃযুদ্ধোদ্যোগনিষেধঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভীমার্জ্জুনানাং মগধযাত্রা]

বাসুদেব উবাচ :

পঞ্চমো ঘাদশ-ত্রিত্বকৌ ভংসশ্চ সমধো হয়ঃ।
জরাসন্ধস্য বিধনে কালোঽয়ং সমুপাগতঃ ॥১

ন শক্যোঽসৌ রণে জেতুং সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
বাহুযুদ্ধেন কৌন্তেয়ঃ স হন্যতামরিন্দমঃ ॥২

যদি নীতির্বলং তীব্রে ধৃতিশ্চ ত্বয়ি বর্ত্ততে।
ভীমসেন পুরস্কৃত্য বধিষ্যামস্তমাহবে ॥৩

ত্রিভিরাসাদিতৈরস্মাভির্বিজয়ে ন সংশয়ঃ।
ন হ্যেকো যুধ্যতে যুদ্ধমেকেনাপ্যুপযাম্যতি ॥৪

অহমেবাস্য দোষজ্ঞ ও দুর্বাসোজ্ঞ পণ্ডিতঃ।
ভীমসেনস্য যুদ্ধেন তুষ্যন্তমুপলক্ষয়ে ॥৫

অথ তত্র মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ।
লোকস্য সমুদীর্ণস্য বিধমায়ুরুতো যথা ॥৬

যদি যে ক্ষমতে বেদিং যদি বে প্রহরেদ্ যদি।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ ভীমং গমিষ্যামস্তবাগ্রতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতঃ প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমার্জ্জুনৌ সমালোক্য সস্মিতমুদ্বহন্ বিভো ॥৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অচ্যুতাচ্যুত যা বৈরং ব্যাবহারিকমর্থবৎ।
পাণ্ডবানাং ভবাংস্তাবো ভবদ্ভঃ চাস্মাসু বৈ ভবান্ ॥৯

বিংশ অধ্যায়

(জরাসন্ধবধ পর্ব্ব)

[যুধিষ্ঠিরের অনুমোদনের পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের মগধ যাত্রা]

বাসুদেব কহিলেন,—রাজ্য ও ত্রিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, কলত্র বিত্তহরের সহিত ভূমিগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এবং তাহাদের বিনষ্ট বিষয়ে এই উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে।১

সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ একত্র হইলেও যুদ্ধে ভীমকে জয় করিতে পারে না, অতএব আমরা মনে করি ভীমকে বাহুযুদ্ধের দ্বারা জয় করা উচিত।২

আমাকে নীতি, ভীমসেনে বল এবং অর্জুনে আমাদের দুইজনের রক্ষিত, অতএব তিন অগ্নি যেরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিনজন জরাসন্ধের বধসাধন করিব।৩

আমরা তিনজন নির্জ্জনে গেলে রাজাকে প্রাপ্ত হইলে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অথবাবধ, লোক ও দুর্বাসার মত আমি পণ্ডিত। ভীমসেনের যুদ্ধে তুষ্যমান হইয়া তিনি নিশ্চয় ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবেন।৪-৫

অনন্তর এক বেগবান উন্মত্ত লোকের বিনাশ করিতে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল ও মহাবাহু ভীমসেন একাই জরাসন্ধের বধ করিতে পারেন।৬

যদি আপনি আমার অনুরোধ রাখিয়া থাকেন এবং যদি আমার উপরে আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে ভীম ও অর্জুনকে রাজদূত করিয়া আমাকে সমর্পণ করুন।৭

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলে তখন প্রত্যুত্তরে অবস্থিত ভীম ও অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর দান করিলেন।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে অচ্যুত অচ্যুত। অবাক্তি-নিসূদন। আপনি এরূপ কথা আর বলিবেন না। আপনি পাণ্ডবগণের স্বামী এবং আমরা আপনারই আশ্রিত।৯

যথা ত্বমসি গোবিন্দ সর্বঃ তদুপপদ্যতে।
ন হি তুল্যপ্রভাবেষু দোষঃ সম্ভাব্যতে ত্বয়ি ॥১০

নিয়তস্ত ত্বয়াত্মেতি মোক্ষিতাস্মি দুরীক্ষিতা।
রাজসূয়ান্তে যে লব্ধো বিস্তরে তব বিষ্টরঃ ॥১১

ক্ষিপ্রমেব যথা দোষং কার্যং তদুপপদ্যতে।
অপ্রমত্তো ভবস্যাশু তথা কুরু মধুসূদন ॥১২

ত্রিভির্নির্হৃতমিচ্ছন্তি বিদ্বাংসো ঋণমাত্মনঃ।
ধর্মকামার্থমিত্রেষু মোক্ষার্তে ইব পুরুষঃ ॥১৩

ন লৌল্যেণ বিনা পশ্যে ন শৌচৈঃ পাণ্ডবং বিনা।
যাজ্ঞসেন্যাশ্চ কেশেষু কৃষ্ণয়োশ্চিতি মে মতিঃ ॥১৪

অহঞ্চ গদিনাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাংশ্চ বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ।
যুবাভ্যাং সহিতৌ বীরৌ কিং ন কুর্যাদ্বয়ং যুধি ॥১৫

যুধিষ্ঠিরো ধর্মবিদ্ধি ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
অর্জুনঃ কৃতবান্ যুদ্ধে সর্বক্ষত্রমমর্ষণম্ ॥১৬

অহং বলং তথা প্রাহুঃ প্রদ্যুম্নস্য বিশেষতঃ ॥১৬

যত্তো হি বিদুরঃ কৃষ্ণে বহুত্বে চ সতো জনম্।
যতস্ত্বিহুরং তত্তস্তাপি নয়তে বীরতা জনম্ ॥১৭

তস্মাদয়ং বিধানজ্ঞ পুরুষঃ লোকবিশ্রুতম্।
বরয়াজিহ্ম গোবিন্দ বরাহঃ কার্যসিদ্ধয়ে ॥১৮

এষ প্রজাবলং ভিন্দ্যাদ্ধরন্নারায়ণস্থিতঃ
পুরুষৌঘ কার্যেষু নক্তং কার্যাবসিদ্ধয়ে ॥১৯

এষমেব বদুশ্রেষ্ঠ সর্বং কার্যাবসিদ্ধয়ে।
অর্জুনঃ কৃতবান্ যুদ্ধে [illegible]
মহে কর্ণো বলবৈর [illegible] ॥২০

হে গোবিন্দ! আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই সত্য, সত্য যাহাদের প্রতি বিমুখ, আপনি তাহাদের বিমুখই থাকেন ॥১০

আমি যখন আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনা হইয়া রহিয়াছি, তখন মনে করিতে পারি যে, রাজসূয়ের বিস্তর হইয়াছে এবং দুর্নিরীক্ষণে তাহার তাহাদের হইতে মুক্ত লাভ হইয়াছে ও আমার যাজ্ঞসেনত্ব বজায় রহিয়াছে ॥১১

হে মধুসূদন! হে জনার্দন! যাহাতে এই কার্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য হইয়া আপনি তাহাই করুন। ঋণী, রোগ ও অর্থহীন ব্যক্তির ন্যায় দুর্বিষহ হইয়া আমি আপনাদের বিনা এক মুহূর্ত জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ। ভীমসেন ব্যতীত অর্জুন এবং অর্জুন ব্যতীত ভীমসেন থাকিতে পারেন না। ইহলোকে এই দুই জনের অন্যত্র দেখা যায়, এইরূপ আমার বিশ্বাস ॥১২-১৪

বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধীমান্ শ্রীমান্ কৃষ্ণের আপনাদের সহিত থাকিলে কি না করিতে পারে ?১৫

কৃষ্ণের বিষয়ে বিদুর ও ভীষ্ম যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। অতএব বিশেষ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। যে দিকে যুধিষ্ঠির সেই দিকেই লোকে জয় লাভ করে। যেখানে যে স্থানে বিদুর থাকে, সেই স্থান বিদুর অভিপ্রায়ের স্থানে জয় লাভ করে ॥১৬-১৭

(সেইরূপ যেখানে যে দিকে বিনিত স্থানের জন্য সৈন্য লইয়া যান, যাঁহার সম্মুখে সেই সৈন্য লইয়া যান না।)

সেইহেতু আমার বৃষ্ণিবিবাহজ্ঞ লোকবিশ্রুত পুরুষ গোবিন্দকে আমার বরণ করা অতিসিদ্ধি বিষয়ে বরণ করিয়াছি ॥১৮

এইরূপ প্রজা, বীজ, বল, ক্রিয়া ও উপায়-সম্বন্ধিত ঐশ্বর্যকে আশ্রয় ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ কার্যে পুরোবর্তী করিয়া রাখিবে ॥১৯

হে যদুশ্রেষ্ঠ! এই প্রকারে আমাদের সমস্ত কার্য ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করুক এবং ভীমসেন অর্জুনের অনুগমন করুক, তাহা হইলেই নীতি, জয় ও বল এই

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাস্ততঃ সর্বে ব্রাহ্মণা বিপুলৌজসঃ।
বাসুদেবং পাণ্ডবেয়ৌ চ প্রত্যনন্দন্ যথাবৎ তে ॥২১

ততস্তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণানাং স্নাতকানাং পরিষ্কৃতম্।
আয়ান্তং ত্বরয়া রাজৈর্যজ্ঞবাটমবৈক্ষত ॥২২

অর্ঘার্থমভিসংযুক্তান্ ভ্রাতৃভিঃ যুধ্যতেজসম্।
দ্বিজৈরাত্মসমৈঃ পূজ্যান্ পূজয়ন্তং তথা বহূন্ ॥২৩

ইন্দ্রং যেন জয়ন্তেতি। তীর্থপুরোহধসৌ।
একবাসসমুদ্ভূতৌ দৃষ্ট্বা দুষ্টেঽপ্যবাস্মিতৌ ॥২৪

ঈশৌ হি তৌ মহাত্মানৌ সর্বকার্যপ্রবর্তিনৌ।
দুর্বিজ্ঞানার্থলোকানাং কার্য্যাণাং প্রবর্ত্তকৌ ॥২৫

ভূভুজ্যঃ প্রবিভাগেন তু অথোন ভূভুজাম্পতম্।
যজ্ঞং পঞ্চদশী পত্নী কালকূটমভূ চ ॥২৬

গণ্ডকীঞ্চ মহাশোণং সদানীরাং তথৈব চ।
একপর্বতকে নদ্যঃ প্রবেশেত্যাদয়স্তু তে ॥২৭

উত্তীর্য সরযূং যত্তাং দৃষ্ট্বা পূর্বাস্তে কোসলাম্।
অযোধ্যা তস্য বিষয়ে পঞ্চস্থা বিপুলা নদীঃ ॥২৮

অযোধ্যা পঞ্চমে শোণে ব্রহ্মণে প্রাঙ্মুখাস্থিতা।
কুশচীরমধ্যে তস্য দুর্গাণাং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥২৯

তে সর্বে গোধনাকীর্ণমুদ্বহন্তং শুভক্রমম্।
গোবর্ধনং বিনির্যান্তং দদৃশুর্গিরয়ঃ পুরম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অর্জুনতীর্থযাত্রায়াং দিগ্বিজয়ে ৫২০

ছিলেন বলিয়া, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের সমস্ত কার্যের নিমিত্ত কারণ। প্রবর্তক ঈশ্বর ॥২৫

তাঁহারা ভিন্নভিন্ন ভূখণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়া ভূভৃদ্যাগের মধ্যে বিশ্ব রমণীয় পঞ্চ সম্ভারের সমন্বয় করিলেন। তদনন্তর কালকূট পর্বত অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ ও সদানীরা এবং একপর্বতক প্রদেশে অবস্থিত নদীসমূহ ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥২৬-২৭

সরযূ নদীসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব কোসল দেখিতে পাইলেন এবং কোসলপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া বিপুল নদীসমূহ দর্শন করত মিথিলায় গমন করিলেন। গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ভিন্নভিন্ন ভাবে পূর্বমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন। কুশ ও কৌশীমধ্যবর্তী সভাপর্ব ও পর্বতিকা হইতে আবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন মাগধক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥২৮-২৯

তাঁহারা বিস্তর গোধন সমাকীর্ণ, প্রাণি পরিপূর্ণ, শুভ বৃক্ষাদি সুশোভিত গোবর্ধন পর্বতে পৌঁছিয়া মগধের রাজধানী দেখিতে পাইলেন ॥৩০

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত অর্জুনতীর্থযাত্রাপর্বে কৃষ্ণ-অর্জুন ও ভীমসেনের মগধযাত্রাবিষয়ক বিশে অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের মগধরাজধানীগিরিব্রজস্য প্রশংসা, শ্রীকৃষ্ণ-ভীমার্জুনাভ্যাং মগধরাজভবনে প্রবেশঃ, শ্রীকৃষ্ণ-জরাসন্ধয়োঃ সংবাদঃ]

বাসুদেব উবাচ।

এষ পার্থ স্মৃতো রম্যঃ পশুমান্ বিহগধ্বনিমান্।
নিবাসঃ পুরুষেন্দ্রাণাং নিত্যমেব মহাত্মনাম্ ॥১
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বারাহো বৃষভস্তথা।
তথা ঋষিগিরিশ্চাপি শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ ॥২
এতে শৈলা মহাপুণ্যাঃ পবনাঃ শৈলসঙ্কটাঃ।
জনস্তোয়ক্রিয়াবন্তো সংবৃতাশ্চ গিরিব্রজম্ ॥৩
পুষ্পবদ্ভিস্তথা মাসৈর্দ্রুমবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
বিপুলং ইব সোদ্রাগাঃ বনৈঃ কামিজনপ্রিয়ৈঃ ॥৪
সুরম্যাঃ সৌতবো যত্র মহাত্মা সংশিতব্রতঃ।
ঔশীনর্য্যাবসদ্রাজা তাতস্তে মাতুলো মম ॥৫

সৌতবস্য প্রভাবাৎ তস্মাদ্ ব্যালো ন তত্র বৈ।
তস্করো ন ভয়ং বাপি ন দুর্ভিক্ষমনুদ্রবাৎ ॥৬
অন্ন-ধনাদয়শ্চৈব রাজ্ঞাঃ পুরবরেষ্বপি।
সৌতবস্যানুভাবেন যত্তত্র ন পুরার্ত্তয়ঃ ॥৭
ধনধান্যৈশ্চ সম্পন্নাঃ শিল্পলাভাঃ সুখোদয়াঃ।
লোদ্রাণাঞ্চ শুভাঃ পার্থ সৌতবোকসমীপজাঃ ॥৮
অর্জুনঃ সক্তমালী চ পঞ্চমো শক্রতাপনৌ।
বাস্তুকস্যালয়শ্চাত্র বসিনারদ চোত্তমঃ ॥৯
অপরিহার্য্যা বেগাশ্চ মাগধা বসুনা কৃতাঃ।
কৌশিকী বসিষ্ঠাশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুদ্রবম্ ॥১০

একবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মগধরাজধানী গিরিব্রজের প্রশংসা, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের মগধরাজভবনে প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের পরস্পর আলাপ।]

বাসুদেব কহিলেন,—হে পার্থ! ঐ দেখ, মগধরাজের সুন্দর ও বিশাল রাজধানী কিরূপ শোভা পাইতেছে। এখানে বিবিধ পশু বিচরণ করিতেছে, সর্ব্বত্র জলের পূর্ণ সুবিধা আছে, রোগাদির প্রকোপ নাই, সুন্দর গৃহসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া মগধরাজ শোভা পাইতেছে।১

হে ভাত! এখানে বিশাল পর্ব্বত—বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটী শুভ পর্ব্বত আছে। এই পাঁচ পর্ব্বতই উষ্ণনিঃসৃত, উষ্ণ জলোদ্ভিদ্, উষ্ণপ্রস্রোতস্বতী, পরস্পর পরস্পরের অল্প স্পর্শ করত এবং বিপুল হইয়া যেন গিরিব্রজরূপে ঐ রাজধানীকে রক্ষা করিতেছে।২-৩

নানাবর্ণ অপ্রফাটনশীল পুষ্পবৃক্ষযুক্ত ও পত্রযুক্ত, কামিজনগণের অতি প্রিয়, মনোহর সৌতবনামক উদ্যানসমূহ এখানে বিরাজিত। ঐ সকল পর্ব্বত চারি দিকে যেন গোপনে অবস্থান করিতেছে।৪

বিপুল রত্নভাণ্ডারী মহাত্মা সৌতবমুনি যেখানে ঔশীনরপতি সুত্রা করার সঙ্গে কাশীরাজি সুত্রাপদে উপনয়ন করিয়াছিলেন।৫

সেইহেতু ঐ সৌতবমুনি রাজত্বের প্রথমে ও শেষে সেইখানে আসিয়া মগধরাজের রাজবাসের আজ্ঞা করে।৬

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে অন্য বহু প্রভৃতি মহাবলশালী রাজগণও সৌতবের সুখে আসিয়া আজ্ঞাবহভাবে থাকিতেন।৭

হে পার্থ! সৌতবের আশ্রমের সন্নিকটবর্ত্তী ঐ মনোরম শিল্প দ্বারা লব্ধ ধন ধান্য ও শুভ লোদ্র বৃক্ষসমূহের ধনরাশি দর্শন কর।৮

এখানে অর্জ্জুন ও শত্রুতাপী নামে দুই মহাবলশালী পরম বান্ধব এবং বসিষ্ঠনাগ ও বসিনারদের উত্তম ভবন এইখানে।৯

(পাণ্ডবে বিপুলে চৈব তথা বারাহকে পি চ।
চৈত্যকে চ গিরিশ্রেষ্ঠে তারণে চ শিলাতলে॥
এতেষু পর্বতেন্দ্রেষু সর্বসিদ্ধনিষেবিতাঃ।
দেবীনামায়তনাশ্চৈব পুণ্যাশ্চাক্ষয়বাসিনাম্॥
যক্ষরক্ষসাঞ্চ তথা নাগানাঞ্চ তথালয়াঃ॥)
এবং প্রাপ্য পুরং রম্যং বৃহদ্রথসুতস্তদা।
অধিগিরিং সমুপযাং তরসা সহদেবজিৎ॥
যত্রাস্তে ভগবান্ দেবশ্চণ্ডো রুদ্রশরীরধৃক্॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ততঃ পার্থো বিপুলমভ্যরোহত॥১২

যাজ্ঞে পাণ্ডবর্ষভ বিপুল পর্বত, বারাহক, চৈত্যক, শিলাতল তারণ,—এই সকল শ্রেষ্ঠ পর্বতের উপরে সমস্ত সিদ্ধগণের বিশাল ভবন এবং যক্ষেরা মুনিগণের ও রাক্ষসগণের বহু আশ্রম রহিয়াছে।

কুবের, মহাযশী তরাল, ধরুণ, রাক্ষস ও নাগগণের নিবাসস্থান ঐ পর্বতসমূহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে)

এই প্রকার রাজর্ষি বৃহদ্রথ অনেক রত্নের সহিত প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের নিজের অনুচর করি গিরিশ্রেষ্ঠের অধিবাসী হইয়া আছে। আমরা আজ তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত যাইয়া দর্শ হরণ করিয়া লইব।১১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এইরূপ বলিয়া ভগবান্ বিপুলপর্বতে সমস্ত রাজগণ—ঐরাবত, অর্জুন ও ঐরাবতের সমবয়স্কগণকে সঙ্গে লইয়া আরোহণ করিলেন।

যার্কেঃ পাণ্ডবৈশ্চৈব প্রভুর্যাপরং পুরম্।
ভগীরথপুরীপ্রখ্যং চাতুর্বর্ণ্যসমাকুলম্॥১৩

স্ফীতোৎসবজনাকীর্ণমানন্দমুদিতং শিবম্।
তত্রো যাবদ্ধনাদায় পুরস্য গিরিমুত্তমম্॥১৪

বার্হদ্রথৈঃ পূজ্যমানং তথা নগরবাসিভিঃ।
ধনধান্যা সুরুচিরং চৈত্যকাত্তং সমন্ততঃ॥১৫

যত্র যাঃ সাদরং যজ্ঞে গিরয়ো বসবস্তথা।
তা বৃদ্ধা ধনমাদায় গিরিশ্রেষ্ঠো জবীয়সীম্॥১৬

যমুনে স্থাপয়ামাস তেন চানন্দ চর্চিতা।
যত্র তাঃ প্রণতাঃ কৃষ্ণে গিরয়ঃ পুণ্যসানবঃ॥১৭

ঐ সময় চারিবর্ণের লোকে সমাকুল ও ভগীরথ পুরীর ন্যায় পরিপূর্ণ।১২-১৩

ঐ সময় মহিষ ঐশ্বর্যশালী ও দুর্ধর্ষ ছিল। তাঁহারা এরূপে গিরিব্রজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মগধের বৃহদ্রথে সমস্ত ধন আহরিয়া চৈত্যকনামক উক্ত পর্বতের উপরে রাখিয়া গেলেন। বৃহদ্রথ রাজবংশীয়গণ ও নগরবাসী সকলেই ঐ পর্বতের পূজা করেন। নগরবাসী সকলেরই ঐ পর্বতে অতিশয় প্রিয়।১৪-১৫

ঐ পুরের রাজা বৃহদ্রথ (মগধরাজবাসী) অনেক ধান্য এবং যাগযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাকে বৃদ্ধা করিয়া তাহার কর্মধারা তিনটী শ্রেষ্ঠ পর্বত করাইয়াছিলেন। ঐ শ্রেষ্ঠগিরির প্রভাবে আবাহ করিলে এখনকার্যাপী বর্ষণ হইত।১৬

রাজা এই তিনটী শ্রেষ্ঠগিরিকে ঐ রাজসের কর্মধারা মোড়াইয়া নিজ পুরে রাখিয়াছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠগিরি যেখানে অবস্থিত হইত, সেখানে বিবাদশূন্য হইত।১৭

তত্ত্বক্তা তেঽপি তৈলোদ্রাকাবপ্রাত্রম্।
যাজয়োঽভিযযুঃ সর্বে বাহুবীর্যাদুরাক্ষসা ॥১৮
আসসাদাথ তুরগিণং চৈত্যঃ সহ সমাত্রয়ম্।
শিরসীব সমারূঢ়ো জবাসন্ধঃ বিষাংপতিঃ ॥১৯
বিপুলং বৃষিপুলং শুভ্রং বৃহৎং তং পুরাতনম্।
অভিত্যজ্য গদাশ্রেষ্ঠং সমতঃ প্রত্যবস্থিতম্ ॥২০
বিপুলৈর্বাহুভির্বীরান্তেঽভিবভ্রাণ্যপাতয়ন্।
তমমন্ত নাগবং ক্রুদ্ধাঃ পুনঃ প্রবিবিশুস্তদা ॥২১
এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
দৃষ্ট্বা তু দুর্নিমিত্তানি জরাসন্ধবধার্থিনম্ ॥২২
পর্যয়াকুর্বতঃ নৃপঃ বিপ্রাংস্তং পুরোহিতাঃ।
ব্রতক্ষয়ায়তে রাজা জরাসন্ধঃ প্রয়াস্যতি ॥২৩
ইতিচিন্ত্য নিয়ম্যাঽস্মানুপবাসপরোঽভবৎ ॥২৪

ভীম, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিবীর ঐ ত্রৈবার্ণিক তত্ত্ব করিয়া ত্রৈবার্ণপর্বতের প্রাকার আরোহণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই নানা অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তখন বাহুর অধিকারী হইয়া অমরবাহিনীরও দুরতিক্রম ত্রৈবার্ণপর্বতে বাধাদান হইলেন। জরাসন্ধকে হত্যা করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াই যেন পর্বতশ্রীর্ষে আরোহ করিয়াছিলেন ॥১৮-১৯

ঐ ত্রৈবার্ণপর্বতের সুবৃহৎ ও সুবিপুল শুভ্র অতি পুরাতন ত্রিশূল ছিল। ঐ পর্বত সকলকেই দুরতিক্রম্য ও গজরাজ দ্বারা সতত রক্ষিত হইত। জরাসন্ধই সেই ত্রিশূল বাহুবীর্য আশ্রয় করিয়া ত্রৈবার্ণকূট বিদারিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা অভিশয় প্রসন্ন হইয়া তখন সকলের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ॥২০-২১

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্তসকল দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে বলিতে লাগিলেন ॥২২

পুরোহিতগণ রাজাকে অভিপুষ্টে আরোহণ করাইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। তাহার পর

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ত্বে তু বাহুভ্যাং নিশ্চয়ং যযুঃ।
যুদ্ধোৎসবং প্রবিবিশুর্জরাসন্ধস্য তাবত ॥২৪
তত্রাভ্যাগম্যাপশ্যাচ্চ বৃতঃ গিরিব্রজম্।
স্ফীতং সর্বগুণোপেতং সর্বকামসমৃদ্ধিনীম্ ॥২৫
তাং তু দৃষ্ট্বা নরশ্রেষ্ঠে তস্যাং নগরোত্তমে।
রাজমার্গেণ গচ্ছন্তঃ দৃঢ়-তীক্ষ্ণ-ধনুষ্ধরাঃ।
বলাদ্ গৃহীত্বা মালাদি মালাকারান্নরর্ষভাঃ ॥২৬
বিরাগবসনাঃ সর্বে প্রবিশ্যো দৃঢ়দুন্দুভাঃ।
নিবেদনমথাজ্ঞাপ্য দুর্মদস্য বীর্যতঃ ॥২৭
গোবাসনমিব বীক্ষন্তঃ সিংহা হৈমবতা যথা।
শালস্কন্ধনিবাসেবাং চক্রুরাত্মসমুদ্ভিয়াঃ।
অন্যোন্যস্তু মহারাজ বাহবো দুষ্প্রধর্ষিণাম্ ॥২৮

প্রহরণশালী হইয়া জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্ত আদ্যিয়া অগ্র গ্রহণীয় গ্রহণ করিয়া নিজের পালন তত্ত্ব উপস্থানী হইয়া রহিলেন ॥২৩

হে ভারত! এদিকে স্নাতক ব্রতপালনকারী শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক বাহুযুদ্ধ অস্ত্র অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় নগরে প্রবেশ করিলেন ॥২৪

তথায় নানাবিধ জব্যসম্ভার, মালা ও অন্যান্য বিনিময়ের লোভনীয়ত্বের উত্তম শোভা দর্শন করিলেন। সেই বীথিতে সর্বগুণসম্পন্না ও সর্বকামসমৃদ্ধিকরী সেই অধিক সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া অস্ত্রধারণ ও মহাবলশালী সেই কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন রাজপথে গমন করিতে করিতে এক মালাকারের নিকট হইতে বলপূর্বক কয়েকটী মালা গ্রহণ করিলেন ॥২৫-২৬

অনন্তর সকলেই বিরাগবসন, দৃঢ় দুন্দুভি, বলাৎ মাল্যধারণ করিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা জরাসন্ধের নিজভবনে গমন করিলেন ॥২৭

তান্ দৃষ্ট্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ পাদ্যস্বস্ত্যনিবাময়ম্।
মুদ্গলস্তান্ ব্যমন্যেতাং বিস্মিতঃ সমপদ্যত ॥২৯

তে তু তস্যাভবন্ মান্যাঃ পূজাভিলষিতা নরৈঃ।
অন্যোন্যেন মহারাজ মুদ্গলস্যানুপশ্যতঃ ॥৩০

তান্ পাদ্য-মধুপর্কার্ঘ্যৈ র্যথার্হং সংকৃতঃ পরান্।
প্রত্যুত্থায় মহারাজ উপজহ্রে যথাবিধি ॥৩১

উবাচ চৈনান্ রাজর্ষী রাজসো যোগমাস্থিতঃ।
যৌবনাদীৎ তথা পার্থ-ভীমযোর্ভরতর্ষভ ॥৩২

তেষাং মধ্যে মহাবুদ্ধিঃ কৃষ্ণো যজ্ঞসেনীং।
বক্তুং নাশক্নোদ্ ব্রাহ্মণেভ্য এবমাত্মনিবেদনে ॥৩৩

অথাব্রবিন্মহীপালং সভাজ্য দ্বিজসত্তমাঃ।
বজ্রাগারে স্থাপয়িত্বা রাজা রাজপুরং গতঃ ॥৩৪

অতোঽর্ধরাত্রে সম্প্রাপ্তে যাজ্ঞো যত্র দ্বিজা দ্বিষাং।
তত্র তেষাং গ্রহং রাজন্ বহুব ভূরি বিত্তকম্ ॥৩৫

স্নাতকান্ ব্রাহ্মণান্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা নৃপতিনিজয়া।
অর্ধরাত্রে নৃপতিঃ প্রত্যুদ্যযৌ তদা ত্বরন্ ॥৩৬

তাংস্তূপবিষ্টান্ তেজোভি র্দৃষ্ট্বা স নৃপসত্তমঃ।
উপজহ্রে তদা তস্মৈ হিরণ্যকবচং তথা ॥৩৭

তে তু তং প্রতিগৃহ্যৈব রাজানং তমরিন্দমং নরর্ষভাঃ।
ইত্যূচুঃ প্রহসন্তস্তং পার্থং তত্রতত্র ॥৩৮

হিমালয়বাসী সিংহসমূহ যেরূপ ঘোর-নিনাদ নিষ্ঠীবন করিতে করিতে গমন করে, সেইরূপ উহারা নিনাদীর আগমনের নিমেত্তন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! বৃষপালী সেই যাজ্ঞসেনী ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশধারিণী হইয়া পাদস্পর্শের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥২৮

মদ্রদেশবাসী অনেকগুণ পাদস্পর্শের দ্বারা উহাকে, বিদ্যাস্নাতক ও ব্রতনিষ্ঠ বলবান্ ভিক্ষুকদিগকে দেখিয়া নিমন্ত্রণের ইচ্ছা করিলেন ॥২৯

মদ্রদেশে সেই ভিক্ষুকগণ অনাকীর্ণ ভিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যের অনুগ্রহ না করিয়া অন্যের একাগ্রপূর্বক রাজা অশ্বপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥৩০

শঙ্খ, মধুপর্ক ও খোদার পাওয়ার যোগ্যপাত্র এই সকল ব্রাহ্মণগণ সেই ভিক্ষুকদিগকে আসিতে দেখিয়া রাজা অশ্বপতি গাত্রোত্থান পূর্বক যথাবিধি তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন ॥৩১

মতিমান্ এবং ঐ রাজা অশ্বপতি অতিথি ভিক্ষুকদিগকে বলিলেন,—'আপনাদের শুভাগমন হউক।' হে ভরতবংশীয়! তখন অর্জুন ও ভীম এই দুইজনে যৌন ছিলেন ॥৩২

তাঁহাদের মধ্যে মহাবুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই দুইজন এতটী নিয়ম গ্রহণ করিয়া আছেন, এজন্য অর্ধরাত্রির পূর্বে কথা বলিতে পারেন না। পরে আপনার সহিত মিলিয়া কথা বলিবেন।

তখন রাজা অশ্বপতি ইঙ্গিতজ্ঞকে বজ্রশালায় রাখিয়া নিজে রাজভবনে গমন করিলেন। তাহার পর অর্ধরাত্র সময়ে যেখানে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সেইখানে গমন করিলেন। হে রাজন্! অশ্বপতির পৃথিবীবিজয়ী এই ব্রত ছিল ॥৩৩-৩৫

হে ভারত! মুখবিজয়ী রাজা অশ্বপতি স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের আগমনবার্তা শুনিয়া অর্ধরাত্রে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করেন ॥৩৬

সেই ভিক্ষুকদিগকে অপূর্ব তেজে দীপ্ত করিয়া সেই নৃপসত্তম রাজা অশ্বপতি তখন বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন ॥৩৭

হে ভারতবর্ষ! শত্রুদমনকারী ও নরশ্রেষ্ঠ

অত্যন্ত কৃশাঃ কাকিনি ত্বং ব্রূহি যদিচ্ছসি ॥
ততঃ কৃশা কৃশাঙ্গীং প্রেক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥৪৯
তামব্রুবন্নরেন্দ্রাণাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
আতিথ্যমিতি রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণস্যেহ যুজ্যতে ॥৫০
অথোপবিবিশুঃ সর্বে ব্রহ্মণে পূজনার্হকাঃ ।
সম্ভ্রান্তাস্তাস্তদা সর্বা মহাত্মান ইবাসতে ॥৫১
অনুবাচ অথাদস্য পত্নীসঙ্ঘো মহাত্মনঃ ।
বিস্তরাণ্য কৌরব্য বেদপ্রবণচেতসাম্ ॥
ন স্নাতকব্রতা বিপ্রা বহির্বাসানুলেপনাঃ ॥৫২
অবস্ত্রীতি মুনেরেতদ্বিদিতং নঃ সনাতনম্ ।
যে যূয়ং পুষ্পমাল্যস্য ভূষণৈর্ভূষণোচিতাঃ ॥৫৩

বিস্তরং কথয়ধ্বঞ্চ ব্রাহ্মণ্যা প্রতিভানবৎ ।
এবং বিধায়সেনা বহির্বাসানুলেপনাঃ ॥
সন্তঃ যদ্যত যে যূয়ং ব্রাহ্মণ্যং ভোক্তুমিচ্ছথ ॥৫৪
চৈত্যকস্য গিরেঃ পৃষ্ঠং ত্যক্ত্বা বিদ্বা বিদিং ইহবা ।
অন্যত্রেন প্রবিষ্টাঃ স্থ নির্ভয়া ব্যভিচারিণঃ ॥৫৫
যদ্যন্যা বাপি বীর্যাঢ্য ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ।
কর্ম চৈতদ্ বিনিন্দ্যং বঃ কিং ভোক্ষ্যে প্রদীয়তাম্ ॥৫৬
এবমস্ত্বিত্যনুজ্ঞায় কৃষ্ণাঞ্চ বিধিবদ্যাম্ ।
প্রস্থীতাঃ বাসুদেবস্য ভার্যাঃ কিং বাসনত্যয়ে ॥৫৭
এবমুক্ত স্তদা কৃষ্ণঃ প্রত্যুবাচ মহাত্মনঃ ।
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা ব্যক্তাক্ষরবিভাগয়া ॥৫৮

তাঁহারা সকলে রাজা বাসুদেবকে দেখিয়াই এই কথা বলিলেন,—'হে রাজন্। আপনার মঙ্গল হউক', এই বলিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া সেই রাজাকে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন।৪৮-৪৯

হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আগন্তুক সেই পাণ্ডু-পুত্র ভীম এবং অর্জুন ও বাসুদেবকে দেখিয়া রাজা বাসুদেব বলিলেন,—আপনারা উপবেশন করুন।৫০

অনন্তর তাঁহারা সকলেই উপবেশন করিলেন। এবং পূজনার্হ সেই তিনজন মহাত্মাকে প্রথমতঃ তিন অগ্নি তায় সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৫১

হে কুরুনন্দন! তখন সম্ভ্রান্ত মহারাজ বাসুদেব বেদশ্রবণে বিশুদ্ধাচরণকারী সেই তিনজনকে বিনয় করত বলিলেন—হে বিপ্রগণ! আমার জানা আছে যে, এই মনুষ্যলোকে সর্বদা স্নাতক-ব্রতের আচরণকারী ব্রাহ্মণগণ মাল্যধারণাদি বিশেষ বিধির দ্বারা বাহিরে মালা ও অনুলেপন ধারণ করেন না। অতএব আপনারা কে? আপনাদের হাতে পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে এবং কুশল আদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।৪২-৪৩

আপনারা ক্ষত্রিয়োচিত বেশ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বিরাগ-বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং বাহিরে মালা ও অনুলেপন ধারণ করিয়াছেন। অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসভায় সত্য শোভা পায়।৪৪

আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া চৈত্যক-পর্বতের পৃষ্ঠ ভঙ্গ করায় রাজ-অপরাধে ভীত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে ধারণ করত কি নির্ভয় প্রাণে প্রবেশ করিয়াছেন?৪৫

আপনারা বলুন, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের বাহুতেই বীর্য প্রকাশ পায়, আপনারা যে এই পর্বতমূলের অবরোধ ভঙ্গ করিয়াছেন, ইহা আপনাদের বল ও তেজের সর্বথা বিপরীত হইয়াছে। আজ আপনাদের ইহা কি দর্শন করিলাম?৪৬

আপনারা আমার প্রাণে উপস্থিত হইলে আমি বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, আমার প্রদত্ত সেই পূজা কি হেতু আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আমার প্রাণে আসিবারই বা কি প্রয়োজন?৪৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

স্নাতকান্ ব্রাহ্মণান্ রাজন্ বিদ্যাস্নাতাংশ্চ বৈবাহিন।
স্নাতকব্রতিনো রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিদুঃ ॥৩১

বিদ্যাব্রতনিষ্ণাতৈকাগ্রবিপ্রেষাংশ্চ সন্ত্রত।
বিদ্যাস্নাতাংশ্চ শতকং ক্ষত্রিয়ঃ জিগমিষতি ॥৩২

পুষ্পবন্তং ফলা শ্রীশ্চ পুষ্পবন্তমতো বরম্।
ক্ষত্রিয়ে বাহুবীর্য্যঞ্চ ন তথা ব্রাহ্মণে বীর্য্যবান্।
অপ্রকম্পং ক্ষত্রিয়স্য তস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যমেবিতম্ ॥৩৩

যবীয়ঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ যাচ্ঞার্থং তা অবেষতং।
তম্ দিশ্বসি চেৎ রাজন্ ত্রয়ীং তস্যাং ন সংশয়ঃ ॥৩৪

অবয়ত্বেন বিপ্রোক্তেবং যাচতে তুরগো নৃপম্।
প্রবিশন্তি যদা বীরা যাচ্ঞায়োক্তানি বর্ষ্মসু ॥৩৫

কার্য্যবন্তো গৃহানেত্য শস্ত্রং চ। বার্ষ্ণেয় যদু।
প্রতিগৃহ্নীষ তম্ বিদ্ধি এতদঃ শাশ্বতং ব্রতম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি তীর্থানুগমনপর্বণি
কৃষ্ণবাসুদেবসংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

অরাজন্ এইরূপ বলিলে পর রাজাবিশারদ মহামতি শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ ও মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন ॥২৮

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু যে মহাবিপ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোক স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥২৯

ইহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বিপ্রের বিদ্যাস্নাতকব্রতী ও কিছুসংখ্যক অবিপ্রের বিদ্যা অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যাস্নাতকব্রতী, কিন্তু বিদ্যাস্নাতকব্রতী ক্ষত্রিয় সহস্র সংখ্যকে প্রাপ্ত হয় ॥৩০

পুষ্পবান্ফলবান্ ব্যক্তিগণে বিশিষ্ট সম্পদ থাকে জানে। সেইহেতু আমরা পুষ্পবান্ বাক্য করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, তিনি ব্রাহ্মণে তদ্রূপ বলশালী হয়েন না। যে হেতু ব্রাহ্মণের বাহু অপ্রকম্প্য অর্থাৎ দৃঢ়তাযুক্ত হইবে বলা হইয়াছে ॥৩১

বিপ্রেরা ক্ষত্রিয়গণের নিকট হতে যাচ্ঞাদ্বারা দুই বাহুকেই নিষ্পিষ্ট করিয়াছেন, যদি আপনি সেই বাহুবল দেখিতে ইচ্ছা করেন। হে রাজন্! আজ তাহা দেখিতে পাইবেন,—সন্দেহ নাই ॥৩২

বীর ব্যক্তিরা শস্ত্র ও কৃষ্ণ নিয়া যাচ্ঞা এবং নিষ্ক্রয়ের বাক্য নিয়া প্রবেশ করেন। শস্ত্র ও নিষ্ক্রয় প্রত্যেকের বর্ম্মতুল্য হইয়া থাকে ॥৩৩

আমরা অর্থাভাবের জন্য শস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া শস্ত্রের নিকট যাইয়া পূজা গ্রহণ করি না। তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। ইহাই আমাদের সনাতন ব্রত ॥৩৪

শ্রীমন্মহাভারতপ্রধান শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্বান্তর্গত তীর্থানুগমনপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব সংবাদবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধের সহ শ্রীকৃষ্ণভাষণাদি, যুদ্ধার্থ জরাসন্ধের প্রস্থান, শ্রীকৃষ্ণের সহ জরাসন্ধের শত্রুতার কারণবর্ণন।]

জরাসন্ধ উবাচ।

ন স্মরামি কথা বৈরং কৃষ্ণ যুদ্ধাদৃতে ত্বয়া।
ক্ষিত্রিয়স্য চ পক্ষাদি কথমাং প্রতি বৈকৃতম্ ॥১

বৈকৃতে বাপ্যতি কথা যত্নকাং মামনাগসম্।
অপি বৈ জ্ঞাত হে বিপ্রাঃ সত্যাং সময় এষ হি ॥২

অথ ধর্মোপঘাতাদি ভয়ঃ সমুপজায়তে।
যোদ্ধব্যমপি প্রসহ্য ক্ষত্রিয়ো হি ন সংশয়ঃ ॥৩

অতোঽহমা চৈত্যলোকে বর্তমঃ সন্ যথাবলঃ।
ভূমিবাঃ পতিমাসোদি মোঽসোৎপুণ্যপতি চ ॥৪

ত্রৈলোক্যে ক্ষত্রধর্মে হি যেষান্ বৈ সাধুচারিণাম্।
ব্রাহ্মণ বন্ধু প্রসংসন্তি যে চ ধর্মবিদো জনাঃ ॥৫

ভক্ত সেবন্ত বিজ্ঞেয়ন্ ধর্মে নিয়তাত্মনা।
অথাগমং প্রয়াণায় প্রযাণাদিব মন্যুন ॥৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কুলকার্য্যং অযায়ং কশ্চিদেক। কুলোদ্বহঃ।
যন্নতে যত্নজিয়োনাম্ যমকৃষ্ণমতাত্মনি ॥৭

যদা তোপস্থতা রাজন্ ক্ষত্রিয়া লোকবাসিনঃ।
তদাস্য ক্রূরমুৎপাদ্য মন্তমে ভিন্নমানসম্ ॥৮

রাজা রাজ্ঞঃ কথং সাধুম্ হিংস্যাদপতিরেব।
তন্ রাজঃ সহিতুং বং ক্ষত্রায়োপতিহীর্ষয়া ॥৯

অপারাজ্যেনো গন্ধোঽপি কুতঃ কারুণ্য ইত্যা।
যন্নং হি পক্ষা ধর্মস্য তন্ত্বং ধর্মোবিদঃ ॥১০

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আলাপ, যুদ্ধের জন্য জরাসন্ধের প্রস্থান এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতার কারণ বর্ণন।]

জরাসন্ধ কহিলেন,—আমি কোন সময়ে আপনাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না এবং আপনাদের প্রতি আমার অপরাধ চিন্তা করিয়া দেখিতে পারিতেছি না।১।

হে বিপ্রগণ। আমার অপরাধ না হইলে আপনারা বিনাপরাধে আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন কেন—ইহা বলুন। ইহাই সাধু ব্যক্তিদিগের নিয়ম।২

ধর্মের উপঘাতজন্য ভয়ও হয়। যে ক্ষত্রিয় ব্যক্তি ধর্মজ্ঞ ও মহাবল হইয়া ইহলোকে ধর্মের বিশুদ্ধি আচরণ করেন, বিনাপরাধে ধর্মের উপঘাত করেন, তিনি ভীরুদিগের ন্যায় ভয় করেন এবং তজ্জন্যপরলোকে ব্যথিত হইয়া থাকেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৩-৪

ত্রিলোকমধ্যে সদাচারী ক্ষত্রিয়দিগের ক্ষত্রিয়-ধর্মই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয়দের এই ধর্মের প্রশংসা করেন।৫

আমি সংযতচিত্ত হইয়া ধর্মে অবস্থিত রহিয়াছি, প্রজাহিংসারও কোন অপরাধ করি না, প্রযাণকালে লোকে যেরূপ বলে, আপনারা আমাকে সেইরূপ অপরাধী বলিতেছেন।৬

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহারাজ। কুলপ্রধান কোন এক ব্যক্তি, যিনি কুলকার্য্যের ভার বহন করেন, আমরা তাঁহার বিরোধাচরণে আপনাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছি।৭

হে রাজন্। লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণকে আপনি বৃথায় উপায় করিয়া লইয়াছেন, সেই ক্রূর অপরাধ উপলক্ষ করিয়াই আপনি নিজেকে কি নিরপরাধ মনে করিতেছেন?৮

হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ। এক রাজা নিরপরাধ অন্য রাজগণকে কিরূপে হত্যা করিতে পারে? তবে কি আপনি অন্য রাজগণকে সম্যক্ বিনষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয়দের উপরে উপায় কিরে ইচ্ছা করিতেছেন?৯

অনুজ্ঞাতা ময়াসত্যো ন চ দৃষ্টঃ কথাচন।
ন কথং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যে বিদ্ধিমাং পুরুষর্ষভ ॥১১
সর্বদা হি সর্বদানাং পশুসংজ্ঞাং করিষ্যসি।
সোঽহং এবং যথা হি ত্বং ব্রহ্মন্ ব্রূষাণমিহ ॥১২

যজ্ঞা যজ্ঞাবধাদ্যাং যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ।
তস্যা তস্যাবধাদ্যাং তৎ তস্য পশুবাপ্নুয়াৎ ॥১৩

যে ত্বাং জাতিক্ষয়করং ধর্মমার্তানুসারিণঃ।
জাতিবৃদ্ধির্নিমিত্তার্থং বিনিহন্তুমিহাগতাঃ ॥১৪

নাস্তি লোকে পুমান্ কশ্চিদ্ যস্ত্বামেবংবিধং ক্ষমে।
বক্তুমেবং স চ ত্বে রাজন্ দুর্বান্ দুর্বুদ্ধিরেব চ ॥১৫

কো হি জানন্নভিজনবান্ ক্ষত্রিয়ো নৃপ।
বাধিষ্যৎ সর্বভূতজ্ঞ যজ্ঞমেবংবিধং ক্রতুম্ ॥১৬
স্বর্গং ত্বেব সমাসাদ্য যজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ।
ক্ষয়ন্তি ক্ষত্রিয়া লোকান্ বিদ্ধি মামৃষিসত্তম ॥১৭
ধর্মযোনির্মহাংস্ত্রহ্ম ধর্মযোনির্মহৎ ক্ষমঃ।
ধর্মযোনিকৃতো মুক্তে দুঃখাঃ লোকে প্রতিষ্ঠিতবান্ ॥১৮
এষ হৈতেন বৈ ব্রহ্মন্ তপোনিত্যেন সংযমঃ।
যেনাত্মানং পরাজিত্য জগৎ পাতি পতঙ্গবৎ ॥১৯
স্বর্গদ্বারস্য কৃৎস্নস্য বিঘ্নকর্তা বৈ যথা ভবান্।
মাংসৈর্বিপুলৈঃ সৈতৈর্বাহুল্যবলশিক্ষিতঃ ॥২০
মাংসকর্তাঃ পরান্ বাদন্তি ধীরাঃ সর্বে নরে।
সদ্ভিঃ ত্বেতদ্ধি বৈ বিদ্বন্ যা সংবেদ্য ॥২১

যে বৃহদ্রথনন্দন! আপনার কুল এই পাপ আরম্ভিকেও স্পর্শ করিবে, কারণ আমরা বিপ্র বধ্যাযোগ্য এবং বধ করা করিতে সমর্থ।১০

আমরা কখনও মাংসাশী বর্ণন করি নাই। আপনি মানুষের হিংসা দ্বারা ভগবান্ পশুদের যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন?১১

হে ব্রহ্মন্! আপনার বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে, আপনি সমর্থ হইয়াও সমর্থ ব্রাহ্মণদের পশু সংজ্ঞা দিয়া ঔষধাদিকে বধ্য করেন। আপনি ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি এরূপ কার্য করিবে?১২

যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম করে, সেই ব্যক্তি সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে।১৩

আপনি জাতি ভাইদিগের বিনাশকারী এবং আমরা পীড়িত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকারী, অতএব আমরা জাতিবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনাকে বধ করিতে এখানে আসিয়াছি।১৪

হে রাজন্! আপনি মনে করিতেছেন যে, এ জগতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আপনার সমান বলবান্ পুরুষ আর অন্য কেহই নাই, ইহা আপনার অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিবিলয়।১৫

হে নৃপ! যজ্ঞাতীয় অভিমানী কোন্ ক্ষত্রিয় নিজের অভিজনকে (নিজ জন্মকে ধন্য করা সমস্ত ধর্ম এই কথা) জানিয়া যুদ্ধ করিয়া অনুপম অক্ষয় স্বর্গলোকে গমন করিতে না চাহে?১৬

যে মহর্ষে! স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ সমস্ত লোক ক্ষয় করে। এই কথা আপনার জানা থাকা উচিত।১৭

স্বয়ম্ ব্রহ্মাধ্যয়ন ধর্ম প্রাপ্তির কারণ, পরোপকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ধর্ম লাভের কারণ এবং ক্ষমাও ধর্মের সাধন, এই তিন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করাও ধর্মের অবাধিকারী হেতু।১৮

ক্ষত্রিয়ের এই যুদ্ধ যজ্ঞ হইতে সর্বগুণ সম্পন্ন বৈষ্ণব প্রযোগ; কারণ যারা যারা (অর্থাৎ এই যুদ্ধ দ্বারা) মন পরব্রহ্ম ইহা অনুভবকে পরাজয় করিয়া জগৎ পালন করিতেছেন।১৯

আমাদের সহিত আপনার এই যুদ্ধ যেরূপ ধর্ম সমস্যার হেতু হইয়াছে, সেরূপ যুদ্ধ আর কাহার সঙ্গে ঘটিয়াছে? আপনি বিপুল মাংস দ্বারা বহুবল গর্বিত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অসমান

রাজন্নেতন্ময়াখ্যাতং তাবদেব ভবেৎ ক্ষয়ঃ।
বিস্তরেণাভিধাস্যন্তো রাজন্ শ্রুণুষি মে দ্বিজান্ ॥২২

অথ যত্র পদুন্মেষো মাসঃ পর্বক্ষ মাধব।
যা গতা নষ্টরাত্রাংশা নক্ষত্রক্ষ যদক্ষয়ম্ ॥২৩

মন্ত্রোহয়ং ভার্গবীর্যো উত্তরক্ষ ত্রিবৃদ্ধনা।
জ্ঞেয়ানো ভবতশ্চেব বিদেতঃ সকলা দৃশাঃ ॥২৪

যুধিষ্ঠিরাগতং হি ন যদা ব্রহ্মণা ব্রুবম্।
পৌরিক্ষিতি ভবীরেণো দূরীরো পাণ্ডবাগ্রিতো।
অবোধ্যাবুলেরক কৃষ্ণঃ দাং বিধি মে বিপুল ॥২৫

রাজন্নস্মাদহং রাজন্ বিরো যুধ্যাব মাধব।
যুক্ত যা যুগান্তীন্ সর্বান্ পক্ষ যা ত্বং যদক্ষয়ম্ ॥২৬

ভগবান্ উবাচ।
যাচিতাম্ বৈ নরপ্রমন্ত্রযাবস্থি ভাস্কর।
অক্ষিত্রা পর্যবস্থাতা কোহত্র যো ন মহা জিত্বা ॥২৭

ক্ষত্রিয়স্যৈতদাহুর্ধর্মং যুদ্ধেনাভীতমন্।
বিজিত্য ধনমাদীত রাজ্ঞ ইতি সনাতনম্ ॥২৮

স্বেচ্ছার্থমুপাদত্তা রাজঃ কৃষ্ণ ভবং ভবাৎ।
অবশ্য বিদুষোহয়ং ক্ষত্রঃ ব্রহ্মসনুভবম্ ॥২৯

ক্ষত্রিয়ের না। যে রাজন্! প্রত্যেক মানুষেরই ধন আছে, যে অক্ষয়। তাহারও আপনার সমান ভোগ বা ভোগ ব্যক্তির আপনার ভোগেও অধিক ভোগ হইয়াছে ॥২০-২১

যে রাজন্! যে পর্যন্ত এই বিষয় আপনার অজ্ঞাত হইয়াছে, সে পর্যন্ত আপনার এই অজ্ঞতার বাধিতেছে। আপনার এই অজ্ঞিমান এখন আমাদের অক্ষয় হইয়া পড়িয়াছে, এজন্যই আপনাকে এই কথা বলিতেছি ॥২২

যে মধুরাজ! আপনি অক্ষয়ন্ত বীরের উপর অজ্ঞিমান ও গর্ব পরিত্যাগ করুন। এই প্রকার অজ্ঞিমান ত্যাগিয়া আপনি পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত যজ্ঞলোকে গমন করিবেন না ॥২৩

যত্র হইতে উদ্ভূত ভার্গবীর্য, উত্তর ও ত্রিবৃদ্ধ এই সকল ব্রাহ্মণ ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আশ্রয় করিয়া লইতেছে বিদ্যে হইয়াছেন ॥২৪

আপনার নিকট হইতে যুদ্ধলাভের ইচ্ছায় আসিয়াছি। আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, আমি যদুবংশজাত রথীতম এবং এই দুই পাণ্ডবপুত্র নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও অর্জুন। আমাকে এই দুই ভ্রাতার মাতুলপুত্র ও আপনার স্বসার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবেন ॥২৫

হে রাজন্! আমরা আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি। হে মধুরাজ! আপনি স্থির হইয়া যুদ্ধ করুন। আপনি এই সমস্ত রাজগণকে পরিত্যাগ করুন অথবা যুদ্ধ করিয়া যমলোকে গমন করুন ॥২৬

ভগবান্ কহিলেন—যুদ্ধে জয় বা করিয়া তোমা রাজগণকে আমি এখানে আনয়ন করি নাই। অপরাজিত ক্ষত্রিয়ধর্মাবলম্বী রাজা এখানে যে আছেন, তাঁহাকে আমি জয় করি নাই ॥২৭

যে কৃষ্ণ! বিজিত প্রজাগণপূর্বক যোদ্ধাকে নিজের বশে আনিয়া তাহার প্রতি যে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাই ক্ষত্রিয়ের আজীবন ধর্ম বলা হইয়াছে ॥২৮

যে কৃষ্ণ! আমি ক্ষত্রিয়পালিত রাজের অনুচিন্তন করিয়া থাকি, রাজগণকে দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়ার জন্য উপহারস্বরূপ আনিয়া আজ আপনার হস্তে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ?—

সৈন্যং সৈন্যেন যুদ্ধ্যেন এক একেন বা পুনঃ।
বাহুভ্যাং ত্রিভির্বা যোৎস্যেহহং যুধ্যস্ব বা ত্বং ॥৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা জরাসন্ধঃ সহদেবাভিষেচনম্।
আজ্ঞাপয়ৎ তদা রাজা যুদ্ধোদ্যোগকর্মণি ॥৩১

স তু সেনাপতিং রাজা সন্ধায় ভরতর্ষভ।
কৌশিকং চিত্রসেনঞ্চ ঋষিং যুদ্ধে ন্যযোজয়ৎ ॥৩২

অব্রবীচ্চ নৃপান্ রাজন্ ঘংসেতি চিত্রকেতিং চ।
পুরঃ সংকর্ষিতং পুত্রির্ম লোকে লোকসংকরে ॥৩৩

তং তু রাজন্ বিভুঃ শৌরী রাজনা বলিনাং বরম্।
স্মরন্ পুরুষমাত্মানঃ সার্দ্ধং সমবিকল্পয়ৎ ॥৩৪

সন্ধায়ন্তৌ জরাসন্ধং মুনি ভীমপরাক্রমম্।
ভাগধেয়ান্ত নির্দিষ্টবন্তাং মুনির্ঘৃণে ॥৩৫

নাস্মন্নাস্মন্তরাং মৃত্যু ইতরে মনুজাঃ।
ত্রাস্যামীত্যাত্ম পুরুষ ইতি যজ্ঞে বরাসুতাঃ ॥৩৬

(জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং বৈরিণাবাত্মাকুতৌ তৌ কৃষ্ণ-মাধবৌ।
কথঞ্চ নিহিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধো বাহুবা।
কস্য বংশে মাধবস্য কথা হেতোঃ স বৈরবান্।
এতন্মাচক্ষ্ব মে সর্বং বৈশম্পায়ন তত্ত্বতঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যাদবানাং কুলে জাতো বসুদেবো জনার্দ্দিঃ।
উপযেমে যাজ্ঞসেনীং দেবকীং দেবরূপিণীং ॥
উগ্রসেনস্য কংসস্তু যবীয়ান্ ভ্রাতরং যবান্।
জ্যেষ্ঠো যযাচে কৌরব্য সর্বপ্রকৃতিবিপ্রিয়াকৃৎ ॥
জরাসন্ধস্য দুহিতা তস্য ভার্য্যাতিবিশ্রুতা।
রাজ্যগুপ্তেন তস্যা সা জরাসন্ধেন ধীমতা ॥

আমার মৃত্যু হইবার নহিত আপনার সেনা, অথবা আপনাদের মধ্যে যে-কোন একজন, দুইজন বা তিনজনের সহিত আমি একাকী একসঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিতে পারি ॥৩০

বৈশম্পায়ন কহিলেন—রাজা জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া তাঁহার কর্তব্যকারী ঐ তিন বীরের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বীর পুরুষগণের রাজ্যাভিষেক করিবার জন্য আদেশ করিলেন ॥৩১

যে ভরতশ্রেষ্ঠ। তখনকার সেই মগধরাজ ঐ যুদ্ধে উদ্যোগী হওয়ায় বিবিধ সেনাপতি কৌশিক ও চিত্রসেনকে যজ্ঞে বরণ করিলেন ॥৩২

যে রাজন্। যে দুইজনের নাম পূর্বে আপনাকে হংস ও চিত্রক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। মনুষ্য-লোকে সকল পুরুষ তাঁহাদের প্রতি লোকোচিত ব্যবহার করিতেন ॥৩৩

যে রাজন্! পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহর্ষিপ্রবর, বসুদেবনন্দন, ভগবান্ মধুসূদন দিব্যদৃষ্টিদ্বারা স্মরণ করিয়া ইহা জানিতে পারিলেন যে, সার্দ্ধসমবিক্রম, ভীম-পরাক্রম, মহর্ষিশ্রেষ্ঠ সেই রাজা জরাসন্ধকে মনুষ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি যুদ্ধে বধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে যে-যে অন্য রাজা তাঁহার ভাগে অর্থাৎ অন্য কাহার দ্বারা বধ নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের আয়ুষ্কালসম্বন্ধে স্বয়ং তাঁহার বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥৩৪-৩৬

(জনমেজয় কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ও মধুবংশীয় জরাসন্ধ এই উভয়ে একজন আর একজনের কিরূপ শত্রু হইয়াছিলেন এবং জরাসন্ধ মনুষ্যলোকের শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে কিরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন?

তখন মধুবংশের কে কে ছিলেন? যাহার জন্য জরাসন্ধের শত্রুতা হইয়াছিল। হে বৈশম্পায়ন! এই সমস্ত বিষয় আপনি আমাকে যথার্থরূপে বলুন।

অথর্বশ্রুতেনেব মন্ত্রবাহাং সুতাতলা।
অভিষিক্তলাজাটৈত্র স বৈ তীব্রপরাক্রমঃ॥
ঐশ্বর্যবলমত্তস্য স তস্য বলমোহিতঃ।
নিসৃষ্ট পিতরং ক্ষুদ্রঃ সহ রাজ্যং মহিষ্ঠিতে সহ॥
বসুদেবস্তু তৎ দৃষ্ট্বা ন সুপেতি ন জাগর্তি।
ন তেন সহ তত্ রাজ্যং বর্ধয়ঃ পর্যপালয়ৎ॥
শ্রীতিমান্ স তু দৈবেন্দ্রো বসুদেবস্তু দেবকীম্।
উবাহ ভার্যাং ন তদা দুহিতা দেবকস্য বা।
তস্যামুদ্বাহমানায়াং বধূনে শব্দমন্তরম্।
উপাক্রোশে মহাঁস্তত্র কংসো দুহিতবৎসলঃ॥

অথোৎস্তস্মিন্ মাসানাম্ দেবমূঢ়স্তু কস্যচিৎ।
বসুদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা তাং বাচং পাপিনস্তু সঃ॥
যাবেতাং বহমানোহস্তু কংসোঽস্মাদ্বহতি দেবকীম্।
অস্তা গর্ভাষ্টমো গর্ভঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥
সোঽবতীর্য ততো রাজা রথমস্মাদ্বহস্তু নির্মলম্।
ইয়েষ তস্তা মূর্ধানং ছেত্তুং পরমদুর্মতিঃ॥
স শব্দস্তরতো জ্ঞাত্বা বসুদেবো মহামতিঃ।
রাজমনুনয়ামাস বসুদেবো মহামতিঃ॥
অহিংস্যা প্রমদাস্যাহুঃ সর্বধর্মেষু পার্থিব।
অকল্যাণবতীং নারীং হন্তাসীত্যবরাসনম্॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহামতি বসুদেব বহুগুণে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যিনি দুহিতাদের রাজকুমার এবং রাজা উগ্রসেনের বিবাহযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন। উগ্রসেনের কংস নামে বলবান পুত্র হইয়াছিল। যিনি বহুপুত্রের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। যে দুষ্টস্বভাব। কংস সমস্ত শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। জরাসন্ধের দুহিতা তাঁহার পূর্বপরিণীতা পত্নী ছিলেন। বীমান্ জরাসন্ধ রাজ্যভরণার্থ সেই কন্যাকে দান করিয়াছিলেন।

সেই কন্যা পূজনের জন্য তখন উগ্রসেনের সেই দুষ্টস্বভাবা পাপাত্মকী পুত্রকে মন্ত্রিগণ মথুরার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্যমদে প্রমত্ত ও নারীহিত মদে মোহিত হইয়া কংস বীয় পিতাকে বিসৃষ্টীত করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত আপনি রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

কংসবুদ্ধি সেই কংস বসুদেবের কর্তব্য বিষয়ক উপদেশ শুনিতেন না। তাহা হইলেও তাঁহার সহিত থাকিয়া বসুদেব সেই মথুরা রাজ্য ধর্মানুসারে পালন করিতেছিলেন।

দৈবযোগে কংস প্রসন্ন হইয়া তখন বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। যিনি উগ্রসেনের ভাই দেবকের দুহিতা ছিলেন।

হে জনমেজয়। যখন সখে কন্যা দেবকী বিবাহ হইতেছিলেন, তখন রাজা কংসও তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দুহিতাস্নেহে বসুদেব-সহিতে সেই রথে আরোহণ করিলেন।

তখন আকাশে কোন এক দেববাণী হইয়াছিল। বসুদেব সেই বাণী শুনিয়াছিলেন এবং রাজা কংসও সেই বাণী শুনিয়াছিলেন।

কংস। তুমি আজ যাহা বলিয়া যে দেবকীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে তাহাই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।

এই আকাশবাণী শ্রবণমাত্র অতিশয় দুর্মতি সেই রাজা কংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া নির্মল খড়্গ হাতে করত দেবকীর মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে রাজন্। তখন পরম বুদ্ধিমান্ বসুদেব হাসিতে হাসিতে ক্রোধবশীভূত কংসকে সান্ত্বনা করত তাহার অনুনয় করিতে লাগিলেন।

হে পৃথিবীপতে। সকল বেদেই 'নারীকে হিংসা করিবে না' এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং আপনি

যস্য ক্ষেমায় ভগবান্ শক্যতে বাধিতুং যদা।
ইতঃ সপত্না প্রলম্বিতুং সমবস্তেব বর্ধতুম্।

অন্যাসুরুদ্ধগর্ভং তদ্ভাত্মাত্রা সংক্ষিপ্যতে।
বিস্রংসয় তদা গ্রাম্যমস্য পশ্চিত্তং ভবেৎ।

এবং স রাজা কথিতো বসুদেবেন ভারত।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা পূরয়েদবিশঙ্কিতঃ।

ততস্তস্যাঃ সমভবৎ কুমারঃ সূর্যবর্চসঃ।
ভাজমান আত্মারূপ্যা সর্বান্ চক্ষাণ বসুদেবঃ।

অথ তস্যাং সমভবদ্ বসুদেবস্য সত্তমঃ
ধাতুরা মায়য়া তং তু অনন্তং রাজা বিদ্যাস্যতে।

দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং যোগিন্যা তদ্বচোহখিলং।
আকৃষ্য তদ্যাং সঙ্কর্ষণং ইতি স্ফুটং।
বদন্তোকর্ষণাত্ত তত বসনাদ্ব ইতি স্ফুটং।
পুনস্তদ্বৎ সমভবদ্গর্ভো মধুসূদন।
তত গর্ভস্য দৃষ্ট্বা তু ভঙ্গং সোৎত্রাধিকং নৃপ।
ততঃ কালে যথাকালং বসুদেবস্য ধীমতঃ।
উরুক্রমস্য কংসেন নাশনঃ ক্রূরকর্মণঃ।
বিষ্ণোস্তু প্রভবেন বালক্রীড়ার্থং তত্র বৈ।
ঈশাগস্য ন দোষো তু ভগবান্ন মহাত্মনি।
আত্মমায়া বাসুদেবমাকৃষ্য পিতা ততঃ।
উপজন্যে পত্নিকীতাং তস্যাং গোপস্য কস্যচিৎ।
যুযুক্ষমাণঃ শক্রং দেবদুন্দুভ্যা পার্থিবঃ।

হইবে এই অবলা নিরাশ্রয়ে মহীতে পড়ে হয়ো কংসকে চালিতেছেন।

হে রাজন্! ইহাতে আপনার যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ এবং ইহাকে আপনি পালন করিতে পারেন। ইহাকে দেবী কল্পিত প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এজন্য পালন করাই কর্তব্য।

হে মহীপতে। এবার আমার গর্ভ উপস্থ হইলে আপনি তাহা নষ্ট করিবেন। এই প্রকার করিলে তখন আপনার প্রাণ ভয় অবশ্যই পরিহার হইবে।

হে ভরতকুলেশ্বর! বসুদেব রাজা কংসকে এই প্রকার বলিলেন এবং সুতদেব দেবকীর অষ্টমগর্ভ তখন তাঁহার সেই বাক্য অনুসারে তাহা করিলেন। তাহার পর সেই দেবকীর গর্ভে সুন্দরতম দেবতা অনেক দিবস ক্রমশঃ উপস্থ হইল এবং ভাদ্রমাস সেই সময় কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তখন হইল।

তাহার পর দেবকীর সপ্তম গর্ভে বসুদেবের ধারিত্রীর হইল। হে বিদ্যাস্যতে! রাজা যখন যদুনন্দনের মায়া বলে সেই অনুপমীয় গর্ভ দেবকীর উদর হইতে রোহিণীর উদরে নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্কর্ষণরূপে তখন তাহা, আকর্ষণ করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ হইল, এবং বলবান্ বলিয়া তাঁহার নাম বলদেব হইল।

তাহার পর পুনরায় দেবকীর অষ্টম গর্ভ উপস্থ হইয়াছিল, যাহাতে শ্রীমধুসূদন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা কংস অধিক যত্নপূর্বক সেই গর্ভের রক্ষা করিয়াছিলেন।

অবশেষে যখন প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যাদবশ্রেষ্ঠ বসুদেবের উপর ভয়ে সমস্ত রাক্ষসের প্রাণ হরণ উরুবিক্রম ও ক্রূরকর্মকারী কংসকে বিমুক্ত করিলেন। ইহাতে যাদব শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তখন সকলেই নিদ্রায় বিমুক্ত হইলে তখন মহা যোগিনমায় সেই বসুদেব উঠিয়া সকলের সমক্ষে যাইয়া সুযোগ বুঝিয়া তাহা বালকদল যোগমায়ায় চলিয়া গেলেন। বসুদেব-নন্দনের তখ হওয়া মাত্র সেখান হইতে তাঁহাকে

অথান্ধকবৃষ্ণীনাং কন্যাং প্রহরতাং বরাম্ ॥
আর্যেতি বাণতী শব্দং কন্যাবাদৈতি কৌরবি ॥

এবং তং বর্ণয়িত্বা চ রাজানং স মহামতিঃ ।
যাদবেন্দ্রং মহাত্মানং বর্ণয়ামাস যোগবিৎ ॥

বাসুদেবোঽপি যোগেষু যদুবৃদ্ধানভিবাদয়ন্ ।
অজানমানঃ তদেব গুরূণাংস্তিরিব রাজন্ ॥

বিপ্রকৃষ্টেন তান্ সর্বান্ বয়স্যান্ যদুনন্দনঃ ।
সর্বজ্ঞো অপ্যবাহ্যেতোজ্ঞাপয়ামাস কেশবঃ ॥

ততস্তে হিন্তবাহাস্তু পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ।
অন্নেন কামরূপেণ বসনৈঃ পর্যুপাসতে ॥

ন তু সম্ভ্রমঃ কশ্চিৎ রাজন্ প্রেক্ষেত্ত্ব সম্ভ্রমম্ ।
যদুবৃদ্ধাস্তদা সর্বে ক্রুদ্ধিঃ সহিতঃ পুনঃ ॥

নিজিত্য যুধি তোজেন্দ্রং হত্বা কংসং মহাবলম্ ।
অক্রূরবিদ্ধং তত্তো রাজ্য উগ্রসেনং বিসৃষ্টবান্ ॥

ততঃ প্রভৃতি তস্যাসন্ যাদবেন হতং যুধি ।
পুত্রসেনাবিপং চক্রে কংসপুত্রং তদা নৃপম্ ॥

ন সৈন্যং বহুমানায় যাদবেন্দ্রং প্রসহ্য চ ।
অত্যাধিকং দুঃখং তত্র তস্যাসা জনমেজয় ॥

উগ্রসেনক মুক্তোঽপি মহাসেনসহায়বান্ ।
ন তত্র বিপ্রকুরুতে ভয়াদক্রূরপালিতঃ ॥

আসীন হইয়া পিতা বসুদেব সোকসন্তপ্ত হৃদিয়া পরিচারিকা কোন এক যোগযুক্তা বালিকা তাহাকে উপহার দিলেন।

বসুদেবের সেই মত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল-যোজনকামী রাজা কংস সেই কন্যাকেই হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মাটিতে আছাড় মারিতে উদ্যত হইলেন। কন্যা তাঁহার হাত হইতে ছুটিয়া হাসিতে হাসিতে আকাশ-পথে চলিয়া গেলেন এবং আর্য এইরূপ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম আর্যা এইরূপ কীর্তিত ছিল।

সেই মহামতি বসুদেব এইরূপে রাজা কংসকে হত্যা করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে গোকুলে রাখিয়া বর্ধিত করিতে লাগিলেন।

বাসুদেবও জনে জনেমস্থল গোপগণের মধ্যে থাকিয়া বর্ধিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞানসম্পন্ন অগ্নি যেরূপ গোপনে থাকে, সেইরূপ অজ্ঞাত ভাবে তিনি তথায় থাকিলেন। কংস সেই কথা জানিতে পারিলেন না।

অনন্তর বসুদেব কংস সেই সমস্ত গোপগণের উপর বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করিতেন। মহাবাহু কৃষ্ণও বলিত হইয়া তাঁহার ও বলদেবের হইলেন।

বালক হইতেই গোপগণ তাঁহার ও রামকৃষ্ণের প্রিয়কার্য করিয়া তাঁহাদের তাবৎ ও বলদেবের হইলেন।

হে রাজন্! এইরূপে বলদেব করিয়া মহাবলী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের অনুমতি অনুসারে সমস্ত যাদবদের সহিত ভোজরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কংসকে হত্যা করিয়াছিলেন।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কংসকে যুদ্ধে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া রাজা জরাসন্ধ তখন কংসপুত্রকে সৈন্যের রাজা করিয়াছিলেন।

হে জনমেজয়! তিনি বহু সৈন্য উপস্থিত করিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়া তথায় নিজ পুত্রীর পুত্রকে রাজা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

প্রতাপশালী জরাসন্ধ মহাবল সমন্বিত হইয়া তথায় উগ্রসেন ও কৃষ্ণিবংশোদ্ভব যাদবদিগকে কষ্ট দান করিতেন। হে কুরুনন্দন! জরাসন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অক্রূরের ইহাই কারণ।

এতদ্ বৈরং কৌরবেয়ঃ করোতৎ মাধবে।

আনায়িষ্যামি রাজেন্দ্র সংক্রন্দনায় পিতৃষ্বসাম্।
পার্থিবৈর্বহুভির্যুক্তমিত্যুক্ত্বা পরবীরহা॥

যেনোক্তঃ মধবেতি কৃষ্ণেতি চ যুধিষ্ঠির।
এতৎ সর্বং যথা বৃত্তং তথিবঃ কথয়ন্তি॥

যথা তু স হতো রাজা ভীমসেনেন তচ্ছৃণু।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি জরাসন্ধমুক্তরাজোপাখ্যানে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৩॥

হে রাজেন্দ্র! সংক্রন্দনালী জরাসন্ধ কৃষ্ণিবাস ও অপরাজিত নামে প্রসিদ্ধ যেসকল মহারাজের উপরে পৃথিবীর রাজগণকে বলি দিয়া তাঁহার যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এইরূপ বাহির নিকির নিকির সমস্ত রাজগণকে সাক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথারীতি আমি বলিয়াছি। এখন ভীমসেন যেরূপে যে জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করুন।)

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্বে জরাসন্ধের মুক্তরাজোপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনের সহ যোদ্ধৃ জরাসন্ধের নিশ্চয়, ভীম-জরাসন্ধয়োর্যুদ্ধারম্ভঃ, যুদ্ধে জরাসন্ধের প্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তং নিশ্চিতাত্মানং যুদ্ধায় দৃঢ়মন্যবঃ।
উবাচ বাক্যং রাজেন্দ্রঃ জরাসন্ধমরোকজঃ॥১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ত্রয়াণাং কেন তে রাজন্ যোদ্ধৃযুৎসা সমুদ্ভবঃ।
অস্মদ্ভয়াদ্ভয়েনেহ নাদ্য তুষ্যতি নো ভবান্॥২

এবমুক্তঃ স নৃপতির্যুদ্ধে মতিমথাকরোৎ।
জরাসন্ধস্ততো রাজা ভীমসেনেন মাধব॥৩

আনায় রোচনাং মাল্যং বস্ত্রাভরণানি চ।
বাসয়ন্তমনা মূর্ধ্নি নির্মুক্তীর্বেষ্টনানি চ॥
উপস্থিতে জরাসন্ধঃ যুযুৎসুঃ বৈ পুরোহিতঃ॥৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে জরাসন্ধের নিশ্চয়, ভীম ও জরাসন্ধের বাহুযুদ্ধ এবং যুদ্ধে জরাসন্ধের প্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তাহার পর যুদ্ধের নিশ্চিত নিশ্চিতমনাঃ সেই রাজা জরাসন্ধকে বাসুদেব মহুসহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন॥১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনার মনে উৎসাহ হইয়াছে? এখানে যে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে॥২

তখন মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ রাজা জরাসন্ধকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে পর মহাবাহিনপতি রাজা জরাসন্ধ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে স্থীকার করিলেন॥৩

তখন জরাসন্ধের পুরোহিত রোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যসমূহ এবং বেষ্টনা ও মূর্ধা-

কৃতস্বস্ত্যয়নো রাজা ব্রাহ্মণেন বশস্বিনা।
নগরদ্বারমাসাদ্য দদর্শ বিপুলং মহৎ ॥৪
অবদ্ধা বিবিধৈঃ পশুং কেশান্ সংস্পৃশ্য চ।
অভিচিন্ত্যমহাসত্ত্বো জ্যোতিষ্ঠং চৈত্যপর্বতম্ ॥৫
উপাচ্য মহিষান্ রাজা ঘোরান্ ঘোরপরাক্রমঃ।
ঘোরং যোৎস্যতে যত্তা সার্দ্ধং ভেরীং বিনির্হরন্ ॥৬
একমুক্তঃ জরাসন্ধো ভীমসেনমরিন্দমঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ সমাসেদুঃ শব্দং তত্র চকারহ ॥৭
তমঃ সংস্থায় কৃষ্ণেন কৃতস্বস্ত্যয়নৌ বলী।
ভীমসেনো জরাসন্ধমাসাদ্য যুযুৎসয়া ॥৮
তমন্যোন্যং সমাসাদ্য বাহুশস্ত্রৌ মহাবলৌ।
বীরৌ পরমসংহৃষ্টাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ ॥৯
তলপ্রহারপূর্বং তু কৃত্বা পাণিবিমর্দনম্।
কটৌ কটং সমাহত্য বিনদ্য চ মুহুর্মুহুঃ ॥১০
যমৌ যমাবিব সমাহত্য নিহত্য চ মুহুর্মুহুঃ।
আজগ্মতুঃ সমাশ্লিষ্য পুনরাস্ফালনং প্রিয়ৌ ॥১১
ভিন্নহস্তাদিকং কৃত্বা কক্ষাবস্তক এব চ।
পরস্পরাভিঘাতেন শব্দং নিঘ্নন্তৌ চারিষু ॥১২
বাহুপাশাদিকং কৃত্বা পাদহস্তনিরাকৃতৌ।
ঊরোবক্ষঃ শিরঃ পৃষ্ঠং পূর্বমুষ্ট্যা প্রহৃত্য তৌ ॥১৩

নিবারণ উদ্যম করিয়াও যাহাদিগকে জরাসন্ধের সংগ্রামে জয়লাভের সম্বন্ধে উৎসাহিত করিলেন।৩

রাজা জরাসন্ধ স্বধর্ম্মী ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ব্রাহ্মণদের অনুরূপ করচ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন।৪

সেই জরাসন্ধ বিধিপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া কেশগুলি বন্ধন করত বেলাভূমি অতিক্রমকারী বেগবান্ সমুদ্রের ন্যায় সমুত্থিত হইলেন।৫

ভীমপরাক্রম বুদ্ধিমান্ রাজা জরাসন্ধ ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভীম! আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। তাহাতে জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে হারিয়া যাওয়াও যথা তথা।৭

মহাবল মহাসত্ত্বশালী জরাসন্ধ ভীমসেনকে এইরূপ বলিয়া বলপূর্বক যেমন উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন।৮

তাহার পর বলবান্ ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা করিয়া এবং তাঁহাকে কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকটে গমন করিলেন।৯

এইরূপে সেই দুই বলবান্ বীরপুরুষ পরস্পর

জয়াভিলাষী ও পরমসংহৃষ্ট হইয়া ও ও বাহুমাত্র অস্ত্র অবলম্বন পূর্বক উহাতে মিলিত হইলেন।১০

প্রথমে তাঁহারা পরস্পর তলপ্রহার পূর্বক পাণিমর্দন করিয়া কটিতে কটি সংঘর্ষণ করত ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।১১

হে প্রিয়ে! তাঁহারা দুইজন বলবান্ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বারংবার আঘাত করিয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণ করত পুনরাস্ফালন করিতে লাগিলেন।১২

ভিন্নহস্তাদি করিয়া অর্থাৎ কোন সময় হাতটী অন্যের দেহে সঞ্চালন, কোন সময় ছিন্ন, কখনও উপরে বীরে সঞ্চালন, কখনও বা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুইজনেই কক্ষাবস্ত অর্থাৎ একজন আর একজনকে উপরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন এবং স্থলে ও স্থলে এরূপ অভিঘাত করিলেন যে, উহাদের সেই অভিঘাতে অরিকুলের বিদীর্ণতা ও শত্রুবাদের শব্দ হইতে লাগিল।১৩

অনন্তর বাহুপাশাদি পাঁচ করিয়া উহারা পরস্পরের মস্তকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা দুইজন পূর্বকৃতনিয়ম পাঁচ প্রয়োগ করিয়া রঙ্গস্থলে চেষ্টাযোগ করিলেন।১৪

কলশীরূপং কৃত্বা পর্বতৌ বাহুবানিব।
পর্বতৌ বেগবৎকালৌ বাহুপ্রহরণায়ুধৌ ॥১৭

তলেনাহতবানৌ তু অন্যোন্যং ক্রোধমূর্ছিতৌ।
নিঃশ্বসন্তাবিব ক্রুদ্ধাবাশীবিষবরাত্মজৌ ॥১৮

অন্যোন্যং সমাসীদ্য বাহুভ্যামুরসোরসি।
আজঘ্নতুর্বাহুভিশ্চাপি উরসৈব প্রহারিণৌ ॥১৯

উভৌ কটীং তদার্দ্ধেন তু তরুতৌ চ পিণ্ডিতৌ।
অন্যোন্যং পরমে কুর্বতোরপি চাধিকম্ ॥১৮

সর্বাস্ত্রিভিস্তথা ন্যস্তান্ পৃষ্টতশ্চ চক্রতুঃ।
সম্পূর্ণমূর্দ্ধানং বাহুভ্যাং পূর্বমুক্তং প্রহারিণৌ ॥১৯

কৃতশীরূং তথাকাষ্ঠং পূর্বযোধং সমুদ্যতম্।
এবমাদীনি যুদ্ধানি প্রযুযুধতো পরস্পরম্ ॥২০

তয়োর্যুদ্ধং তদা তত্রৈঃ সর্বতঃ পুরবাসিভিঃ।
ব্রাহ্মণা ঋষিভিশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ সহস্রশঃ ॥২১

যুদ্ধমেতৎ সমাপূর্ণং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ সর্বশঃ।
বিস্ময়ন্তমুরুং তত্র তয়োর্বৈরকৃতং তদা ॥২২

তয়োরেব তুলাযাদ্যৈরপ্রহারং তথা।
আসীৎ তুমুলসম্পাতো বজ্রপর্বতয়োরিব ॥২৩

উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ অন্যেন বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সু, পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥২৪

উভয়ে কলশীরূপ ধারণ করিয়া পর্বতদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন এবং উভয়ে বাহুপ্রহরণে তাহা বেগবত্তর করিয়া ভীষণ শব্দে গর্জন করিতে লাগিলেন ।১৭

পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধপরবশ হইয়া মহাক্রুদ্ধ বিষোল্বণ সর্পদ্বয়ের ন্যায় একজন আর একজনকে আঘাত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।১৮

ঐ সময়ে উভয়ে উভয়ের অঙ্গ ও বাহুদ্বারা উভয়ের অঙ্গ ও বাহু দৃঢ়রূপ ধরিয়া, বাহু দ্বারা উভয় আঘাত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।১৯

উভয়ে কটি ও পার্শ্বদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভাঙ্গ করার চেষ্টা করিতেছিলেন। যদ্যপি এরূপ ও অন্যরূপ বিষয়ে উভয়েই পারদর্শী এবং সমকক্ষ উভয়েই বিদিত, উভয়ের আঘাতেই সমস্ত সংলগ্ন করিয়া দুইজনেই হস্তদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে কণ্ঠ ও কক্ষদেশ পর্যন্ত তুলিয়া ভূমে ক্ষেপণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।১৮

দুই জনের সংঘর্ষের মধ্যস্থলে অতিক্রমকারী 'পৃষ্ঠভঙ্গ' নামক প্যাঁচ প্রয়োগ করিলেন এবং বাহুদ্বয় দ্বারা 'সম্পূর্ণ মূর্দ্ধা' ও 'পূর্বমুক্ত' প্যাঁচের প্রয়োগ করিলেন ।১৯

এবং নিজের উদ্ভাবনায় 'কৃতশীরূ, মুষ্টাঘাত সহিত 'পূর্বযোধ' প্রভৃতি মুষ্টির প্যাঁচ প্রয়োগ করিয়া উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।২০

যে সময়ার্দ্ধ। তখন তাহাদের দুই জনের ঐ অদ্ভুত খেলিয়া তথা যত পুরবাসী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সূদ্র সমস্ত ঋষিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ এবং বনিতা ও বৃদ্ধগণ সকলেই তথায় সমবেত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জনসমূহ দ্বারা বিস্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।২১-২২

জরাসন্ধ ও ভীমসেন এই দুই জনের যুদ্ধারম্ভে এবং তাহাদের বিক্রম ও গমনের দ্বারা এরূপ উপলব্ধি হইতেছিল যে, যেন হইতেছিল বজ্র ও পর্বতের সংঘর্ষ হইতেছে ।২৩

মহা বলবানদিগের শ্রেষ্ঠ এই দুইবীর অত্যন্ত হৃষ্ট ও উন্মাদ পূর্ণ হইয়াছিলেন এবং পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া এক অন্যের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন ।২৪

তত্ ভীমস্যুৎসার্য্য জবঃ দৃঢ়বাসীদুপস্করে।
ধনিনো মহতে রাজন্ যুদ্ধ-যাগায়োদিরে ॥২৫

প্রকর্ষণাকর্ষণাভ্যামুৎকর্ষ-বিকর্ষণৈঃ।
আকর্ষবদুরুক্রোক্তং আবুভিশ্চাবকম্বতুঃ ॥২৬

ততঃ শব্দেন মহতা তৎসঙ্ঘৌ পরস্পরম্।
পাষাণসঙ্ঘাভিহতৈঃ প্রবাহৈরভিজঘ্নতুঃ ॥২৭

দৃঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতাং বায়বৈঃ পরিঘৈরিব ॥২৮

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য প্রথমে২হনি।
অবাহারা বিবাহাত্রমবিশ্রান্তমবর্ত্তত ॥২৯

তত্ যুদ্ধস্য অহোরাত্রং সমবেতং সমাজনৌ।
চতুর্থ্যাং বিশাখায়াং নিবৃত্তৌ বাসবঃ স্বয়ং ॥৩০

তং রাজানং তথা দৃষ্ট্বা যাজ্ঞসেনী জনার্দ্দনম্।
উবাচ ভীমকর্ম্মাণং ভীমং সংস্মারয়ন্নিব ॥৩১

স্মরন্ শত্রুবধং কৃষ্ণা সভায়াং কৌরবৈর্যদা।
পীড্যমানো হি কার্ৎস্ন্যেন ন ব্যাজহারিতান্ বহূন্ ॥৩২

তস্মাৎ তেনৈব ক্রোধেন পীড়নীয়ো জনাধিপঃ।
সমবেতেন যুদ্ধায় বাহুভ্যাং ভরতর্ষভ ॥৩৩

এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
জরাসন্ধস্য তদ্ রূপং আত্মা চক্রে মতিং বধে ॥৩৪

হে রাজন্! বলবানী ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে কুমারপুর ও যমের সদৃশ এরূপ ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল যে, অন্যান্য লোক তথায় উপস্থিত হইল ॥২৪

প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অপকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ এবং বাহু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৬

তদনন্তর তাঁহারা সকলে পরস্পরকে তর্জ্জনা করত প্রস্তরাঘাত সদৃশ প্রহারদ্বারা অভিঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৭

উভয়েই বিস্তৃতবক্ষা, উভয়েই দীর্ঘবাহু ও উভয়েই মুষ্টিযুদ্ধে নিপুণ। সুতরাং উভয়ে উভয়কে লৌহার্গল-সদৃশ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥২৮

কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে ঐ দুই বীরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধ বিরামরহিত অবাহারভাবে অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছিল ॥২৯

ঐ মহারাজের সেই যুদ্ধ অহোরাত্রী পর্য্যন্ত সেইরূপ চলিয়াছিল। চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বাসবরাজ জরাসন্ধ ক্লান্তিবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন ॥৩০

হে রাজন্! তখনই শ্রীকৃষ্ণ রাজা জরাসন্ধকে সেই প্রকার ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥৩১

হে কুন্তীনন্দন! রণে শত্রু ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ক্লান্ত শত্রুকে অধিক পীড়ন করা উচিত নহে। যেহেতু অধিকতর পীড়িত হইলে সে নিজের জীবন পরিত্যাগ করিবে ॥৩২

হে কৌরব! সেইহেতু জরাধিপতি জরাসন্ধকে আপনার অধিক পীড়া দেওয়া উচিত নহে। হে ভরতর্ষভ! আপনি নিজের বাহুদ্বয় দ্বারা ইহার সহিত সমবেতভাবে যুদ্ধ করুন ॥৩৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অরিবীরবিনাশকারী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে এইরূপ বলিলে ভীমসেন জরাসন্ধকে সেইরূপ ক্লান্ত জানিতে পারিয়া তাহার বধ বিষয়ে বুদ্ধি করিলেন ॥৩৪

তত্তস্তস্মিংস্তে কৃষ্ণ জরাসন্ধঃ সুদারুণঃ।
সহস্রা ধমনিং ভেত্তে ভ্রাতৃ ভূমসমঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি জরাসন্ধক্রোধো ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

তাহার পর বলিলেই তুমলযুদ্ধ তুমুলযুদ্ধ বাধিল করিলেন।৩৭

অনন্তরমি জরাসন্ধের জয় করিবার নিমিত্ত ক্রোধ

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্বে কৃষ্ণ জরাসন্ধের চাতুর্বর্ণ্য বিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ২৩

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনের জরাসন্ধের বিনাশ, বন্দী-মুক্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনাম্নি-প্রত্যাগমনম্, ততঃ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা ৫।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্ততঃ কৃষ্ণমুবাচ মধুসূদনম্।
যুধিষ্ঠিরায় বিপুলাং জরাসন্ধবধেপ্সয়া ॥১

নায়ং পাপো যথা কৃষ্ণ যুক্তঃ ক্ষাত্রমুপোধিনুয়্।
প্রাণেষু বধ্যতাং প্রাপ্তো বন্ধকক্লেশ বাধনা ॥২

এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণঃ প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্।
ফাল্গুনং পুরুষব্যাঘ্রো জরাসন্ধবধেপ্সয়া ॥৩

যং তে ত্বৈত্যং পরঃ সমঃ যচ্চ তে মাতরিশ্বনঃ।
বলং ভীম জরাসন্ধে দর্শয়াস্য তদদ্য বৈ ॥৪

(তস্যৈষ বধ্যো দুর্বুদ্ধিঃ জরাসন্ধো মহাবলঃ।
ইত্যাত্মনিষ্ঠে সম্প্রোক্তঃ বলং বাহুবপোহতে ॥
মোক্ষয়ন্ত পর্বতশ্রেষ্ঠে যেনৈষ পরিমোক্ষিতঃ।
বলমবলং প্রাপ্য ক্রোধকো ভীমের যাস্যতি।
তদস্য মৃত্যুবিহিতঃ মৃত্যুরে ন সংশয়ঃ।
বাহুঃ চিন্তা মহাবাহো তথৈতৎ সমুপাদিশৎ ॥)

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্তৃক জরাসন্ধের বিনাশ, বন্দী রাজগণের মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তাহার পর ভীমসেন জরাসন্ধের বধাভিলাষে বিপুল বুদ্ধি স্থির করিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।১

হে মধুসূদন! কৃষ্ণ! আমি এই পাপকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি না। যজ্ঞার্থ বন্ধক হওয়ায় প্রাণ বধিবে ইহাকে যুদ্ধে আসা বধিবেক না।২

ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে পরে পুরুষব্যাঘ্র শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষে ফাল্গুনকে উৎসাহিত করিতে নম্র হইয়া কহিলেন।৩

হে ভীম! আপনার যে ঐরাবত তুল্য বলবীর্য এবং বায়ুদেবতা হইতে আপনি যে দিব্য বলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আজ আমাদের সম্মুখে জরাসন্ধে প্রদর্শন করুন।৪

("এই দুর্বুদ্ধি মহাবল জরাসন্ধ আপনারই বধযোগ্য"

এবমুক্তস্তদা ভীমো জরাসন্ধমরিন্দমঃ।
উদ্ধিপ্য ভ্রাময়ামাস বলবন্তং মহাবলঃ ॥৪

(তমন্ত ভগবান্ কৃষ্ণো জরাসন্ধমিবাগতম্।
ভীমসেনং সমালোক্য বলং তস্যাহ পাণিনা ॥
বিদা বিদেহ বৈ তত্ত্ব ত্বং জরাসন্ধমেব চ।)

আবর্তিতা শতগুণং ভামুত্যাং তরসর্বভ।
তস্য পৃষ্ঠং সমাক্ষিপ্য বিপিষ্য বিননাদ চ ॥৬

তমে পৃথীয়া চরণং যেনা চক্রে মহাবলঃ ॥৭

(পুনঃ সন্ধায় বৃ ত্তং জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
ভীমেন চ সমাগম্য বাহুযুদ্ধং চকার হ।
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥
সর্বলোকক্ষয়করং সর্বভূতভয়াবহম্।
পুনঃ কৃষ্ণস্তমিদং বিদা বিদ্রিত্য মানবঃ ॥
তস্যৈক পার্শ্বিপাদং তং বৃ জরাসন্ধমেবপরা।
ভীমসেনস্তদা জ্ঞাত্বা নিদিতেন চ মানবম্।
বিদা তস্যৈক পাদেন প্রাক্ষিপচ্চ নবাদ হ।
তত্ত্বকায়োদ্বিদেকেন্দ্র স্তিরং তত্ত্বপিতত্তঃ।
শরদ্বতস্তল যাবন্ পিণ্ডীকৃত ইবাবভৌ।)

অন্তরিক্ষে যখন বায়ু বহিতেছিল, তখন এই কথা আমি শুনিয়াছিলাম।

পর্বতমেঘ যেমনে তিনি ইহাকে পরিমোচন করিয়াছিলেন, সেই বলেরও বল লাভ করিয়া ইনি রাজা বৃহদ্রথরাজ হইতে আর কে বাঁচিতে পারে?

হে মহারাজ। সেইহেতু আপনি রাজা ইহার মৃত্যু অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, হে মহারাজ। আপনি বায়ু দেবতার চিন্তা করিয়া এই মগধাধিপতি জরাসন্ধকে হত্যা করুন।)

এই কথা বলিলে পর শত্রুদমন মহাবল ভীমসেন তখন ভগবান্ জরাসন্ধকে ঊর্ধ্ব দিকে ঘুরিয়া ফেলে ঘুরাইতে লাগিলেন।৪

(তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে হত্যা করাইবার ইচ্ছায় ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া হাতে একটী বল প্রদান করিলেন এবং তাহা দুই ভাগে ছেদন করিয়া জরাসন্ধের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।)

হে ভরতর্ষভ। ভীমসেন জরাসন্ধকে শতবার ঘুরাইয়া বাহুবলে আকর্ষণ পূর্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ নিষ্পেষণ করিয়া ভগ্ন করিলেন এবং তাহাকে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর মহাবল ভীমসেন তাঁহার চরণ দ্বারা প্রহার করিয়া জরাসন্ধকে বিদা বিদ্রিত করিলেন।৭

(তখন বিদা বিদ্রিত ঐ জরাসন্ধ সম্বিলিত হইয়া প্রতাপশালী জরাসন্ধ ভীমসেনের সহিত সমাগত হইয়া পুনরায় বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই দুই বীরের ঐ যুদ্ধ ভয়ানক ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ দেখিয়া এরূপ মনে হইয়াছিল যে, ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং এই যুদ্ধ সমস্ত প্রাণিগণের অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে হইতেছে। তখন মানব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের মনোভিপ্রায় পুনরায় এক বল গ্রহণ পূর্বক বিদা বিদ্রিত করিয়া বলের দুই অংশ বিপরীত দুই দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন সেই সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া মগধরাজকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহার চরণ সহিত ঐ দুই অংশ বিপরীত দুই দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং তখনই সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্। তখন জরাসন্ধের শরীরাবয়ব দুই ভাগে যেন মাংসাদি পিণ্ডাকার দেখাইতেছিল। তাঁহার শরীরের মাংস, অস্থি, মেদ ও রক্ত সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছিল এবং মস্তক ও শরীর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।)

তত্র ত্রিপিতরাবস্ত পাণ্ডবস্ত চ ধর্মতঃ।
অভবদ্ দুন্দুভো নাদঃ সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥৮
ত্রিভিরুচ্চৈর্ঘনৈর্ঘোরৈঃ স্তনিতৈর্গর্জদম্বুদৈঃ।
ভীমসেনস্ত বাহুভ্যাং জরাসন্ধস্ত চৈব হ ॥৯
ভিন্দু ভাদ্রিযমৌ ভিন্দু ভিন্দু ধীর্যেতি চাব্রবীৎ।
ইতি বৈ ত্রয়ঃ শব্দা ভীমসেনস্ত নিঃস্বনাৎ ॥১০
তমো ঘাস্তং দুনদ্ধীতি প্রহরন্তমি তং নৃপম্।
ঘাস্তো গতাসুমুৎসৃজ্য নিশ্চক্রমুরিষম্বরাঃ ॥১১
জরাসন্ধবধং কৃত্বা মোক্ষয়িত্বা পতাকিনঃ।
আরোপ্য রাজ্ঞাং চৈব মোক্ষয়ামাস যাদবান্ ॥১২
তে বৈ রত্নানি কৃষ্ণং বরার্হাঃ পৃথিবীশ্বরাঃ।
রাজানশ্চক্রুরাদায় মোক্ষিতা মহতো ভয়াৎ ॥১৩

অথাব্রবীৎ শত্রুসহো জিতারিঃ সহ যাজ্ঞসিঃ।
ব্যবসায়ং তং বিদ্ধি বিজয়ায় গিরিব্রজাৎ ॥১৪

যং স মোদয়তাং নাম বিজয়ো বৃষ্ণিনন্দনঃ।
অস্ত্যাসবাতী সংগ্রামে দুর্জয়ঃ সর্বরাজভিঃ ॥১৫

ভীমার্জুনাভ্যাং যোদ্ধাভ্যামধিকঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
ততস্তে ধনুরাদায় দুর্ধরাঃ সর্বধন্বিভিঃ ॥১৬

শঙ্খ-দিক্ষু বি সংগ্রামে ভেরীমৃদ্ঙ্গনাদিতে।
রথেন তেন বৈ কৃষ্ণ উপাক্রম্য মহী যযৌ ॥১৭

ততশ্চামীকরাভেন কিরীটেনাভিভাসিনা।
মেঘনির্ঘোষবাহেন ত্রৈবেদ্যেনাভিরক্ষিতা ॥১৮

নিশ্চিতরূপ সেই জরাসন্ধের নিধনের এবং পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের গর্জনে তখন সর্বপ্রাণীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। জরাসন্ধের আর্তনাদে ও ভীমসেনের গর্জনরবে তথায় সমস্ত মধুরবাসিগণ অত্যন্ত বিত্রস্ত হইয়াছিল এবং তথায় ভীমসেনের গর্জনাদ হইয়াছিল ৮-৯

ভীমসেনের ঐ ভয়ঙ্কর গর্জনে মধুরবাসিগণ মনে করিয়াছিল—ঘোরাকৃতি বিমানের বিদারিত হইয়া আসিয়া পড়িতেছে অথবা ঘোরাকৃতি পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ।১০

তখনকার শত্রুধ্বংসকারী ঐ তিন বীর (শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম) রাজিতে সেই রাজা জরাসন্ধকে মত্ত-হাতীকে অঙ্কুশের ন্যায় রাজভয়ের যাহাতে পরিত্রাণ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।১১

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকাবিশিষ্ট রথ সংযোজিত করিয়া এবং তাহাতে রাজগণকে আরোহণ করাইয়া রাজসদনকে কারামুক্ত করিলেন ।১২

মুক্তকারী পৃথিবীশ্বর সেই রাজগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে সমাগত হইয়া বিবিধ রত্ন দ্বারা তাঁহার সম্বর্ধনা করিলেন ।১৩

তখনই যাদবের কপিধ্বজযুক্ত শত্রুসন্তাপ ও শত্রুসহী হইয়া সেই গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন ।১৪

যে রথে তাঁহারা আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, ঐ রথের নাম ছিল মোদয়িতৃ। ঐ রথে দুই মহাবাহু যোদ্ধা একত্রে বসিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ রথের সারথি ছিলেন। ঐ রথ হইতে শত্রুর উপর আঘাত করার সুবিধা ছিল। সমস্ত রাজগণ কর্তৃক ঐ রথ দুর্ধর্ষ ও অতীব দর্শনীয় ছিল ।১৫

ভীম ও অর্জুন দুই যোদ্ধা ঐ রথে আছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ রথের সারথি, ইহা দ্বারা ঐ শ্রেষ্ঠ রথ অধিকতর শোভিত হইয়াছিল। সমস্ত ধনুর্ধর কর্তৃক এ রথ রক্ষা করা হইত, যেহেতু ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া তারকাময় সংগ্রামে বিজয় করিয়াছিলেন।

যেন সর্বে যাদবানাং প্রধান মন্ত্রতৌর্বম।
তং প্রাপ্য সমতপ্তন্ত যথা তে পুরুষর্ষভাঃ ॥১৯
তত্র কৃষ্ণ মহাবাহুঃ ভ্রাতৃভ্যাং সহিতঃ তদা।
প্রথমং যাদবা দৃষ্ট্বা সমপদ্যত বিস্মিতাঃ ॥২০
ঘটৈরিবৈঃ সমাযুক্তা রথো বায়ুসমো জবে।
অধিষ্ঠিতঃ স তত্তত্তে কৃষ্ণেনাতীব ভাস্বরঃ ॥২১
অন্যেষু যেষ্বিহিতস্তস্মিন্ রথবরে প্রভুঃ।
যোজয়ন্ যদুভিঃ শ্রীমান্নিত্যযুদ্ধপ্রদঃ ॥২২
চিন্তয়ামাস কৃষ্ণোঽথ সঙ্কল্পজ্ঞঃ স চাত্মবান্।
ফলে তস্মিন্ সতেবাণীত্যেবমুক্তঃ ইবোদিতঃ ॥২৩
ব্যাধিভাবৈর্ধরাধীশৈঃ সহ যুদ্ধৈর্মহাদৃতৈঃ।
তস্মিন্ রথবরে শ্রেষ্ঠে সঙ্কল্পাৎ পরমাসনঃ ॥২৪
তুমিরীক্ষ্যো হি যুক্তানাং তেজসাত্যধিকং বভৌ।
অধিকঃ ইব ব্যাদেহে সমস্তক্রিয়নাদ্বয়ঃ ॥২৫
ন স সজ্জতি যুক্তেষু শস্ত্রেষ্বপি ন রিষ্যতে।
বিদ্যো জবযুতো রাজন্ যুক্তমে যেন যাস্যতি ॥২৬
তমাস্থায় রথং দিব্যং পর্জন্যসমনিঃস্বনম্।
নির্যযৌ পুরুষব্যাঘ্রঃ পাণ্ডবাভ্যাং মহাদ্যুতিঃ ॥২৭
যং লেভে যাদবাদ্ রাজা বরুণস্যাম্ বৃহদ্রথঃ।
বৃহদ্রথাৎ ক্রমেণেব প্রাপ্তোঃ যং তং নৃপ ॥২৮
ন নির্যান্ত মহাবাহুঃ পুণ্ডরীকেক্ষণস্ততঃ।
নিমিত্তানি মহিষ্ঠানি প্রাদুরাসন্ মহাত্মনঃ ॥২৯
তত্রেমে যাদবাঃ সর্বে সংকর্ষণপুরোগমাঃ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা রাজন্ নিমিত্তানি দদর্শিরে ॥৩০

ওজ ভাস্করের ন্যায় যাহার আভা, যেখানেই যাহার দৃষ্টি যাইতেছে সেখানেই, বিভিন্নদেশীয় অধিক শত্রুবিনাশী অস্ত্রশস্ত্র সেই রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন যাত্রা করিলেন ॥১১-১৮

যাহা যাহা ইন্দ্র সমবর্ষণ(১১)বার দানবগণকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাদৃশ রথ পাইয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বিজয়ন অভিশয় পরিতুষ্ট হইলেন ॥১৯

তদনন্তর দুই ভাইএর সহিত মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে তখন সেই রথে অবস্থিত দেখিয়া যদুবংশীয় সকলেই আশ্চর্য বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥২০

হে ভারত। বায়ুতুল্য বেগশালী সেই রথ বিশ্ব ঘোটকে সমাযুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভিত হইয়াছিল ॥২১

সেই উত্তম রথে বেগনিশ্চিত ইন্দ্রধনুর সমান প্রভাসম্পন্ন শোভাশালী অন্য অন্য এক যোজন দূর হইতে দেখা যাইতেছিল ॥২২

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন এবং সঙ্কল্প সেইক্ষণে তথায় সমাগত হইলেন, জলধারী বিষ্ণুরূপের মহানাগশয্যার ও অন্যান্য ভূষিতাস্ত্রের সহিত সেই রথোত্তমে শস্ত্রশয়ন সকল (অবস্থান করিলেন) সমাগত হইলেন। তাহা দ্বারা সেই রথ উত্তম হইয়া যেন ঐশ্বরিক রূপ শোভা পাইয়াছিল ॥২৩-২৪

ঐ উত্তম রথ সহস্র কিরণের মধ্যাহ্নকালীন সূর্যমণ্ডলের ন্যায় অধিক দীপ্তিশালী ও প্রাপ্তি-যোগের ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। বিশ্ব সেই রথরাজ কখনও যুদ্ধমধ্যে সাদের হইত না এবং শস্ত্র দ্বারাও তাহা খণ্ডিত হইত না, হে রাজন্! ইহলোকে যাদবগণ কর্তৃক ঐ রথ দৃষ্টি গোচর হয় ॥২৫-২৬

মেঘতুল্য গম্ভীর ধ্বনি পরিপূর্ণ সেই দিব্য রথে ভীম ও অর্জুন এই দুই পাণ্ডবের সহিত পুরুষব্যাঘ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন ॥২৭

হে রাজন্! বরুণের নিকট হইতে রাজা বসু যে রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে বসুর নিকট হইতে রাজা বৃহদ্রথ, এই ক্রমে বৃহদ্রথের নিকট হইতে রাজা জরাসন্ধ যে রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২৮

তাহার পর মহাযশা মহাবাহু কমলনয়ন

বন্ধনাদ্ বিপ্রমুক্তাশ্চ রাজানো মধুসূদনম্।
পূজয়ামাসুরচ্যুতং ঋষিপূর্বাভিঃ স্তবঃ ॥৩১
নৈরঞ্জিক্যং মহাবাহো যদি যেনাভিনন্দসে।
ভীমার্জুনমনোলোপেতে ধর্মং প্রতিপাদয়ন্ ॥৩২
জরাসন্ধবধে ঘোরে দুঃখপক্ষে নিমজ্জতাম্।
রাজ্ঞাং সমুদ্ধরণং বলিনং কৃতবান্ হি বৈ ॥৩৩
ত্রিক্ষে সমবনম্রাণাং শিরোভির্মৌলিভূষণৈঃ।
নিষ্ঠা যোক্ষ্যে যদো শৌভবাপ্তঃ তে মধুসূদন ॥৩৪
কিং দুর্লভং পুরুষব্যাঘ্র সাধি নঃ প্রণতিপ্রিয়ান্।
কৃষ্ণদ্বিষ্যায় তদ্ বিদ্ধি তূলৈরগ্নিমিবোদ্যতম্ ॥৩৫

তমুবাচ হৃষীকেশঃ সমাযান্তং মহাবনা
যুধিষ্ঠিরো রাজসূয়ং ক্রতুমাহর্তুমিচ্ছতি ॥৩৬
তত্র ধর্মপ্রযুক্তশ্চ পাণ্ডবস্য কিরীটিনঃ।
সর্বৈরস্মদ্বিধৈর্ভাব্যং সাহায্যং ক্রিয়তামিতি ॥৩৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৃদু মৃদুতরম্।
তথেত্যেবাব্রবন্ সর্বে প্রতিনন্দ্যাচ্যুতং গিরম্ ॥৩৮
তত্র রাজন্যসার্থং চক্রুস্তে পৃথিবীশ্বরাঃ।
কৃষ্ণাজ্ঞয়ৈব গোবিন্দস্যেব হৃদনুকম্পয়া ॥৩৯
তমাপৃচ্ছ্যাথ হৃষীকেশং সহসেনো মহাবলাঃ।
নির্যযৌ নগরাদাশু পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্ ॥৪০

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেখিয়ত হইতে বাহিরে আসিয়া সমবেত বৃষ্ণিবীর দিগকে বিদায় দিলেন।৩৯

হে রাজন্। তখন সেখানে রাজন্যবর্গের সমস্ত সাহায্য বিধিবিধিরে তাহারা ঈহার সৎকার ও পূজা করিলেন।৪০

বন্ধন হইতে বিমুক্ত রাজন্যবর্গ শ্রীমধুসূদনের পূজা করিলেন এবং তাঁহার স্তুতি করিয়া এই বাক্য বলিলেন।৩১

হে মহাবাহো! ভীম ও অর্জুন এই দুই অনোলোপ হইয়া যেরূপ আপনি যে ধর্মের প্রতিপালন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।৩২

যোরতর দুঃখপঙ্কে জরাসন্ধ-বধে বিপন্ন রাজগণের যে ত্রাণ আপনি সম্যক্ উহার করিয়াছেন, ইহা আপনার যোগ্য কর্ম।৩৩

হে বিভো! তাহাদের অতি দারুণ শিরিমুকুটে সমবনম্র রাজগণের মোচন করায়, হে মধুসূদন! মুকুটধারী আমাকে প্রণাম করা আপনি লাভ করিলেন।৩৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দণ্ডবিধানের অযোগ্য হইয়া এই কর্ম আপনি অবাধাচারে সাধন করিয়াছেন, প্রণত আমাদিগকে আদেশ করুন, আমরা কি করিব?৩৫

মহাযনা: ভগবান্ হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে সম্যক্ রূপে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন —ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।৩৬

আপনারা সকলে (যা) আসর হইয়া ধর্মে প্রযুক্ত ও সাহায্যে বদ্ধি করিবে ইহা ই এই যুধিষ্ঠিরের কার্য্যে সহায়তা করুন—ইহাই আমার অভিপ্রায়।৩৭

হে মৃদুতর। তাহার পর সেই সমস্ত রাজগণ ভগবানের সেই বাক্য শুনিয়া তাহার অনুমোদন করিয়া "তাহাই করিব" এইরূপ বলিলেন।৩৮

সেই পৃথিবীশ্বরগণ সাধারণ্যে ভগবান্ কৃষ্ণের মত গ্রহণ করিলেন, ভগবান্ গোবিন্দ তাহাদের সেই মত অনুকম্পাপূর্বক অভিনন্দন করিলেন।৩৯

তদনন্তর জরাসন্ধনন্দন মহাযনা: সহদেব পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করিয়া স্বজন ও অমাত্যগণের সহিত নিজপুর হইতে নির্গত হইলেন।৪০

স নীতঃ প্রণয়ং দৃষ্ট্বা বন্ধুভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
সহদেবো মুদা যুক্তো বাসুদেবমুপাদিশৎ ॥৪১

(সহদেব উবাচ।

যৎ কৃষ্ণং পুরুষব্যাঘ্র ত্বং পিতা জনার্দন।
তৎ তে ক্ষমে ন তাবান্যো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥
যদ্বা প্রণয়মাত্মনি গোবিন্দ প্রণয়ে কৃত্ত যে প্রভো।
পিতৃষ্বসৃষি সংজাতং কর্তুং নেহিতুমর্হসি ॥
অজ্ঞাতজ্ঞাপনাদ্ ভীতাপ্তা ভীমসেনাৎ তথার্জুনাৎ।
নির্বৃতে কিমিহাস্মাভি র্ব্যাজাদ্ ব্যাপ্তমনস্তরম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিজ্ঞাপ্যমানস্ত সহদেবস্ত মাধবি।
প্রত্যুবাচ দেবকীপুত্রো পাণ্ডবৌ চ মহারথৌ ॥
বিসৃজ্য সুহৃদো রাজন্ পিতৃস্তে ইতি চাব্রুবন্।
প্রযুজ্য বাসুদেবস্ত পার্থিবেন্দ্রে স মাধবঃ ॥

প্রবিশ্য নগরং পূর্ণং হয় যন্ত্রিভিরাপ্তবান্।
চিরাৎ চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ কালেয়-সরলৈস্তথা ॥

কালাগুরুসমৈশ্চান্যৈ স্তৈলৈশ্চ বিবিধৈরপি।
ঘৃতমাক্তৈশ্চ তৈশ্চৈব হুতমেভিশ্চ মাধবম্ ॥

সমস্তাদেবকীস্তত্র ধর্মতঃ ধনমাদিশৎ।
ঔর্ধ্বদৈহিক তত্রেষ্টং সহদেবঃ সমাচরৎ ॥

কৃষ্ণা পিতৃঃ স্বসৃপতিং নির্বৃতৌ তত্র তেষতুঃ।
পাণ্ডবৌ চ মহাত্মানৌ ভীমসেনার্জুনাবুভৌ ॥

স প্রহৃষ্ট প্রাঞ্জলিস্তু বিজ্ঞাপয়ত মাধবম্।

সহদেব উবাচ।

ইমে বয়ানি ভূতানি গোমহিষিমবিস্তরঃ।
ধনিনোঽন্নাশ্চ গোবিন্দ যদাদীনি বিবিধানি চ ॥
বীরত্বাং ধর্মরাজায় যো যা যজ্ঞে ভবান্ ।)

যদবগণ পুরোভাগে লইয়া সেই রাজা সহদেব বিনীতভাবে চরণতলে প্রণত হইয়া সহদেব ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন।৪১)

(সহদেব কহিলেন—হে পুরুষশার্দূল। হে জনার্দন। হে মহাবাহো। পুরুষোত্তম। আমার পিতা যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা আপনি আপনার হৃদয়ে স্থান দিবেন না।

হে গোবিন্দ। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে প্রভো। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, হে দেবকীনন্দন। আমি পিতার সৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার নিকট হইতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া এবং ভীমসেন ও অর্জুনের নিকট হইতে সেইরূপ আদেশ লাভ করিয়া নির্বৃত হইয়া ইচ্ছানুসারে যথানুরূপ বিধান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—সহদেব এই প্রকার নিবেদন করিলে পর দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথী ভীম ও অর্জুন—এই পাণ্ডবত্রয় অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! আপনি আপনার পিতার যথোচিত সৎকার করুন, এই কথা তাঁহারা সকলেই বলিলেন। বাসুদেবের ও যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুনিয়া ভগবান্ সহদেব বন্ধুগণের সহিত ক্রমে নগরে প্রবেশ করিয়া তখন তাঁহ, কালেয় সরল কাষ্ঠ ও কাল অগুরু কাষ্ঠ প্রভৃতি সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করিয়া ভগবানের পর দ্বারায় উপরে রাখিয়া অনন্তর চিতায় পর বহু প্রকার সম্ভার বিবিধ প্রকার সুগন্ধি তৈল ও ঘৃত ঢালা এবং অগ্নি চারিদিক্ হইতে বিস্তীর্ণ করিতে লাগিলেন।

ভগবানের পর সহদেব যোষ্ঠ ভাই এর সহিত পিতার তর্পণ (উদকদান) করিলেন, এইরূপে পিতার পারলৌকিক কার্য্য করিয়া সহদেব নগর হইতে নির্গত হইয়া যেখানে ভোজন, যেখানে ভগবান্ কেশব, মহারাজ ভীমসেন ও অর্জুন এই পাণ্ডবত্রয় বিদ্যমান আছেন, তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনয় ও প্রাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ মাধবকে কহিলেন।—

ভদ্রার্যায় তত্ত্বতশ্চৈব কৃষ্ণো দেবকজাং তথা।
আনর্তেষ্বথ বহ্বীষু স্ত্রীষু পুরুষোত্তমঃ ॥৪২
অন্যাসিকঃ তথৈবেহ জ্ঞানতশ্চাপ্যজং বুধা।
ঘটোৎকচঃ কৃষ্ণেন পার্থাভ্যাং চৈব সংকৃতঃ ॥৪৩
নিশম্য রাজা ধৃতিমান্ বাহ্যেবপুরঃ নৃপ।
অভিনিষ্ক্রম্য মহাবাহুর্যানতির্দেবাস্তিকং ॥৪৪
কৃষ্ণস্য সহ পার্থাভ্যাং ত্রিয়া পরময়া যুতঃ।
মহাত্মানাং তুরীয়ো হি প্রথমো পুরুষর্ষভঃ ॥৪৫
ইন্দ্রপ্রস্থমুপাগম্য পাণ্ডবাভ্যাং সহাচ্যুতঃ।
সমেত্য বর্ষরাজানং ধৌম্যমাগ্নেয়কল্পকং ॥৪৬
দিষ্ট্যা তীমেন বলবান্ জয়াস্যেতি নিমন্ত্রিতঃ।
রাজানো মোক্ষিতাশ্চৈব বহবঃ পুরুষর্ষভ ॥৪৭

দিষ্ট্যা কৃষ্ণস্য চেমৌ তীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ।
পুনঃ স্বনগরং প্রাপ্তাবকৃতাত্মিতি ভারত ॥৪৮

অথো যুধিষ্ঠিরো কৃষ্ণং পুরস্কৃত্য মহামতিঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ চৈব প্রহৃষ্টঃ পরিষস্বজে ॥৪৯

ততঃ কৃষ্ণো জয়াসঙ্গে ভ্রাতৃভ্যাং বিধিবৎ তদা।
অভ্যনন্দদ্ধনাদায় মুদিতো ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৫০

(তচ্ছ্রুত্বা বর্ষরাজ্ঞঃ সকাশাৎ জনার্দনস্যাগমনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদ্যৎ প্রাপ্য পুরুষব্যাঘ্র ভীমসেনস্য পাক্ষিকঃ।
ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধর্মজ্ঞো ভবানস্মান্ প্রযাপয়াৎ ॥

সহদেব কহিলেন,—হে গোবিন্দ! শঙ্খ, ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি এই পশুগণ, বেদ বস্ত্র, মণি, অশ্ব এবং নানাপ্রকার রত্ন বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়া দিবেন, অথবা আপনি যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করিবেন।)

তখন ভগবান্ সেই সহদেবকে পুরস্কারস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করিয়া তাঁহার আনীত মহামূল্য রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন ॥৪২

তৎপরে আনন্দের সহিত জয়াসঙ্গপূর্ব্বক সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সহদেবকে অতিশয় পুরস্কৃত করায়, ভীম ও অর্জ্জুন এই পার্থদ্বয় সহদেবের যথোচিত সৎকার করিলেন ॥৪৩

হে রাজন্! এই মহাবাহু কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মহাবাহু ধৃতিমান্ রাজা সহদেব বীর সিন্ধুরাজ্য পুরস্কারপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন ॥৪৪

পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থদ্বয়ের সহিত পরম যোগযুক্ত হইয়া উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৪৫

ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ অচ্যুত ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় আনন্দের সহিত ধর্ম্মরাজকে বলিতে লাগিলেন ॥৪৬

হে নৃপসত্তম! ভীমসেন আনন্দের সহিত বলবান্ জয়াসঙ্গকে বিনাশিত করিয়াছেন এবং তাঁহারও রাজগণও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥৪৭

হে ভারত! ভাগ্যক্রমে এই দুই ভাই ভীমসেন ও ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষতশরীরে বলবাহনের সহিত পুনরায় আগমন করিয়াছেন ॥৪৮

তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত পূজা করিয়া ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৪৯

ভীম ও অর্জ্জুন দুইজনে যাহা জয়াসঙ্গ করিয়াছেন তাহার কথা বলিলে তাহারা প্রসন্ন হইলেন এবং তখন যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত অভিনন্দন আনন্দলাভ করিলেন ॥৫০

(ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দনকে বলিলেন,

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনাকে

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং আপ্স্যামি বিপুলং ত্বয়ঃ।
ত্বয়ু ক্ষিতিসমাক্রিপ্তা যাদবার্যোঽপি অনার্দন ॥
ঈজে পৃথিব্যাং ক্রতুনা বলবত্তে পুরুষোত্তম।
অবভৃথেনৈব প্রাপ্তাস্তে বিপুলাঃ ক্রিয়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্ভাষ্য কৌন্তেয়ঃ প্রণম্য শিরসাচ্যুতং।
প্রতিযুধ্য চ গোবিন্দো জগামাভিমতং তদা ॥

প্রহৃষ্টস্তু মুনুদে ফাল্গুনেন জনার্দনঃ।
শ্রীতিমানভবদ্ রাজন্ ধর্মরাজপুরস্কৃতঃ ॥)

যথাবদ্ সমাগম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ।
সৎকৃত্য পূজয়িত্বা চ বিসসর্জ মহাদ্বিজান্ ॥৫১

মহারত্নপ পাইয়া ভীমসেন বলোন্মত্ত হইয়া প্রভাশালী যদুরাজ জনার্দনকে বিশ্রামিত করিয়াছেন।

হে জনার্দন। এখন আমি বিক্রান্ত হইয়া মহত্তেজ রাজসূয়নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিব। আপনার বুদ্ধি ও বল আশ্রয় করিয়াই আমি এই যজ্ঞ করিবার যোগ্য হইয়াছি।

হে পুরুষোত্তম। এই যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীতে আপনার যশ বিস্তৃত হইল। জরাসন্ধবধের দ্বারাই আপনার বিপুল সম্পদ্ লাভ হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিয়া প্রভুকে একটী মেঘ প্রদান করিলেন। জরাসন্ধের সেই যজ্ঞ ভগবান্ গোবিন্দ প্রতিগ্রহ করিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভগবান্ জনার্দন অর্জুনের সহিত সেই যজ্ঞে আরোহণ করত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ধর্মরাজ কর্তৃক পূজিত হইয়া ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন।)

যজ্ঞাবসানে সকলে একত্র মিলিত হইয়া ভগবান্ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সহিত ব্রাহ্মণদের যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।৫১

যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লাভ করত সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টমনা হইয়া যথাবিধি যজ্ঞে আরোহণ করিয়া নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন।৫২

এইরূপে পুরুষোত্তম মহাবুদ্ধি ভগবান্ জনার্দন ভগবান্ পাণ্ডবগণের দ্বারা স্বকীয় জরাসন্ধবধ যজ্ঞ সমাধান করাইলেন।৫৩

হে ভারত। জরাসন্ধকে বুদ্ধিপূর্বক হত্যা করাইয়া সত্যবান্ শ্রীমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণা ও দ্রৌপদীর বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করত কৃষ্ণা, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে এবং ধৌম্যকে আহ্বান করিয়া বন্ধুবান্ধবগণ সমেত পূজ্য ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে দক্ষিণা বিতরণ করিয়া নিজের পুরীর প্রতি প্রস্থান করিলেন।৫৪-৫৬

হে ভরতর্ষভ। তাঁহার গমন সময়ে যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণ ভগবান্ অচ্যুতের কার্যকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিলেন।৫৭

অন্যে সমে তদবধি কুরুণে দেবিকাসমনে।
অন্ন লব্ধা পৃথিবীপুত্রঃ রাজ্ঞঃ সকাশমং যযৌ ॥৪৮

সমর্পিত্বা তদো কৃষ্ণঃ কর্মণা তেন ভারত।
দ্রৌপদ্যা পাণ্ডবা রাজন্ পরাং প্রীতিমবর্ধয়ন্ ॥৪৯

তস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং ধর্মকামার্থসংহিতম্।
তদ্ রাজা ধর্মতত্ত্বজ্ঞঃ প্রজাপালনকীর্তনম্ ॥৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি
জরাসন্ধবধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

যে রাজন্! তাহার পরে বেদজ্ঞাহ্মণ তদবধি শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যেলেন। বিপুল তপস্যা করিয়া যজ্ঞসূক্ত রাজসূয়কে অন্তরায় করায় সেই অপরাধ দ্বারা পাণ্ডবদের যশোরাশি সংবর্ধিত হইল। হে জনমেজয় রাজন্! পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত শ্রীতিবর্ধন করিয়াছিলেন ॥৪৮-৪৯

সেই সময়ে ধর্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির বিধির যাহা কর্তব্য, রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মানুসারে সেই সমস্ত করিলেন এবং প্রজাপালন ও তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দান তাঁহার মুখে যাহা করিতে লাগিলেন ॥৫০

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্বে জরাসন্ধবধবিষয়ে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৪

(দিগ্‌বিজয়পর্ব)

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনাদিভিশ্চতুর্ভিঃ পাণ্ডবৈঃ দিগ্‌বিজয়যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পার্থঃ প্রাপ্য বসূঃ শ্রেষ্ঠমস্ত্রযুগ্মং চ সত্বরম্।
হয়ং রাজন্ সভাং চৈব দুর্নিরীক্ষ্যমবাপ হ ॥১

অর্জুন উবাচ।
বসুদ্রবং ধনং বীর্যং পশ্য ভূমির্বসো বসু।
প্রাপ্তবেতরা রাজন্ দুষ্প্রাপ্যং বহুকৌশিকম্ ॥২

উত্তরং কুরবশ্চাপি যস্যে দোগ্ধ্রং পরিশ্রবম্।
করদাশ্চাভিষিক্তাশ্চ রাজ্ঞঃ সর্বান্ নৃপোত্তম ॥৩
বিজয়ায় প্রযাস্যামি দিশং ধনপালিতাম্।
তিষ্যেণ মুহূর্তে চ নক্ষত্রে চাভিপূজিতে ॥৪
(এবমুক্ত্বা কুরুশ্রেষ্ঠো ধর্মরাজঃ সহানুজঃ।
প্রস্থানে মন্ত্রিভিশ্চৈব যযৌ যোদ্ধাভিরেব চ ॥

(দিগ্‌বিজয়পর্ব।)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনাদি চারিভ্রাতার দিগ্‌বিজয় যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অর্জুন শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, অস্ত্র ও বিশাল ভূমিভাগ, ধন, পতাকা ও সভাভবন লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন ॥১

অর্জুন বলিলেন,—হে রাজন্! আমি যন্ত্র, অস্ত্র, বাহনসমূহ, পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পদ্ম, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজভূমি, ধন ও বল এবং যাহা দুর্লভ ও অতীপিত, সেই সমস্তই লাভ করিয়াছি ॥২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এখন বিজয় যোগ পরিবর্তন করাই আমার কাজ বলিয়া মনে করিতেছি। সমস্ত রাজন্যকে জয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আহরণ করিব ॥৩

তত্রো ব্যাসো অবদ্ধিজবরশ্রেষ্ঠং ধর্মভৃতাম্বরম্।
ব্যাস উবাচ।
পার্থ পাস্যন্তি কৌন্তেয় লিপ্তা যে বৃষ্টিবৃষ্টয়ঃ।
পৃথিবীমখিলাং ভোক্ষ্যতেঽবাপ্তিস্তে ভবান্।
যস্য পাণ্ডুর্মহীপালো যস্য পুত্রস্ত্রয়োদশ।
সর্বং প্রাপ্স্যতি যাজ্ঞেন্দ্রো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যস্যাস্ত্রবলমাশ্রিত্য ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ।
যস্যাহুবলমাশ্রিত্য যাজ্ঞসেন্যোঽপ্যবাপ্স্যতি।
নকুলাদ্ বাসুদেবস্য ভীমার্জুনবলেন চ।
যস্যাহ্বাস্যতি বীর্যেণ সর্বং প্রাপ্স্যতি ধর্মরাট্।
তস্মাদ্ বিশ্বং দেবগুপ্তাদ্যৌঃ পদ্ম ইব দ্রুতম্।
শক্রো ভবান্ দ্রুবান্ ক্ষিপ্রং ধনাজ্যেরর্জুনোদ্যতঃ।

প্রতীচ্যাং ভীমসো বলাগ্র্যো প্রযাতু ভরতর্ষভঃ।
যাম্যাং তত্র দিশং যাতু সহদেবো মহাবলঃ।
প্রতীচ্যাং নকুলো গত্বা বরুণেনাভিপালিতাম্।
এষা মে বৈষ্ণবী বুদ্ধিঃ ক্রিয়তাং ভরতর্ষভাঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা ব্যাসবচো হৃষ্টাস্তথেতি পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পাণ্ডবা ঊচুঃ।
এবমস্তু মুনিশ্রেষ্ঠ যথাজ্ঞাপয়সি প্রভো।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধনঞ্জয়ঃ শ্রুত্বা বর্ষাত্রে যুধিষ্ঠিরঃ।
হিরণ্যস্রজমাদিশ্য তং দিশং প্রত্যপদ্যত।

আপনি অনুমতি করিলে ভরতর্ষভ, বৃহস্পতি ও নক্ষত্রে মুহূর্তে পালিত ঐন্দ্রদিক্ বিজয়ের জন্য প্রস্থান করিব।

(ইহা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত ও ব্যাস-ধৌম্য প্রভৃতি ঋত্বিগণের সহিত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর মহামুনি ব্যাস অর্জুনকে এই বাক্য বলিলেন।

ব্যাস কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! আমি আপনাকে সাদরে জ্ঞাপন করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমেই আপনার এরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। আপনি এখনই সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারেন।

রাজা পাণ্ডু যত, যাহার পুত্র আপনি এরূপ পরাক্রমশালী। আপনার পরাক্রমে ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত বিশ্ব লাভ করিবেন এবং সেই ধর্মরাজ সার্বভৌমত্ব লাভ করিবেন। আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া যাজ্ঞসেনী যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া লইবেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের উদয় নীতি, ভীম ও অর্জুনের বল এবং নকুল ও সহদেবের পরাক্রম দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সব কিছু প্রাপ্ত হইবেন।

অতএব হে অর্জুন! আপনি দেবরক্ষিত ঐন্দ্রদিকে গমন করুন। তথায় আপনি দেবরাজকে জয় করিয়া রত্নপূর্ণ মহান্ আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন।

ভীমসেন প্রাচ্যাভিমুখী হউন, ভীমসেন পূর্বদিকে যাত্রা করুন, মহাবল সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করুন এবং নকুল বরুণপালিত পশ্চিমদিকে গমন করুন।

হে ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ! আমার এই নিশ্চিত বুদ্ধি আপনারা পালন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ব্যাসের এই বাক্য শুনিয়া পাণ্ডবগণ পরম হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

পাণ্ডবগণ বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভো! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, এইরূপ কার্যই হউক।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন—অর্জুনের বাক্য শুনিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্ণমুক্ত পতাকাযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

যজ্ঞিকৈশ্চাপরৈর্বিপ্রান্ প্রযাহি ত্বমরিন্দম।
দুর্যোধনস্যাপরাধাৎ ভয়মস্মান্ন কার্যতাম্ ॥৬
বিজিত্যেমাং প্রভো পার্থ বিজয়েন ময়ানঘ।
ইষ্ট্বাক্রতূন্ প্রভূতাংস্ত্বং সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ॥৭
অভিষেকেন বিধিনা যমেবাহুরকর্মণা।
তেনৈব ভীমসেনাপি যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ ॥৮
সর্বৈরাত্মভিরস্মাভিঃ সর্বকামৈরুপস্থিতঃ।
বিদ্ধি ধনপতেরিষ্টমাত্মনশ্চ পাকশাসনিঃ ॥৯

ভীমসেনস্তথা প্রাচীং সহদেবস্য দক্ষিণাম্।
প্রতীচীং নকুলো রাজন্ বিদ্ধি ব্যবসিতাং দিশম্ ॥১০
পাণ্ডবাস্তত্রমন্ত্রজ্ঞা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
আসীনং পরয়া লক্ষ্ম্যা তত্রৈনং পর্যবারয়ন্ প্রভুম্ ॥১১
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি
দিগ্বিজয়প্রক্ষেপকথনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে ভরতর্ষভ! পূজা বিগ্রহণের অভিষেকাদি করাইয়া অকম্পনের নিবারণ ও বৃহদ্বর্মের আক্রমণ নিষিদ্ধ করা কর ॥৯

হে পার্থ! তোমার বিজয় সুনিশ্চিত। তোমার অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ হইবে। এই কথা বলিলে অর্জুন তখন সুহৃৎ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া অভিষেক অনুষ্ঠানকারী বিপ্রগণে আশীর্বাদপূর্বক প্রস্থান করিলেন। সেইরূপ ভীমসেন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ যমজ নকুল-সহদেব ইহারাও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংকৃত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সকলেই দিগ্‌বিজয়ে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! ইন্দ্রকল্প অর্জুন ধনপতির প্রিয় ইচ্ছাদিক্ জয় করিলেন, সেইরূপ ভীমসেন পূর্বদিক্, সহদেব দক্ষিণদিক্ ও অনুবিনাশের নকুল পশ্চিম-দিক্ জয় করিলেন ॥৭-১০

ধর্মরাজ প্রভু যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবপ্রস্থ মধ্যে অবস্থান করত পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেন ॥১১

শ্রীমন্মহাভারতপ্রকাশ শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্বে সংক্ষেপে দিগ্‌বিজয় কথা-বিষয়ে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসূয়প্রস্তাবপূর্বক ধর্মরাজের প্রশ্ন-জ্যোতিষ্টোমাদিপদ্ধতিকথনে পরাজয়।]

জনমেজয় উবাচ।

নিত্যপ্রবিজয়ং ব্রহ্মন্ বিস্তরেণানুকীর্তয়।
ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বক্ষ্যামি তে কথামিমাং বিজয়ং পূর্বজস্য তে।
যৌগপদ্যেন পার্থৈর্হি নিখিলেন মহদ্ধনা ॥২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[রাজসূয়ে বিজয়পূর্বক অর্জুনকর্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরবিপতি ভগদত্তের পরাজয়।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের দিগ্‌বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করুন। যেহেতু পূর্বপুরুষগণের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করত আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পার্থগণ সকলে এক-

পূর্বং কুলিন্দবিষয়ে অথ চক্রে মহীপতীন্।
ততঃপ্রয়ো মহাবাহুর্নাতিতীব্রেণ বর্ত্মনা ॥৩
আবর্তম্ কালকূটাংশ্চ কুলিন্দাংশ্চ বিজিত্য সঃ।
সুবর্ণলাভ বিজিত্য কুতপ্রম্ সহসৈনিকম্ ॥৪
স তেন সহিতো রাজন্ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
বিজিগ্যে শাকলম্ দ্বীপম্ প্রতিবিন্ধ্যম্ চ পার্থিবম্ ॥৫
শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সর্বে যে নৃপতয়ঃ।
অর্জুনম্ চ সৈন্যৈস্তৈরিন্দ্রস্যেবানুযায়িভিঃ ॥৬
স তানপি মহেষ্বাসান্ বিজিগ্যে কুরুসত্তমঃ।
তৈরেব সহিতঃ সর্বৈঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥৭
তত্র রাজা মহাসীদ্ ভগদত্তো বিশাম্পতে।
তেনাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধম্ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥৮
শকৈশ্চ যবনৈশ্চীনৈশ্চ তুষারৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ ॥৯
তস্য স বিপুলাম্ সেনাম্ মোক্ষয়িত্বা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রযযৌ প্রবরান্ রাজা সর্বরত্নোপবৃংহিতম্ ॥১০
উপপন্নং মহাবাহো ত্বয়ি কৌরবনন্দন।
পাণ্ডোর্নামনুরূপস্য বীর্যাদাহবশোভিনি ॥১১
অহং সখা হরেস্তুল্য পুরাণস্যেতি মে মতিঃ।
ন শক্ষ্যামি চ তে রাজন্ বাঢ়ম্ প্রত্যুদ্যতো যুধি ॥১২
ব্রবীহি তঃ পাণ্ডবেয় ত্বমিহ কিং করবাণি তে।
যদ্ যচ্চাপি মহাবাহো হৃদি কৃত্বাসি সূচক ॥১৩

অর্জুন উবাচ।

কুরূণামৃষভো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যজতে রাজসূয়েন ক্রতুরাজেন ভারত ॥১৪

কালে এই বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন। প্রথমে অর্জুনের বিজয়বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি।২

মহাবাহু বলরাম অবহিতচিত্তে বর্ণনারম্ভ অর্থাৎ সাবধান মুখ করিয়াই প্রথমে কুলিন্দ (পুলিন্দ) দেশের অধিপতি মহীপতিদিগকে বশীভূত করিলেন।৩

আবর্ত, কালকূট ও কুলিন্দদেশের রাজগণকে জয় করিয়া তিনি সৈন্যের সুবর্ণভূমি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন।৪

হে রাজন্! অতঃপর শত্রুসন্তাপকারী সব্যসাচী অর্জুন সুবর্ণভূমির সহিত মিলিত হইয়া শাকল দ্বীপ ও পার্থিব প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিলেন।৫

সপ্তদ্বীপ মধ্যে শাকলদ্বীপবাসী যে সকল নৃপাল ছিলেন, তাঁহাদের সহিত অর্জুনসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল।৬

হে ভরতর্ষভ! অর্জুন সেই মহাবাহুগণ রাজগণকেও জয় করিয়াছিলেন এবং পরে সেই সমস্ত রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করিলেন।৭

হে বিশাম্পতে! সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তনামে প্রবল রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।৮

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুতর যোদ্ধবর্গের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।৯

রাজা ভগদত্ত আটদিন যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে অপরিশ্রান্ত অর্জুনকে মহাস্ত্রবলে বলিলেন।১০

হে মহাবাহো, কৌরবনন্দন! আপনি ইন্দ্রসুত, সংগ্রামশোভী বীর, আপনার এরূপ বলবীর্য যথা সঙ্গতই বটে।১১

আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সখা, এবিষয়ে মতিভ্রম প্রযুক্ত আমার অন্যথা নাই। হে বলন্! তথাপি আমি যুদ্ধে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি না।১২

হে পাণ্ডুবংশোদ্ভব! আপনি কি লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, বলুন? আমি আপনার কি

তত্র পার্থিবরাজেন্দ্র কথয়ন্তৈব প্রণীতবান্।
তথা পিতৃগতা চৈব শ্রীমতাপি ময়াপি চ।
অত্রা রাজাপরাধি যাং শ্রীমিপূর্বা প্রণীতবান্ ॥১৪
তমহং উবাচ।
কুন্তীমাতর্বথা মে ত্বং তথা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্বমেতৎ করিষ্যামি কিং তাতং করবাণি তে ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দক্ষপর্বণি বিশ্বিজয়পর্বণি
অর্জুনবিশ্বিজয়ে তথবতপরাজয়ে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

করিতে পারি। যে আজ্ঞা করেন, পুনরায়। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহা করিব ॥১৩

পিতার ন্যায় এবং আমারও প্রিয়কার্য, সেইজন্য আপনাকে আমি আদেশ করিতে পারি না, আপনি শ্রীতিপূর্বক তাঁহাকে এই প্রদান করুন ॥১৪-১৫

অর্জুন করিলেন,—কুরুকুলপতিদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত রাজাদের মধ্যে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বড় হইবেন এবং আমি তাঁহার পার্থিবের সম্পাদনের ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। আপনি আমার

তখন করিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! আমার বিবেচনায় আপনি যেরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপ, অতএব আমি এ সমস্ত কার্যই করিব, আপনার অন্য কার্য আর কি করিতে হইবে, বলুন ॥১৬

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সপ্তাদশপর্বান্তর্গত বিশ্বজিৎপর্বে অর্জুনের বিশ্বজিৎপ্রসঙ্গে তথবত-পরাজয়বিষয়ে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য উত্তরদিক্‌স্থিতবিজিগীষাবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ তথবতং ধনঞ্জয়ঃ।
অনেনৈব কৃতং সর্বমনুজ্ঞাদি মহাত্মনঃ ॥১
তং বিজিত্য মহাবাহুঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
প্রযযাবুত্তরাং তস্মাদ্ দিশং ধনপপালিতাম্ ॥২

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের উত্তরদিক্‌স্থিত বিজিগীষা-রাজা জয়।]

বৈশম্পায়ন করিলেন,—তখবত অর্জুনকে এইরূপ বলায় পর অর্জুন তখবতকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আপনি যে সব দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা দ্বারাই আপনার সমস্ত কার্য করা হইয়াছে। এখন অনুমতি করুন, আমি যাই" ॥১

তখবতকে জয় করিয়া মহাবাহু কুন্তীপুত্র অর্জুন সে স্থান হইতে কুবেরপালিত উত্তরদিকে গমন করিলেন ॥২

অন্তর্গিরিঞ্চ কৌন্তেয়স্তথৈব চ বহির্গিরিম্।
তথৈবোপগিরিঞ্চৈব বিজিগ্যে পুরুষর্ষভঃ ॥৩
বিজিত্য পর্বতান্ সর্বান্ যে চ তত্র মহীপতয়ঃ।
তান্ বশে স্থাপয়িত্বা স ধনায়াদায় সর্বশঃ ॥৪
তৈরেব সহিতঃ সর্বৈরনুজগ্মে চ তান্ নৃপান্।
ঔলূকদ্যভিমং রাজন্ বৃহন্তমুপজগ্মিবান্ ॥৫
তমসংবরণায়ৈব ধনমেষিষ্যতে ভৃশম্।
ততিবাক নিবাসেব কম্পমান্ বসুধাধিপান্ ॥৬
ততো বৃহন্তমুদ্দিশ্য বলেন চতুরঙ্গিণা।
বিজয়স্য নয়াৎ তস্মাদ্ যোধয়ামাস ফাল্গুনম্ ॥৭
তস্যাস্ত সচিবাংস্তূর্ণম্ বলস্থান্ বৃহদ্রথঃ।
ন শশাক বৃহন্তন্তং শাতয়ন্তিরজিহ্মগৈঃ ॥৮

লোহিতাশ্বস্তমঃ রাজা কৌন্তেয়ং পর্যবেষয়ৎ।
ঔলূকাধিপতিং তূর্ণং যুদ্ধায়াহ্বয় সর্বশঃ ॥৯
স তস্যাজ্ঞামবজ্ঞায় ঔলূকশিবিরং যযৌ।
সেনাবিন্দুসহো রাজন্ যুদ্ধায়াহ্বয় সর্বশঃ ॥১০
যোধাপূষ্ণং বাসুদেবং সুদামানং তথাঽচ্যুতম্।
ঔলূকাশ্চতুরস্তৈশ্চ ন্যহনন্ রাজ্ঞঃ সমানয়ৎ ॥১১
তমসংবরণঃ পূর্বৈর্যে বধ্যাস্তস্য শাসনাৎ।
কিরীটী বিজয়ান্ রাজন্ দেবান্ পঞ্চগণানিব ॥১২
স দেবপ্রস্থমাসাদ্য সেনাবিন্দোঃ পুরং প্রতি।
বলেন চতুরঙ্গেণ নিবেশমকরোৎ প্রভুঃ ॥১৩
স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্বিন্দসহপরাজিতম্।
অভ্যধাবদ্ধয়ানীকো সৌবলং পুরুষর্ষভ ॥১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ প্রথমে অন্তর্গিরি, মৌঞ্জপুরে বহির্গিরি ও উপগিরি নামক স্থান জয় করিলেন।৩

সমস্ত পর্বত জয় করিয়া তথায় যে সকল নরপতি অবস্থিত ছিলেন, তাহাদিগকে নিজের বশে স্থাপনপূর্বক তিনি সমরের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিলেন।৪

হে রাজন্! অনন্তর সেই নৃপগণকে সঙ্গে করিয়া সেই সমস্ত নৃপগণের সহিত ঔলূকদেশাধিপতি রাজা বৃহন্তের নিকট গমন করিলেন।৫

সেই বৃহন্তরাজ, তমসংবরণ রক্ষার্থে এই পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন।৬

অনন্তর রাজা বৃহন্ত অর্জুনকে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেই নগর হইতে বাহির হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।৭

ঐ সময়ে অর্জুন ও বৃহন্তের মধ্যে অতি মহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিন্তু বৃহন্ত অর্জুনের বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না।৮

হুর্ধর্ষ যোদ্ধা পর্বতরাজ বৃহন্ত অর্জুনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া সকল প্রকার যত্ন করিয়া পূর্বক অর্জুনসমীপে উপস্থিত হইলেন।৯

হে রাজন্! অর্জুন হস্তস্থিত বাণ দ্বারা বৃহন্তকেই সংপীড়ন করিয়া ঔলূকরাজের সহিত সেনাবিন্দুর নিকটে গমন করিলেন এবং বেগ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন।১০

অনন্তর তিনি যোধাপূষ, বাসুদেব, সুদামা, সুমুখ এবং উহার ঔলূকদেশ ও তত্রত্য রাজগণকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলেন।১১

হে রাজন্! অনন্তর পূর্বকালের তমসংবরণের যে শত্রু সকলকে কিরীটধারী অর্জুন তথায় অবস্থান করিয়া নিজ পুরুষকারের দ্বারা পঞ্চগণ দেবগণকে জয় করিয়াছেন।১২

তিনি সেনাবিন্দুর রাজধানী দেবপ্রস্থে আসিয়া চতুরঙ্গ বলের সহিত স্বয়ং হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন।১৩

হে পুরুষপ্রবর! মহারাজ অর্জুন পরাজিত

বিজিত্য চাহবে শূরান্ সর্বরাজান্ মহারথান্।
জিষ্ণুঃ সেনয়া যাজ্ঞসেন্যা পুরঃ পৌরবমভ্যগাৎ ॥১৫
পৌরবং মুধি বিজিত্য স্বস্থং পর্বতবাসিনঃ।
কপ্রমুৎসবসঙ্কাশানজয়ৎ সহ পাণ্ডবঃ ॥১৬
তথা কাম্বোজকান্ বীরান্ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সুহৃদ্ভ্রাতৃসমিতঃ তৈশ্চ সহ সৈন্যপতিঃ সহ ॥১৭
তত্রত্যিকর্তাঃ কৌন্তেয়ঃ সর্বাঃ কোষসমাহরৎ।
ক্ষত্রিয়া বশমে রাজন্ পার্থস্য তু সর্বশঃ ॥১৮
অভিপ্রায়ৈঃ ততো বশ্যং বিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ।
উলূকাধিপতিং চৈব রোচমানং মহেষ্বাসম্ ॥১৯
ততঃ সিংহপুরং রম্যং চিত্রায়ুধসুরক্ষিতম্।
প্রাবিশদ্ বলমাস্থায় পাকশাসনিরাহবে ॥২০

ততঃ সুহ্মাংশ্চ চোলাংশ্চ বিজিগ্যৌ পাণ্ডবর্ষভঃ।
সহিতঃ সর্বসৈন্যেন প্রাবিশৎ কুরুনন্দনঃ ॥২১
তত্র পরমবিস্তারো বাহ্লীকান্ পাকশাসনিঃ।
অযুতা পরিবর্ষেণ যুধি নিন্যে বৃহদ্বলান্ ॥২২

সুহৃদ্ভিস্তু বলং সার্ধং ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
মাদ্রবত্যা সহ কাম্বোজৈরযুধ্যৎ পাকশাসনিঃ ॥২৩
প্রাগুজ্যোতিষ্কং যে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য পর্বতম্।
নিবসন্তি বনে যে চ তান্ সর্বানজয়ৎ প্রভুঃ ॥২৪

লোহান্ পরমকাম্বোজানৃষিকানুত্তরাংশ্চি।
সহিতাংস্তান্ মহারাজ বাজয়ৎ পাকশাসনিঃ ॥২৫

সেই সমস্ত রাজগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পৌরব নরপতি বিষয়ের নিকটে অভিগমন করিলেন ।১৫

হে রাজন্। তথায় যুদ্ধে পাণ্ডবগণ মহারথগণকে পরাজয় করিয়া সেনা দ্বারা পৌরবরক্ষিত রাজধানী জয় করিলেন ।১৬

পৌরবকে যুদ্ধে জয় করিয়া পর্বতবাসী ক্ষত্রিয়গণকে ও উৎসবসঙ্কেতের নায়ক সহ সমস্ত পাণ্ডুনন্দন জয় করিলেন ।১৭

অনন্তর ক্ষত্রিয়শিরোমণি সমস্ত কাম্বোজের ক্ষত্রিয় বীরগণকে এবং সমস্তসৈন্যগণ সহিত রাজা সুদক্ষিণকে জয় করিলেন ।১৮

হে রাজন্। তাহার পর কিরাত, যবন ও কোকনদ দেশীয় বহু ক্ষত্রিয় রাজগণ সকলেই কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনের নিকট আসিয়া বশতাপন্ন হইলেন ।১৯

ইহার পর কুরুনন্দন অর্জুন রমণীয় অভিপ্রায়ী সমস্ত জয় করিলেন এবং তিনি উলূকাধিপতি রাজা রোচমানকে যুদ্ধে পরাজয় করিলেন ।২০

তদনন্তর পাকশাসন ইন্দ্রকুমার অর্জুন রাজা চিত্রায়ুধ কর্তৃক সুরক্ষিত সুরম্য নগর সিংহপুরে সৈন্য স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিলেন এবং ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন ।২১

ইহার পর পাণ্ডবপ্রধান কুরুনন্দন বিরাটী অর্জুন সমস্ত সৈন্যগণের সহিত সুহ্ম ও চোল দেশ আক্রমণ করিয়া মর্দন করিলেন ।২২

তাহার পর পরম পরাক্রমশালী ইন্দ্রকুমার অর্জুন বহু পরিবর্ষের দ্বারা বৃহৎ বীর বাহ্লীকগণকে নিজবশে আনয়ন করিলেন ।২৩

ইন্দ্রকুমার পাণ্ডুনন্দন অর্জুন শক্তিশালী সৈন্য লইয়া মাদ্রবতীর সহিত কাম্বোজগণকে জয় করিলেন ।২৪

পূর্বোত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া যে সকল ক্ষত্রিয় বাস করিতেছিল এবং যে সকল ক্ষত্রিয় বনে বাস করিতেছিল, প্রভু অর্জুন সে সকলকেই জয় করিলেন ।২৫

হে মহারাজ। লোহ, পরম কাম্বোজ ও ঔত্তর ঋষিক, এই সকলকে অর্জুন একসঙ্গে জয় করিলেন ।২৬

অধিকেনাপি সংগ্রামে বহুযাজিরথৈরপি।
তারকাময়সঙ্কাশৈঃ পরমর্ষিক-পার্শ্বগৈঃ ॥২৬
ন বিনির্জিত্য তত্রান্যান্ রাজন্ বিজয়সে রণে।
শুক্লোদয়সমাকাশৈ রথানীকৈ র্মহাবলৈঃ ॥২৭
অনুরূপপরীবারস্তুরগাবলয়ানপি।
অবমানাচ্চ মাদ্রীণাং ত্বয়ার্থঃ সুমহানয়ম্ ॥২৮

ন বিনির্জিত্য সংগ্রামে হিমবন্তং সুদুর্জয়ম্।
শ্বেতপর্বতমাসাদ্য কথমিষ্যসি পুরুষর্ষভ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি ভারত-দিগ্বিজয়ে নাবদেপনয়ে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

ধর্মরাজের অধিকারে ও অর্জুনের অন্য আরকার সংগ্রামতুল্য তাহার সংগ্রাম হইয়াছিল ॥২৬

হে রাজন্! অর্জুন সেই অধিকপর্বতে সমরাঙ্গনে পরাজিত করিয়া শুক্লোদয়তুল্য রথিসৈন্য আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন ॥২৭

এবং রাজন্যবর্গের মহত্তুল্য মর্যাদিষ্ট উত্তর, পতিশীল ও উত্তমাশী আরও অনেক যোদ্ধা তিনি উপঢৌকন পাইয়াছিলেন ॥২৮

ইহার পর পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন সংগ্রামে হিমবান্ ও সুদুর্জয় শ্বেতপর্বতবাসিগণকে জয় করিয়া ক্রমশঃ শ্বেত পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৯

শ্রীমহাভারতের সত্যসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বানুর্গত দিগ্বিজয়পর্বে অর্জুনের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে নানা দেশজয়সম্বন্ধীয় সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরদিগ্বং বিজিত্য বহুধন-বাহন-ভূষণানি চাদায় অর্জুনস্য ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স শ্বেতপর্বতং ধীমঃ সমতিক্রম্য বীর্য্যবান্।
সেনয়া কিম্পুরুষাবাসং ক্রমপূর্ব্বেণ যযৌ বিভুঃ ॥১
তত্রস্থা গুহ্যপালেন কথিয়ত্বাত্মনো নৃ।
অথাহরৎ পাণ্ডবেয়ঃ করং তৈস্তং শুভেক্ষণৈঃ ॥২

তং বিধায় হাটকং নাম দেশং গুহ্যকরক্ষিতম্।
পাকস্থানবিবাসাংশ্চ সংহৈমান্ সমবাসয়ৎ ॥৩

তান্ত দত্ত্বা বিধিবৎ সা দদর্শ সহ উত্তরম্।
ধনিকুল্যাতটা সর্বা হরবর্ষ কুরুনন্দনা ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[উত্তর দিক্ জয় করিয়া ধন, বাহন ও ভূষণ আহরণ করত অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ বীর অর্জুন শ্বেতপর্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমপূর্ণ সৈন্যের সহিত কিম্পুরুষবর্ষে আবাসস্থান জয় করিলেন, এবং জয় করিতে থাকায় তথায় সেই রাজাকে সেই রাজ্যেই স্থাপন করিলেন ॥১-২

কিম্পুরুষবর্ষের সেই দেশ জয় করিয়া মহাত্মা ইন্দ্রকুমার অর্জুন সেনাগণের সহিত গুহ্যকরক্ষিত হাটকনামক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩

সমুদ্রসেনমাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
পর্বতং রক্ষিতং যক্ষৈরজয়ৎ পাণ্ডবস্তদা ॥৫

তত্র তিত্তিরি-কল্মাষান্ হয়োত্তমান্ হয়োত্তমান্।
লেভে স কম্বলাজ্যেন গন্ধর্বনগরাৎ তদা ॥৬

হেমকূটমথাসাদ্য তস্থিবাংস্তত্র ফাল্গুনঃ।
তং হেমকূটঃ রাজেন্দ্র সর্বতঃপ্রভয়া তদা।
হরির্মণি বিমোক্ষেণ হৈমেন বপুষা তথা।
তত্র পার্থো দদর্শাথ যক্ষমিং মনোহরম্ ॥
নরাংশ্চ হয়াংশ্চৈব নরাংশ্চ বিহগোপমান্।
পুরুষান্ হেমবর্ণাংশ্চ নারীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
তান্ সর্বানেব দৃষ্ট্বাথ দূতঃ দূরেণ বলগুহঃ।
মনসা চক্রেথ বলবান্ লেভে চ তুমুলং চ ॥

তমেঃ বিবরমাসাদ্য বিবিক্ষানলসংভবং প্রভুঃ।
অথ বাহনমিত্যুক্ত্বা বিবরং শৈলরাজতম্।
বিবেশ সহসা বীর্যং পার্থো বিশ্বাবিলাবৃতম্।
তত্র হেমোপমান্ বিপ্রান্ পুরুষান্ হেমবর্ণিনঃ ॥
অদৃষ্টপূর্বান্ দৃষ্ট্বান্ স হর্ষং বলবান্ যযৌ।
স্বপ্নানি চ শুভান্যেব নারীণাঞ্চাপ্সরোগণাঃ ॥
দৃষ্ট্বা তানব্রবীদ্ রাজন্ স চৈনান্ বপুষা তথা।
জিত্বা চ তান্ বরাংস্তস্মাৎ করে চ বিনিবেশ্য চ ॥
হরাক্ষাভায় বিপ্রায় দূরপৈরসনৈঃ সহ।
ঔশীনরায় রাজেন্দ্র যযৌ পার্থো দৃশদ্বিতম্ ॥
স তস্মৈ বরাংস্তেভ্যঃ শিবদায়ঃ প্রভুঃ যযৌ।
তং ভাকমবং বিপ্রং চতুর্বর্ণং দ্রুমাসনম্ ॥

তথায় গুহ্যকগণকে সাম্বনাবাক্যে তুষ্ট করিয়া ফুল্লকমল অর্জুন উত্তর মানস সরোবর ও তন্নিকটস্থ গন্ধমাদন (অধিবাসীদের নানাপুরাণে প্রসিদ্ধ কুবেরের নিবাস) দর্শন করিলেন ॥

তাহার পর প্রতাপশালী পাণ্ডুনন্দন মানসসরোবরে পৌঁছিয়া হাটকদেশের নিকটবর্তী গন্ধর্বরক্ষিত হেম গুহ দর্শন করিলেন ॥

সেইস্থানে তিনি তিত্তিরি, কল্মাষ ও কম্বুবর্ণের প্রসিদ্ধ বহু উত্তম অশ্ব উপঢৌকন লাভ করিলেন ও

(অনন্তর অর্জুন হেমকূটপর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে রাজেন্দ্র! পরে পাণ্ডুনন্দন সেই হেমকূটপর্বত অতিক্রম করিয়া যখন হৈম হরিদ্বারাশ্রমে চলিতে থাকেন। উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বহু মনোহর নগর, সুন্দর বন ও বিচিত্রদর্শন নদীসমূহ দর্শন করিলেন।

তথায় হেমবর্ণ পুরুষ ও প্রিয়দর্শন নারীগণের বাস ছিল, সেই সমস্ত দর্শন করিয়া বলবান অর্জুন আনন্দযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া তিনি বিবেক অথ আশ্রম করিলেন এবং তথায় বহু রত্ন লাভ করিলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী অর্জুন বিবরপর্বতে উপস্থিত হইয়া সেই পর্বতবাসিগণকে জয় করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অর্জুন সুবিস্তৃত বিবরপর্বত অতিক্রম করিয়া দিব্য ইলাবৃতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। অরুণোদয় মধ্যবর্তী সুরম্য ইলাবৃতবর্ষ। সেখানে অর্জুন হেমতুল্য হেমবর্ণ দিব্য পুরুষগণকে দর্শন করিলেন, সৌভাগ্যশালী এরূপ দিব্য পুরুষ অর্জুন পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

তথায় সুরম্য গুহ্য ও নাটকীয় অপ্সরার তুল্য, অর্জুন সেই সব স্ত্রীপুরুষগণকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন এবং তখন তাঁহারাও অর্জুনকে দর্শন করিয়াছিলেন।

অনন্তর অর্জুন সেই মহাভাগগণকে জয় করিয়া তাহাদের উপর করদাতৃত্ব করত বিবিধ রত্ন গ্রহণ

আরুহ্য শতসাহস্রং যোজনানান্তু পর্বতম্।
ফলমূলবতস্তস্য ক্ষেত্রাণ্যাসন্নুত্তমানি।
আক্রীড়াস্তত্র প্রজা জাতাঃ বসুধৈ কাঞ্চনাবৃতাঃ।
কাঞ্চনাভরণাঃ সিদ্ধাঃ দেবগন্ধর্বসেবিতম্।
বিল্বপুষ্পফলোপেতং সিদ্ধচারণসেবিতম্।
অপ্রমেয়ো দুরুহশ্চ সর্বভূতৈরগৈঃ।
ব্যালৈরাবৃতমত্যুগ্রৈরদৃষ্টিবিষভীষণৈঃ।
বর্ষাণাং তু সহস্রেণ দুরারোহং মহাগিরিম্।
আসসাদ সবলাশ্বৈর্নীলবৃক্ষসমাবৃতম্।
নানাবিহগসঙ্ঘৈশ্চ নাদিতং মৃদুমারুতৈঃ।
তং দৃষ্ট্বা ফাল্গুনো মেরুঃ প্রীতিমানভবৎ তদা।
ক্ষেত্রাণিলাদ্ধৃতং বর্ষং সর্বতঃ পরিবৃতম্।
ক্ষেত্রোত্তমে বসিষ্যে পার্থে জম্বুনাম মনোহরম্।
নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ।
আবর্তমুদ্ধৃতা যাজ্ঞসেন্যস্তস্য শাখা মনোরমাঃ।
যস্য নাম্না ইদং দ্বীপং জম্বুদ্বীপমিতি স্মৃতম্।
তাঃ জম্বুং পরিতশ্চৈব সদাসাদ্য পরন্তপাঃ।
যৌ দৃষ্ট্বা প্রতিমৌ লোকে জম্বুঃ মেরুশ্চ
সম্মিতৌ।
প্রীতিমানভবদ্ রাজন্ সর্বতঃ স বিলোকয়ন্।
তত্র মেরুং তরো জিষ্ণুঃ সিদ্ধৈর্দিব্যৈশ্চ চারণৈঃ।
যজ্ঞানি বহুসাহস্রং যজ্ঞোপায়ৈরযাজয়ৎ।
অজয়ৎ চ মহীপালান্ তত্র সপ্তদ্বীপবাসিনঃ।
আমন্ত্রয়িত্বা তান্ সর্বান্ যজ্ঞবিঘ্নং চ যৈ কৃতম্।
অধ্যাবসদ্ বসূন্ রত্নান্ সমবায়োপচক্রমে।

করিলেন। যে রাজেন্দ্র! অনন্তর অর্জুন রথযুক্ত হইয়া বিদ্য রথ-ঘর্ঘরের সহিত উত্তর দিকে গমন করিলেন।

তিনি ঐ দিকে পর্বতরাজ মিরিবরের মহামেরুকে দর্শন করিলেন। সেই মহামেরুর বিস্তার ও উচ্চতায় লক্ষ যোজন ও দুরারোহ ছিল। ইহার বৈর্ঘ্য এক লক্ষ যোজন। অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন এই মেরু-পর্বতে অসুরগণ ভোগোপযোগিবিশিষ্ট। মহীর সুবর্ণময় মূলসমূহের দ্বারা সূর্য্যের প্রভাকে বিস্তারকারী সুবর্ণভূষিত ঐ বিল্ব পর্বত দেব ও গন্ধর্ব-সেবিত এবং সিদ্ধ ও চারণগণ অধ্যুষিত ছিল এবং ঐ পর্বত সর্বদা ফলপুষ্পোপশোভিত রহিয়াছে। উহার উচ্চতার পরিমাণ করা চলে না এবং অপর্ব-পরাক্রম মনুষ্যগণ এই পর্বতকে স্পর্শ করিতে পারেন না।

অনুচর মনুষ্যগণ ঐ পর্বতে বিচরণ করে, বিদ্য ওষধিসমূহ দ্বারা ঐ পর্বত প্রকাশিত। ঐ মহাগিরি মেরু উচ্চতা দ্বারা পর্বতেও আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অন্য কেহ মনে মনেও এই পর্বতে গমন করিতে পারেন না। নদীগণ ও বৃক্ষসমূহ ঐ পর্বত-বিস্তারে শোভা বর্ধন করিতেছে। মৃদুমারুত নানাবিধ পক্ষীসমূহ ঐ পর্বতে সর্বদা কলরব করিতেছে। ঐ মেরুপর্বত দেখিয়া অর্জুন তখন প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেরুর দক্ষিণ দিকে মহাসাগরে ইলাবৃতবর্ষ রহিয়াছে, কিন্তু মেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বু নামে একটি বৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষ সর্বদা ফলপুষ্পযুক্ত ও সিদ্ধ চারণগণ সংসেবিত রহিয়াছে।

হে রাজন্! ঐ জম্বুবৃক্ষের নামানুসারে এই দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ বলিয়া বিজ্ঞত আছে।

শত্রুসন্তাপকারী মহাবাহু অর্জুন অবশেষে সেই জম্বুবৃক্ষকে বর্জন করিলেন। মেরু ও মেরুকে পাশাপাশি সন্নিহিত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, ইহলোকে এই দুইটি অপ্রতিম। হে রাজন্! অর্জুন তথায় সমস্তদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর অর্জুন তথায় সিদ্ধ ও বিদ্য চারণগণের নিকট হইতে যজ্ঞ লাভের বর, যজ্ঞ ও আহরণ এবং অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন

যেন প্রদক্ষিণং কৃত্বা পর্বতপ্রবরং প্রভুঃ।
জগাম জম্বুনদীতীরে নদীং মেরোঃ বিলোকয়ন্॥
স তাং মনোরমাং দিব্যাং জম্বুজাম্বূনদপ্রভাম্।
যেনপঙ্কিলসৈর্মূত্রৈঃ সৌবর্ণৈরনুলেপনাম্॥
যেনপক্ষাং বৈদূর্যাং শুভ্রাং সৌবর্ণবালুকাম্।
ক্বচিৎ সৌবর্ণপদ্মৈশ্চ সমুপাং যেনপুষ্পকৈঃ॥
ক্বচিৎ সুপুষ্পিতৈঃ কীর্ণাং সুবর্ণযূথযোৎপলৈঃ।
ক্বচিৎ তীরজাতৈঃ কীর্ণাং যেনপুষ্পৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ॥
তীর্থৈশ্চ রত্নসোপানৈঃ সর্বতঃ সমুপাং শুভাম্।
বিমলৈর্মণিবজ্রাদ্যৈশ্চ পৃথগ্ভাবৈর্বৃতাম্॥
বীক্ষ্যেহর্ষবতীং চৈব সর্বস্যোদ্বিগ্নতাং শুভাম্।
ততোবিগাহ্য নদীং দৃষ্ট্বা পার্থস্তত্র প্রশস্যতে॥

স্নান করিলেন। তৎপরে সেই সরসীকে আমূল করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যজ্ঞের উপযোগী যত রত্ন প্রভৃতি ধন তথা হইতে ধনপতি বিত্ত উদ্ধার করিলেন।

পর্বতরাজ মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া অর্জুন জম্বুনদীর তীরে গমন করিলেন। তিনি অমনোরম ও দিব্য সেই শ্রেষ্ঠ নদী, যাহা জম্বুফলের সুধারস তুল্য জল বহন করিতেছে, তাহা দর্শন করিলেন।

সুবর্ণবর্ণ পক্ষিগণ ঐ নদীতে বাস করে এবং ঐ নদী সুবর্ণবর্ণ পঙ্কে পরিপূর্ণ, ঐ নদীর পঙ্ক ও জল হেমবর্ণ, ঐ মনোরমা নদীর বালুকাও সুবর্ণ চূর্ণ শোভা পাইতেছিল।

কোন কোন স্থান সুবর্ণবর্ণ পদ্মে এবং কোথাও বা সুবর্ণবর্ণ পুষ্পে ঐ নদী পরিব্যাপ্ত ছিল। কোথাও বা সুপুষ্পিত সুবর্ণবর্ণ যূথী ও উৎপলে আচ্ছাদিত এবং কোথাও বা ঐ নদীর তীরবর্তী সুন্দর পুষ্পোদ্যোতিত সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

তীর্থস্থান সুবর্ণময় সোপানে সতত পরিব্যাপ্ত

অষ্টপূর্বাং তাং নদীং দৃষ্ট্বা হর্ষমাপ চ।
বর্ণবীজাং নদীতীরে পুরুষাং সুমনোরমাম্॥
তাং নদীসলিলাহারাং সদারাবসথোপগাম্।
বিত্তং সুবহুলং মুক্তাং সর্বলোকাতিগান্বিতম্॥
যেজ্যো যজ্ঞানি রম্যাণি তত্র জেহে ধনঞ্জয়।
বিত্তমাদায় হেমভূষাণি চ সেবলম্॥
লব্ধ্বা তাং দুর্লভাং পার্থঃ প্রতীচীং প্রযযৌ দিশম্।
নানানাং বর্ষিকং সেবন্ধরন্ধর্বস্তথঃ॥
ততো গজঃ মহারাজ বাহনীং পাকশাসনিঃ।
পঞ্চমাসনমাসাদ্য তত্রস্থানজয়ৎ প্রভুঃ॥
তং পঞ্চগণং রাজন্নপ্রধৃষ্যং তত্রমানুষৈঃ।
জেতুমাসঃ বিবেশাথ বর্ষং বরাহসংজ্ঞিতম্।
সেবিতং দেবকল্পৈশ্চ নারীভিঃ প্রিয়দর্শনৈঃ॥

হইয়া ঐ শুভ নদী বিপুল মণিসমূহের দ্বারা ও কুবেরীয় সম্পত্তিতে পূর্ণ হইয়া অধিক শোভিত হইয়াছিল।

ঐ মনোরমা নদী তীরে সুবর্ণবিভূষণে ভূষিতা পক্ষিগোকিল্য হইয়াছিল। অর্জুন সেই নদীকে জলাধিষ্ঠাত্রী পক্ষিগোকিল দেবিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং যে যাজ্ঞ। ঐ অষ্টপূর্বা নদীতীরে দেখিয়া তিনি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ঐ নদীর তীরে বহু দেবোপম পুরুষগণ সুরূপ স্ত্রীগণের সহিত বিহরণ করিতেন। সর্বপ্রকারানুকূলতা, নদীজলপায়ী, অধিবাস সুখ ও আনন্দযুক্ত সেই বর্ণনীয় পুরুষগণকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিলেন।

রক্ষক তখন তাঁহাদের নিকট হইতে বহু রত্ন লাভ করিলেন। জম্বুনদীর দিব্য সৌবর্ণ মনোহর বাহু সুবর্ণভূষণ ও সেই দুর্লভ বস্তুসমূহ লাভ করিয়া অর্জুন পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে অর্জুন বাহ্যযুদ্ধ সুরক্ষিত দেশ জয়

তং জিত্বা চার্জুনো রাজন্ করে চ বিনিবেশ্য চ।
আজহ্রে তস্য রত্নানি দুর্লভানি তথার্জুনিঃ॥
পুরুষ্ণ পরিবৃত্যাথ সব্যং দেশমিলাবৃতম্।
যযৌ প্রাচীং দিশং রাজন্ সব্যসাচী পরন্তপঃ॥
মেরু-মন্দরয়োর্মধ্যে শৈলমার্জিতো বলী।
যে তে কৌরবমেনূনাং দ্বারাঃ হ্যাত্মুপাসতে॥
ঘণাশ্বগাংশ্চ মণ্ডুকান্ প্রবণান্ ঘীর্ঘবেণিকান্।
পতঙ্গাংশ্চ হুলিঙ্গাংশ্চ হরিতান্ পরতঙ্গণান্॥
দ্বারপালাংস্তথা সর্বোন্ মাল্যবন্তং তথো ঘরৌ।
তং মাল্যবন্তং শৈলেন্দ্রং সর্বতঃক্রম্য পাণ্ডবঃ॥
তত্রাপশ্য প্রথিবপাথ বর্ষং সর্বোপমং শুভম্।
তত্রাস্তরোপমান্ মর্ত্যান্ পুরুষান্ সুখসংযুতান্॥

জিত্বা তান্ সমরে কৃত্বা করে চ বিনিবেশ্য চ।
আজহ্রে সর্বরত্নানি মহার্হাণ্যনেকশঃ॥
নীলং বাস সিতং শঙ্খং তত্রানবহরৎ প্রভুঃ।
ততো জিষ্ণুরতিক্রম্য পর্বতং নীলসংজ্ঞকম্॥
বিবেশ মধ্যমং বর্ষং সর্বতঃ সিদ্ধুভিঃ শুভৈঃ।
তং দেশমপি জিত্বা চ করে চ বিনিবেশ্য চ॥
অবহরচ্চাপি যৌবনপুরেণঃ শুভরত্নকিতম্।
তত্র দেবে চ রাজেন্দ্র সৌবর্ণান্ চতুরঃ শুভান্॥
অপশ্যদ্ যজ্ঞভৃত্যার্থং রথীয়ান্ অবারয়ম্।
অজানি পঞ্চ রত্নানি পাণ্ডবেয়ঃ মহাবলঃ॥
রত্নবর্ষকিতং দেশমবহরৎ সমরে বলী।
তত্র রত্নানি দিব্যানি লব্ধা রাজবার্জুনিঃ॥

করিলেন। হে মহারাজ! ধনঞ্জয়শালী অর্জুন তথা হইতে পশ্চিম দিকে গমন করত মহামাল পর্বতে উপস্থিত হইয়া সেই পর্বতবাসিদিগকে জয় করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অর্জুন সেই মহামাল পর্বত অতিক্রম করিয়া বিবিধ রত্নাকীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ কেতুমালবর্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ঐ কেতুমালবর্ষে দেবতুল্য শ্রিয়দর্শন পুরুষগণ ও নারীগণের বাস দেখিয়া পরিতোষিত।

হে রাজন্! অর্জুন সেই কেতুমালবর্ষ জয় করিয়া তাহাদিগকে কর দান করিতে স্বীকার করাইয়া এবং তথা হইতে নানাবিধ দুর্লভ রত্ন আহরণ পূর্বক পুনরায় মহাবেগ উদয়াচলাভিমুখে প্রস্থানপূর্বক গমন করিলেন।

অনন্তর মহাতপা মহাবাহু অর্জুন পূর্বদিকে গমন করিলেন, মেরু ও মন্দরাচলের মধ্যে শৈলশ্রেষ্ঠা মহাবীর বলীর উত্তর পার্শ্বে ঔরক ও মেরু নামক পর্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়াই আসর গ্রহণ করিয়া যে সকল লোক বাস করে তাহাদিগকে এবং ঘণ, মণ্ডুক, প্রবণ, ঘীর্ঘবেণিক, পতঙ্গ, হুলিঙ্গ, হরিত ও পরতঙ্গণ প্রভৃতি বিবিধ দ্বারপালগণকে জয় করিয়া সেই সকলের নিকট হইতে নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করত অর্জুন মাল্যবান্ পর্বতে গমন করিলেন। বিজয়ী সেই মাল্যবান্কে অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অর্ধাপম শুভ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঐ দেশে দেবোপম রূপবান্ সুখসমৃদ্ধ পুরুষগণের বাস ছিল। সেই দেশের সকলকে জয় করিয়া বিশ্ব দেশে আনয়ন করত তাহাদিগকে রাজাদিগকে কর দান করাইয়া সেখান হইতে অনেক রত্ন আহরণ পূর্বক প্রতাপশালী অর্জুন নীলবাসক পর্বতে গমন করিয়া নীলবিষয়ে অধিবাসিগণকে জয় করিলেন।

তাহার পর অর্জুন বিপুল নীলবাসক পর্বত অতিক্রম করিয়া সুখময় মহানীলবর্ষে পরিপূর্ণ মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই দেশ জয় করিয়া অর্জুন তাহাদিগকে তাহাদের কর প্রদান করাইয়া তত্রত্যোচিত রেশমীয় বস্ত্র

যেতপর্বতমাসাদ্য ত্রিয়ঃ পর্বতমন্তিকে।
স যেতং পর্বতং রাজন্ সমতিক্রম্য পাণ্ডবঃ।
দদর্শ হিমবন্তং নাম বিশালং মহীধরম্।
স তু যেতেন মধ্যেন পন্থাঃ সংরোধমাচরৎ।
মধ্যে প্রাসাদমুদ্দিশ্য নক্ষত্রাণাং শশী যথা।
মহাপ্রমাণং রাজেন্দ্র সর্বতো রাজতৈর্বৃতম্।
প্রাসাদবরমুদ্দিশ্য পথা দীর্ঘেণ তেজসা।
প্রযযুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ পার্থস্যানুমতে তদা।
তং তপোনিধয়ঃ পূর্বং সর্বতঃ পরিরক্ষিণঃ।
সর্বশুক্লিতীরৈশ্চ নানাবর্ণৈঃ সুপরিচ্ছদৈঃ।
মৃদুমন্দং প্রযাতং তে রাজানমনুযযুস্তদা।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকাশং পরমার্চিতমাস্থিতম্।

পতন্তমন্ত্রীক্ষগতং শক্রদত্তেন পাণিনা স্ম বেষ্টয়ে।
আহ চ পুরুষব্যাঘ্রো মনোহ্লাদকরং তদা।

অত্র বাহুবলং প্রাপ্য ন জরাস্যতি কশ্চন।
ইতি যাচ্ঞা তদা তস্যাঃ স্ত্রিয়ো প্রেম্ণা বভাষিরে।

তুষ্টুবুঃ পুষ্পবৃষ্টিং চ সসৃজুস্তত্র মূর্ধনি।
তুষ্টুবে তু মুদা যুক্তাঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ।
বরৈর্বিজয়সৌম্যৈশ্চ অভ্যবর্ষত পাণ্ডবম্।
অথ স্ত্রিয়ো সমস্তাংস্তান্ ঋষে চ বিনিবেশ্য চ।

বর্ষিষ্যেষ্যপ্রমাণানি রত্নান্যাভরণানি চ।
এতানি লব্ধা পার্থোঽপি পুরুষব্যঃ স্থিতিং তদা।
পুরুষব্যঞ্চ কৌন্তেয়ঃ সর্বতিক্রম্য ভারত।

যে রাজেন্দ্র! তথায় অর্জুন সোনার মৃগ ও পক্ষী লাভ করিলেন। ঋষিরা ও রাজারা সেই মৃগপক্ষিগণকে অর্জুন হইতে লইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

তদনন্তর মহাবল পাণ্ডুনন্দন অন্যান্য বহু রত্ন লাভ করিয়া তথা হইতে শতসহস্রসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অর্জুন তথায় দিব্য ধনুঃ লাভ করিয়া শ্বেতপর্বতে উপস্থিত হইয়া ঐ পর্বতমধ্যদিয়া গমন করিলেন। হে রাজন্! তৎপরে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন শ্বেতপর্বত অতিক্রম করিয়া হিমবানবর্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি তথায় দিব্য শ্বেতবর্ণ তুরগের নিমিত্ত বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদমধ্যে বিচরণকারী অর্জুন নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাপ্রমাণ প্রাসাদে সর্বদিকে বিচরণকারী ও যাঁর গমনাগমনকারী পৃথানন্দন অর্জুনকে পরমঋষিগণের শোভিত উত্তম শ্বেত প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিয়া সমস্ত সুন্দরী নারীগণ বর্ণন করিলেন। তুষ্টিকারী প্রভাবশালী, ধীর, দৃঢ় ও অনুগমনকারীর সহিত আগত, বর্ণ ও কিরীটযুক্ত ও বন্দির পরিচ্ছদযুক্ত, সুকুমার, অধিনয় বৈর্যশীল, অনুপম শ্বেতপুষ্পমালা, ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে তথায় স্ত্রীগণ দর্শন করত তাঁহাকে পরিচয়ক কারিকের বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই সেই পুরুষপ্রধান, সংগ্রামে ইহার পরাক্রম অদ্ভুত। ইহার বাহুবলের আক্রমণ লাভ করিয়া শত্রুগণ জয়ী হইতে পারে না।

এইরূপ বাক্য আলাপ করত সেই স্ত্রীগণ প্রেমান্বিত অর্জুনের স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুরবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দযুক্ত ও কৌতূহলসমন্বিত হইয়া বিবিধ স্তুতি ও বিবিধবচন দ্বারা পাণ্ডুনন্দনকে অভ্যর্চনা করিলেন।

অনন্তর পৃথানন্দন অর্জুন সেই সকলকে সমভাবে স্তব করিয়া এবং তাহাদিগকে বর প্রদানে রাজি করাইয়া মণি, সুবর্ণ, প্রবাল, বস্ত্র ও আভরণ এই সমস্ত লাভ করত পুরুষবান্ পর্বতে অবস্থান করিলেন। তুষ্টপুষ্ট অর্জুন পরে পুরুষবান্ পর্বত অতিক্রম করিয়া)

উত্তরং কুরুবর্যং তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ।
হিমবন্তং গিরিবরং দদর্শ পারিপাত্রকম্ ॥৭
তত্র তস্য মহাবীর্যাঃ সমাকাশা মহাত্মনঃ।
ব্যবসায়াঃ সমাসাদ্য তস্থুঃ সর্বে সমন্ততঃ ॥৮
পার্থমেবং তদা যান্তং পুরা নেতুং কৃতক্ষণাঃ।
উপাবর্তন্ত কল্যাণা পর্য্যাপ্তমিতি মন্যতে ॥৯
ইহ পূর্বং ন হি গতিঃ পরতো নেতি নঃ মতিঃ।
ইত্যুক্তবতি ধীরে পর্য্যাপ্তো বিরমস্তিতি ॥১০
ন চাত্র কিঞ্চিদ্ভেতব্যমর্জুনাত্র প্রদৃশ্যতে।
উত্তরাঃ কুরবো নেতে মাত্র দুষ্যং প্রবর্ততে ॥১১
প্রবিষ্টোঽপি হি নৈতেষু নেহ দুষ্যতি কিঞ্চন।
ন হি মানুষকল্পেন শক্যমত্রাভিবীক্ষিতুম্ ॥১২

সেই পারিপাত্রক উত্তরকুরু পাণ্ডব উহা কুরুবর্ষে উপস্থিত হইয়া সেই বেগ আর থামিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥৭

তাহার পর মহাবীর্য্য অর্জুন সমবেগে মহাবল ও মহাত্মার ন্যায়পরায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিতেছে এই বাক্য বলিলেন ॥৮

হে পার্থ! আপনি এই সময়ে কোন প্রকারেই জয় করিতে পারিবেন না। হে মহাত্মন্! আপনি এখান হইতে প্রস্থান করুন। হে অনঘ! আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। এই স্থানে যে প্রবেশ করে, সে ফিরিয়া যাইতে পারে না। হে বীর! আপনার দ্বারা আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি, আপনি যে এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ইহাই আপনার পর্য্যাপ্ত বিজয় সূচনা করিতেছে ॥৯-১০

হে অর্জুন! এখানে ভয়ের কিছুই দেখা যায় না। এই দেশের নাম উত্তরকুরু, এখানে যুদ্ধ হয় না। হে কুন্তীনন্দন! আপনি এখানে প্রবেশ করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যেহেতু

অথৈনং পুরুষব্যাঘ্র ব্রুবন্তং কিমিদংকৃতিরব্রবীৎ।
তং প্রত্যুবাচ কপিধ্বজো যদর্থং স্ব আগতঃ ॥১৩
তমব্রবীন্মহাবীর্যো রাজর্ষির্নৃগপরিষ।
পার্থিবস্য ক্রিয়ার্থায় বর্ষমাত্রং বসেতি ॥১৪
ন প্রবেক্ষ্যামি যো দেশঃ বিরুদ্ধঃ যদি মানুষৈঃ।
যুধিষ্ঠিরায় যৎকিঞ্চিৎ করদেয়ং প্রযচ্ছতাম্ ॥১৫
অতো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যাভরণকানি চ।
দৌকূলিকানি দিব্যানি তত্র তে প্রদদুঃ করম্ ॥১৬
এবং স পুরুষব্যাঘ্রো বিজিত্য নিশুম্ভবরাৎ।
সংগ্রামান্ দুর্বহুন্ ঘোরান্ ক্ষত্রিয়ৈর্দস্যুভির্বৃতঃ ॥১৭
স বিনির্জিত্য রাজন্যান্ করে চ বিনিবেশ্য তু।
ধনমাদায় সর্বেভ্যো ন্যবর্তত বিনির্জিতান্ ॥১৮

এখানে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥১১-১২

হে তাত! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি এখানে অন্য কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা বলুন, আপনার অভিপ্রায়ানুসারে আমরা সে কার্য্য করিব ॥১৩

হে রাজন্! তখন অর্জুন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সেই তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥১৪

আপনাদের দেশ যদি মনুষ্যগণের বিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আমি এখানে প্রবেশ করিব না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আপনারা কিঞ্চিৎ কর প্রদান করুন ॥১৫

তখন সেই রাজগণ অর্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য রেশমী বস্ত্র ও দিব্য অজিন, এই সমস্ত কর প্রদান করিলেন ॥১৬

এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন করিয়া রাজগণ

হয়ানিভিবিধপ্রায়াদ্ভূতরূপনিবারণি।
মহুরস্পন্দনপ্রায় সর্বানিলসংবহ ॥১৯
তুষ্টা হৃষ্টতরা রাজন্ যথেষ্ট চতুর্বাহিনী।
আজগাম পুনর্বীরঃ পক্ষপ্রস্থঃ সুরোত্তমম্ ॥২০
ধর্মরাজায় তৎ সার্বং ধনং সর্বং সমাহৃতম্।
তমেবানুজ্ঞয়া রাজ্ঞো রাজা সুহৃদ্ বশী ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে পরমাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি অর্জুনেনোত্তরদিগ্বিজয়ে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায় ॥২৮

লহিত ও বহুরূপে। লহিত বল সংগ্রাম করিয়া উত্তরদিক্ জয় করিলেন। তিনি সেই রাজগণকে পরাজিত করিয়া কর প্রদানে স্বীকার করাইয়া সেই রাজ্যেই আশ্রয় করত সকলের বিশ্রাম হইলে বিবিধ রত্ন ও ধন গ্রহণ করিয়া তুরগসকল প্রাপ্ত ও মহারত্নসমূহ কিন্নর কিম্পুরুষ, পর্বত প্রভৃতি বাসক অশ্বসকল ও বাহুদন্ত (হস্তিদন্ত) ও অন্যান্য সমস্ত অশ্বসমূহ গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! বীর অর্জুন সুরথং চতুরঙ্গ সৈন্য পরিবৃত হইয়া উত্তর দিগ্ বিজয় করিয়া আগমন করিলেন ।১৭-২০

এবং পার্থ কর্তৃক রক্ষিত সেই সমস্ত ধন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রাজানুসারে তিনি তখন সুখে গমন করিলেন ।২১

শ্রীমহাভারতের দিগ্বিজয়প্রবীণ সভাপর্বী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দিগ্বিজয়পূর্বে অর্জুনের উত্তর দিগ্ বিজয়ে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পূর্বদিগ্ জেতুং ভীমসেনস্য প্রস্থানম্, বিভিন্নদেশবিজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ভীমসেনোঽপি বীর্যবান্।
ধর্মরাজমনুপ্রাপ্য যযৌ প্রাচীং দিশং প্রতি ॥১

অথো যমকয়োঃ পশ্চাদ্ভীমবিদ্ধ।
হত্বাসুরবপুর্ধৃষ্টি রক্ষিভ্যাং প্রস্থিতো বলী।
মুক্তো জরাসন্ধপুরে বিক্রান্তকবিবর্জিতে ॥২
স গত্বা মহতীং পূর্বাং পাঞ্চালানাং পুরং মহৎ।
পাঞ্চালান্ বিবিধোপায়ৈঃ সমুদ্যম্য পরাক্রমান্ ॥৩

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[পূর্বদিক্ জয় করিতে ভীমসেনের প্রস্থান এবং বিভিন্ন দেশ বিজয়।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এই সময়ে বীর্যবান্ ভীমসেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে পূর্ব দিকে যাত্রা করিলেন। পক্ষ বাহুর অবয়বরূপী হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ও বল সম্পন্ন মহৎ সেনাদলে পরিবৃত হইয়া প্রস্থানকালী সমরসাকবিবর্জনকারী ভীমসেন ভীম পূর্বদিক্ জয় করিতে চলিলেন ।১-২

মহাবলী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন পাঞ্চাল দেশীয়গণের মহৎ নগর (অধিকার) গমন করিয়া বিবিধ উপায়ে পাঞ্চালগণকে সাধনাধীনে আনিলেন ।৩

ততস্তু সত্যধৃতয়ো বিরেজুঃ সমরে তদা।
দ্বিতীয়ায়ামিব কলে দশার্ণানবরুদ্ধ্য প্রভুঃ ॥৪৪

তত্র রাজাবকো রাজা সুবর্ণা লোমহর্ষণম্।
কৃতবান্ ভীমসেনেন সহ যুদ্ধং বিশাম্পতে ॥৪৫

ভীমসেনস্তু তদ্ দৃষ্ট্বা তস্য কর্ম সুদারুণম্।
অভিদোপাদ্রবি ক্রুদ্ধো সুবর্ণং মহাবলম্ ॥৪৬

ততঃ প্রাচ্যা দিশং ভীমো বশে চক্রে মহাবলঃ।
ভৈষ্মেন সহিতো রাজন্ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৪৭

স্বেচ্ছয়ৈবোপপন্নং বৈ রাজন্ বোচসমং মহাপুরম্।
বিষয়ে সমরে বীরো বলেন মহতা বৃতঃ ॥৪৮

স তং বিজিত্য কৌন্তেয়ো বাহিনীমেন বর্ষণা।
পূর্বদেশং মহাবীর্যো বিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ ॥৪৯
ততো দক্ষিণমাগম্য পুলিন্দনগরং মহৎ।
মহতাস্য বলৌঘেন চক্রে সুমিত্রমেব নরাধিপম্ ॥৫০
ততস্তু বর্ষরাজস্য পাণ্ডবাস্ত্ব তরস্বিনঃ।
শিশুপালং মহাবীর্যং ভ্রাতরমন্বযুর্নৃপ ॥৫১
চেদিরাজোঽপি তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবস্য চিকীর্ষিতম্।
উপপ্লব্যং নগরাৎ প্রত্যুদ্যযৌ সহসৈনিকঃ ॥৫২
তৌ সমেত্য মহারাজ কুরুচেদিবৃষৌ তদা।
উভয়োরনুকূলয়োঃ কৌশলং পর্যপৃচ্ছতাম্ ॥৫৩
ততঃ নিবেদ্য তদ্ রাষ্ট্রং চেদিরাজো বিশাম্পতে।
উবাচ ভীমং প্রহসন্ কিমিদং কুরুনন্দন ॥৫৪

তদনন্তর তরস্বিকুলপ্রবর বীর ও প্রভাবশালী ভীমসেন মহাবলশালী মহৎ ও বিশেষ-সৈন্যসমূহে বেষ্টিত হইয়া দশার্ণদেশবাসিগণকে জয় করিলেন। সেখানে দশার্ণদেশাধিপতি রাজা সুবর্ণা ভীমসেনের সহিত অতিশয় লোমহর্ষক যুদ্ধ করিলেন।৪৫-৪৬

সেই মহাবলী রাজার এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিয়া ভীমসেন মহাবল সুবর্ণাকে প্রথমে সেনাপতি করিলেন।৪৭

হে রাজন্! তাহার পর তরস্বিগণ পরাক্রমশালী ভীমসেন বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে লইয়া যেন মেদিনী কম্পিত করিয়া পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইলেন।৪৭

হে রাজন্! দশার্ণাধিপতির সহিত সেই বীর সেই ভীমসেন অবন্তিবাসিগণ রোচমানকে জয় করিয়া মহাবলশালী বহু সৈন্যসহ যুদ্ধ করিলেন।৪৮

মহাবলিশালী কুরুনন্দন বৃকোদর সেই ভীমসেন বাহিনীর বলের দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিয়া পূর্বদেশ জয় করিলেন।৪৯

তদনন্তর ভীম দক্ষিণ দেশে সহসা পুলিন্দ নগরে আগমন করিয়া সুকুমার ও নরাধিপতি সুমিত্রকে নিজের বশে আনয়ন করিলেন।৫০

হে মহারাজ! তৎপর তরস্বিশ্রেষ্ঠ ভীম বর্ষরাজের আদেশে মহাবীর্য শিশুপালের নিকটে গমন করিলেন।৫১

হে পরন্তপ! চেদিরাজ শিশুপালও পাণ্ডুনন্দন ভীমের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া নগর হইতে নিকটে বাহিরে আসিয়া আশু সসৈন্যে পূর্বদিকে তাহাকে আগলিয়া লইলেন।৫২

হে মহারাজ! কুরুকুল ও চেদিকুলের সেই সেই দুই পুরুষ তখন একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের নিজকুলের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।৫৩

হে বিশাম্পতে! তদনন্তর চেদিরাজ সেই রাষ্ট্র নিবেদন করিয়া প্রহসিত হইয়া ভীমসেনকে বলিলেন—হে অনঘ! আপনি ইহা কি করিতেছেন।৫৪

তত্র ভীমস্তাদথো বর্ষয়ামাস কৌরবম্।
স চ তং প্রতিপূজ্যৈব তথা চক্রে বরাধিপঃ ॥১৪
তত্রো ভীমস্তু রাজানং বিনয়েন কথাঃ।
সংস্মারয়ন্ পিতৃপদমেব যযৌ সবলবাহনঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে একোনত্রিংশোঽধ্যায় ॥২৯

তখন ভীমসেন বর্ষয়াজ কুণিন্দের রাজা তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিলেন। তদনন্তর রাজা সিদ্ধপাল তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহাকে করপ্রদানে সম্মত করিলেন ॥১৪

যে রাজন্। তদনন্তর ভীমসেন তথায় অল্পকাল বাস করত সিদ্ধপালে বহুতর সম্মত হইয়া স্বকীয় বল ও বাহন সহিত তথা হইতে গমন করিলেন ॥১৫

শ্রীমদ্বৈপায়নপ্রণীত সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দিগ্বিজয় পর্বে ভীমের দিগ্বিজয়কর্মের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমের পূর্বদিগ্বিজয়ার্থ দেশান্তরে যাত্রাকথন, বহুধন-রত্ন-বাহনাদি লাভ। ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহার প্রত্যাবর্তনকথন]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কুণাধিপং শ্রেণিমেবমেবাজয়ৎ প্রভুঃ।
কোশলাধিপতিং চৈব বৃহদ্বলমরিন্দমঃ ॥১
অযোধ্যায়াস্তু গর্দাভং শৌর্যবন্তং মহাবলম্।
অভ্যয়াৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো বাহিতীকেন কর্ণতা ॥২
তত্রো গোপালকক্ষঞ্চ সোত্তরানপি কোশলান্।
অন্যাংশ্চাধিপতীংশ্চৈব পার্থিবঃ চাজয়ৎ প্রভুঃ ॥৩
ততো হিমবতঃ পার্শ্বং সমাশ্রিত্য মহাবলঃ।
সর্বান্ম্লেচ্ছগণান্ বেগাৎ চক্রে বশে বলী ॥৪
ওকং বহুধনং দেশাৎ বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।
অনাটবজিতো বিদ্বো গুহ্যকঞ্চ পর্বতম্ ॥৫

ত্রিংশ অধ্যায়।
[ভীম কর্তৃক পূর্বদিগ্বিজিত দেশ ও রাজাগণের নাম এবং বহু ধন রত্ন বাহন লাভ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—অনন্তর অজয়নকারী ভীমসেন কুণারাজ্যের রাজা শ্রেণিমান্‌কে ও কোশলরাজাধিপতি বৃহদ্বলকে জয় করিলেন ॥১

তদনন্তর অযোধ্যার ঈশ্বরিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম অবিচলীয় কর্মদ্বারা বর্ষয়ান মহাবল গর্দাভকে জয় করিলেন ॥২

অনন্তর প্রভু ভীমসেন গোপালকক্ষকে এবং উত্তর কোশলবাসিগণের সহিত মরুদ্ধকে ও অন্যান্য অধিপতি পার্থিবকে জয় করিলেন ॥৩

তদনন্তর হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সমুপস্থিত হইয়া বলবান্ ভীমসেন অন্যান্য সমস্ত ম্লেচ্ছগণ বেগ করিয়া তাহাদিগকে নিজের বশে আনয়ন করিলেন ॥৪

এইরূপে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বহুবিধ ধন রত্ন

পাণ্ডবঃ দুষ্প্রধর্ষো বলেন মহতা বৃতঃ।
স কাশিরাজং সমরে দুষ্প্রধর্ষমবিন্দত ॥৬
তথৈব চেদ্রে মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
তত্র সুপার্শ্বমভিরক্ষন্ রাজপতিং ক্রথম্ ॥৭
দুষ্প্রধর্ষং বলাৎ সংখ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
তথৈব মৎস্যান্ সুমহদ্বলং বলবাংশ্চ মহারথান্ ॥৮
অবধানক্রমাংশ্চৈব পশুভূমিক মর্বংশ্চ।
নিষধাংশ্চ মহাবীর্যান্ মহীবলম্ ॥৯
সোমধেয়াংশ্চ বিজিত্য প্রবৃদ্ধানুদ্ধতান্ যুধঃ।
ততঃ সুকিতিকৌন্তেয়ো বিজিগ্যে বলবান্ বলাৎ ॥১০
তথৈবাবন্ত্যবিপতিঞ্চৈব বিন্দানুবিন্দাবভিঃ তথা।
বিজিগ্যে দুর্দ্ধিনাংশ্চাপি মণিমৎপ্রমুখান্ বহূন্ ॥১১
তথৈব দক্ষিণাংশ্চাপি কোশলকান্ পরন্তপঃ।
তথৈবাবন্ত্যকান্ ভীমো বাহিতীকেন কর্ম্মণা ॥১২
সর্ব্বান্ সর্ব্বাংশ্চৈব ব্যজয়ৎ সাত্বপূর্ব্বকম্।
বৈদেহকঞ্চ রাজানং জনকঃ জনকীপতিম্ ॥১৩
বিজিগ্যে পুরুষব্যাঘ্রো বাহিতীকেন কর্ম্মণা।
শকাংশ্চ বর্ব্বরাংশ্চৈব মহারত্নপুরস্কৃতান্ ॥১৪
বৈদেহমন্ত্র কৌন্তেয় ইন্দ্রপর্বতবাসিনম্।
বিরাজানাধিপতীবলবৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ ॥১৫
ততঃ সুমান্ প্রহ্লাদাংশ্চ সপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য ভূমি কৌন্তেয়ো বাহুবীর্য্যবান্ বলী ॥১৬
ততঃ স তত্রৈবেক বিজিত্য পৃথিবীপতীন্।
তৈরেব সহিতৈঃ সর্বৈর্গিরিব্রজমুপাদ্রবৎ ॥১৭
জরাসন্ধিঃ সাত্বতিয়ো বলে চ বিনিবেশ্য বৈ।
তৈরেব সহিতৈঃ সর্বৈঃ কর্ণমভ্যাদ্রবৎ বলী ॥১৮

ভক্তিমান্ এবং তজ্জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ পর্বতকে বিনি জয় করিলেন ॥৫

যিনি মহাবেগশালী মহাবলশালী পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেন সমরে অপরাজেয় কাশিরাজকে সহিত যুদ্ধকালে বলপূর্বক অবলীলায় আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম সুপার্শ্ব সমবেত চেদিপতি ক্রথ যিনি রণে বলপূর্বক যুদ্ধমান থাকেন তাঁহাকে জয় করিলেন ॥৬-৭

তদনন্তর মহাবেগশালী মহাবাহু ভীমসেন মৎস্য, মহাবল মরুধ, অবধ ও অন্যান্য নানক দেশবাসিগণকে জয় করিয়া পশুভূমি (পঞ্চনদিনাথের দক্ষিণবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ) দেশের সকলকে জয় করিলেন। সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি মধ্যম দেশের ও সোমধেয়নিবাসিগণকে জয় করিয়া উদ্ধতভাবে প্রধান করিলেন এবং বলবান্ বৃকোদর ভীম বলপূর্বক অবন্তিভূমি অধিকার করিলেন ॥৮-১০

এইরূপে ক্রমে অবন্তি অধীশ্বর, বিন্দানুবিন্দ, ও মণিমান্ প্রভৃতি সব মহীপালকে জয় করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন অনন্তিকীরবর্ষবাসী দক্ষিণ মল্লদেশ ও কোশলান্ পর্বতকে বেগে জয় করিলেন ॥১১-১২

পর্বত ও বর্বরদিগকে সান্ত্বনাবাক্যপ্রয়োগের দ্বারা জয় করিলেন এবং রাজা জনক ও জনকীপতি জনককে অবহিতীর কর্ম্মের দ্বারা পুরুষপ্রধান ভীম জয় করিলেন। শক ও বর্বরদিগকে রত্নসমূহের পুরস্কার জয় করিলেন ॥১৩-১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয় ইন্দ্রপর্বতবাসিনকে জয় করিয়া পাণ্ডব বিরাজাধিপতিকে জয় করিলেন। তদনন্তর বাহুবীর্য্যবান্ বলী কুন্তীপুত্র ভীম সুমান্ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি সপক্ষ রাজগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া অধিকেশবী বলবান্ কুন্তীপুত্র ভীম বলদেবধারিদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৫-১৬

তথায় হত, ভরতশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য মহীপতিগণকে জয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সহিত সকলে মিলিয়া মগধের রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৭

স তত্সরিং মহীং মধ্যে চতুরন্তিকাম্ ।
মুহুরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্মণাপ্রতিমেন চ ॥১৯

স কর্মণা যুধি বিক্রম্য তথা কৃত্বা চ ভারত ।
তত্রৈব বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্বতবাসিনঃ ॥২০

অথ যোগাধিপৌ চৈব রাজানৌ বলবত্তরৌ ।
পাণ্ডবো বাহুবীর্যেণ নিজগ্রাহ মহাদ্যুতে ॥২১

তয়োঃ পুত্রাধিপং বীরং বাহুবেগং মহাবলম্ ।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥২২

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ চাত্রপরাক্রমৌ ।
বিজিগ্যাতেঽথ মহারাজ বলরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩

সমুদ্রসেনং নিহত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্ ।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥২৪

সুহ্মানামধিপং চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥২৫

এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ ।
বঙ্গ তেজো উপাদায় লৌহিত্যমগমৎ পুনঃ ॥২৬

স তান্ সর্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ ॥২৭

চন্দনাগুরুরত্নানি মণিমৌক্তিকতপলম্ ।
তাংশ্চ সর্বান্ বশে চক্রে বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥২৮

তে কোটিশতসংখ্যেন কৌন্তেয়ং সহসা তদা ।
অভ্যবর্ষন্ মহারাজ ববর্ষেব পয়োমুচম্ ॥২৯

তখন ভীমসেন মুহূর্তমধ্যে সমুদ্রসেন, রাজা চন্দ্রসেন, রাজা তাম্রলিপ্ত, কর্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে এবং সুহ্মদিগের অধিপতিকে ও সাগরতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন ।১৯-২৫

এইরূপে পবনপুত্র বলবান্ ভীমসেন বহুবিধ দেশ জয় করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বঙ্গ প্রদেশ করিয়া লৌহিত্য দেশে গমন করিলেন ।২৬

তখন সেই ভীমসেন সমুদ্রতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে জয় করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর স্বরূপ বিবিধ রত্নসমূহ আহরণ করিয়াছিলেন ।২৭

চন্দন, অগুরু, রত্ন, মণি, মুক্তা, কম্বল, সোনা, রূপা, বিদ্রুম, প্রভৃতি মহামূল্যবান কোটিশতসংখ্যায় তখন তাঁহারা কুন্তীপুত্রকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন এবং মহারাজ পাণ্ডুপুত্রকে তাঁহারা ধন বর্ষণ দ্বারা অভিবর্ষণ করিলেন ।২৮-২৯

তখন ভরতসত্তমগণের সাধুবাদ দিয়া এবং তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া তাঁহাদিগের বিদায় বলবান্ ভীমসেন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন ।১৮

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম পৃথিবী জয় করিয়া যেন চতুরঙ্গিণীসেনা সমভিব্যাহারে অঙ্গরাজ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।১৯

হে রাজন্ ! ঐ যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত ও বশে আনয়ন করিয়া বলবান্ ভীমসেন পর্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন ।২০

অনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীম যোগাধিপতিকে উপস্থিত হইয়া নিজবাহুবলে মেঘবাসী বলশালী রাজাকে সহসা আক্রমণ করিলেন ।২১

হে মহারাজ ! অনন্তর ভীমসেন পৃথু সেনার অধিপতি মহাবলবান্ মহাবীর রাজপুত্র এবং কৌশিকী কচ্ছবাসী মহাবলশালী রাজা এই উভয়েই মহাবল ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর, এই দুইজনকে যুদ্ধে জয় করিয়া মহারাজের প্রতি ধাবমান হইলেন ।২২-২৩

ইত্রপ্রস্থমুপাগম্য রাজা ভীমপরাক্রমঃ।
নিবেদয়ামাস তদা ধর্মরাজায় তদ্ ধনম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি ভীমপ্রাচীদিগ্বিজয়ে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

ভীমসেনের ভীমবেগ পরে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া সেই সমস্ত ধন তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন ॥৩০

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয়পর্ব্বে ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিগ্বিজয় বৃত্তান্ত নামে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[সহদেবেন দক্ষিণদিগ্বিজয়ার্থং রাজ্ঞঃ বিদায়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সংবৎসরস্যাপি পর্যয়েণ পুনর্নৃপঃ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং প্রাজ্ঞং দক্ষিণাং দিশম্ প্রতি ॥১

স মুহূর্তাদ্ ইবোত্থায় পূর্বমেবাভবৎ প্রভুঃ।
সংস্তরাদক কৌরব্যো যশে চক্রে মহাদ্ যশী ॥২

ঋষিরাজাদিশঃ চৈব যজ্ঞসেনং মহাবলম্।
বিদায় তত্রৈবেক্ষ্বাকূন্ রাজ্ঞো বশমনয়ৎ ॥৩

মুকুমারং অথ চক্রে পুষ্টিমন্তং নরাধিপম্।
ততোঽপরমহৎস্যাংশ্চ রাজ্ঞঃ স পটচ্চরান্ ॥৪

বিদর্ভভূমিং গোশৃঙ্গং পরংপ্রবয়ং তথা।
তাবেবাভ্যাং যযৌ ভীমঃ শ্রেণিমন্তং চ পার্থিবম্ ॥৫

নবরাষ্ট্রং বিনির্জিত্য কুন্তিভোজপুরং তথা।
প্রীতিপূর্বং তদাগম্য প্রতিজগ্রাহ পাণ্ডবম্ ॥৬

একত্রিংশ অধ্যায়।

(সহদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণদিগ্বিজয়ে রাজসূয়ের বিঘ্ন।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! সহদেবও বর্ষরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৌজন্যে সম্মানিত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন ॥১

অরিন্দম সহদেব প্রথমতঃ সুরসেনবাসিদিগকে (সুরসেনবাসিদিগকে) জয় করিলেন এবং পরে মুকুমুলোদ্ভব সহদেব সংস্তরাজকে বিজয়বলে বশমে আনয়ন করিলেন ॥২

ঋষিরাজগণের অধিপতি মহাবল যজ্ঞসেনকে জয় করিয়া তাঁহাকে তদ্রত্ন সমর্পণ করাইয়া স্বরাজ্যে স্থাপন করিলেন ॥৩

তৎপরে রাজা সুকুমার ও রাজা পুষ্টিমন্তকে বশমে আনয়ন করিলেন এবং সৌভদ্রগণ অপর মৎস্যদেশবাসী অপরমৎস্য ও পটচ্চরদিগকে (চোলদিগকে) পরাজয় করিলেন, অনন্তর বিদর্ভ প্রবেশ ও পর্বতপ্রবয় গোশৃঙ্গকে জয় করিয়া ভূমিপাল সহদেব রাজা শ্রেণিমন্তকে পীড়ই জয় করিলেন ॥৪-৫

তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজপুরে অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ

তত্তঃ সর্বাস্তরীকূলে মহতস্তানুরক্তঃ নৃপান্।
সর্বান্ বাহুবলেনৈব সোহিতঃ পূর্ববৈরিণা ॥৭
মন্ত্রে তেন স সংগ্রামঃ সবলেনৈব ভারত।
স তমাসাদ্য বিনির্জিত্য প্রতিপাত্তিমুখো বশী ॥৮
সেতানপরসেকাংশ্চ যাজকং মুখবাসসঃ।
কৃষ্ণং কেতু উপাদায় রত্নানি বিবিধানি চ ॥৯
তত্রস্তৈরেব সহিতো বর্ষলৈরিতো বশী।
বিষাদুর্ব্বিন্দযোরন্তী বৈন্দেন সহভারতৌ।
জিগায় সমরে বীরাবাবন্ত্যৌ প্রত্যপদ্যত ॥১০
অতো রত্নান্যুপাদায় পুরং তোরকটং বশী।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং [illegible] ॥১১

স বিজিত্য তু রাজানং ভৌমকং বাহিনীপতিম্।
তোলতাবিপতিঞ্চৈব তথা তোরটাধিপম্ ॥১২
কান্তারকাংশ্চ সমরে তথা প্রাতোলকান্ নৃপান্।
নাটকেয়াংশ্চ সমরে তথা হেরম্বকান্ যুধি ॥১৩
বাহুবেন বিনির্জিত্য মহাত্রাবয়সো বলাৎ।
বাহীকানর্বুকারৈশ্চ রাজভিশ্চৈব সর্বতঃ ॥১৪
তাংস্তানাটবিকান্ সর্বানবজহ্রে পাণ্ডুনন্দনঃ।
বাতাধিপঞ্চ নৃপতিং বশে চক্রে মহাবলঃ ॥১৫
পুলিন্দাংশ্চ বশে কৃত্বা বাসো দক্ষিণতঃ পুনঃ।
যুযুধে পাণ্ড্যরাজেন সিংহং বন্যমৃগো যথা ॥১৬
তং জিত্বা স মহাবাহুঃ প্রযযৌ দক্ষিণাপথম্।
তত্রাযোদ্যাস্তথা রাজন্ বিক্রিয়ন্ত লোকবিশ্রুতাম্ ॥১৭

শ্রীকৃষ্ণপূর্বক সহদেবের আগমন নিরোধার্থী হইলেন ॥৬

অনন্তর চর্মণ্বতীর তীরদেশে যুদ্ধাভিলাষী রাজগণকে পরাজিত করিয়া রাজা অন্যান্য পুরুষকে বশীভূত করিলেন ॥৭

হে ভারত! সেই মহাবলপুরুষ সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিলেন, সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন ॥৮

মুখবাসস সহদেব সেক ও অপরসেক রাজাকে জয় করিলেন এবং সেই দেশবাসিগণের নিকট হইতে বিবিধ রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া পরে তাঁহাদেরই সহিত সর্ববাসগণকে অভিভূত সমর করিলেন ॥৯

অবিমীকুমারগণের প্রত্যাগমনে সহদেব অবন্তী দেশের রাজকুমার বীরদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে যুদ্ধে বিশাল সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিয়া জয় করিলেন ॥১০

এবং তাঁহাদের নিকট হইতে উপঢৌকনরূপ রত্ন সমূহ গ্রহণ করিয়া তিনি তোরকট নগরে গমন করিলেন। সিন্ধু আবর্ত হইতে অবিচ্যুত রাজন্! সেই স্থানে দুইদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥১১

মহাবীরগণ ঐ যুদ্ধে দুর্গম বীর ভৌমকে পরাজিত করিয়া তোলতাধিপতি, তোরটীর তীরপ্রদেশের অধিপতি, কান্তারক ও পূর্বতোরণের রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। তৎপরে ঐ যুদ্ধে নাটকের ও হেরম্বকদিগকে জয় করিলেন ॥১২-১৩

মহাবলশালী পাণ্ডুনন্দন সহদেব বাহুবল ও মহাত্রাব বলপূর্বক অধিকার করিয়া বাহীক, অর্বুদ ও সমস্ত আটবিক রাজগণকে জয় করিলেন। তৎপরে মহাবল সহদেব রাজা বাতাধিপতিকে নিজের বশে আনয়ন করিলেন ॥১৪-১৫

এবং যুদ্ধে পুলিন্দগণকে জয় করিয়া অনুলোম বলিষ্ঠপুরোগম সহদেব দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া অগ্রবর্তী হইয়া গমন করিলেন। তৎপরে তথায় পাণ্ড্যরাজের সহিত তিনি একদিন যুদ্ধ করিলেন ॥১৬

তাঁহাকে জয় করিয়া মহাবাহু সহদেব দক্ষিণাপথে আরও আগে প্রস্থান করিলেন। তথায় বিভিন্নস্থানের লোকবিখ্যাত এত গুলার উপস্থিত হইলেন ॥১৭

অত্র যানাবাস্থাভ্যাং দ্বৈধমস্য নিবেদয়ে ৮।
দুর্যোধনো নিষণ্ণো বৈ বিকৃতিং পরমাং গতঃ ॥১৮
তত্রস্থশ্চৈব আহূতো মহর্ষিঃ যাদবো।
উবাচৈনং পাণ্ডবানাং প্রীতিপূর্বমিদং বচঃ ॥১৯
অত্র পাণ্ডবপার্থানাং যদ্ধাত্মানং দর্শিতঃ।
অবিষহ্যস্তু কার্ষ্ণায় বর্ষরাজায় যৌধতে ॥২০
অত্রো মহাত্মুপালম্ভে পূর্বং বাহ্লিকতো মহী
অত্র নীলস্য রাজ্ঞো ন মন্ত্রে যুদ্ধঃ মহর্ষিঃ ॥২১
পাণ্ডবঃ পরবীরঘ্নঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
অতোঽহঞ্চ যুবয়ো যুদ্ধমাসীৎ লোকত্রয়ক্ষয়ম্ ॥২২
দৈবক্ষয়করৈশ্চৈব প্রাণানাং সংক্ষয়াদ্ভয়ম্।
মন্ত্রে তত্র হি সাহায্যঃ ভগবান্ হরমাধবঃ ॥২৩
অতো দ্বয়া হয়া বাপাঃ পুরুষাঃ তত্রাপি চ।
প্রবীণানি যাদূনাস্তু সহস্রেণাবলে বলম ॥২৪

তত্রঃ যুদ্ধমাত্মবন্ধ বভূব কুরুনন্দন।
নৌলস্য প্রতিযুদ্ধস্য সহদেবস্য ভারত ॥২৫

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ বহ্নি. প্রত্যমিত্রাহরদ্ বুধি।
সহদেবস্য যজ্ঞার্থং যষ্টারমপি বৈ দ্বিজ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অত্র বাহ্লিকবাসী ভগবান্ হুতাশনঃ।
প্রত্যক্ষতো হি দৃষ্টোঽসৌ বৈ পুরস্তাৎ পারমর্ষিকঃ ॥২৭
নীলস্য রাজ্ঞো দুহিতা বহ্নিস্তাঃ লোকবিশ্রুতা।
মাহিষ্যোঽনুপবিষ্টায়ৈ যোষায়ৈ পিতুঃ সদা ॥২৮
যজ্ঞসেনির্ভয়াদ্বাপি তাবৎ প্রভৃতয়ে ন সঃ।
যাবদ্যজ্ঞপুরোডাশৈঃ বাহুকং ন বিভূষয়ে ॥২৯
তাঃ স ভগবান্নিষ্কম্যে তাং কৃষ্ণাম্ভ্।
নীলস্য রাজ্ঞঃ সর্বেষামুপরী২ন্ত লোহিতম্ ॥৩০

ভগবান্ বৈশ্য ও বিবিধ নামে দুই বানরবাজের সহিত তিনি সাতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সেই দুই বানররাজ কিছুমাত্র বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলেন না ॥১৮

তখনে ঐ দুই মহাবল বানর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সহদেবকে প্রীতিপূর্বক এইরূপ বলিলেন ॥১৯

হে পাণ্ডবার্জুন! আপনি সর্বপ্রকার যত্নসহকারে এখন যজন করুন। যাহাতে বর্ষরাজের কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে তাহাই করা উচিত ॥২০

অনন্তর মহাত্মা সহদেব তথা হইতে যত্নসহকারে এখন পূর্বদিক মাহিষতী পুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় রাজা নীলের সহিত তিনি যুদ্ধ করিলেন।

মাহিষতীরাজধানী পাণ্ডুপুত্র সহদেব অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা নীলের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল—তাহা অতি ভয়ঙ্কর, দৈব ভয়ঙ্কর ও প্রাণসংশয়কর। ঐ যুদ্ধে ভগবান্ হুতাশন রাজা নীলের সহায়তা করিলেন ॥২১-২৩

তখন সহদেবের সৈন্যদের সমস্ত রথ, অশ্ব, হস্তী, পুরুষ ও ভগ্ন—এ সমস্তই পূর্বাপেক্ষা প্রবীণ দেখাইতেছিল ॥২৪

হে জনমেজয়! এই বিষয়ের যাহাতে সহদেবের যুদ্ধমান অগ্নিদেবতারা বিঘ্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতীকার করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন ॥২৫

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্নি কি জন্য এই যুদ্ধে তাঁহার বিঘ্নসম্পাদন করিলেন ॥২৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এরূপ কিম্বদন্তী শোনা যায় যে, বাহ্লিকবাসী ভগবান্ হুতাশন এখনে যেখানে পারমর্ষিক বলিয়া পূজিত হন ॥২৭

রাজা নীলের পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। সে সর্বদা পিতার অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকিত

অতো ব্রাহ্মণরূপেণ যযাতেরো মহাত্মনঃ।
চক্রমে তত্র যজ্ঞায়োঃ কন্যামুৎপলগন্ধিনীম্ ॥৩১

তাং তু রাজা যযাতস্তত্রন্যাসং যাচিতবান্।
প্রত্যুবাচ ততো কোপাদ্ ভগবান্ ঋষ্যসত্তম ॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা জগাম শিরসাবনিম্ ॥৩২

তস্য তাবেন তাং তস্যাং সুষুবে হি সুতা নৃপঃ।
প্রথমো বিপ্রকন্যায়াং দেবযান্যাং ততঃ ॥৩৩

প্রতিগৃহ্য চ তাং যুক্তঃ নীলরাজঃ সুতাং তথা।
মনসা প্রণতঃ তস্থাংস্তস্য রাজ্ঞো বিধানতঃ ॥৩৪

অথেক্ষ্বাকুবংশায় তং নৃপঃ বিনিবেদয়ৎ।
অন্যাশ্চ যা ভবিষ্যন্তি তাসু বৈ শৌক্রিজি ॥৩৫
ততঃ প্রভৃতি যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি তাং পুরীং নৃপাঃ।
জিগীষন্তি বলাদ্ রাজংস্তে সর্বে ন ভবিষ্যন্তি ॥৩৬
তস্মাৎ পুর্য্যাস্তু তস্যা বৈ ধারিষ্যন্তি ভূমিপাঃ।
বহুভূমর্ত্তিরাজ্ঞো যোষিদ্ভক্ষণতঃ কিল ॥৩৭
এবমুক্তিবং প্রাহুঃ স্ত্রীণাংপ্রতিগ্রহণে।
ধর্ম্মোক্তম মাংসো হি মতঃ বিপ্রস্যাত্ত ।৩৮
যস্যন্তি চ রাজানঃ পুরা তদ্বর্ত্তয়ন্।
তস্মাদ্বৈশ্যাস্তথা প্রভৃতি সর্বদা ॥৩৯

সেখানে পাত্য বাদ্য ধারণ করিলেন অতিথির তত্তক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইলেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রাজকন্যার রমণীয় করপুটসম্বন্ধীয় মাধুর্য্য সেই অগ্নি বিস্মৃতি না হইল ।২৯

তৎপরে ভগবান্ অতিথির পূর্ব্বকথাজ্ঞা ঐ রাজকন্যাকে আমরা কহিয়াছিলেন ঐ সময়ে রাজা নীলের এবং তথাকার সকলেরই অতিশয়ান্ত হইয়াছিল ।৩০

তদনন্তর অতিথির ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞায়ুমহাশয়ে যযাতিনন্দনী কমলগন্ধাকন্যার বিষয়ই তীব্র অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ধার্ম্মিক রাজা নীল পাদ্যাদিদানে সেই ব্রাহ্মণকে সম্মান করিয়াছিলেন।

তখন ভগবান্ ঋষ্যশ্রেষ্ঠ ক্রোধে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং ভূমিতে মস্তক রাখিয়া তিনি অতিথিকে প্রণাম করিলেন ।৩১-৩২

তৎপরে বিবাহযোগ্য কালে সেই কন্যাকে রাজা তখন অনেক সম্ভ্রমে বিপ্রবরণী অতিথির বিবাহার্থ সম্প্রদান করিলেন। রাজা নীলের পুত্রধারী সেই কন্যাকে তখন প্রতিগ্রহ করিয়া ভগবান্ অতিথির সেই রাজার প্রতি মনুগ্রহ করিলেন ।৩৩-৩৪

রাজার অন্যান্য নিবিড়তাহিদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম হইয়া অতিথির সেই রাজাকে বর রাজা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং রাজা নিজের নৈসর্গমতে অনন্তর বর প্রদান করিলেন ।৩৫

হে রাজন্! তখন হইতে যে সকল রাজা মহারাজগণ: সেই যাতিনন্দনী পুরী পূর্ব্বে আর করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারিগকে অতিথির বর করিয়া থাকেন ।৩৬

হে ভূমিপতে। সেই সময় হইতে ঐ যাতিনন্দনী পুরীকে স্ত্রীগণ ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করার সেনা আছেন। (অর্থাৎ তখনবি সেই নগরীতে কেহ স্ত্রীলিঙ্গকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না)৩৭

অতিথির স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, স্ত্রীলোকে অপ্রতিগ্রহণ বিষয়ে তাহারা বলিষ্ঠী হইবেন অর্থাৎ পরে বলকে বলে করিতে পারিবেন এবং তখন হইতে ব্রাহ্মণগণ তাহার বৈশ্যিনী হইয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকেন ।৩৮

এই কারণেই মহারাজ। তখন হইতে ব্রাহ্মণগণ অতিথির সর্বদা তীব্র হইয়া যাতিনন্দনী পুরী রক্ষণ করিতে আসিলেন। (অর্থাৎ এ রহস্য যাঁহারা জানেন সেই বুদ্ধিমান যাতিনন্দনী পুরীর উপর কখনও আক্রমণ করেন না।)৩৯

সহদেবস্তু বর্মাণ্যা সৈন্যং দৃষ্ট্বা ভয়ান্বিতম্।
পরীতমর্জুনো রাজন্ বাক্যমাহ বৃষধ্বজম্ ॥
উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা সোঽস্ত্রমৈশং পাবকং তদা ॥৩০

সহদেব উবাচ।

ঘর্মোঽয়ং সমবায়স্তঃ কৃষ্ণমর্জুনং মমাশ্রয়ম্ যে।
মুখং তমসি যেষাং বৈ রজস্তমসি পাবক ॥৩১

পাহ্যগ্নে পাবকস্তানি যদনাস্তমাবহেঃ।
যেষাঞ্চার্থং জাতা বৈ জাতবেদাস্ততো ভবি ॥৩২

চিত্রভানুঃ হুরেশশ্চ অনলশ্চ বিভাবসো।
বর্ণাবাংস্পৃক্পতাশি হুতাশো হরনঃ শিখী ॥৩৩

বৈশ্বানরস্তু শিক্ষেশঃ প্রমলো ভূরিতেজসঃ।
কৃষ্ণবর্ত্মা জগবান্ কৃষ্ণবর্ত্মা বিভাবসুঃ ॥৩৪

অগ্নির্বলস্তু যে তেজো বায়ুঃ প্রাণং দদাতু যে।
পৃথিবী বলমব্যাধিং তাপো দিশন্তু যে ॥৩৫

অপাংগর্ভ নমস্তেঽস্তু জাতবেদো হুতাশন।
যেনাহং মুখমস্ত্রং বা ন মুহ্যেয় বিভাবসো ॥৩৬

অগ্নিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব যৈর্যৈরস্ত্রৈরপি।
নিত্যং হুতং ময়া যজ্ঞে তেন মাং পাহি সর্বতঃ ॥৩৭

মুখমেতৎ শিখী চ ত্বং পাপ্মানমিদমস্তু তে।
সর্বপ্রাণিষু নিত্যস্থঃ সর্বত্র মাং বিভাবসো ॥৩৮

এবং স্তুতোঽগ্নি ভগবান্ পাণ্ডবেন শুচিস্মিতা যদা।
তুষ্টিং পুষ্টিং প্রকৃতিকো প্রীতিং তত্রে প্রযচ্ছ মে ॥৩৯

যে যাজ্ঞসেনি! যখনই সমরে সৈন্যগণকে অগ্নি-পরিবেষ্টিত ও ভয়বিহ্বল দেখিয়া অর্জুনের প্রাণ অধিকল হইয়া উঠিবেন, কিন্তু তিনি ভয়ে কম্পিত হইবেন না। তৎপরে তিনি আচমন করত শুচি হইয়া পাবককে বলিবেন।৩০

সহদেব কহিলেন—হে কৃষ্ণবর্ত্ম্! আমাদের এই সমবায় ও আপনার স্তবই, আপনাকে সমরকার। যে পাবক! আপনি যেসকলের মুখ ও আপনিই যজ্ঞমুখ।৩১

সমস্তকে আপনি পবিত্র করেন বলিয়া আপনি পাবক, হব্য অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য বহন করেন বলিয়া আপনি হব্যবাহন। দেবসমূহ আপনার জন্যই জাত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে, সেইহেতু আপনি জাতবেদা নাম ধারণ করিয়াছেন।৩২

যে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু, সুরেশ ও অনল। এবং আপনি সর্ব-ধারণকর্তা হইয়াছেন এবং হব্য ভক্ষণ করেন বলিয়া আপনি হুতাশন, সর্বদা প্রজ্বলিত হইয়াছেন বলিয়া আপনি শিখী।৩৩

আপনি বৈশ্বানর, শিক্ষেশ, প্রমল ও ভূরিতেজা নাম ধারণ করিয়াছেন, আপনিই কৃষ্ণবর্ত্মা, ভগবান্ কৃষ্ণবর্ত্ম বিভাবসু।৩৪

আপনি অগ্নি, সুতরাং আমাকে তেজঃপ্রদান করুন, বায়ু আমাকে প্রাণদান করুন, পৃথিবী আমায় বলপ্রদান করুন এবং জল আমায় আরোগ্য বিধান করুন।৩৫

যে জলসম্ভবের উৎপত্তিস্থান। যে মহাপ্রাণ, সুরেশ, জাতবেদ অগ্নে। আপনি যেবেতাসমের মুখ, আপনি দয়াপ্রভাবে আমাকে পবিত্র করুন।৩৬

অগ্নি, ব্রাহ্মণ, যেবেতা ও মনুষ্যগণ যজ্ঞ করায় সময়ে সর্বদা আপনাতেই আহুতি দিয়া থাকেন, অতএব আপনার দয়াপ্রভাবে আপনি আমাকে পবিত্র করুন।৩৭

মুখ আপনার প্রকরণ এবং আপনি বিশ্বধারী, আপনি সমস্ত পাপনাশকারী এবং বায়ু

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবং ব্রাহ্মণেনোক্তঃ পঠন্ যো ভক্তিমান্ বিজঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪০

সহদেব উবাচ।

যজ্ঞবিঘ্নমিমং কর্তুং নার্হস্যে হয়বাহন।
এষ্যামি ত্বাং যজ্ঞেন কুশেশাস্তীর্য মেদিনীম্ ॥৪১

ত্রিরিমং পুরুষব্যাঘ্রঃ পাবকং প্রদক্ষিণং।
প্রযুযে তত্র সৈন্যেন তীর্ত্বোদধিমরিন্দম ॥৪২

ন চৈনমত্যবাদ্ বহির্বেলামিব মহোদধিঃ।
তমুপেত্য সমৈর্বাহ্নিকবাচ কুরুনন্দনঃ ॥৪৩

সহদেবঃ নৃপাং শ্রেষ্ঠঃ শাস্ত্রপূর্বমিদং বচঃ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কৌরব্য নিজ্ঞামেমং কুরুম মম।
যেষি সর্বক্ষিতিপ্রাণ তব যজ্ঞস্য চ ক্ষতম্ ॥৪৪
যদা তু যজ্ঞিয়ো যূপো ভবিতাসি ময়া কৃতঃ।
যাবন্ যাবন্তি বা লোমান্ তুলে যৎসন্মিতানি চ ॥৪৫
তাবন্তি তু সহস্রাণি সমানি পশুভিস্তব।
তত উষায় তীক্ষ্ণাগ্রা প্রাজাপত্যঃ পিনাকবান্ ॥৪৬
পুরুষাদান্ মাংসেন পায়য়ন্ সর্বতঃ প্রজাঃ।
পাবকে বিনিবৃত্তে তু লোকঃ ক্ষাত্রাদ্ ভয়াৎ তদা।
পাবকস্যাজয়া চৈব ঘর্ঘরায়াশ্চ পার্থিবঃ ॥৪৮
সংত্রাসেন ব্রহ্মঘ্নাস্তঃ সহদেবঃ মুরাসদম্।
প্রতিগৃহ্য চ তং পূজাং তত্র চ বিনিবেশ্য চ ॥৪৯

হইতে আপনার প্রকাশ এবং সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আপনি সর্বদা অবস্থান করিতেছেন। অতএব সত্যপ্রভাবে আপনি আমাকে পবিত্র করুন ॥৩৮

আমি শুচি ও শ্রীমান্ হইয়া এইক্ষণে ভগবৎস্বরূপ আপনার স্তব করিতেছি—যে অশ্ব। আপনি আমাকে পুষ্টি, পুষ্টি, কান্তি ও শ্রীতি প্রদান করুন ॥৩৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দ্বিজ এইরূপ অশ্বের স্তব পাঠ করত বিষ্ণু অশ্বিদেবের হোম করিয়া রাখেন, তিনি সমস্ত সমৃদ্ধিশালী ও বিতেজস্কর হইয়া সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন ॥৪০

সহদেব কহিলেন—"হে হয়বাহন! আপনি এই যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে পারেন না।" হে ভারত! এই কথা বলিয়া পুরুষপ্রধান মাদ্রীনন্দন কুশে কুশ বিস্তার করিয়া তদুপরি ও উহার চৈত্যবৃক্ষের অগ্রভাগে বিধিমত অশ্বিদেবের সম্মুখে উপবেশন করিলেন ॥৪১-৪২

আমাদের যেরূপ ভীরুতা অধিকক্ষণ থাকে না, সেইরূপ অশ্বিদেব সহদেবকে অধিকক্ষণ কহিলেন না। অশ্বিদেব বীর বীর সহদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কুরুকুল রাজের সহদেবকে সাদরে ধীর ভাবে এই কথা বলিলেন—হে কৌরব্য! উত্থিত হউন; আমি আপনাকে লাভিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আপনার এবং সমস্ত যুধিষ্ঠিরের সমস্ত অভিপ্রায় আমি জানিতে পারিয়াছি ॥৪৩-৪৪

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! রাজা মৌলের কুলে যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি থাকিবেন, সে পর্যন্ত আমি এই যজ্ঞিয়ী যূপী রক্ষা করিব। হে পাণ্ডব! আমি আপনার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করিব ॥৪৫-৪৬

হে ভারতর্ষভ! অনন্তর যাজ্ঞিকগণ প্রীতমনে উত্থিত হইয়া যাগ ক্ষেত্র করত অবভৃথ সহদেব অশ্বিদেবের পূজা করিলেন ॥৪৭

অশ্বিদেব প্রতিনিবৃত্ত হইলে পরে রাজা মৌল অশ্বিদেবের আদেশে তখন সহদেবসমিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং রাজা মৌল যথোচিত সংকার দ্বারা যোড়শদের অধিপতি নরশ্রেষ্ঠ এই সহদেবের অর্চনা করিলেন।

মাগধৌমুক্তকঃ প্রাদাৎ বিজয়ী দক্ষিণাং দিশম্।
ভৈমসূত স তত্রাপি কৃত্বা বাহানবর্ষিতৌজসম্ ॥৫০
বিনির্জ্যাথ মহাবাহুরগমৎ পৌরবেশ্বরম্।
আকৃতিং কৌশিকাচার্য্যাং অনুজ্ঞাপ্য মহতা তদা ॥৫১
তত্রাপি চক্রে সংগ্রামং ভূমাষ্ট্রাধিপতিং তদা।
ভূমাষ্ট্রবিষয়স্থাংশ্চ প্রেষয়ামাস ভারিষে ॥৫২
রাজ্ঞে জেমকটায়ৈব মহাযজ্ঞায় দীক্ষতে।
তীমকায় স তর্জ্জিত্বা সাকাংশ্চিত্রসেনায় বৈ ॥৫৩
স চাস্য প্রতিজগ্রাহ সহসঃ শাসনং তদা।
প্রীতিপূর্ব্বং মহারাজ যাজ্ঞসেনমবেক্ষ্য চ ॥৫৪
ততঃ স ময়ূরাভায় পুনঃ প্রাদাৎ দুরাসদম্।
ততঃ পূর্ণরথং চৈব তালাকেতুমথাপি চ ॥৫৫
তথা চক্রে মহাতেজা হতকাংশ্চ মহাবলঃ।
শাসয়ন্নীপবাসাংশ্চ নৃপতীন্ সেন্ধবোদ্ভবান্ ॥৫৬

নিষাদম্ পুরুষাদাংশ্চ কর্ণপ্রাবরণানপি।
যে চ কালমুখা নাম নরব্যাঘ্রসমোদয়ঃ ॥৫৭
কৃৎস্নং কোলগিরিঞ্চৈব তথা সুরভীপত্তনম্ তথা।
যোগাং তথা হয়ং চৈব পর্ব্বতং যাবনং তথা ॥৫৮
বিধিবিদ্ধক স নৃপং তথা চক্রে বৃকোদরঃ।
একপাদাংশ্চ পুরুষাদ্ কেরলান্ দ্রবিড়াংস্তথা ॥৫৯
দ্রবিড়ীং সহ দ্রবিড়ীক পাণ্ডক্ষ কুলাটকম্।
যুধিষ্ঠিরস্য তথা চক্রে করং চৈনমবাপয়ৎ ॥৬০
পাণ্ড্যাংশ্চ দ্রাবিড়াংশ্চৈব মহিষাংশ্চোষ্ট্রকেরলৈঃ।
আন্ধ্রাংশ্চোলান্ সবাহীকাংশ্চৈব কলিঙ্গানুষ্ট্রকর্ণিকান্ ॥৬১
আটবীং চ পুরীং রম্যাং দ্রবতাং পুরং তথা।
যুধিষ্ঠিরস্য তথা চক্রে করং চৈনমবাপয়ৎ ॥৬২

রাজা যৌনের সেই পূজা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাকে কর দিতে সম্মত করাইয়া বিজয়ী মাগধীপুত্র সহদেব উৎসুক হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

মহাবাহু সহদেব আদর্যকক্ষবাসী রাজা ভৈমসূতকে বিজয় করে আনয়ন করিয়া পৌরবেশ্বরকে জয় করিতে গমন করিলেন। তদনন্তর তাহার অনুজ্ঞা লইয়া মহাবাহু সহদেব পুনরায় দেশের অধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে তখন বিজয় করে আনয়ন করিলেন।

হে মহারাজ! পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি ভূমাষ্ট্রাধিপতি এবং বিষয়বাসীদের অধিপতি ভীমবল সাকাংশ্চিত্রসেনকে রাজা ভীমকের বিজয়ী দূত প্রেরণ করিলেন ॥৪৮-৬০

মহান রাজা ভীমক বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তখন প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন স্বীকার করিয়া লইলেন। তদনন্তর যোদ্ধপতি সহদেব তথায় রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেখান হইতে গমন করিলেন।

মহাবলশালী ও মহাতেজস্বী মাগধীপুত্র তৎপরে ময়ূরাভ, তালাকেতু ও পূর্ণরথকে বশীভূত করিলেন এবং শাসয়ন্নীপবাসী সেন্ধবোদ্ভব রাজগণকে, নিষাদগণকে, পুরুষাদক রাক্ষসগণকে ও কর্ণপ্রাবরণদিগকে তিনি বশে আনয়ন করিলেন।

এবং কালমুখ নামে খ্যাত যে সকল মহারাক্ষসসমূহ শত্রু তাহাদিগকেও তিনি জয় করিলেন ॥৫৪-৫৭

সম্পূর্ণ কোলগিরি, সুরভীপত্তন, যোগাপীঠ, যাবন পর্ব্বত, ও রাজা বিধিবিদ্ধকে বিজয় বশীভূত করিয়া মহামতি সহদেব একপাদ পুরুষগণকে, কেরলগণকে, দ্রবিড়দিগকে এবং দ্রবিড়ী সহিত পাণ্ড ও কুলাটক দেশ এই সকলকে যুদ্ধজয়ের দ্বারাই তিনি বিজয় করে আনয়ন করিলেন। এবং ইহাদিগকে কর দিতে সম্মত করাইলেন ॥৫৮-৭০

পাণ্ড্য ও দ্রাবিড় দেশ, মহিষ ও উষ্ট্রকেরল সহিত অন্ধ্র দেশ, চোলগণ, কলিঙ্গ ও উষ্ট্রকর্ণিক দেশসমূহ

(সমুদ্রতীরমাসাদ্য তস্মিংশ্চ পাণ্ডুনন্দনঃ।
সহদেবস্ততো রাজন্ দক্ষিণাং দিশ্য ভারত।
সপ্তরাষ্ট্রং ব্যবাহয়ৎ সচিবৈর্দিগ্বিজয়ৈঃ।
অনুযাতশ্চ তং রাজন্ সহদেবস্তথাবিধঃ।
নিষাদরাজং রাজেন্দ্র আত্মা পূর্বং ঘটোৎকচম্।
তমপ্যভিজগামাশু স রাজন্ প্রতাপবান্।
অভিমন্যুং তথা রাজন্ সর্বাতিরথসম্মতঃ।
নীলমীষুধরং কাশ্যং তথৈবাক্রমনুত্তমঃ।
বিরাটং সহ পুত্রেণ কিরীটিনমরিন্দমঃ।
হেমমালী মহাবাহুঃ কিরীটী কুক্ষিবর্ধনঃ।
তমপ্যেকো রথেনাজৌ তরসাজয়ৎ প্রভুঃ।
তস্যাপি সমরে রাজন্ সুমহদ্ বিক্রমং মহৎ।
দৃষ্ট্বা ন তুষ্টো বলবান্ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
তমপ্যাজৌ মহারাজ বিজিগ্যে পুরুষর্ষভঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরং রাজন্ বশে কৃত্বা মহাবলঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ প্রাচীং দিশমজিঘ্নত।
তত্রাপি তুমুলং যুদ্ধং নিষাদৈঃ সমপদ্যত।
তানপ্যাজৌ মহারাজ ভীমসেনো ন্যপাতয়ৎ।
তমপ্যাজৌ মহারাজ ভীমসেনো ন্যপাতয়ৎ।
তমপ্যাজৌ মহারাজ ভীমসেনো ন্যপাতয়ৎ।
তমপ্যাজৌ মহারাজ ভীমসেনো ন্যপাতয়ৎ।

এবং ভগবান ঘটোৎকচ ও ভবনবলের পুত্রগণ, এই সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে বারাই তিনি বশে আনয়ন করিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থকে তার প্রধান করাইলেন।৭১-৭২

(পাণ্ডুনন্দন সহদেব দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়া তথায় সেনানিবেশ করিলেন। হে রাজন্! হে ভারত! তদনন্তর মহারাজ সহদেব বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত একত্র বসিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

হে রাজন্! সহদেব তখন সেই পুরীতে উপস্থিত অনুযান করিয়া নিজের আত্মপুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ হইয়া চিন্তা করিলেন।

সহদেব চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়াবল মহাবল অমেয়াত্মা অভিবীর্য ও বিশালতায় সমস্ত আকাশকে ভূষিত করিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার দেহের বর্ণ নীল মেঘসদৃশ, তিনি তপ্ত কাঞ্চন নির্মিত কুণ্ডলপরিহিত, বিচিত্র হার ও কেয়ূর শোভিত ও মণিমণ্ডিত পাঁচরী পরিহিত ছিলেন।

তাঁহার অঙ্গে স্বর্ণ মালা, মস্তকে কিরীট ও হস্তদ্বয়ে ভীষণ ধনুর্বাণ শোভা পাইতেছিল। তিনি দৃঢ়স্কন্ধ, তাম্রনেত্র, প্রাংশুবক্ষ, ভীমবক্ষ এবং ভয়ঙ্কর কেশে পরিশোভিত ছিলেন।

তাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব সকলও পরিণত এবং অতি বিচি বস্ত্রপরিধে বলবান্ সেই রাক্ষস যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়া অভিবেগে তথায় গমন করিলেন।

হে রাজন্! তদনন্তর পর্বতসদৃশ ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া তথায় সিংহের ভয়ে ক্ষুদ্র মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ সমস্ত লোক ভয়ে পলায়ন করিল।

রাক্ষসের মধ্যে পুলস্ত্যের নিকটে গমনের ন্যায় ঘটোৎকচ মাদ্রীপুত্র সহদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! তদনন্তর ঘটোৎকচ সহদেবকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং বলিলেন—"আমার কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।"

মেরুপর্বতের বিস্ফোরণ সেই ঘটোৎকচকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন সহদেব দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বার বার মস্তকে

সহদেব উবাচ।

পশ্য সর্বাং পুরীং বৎস কৃষ্ণার্থং মম শাসনাৎ।
অত্র যুষ্মাঁ। সমাহ্বাস্যে বাসুদেবঃ বিভীষণম্।
রত্নানি রাজসূয়ার্থং বিবিধানি বসূনি চ।
উপায়ান্ত সর্বাণি প্রত্যাদত্ত্ব সত্বরঃ।
সো হ্যেষ্যতি অয়ং পুত্র সমর্থবিজয়ুতবম্।
বিজেষ্যতি জগৎ বীক্ষ্য রাজসূয়মবাপ্নুহি।
ভৌমেয়ো ব্রাহ্মণৈঃ সার্ধং সর্বং জানীহি মাপ্রভম্।
যতি ভেষ্যতি সর্বাণি সর্বং বৈশ্রবণানুজঃ।
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ মাতুঃ কালস্য পর্যয়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবৌঘমুক্তস্য তথা কৃত্বা স ষষ্টাংশকঃ।
অথাব্রবীৎ। মহারাজ প্রহসন্ শক্তিমাং বিদম্।
অহং প্রক্ষিপ্য কৃষ্ণা সহদেবঃ ষষ্টাংশকঃ।)

ততঃ কল্পতরো বীমান্ দূরং যাত্রবতীসুতঃ।
প্রেষয়ামাস হেড়িম্বং সৌনন্দায় মহাত্মনে।
বিভীষণায় ধর্মজ্ঞঃ প্রীতিপূর্বমরিন্দমঃ ॥৭৩

(সন্দাদ্যভিমুখো রাজন্ সমুদ্রমবলোকয়ন্।
মূর্ধ্নারক্তাকীর্ণং নক্রৈর্মীনৈস্তথাকুলম্।
শুক্তিজালৈঃ সমাকীর্ণং শঙ্খৈশ্চাপি বিরাজিতম্।
স দৃষ্ট্বা রাজসেতুঞ্চ বিস্তীর্ণং যোজনত্রয়ম্।
প্রণম্য তমতিক্রম্য যযৌ বেলাবলোকনম্।
যত্র পারং সমুদ্রস্য কঞ্চিৎ ন অষ্টাংশকঃ।
সর্বং সমং যাম্যেন্দ্র নাকপৃষ্ঠোপমং শুভম্।
প্রাকারেণাবৃতং রম্যং শুভয়ারৈশ্চ শোভিতম্।
প্রাসাদৈর্বহুসাহস্রৈঃ হেমরত্নৈশ্চ সংকুলম্।
তাপনীয়বিতানেন মুক্তাজালান্তরেণ চ।
বৈদূর্যস্তম্ভযোগেন শাস্তকৈশ্চ শোভিতম্।)

উপায়ন গ্রহণ অথবা অর্ঘ্যপ্রদানের সহিত তাহার যথোচিত সৎকার করিয়া প্রসন্নচিত্তে এইরূপ বলিলেন।

সহদেব কহিলেন,—হে বৎস! তুমি আমার শাসনক্রমে কৃষ্ণাগমন-জন্য সত্বরপুরীতে গমন কর। হে মহাবল। তথায় রাজসত্তম মহাত্মা বিভীষণকে দর্শন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের জন্য বিবিধ ও বহুপ্রকার রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন কর।

হে পুত্র। যদি বিভীষণ ইহাতে সম্মত না হন, তবে এই দিব্য ঔষধ বলিবে—"হে মুখবায়ুজ। মুষ্টাঘাতার্থ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখরস দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এ সংবাদ অবশ্যই আপনি অবগত আছেন। আপনার বদন হইতে, আমি এখন পতন করিব।" এই কথা বলিয়া তুমি শীঘ্রই এখানে চলিয়া আসিবে, কালবিলম্ব করিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন সহদেব এই কথা বলার পর ষষ্টাংশের অধিকার হইয়া তথায় এই কথা বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন এবং ষষ্টাংশের সমুদয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন।)

তদনন্তর ধীমান্ ধর্মরাজ অক্ষয়বরপ্রাপ্ত যাত্রবতী-সুত সহদেব সমুদ্রের বন্ধনদেশে অবস্থান করত প্রীতিপূর্বক মহাত্মা পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণ সমীপে বিক্রিয়াপুত্র ষষ্টাংশকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন ॥৭৩

(হে রাজন্! সহদেব অতিদূরে গমন করত ষষ্টাংশক সমুদ্রকে বন্ধন, হাঙর ও সোনা মাছের দ্বারে সমাকীর্ণ এবং মুক্তার ও রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, বিদ্রুম ও শঙ্খসমূহে সমাকীর্ণ দর্শন করিলেন।

তদনন্তর শ্রীরামের সেতু দর্শন করিয়া ষষ্টাংশক শ্রীরামের বিক্রম চিন্তা করত ৺সেতুকে প্রণাম করিয়া সৌভাগ্য অতিক্রম পূর্বক সমুদ্রের দক্ষিণ তট অবলোকন করিলেন।

দর্শয়ামাস পুরুষো ভগবান্ সমুপাগতম্।
বিদ্যুদ্বলাহকপ্রখ্যং তপ্তহাটকবর্চসম্ ॥

পুণ্যগন্ধেন মহতা তুলস্যা বনমালয়া।
মানয়ন্তং সুপ্রকাশং শ্রীবৎসাদিভিরাবৃতম্ ॥

স্ফুরন্মকরকেয়ূর-বিলসৎকুণ্ডলত্বিষা।
পর্যুষ্টবদনাম্ভোজং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥

মানয়ন্তং মহাপুংসাং শ্রীবৎসোরসমীশ্বরম্।
বিদ্যাধরাদয়োঽপশ্যন্নবদ্ধাঞ্জলয়স্তু তম্ ॥

ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য পুরুষো নারদো বিভুঃ।
তৈরেবোপনিষদ্ভিস্তং স্তুত্বা সন্নতমব্রবীৎ ॥

যে যাজ্ঞেন [যজ্ঞযোগ্য পাত্রের দ্বারা যজ্ঞের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিয়া তথায় পূর্বোক্তরূপ সুন্দর লক্ষ্মী পুরী দর্শন করিলেন।

চতুর্দ্দিকে প্রাকারবেষ্টিত, পরম রমণীয় এবং সুন্দর দ্বারসমূহে পরিশোভিত, যেন ও রক্ত বর্ণ প্রাসাদের দ্বারা পরিপূর্ণ সেই লক্ষ্মাপুরী।

রাজধানীর দক্ষিণ (জানালা) দ্বারা, মুক্তা সুবর্ণ ও প্রবালজালে এবং হস্তীসমূহে পরিশোভিত সেই লক্ষ্মাপুরী।

সেই পুরী উচ্চতাতি ও দুর্গম পুরুষার এবং পরিখার দ্বারা দুর্গম এবং বিশ্ব মূর্তির সমাকীর্ণ এবং দিব্য বস্তুতি সমূহের ধনি ও উদ্যান বনরাজির সুশোভিত ছিল এবং সেই পুরী নানাবিধ পুষ্পগন্ধে সমাকীর্ণ ও পুরীর চতুর্দিক সমাবৃত অতিশয় রমণীয় ছিল। ইন্দ্রের অমরাবতী পুরী। তুল্য সেই পুরী নানারত্নে পরিপূর্ণ ছিল।

ঘটোৎকচ রাজসমভিব্যাহারে সেই লক্ষ্মাপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে বহু রাজসমূহকে দূর ও তুল্য অস্ত্রধারীরূপে দর্শন করিলেন। তথায় রাজসমূহকে নানা বেশধারী ও সমস্তকে দর্শন করিলেন এবং নারীগণকে অতিশয় প্রিয়দর্শনা,

আসনাদ্ দূরং রাজ্ঞ ইন্দ্রস্য সদনোপমম্।
স দ্বারপালমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥

ঘটোৎকচ উবাচ।

কুরূণামৃষভো রাজা পাণ্ডুর্নাম মহাবলঃ।
কনীয়াংস্তস্য ভ্রাতাহং সমরেষ্বিতি শ্রুতম্ ॥
কুরুক্ষিপ্তস্য তু গুরো রাজসূয়ার্থমুদ্যতঃ।
তেনাহং প্রেষিতো দূরং কর্মার্থং কৌরবস্য চ ॥
ক্রতুমিন্দ্রাভি সৌনস্যং তং ক্ষিপ্রং মম নিবেদয়।

দ্বারপালস্য উবাচ।

তত্র ত্বং যদি ক্রতো দ্বারপালো মহীপতে।
অবস্থাস্যে ক্ষিপ্রমহং ন নিবেদয়ে ॥

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণ এবং দিব্য আভরণে বিভূষিতা দর্শন করিলেন।

নারীগণের নয়নের অরুণভাব বদনকমল, কটিদেশ ও জঘনমণ্ডল পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগকে ঘটোৎকচকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মাবাসী রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

ঘটোৎকচ ইন্দ্রভবনের ন্যায় রাজভবনে পৌঁছিলেন এবং তিনি তথায় দ্বারপালসমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

ঘটোৎকচ কহিলেন,—কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ও মহাবলশালী পাণ্ডুনামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র 'সহদেব' এই নামে বিখ্যাত।

ধর্মরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সহদেব উদ্যত হইয়াছেন। তিনি কুরুকুল যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কার্যোপলক্ষে আমাকে দূতরূপে এখানে পাঠাইয়াছেন।

আপনি পুরন্দরসদৃশ বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি শীঘ্র আমাকে তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ করাইয়া দিন।

দ্বারপাল কহিলেন,—হে মহীপতে। ঘটোৎ-

সাম্বলিং স সমাজ্ঞে সর্বাং দৃষ্টমিদং তদা।
বাহপালস্তদা শ্রুত্বা রাজমেত্রে বিশোলতঃ॥

উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞো সমীপে যে প্রবেশতম্।
এবমুক্তস্ত রাজেন্দ্র ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা।
অথ নিষ্ক্রম্য সম্রাজ্ঞো বাহপো হৈহিয়মব্রবীৎ।
এহি যুক্ত মুদ্গরং দ্রষ্টুং কিমর এতিদ চ যম্।
বাহপালস্তদা শ্রুত্বা প্রবিবেশ ততোঽন্তিকম্।
স প্রবিশ্য ধর্মাত্মা রাজমেত্রে মহিষম্।
তত্র কৈলাসসংকাশং তত্তৎকাঞ্চনভাবনম্॥

প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তং গোপুরৈশ্চাপি শোভিতম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং নানারত্নসমাচিতম্॥

কাঞ্চনৈরাসনৈশ্চিত্রৈ দান্তৈরপি।
মণিবৈদূর্যবর্ণৈশ্চ স্তম্ভৈর্মণিবিভূষিতৈঃ॥
নানাপক্ষিগণাকীর্ণঃ সুবর্ণাঙ্কিত চিত্রিতম্।
চিত্রিতস্থাপ্তকং যস্মাৎ তত্তদাকস্মিকম্॥
তান্ দৃষ্ট্বা তত্র সর্বান্ স হৈহয়ক্ষিতিবর্ধনান্।
প্রবিশন্নেব হৈহিয়ঃ শুশ্রাব মৃদঙ্গস্বনম্॥
তন্ত্রীলয়সমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্।
বিবাহমূর্ধনির্ঘুষ্টং বাহিত্রগণসংকুলম্॥
স শ্রুত্বা মধুরং শব্দং শ্রীমদ্ধনবদ্ তদা।
ততো বিস্ময় হৈহিয়ো বভূবাতীব মানসম্॥
স তমর্থং ন্যাহাসীৎ বাহপেন মহাত্মনা।
ততঃ বিশোলপালীনং কাঞ্চনে সমমাসনে॥

করেন সেই বাক্য শুনিয়া বাহপাল "আজ্ঞা তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া অবশ্য সংযত বিশেষ-কালী হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

তখায় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া মৃদুবাক্য সমস্তই বলিলেন। তখন ধর্মাত্মা রাজসত্তম বিশোল বাহপালবাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন—মৃদঙ্গের আমার নিকটে লইয়া আইস।

হে রাজেন্দ্র। ধর্মজ্ঞ মহাত্মা বিশোলের কর্তৃক এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহপাল সত্বরে মন্দির বাহিরে নির্গত হইয়া আসিলেন, অনন্তর হৈহয়কে বলিলেন।

হে নৃপ। আপনি আসুন। মহারাজের ধর্মনিষ্ঠ আপনি অদ্য ইহা রাজভবনে প্রবেশ করুন। বাহপালের এই বাক্য শুনিয়া হৈহয় রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

রাজভবনে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজমহাত্ম বিশোলের মন্দির দর্শন করিলেন। তখায় কৈলাস-পর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল সেই মন্দির, মন্দিরের পরিধি উত্তম প্রাকারবিশিষ্ট।

চতুর্দিক্ প্রাকারেরদ্বারা এবং অনেক পরিখাদ্বারা সুশোভিত, নানারত্নে সমাচিত গৃহ সকল ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ ছিল।

কাঞ্চনময় আসন, স্তম্ভসকল, বেদি, হীরক ও বৈদূর্যমণিখচিত, পুরিমধ্যের গৃহসমূহে সুশোভিত, এবং সুবর্ণময় বিচিত্র ফলক ও পতাকা দ্বারা চিত্রিত, বিচিত্র স্থান দ্বারা আবৃত ও বিচিত্র পর্যন্ত বেদিকাসমূহে বিভূষিত ঐ রাজভবন অতি মনোহর ছিল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হৈহয়রাজ তথায় সমস্ত দর্শন করিয়া রাজগৃহ প্রবেশ করিয়াই বিস্তীর্ণস্থান তথায় মৃদঙ্গধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রাসাদমধ্যের ভিতে সমাকীর্ণ এবং ঐ ভিত সমানভাবে ও পরিমিত অন্তরে চলিয়াছিল। এক-স্থানে বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী ও তন্ত্রীলয় এই চতুর্বিধ বাদ্য শব্দের সহিত ও বিবাহ-মূর্ধনির্ঘোষে ঐ রাজভবন বিশেষ পরিব্যাপ্ত ছিল।

হৈহয়রাজ ঐ মধুর শব্দ শুনিয়া তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ। অনন্তর বিস্তীর্ণস্থান বাহপালের সহিত সমানভাবে বহু ক্ষণ

দিব্যে ভাস্করসঙ্কাশে মুক্তাবলিবিভূষিতে।
দিব্যাভরণসংছন্নাং দিব্যরূপধরাং বিভুম্॥

দিব্যস্রগম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপিকাম্।
বিভ্রাজমানাং বপুষা সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভাম্॥
উপেন্দ্রশক্তিং লক্ষ্মীবৈর্দৈবিধ্যৈরিব সংবৃতাম্॥

ধৃত্যৈশ্বর্য্যাদিভির্দৈব্যৈর্নারীভিঃ শ্রিয়দর্শনৈঃ।
পীতৈর্জ্জলমুচাকারৈঃ পূজ্যমানাং যথাবিধি॥

তাবত্যা যুবতেঃ চাত্রে বেষ্যন্তে ভবনে।
দৃষ্ট্বৈতে যবনাধীশাঃ মুমোচ চ দুর্ম্মতি॥

অচিন্ত্যাং শ্রিয়া জুষ্টাং মুদা-বল্লভোপমম্।
বরীকুং বিবৃতং বিভ্যদ্ভুবং রাজসেবয়া॥
রাজন্যকুলনাথানাং বৈ সমক্ষং অবলা সতী।
দৃষ্ট্বা ভটোৎকচো রাজন্ ব্রহ্মণ্যে তং কৃতাঞ্জলিঃ॥
প্রহস্যেদমুবাচেদং শত্রুং বিত্রাসয়ন্ নিব।
তং মুক্তমাত্মনঃ দৃষ্ট্বা রাজসেন্দ্রো বিভীষণম্॥
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সান্ত্বপূর্বং অচোহব্রবীৎ।

বিভীষণ উবাচ।

ত্বত্ত বলে তু সম্প্রাপ্তঃ ভয়মিন্দ্রং মহীপতিঃ॥
তত্ত্বানুজ্ঞাং সমস্তাস্ত পূর্বং দেশেষু তত্ত্ব বৈ।
স্বাঃ স্বাঃ কার্য্যেষু সর্বা মোক্ষয়িষ্যামি ভদ্রতঃ॥
বিক্রমেণ যথ ঋদ্ধিং সর্বারত্নানাং পৃথক্ পৃথক্।

পার হইয়া সুখে স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন, মহারাজ বিভীষণকে তিনি বন্দনা করিলেন।

মণিমুক্তাবিভূষিত ভাস্করসদৃশ দিব্য সিংহাসনে সমাসীন, দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত ও দিব্য অনুলেপনকারী বিভু বিভীষণকে তিনি বন্দনা করিলেন। বিভীষণ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া দিব্য অঙ্গ অভিষিক্ত হইয়া সুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য কান্তি ধারণ করিয়াছিল।

ইন্দ্রসহিত দেবতাগণের উপস্থেয়মের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের সহিত বিভীষণ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রিয়দর্শনা দিব্য যুবতীগণ সকলে নারীজনের সহিত জলমুক্ত বাষ্পসদৃশ বর্ণা দ্বারা যথাবিধি বিভীষণকে পূজা করিতেছিলেন। সেই দুই নারী সুবর্ণবিত্ত, মেঘতুল্য উহার দুইটি চামর ও দুইটি পাখা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিরোভাগে দুলাইতে ছিলেন।

রাজসরাজ বিভীষণ সুখের ও বলসদৃশ রাজলক্ষ্মী সম্পন্ন গরিমান্ ও অদ্ভুত দেখাইতেছিলেন এবং তিনি সকলের রাজ্ঞ অধিক ছিলেন। তিনি সকলে মনে মনে ইন্দ্রদেবতার অধীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছিলেন। হে রাজন্! রাজসরাজ বিভীষণকে দেখিয়া ঘটোৎকচ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

মহাবল ত্রিদশসমূহে যেরূপ মহাবল শতক্রতু শোভমান থাকেন, সেইরূপ মহাবল ঘটোৎকচ বিভীষণসমূহে শোভমান ছিলেন। রাজসরাজ বিভীষণ তাঁহাকে দেখিয়া যথারীতি তাঁহার সৎকার করিয়া সান্ত্বনা পূর্বক বাক্য বলিতে লাগিলেন।

বিভীষণ কহিলেন—যে মহীপতি আমার বিরুদ্ধ হইতে ভয়প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি আমার বলে ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অনুচরগণের সহিত তাঁহাদের সকলের এবং তাঁহার সেনা ও প্রাণ, আপনার নিজের পরিচয় ও যে কারণের জন্য তিনি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয়ের যথার্থ বিবরণ আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি বিস্তারিত ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে এই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন।

৺শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

এস আনন্দ রাজ্যে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ! আজ নিজেও অনুভব এবং সন্দেহ করতে কেন পারনা জান? তোমাদের ভেতরটায় সমস্ত ঈর্ষা-দ্বেষ, ক্রোধ-হিংসা প্রভৃতি, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, পান তামাক খাওয়া, যেখানে সেখানে খেয়ে দুষ্ট করে ফেলেছ। তোমরা সকলে লোভ, মোহ, ঈর্ষা ও ক্রোধরূপকে বরণ করে নিয়েছ। ইহলোক পরলোকে তাই ভোগ করতে হবে। তোমাদের নাম কীর্ত্তন ও গুরুমন্ত্র জপ, শ্রীগুরু তর্পণ প্রভৃতি। ঔষধির দ্বারা রোগ ভাল আজ হয় না। অতএব তোমরা যেখানে যেখানে খাদ্য-অখাদ্য খেয়েছ, সেখানে পেয়ারা-আদি ২।৪ করে ফেলবে। তোমাদের মুখে দেবতা পিতৃগণ পূজা নেন না। গুরুর স্থান তোমাদের মুখে নাই দেখতে পাচ্ছ তো তোমাদের দুষ্কৃতির ফলে পুত্র-কন্যাগণের কিরূপ অবস্থা হয়েছে। এখনও সাবধান না হ'লে ভবিষ্যতে ভোগ হবে।

পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, প্রভৃতি অখাদ্যভোজীর সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন—যাবৎ-বর্ষব্যাপী ব্রত পালন, এ যুগে তা হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার অনুকল্পে পূর্ণিমা উপবাস থেকে অমাবস্যা সমস্ত দুগ্ধ করত সন্ধ্যায় নক্ষত্র দেখে হবিষ্যান্ন করে প্রাতে ১৫৲ টাকা উৎসর্গ, ২৫৲ দক্ষিণা দান, তোমরা তোমোৎসর্গ করে পূর্ণিমায় উপবাস এবং ও বারোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করালে তবে যেন শুদ্ধ হবে, তোমরা জানতে পারবে তোমাদের স্বরূপ।

Regd. No. C 67

CHAITRA 1891 SAKA

Aryashastra

March - April 1969

তোমরা কে জানো? তোমরা শ্রীভগবানের অংশ, তাঁর প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ তোমাদের হৃদয় আলো ক'রে আছেন, পরমাত্মা ও ঈশ্বররূপে বিশ্বের বিরাজ করছেন এবং তাঁদের দুয়ে মিলে তোমাদের পরিপাক করে নিচ্ছেন। তোমাদের পরম ঈপ্সিত পরম, তাঁর সমস্ত শক্তি তোমাদের আছে। তোমরা তাঁকে পাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছো। যথাযথ প্রার্থনা করলে তোমরা আলোকে পুলকে পরমাত্মস্বরূপ থেকে উপস্থিত হবে। যাঁরা বহু ধ্যান তোমাদের ক'রেছেন, যথাযথ প্রার্থনার দ্বারা সেই শুদ্ধ করে নিয়ে তাঁকে একান্তভাবে আত্মস্থ করবার শক্তিলাভ করা। প্রার্থনার ফলস্বরূপ শুদ্ধ ক'রে সত্তা কর, শুদ্ধস্বরূপ মন্ত্র জপ কর, যাতে যাতে তাঁর কৃপা পাবে পাবেই পাবে। যোগ: কর্মসু কৌশলম্ প্রার্থনার সফল করে সমাধানে হবে।

ওম্ এস্ ফিরে এস, তোমার আনন্দধামে ফিরে এস।

16 JUN 1969

আশিস ও

ভালবাসা

তোমাদের

ওঙ্কার

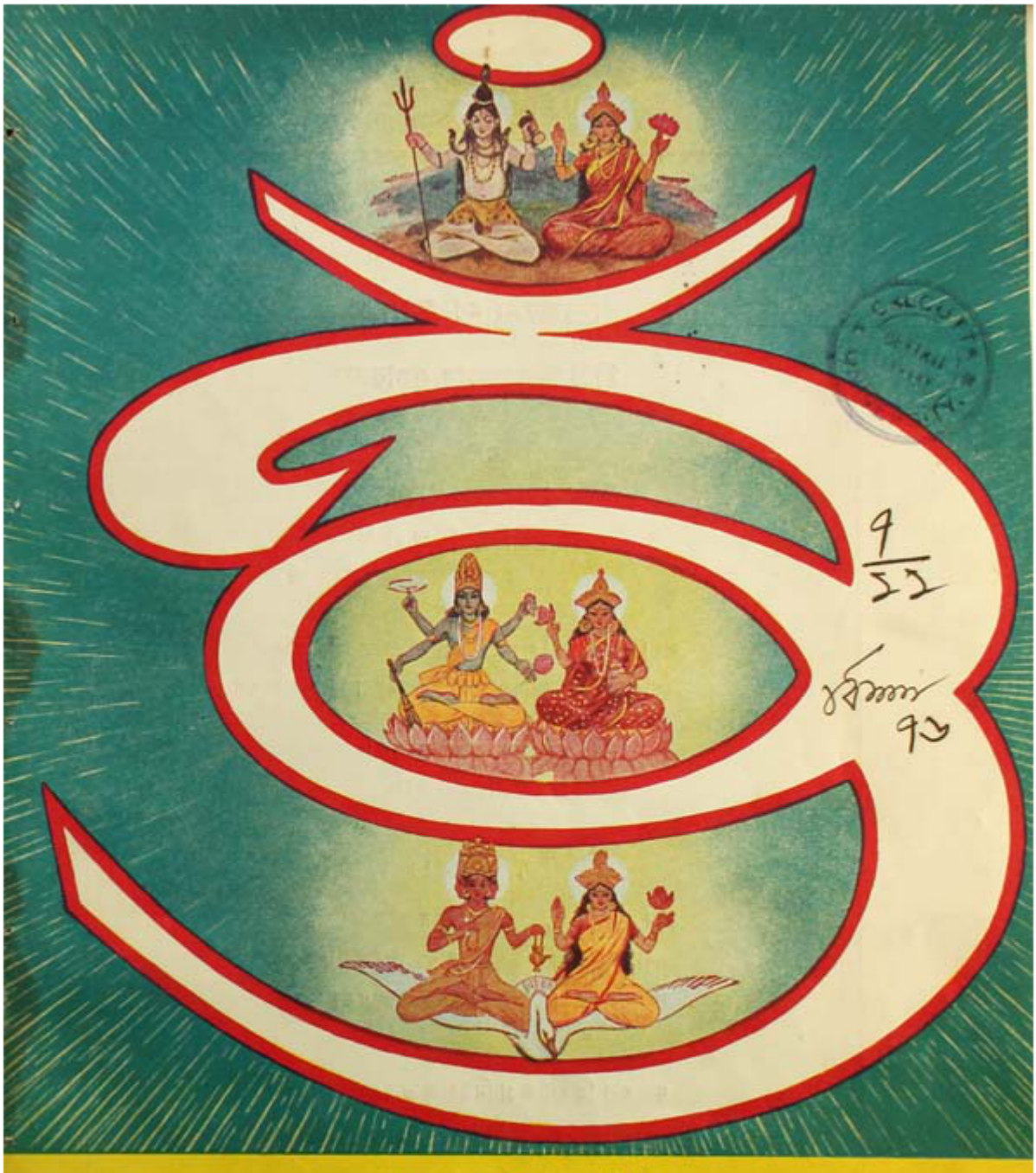

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

আমার যত স্বপ্নাদেশ

ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

রচিত

ওঁ মহাযোগীরাজ শিবায়ৈ
বিষ্ণুবাসিনে শ্রীমতি
তুভ্যং পদ্মাক্ষিকা প্রচোদয়াৎ ওঁ।

পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে পদ্মালয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিষ্ণুমনোঽনুকূলে ত্বৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব।

মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নৈ শ্রীমতি
তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ।

মা, মা, মা!

মহানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব।
মহানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব!
মহানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[মহাভারত—একাদশ

[সপ্তমবর্ষ, বৈশাখ মাস, ১৩৭৬] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীভূতেশচন্দ্রতর্ক-স্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঞ্চ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক ভাবায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারবাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণানুকূল্য দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মুখ-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যরায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসরস্বতীপ্রেসলিমিটেড
(সরকার সমবায়)

সর্ব্ব-সংরক্ষণস্বত্ব

শ্রীহরিপদ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভাগবতার্থী
শ্রীসুধাংশু কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীবিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রক-কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ—
বিশ্বনাথ বিদ্যালঙ্কার।
ডাঃ শ্রীবিভেশ সাহা এম্. বি., ডি. ও. এস্, এম্-
আর. পি. এইচ্, ডি. টি. এম্, এফ
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসরস্বতী
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ. ডি.
রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও
৯৪, হরি ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৯ই বৈশাখ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪১০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যপাত্র সাধারণ মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা ইংরাজী ১লা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমাজ বিজ্ঞানবিষয়ক, প্রত্নতত্ত্ব-সংস্কৃতিপ্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধাদি, গল্পোপন্যাস, ঐতিহ্যমূলক ও ঐতিহাসিক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার আর্যপাত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যগাথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসাদ্যের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সকাশে আর্যগাথা, ৩৮বি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার ফর্মে ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হইলে কদাচিৎ পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যপাত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা ফিরে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, সি. আই. টি. রোড, শ্যামবাজার
কলিকাতা—৫।

সম্পাদক—আর্যগাথা

শ্রীশ্রীউমেশায় নমঃ

শ্রীশ্রীউমেশের বাণী

পূর্ণব্রহ্ম
অবতার-পুরুষ
যোগীরাজ
পরমহংস

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩·০০ টাকা
২।	বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২·৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, মনুস্মৃতি, শঙ্খ-লিখিত, উশনঃ, বৃহদ্যম, লঘুযম, অত্রি, আঙ্গিরস, কশ্যপ, লঘ্বাশ্বলায়ন, ব্যাঘ্রপদ, বৃদ্ধহারীত, গোভিল, ব্যাঘ্রপাদ, ভৃগু, বৃহৎপরাশর, ব্যাস।)

৩।	শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ	৩০·০০ টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯·০০ ,,
৫।	শ্রীমদ্ভাগবত	৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

UNIVERSITY

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু বৈচিত্রঃ সৌবলেয়েন ধীমতা।
কৃষ্ণাজিনধরোবাচ সান্ত্বয়ন্ রাক্ষসাধিপম্।

ঘটোৎকচ উবাচ।
সোমক স্থলে রাজাহসীৎ পার্থুর্নাম মহাবলঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রাশ্চ পঞ্চাসন্ শক্রকল্পপরাক্রমাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠস্তু বাভাষ্যুঃ ধর্মপুত্র ইতি স্মৃতঃ।
পঞ্চানাঞ্চক্রধর্মাত্মা ধর্মো বিগ্রহবানিব।
তস্যো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
পঞ্চায়াং দক্ষিণে তীরে নগরে বাসমাস্থিতঃ।
তম্ হত্বা দুরাত্মানং পঞ্চপ্রস্থং যযৌ তদা।
আকৃতিঃ সহ রাজেন্দ্র পঞ্চপ্রস্থে প্রযোদতে।

পঞ্চা-নদ্যুত্তরার্ধ্যে তাম্রকো নাগরোত্তমো।
বিজ্ঞ ধর্মে স্থিতো রাজা পঞ্চপ্রস্থে প্রশাসতি।
তস্যানুজো মহাবাহুঃ ভীমসেনো মহাবলঃ।
মহাতেজা মহাবীর্যঃ সিংহস্কন্ধো ন পার্থিবঃ।
দশনাগসহস্রাণাং বলে তুল্যঃ স পাণ্ডবঃ।
তস্যানুজোঽর্জুনো নাম মহাবীর্যপরাক্রমঃ।
দুরুদ্ধরো মহাসত্ত্বো লোকে বীর্যেণ বিশ্রুতঃ।
কার্তবীর্যসমো বীর্যে সাগরপ্রতিমো বলে।
মাদ্রবত্যাস্তয়ো হস্ত্রে সর্বে রাজন্যমর্দনাঃ।
রূপে স্বরূপঃ পার্থেভ্যো নকুলোপনকঃ।
বেদ-মানব-শস্ত্রৈশ্চ পিশাচোরগ-রাক্ষসৈঃ।
মানুষৈশ্চ সমাযুক্ত অশ্বেষঃ কাম্যকো বনে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পুলস্ত্যবংশজ মহাত্মা বিভীষণ হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচকে এইরূপ বলিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ রাক্ষসাধিপতি বিভীষণকে সান্ত্বনাদান পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।

ঘটোৎকচ কহিলেন,—চন্দ্রবংশে পাণ্ডুনামে মহাবলশালী এক রাজা ছিলেন। রাজা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি 'ধর্মপুত্র' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

তিনি ধর্মাত্মজ ও ধর্মাত্মা। স্বয়ং ধর্মই যেন মনুষ্যরূপে পূর্বক অবতীর্ণ হইয়া আছেন। রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চনদ তীরে দক্ষিণ তীরে ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগরে রাজা লাভ করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন।

হে রাজেন্দ্র! কিছুদিন পরে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা দুরাত্মাকে বধ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে তিনি আকৃতিদেবীর সহিত আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

সেই দেশে দুই নদীর পশ্চিম তীরে তাম্রক নামে মহাবলী স্থানে অবস্থিত। রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিয়া নিত্য ধর্মানুষ্ঠানপূর্বক রাজ্য শাসন করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাবীর ও মহাবল ভীমসেন। এই পাণ্ডুনন্দন সিংহস্কন্ধ পরাক্রমশালী এবং মহাতেজস্বী হইয়াছেন।

সেই পাণ্ডব বল রাজার রাজীব বলভদ্রের বলধারণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম অর্জুন। তিনি মহাবলশালী ও অস্ত্রে পরাক্রমশালী এবং তিনি দুরুদ্ধর ও মহাপ্রাণ হইয়াছেন। এ জগতে তাঁহার পরাক্রম সর্ববিখ্যাত।

পৃথিবীতে অর্জুন কার্তবীর্যের সমান পরাক্রমশালী, সমুদ্রতুল্যরূপের সমান বলশালী, অস্ত্রবিদ্যায় তিনি পরশুরামের সমান এবং যুদ্ধে তিনি ঐরাবতের সমান বিক্রমী। তিনি ইন্দ্রতুল্য জ্ঞানবান্ ও পুরাণের বেত্তা হইয়াছেন। বেদজ্ঞ, দানব,

তেন তং খাণ্ডবং সর্বং পরিতঃ কৃষ্ণপাবকৌ।
তর্পয়ন্তৌ জঘ্নতুঃ সর্বং দেবগণৈঃ সহ॥

সহস্রাক্ষস্তদা দিব্যৈঃ কর্মভির্হতবান্ধনম্।
তেন সখ্যা মহারাজ দুর্লভো দৈবতৈরপি॥

বাসুদেবস্য তু ঋষিঃ সুহৃদ্যো নাম বিশ্রুতঃ।
অর্জুনস্যানুজো রাজন্ নকুলশ্চেতি বিশ্রুতঃ॥

দর্শনীয়তমো লোকে দৃষ্টিনাবিব মন্যবঃ।
ওজস্বানুত্তমো মহ্যাং সহদেব ইতি শ্রুতঃ।
তেনাহং প্রেষিতো রাজন্ সহদেবেন ধীমতা॥

অহং ধৃষ্টোৎকচো নাম ভীমসেনসুতো বলী।
মম মাতা মহারাজ হিড়িম্বা নাম রাক্ষসী॥

পার্থানামুপকারার্থং তরামি পৃথিবীমিমাম্।
আসীৎ পৃথিব্যাঃ সর্বস্যা মহীপালো যুধিষ্ঠিরঃ॥

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠমাহর্তুমুপচক্রমে।
সন্দিদেশ চ ন ভ্রাতৃন্ কার্যং সর্বতো বিভুঃ॥

বৃষ্ণিবীরেণ সহিতঃ সন্দিদেশানুজান্ বৃপঃ।
ঔদীচীমর্জুনস্তূর্ণং তরার্থং সমুপায়যৌ॥

গত্বা শতসহস্রাণি যোজনানি মহাবলঃ।
জিত্বা সর্বান্ নৃপান্ যুদ্ধে বশে কৃত্বা চ তরসা বলী॥

সর্বরত্নমুপাদায় করাকাপায় বৈ বৃপম্।
অন্বশাচ্চ বিবিধান্ দিব্যান্ সর্বান্নাদায় ভারতঃ॥

গন্ধর্ব, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস ও মানুষ, ইহাদের সকলের সহিত যুদ্ধে অর্জুন অগ্রে থাকেন।

তিনি সেই খাণ্ডবদাহ করাইয়া অগ্নিদেবকে তৃপ্তি জন্মাইয়াছিলেন এবং দেবতাগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে বেগে অভিভূত করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসম্পাদন পূর্বক দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঋষিতুল্য সুহৃদ্ভাবে পরাক্রম লাভ করিয়াছেন। ইহা দেবতাগণেরও দুর্লভ ছিল।

হে রাজন্! অর্জুনের কনিষ্ঠ সহোদর "নকুল" এই নামে বিখ্যাত। তিনি মূর্তিমান্ কামদেবের ন্যায় এ জগতে দর্শনীয়তম।

নকুলের মহাতেজস্বী কনিষ্ঠসহোদর "সহদেব" এই নামে বিখ্যাত। হে মানবেন্দ্র রাজন্! সেই সহদেব আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

আমার নাম ঘটোৎকচ, আমি বলবান্ ভীমসেনতনয়, আমার মাতা রাক্ষসকুলজাতা ও মহারাজা "হিড়িম্বা" এই নামে প্রসিদ্ধা।

আমি পৃথাপুত্রগণের উপকার করিবার জন্য এই পৃথিবীতে বিচরণ করি। মহারাজ যুধিষ্ঠির সমগ্র পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন।

তিনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপক্রম করিয়াছেন এবং তিনি সকল দিকে কার্যসাধনের জন্য ভ্রাতৃগণকে আদেশ দান করিয়াছেন।

বৃষ্ণিবীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন বীর ভ্রাতৃগণকে দিগ্‌বিজয়ের বিবিধ আদেশ করিলেন, তখন অর্জুন কার্যসাধনের জন্য দ্রুত উত্তর দিকে গমন করিলেন।

মহাবল অর্জুন ঐ দিকে শতসহস্র যোজন গমন করিয়া তথায় যুদ্ধে সমস্ত রাজগণকে বশ করত এবং তিরোবিষয়কে অবশে আনিয়া তিনরাত্রির অর্জুন পর্যন্ত গমন পূর্বক বহু রত্নসমূহ লাভ করিলেন।

হে রাজন্! অর্জুন তথায় বিবিধ দিব্য অন্নসমূহ এবং সর্ববিধ ধন লাভ করিয়া যে সমস্ত আনয়ন করত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।

অথ বহ্বিধং রাজন্ ধর্মপুত্রায় বৈ বলৌ।
ভীমসেনো দি যাজেন্দ্র দিশা প্রাচীং বিনির্যযৌ॥
তত্র কৃত্বা মহীপালান্ সাগরান্তর গোচরান্।
দিশং প্রতীচীং নকুলঃ কার্যার্থং প্রযযৌ তথা॥
সহদেবো দিশং যাম্যাং জিত্বা সর্বান্ মহীক্ষিতঃ।
বাং সংবিধেশ রাজেন্দ্র করার্থমিহ সংকৃতঃ॥
পার্থবাহং চরিতং তুভ্যং সংক্ষেপাৎ সমুদাহৃতম্।
তত্রৈবেহ্য মহারাজ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥
পাবনং রাজসূয়স্য ভবন্তং চ বিভুং প্রভুম্।
এতন্নিবেদ্য ধর্মজ্ঞ কার্যং যৎ পারমর্ষসি॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেন তদ্ বাক্যমং শ্রুত্বা রাজসেনো বিশাংপতেঃ।
প্রীতিমানভবদ্ রাজন্ ধর্মাত্মা সচিবৈঃ সহ॥
স চাস্য প্রতিজগ্রাহ পাদয়ং প্রীতিপূর্বকম্।
উবাচ কালকৃৎ বীরানয়মস্মত্ত স প্রভুঃ॥৭৯

(তত্রো বলৌ বিচিত্রাণি মৃদ্বানি মৃদুনি চ।
বস্ত্রকাঞ্চনপর্যন্তান্ বর্ণবেশ্মবিচিত্রিতান্॥
কুথানি বিচিত্রাণি মহার্হাণি বহূনি চ।
প্রবালানি চ শুভ্রাণি মণীংশ্চ বিবিধান্ বহূন্॥
কাঞ্চনানি চ ভাণ্ডানি করকাশ্চ ঘটাশ্চ।
কটাহাস্তাপি চিত্রাণি রোপ্যাণ্যেব সহস্রশঃ॥
রাজতানি চ ভাণ্ডানি চিত্রাণি চ বহূনি চ।
শস্ত্রাণি কৃতচিত্রাণি বর্মাণ্যুক্তবিচিত্রিতান্॥
যজ্ঞে তস্যাংশ্চ মুক্তেন বলৌ তালাংকচূর্ণিত।
রত্নপর্বতমুখ্যাংশ্চ বিবিধান্ মণিভূষিতান্॥
যুবতীনাং সহস্রাণি দাসীনাংশ্চ কুলান্।
বেষমুখ্যাংস্তথোষ্ট্রাংশ্চ তরুণান্যপি ভারতান্॥
পঞ্চাংশ্চ চতুরঙ্গাংস্ত তাবতীর্বাজিনস্তথা।
চন্দনানি চ মুখ্যানি কুঙ্কুমাগুরুবেশ্মনঃ॥

হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন বলবান্ পূর্বদিক্ জয় করিয়া তথায় রাজগণকে বিজয়ধনে আয়ত্তপূর্বক বশীভূত করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই সমস্ত প্রদান করিলেন।

নকুল রত্নপ্রসবের বিবিধ পশ্চিমদিকে গমন করিলেন এবং সহদেব সমস্ত রাজগণকে জয় করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছিলেন।

হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা সহদেব করপ্রদানের জন্য আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। পার্থদিগের চরিত্র সংক্ষেপে আমি আপনার নিকটে নিবেদন করিলাম।

হে ধর্মজ্ঞ মহারাজ! সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া এবং পবিত্রকারী রাজসূয় যজ্ঞ ও জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি এই সমস্ত বর্ণন করিয়া আপনি যাহা বিধি পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! মহাত্মাদিগের এই বাক্য শুনিয়া মহাত্মা রাজসেন বিজয়ী সচিবগণের সহিত সহর হইলেন।)

বিজয়ী ঐশ্বর্যপূর্ণ তাহার বাক্যের স্বীকার করিয়া লইলেন। বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী বিজয়ী তাহা কালকৃত বলিয়া মনে করিলেন।৭৯

(তদনন্তর সহদেবের জন্য যুধিষ্ঠিরের আহ্লাদনার্থ বিচিত্র বসন এবং বিচিত্র ও সুবর্ণবিচিত্র পালঙ্কসমূহ, যাহা মণি ও স্বর্ণ দ্বারা বিচিত্রিত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত তিনি দান করিলেন।

এবং বিচিত্র ও বহুমূল্য নানা মৃদুল, অনাবৃত প্রবাল ও বিবিধ বহু মণি, কাঞ্চনবিচিত্র ভাণ্ড, করক ও ঘট, বিচিত্র কড়াই ও সহস্র সহস্র রজতময় ভাণ্ড দান করিলেন।

বিচিত্র বহু রজতময় এবং মণিভূষিত যাহা বিচিত্রিত ও সুবর্ণচিত্রিত শস্ত্রসমূহ দান করিলেন।

যজ্ঞের যোগ্য মুক্ত চন্দ্রমণি তাল, বহু সুবর্ণ পর্বত মুখ্য এবং মণিভূষিত দাসী দান করিলেন।

বাসাংসি চ মহার্হাণি কম্বলানি বহূনি চ।
অজাংশ্চ বিবিধান্ রাজন্ গবাশ্বি চ বহূনি চ॥
স তদা সহদেবায় তদা রাজা বিভীষণঃ।)

তত্র সংস্তম্ভয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ।
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি দিব্যাভরণানি চ॥৭৪

বাসাংসি চ মহার্হাণি ধনৈশ্চৈনং মহাধনম্।
(বিভীষণশ্চ রাজানমব্রবীদ্ বাক্যমঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।

প্রদক্ষিণং পরীত্যৈনং নির্জগাম মহাবলঃ।
তানি সর্বাণি রত্নানি অষ্টাশীতিরিনাশ্চবাঃ॥

আজহ্রুঃ সম্মুখা রাজন্ রৈক্মিণেয় বলস্য বৈ।
রত্নাভাবায় সর্বাণ প্রত্যগৃহ্ণাৎ স মহাবলঃ॥

ততো রত্নান্যুপাদায় রৈক্মিণেয়ো রাজসত্তম।
জগাম পূর্বং লঙ্কায়াং সহদেবপুরং প্রতি॥

আনেতুঃ পাণ্ডবং সর্বং সজ্জয়িত্বা মহাবলম্॥

সহদেবো ধনপতিং রত্নহারান্ বিশাম্পতে।
আনয়ন্ ভীমসেনায় রৈক্মিণেয় তথা নৃপ॥

ত্রিদিবা নৈর্ঋতান্ দৃষ্ট্বা ত্রাসয়ন্তো মহাবিলান্।
ভৈরবৈর্নিনদন্তো মহা যাদোভিঃ প্রাবৃতাং দিশম্॥

প্রীতিমানভবদ্ দৃষ্ট্বা রথৌঘং তত্র পাণ্ডবঃ।
তং পরিষজ্য পাণিভ্যাং দৃষ্ট্বা তাম্ প্রীতিমানভূৎ॥

বিসৃজ্য ত্রিদিবান্ সর্বান্ সহদেবোপচক্রমে।)
তর্পয়ন্ত তদা ধীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্॥৭৬

মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য, সুবর্ণখচিত কম্বলসমূহ, সুবর্ণ বিভূষিত অনেক দুষ্প্রাপ্য, সুবর্ণ মালা এবং অন্যান্য বস্ত্রসমূহ তথা ও বিচিত্রিত মহার্হ যান তাঁহাকে দান করিলেন।

হে রাজন্! তিনি তখন, অনেক প্রকার সুবর্ণ ও রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র ও রথ সকল এবং আরও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যজাত ও রথ দান করিয়া রাজা বিভীষণ সহদেবকে দান করিলেন।)

অনন্তর তিনি নানাপ্রকার রত্ন, চন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, বহুমূল্য বস্ত্র ও মহাধন প্রভৃতি সমস্ত সহদেবসমীপে প্রেরণ করিলেন

(তখন ঘটোৎকচ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজা বিভীষণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেখান হইতে নির্গত হইলেন।

হে রাজন্! তখন রিক্ষিণীপুত্র ঘটোৎকচের সহিত আটাশী জন নিশাচর সেই সমস্ত রত্ন আনয়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ঘটোৎকচ সেই সমস্ত রত্নরাশি গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর রিক্ষিণীপুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসগণের সহিত রত্নসমূহ সমভিব্যাহারে লঙ্কা হইতে উত্তর সহদেব যে স্থানে আছেন তৎপ্রতি গমন করিলেন এবং সাথের লোকজন করিয়া তাহারা সকলে পাণ্ডুপুত্র সহদেবসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হে রাজন্! অনন্তর সহদেব রত্নসমূহের আহরণকারী সমাগত ঘটোৎকচ নিশাচরগণকে এবং রিক্ষিণীতনয় ঘটোৎকচকে দর্শন করিলেন।

সে সময়ে রাক্ষসগণকে দেখিয়া তথাকার ত্রিদিবস্থ (ত্রিদিবের দৈবিক) অনুচরগণ ভীত হইয়া পৌঁছিতে লাগিল। ভীষণদর্শন ঘটোৎকচ মহাভীতনয় সহদেবসমীপে গমন করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন।

পাণ্ডুপুত্র সহদেব সেই রত্নরাশি দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইলেন। তিনি ঘটোৎকচকে দুই পার্শ্বদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া এবং নিশাচরগণকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। পরে সমস্ত অনিলগণকে বিদায় দিয়া তিনি সেখান হইতে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।)

ধীমান্ ও প্রতাপশালী সহদেব তদনন্তর সেখান হইতে নির্গত হইলেন।৭৪-৭৬

এবং নিশ্চিত্য তদা সাম্নো বিজয়ে চ।
ভবদ্ভ্যাং পার্থিবান্ কৃত্বা প্রত্যাগন্তব্যমিত্যুত ॥৭৭
(ইত্যুক্তাস্তূপাধ্যায় ঋষী সহ বিশাম্পতৈঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং বিবেশাথ কম্পয়ন্তির মেদিনীম্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং রাজন্ সহসৈবং কৃতাঞ্জলিম্।
প্রহৃষ্টরূপিণশ্চাসন্ ঋষয়ো নৃপতিস্তদেব বৈ ॥
সর্বাপ্রীতাস্ত মনোযাংস্তুষ্ট্বা তান্ দুর্লভান্ বহূন্।
প্রীতিমানভবদ্ রাজা বিস্ময়শ্চ মহানভূৎ ॥

কোটীসহস্রমর্ঘিকা বিবেশ্য মহাবনে।
বিচিত্রাস্তে মহীশৈলে সোমাদ্রিবিবিধাকৃতে ॥)
ধর্মরাজো তদ্ সর্বং বিধেয় তদ্ভর্তৃষ্ট।
কৃতকর্মা সুখং রাজন্ বাসমেকত্র তত্রিবান্ ॥৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি সহদেব-দক্ষিণদিগ্বিজয়ে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

এইরূপ বলে কয় করিয়া সামনীতি ও বিনয়ের দ্বারা সমস্ত রাজগণকে তাহাদের স্বীকার করাইয়া সহদেব সাদের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।৭৭

(অনন্তর বিশাম্পতি সহদেব ঋষিগণ সহ বিপ্রা মেদিনী কম্পিত করিয়াই যেন ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরে প্রবেশ করিলেন।

যে রাজন্! সহদেব যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন এবং সহদেব যুধিষ্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সৎকৃত হইলেন।

সভা হইতে প্রাপ্ত সেই ধন ও বহু রত্নসমূহ দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তখন বিস্ময়যুক্ত হইলেন এবং বিস্মিত হইলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সহস্র কোটি বা অযুতাধিক সুবর্ণ এবং বিচিত্র বহু মণি ও বহু গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ প্রভৃতি সমর্পণ করিলেন।)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্ ভরতবংশের! সেই সমস্ত সামগ্রী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া সহদেব সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৭৮

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দিগ্বিজয়পর্বে সহদেবের দক্ষিণদিগ্ বিজয়বিষয়ে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলেন পশ্চিমদিগ্বিজিতানাং নৃপাণাং বিজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নকুলস্তু বশে কৃত্বা কার্যাণি বিজয়ং তথা।
বাসুদেবজিতামাশাং বশমানয়তং প্রভুঃ ॥১

নির্যায় খাণ্ডবপ্রস্থাৎ প্রতীচীমভিতো দিশম্।
ঔৎসুক্যং মহদিয়ান্ প্রাপ্তাবহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[নকুল কর্তৃক পশ্চিমদিগ্বিজয় নৃপগণের বিজয়।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এদিকে নকুলও কার্যসমূহ ও বিজয়লাভ করিয়া এবং বশবর্তী ঐ নকুল যে প্রকারে বাসুদেবজিত দিক্ বশ করিলেন, তাহা শ্রবণ কর।১

সিংহনাদেন মহতা যোধানাং হর্ষজেন চ।
ধনঞ্জয়রথস্থস্য কম্পয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥৩
ততো মুহূর্তং বিশ্রম্য সর্বাশ্বরথবারণম্।
ভারদ্বাজশ্চ ধর্মজ্ঞঃ যোধৌঘমুপাদ্রবৎ ॥৪

তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীদ্ দৈবৈর্মানুষকৈঃ সহ।
অন্যোন্যং ন জানীমো হতবৎ বহুধাকৃতম্ ॥৫

শৈব্যশ্চৈব মহাবাহু র্বলে চক্রে মহাদ্যুতিঃ।
আক্রোশনশ্চৈব রাজর্ষিঃ যেন যুদ্ধমভূন্নবৎ ॥৬

তান্ দৃষ্ট্বাথ ন বিব্যথে প্রহসন্নে পাণ্ডুনন্দনঃ
শিবৈস্ত্রিপর্ণৈর্নবভিঃ যানবান্ পঞ্চ কর্মটান্ ॥৭

তথা ধনাধিকা শৈল্য ষাট্‌ত্রিংশান্ বিজানথ।
পুরঞ্চ পর্বতাখ্যঞ্চ পুরঞ্জয়নিবাসিনঃ ॥৮
ধনানুৎসসৃজুস্তত্র ভারতস্য পুরস্সরাঃ।
সিন্ধুকূলাশ্রিতা যে চ গ্রামণীয়া মহাবলাঃ ॥৯
যুদ্ধায়ৈবাবলাপ্তৈর্যে চাপ্রতা সহস্রশঃ।
বর্তয়ন্তি চ যে মৎস্যৈর্যে চ পর্বতবাসিনঃ ॥১০
কুলূতাঃ পঞ্চকর্পাশ্চ তথা চামরকণ্টকম্।
উরগজ্যোতিষঞ্চৈব তথা শিবকটং পুরম্ ॥১১
বাহ্লীকাশ্চ তথা যজ্ঞে যুদ্ধায় সমবস্থিতাঃ।
বাহ্লীকান্ বাহ্লিকাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চৈব যে নৃপাঃ ॥১২
তান্ সর্বান্ স রণে হত্বা পাঞ্চজন্যধরো বলী।
হৃষ্টঃ প্রেষয়ামাস বৃকোদরে তদা ॥১৩

বুদ্ধিমান্ নকুল সবলে সেনাদল পার্শ্বভাগ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিকে শত্রুদের উদ্দেশে পশ্চিমদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন।২

তখন যৌধেয়দের মহৎ সিংহনাদ পর্বতে এবং ধনঞ্জয়ের রথের বিরাট ধ্বজা দেখিয়া সৈন্যদলে চঞ্চলতা হইতে লাগিল।৩

অনন্তর নকুল যোদ্ধৃগণ ও অন্যান্য প্রচুর রসদে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী সুরম্য কার্তিকেয়দের যৌধেয়ক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।৪

তথায় মহাসমুদ্রোদ্যমে পরিচিত যুদ্ধমদের অধিক মানুষের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই তুমুল যুদ্ধনাদের পর মহাতেজস্বী সেই নকুল মহাভূমি দৈব্যীয়ক ও মহা বাহুবলশালী আক্রোশনের সহিত তখন তিনি তুমুল যুদ্ধ করিয়া জয় করিলেন।৫-৬

অনন্তর পাণ্ডুনন্দন নকুল হাস্যমুখে জয় করিয়া শিবি, ত্রিপর্ণ, নবভি, যানব, পঞ্চকর্পট এবং ধনাধিক সেনাদলকে প্রধান করিলেন, তখন ঐ সেনাদল জয় করিয়ার পর বাটত্রিংশকদের বিজয়পথে জয় করিলেন।

অনন্তর পুনরায় এদিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুরস্সরেই নকুল পুরঞ্জয়নিবাসী ধনসমৃদ্ধজনগণকে জয় করিলেন।

সমুদ্রতীরস্থিত যে সকল মহাবলশালী গ্রামণীয় করিয়াজাতি এবং সহস্রশত বলীয় যৌদ্ধাদিক যে সকল যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় ও যাহারা মৎস্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই মৎস্যজাতি ও অন্যান্য পর্বতবাসী মনুষ্য, এই সকলকে জয় করিয়া নকুল স্বরূপে আবরণ করিলেন।৭-১০

কুলূত, পঞ্চকর্পেন, অমর পর্বত, উরগ জ্যোতিষ, শিবকটক নগর ও বাহ্লীকদেশকে মহাতেজস্বী নকুল নিজ স্বরূপে আবরণ করিলেন।

মাদ্র, বাহ্লিক, হূণ এবং পশ্চিমদেশে অন্যান্য যে সকল নৃপতি ছিলেন, সেই সকল নৃপতিগণকে পাণ্ডুপুত্র নকুল বাসনেরই নিজের অধীন করিয়া লইলেন এবং যে ভারত। তিনি সেখানে থাকিয়াই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূত পাঠাইলেন।১১-১৩

স চাপি পরতো রাজন্ প্রতিস্রোতং শনৈর্যযৌ।
ততঃ শাকলমভ্যেত্য মদ্রাণাং পুটভেদনম্ ॥১৪
মাদ্রেয়ং প্রীতিপূর্বেণ দদ্যুস্তস্মৈ বলং বলী।
স তেন সংবৃতো রাজা সংক্রান্তো বিপাশমত ॥১৫
ত্রয়াণামপি তূর্ণীনি সপ্তরত্নে যুধাং পতিঃ।
ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমবাহুনান্।
পহ্লবান্ বর্বরাংশ্চৈব বিধায়াত্ত বশং ন্ শনৈঃ ॥১৬
ততো মহাত্মাপালায় বলং দত্ত্বা চ পার্থিবান্।
জগর্জ্জ নরশ্রেষ্ঠো নকুলস্তিমহার্থবং ॥১৭

কালপ্রাপ্তং সংস্মারি লোকং তস্য মহাত্মনঃ।
উদ্বর্ষণ মহারাজ! কৃষ্ণাদিব মহাবনম্ ॥১৮
ইন্দ্রপ্রস্থগতং বীরঃ সমাজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরম্।
ততো মাদ্রীসুতঃ শ্রীমান্ ধনং হৈমং জহারহ ॥১৯
এষ প্রতীচ্যাং নকুলো দিশং বরুণপালিতাম্।
বিজিগ্যে বাসুদেবেন বিজিতাং পুরুষর্ষভঃ ॥২০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়ে নকুলপশ্চিম-
দিগ্বিজয়ো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

যে রাজন্! তিনি বিপাশাতীর হইয়া নকুলের আগমন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর মাদ্রকদেশে সমর পূর্ণক তাহা জয় করিয়া বলবান্ নকুল মদ্রদেশের পুটীতে প্রবেশ করিয়া তথায় মাদ্রীর বলাগ্রে প্রীতিপূর্বক নিজের বশে আনয়ন করিলেন।

যে বিপাশাতীর। রাজা শল্য সংবাদের যোদ্ধা পাত্র নকুলের বশবর্তিতা সংবাদ করিলেন। যোদ্ধাগণশ্রেষ্ঠ নকুল রাজা শল্যের নিকট হইতে বহু বল গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সাগরকুক্ষিস্থ পরম বাহুশালী ম্লেচ্ছগণকে এবং পহ্লব, বর্বর, কিরাত, যবন ও শকগণকে জয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে রত্নসমূহ গ্রহণ করত এবং তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিয়া বিবিধ উপায়বিৎ কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থানকরিলেন।১৪-১৭

যে মহারাজ! যখন সমস্ত কর্মবিপাকে সেই মহাত্মা নকুলের সমাগমকাল অতিক্রান্ত হইল তখন যখন করিয়াছিল।১৮

অনন্তর শ্রীমান্ সেই মাদ্রীকুমার ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিত ধীর যুধিষ্ঠিরসমীপে উপস্থিত হইয়া বহু ধন তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।১৯

যে ভরতর্ষভ। এইরূপে বাসুদেব কর্তৃক অধিকৃত বরুণপালিত পশ্চিমদিক্ জয় করিয়া নকুল ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।২০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্বে নকুল কর্তৃক পশ্চিমদিক্ বিজয়নামক বত্রিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

(রাজসূয়পর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজ-যুধিষ্ঠিরের শাসনের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণাদির যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়কল্পে দীক্ষাগ্রহণ, ব্রাহ্মণদের আশীর্বচনানন্তর ঋত্বিক্‌ কোম্‌ নির্বাচনপ্রস্তাবক।]

(এবং নিত্যং পৃথিবীং ভ্রাতরঃ কুরুনন্দন।
বর্তয়ামাস ধর্মেণ পালয়ন্তঃ পৃথিবীমিমাম্‌॥
চতুর্ভির্ভীমসেনাদ্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতো নৃপঃ।
অনুরূপ প্রজাঃ সর্বাঃ সর্ববর্ণানুপোষয়ৎ॥
অথিনোঽথো সর্বেষাং দিক্ষু চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রীতয়ঃ পীতয়ঃ সর্বাঃ মুক্তা লোকে বলং বিনা॥
সাধু বর্ততি পার্থশ্চ রাজধর্মেণ ভারিষম্‌।
এবং মুদিতে জগতি তস্মিন্‌ পিতরীবেরজাত
ন তস্য বিষয়ে কেচিৎ অতো'ন্যোন্যাভয়ঙ্করাঃ।)

ধর্মাদ্‌ ধর্মরাজস্য সত্যাত্ত পরিপালনাৎ।
সপ্তানাং ঋষিপাত্রাণাং ধরণ্যাং নিবসতাং ঋষেঃ॥

ধনানাং সম্যগাদানাদ্‌ ধর্মতশ্চানুশাসনাৎ।
নিত্যাবৃষ্টী পর্জন্যঃ ক্ষীরো অবসাহজনং॥

সর্বরত্নাঃ সুপ্রভূতাঃ গোমন্তো ধনধান্যবন্তিঃ।
হিংসায়াং সর্বতোঽভবৎ সংবৃত্তে রাজকর্মণঃ॥

পুত্রো যথৌরসো যদ্বৎ পিতরং প্রতি পদ্যতে।
রাজন্যরতস্তথৈব রাজ্ঞস্তু ভয়া নিবঃ॥

(রাজসূয়পর্ব।)

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনের বৈশিষ্ট্যবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষা-গ্রহণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজনগণকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণপত্রে প্রেরণ।]

(বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! তাঁহারি ভ্রাতৃগণ চতুষ্টয়ের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মানুসারে এই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির সকল প্রজাগণকে অনুরাগ করত সকল বর্ণের মনুষ্যগণকে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

সৈন্যাধিপতি ও রাজকর্মচারিগণের স্বেচ্ছাচার বন্ধ হইয়াছে বলিয়া সকলের মন রাজা যুধিষ্ঠির লোকহিতের অধিকারে ন্যস্ত করিলেন। "সকলকে দান ও সকলের প্রীতিসাধন কর" এই কথাই সর্বদা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইত। রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে জনগণের মুখে "আমাদের পরম সাধু-পুরুষ ও সাক্ষাৎ ধর্ম" এইরূপ কথা ভিন্ন অন্য কথা শুনা যাইত না।

এইরূপ ভারতবর্ষে পিতার প্রতি পুত্রের ন্যায় প্রজাগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত ছিল।)

প্রজাগণের যথাবিধি রক্ষা, সত্যের পরিপালন এবং সপ্তঋষির সমান তপস্যা প্রভাবে প্রজাগণ বর্ণাশ্রমানুসারে নিজ নিজ ধর্মে নিরত ছিল।১

বর্ণানুসারে রাজ্যশাসন করায় প্রজাগণ ও সামন্ত রাজন্যবৃন্দ যথাকালে তাঁহাকে কর ও উপহার প্রদান করিত; ফলে, বর্ষাঋতুতে মেঘসমূহ যথাকালে প্রচুর বর্ষণ করিত; তাহার ফলে জনপদসমূহ (গ্রামসমূহ) শস্য ও ধনধান্যে সমৃদ্ধ হইয়াছিল।২

সমস্ত ধার্মিক ও লৌকিক কার্যই নির্বিঘ্নে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইত। সোমরস, ঘৃত ও দাধিত্ব বিশেষভাবে বর্ধিত হওয়ায় রাজার সমস্ত কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত।৩

বন্ধু, প্রবঞ্চক, অথবা রাজকর্মচারিগণের মধ্যে পরস্পর মিথ্যা কথা বলিতে শুনা যাইত না।৪

অথর্বং চাঙ্গিরসঞ্চৈব ব্যাধিশান্তিকরৌ মনূ।
সর্বমেতৎ তদা আসীৎ যদ্যদিষ্টং যুধিষ্ঠিরে ॥৫
প্রিয়ং কর্তুমুপব্যাসুঃ বলিকর্ম যজায়জম্।
অজিহ্মং নৃপা ভক্ত্যা কার্যৈঃ কর্মভিঃ ॥৬
বর্ষৈর্নিরাময়ৈশ্চৈব সহিতে নিয়তে যমাৎ।
কর্তুং যজ্ঞ ন শক্যন্তে অন্যো ধর্মসুতেঽপি ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অকোটিস্তু পরীমাণং কোষস্য চ মহীপতিঃ।
বিজ্ঞায় দ্বারি কৌন্তেয়ো যজায়ৈব মনো দধে ॥৮
প্রস্থাপ্যৈব চ তে সর্বে পৃথক্ চ সহ চাত্মনঃ।
যজ্ঞকালস্য বিদ্বাংসঃ ক্রিয়তামত্র সাম্প্রতম্ ॥৯
অথৈনং ভ্রাতরঃ সর্বে (যথাজ্যেষ্ঠং যথৌ হরিঃ।
ঋষিং পুরাণং কৌন্তেয়া দৃষ্টপূর্বমিব বিভাবসুম্ ॥১০
ভগবন্তমুবাচ জ্যেষ্ঠঃ প্রভবাপ্যয়ন্ত চ।
ভূত-ভব্য-ভবানাথঃ কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥১১
প্রাকারাঃ সর্বতোবাসাপৎখনয়োঽস্থিরা।
বলাধিকরণে বিদ্বন্ সন্ত্যমানকদুন্দুভিম্ ॥১২
উপাকরুপাসায় ধর্মরাজায় মাধবঃ।
মনৌঘং পুরুষব্যাঘ্রো বলেন মহতা বৃতঃ ॥১৩
অং মনৌঘসর্বাগ্রং মহাপাবকবর্চসম্।
বাসবং ধনযোগেন প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥১৪
পূর্বমাপূরয়ংস্তেষাং বিবেশোদ্যানমহদ্ভুতম্।
অদৃষ্যমিব সূর্যেণ নিবাতমিব বায়ুনা।
কুবেরেণ স্বয়ং গুপ্তে ভবনে তাঁরকং পুরা ॥১৫
তং দৃষ্ট্বা সহসাগম্য সংকৃত্য চ যথাবিধি।
ন পৃষ্ট্বা কুশলং চৈব তুষ্টাবৈনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬

সহ ধর্মনিষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে কখনও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ব্যাধি ও অগ্নিভয়—এই পাঁচ ভূতজ উপদ্রব হইতে দেখা যাইত না।৫

অতীব সাধু রাজনীতিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন প্রিয় কার্যসাধন অথবা স্নেহপ্রণোদিত উপহার প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্যই যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতেন, অন্য কোন কার্যের জন্য তাঁহার নিকট যাইতেন না।৬

ধর্মযুধিষ্ঠির উপায়ের দ্বারা অধিক ধন তাঁহার ভাণ্ডারে এমন স্তূপ পাইয়াছিল যে, যজ্ঞকর্ম তাঁহার কম হইবার সম্ভাবনা ছিল না।৭

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—বিজ্ঞ নিজ ব্যক্তিগত ধন ও রাজকোষের পরিমাণ বুঝিয়া কুন্তীসুত মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন।৮

তাঁহার ভ্রাতৃগণও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—"হে বিজ্ঞ! আপনার যজ্ঞ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এখন যজ্ঞ আরম্ভের

যখন ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন জানিবেন অমৃত বেদবিদ্রূপ পুরাণঋষি ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।১০

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের ঈশ্বর, যাঁহার জন্মের বিনাশ, স্রষ্টা ও প্রলয়কর্তা এবং কেশিনিসূদন কেশব।১১

প্রাকারের ন্যায় সকল বৃষ্ণিবংশীয়গণের রক্ষক, অরিন্দম ও অজয়রাজা সেই মাধব যাদবসৈন্যগণের পরিচালনার ভার বসুদেবের উপর অর্পণ করত প্রচুর নানা প্রকার ধনসম্ভারে পূর্ণ অমর ভবনতুল্য নগরে লইয়া ইন্দ্রনির্মাণের দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থকে যুধিষ্ঠির করত সেই সময়ে প্রবেশ করিলেন।১২-১৩

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠগণের যোগ্যতার ও পাণ্ডবকুলের প্রভাবের আনন্দদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে সূর্যের উদয়ে সূর্যকান্ত এবং বায়ুর সংযোগে বায়ুহীন স্থানের ন্যায় ইন্দ্রপ্রস্থ নগর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।১৪

যৌত্তরৈপায়নমুখৈর্ব্রাহ্মণৈঃ পূজিতঃ সুরৈঃ।
ভীমার্জুন-যমৈশ্চৈব সহিতঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বৎকৃতে পৃথিবী সর্বা যদুপাস্ত কৃষ্ণ। বর্ততে।
বয়ঞ্চ ত্বদ্ভুজচ্ছায়ামাশ্রিতাঃ। ত্বৎপ্রসাদাদুপাসিতম্ ॥১৮
যোহস্মদ্বিধোঽপি তব সর্বং বিধিষেধকৌতুক ॥
ঈদৃগ্বোঢ়ুং ক্ষিতেরাস্তো ব্যাপারে চ মাধব ॥১৯
তদহং ভবতা শিষ্যো ধর্মান্ধ। সহিতস্ত্বয়া।
অনুজৈঃ সহিতশ্চাপি ত্বামনুব্রাম্যনুব্রতঃ ॥২০
তদ্ধীকাপয় গোবিন্দ! যমাভ্যাং সহ যাদব! ॥
ত্বয়ীশ্বরেতি ধর্মান্ধ! বিপাপ্মা ভবিতাস্মাহম্ ॥২১

মাং বাপ্যনুজনৌহি সৌহৃদিংপুরোজিতা ॥
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া কৃষ্ণ! প্রায়াং প্রমুদিতম্ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং কৃষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং স্মিতং কৃত্বা তমস্বিনম্।
ভবান্ব রাজন্ধর্মাত্মা! সম্রাড়র্হো ন সংশয়ঃ ॥
সম্প্রাপ্তুহি যথা প্রাপ্তে কৃতকৃত্যস্তদা ভবান্ ॥২৩
যজ্ঞস্তাভীষ্টিমান্ যজ্ঞঃ সর্বৈ সেবৈস্তবিষ্যতে।
বিমুঞ্চ শুচ মা কৃত্যে সর্বং কর্তাস্মি যে বচঃ ॥২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবান্ কৃষ্ণ! সমগ্রঃ সিদ্ধিশ্চ বিহতা ত্বয়ি।
যত্র যে ত্বং হৃষীকেশ! ধর্মোপ্যত্রানুসংহিতঃ ॥২৫

মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দের সহিত ঈহার অভিপ্রায় ও যথাবিধি সৎকার করত সুখে উপবেশন করাইলে। তাঁহারা কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যৌম্য, বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেবে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৬-১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার জন্য সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হইয়াছে এবং হে হৃষিকেশ! তোমার কৃপায় এই বৃহৎ যজ্ঞ আমি উপার্জন করিয়াছি ॥১৮

হে শ্রেষ্ঠকৌতুক! হে মাধব! এইরূপ বিধি-পূর্বক সাম্রাজ্যপদ করত যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলের সহিত এই জনের সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥১৯

অতএব হে ধর্মাত্মা! আমার এই ইচ্ছা যে, তোমার ও আমার ভ্রাতৃগণের সহিতে আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিব। তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥২০

হে মহাভুজ! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে ধর্মপথ প্রদান কর। তোমার তুমি ঈশ্বরিক থাকিলে হে ধর্মাত্মা! আমি অবশ্যই পাপমুক্ত হইব। অতএব অনুজগণের সহিত আমাকে তুমি অনুমতি দান কর। হে সত্যসংকল্প! হে কৃষ্ণ! তোমার অনুমতি হইলে আমি ঈদৃশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব ॥২১-২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ্যুক্ত বাক্য প্রবণে করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে রাজর্ষভ! তুমিই সম্রাট্ হইবার যোগ্য। তুমি সমারম্ভ আরম্ভ কর। তোমাকে আশ্রয় ও সুহৃদ্রূপে প্রাপ্ত হইয়া আমরা নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। হে ধর্মরাজ! আমার ঈপ্সিতানুসারে তুমি অভীপ্সিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, এবং তোমার অভীপ্সিত কার্যের ভার লও, আমি যথাশক্তি তোমার আজ্ঞানুসারে কার্য করিব ॥২৩-২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি যদি করি আমার সমস্ত সকল হইয়াছে এবং সিদ্ধিও সর্বথাই আমার করায়ত্ত। কারণ, হে হৃষীকেশ! তুমি

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুজ্ঞা তস্য কৃষ্ণেন পাণ্ডবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ইষ্টিমুং রাজসূয়েন সাধয়ামাস পঞ্চমম্ ॥২৬

তত্র আজ্ঞাপয়ামাস পাণ্ডবো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সহদেবং যুবাং শ্রেষ্ঠং মন্ত্রিণশ্চৈব সর্বশঃ ॥২৭

অগ্নিং জগ্মুঃ যথান্যায়ং যজ্ঞিয়ানি চ সর্বশঃ।
ঋত্বিগাচার্যাঃ সর্বে যজ্ঞিয়াশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥২৮

অধিযজ্ঞাংশ্চ যজ্ঞার্থং যৌনোঃ কাম্ কিপ্রমেব হি।
সমানায়ন্ত পুরুষা যথাযোগং যথাক্রমম্ ॥২৯

ইন্দ্রসেনো বিশোকশ্চ পুরুষাশ্চার্জুনার্থিনঃ।
অন্যাংশ্চাহরণে যুক্তাঃ সন্তু সংপ্রিয়কারিণঃ ॥৩০

সর্বকামাংশ্চ কার্যন্তাং ধন-সঞ্চয়সংবিধঃ।
অবোচন্ত্রীতিকরা দ্বিজানাং কুরুনন্দন ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাজ্ঞাপয়কালস্তু কৃতং সর্বং তদেবতৎ।
সহদেবো যুবাং শ্রেষ্ঠো ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে ॥৩২

ততো বৈশাজনো রাজন্! অধিজং সমুপানয়ৎ।
যেনাগ্নিং যজমানাস্তে সাকাম্যুর্তিমতো দ্বিজাঃ ॥৩৩

যজ্ঞং জহ্নুসমকোত্তস্তু সভ্যাবর্তাদুদঙ্মুখঃ।
ধনঞ্জয়ানাদায়ঃ পুরাণঃ সাধয়োদ্ধরণং ॥৩৪

রাজন্যকো বসুধাপ ঋত্বিগ্ভৌদ্ধর্মুক্তমম্।
শৈলো ঘোটঃ ঘণোঃ পুত্রো যৌধেন
সহিতোদ্ধরৎ ॥৩৫

একেষাং শিতবর্ণাংশ্চ পুত্রাংশ্চ তরসর্ষভ!।
বহুযুদ্ধৈশ্চ যুক্তাংশ্চ যেকোপেতাংশ্চ ॥৩৬

আমার (অর্জুনের অথবা যুধিষ্ঠিরের) অশ্বমেধযজ্ঞের এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া পাণ্ডুনন্দন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞে অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞের সাধন-সমূহের (ঋত্বিগাদির) সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৬

অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির যোদ্ধৃগণ সহদেব ও মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিলেন—ব্রাহ্মণগণ এই রাজসূয়যজ্ঞে যে যজ্ঞীয় সাধনসমূহের কথা বলিয়াছেন এবং পুরোহিত ধৌম্যও যে সকল সম্ভারের কথা বলিয়াছেন, তোমরা আমার কুলক্রমের দ্বারা যথাক্রমে যথাযোগ্য সেই সকল উপকরণ অভিসত্বর সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হও ॥২৭-২৯

আমার আদেশে ইন্দ্রসেন, বিশোক এবং অর্জুনের প্রার্থি পুরু, ইহারা সকলে আমার প্রিয় কামনার অনুসরণে সংগ্রহে নিযুক্ত হউক ॥৩০

কুরুনন্দন! ব্রাহ্মণগণের শুভদানসকল সকল প্রকার সুখদ ও প্রার্থি দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদের সকল কামনা পূর্ণ করিবে ॥৩১

তাঁহার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নিবেদন করিলেন ॥৩২

তাহার বৈশাজন যেযজ্ঞান সাক্ষাৎ যেযমূর্তি মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে অধিকৃতরূপে আবাহন করিলেন ॥৩৩

যাহা সভ্যাবর্তনদক্ষ ব্যাস রচনা করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞকর্মের শ্রেষ্ঠ পুরাণ ঋষি সাধন অর্থাৎ উদ্ধার করিলেন ॥৩৪

যজ্ঞ রক্ষিণী রাজন্যকা মুনি যজ্ঞ অবভৃথস্নানে এবং বসুপুত্র শৈল ঋষি যৌধমুনির সহিত ঘোড়াক্ষে যুক্ত হইলেন ॥৩৫

যে অনন্তর্ষভ! ইহাদের পুত্র ও শিষ্যগণ, যাঁহারা বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারা হোমকর্মে (সত্র যোগাঙ্গে) যজ্ঞে যুক্ত হইলেন ॥৩৬

তে যাজ্ঞিকা পুণ্যাহমৃত্বিজা চ তং বিধিম্।
যাজ্ঞোক্তং পূজয়ামাসুস্তদেবতমনঃ পরং ॥৩৭
তত্র ব্রহ্মসুতজ্ঞাতা পরমান্নস্য সিদ্ধিদঃ।
পরমর্ষি র্দ্বিজাগ্র্যেভ্যো দিদেশাথ ॥৩৮
তত আজ্ঞাপয়ামাস স রাজা রাজসত্তমঃ।
সহদেব তথা সূতো যজ্ঞিয়ং পুরুষর্ষভঃ ॥৩৯
আমন্ত্রয়ার্য্য ভূয়াংস্ত্বং প্রেষয়স্বাপ্তবান্ ক্রতূন্।
উপক্রম্য যতো রাজ্ঞঃ স ভূয়ান্ প্রাবিশোত্তরা ॥৪০
আমন্ত্রয়াং চক্রে ভ্রাতৄন্ ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানপি।
বিসৃজ্য রাজ্ঞঃ পূজাংশ্চ সর্বানানর্চ হ ॥৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমাজগ্মুস্ততো দূতাঃ পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ।
আমন্ত্রয়ামাসুশ্চ আনয়ংশ্চাপরান্ ক্রতূন্।
তথা পরানপি নরাধিপঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৪২

তত্রস্তে তু যথান্যায়ং কৃতীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
যৌনসম্বন্ধিনো বিপ্রা রাজসূয়ে ঋত্বিজঃ ॥৪৩
যৌক্তিকং চ তু যৎ কর্ম্ম তস্মিন্ কর্ম্মণি যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃষ্ণায় যজ্ঞায়তনং কুরুতো বিপ্রাঃ সহস্রশঃ ॥৪৪
আকৃষ্টির্ব্বিবিধৈশ্চৈব দ্রব্যৈঃ সর্বৈঃ সমন্ততঃ।
কর্ম্মিভিশ্চ মনুষ্যেন্দ্রৈর্নানাদেশসমাগতৈঃ ॥৪৫
অমাত্যৈশ্চ নৃপশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মে বিপ্রবশানুগৈঃ।
আজগ্মুর্ভিষগাপ্তাশ্চ বিদ্যাব্রতকৃতশ্রমাঃ ॥৪৬
সর্ব্ববিদ্যাসু নিষ্ণাতা বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
জ্যোতিষাময়মার্গাংশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥৪৭
তন্ত্রমন্ত্রোপচারৈর্হি তন্ত্রযানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
সর্ব্বর্তুফলসম্পন্নান্ নির্দ্দিদেশাথ সহস্রশঃ ॥৪৮
তেষু তে ভবনং চক্রুঃ। ব্রাহ্মণা নৃপসৎকৃতাঃ।
ভবন্তঃ কথা বহ্বীঃ শক্যতেয়া মহীক্ষিতাম্ ॥৪৯

তাঁহারা রাজাকে পুণ্যাহবচন পাঠ ও সেই বিধির উহ্য অর্থাৎ যথাবিধি সমস্ত করাইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সেই যজ্ঞভূমিকে অর্চনা করিলেন।৩৭

অনন্তর রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের আহোরিত্র কৃত্যসমূহের ভার বৃহৎ বৃহৎ ব্রাহ্মণ বিদ্বান করিলেন।৩৮

তারপর সহদেবই রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক আজ্ঞা ও মন্ত্রী সমূহসহকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি আত্মীয়ের জন্য অন্যান্য দূতসমূহ প্রেরণ কর"। রাজার আদেশ অবলম্বনেই তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও রাজনীতি পূজনকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দূতগণকে অন্য রাজধিকে প্রেরণ করিলেন।৩৯-৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের আদেশ পাইয়া দূতগণ আসিল অন্যান্য অনেক অন্যান্য দূতগণকে আনয়ন করিল এবং সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের পূজ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিল।৪২

যে যাজ্ঞিক: পুণ্যাহ: সমন্ত্রক যজ্ঞে এই বলিয়াছেন যথাকালে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহা প্রধান করিলেন।৪৩

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞশালায় গমন করিলেন।৪৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ, নরপতিগণ, নানাদেশাগত ক্ষত্রিয়রাজগণ ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ বিগ্রহধারী ধর্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। নানা দিক্ ও দেশ হইতে সকল বিদ্যায় পারদর্শী বেদ ও বেদাঙ্গে নিষ্ণাত ব্রাহ্মণগণ তথায় আগমন করিলে ধর্মরাজের আদেশে তাঁহাদের জন্য আবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল।৪৫-৪৭

সহস্র সহস্র নিমন্ত্রিতকর্তৃক গৃহসমূহ এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল যে, তাহাতে বহু অন্ন ও অন্নের সম্ভারসহ এবং পৃথক্ পৃথক্ পরিবেশন থাকিবার স্থান ছিল ও সকল ঋতুতেই তাহা সুখপ্রদ হইল।৪৮

ভূত্বরাষ্ট্রস্য বিষয়াণাং কোষস্য চাপি সর্বশঃ।
অবিদূরং প্রস্থিতে তস্মিন্ যুধিষ্ঠিরনিবেশনাৎ ॥৫০
ধীমতাং ধীমতাংশ্রেষ্ঠো ভূত্যানাং ভূত্যতাং গতঃ।
এবমাজ্ঞায় সংজ্ঞাঃ প্রস্থিতস্য স্বয়ং বিদুরঃ ॥৫১
সর্বং পরমসংপ্রাপ্তি পরমান্নাদ্যমাত্মবান্।
ভক্ষয়ন্ত ভোজিষ্যন্তি পুরুষাস্তে যুধিষ্ঠিরে ॥৫২
প্রাবর্তয়েত যজ্ঞঃ স পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
পৃথিব্যামেকরাজস্য পুরুষেষু ত্রিলিঙ্গিষু ॥৫৩

অথো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রেষয়ামাস পাণ্ডবম্।
বহুলং বাহ্লিনপুরং ভীমায় পুরুষর্ষভ ! ॥৫৪
জ্যেষ্ঠায় ভূতরাষ্ট্রায় বিদুরায় কৃপায় চ।
আত্মপাকেষু সর্বেষু যেষ্বপ্রিয়করো যুধিষ্ঠিরে ॥৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সর্বপর্বণি রাজসূয়পর্বণি
রাজসূয়িকায়াং ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির ভক্ষক সংকল্প হইয়া সেই পুরুষদের অবস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া এবং সর্বদিকে ব্রাহ্মণাদি প্রেরণ করিয়া আরব্ধ যজ্ঞোপভোগ করিতে লাগিলেন।৪৯

ভোজনান্তে, ব্যবসায়ী বিদ্বান এবং আত্মজ্ঞ আত্মবান মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মধ্যমণি সর্বদাই তথা যাইতে লাগিল।৫০

"আরও দাও" "আপনারা আরও ভোজন করুন" এইরূপ কোলাহল বিনাই সময় অবশেষের হইতে লাগিল।৫১

যে ভারত ! পর্যাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে পরম সন্তুষ্ট ভাবে

আর এবং মধ্যে (ব্রাহ্মণে) সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুবর্ণ-দক্ষিণাদি প্রদান করিতে লাগিলেন।৫২

এইরূপে পূর্বে দেবরাজের ন্যায় পৃথিবীতে একমাত্র যৌবনে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ আরব্ধ হইল।৫৩

যে ভারত শ্রেষ্ঠ ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডুনন্দন বহুলকে বাহ্লিনপুরে পিতামহ ভীষ্মের নিকট প্রেরণ করিলেন।৫৪

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের অনুরক্ত আত্মবশ জ্যেষ্ঠ, ভূত্বরাষ্ট্র, বিদুর ও কৃপকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন।৫৫

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বসমূহের রাজসূয়পর্বে রাজসূয়িকায় ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৩

পণ্ডিত প্রবর-শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক অনুবাদিত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নৃপগণের ভৌরবগণের রাজন্যবর্গের আগমন, তাঁহাদের ভোজন-বিশ্রামাদির সুব্যবস্থা চ।]

অনুবাদকঃ-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্নসিংহ-বিদ্যাভূষণঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীষ্মমাহূয়মানায় ভূতরাষ্ট্রায় পাণ্ডবঃ ॥১

এবং যজ্ঞা বাহ্লিনপুরং বহুলঃ সম্বিধিপ্রিয়ঃ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নৃপগণ, কৌরব ও যাদবগণের আগমন এবং তাঁহাদের ভোজন-বিশ্রামাদির সুব্যবস্থা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন বুদ্ধিমান বহুল ইচ্ছিমাপুরে গমন করত ভীষ্ম ও ভূত্বরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করিলেন।১

সংকৃত্যার্ত্বিজাতেব আচার্য্যপ্রমুখাস্তকঃ।
প্রযযুঃ শ্রীমতস্তস্য যজ্ঞং রাজ্ঞস্তুদেবয়া ॥২
সংক্রন্দশ্চ বশাতশ্চ যজ্ঞঃ যজ্ঞবিদস্তথা।
অন্যে চ শতশস্তত্রৈবাগতির্ভরতর্ষভ ॥৩
ক্রুষ্টুনামাঃ পতাকৈশ্চ বর্ণযানাশ্চ পাণ্ডবম্।
বিভ্রাজন্তে সর্ব্বে সমাগম্য কৃষ্ণিরাজ্ঞস্য ভারত ॥৪
সুনামানো যজ্ঞবিদো বিবিধাশ্চ মহাস্ত্রিণঃ।
দুরন্তাশ্চৈব তীক্ষ্ণাশ্চ বিক্রান্তাশ্চ মহাবলাঃ ॥৫
দুর্য্যোধনমুখাশ্চাপি ভ্রাতরঃ সর্ব্ব এব তে।
গান্ধাররাজঃ সুবলঃ শকুনিশ্চ মহাবলঃ ॥৬
অচলো বৃষকশ্চৈব তথৈব চ বিবিৎসবঃ।
তথা পলাশ্চ বলবান্ মাদ্রীপুত্রশ্চ মদ্রবান্ ॥৭
সোমদত্তোঽথ কৌরব্যো ভূরিভূরিশ্রবাঃ শলঃ।
শলশ্চাপি বলো ভোজঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥৮
বসুদেবঃ পশুশ্চাপি শাল্বশ্চ বহুবাহিনঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষশ্চ নৃপতির্ভগদত্তো মহাবলঃ ॥৯
স বৃদ্ধৈঃ সহ যোদ্ধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ।
পার্ব্বতীয়াশ্চ রাজানো রাজা চৈব কুলূতকঃ ॥১০
সৌপ্তিকো বাসুদেবশ্চ বঙ্গঃ কলিঙ্গকস্তথা।
আর্ষ্টিষেণঃ কুন্তলশ্চৈব মালবাশ্চাম্বষ্ঠকাস্তথা ॥১১
ত্রাবিড়াঃ সিংহলাশ্চৈব বাহ্লা কাশ্মীরকস্তথা।
কুন্তিভোজো মহাতেজাঃ পাণ্ডিত্যে সৌবলাত্মজঃ ॥১২
বাহ্লিকাশ্চাপরে পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যাঃ সহস্রশঃ।
বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং মাৎস্যশ্চ মহাবলঃ ॥১৩
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নানাজনপদেশ্বরাঃ।
শিশুপালো মহাবীর্য্যঃ সহ পুত্রেণ ভারত ॥১৪
আজগ্মুঃ পাণ্ডবেয়স্য যজ্ঞং সমরদুর্ম্মদাঃ।
রাজন্যৈরাবিকশ্চাপি কৃতশ্চ সহ সাত্বতঃ ॥১৫

আচার্য্য ধৌম্যপ্রমুখ কৌরব ও কৌরবপক্ষীয় পুরুষগণ সকলে নবীন রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া যাজ্ঞসেনীসহ রাজপুরুষদিগকে সম্মুখে রাখিয়া রাজসূয়-যজ্ঞে গমন করিলেন।২

হে ভারত! নানারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া অন্যান্য শত শত যজ্ঞবিদ্ ঋত্বিগ্‌গণ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞসভা ও ধর্ম্মরাজের দর্শন করিবার ইচ্ছায় নানা দিক্ হইতে তথায় আগমন করিলেন।৩-৪

বিবিধ মহাস্ত্রসমূহ উপায়নরূপে সঙ্গে লইয়া সুনামা, ভীম, মহাবাহু বিরূঢ়, দুর্য্যোধনপ্রমুখ (দুরন্তাদিগণ) সকল ভ্রাতৃগণ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক ও রবিবৎসই পূর্ব্ব প্রভৃতি সকল কৌরব ও কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন।

একলব্যপুত্র পশু, বাসুদেব, সোমদত্ত, কৌরব্য ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল অবন্তিরাজ, জয়দ্রথ, ভোজ, বিরূঢ়পুত্র ভগদত্ত, পুত্রের সহিত বসুদেব, কুন্তিরাজ শাল্ব এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি মহাবল রাজা ভগদত্ত সাগরসন্নিহিত জনপদ স্থানবিবাসী ভোজগণসহ রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপ পার্ব্বত্যরাজগণ, রাজা চূড়ান্ত, সৌপ্তিক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং আর্ষ্টিষেণ, কুন্তল, মালব, অম্বষ্ঠ, ত্রাবিড়, সিংহল, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজগণও তথায় উপস্থিত হইলেন।

মদ্রাধিপতি কুন্তিভোজ, রাজা সৌবলাত্মজ, বাহ্লিকদেশীয় অপরাপর বীর রাজগণ, বিরাট, পুত্রদ্বয়ের সহিত মহাবল মৎস্যরাজ এবং নানাজনপদের অধিপতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও রাজপুত্রগণও ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

হে ভারত! মহাবীর যুদ্ধদুর্ম্মদ শিশুপাল পুত্রের সহিত পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন।

গব-প্রযাণ-শাখাশ্চ চারুলেক্ষশ্চ বীর্যবান্।
ঊষুকো বিষ্টরশ্চৈব বীরশ্চাধিরথস্তথা ॥১৬

কৃতক্ষণো নিধিলাশ্চাত্তে সমাকল্পুর্মহারথাঃ।
এতে চান্যে চ রাজানো বলবৎ সমলংকৃতাঃ ॥১৭

আজমূঢ়ঃ পৃথুপুত্রশ্চ রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
সমুদ্রেষ্বাবসথ্যাম্ বর্ষরাজশ্চ শাশ্বতাং ॥১৮

মহন্তমাধিরজম্ রাজম্ঃ ধৌম্যিকাকৃতলোচিতাম্।
তথা বর্ণাকৃতিঃ পূজাঃ চক্রে হৈমাঃ মহাত্মনাম্ ॥১৯

সংকৃতাশ্চ যথোদ্দিষ্টাম্ ভক্ষ্যভোজ্যবতীম্ পৃথাঃ
হৈমাদর্শিনিভপ্রখ্যাম্ অবাপ্তাম্ ত্রযাচুর্যিতাম্ ॥২০

সর্বতঃ সমুদ্রতাভূতৈঃ প্রাকারৈঃ গুরুভিঃ শিতৈঃ।
প্রবর্ধমানসংযোগান্ মণিকুট্টিমশোভিতাম্ ॥২১

প্রবারোহৈশ্চ সোপানান্ মহামণিবিরাজিতাম্।
প্রাসাদশতসংকীর্ণাম্ পুতমাপ্তজনাবৃতাম্ ॥২২

হংসেন্দুবর্ণপ্রাসাদৈরেকস্তম্ভৈশ্চ সর্বতঃ।
অলংকারাম্ সমাকারাম্ মুক্তাজালবিভূষিতাম্ ॥২৩

মহাবাহুরিবাকাশাম্ বিমলস্ফটিকোপমাম্।
বিভ্রাজমানাম্ মহতীম্ ভূমিম্ল ভূবিরঞ্জিতাম্ ॥২৪

ইতঃ পশ্চৈর্মহাভির্দ্বারাঃ ভূষিতাম্ ॥২৪

তং দ্বঃ পাণ্ডবৈঃ ভীমঃ ভ্রাতৃভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
আজহে স তদা রাজন্ ! রাজসূয়ঃ মহাক্রতুঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়পর্বণি দিগ্বিজয়াখ্যানে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

এদিকে (আমরা হইতে) বলরাম, অনিরুদ্ধ, উল্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, চারুদেষ্ণ, ঊষুক, বিষ্টর, বীর অধিরথ প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় সকল মহারথ ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমবেত হইলেন।

এইরূপ সমাবেশে আরও অনেক রাজা পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই যুধিষ্ঠিরের আদেশে সকলের জন্য বহু ভক্ষ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, দীপিকা ও দ্রুমসমূহের দ্বারা পরিশোভিত বাসস্থানসমূহ নির্দিষ্ট হইল।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যথারীতি পূজা ও সংকার করিলেন।

তাঁহারা সংকৃত হইয়া তাঁহাদের জন্য যথানির্দিষ্ট গৃহসমূহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহসমূহ কৈলাস-পর্বতের শিখরের ন্যায় উচ্চ, সোনার আদর্শসমূহে পরিপূর্ণ, চারিদিকে সুউচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীরসমূহে পরিবেষ্টিত, সুবর্ণ-সোপানের দ্বারা আরোহ, মণিকুট্টিমাদি রত্নসমূহে খচিত, সুখে আরোহণযোগ্য সোপান-বিশিষ্ট, দৃঢ় আসন ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ, সুবর্ণ মালাসমূহে বিভূষিত ও উচ্চ অট্টালিকে অলংকৃত। হাস ও কুন্দপুষ্প তুল্যবর্ণ, আরোহণের দ্বারা সুদর্শন, সমানাকারের স্তম্ভসমূহে পরিপূর্ণ, অলঙ্কারসমূহ, উজ্জ্বল (বহুবিধ) তলসমূহে অলংকৃত, মালাপ্রথিত বায়ুসমূহের দ্বারা বিরচিত এবং হিমালয়ের শিখরের ন্যায় সুন্দরীয় ছিল।

তাঁহারা তথায় বিশ্রাম গ্রহণ করত বহুমূল্য-পরিচ্ছদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে দর্শন করিলেন।৫-২৫

হে রাজন্ ! অর্জুন, ভীমসেন ও রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ যজ্ঞসভা সেই সময় যেরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল তাহা শোভা পাইতে লাগিল ২৫

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত রাজসূয়পর্বে দিগ্বিজয় রাজাগমনাখ্য চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ধৃতরাষ্ট্রস্য বর্ধনম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পিতামহং ততস্তৈব প্রত্যুত্থায় যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিবাদ্য গুরো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১॥

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সৌম্য দুর্যোধন-বিবিংশতী।
অস্মিন্ ব্রহ্মে তদন্যে বামনুমুহ্যন্তু সর্বশঃ ॥২॥

ইহ বঃ সুখমেবৈষ বসিষ্যামি ঘরং যথা।
প্রসন্নস্য তথা বাঃ স্যাদেষোঽতিথিসত্ত্রিয়াঃ ॥৩॥

এবমুক্তা স তান্ সর্বান্ লৌকিকঃ পাণ্ডবাগ্রজঃ।
সুষোজ স যথাদেশমেতদ্বৈ বচনং তদা ॥৪॥

তথেত্যেবাব্রুবংস্তেষু দুঃশাসনমযোজয়ৎ।
পরিগ্রহে ব্রাহ্মণানাময়ং নঃ সমনুজ্ঞায়াম্ ॥৫॥

রাজ্ঞাশ্চ পরিপূর্ণার্থং সজ্জঃ সংভারযোজনে।
কৃপায়াশ্চ পরিত্রাণে ভীষ্ম-দ্রোণৌ ব্যাদিশৎ ॥৬॥

বিদুরস্য তু ধর্মজ্ঞ ধর্মরাজাভিচোদনে।
দক্ষিণায়াং প্রদানে চ কৃপণা বাচা তথেত্যুত ॥৭॥

তথেত্যাহ পুরুষব্যাঘ্রস্তস্মিংস্তস্মিন্ তথোচ্যমানে।
বাহ্লিকো দ্রুহিণাষ্টম সোমদত্তো জয়দ্রথঃ।
নকুলেন সমানীতাঃ বাসিষেত্র রেজিরে ॥৮॥

কৃত্বা ব্যবস্থাস্তানীম্ বিদুরঃ সর্ববর্ণবিৎ।
দুর্যোধনস্য বচনাৎ প্রতিগ্রহ্যে সর্বশঃ ॥৯॥

ততঃকালেন কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং ঘরং যযৌ।
সর্বলোকনমস্কৃতঃ পিতৃণাং তদনুত্তমম্ ॥১০॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

(ধৃতরাষ্ট্রগৃহে গমন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও বিবিংশতিকে প্রত্যুত্থানপূর্বক অভ্যর্থনা করত পিতামহ ও গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"এই যজ্ঞে আপনারা সকলে সর্বপ্রকারে আমার সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করুন ॥১-২

আমার যে এই প্রভূত ধন রহিয়াছে, উহা আপনাদেরই। আমি প্রার্থনা করি,—আপনারা সকলে মিলিয়া যজ্ঞস্থানে আমাকে পরিচালিত করুন। এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির পাণ্ডবাগ্রজ তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন ॥৩-৪

তিনি ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্রব্য অধিকারে দুঃশাসনকে, ব্রাহ্মণগণের পরিগ্রহ কার্যে অশ্বত্থামাকে, রাজগণের পরিচর্যার ব্যাপারে সঞ্জয়কে, ঘৃত ও অন্নরসাদি পরিজ্ঞানে মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণকে, দ্রব্য ও রত্নসমূহের তত্ত্বাবধারণ ও ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণাদানের কার্যে কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করিলেন ॥৫-৭

এইরূপ আর আর অন্যান্য পুরুষসিংহগণকে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু নকুল তাঁহার সমাদরে আনীত বাহ্লিক, দ্রুহিণাষ্টি, সোমদত্ত ও জয়দ্রথকে কোন কার্যের ভার দেওয়া হইল না। তাঁহারা তথায় প্রভূত ধন রত্নাদি বিতরণ করিতে লাগিলেন ॥৮

সর্ববর্ণবিৎ কথা বিদুর তথায় ব্যবস্থাকার্য করিতে লাগিলেন এবং দুর্যোধন রাজগণের আগমন উপলক্ষে সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৯

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের কার্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে উত্তম ধন লাভ হইবে মনে করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥১০

ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি দর্শয়ামাস যুধিষ্ঠিরম্।
ন কশ্চিদ্ব্রাহ্মণস্তত্র সংস্রাবমকরোৎ ॥১১
রত্নৌঘং প্রতিগৃহ্যাথ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ সঃ।
ধনং তু যদ্য যৌবনাশ্বো বধ্বাতৈঃ সমাহরৎ ॥১২
যজ্ঞবাটেষু রাজ্ঞস্তে স্পর্ধমানা মহর্ষিভিঃ।
তদ্বৈতে দদিরে রাজন্ লোষ্টবৎকাঞ্চনং তদা ॥১৩
লোকপালবিমানৈশ্চ ব্রাহ্মণাবসথৈঃ সহ।
কৃতৈরাবসথৈর্যৈর্যৈর্বিমলৈরভিতো বৃতা ॥১৪
বিচিত্রা রত্নসঙ্ঘুষ্টা ভক্ষ্যা পরমযা যুতা।
রাজ্ঞশ্চক্রে সমাবৃত্তো তদা শ্রীমদ্ধিকিঃ।
অপাকৃত স্তদা রাজন্ কৌরব্যেণ মহাত্মনা ॥১৫

অন্যা তু বাহ্মণা যেষাং স্পর্ধমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
বভূবিনাথ যজ্ঞেন সোঽযজদ্ ধর্মিণাবরঃ ॥১৬
তেষাং জনাঃ পর্বতাংশ্চ সমুদ্রাংশ্চ সমন্ততঃ।
পয়সাং সহস্রাণাং চ ভূজবর্জনকারকাঃ।
অন্নাপরাধসম্পন্নো বভূব ন তদাপদঃ ॥১৭
ইত্যাজহ্রুস্তদা তত্র বিবিধাস্তত্র শিল্পিকাবিশারদৈঃ।
তস্মিন্ হি তত্ত্বপূর্বাণাং যজ্ঞে সংবিধিতে ॥১৮
যথা দেবাস্তথা বিপ্রা ভক্ষিতান্নযথাবিধি।
তত্রপুঃ সর্বশশ্চ তস্মিন্ যজ্ঞে মুদান্বিতাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি রাজসূয়পর্বণি যজ্ঞকল্পে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

যাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞের সভা এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই এক চাঙ্গারের কম সুবর্ণমুদ্রা উপহারস্বরূপ আনেন নাই।১১

তাঁহারা সকলেই মহাঘ রত্নের দ্বারাও দক্ষিণাকে অধিক করিয়াছিলেন। "কি প্রকারে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমার ধনে আমারই যজ্ঞ সমাপ্ত করিবেন" এইরূপ ভাবিয়া পরস্পর স্পর্ধা করত তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে বহু ধন করিতে লাগিলেন।

সেই যজ্ঞভূমি পরিখা বিমানসমূহ সেই বিমান, প্রাসাদ ও হৈলসমূহে পরিপূর্ণ ছিল; সেখানে মহর্ষিগণের বিমান ও ব্রাহ্মণদের আবাসভূমি ছিল। বিশ্ব বিমানতুল্য সেই ভূমিসমূহ বিচিত্র-রত্নসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল; তদ্ভূমি শ্রী ও সমৃদ্ধিশালী রাজেন্দ্রদের পরিপূর্ণ হওয়ায় বে রাজন্! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞভূমি পরম শোভা ধারণ করিল।১২-১৪

মনে হইল যেন মহাত্মা যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধির দ্বারা বলদেবকেও স্পর্ধা করিতেছেন. প্রচুর দক্ষিণা দিয়া মহর্ষির অধিপতি যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞে আগত সকল মনুষ্যকেই যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধিশালী সকল প্রকার ভোগবস্তুর দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য, ভোজনে পরিতৃপ্ত জনসমূহ ও হাসমূহ উপহার প্রভৃতিতে তাহারা জনসমাজে পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল।১৫-১৭

অন্ন ও বিভাগজ্ঞে বিশারদ শিল্পিগণের কৃত ইক্ষু (মণ্ডপাত্র ও ঘৃত) ও ঘৃতাদিতে দ্বারা যেরূপ সেই যজ্ঞ যজ্ঞে পরমা তৃপ্তি লাভ করিলেন।১৮

দেবতাগণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ এবং সর্বসাধারণ অন্নপানাদি ও প্রচুর ধন পাইয়া পরমা তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।১৯

শ্রীমহাভারতের মহাপর্বণি রাজসূয়পর্বণি যজ্ঞকল্পে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণানাং যাজ্ঞিকানাঞ্চ, দেবর্ষিনারদের শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন, তীর্থযাত্রাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাপুরী গ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভ্যর্থিতেষ্বনীকেষু ব্রাহ্মণা যাজকাঃ সহ।
অন্তর্বেদীং পরিবিশুঃ সংকারায়া যথাবিধি ।১

যাজয়ন্তো মুনিগণাস্তত্রাধ্বর্যবঃ সহস্রশঃ।
সদস্যাশ্চাপি তত্তুল্যা বভূবুর্বেদপারগাঃ ।২

সদস্যা ব্রহ্মযজনে যেষাং যেষাঞ্চ যা ক্রিয়া।
তাংস্তানুবাচ তত্রাসৌ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।৩

এবমেতন্মহাযজ্ঞে যথা বৈ ভাষতে ভবান্।
ইত্যুক্ত্বা তত্র বিপ্রেন্দ্রা বৈ পরস্পরম্ ।৪

কৃষ্ণার্থমাত্মনঃ কেচিৎকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্য চাপরে।
অকৃষ্ণাশ্চ কৃষ্ণমুখ্যেভ্যঃ শাস্ত্রনিশ্চয়ৈঃ ।৫

তত্র যেষাংস্তু কেষাঞ্চিদ্বাক্যমেকমভূদ্দ্বিজাঃ।
বিতর্কিপূর্বং তেষাং তদ্ভাষতাং তত্রবিস্মিতম্ ।৬

কেচিদ্ ধর্মার্থকুশলাঃ কেচিৎ তত্র মহাব্রতাঃ।
কেষাঞ্চিদ্ ব্রহ্মতুল্যং সর্বমাসীদ্ যথাঃ ।৭

যা যেষাংস্তেষ্বপাত্রেষ্বেষিতব্যবিধিঃ।
আবভাসে সমাকীর্ণা নক্ষত্রেষ্বিব চন্দ্রমাঃ ।৮

ন হ্যন্যাং মহিমা পৃথ্বীং তস্মিন্নাসীৎ চন্দ্রমাঃ।
অন্তর্বেদ্যাং তদা রাজন্ দুর্বিভাব্যবিশেষবৎ ।৯

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও যাজকদের আগমন, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যের এবং তাঁহার অগ্রপূজার শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অভিষেকের নিমিত্ত রাজসূয়ের সম্ভার সকল যজ্ঞীয় বেদীর অভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন।১

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই অন্তর্বেদীতে সাগর প্রভৃতি মহাতীর্থ হইতে সমাগত ঋত্বিগ্‌গণ রাজসূয়ের সম্ভার সকল পূর্ণ ভাবে সংগ্রহ করিলেন।২

অভিষেকসভায় দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মার সহিত একত্রিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ কর্ম চলিবার সময় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।৩

কেহ কেহ বলিলেন—"এরূপ হইবে না, এইরূপই হইবে", আবার কেহ কেহ বলিলেন "এইরূপই হইবে, এরূপ হইবে না"। এইরূপে যজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন।৪

কেহ বা বেদ বাক্যের সঙ্গতি অর্থের দ্বারা, কেহ বা বিস্তর ন্যায়ের দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিতে লাগিলেন; কোন যুক্তিতে মহর্ষি আমায় প্রধান পাত্রিয়া অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ন্যায়কে বিস্তৃত ন্যায়ের এবং বিস্তৃত ন্যায়কে সংক্ষিপ্ত ন্যায়ে রূপান্তরিত করিতে লাগিলেন।৫

আকাশমণ্ডল আশ্রিত করে পক্ষী যেরূপ শত শত ঘুরে, সেইরূপ আপন আপন প্রতিজ্ঞানুসারে কোন কোন দেবর্ষি অন্যের সকল যজ্ঞমতকে নিজ পাণ্ডিত্যের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করিতে লাগিলেন।৬

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম ও অর্থে কুশল ছিলেন; কেহ কেহ বা মহাব্রতী ছিলেন এবং কেহ সকল কার্যে পারদর্শী ছিলেন। এইরূপে সকলেই যজ্ঞবেদির অভ্যন্তরে বসিয়া শাস্ত্রীয় আলোচনায় আত্মমন নিরত হইলেন।৭

যেরূপ যে, বিত্ত, ও মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত সেই যজ্ঞবেদি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত গগনের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল।৮

তাং তু লক্ষ্মীকৃতাং লক্ষ্মীং তদা বজ্রবিদারণাম্ ।
দুদোহ নারদঃ পাত্রং বর্ষকল্পে ঘৃতাহুতিঃ ॥১০

অথ চিন্তাঃ সমাপেদে ন দুর্বিদুঃখাদিনঃ ।
নারদস্তু তদা পাত্রং দদৌ তত্রৈব তাং তনুম্ ॥১১

লক্ষ্মীং চ পুনা বৃত্তাং তথাং তাং পুরুষর্ষভঃ ।
অংশাবতরণে বাসৌ ব্রহ্মণো বচনেশ্বরম্ ॥১২

যেনাথাং লক্ষ্মীং তাং তু বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ
নারদঃ পুনরীক্ষাং লক্ষ্মীং মনসা চিন্তয়ন্ ॥১৩

সাক্ষাৎ স বিষ্ণুবাহিত্যঃ ক্ষয়ে নারায়ণো বিভুঃ ।
প্রতিজ্ঞাং পালয়ংশ্চেমাং ভূতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১৪

সন্নিধেশ পুনা যোগেনো বিধুধান্ দুঃখং বহন্ ।
অন্যোন্যবচিবিন্যস্তঃ পুনর্লোকানবাপ্সাথ ॥১৫

ইতি নারায়ণঃ শ্রীমান্ দুর্ভগবান্ দুরত্যয়ঃ ।
আবিত্যবিধুধান্ সর্বানজায়ত মহাত্মনে ॥১৬

ক্ষিতাবভবদুক্ষীবাঃ কলে বংশকৃতাং বরঃ ।
পরমা গুণতঃ লক্ষ্মীং নক্ষত্রাণামিবোডুরাট্ ॥১৭

যস্য বাহুবলং শ্রেষ্ঠাঃ সুরাঃ সর্বে উপাসতে ।
সোঽয়ং বাসুদেবনাম বরিষ্যত্যেষ্যতি বিশ্রুতঃ ॥১৮

অথো যত যদুকুলং যদুনামর্ষভঃ স্বয়ম্ ।
আবসিষ্যতি পুরং কুশস্থলং বলসংবিতঃ ॥১৯

ইত্যেতাং নারদশ্চিত্যাং চিন্তয়ানং সবিৎ ।
ধরিং নারায়ণং ধাতাঃ যৌনিত্যাত্মভবৎ ॥২০

যে রাজন্! দুর্বিনীতঃ বোধবনে সেই যজ্ঞবেদির নিকটে যা কোন শূন্য ছিল, যা কোন অন্যান্য পুরুষ বিদ্যমান ছিল ?

মহেশ্বরাধানালী যজ্ঞাগ্নি প্রাপ্ত দুর্বিনীতের যজ্ঞবিদারণজাত সেই ঐশ্বর্য দেখিয়া দেবর্ষি নারদ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ॥১০

যে নারদের। দেবর্ষিগণের তথায় সকল অভিপ্রেত সমাগম দেখিয়া "কাহাকে কোন্ মূর্তি দেওয়া যাইবে" এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥১১

সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সভায় যে পৃথিবীতে অংশাবতরণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল ॥১২

যে মুনিসত্তম। সেখানে যোগবলেই সমাগম হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবর্ষি নারদ মনে মনে ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন ॥১৩

তাঁহার তখন মনে পড়িল যে দেবাধিদেবেরা সর্বসংহারক, শত্রুকুলহন্তা সাক্ষাৎ নারায়ণই নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ক্ষিতিমণ্ডলে অবতরণ করিয়াছেন ॥১৪

তখনও শ্রীবিষ্ণু দেবগণকে তথায় বলিয়াছিলেন,—তোমরা আমার সহায়ক আদিত্যরূপে অবতরণ করত অনেক বর্ষ বিগত না হইতে পরস্পর পরস্পরকে বধ করত পুনরায় নিজ নিজ লোকে আগমন করিবে ॥১৫

এই কথা বলিয়া দুরত্যয়ে দুষ্কৃতকারক ভগবান্ ভগবান্ নারায়ণ বসুরূপে আদিত্যাদি সকল দেবতাগণকে অবতরণ করাইয়াছিলেন ॥১৬

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নরোত্তম অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশে যদুবংশাগ্রগণ্যরূপে অবতরণ করত নক্ষত্রকুলের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥১৭

যাঁহার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অবস্থান করেন, সেই পরমাত্মা শ্রীহরিই আজ বাসুদেবনাম ধারণ করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন ॥১৮

অহো কি আশ্চর্য! যে ভগবান্ মহাবিষ্ণু বসুদেবরূপে একাদশসহস্র হস্তির সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনিই পুনরায় যাঁহাদিগকে নিজ

অস্মিন্ সর্বিজাং শ্রেষ্ঠো বর্ষবাসক্ষ যৌবনঃ।
সমাসনে সমাসুক্তিসৌ ন সহমানবঃ ॥২১
ততো ভীষ্মোঽব্রবীদ্ রাজন্ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ত্রিভিরাসনৈঃ রাজাং ধর্মার্থবিদি ভারত ॥২২
আচার্যমৃত্বিজং চৈব সংযুক্তক যুধিষ্ঠির।
স্নাতকক শ্রিয় প্রাহুঃ মধুপর্কার্হান্ নৃপান্ তথা ॥২৩
এতাবর্ঘ্যানভিপ্রায়ানাহুঃ সংবৎসরে বিদুঃ।
ত ইমে কালপুরুষ মধ্যেঽস্মানুপাগতাঃ ॥২৪
এষামেকৈকশো রাজন্নর্ঘ্যানাহরাদিভি।
অথ মেধাং বরিষ্ঠায় সম্পূজায়োপনীয়তাম্ ॥২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মৈ ভবান্ মন্যতেঽর্ঘ্যমেকৈস্মৈ কুরুনন্দন;
উপনীয়মানং মূঢ়ানাং হার্দি তিষ্ঠতি পিতামহ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বীর্যবান্।
অবজ্ঞায় তদা কৃষ্ণমর্চয়ামাস যুধি ॥২৭

ভীষ্ম উবাচ।

এষ হ্যেষাং সর্বেষাং তেজোবল-পরাক্রমৈঃ।
অর্চ্যো হপরিমেয়াত্মা তেজ ইবাধিকমুচ্ছ্রিতম্ ॥২৮

অনুর্যামিব সূর্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।
ভাস্কিং হ্লাদিতমেকেন কৃষ্ণেনেদং সমাবৃতম্ ॥২৯

তস্মৈ ভীষ্মানুজ্ঞাতঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
উপজহ্রেঽথ বিধিবৎ সার্ঘ্যং সার্ঘ্যার্হবৎসলঃ ॥৩০

সাধীর সহ করিবার জন্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন।১৯

এইরূপ সর্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ যজ্ঞসূত্রের দ্বারা স্বকীয় পরিচয় রাজাগণকে প্রদান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন।২০

ধর্মবিশেষজ্ঞা মহর্ষি দেবর্ষি বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজের সেই যজ্ঞাগারে বহু সম্মান লাভ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন।২১

হে রাজন্! তখন মহাত্মা ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে ভারতনন্দন! তুমি অর্ঘ্যদান রাজন্যের যথাযোগ্য অর্চনা কর।২২

যুধিষ্ঠির। আচার্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী (শ্বশুর বা জামাতা), স্নাতক (বেদজ্ঞ গৃহস্থ), নিজের প্রিয় কোন গুরুস্থ এবং রাজা এই ছয়জন অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্র।২৩

সংবৎসর প্রবাসী হইয়া কুরু অভ্যাগত হইলেই ইহারা অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্র হন; এই ব্রাহ্মণকুল সেই সময়ের পরে আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন।২৪

হে রাজন্! ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি অর্ঘ্য প্রদান কর অথবা ইহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান কর।২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে কুরুনন্দন! হে পিতামহ! আপনি ইহাদের মধ্যে একমাত্র কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য-দানের পাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন?২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন শান্তনুকুমার ভগবান্ ভীষ্মদেব বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মূলতঃ পূজা পাত্র।২৭

ভীষ্ম বলিলেন—এখানে উপস্থিত সমস্ত রাজগণের মধ্যে যিনি জ্যোতির্গণ নক্ষত্ররাজির মধ্যে তীব্রভাবে ভাস্করের ন্যায় তেজ, বল ও পরাক্রমের দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন, যিনি সূর্যের দ্বারা সূর্যাহীন স্থান এবং বায়ুর দ্বারা বায়ুশূন্য স্থানের ন্যায় এই সকলকে সমুজ্জ্বলিত ও সমাচ্ছাদিত করিতেছেন, এই সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের উপযুক্ততম পাত্র।২৮-২৯

প্রতিজ্ঞাহ তং কৃষ্ণং পাণ্ডবৈশ্চ কথা।
শিশুপালস্ত তাং পূজাং বাসুদেবে ন চক্রিবে ॥৩১
ন চোপালভ্য তাংশ্চক্রে কথাঞ্চিৎ ন সংশয়ঃ।
অপাক্রিয়ন্ বাসুদেবং চেদিরাজো মহাবলঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অর্ঘাভিহরণপর্বণি শ্রীকৃষ্ণার্ঘ্যদানে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া প্রধানগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি ক্রমে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন ॥৩০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যথাবিধি অনুসারে ঐ অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। কিন্তু শিশুপাল ভগবান্ বাসুদেবের ঐ পূজা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥৩১

মহাবলশালী চেদিরাজ শিশুপাল ঐ সভায় তীষ্ম ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিস্তর ভগবান্ বাসুদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৩২

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত অর্ঘাভিহরণপর্বে শ্রীকৃষ্ণার্ঘ্যদানবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শিশুপালের শ্রীকৃষ্ণক নিন্দনম্।]

শিশুপাল উবাচ।

নায়মর্হতি সর্বেষামর্চিতঃ বিশ মহাদ্যুতে।
মহীপতিত্বং কৌরব্য রাজবৎ পাণ্ডবাগ্রিম ॥১

বালঃ খলু ন জানীতে ধর্মঃ সূক্ষ্মো হি পাণ্ডবাঃ।
অয়ঞ্চ বৃদ্ধসংবাদো ভাগদেয়োঽল্পদর্শিনঃ ॥৩০
বাসুদেবো ধর্মযুক্তো হি কুর্বাণঃ প্রিয়কামাম্যা।
ভবদ্ভ্যাধিকং তীষ্ম লোকেষ্বযশঃ পরম্ ॥৪
তথা ত্বয়াজ্ঞা রাজার্হো মধ্যে সর্বমহীক্ষিতাম্।
অর্হণামর্হতি তথা যথা কৃষ্ণাভিচিন্তিতা ॥৫

বাল্য খলু সমাচারঃ পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
যৎ ত্বমাত্থ পৃথগ্ধীকাঙ্ক পাণ্ডবাচিত্তবানসি ॥২

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দা।]

শিশুপাল বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ সভায় মহীপতিত্ব উপস্থিত থাকিতে এই যুধিষ্ঠিরের রাজার ন্যায় এই সেই রাজপূজার যোগ্য নহে ॥১

হে পাণ্ডব! পাণ্ডুনন্দনগণ মহাত্মা বলিয়া থাকে, সুতরাং আপনি যে মতাবলম্বনে এই পূজাটীকাঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের দ্বারা অর্চনা করিলেন—ইহা আপনার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হয় নাই ॥২

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা বালক, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জান না; এই সভাতলস্থ বৃদ্ধ এবং মূঢ় বলিয়া উহার বুদ্ধিও পূত হইয়াছে ॥৩

হে তীষ্ম! আপনার ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তিও কেবল (শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে) সন্তুষ্ট করিবার জন্য এইরূপ কার্য্য করায় সজ্জনসমূহের নিকট আপনার যশের হানি হইয়াছে ॥৪

এই রাজার্হ শ্রীকৃষ্ণ যদি তোমার রাজার

অথ বা মন্যসে কৃষ্ণং বৃষ্ণিবংশপ্রবর্ধনম্।
সহদেবে স্থিতে ক্ষুদ্রে কথমর্হতি সৎকৃতম্ ॥৯

অথবা বাসুদেবোঽপি প্রিয়কামোঽনুকম্পবান্।
ক্ষত্রধর্মে স্থিতঃ কথং বাসবোঽর্হতি পূজনম্ ॥১০

আচার্যং বক্তুমে কৃষ্ণমথবা কৃষ্ণমেব।
দ্রোণে স্থিতে ধনুর্ধরে কথমাচার্যবানসি ॥১১

অথিনং বক্তুমে কৃষ্ণমথবা কৃষ্ণমেব।
ত্রৈপাত্রনে স্থিতে ক্ষুদ্রে কথং কৃষ্ণোঽর্হতি ত্বয়া ॥১২

ভীষ্মে শান্তনবে রাজন্ স্থিতে পুরুষসত্তমে।
যজ্ঞসেনসুতাং কৃষ্ণাং কথং কৃষ্ণোঽর্হতি ত্বয়া ॥১৩

অথবাপি স্থিতে তস্মিন্ সর্বক্ষত্রবিনাশনে।
কথং কৃষ্ণস্ত্বয়া রাজন্নর্চিতঃ কুরুনন্দন ॥১৪

দুর্যোধনে চ রাজেন্দ্র স্থিতে পুরুষসত্তমে।
কৃপে চ ভরতশ্রেষ্ঠ কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চিতঃ ॥১৫

দ্রুমং কিম্পুরুষাচার্যমতিক্রম্য ত্বয়ার্চিতঃ।
ভীষ্মকে চৈব দুর্ধর্ষে শান্তনুং কুরুনন্দন ॥১৬

কৃপো চ কৃতিনি শ্রেষ্ঠে একলব্যে চ তাদৃশে।
শল্যে ভ্রাতরি পক্ষে চ কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চিতঃ ॥১৭

অন্যে পরাজয়ং নৈব কথঞ্চন কথঞ্চন।
রাজসূয়ে ক্রিয়ঃ স্থিত্বা বিপ্রস্য ভারত ॥১৮

যেনাস্ত্রবলমাস্থায় রাজানো দূরে নিক্ষিপ্তাঃ।
স কথমর্চিতস্ত্বয়া কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চিতঃ ॥১৯

বৈবস্বতে বৈব চাচার্যে ন রাজন্ মনুষ্যতঃ।
অর্চিতশ্চ কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ কিমন্যৎ প্রিয়কাম্যয়া ॥২০

মহ, সুভদ্রা দ্রৌপদীদের সম্বন্ধে আপনারা যেরূপ ইহাকে অর্চনা করিয়াছেন, সেরূপভাবে অর্চনা পাইবার এ যোগ্য নহে ॥৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ। যদি আপনি কৃষ্ণকে দুষ্ট মনে করেন, তবে তাহার নিকট হইতে বল লইয়া নিজ বন্ধুদের মধ্যে ইহাকে কেন অর্চনা করা হইল ॥৯

অথবা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কামনা করত ইহার সেবা করিয়াছে—এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে ক্ষত্রধর্ম তো সেইরূপ করিয়াছে, ইহাকে অর্চনা না করিয়া বাসবকে কেন অর্চনা করা হইল ॥১০

হে কুরুনন্দন। আপনি যদি কৃষ্ণকে আচার্যই মনে করেন, তবে আচার্য দ্রোণ উপস্থিত থাকিতে তাহাকে কেন পূজা করিলেন ॥১১

হে কুরুনন্দন। আপনি যদি কৃষ্ণকে অগ্নিই মনে করিয়া থাকেন, তবে যে ত্রৈপাত্রন যাজ্ঞসেন থাকিতে ইহাকে কেন অর্চনা করা হইল ॥১২

হে যাদব। শান্তনুনন্দন ভীষ্মরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চিত হইল ॥১৩

হে কুরুনন্দন। সর্বক্ষত্রবিনাশন ভীষ্ম অবস্থান থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্চনা করা হইল ॥১৪

পুরুষসত্তম রাজেন্দ্র দুর্যোধন ও ভরতশ্রেষ্ঠ কৃপ থাকিতে আপনি কৃষ্ণকে অর্চনা করিলেন কেন ॥১৫

কিম্পুরুষাচার্য দ্রুমকে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও দুর্ধর্ষ ভীষ্মকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণকে কেন অর্চনা করা হইল ॥১৬-১৭

সকল রাজার বলকে পরাজয়কারী, বিপ্র ভীষ্মের রাজসূয়ের প্রিয় শিষ্য, নিজ বলে দূরে সকল রাজার পরাজয়কারী এই যে মহাবল কর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে, ইহাকে অতিক্রম করত কৃষ্ণ কেন অর্চিত হইল ॥১৮-১৯

হে শত্রুদমন কৃষ্ণ অগ্নিও নয়, আচার্যও নয়,

অথবাঽঽচার্যবাহুল্যং মুখ্যতঃ মধুসূদনঃ।
কিং ব্রাহ্মণৈরিমানীতৈরপমানায় তাবত ॥১৮

যদ্বস্তু ন ভবানস্ত কৌন্তেয়স্ত মহাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষাম ভবান্ সর্বং ন লোভায় চ মাধবাৎ ॥১৯

অস্ত বর্ষপ্রবৃত্তস্ত পাণ্ডিত্যং চিকীর্ষতঃ।
ভবানেব প্রমাণাস্ত লোকস্যস্মান্ ন মন্যতে ॥২০

কিমন্যত্রবক্তব্যাস্তি অস্মাকং ভাগ্যসংক্ষয়ে।
অপ্রাপ্তকালকং কৃষ্ণমর্ঘ্যেণাভিপূজয়সি ॥২১

অকস্মাদ্ বর্ষপূগস্ত বর্ষাগ্রেতি প্রশস্যতে।
কো হি বর্ষপূগে পূজ্যেদ্যং মুক্ত্বা নিয়োজকম্ ॥২২

যোঽয়ং বৃষ্ণিকুলে জাতো ভবানঃ ইতবান্ পুমা।
অবাসজ্য মহাত্মানমেকাগ্রেণ তুরাত্মবান্ ॥২৩

অস্ত বর্ষাগ্রতা চৈব যাপনাচ্চ মুধিষ্ঠিরাৎ।
পশ্চিমং কৃপণত্বঞ্চ কৃষ্ণেনার্ঘ্যস্ত নিগ্রহাৎ ॥২৪

যদি ভীরাস্ত কৌন্তেয়াঃ কৃপণাস্ত ভবাদৃশঃ।
অস্ত ত্বমপি যোদ্ধব্যং যং পূজাং মাধবাদিশ ॥২৫

অথ বা কৃপণৈরেতাবৎপালীতাঃ জনার্দন।
পূজামর্হতি কস্মাৎ ত্বমজ্ঞাতমুজাতবানপি ॥২৬

অনুজ্ঞাতাস্ত্বয়া পূজাং যঃ পুনর্বহ্ন মন্যতে।
ইতি প্রাপ্য বিনশ্যঃ প্রাপিতা যেন নির্ঋতে ॥২৭

ন হ্যন্যং পাণ্ডিত্যেভ্যাপনয়নঃ প্রসূয়তে।
যথেব কৃষ্ণযো যাজ্যং প্রত্যক্ষস্তে জনার্দন ॥২৮

ঈদৃশে মাদৃশ্যে বাপ্যন্যস্মিন্ বা কৃপণর্ষভে।
অবশ্যং যাজনং পূজা তথা হে মধুসূদন ॥২৯

কিংবা ব্রাহ্মণে নয়, হে কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ! তাহাকে তোমা প্রিয় জানিয়াও আপনি অর্চনা করিলেন ॥১৭

কিংবা আপনাদের যদি কৃষ্ণকে অর্চনা করাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে অপমানের জন্য রাজ-কৃষ্ণকে কেন এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন ॥১৮

আমরা জানি, লোভ বা মাধবের ভয়ে আপনি এই মূর্খ-পূজকে তত্ত্ব প্রদান করিতে পারেন না। বিধাতা সমস্তই নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন ॥১৯-২০

যখন আপনি রাজসভায় রাজলক্ষণযুক্ত কৃষ্ণকে অর্চনীয়রূপে অর্চনা করিয়াছেন, তখন আমাদিগকে অপমান করিতে আর কি বাকি রাখিলেন? বর্ষপূজা আপনার বর্ষাগ্র বলিয়া যে খ্যাতি ছিল, তাহা অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়াছে, কেননা বর্ষপূজ্য পুরুষকে আপনি অর্চনা করিয়াছেন ॥২১-২২

এই মূর্খাত্মা কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করত মহাত্মা রাজা জরাসন্ধকে অপ্রাহ্যরূপে গণ্য করিয়াছে ॥২৩

যত কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করায় যুধিষ্ঠিরের বিকট হইতে মহত্ত্বের চলিয়া গিয়াছে এবং কৃপণতা তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে ॥২৪

হে মাধব! যুধিষ্ঠিরের যদি দুর্বলতা বশ বা কৃপণস্বভাবতঃ তোমার পূজা করিবার থাকে, তবে তুমি তো জান যে, তুমি এই পূজার যোগ্য নও ॥২৫

হে জনার্দন! তুমি পাণ্ডবেরা পূজা করিলেও তুমি পূজার অযোগ্য হইয়াও তাহা কীরূপ করিলে বিদ্যমানে ॥২৬

নির্ঋতির নির্দলিত হইয়াও কৃষ্ণ যেমন আনন্দিত হয়, তুমিও সেইরূপ কৃপণ পাণ্ডবগণের প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্মানিত মনে করিতেছ ॥২৭

তোমাকে প্রলোভিত করিবার জন্য কৌরবগণ যে রাজন্যদিগের অপমান করিয়াছেন, হে জনার্দন! ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই ॥২৮

হে মধুসূদন! ঈদৃশকে কথাবার্তা, অথবা অন্যকে কৃপ প্রকৃতির যেরূপ নির্দোষ কর্ম, তাহাই তোমাকে তাহার ন্যায় পূজা করাও তেমনই হয় ॥২৯

মুকৌ যুধিষ্ঠিরো রাজা মুকৌ ভীমশ্চ বাহ্লিকঃ।
বাহ্লিকোঽপ্যয়ং মূঢ়ঃ সর্ব্বমেতদ্ বৃথাক্তবৎ ৫৩
ইত্যুক্ত্বা শিশুপালস্তমুত্থায় পরাসনাৎ।
নির্য্যযৌ সদসস্তস্মাৎ সহিতো রাজভিস্তদা ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অর্ঘাভিহরণপর্ব্বণি শিশুপালক্রোধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৭

আমরা যুধিষ্ঠিরকেও দেখিলাম, ভীষ্মকেও দেখিলাম, বাহ্লিকও দেখিলাম—সবই বৃথাবচনে আমাদের দেখা হইয়া গেল ৫৩

এই কথা বলিয়া শিশুপাল সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহার অনুচর রাজন্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া সেই সভা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন ৫৪

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত রাজসূয়পর্বে শিশুপাল ক্রোধবিষয়ে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৩৭

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শিশুপালায় যুধিষ্ঠিরস্য প্রত্যুত্থানম্, ভীষ্মকোপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তমুক্ত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা শিশুপালমুপাদ্রবৎ।
উবাচ চৈনং মধুরং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ১
নেদং মুকুন্দ মহীপাল বাহ্লিকঃ বৈ ক্ষমিষ্যতি।
অর্হণঞ্চ পূজা রাজন্ পাণ্ডবানাং বিশেষতঃ ২
ন হি ধর্ম্মং পরং জাতু নাববুধ্যেত পার্থিবঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবস্তস্মাৎ মাবমংস্থা মহীপতে ৩

পশ্য চৈতান্ মহীপালাংস্তুতো দৃষ্টবান্ বিভুম্।
দৃষ্ট্বাস্তে তাবিমাঃ কৃষ্ণে তৎ যং কস্তুমর্হসি ৪
যেন তুষ্টেন কৃষ্ণং হি ভীষ্মস্তেভ্যোঽদিশত্তদা।
ন স্তোষ্যতি যথা যেন যদ্যেনং যেন কৌরবঃ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

নাস্মৈ যোগ্যো মনুষ্যো নায়মর্হতি মানুষম্।
লোকত্রয়স্যাপি কৃষ্ণো যোঽর্হণীয়ো ন সংশয়ঃ ৬

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

[শিশুপালকে যুধিষ্ঠিরের প্রণাম দান ও ভীষ্মের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যুধিষ্ঠির তখন শিশুপালের নিকট যাইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—হে মহীপাল! তুমি যেরূপ কথা বলিলে, ইহা যুক্তিযুক্ত নয় এবং ইহা বড়ই অসঙ্গত শুনাইতেছে এবং নিষ্ঠুর মনে হইতেছে; ইহাতে অন্যায়ের পাপ হয়। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পরম ধর্ম্ম জানেন না ইহা হইতে পারে না; সুতরাং তুমি ইহা ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিও না। এই সকল নরপতিকে দেখ, ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে পূজা করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তুমিও ইহা পূজা করিয়া লও। হে রাজেন্দ্র! ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের যে বিশেষভাবে আদর করিয়াছেন তুমি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেরূপ আর না। যেরূপ এই কুরুকুলপতিগণ জানেন।১-৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকের দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে অবজ্ঞা করে, তাহাকে কোনরূপ অনুনয় করা বা সান্ত্বনা বাক্য বলা উচিত নয়।৬

ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ং জিত্বা বনে বনচরং যথা।
যো মূঢ়মতি রথে কৃত্বা গুরুর্গচ্ছতি তস্য সঃ ॥৭
অন্যত্র হি পশ্যিতো রাজাযেতদপাত্রিকং বুধি।
ন পশ্যামি মহীপালং সাত্বতীপুত্রতেজসা ॥৮
ন হি কেবলসম্বাক্যমত্রভবতোঽদ্ভুতঃ।
প্রত্যক্ষমপি লোকানামর্চনীয়ো জনার্দ্দনঃ ॥৯
কৃষ্ণেন হি জিতা মৃত্যে বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
জগৎ সর্ব্বং যতঃ কৃষ্ণে বিধিনেব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০
তস্মাৎ সংস্থাপি কৃষ্ণেষু কৃষ্ণমর্চ্যং যতব্রতাঃ।
এষ বক্তুং ন চাশ্বিষ্যঃ কা তেষাম্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥১১
জানন্তস্ত বয়ং রাজন্ বয়ঃ পর্য্যুপাসিতাঃ।
তেষাং কথয়তাং পৌরেরহং শুশ্রূষবঃ শুভাম্ ॥১২

সভাপর্ব্বাণ্যাখ্যাতান্যৃষীণাং মহতাং তপঃ।
অথাপ্যপি চ যাজ্ঞস্য জন্ম প্রভৃতি বীর্য্যবৎ ॥১৩
বহুশ্চ তস্যাখ্যাতানি নরৈর্দৃষ্টা প্রকর্ম্মাণি যে।
ন কেবলং বয়ং কামাদ্ভেষিরাজ জনার্দ্দনম্ ॥১৪
ন সম্বন্ধং পুরস্কৃত্য কৃষ্ণার্থং বা কৃতক্রম।
অর্চামহেঽদ্য তং গত্বা দৃষ্টপূর্ব্বি দৃঢ়ব্রতম্ ॥১৫
যস্য শৌর্য্যং বলং চাস্ত্র বিজ্ঞানাদ্যাশ্চ সদ্গুণাঃ।
ন চ কশ্চিদ্বিধাত্যস্তি দুরন্তোৎপাতপৌত্রিকম্ ॥১৬
গুণৈর্হ্যতিশয়ৈক্রম্য ব্রহ্মর্ষীণামপি যো বরঃ।
জানন্তো বিদ্যতীবাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ ॥১৭
বৈশ্যানাং ধান্য-ধনবান্ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।
পুরাণমাত্র গোবিন্দে যেষু বাণি সংস্থিতা ॥১৮

যে যোদ্ধাগণের ক্ষত্রিয় বল ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া নিজ বশে আনয়ন করত পুরাণ কথা-পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া থাকে, তিনি তাহার গুরু হন।৭

এই রাজসভায় এমন একজন রাজাকেও দেখিতেছি না, যিনি এই সাত্বতীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের তেজের পরাভব স্বীকার করেন নাই।৮

ইনি কেবল আমাদেরই অর্চনীয় নহেন, এই মহাত্মার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ অর্চনীয়।৯

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে জয় করিয়াছেন সত্য এবং পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত আছে।১০

সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বয়সে বৃদ্ধতর অনেক ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা শ্রীকৃষ্ণেরই অর্চনা করিব, সন্দেহ নাই। তুমি ইহাতে এরূপ বাধা দিতে না; যা ইহাকে এরূপ বাক্য বলায় তব বুদ্ধি তোমার না হউক।১১

হে রাজন্! আমরা জানিয়া বহু পুরুষের সেবা করিয়াছি, তাহাদের মুখেই শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর কথা শুনিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মমুহূর্ত্ত সম্বন্ধীয় অদ্ভুতত্বের-ও বহু সম্বাদ। তিনি বাল্যে যেরূপ অলৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন, আমি তাহার লোকমুখে বহুবার শুনিয়াছি। যে দেখিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ এবং আমাদের অনেক ইষ্ট সাধন করিয়াছেন, এইজন্যই কেবল যথার্থতঃ আমরা তাঁহার পূজা করিতেছি তাহা নয়, সকল সময়ই সত্য প্রাপ্তির মূলস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করিয়া থাকেন।১২-১৪

আমরা তাঁহার যশ, সৌর্য্য ও অলৌকিকতার কথা জানিয়াই অর্চনা করিতেছি। এখানে উপস্থিত এমন কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠও নাই, যাহার গুণাবলি আমারা পরীক্ষা করি নাই।১৫-১৬

ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং বৃদ্ধতমকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইজন্য তিনি সকলেরই অর্চনীয়। (আমরা তাঁহার গুণসমূহ পরীক্ষা না করিয়া এখানে তাঁহার অর্চনা করিতেছি না।)

ক্ষেত্রজ্ঞোঽধিষ্ঠানং যস্তু তাত্ত্বিকঃ স্মৃতঃ।
যুগপৎ লোকে যি যোগৈরুচ্যতে বিশ্বমূর্তিঃ
কেশবায়তে ॥১১

যস্য যাবন্তঃ প্রকৃতৌ গৌণাঃ যুগৈঃ কীর্ত্যন্তি বিদ্বদ্ভিঃ।
সর্বাস্তিঃ শ্রীর্বিভূতিঃ পুরুষস্তু নিরুচ্যতে ॥১০

অবিদ্যা তমসশ্চান্ধাদ্যাঃ চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।
সর্বাভিস্তিস্বর্চাভিঃ সর্বে সংকল্পমর্ষি ॥১১

অধিষ্ঠাতৃত্বমর্চায়াং চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।
সর্বেষ্বেতেষু বীর্যেষু প্রাণেষ্বিত্যেষু চাত্মসু ॥১২

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥১৩

এষ প্রকৃতিযুক্তঃ কর্তা চৈব সনাতনঃ।
সর্বস্য সর্বভূতেষ্বাত্মত্বাৎ পুরুষোত্তমঃ ॥১৪

বৃষ্ণির্যস্মাৎ মহদ্ যাদুবংশেঽভূত্ত্বং মহী চ যৎ।
চতুর্বিধঞ্চ যদ্ ভূতং সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বসূনাং দশানাং যে।
বিশ্বস্য বিশ্বদেবস্য সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৬

অশ্বিনোশ্চাপি যৌ গান্ধর্বৌ রূপসাং মৃদম্।
রাজ্ঞো মৃদং মনুষ্যাণাং নরাণাং সাধবো মৃদম্ ॥১৭

নক্ষত্রাণাং মৃদং চন্দ্র আকাশস্যোডুনাং মৃদম্।
পর্বণাং মৃদং যেঽর্কস্য পশূনাং মৃদম্ ॥১৮

জ্ঞানগণের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারাই যোগীরা, অগ্নিহোত্রের মধ্যে বলির দ্বারা এবং বৈদিকগণের মধ্যে যজ্ঞসম্পত্তির দ্বারাই যোগ নির্ণীত হয়; একমাত্র পুরুষের মধ্যেই যাদবেরা সাধুসমত। ভগবান্ গোবিন্দের পুরুষোত্তমত্বে ইহাই হেতুই বর্তমান ॥৯-১৮

যোগেশ্বরাদি সমস্ত শাস্ত্রে যেমন তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত আছে, যেমন তাঁহার মহত্ত্ব অধিক। এই মর্ত্যলোকে যেমন হইতে যোগী মানুষের মধ্যে আর যে আছে ॥১৯

যশ, ঐশ্বর্য, পরাক্রম, সৌন্দর্য, লজ্জা, কীর্তি, উদারতা বুদ্ধি, স্মরণ, শ্রী, ধৈর্য, তুষ্টি ও পুষ্টি এ সকল গুণই অনুগত নিত্য বিদ্যমান ॥২০

যিনি এইরূপ সকল গুণসম্পন্ন, যিনি সকলের পিতা ও গুরু; সেই পূজ্য শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা যোগ অর্চনার দ্বারা অর্চনা করিয়াছি, আপনারা সকলে তাঁহার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন ॥২১

ব্রহ্মাদিগণ একান্তভাবে অধিষ্ঠ, গুরু, আচার্য, পালক, রাজা এবং পিতৃ পিতৃ, সুতরাং আমরা সেই অনুগতকে অর্চনা করিয়াছি ॥২২

শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, কৃষ্ণকে নিমিত্ত করিয়াই এই স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে ২৩

ইনিই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ আবার ইনিই জগতের সনাতন কর্তা অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ এবং ইনিই সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অনুগতই সকলের মধ্যে পুরুষোত্তম পুরুষ ॥২৪

বৃষ্ণি, মহৎ, যদুবংশ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী এই সমস্ত জড় পদার্থ এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রাণী সকলই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥২৫

সূর্য, চন্দ্র, ধ্রুব, সমস্ত, বিশ্ব ও বিশ্বেদেব ইহারা সকলেই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥২৬

যেসমস্তের মুখ হইতেছে অগ্নিদেব যজ্ঞ, ভূমিসমূহের মুখ গাভী, মনুষ্যগণের মুখ রাজা, নদীসমূহের মুখ হইতেছে সাগর। নক্ষত্রসমূহের মুখ চন্দ্র, জ্যোতিষ্ক পদার্থসমূহের মুখ সূর্য,

ঊর্ধ্বং নির্যাস্যতশ্চৈব বাসবো ভগবান্ বলী।
সর্বেষামেব লোকানাং ভগবান্ কেশবো মুখম্ ॥২৯

[ভগবতো নারায়ণস্য মহিমা, তেন
মধুকৈটভয়োর্বিনাশশ্চ।]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ভীষ্মস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ধর্মে যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ মধুরং ভীষ্মং বচঃ কৌরবনন্দনঃ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বিজ্ঞেয়াশ্চ ত্বয়া দেবাঃ কর্মাণীমানি সর্বশঃ।
শ্রোতুং তদেবতানি প্রভবৌ চ পিতামহ ॥২

কর্মণামনুপূর্বং চ প্রাদুর্ভাবাংশ্চ যে বিদুঃ।
যথা চ প্রকৃতিং কৃষ্ণে তত্ত্বেনৈবি পিতামহ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তদা ভীষ্মঃ প্রোবাচ ভরতর্ষভম্।
যুধিষ্ঠিরমধিত্রস্তং তস্মিন্ ক্রতুসমাগমে ॥৪
সমক্ষং বাসুদেবস্য দেবকেয়স্য ধীমতঃ।
কর্মণামুদ্ভবং তস্য তেজসশ্চেতনে তথা ॥৫
মুহূর্তাৎ পাণ্ডবানাং চ ধর্মরাজস্য চাস্মিকে।
ইদং মহিমতাং শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণঃ প্রতি বিশাম্পতে ॥৬
শাস্ত্রৈশ্চাস্ত্রৈ বাক্যৈশ্চ তেজোরাজসিকৈরপি।
ভীষ্মস্তু তদা ভীষ্মো ন ইবাস্ত্রতীৎ ॥৭
কৃতবাংশ্চাপি রাজানং যুধিষ্ঠিরমুবাচ হ।

ভীষ্ম উবাচ।
বর্তমানাবতীতাংশ্চ পৃচ্ছ ত্বং কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ॥৮
ঈশ্বরস্যোদ্ভবং কর্মণঃ পরমং মহিম্।
অবুদ্ধ্যা বাসুদেবস্য ন এষ ভগবান্ প্রভুঃ ॥৯

পর্বতসমূহের মূল সুবেচ এবং পক্ষিগণের মুখ হইতেছে খড়্গ। বিশাম্পতে! উহা ও অন্য প্রকৃতি বহুমূল পর্যন্ত জগতের বিভূতি আছে, এই সমস্ত জগতের এবং দেবগণের সহিত সকল জীবের মুখ হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্ কেশব ॥২১-২৯

[শ্রীভগবান নারায়ণের মহিমা এবং
উহার দ্বারা মধুকৈটভের বিনাশ।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন—জীবের ঐ কালোচিত কথা শুনিয়া কুরুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলিলেন ॥১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে পিতামহ! দেবতার ভগবানের সেই সকল অলৌকিক কর্মসমূহ আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন।

* অনেকে এখানে এরূপও পাঠ করেন। আমরা এই মূল টীকা অনুসারিত পাঠান্তর। তাহা মূলগ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

সর্বশাসক ভগবানের প্রাদুর্ভাবসমূহ ও আনুপূর্বীক কর্মসমূহ এবং প্রকৃতি দেহে কৃষ্ণ প্রবিষ্ট আছে—এই সকল কথাই আপনি বলুন ॥৩-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভীষ্মদেব রাজসভার ভরতর্ষভ মধ্যস্থলে যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম সাহসীদি অবলম্বনে ক্ষেত্রিয়ের বিতণ্ডাস্থলে আত্মরক্ষা করার ইন্দ্রের ন্যায় অধিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অবস্থিত রাজমণ্ডলের সমক্ষেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যের অসাধ্য অলৌকিক কর্মসমূহ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! পরমেশ্বরের অতীত ও বর্তমানকালীন লীলা ও কর্মের মহান্ মহিমা তথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সকল জগতের একমাত্র প্রভু ভগবান্ পরাকাষ্ঠি প্রমাণের অগোচর হইয়া অবতাররূপে অবস্থান করিলেও তিনি জীবের

পুরা নারায়ণো দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রপিতামহঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষো ধ্রুবোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ ॥১০

সহস্রাক্ষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রচরণো বিভুঃ।
সহস্রবাহুঃ সাবস্রো দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১১

সহস্রমূর্দ্ধা দেবো বিশ্বরূপো মহাদ্যুতিঃ।
অনেকমূর্ত্তা দেবশ্চিত্যকাদ্ যৈ পরে শিবঃ ॥১২

অগ্রজৎ সলিলঃ পূর্বং ন চ নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ততস্তু তপসস্তেজো ব্রহ্মাণমসৃজৎ স্বয়ম্ ॥১৩

ব্রহ্মা ত্বমূর্দ্ধগো লোকান্ সর্বাংস্তানসৃজৎ স্বয়ম্।
আদিকালে পুরা দেবঃ সর্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥১৪

পুরাণে প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ॥১৫

আত্মনাত্মন্যুবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ স্বয়ম্।
একত্বিতেষি সর্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১৬

নারায়ণস্য চরণৌ সর্বদৈবানি জজ্ঞিরে।
শিরস্তস্য দিবং জজ্ঞে নাভিঃ খং চরণৌ ক্ষিতী ॥১৭

অক্ষিণী চাপ্যহোরাত্রে চন্দ্রসূর্যৌ চ শশি-ভাস্করৌ।
ইন্দ্র-বৈশ্বানরৌ দেবৌ মুখং তস্য মহাত্মনঃ ॥১৮

অন্যানি সর্বদৈবানি তস্যাঙ্গানি মহাত্মনঃ।
সর্বং ব্যাপ্য স্থিতস্তেজো সূক্ষ্মঃ সলিলশায়িবৎ ॥১৯

আত্মনাত্মন্যুবাত্মেব সৃষ্ট্বা সর্বং স যোগবিৎ।
নারায়ণো মহাযোগী সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মবান্ ॥২০

ব্রহ্মভূতস্তদাত্মানং ব্রহ্মাণমসৃজৎ স্বয়ম্।
লোকধাতাঃ সর্বভূতানাং প্রভুঃ প্রথমতঃ স্মৃতঃ ॥২১

প্রতি অঙ্গাবয়ব: যখনই বিপ্লবকাল আসিত তখনই তিনি যোগ অবিয়া অবস্থান করিতেন।

স্বয়ম্ভূ প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক) সেই নারায়ণ সহস্রশীর্ষ পুরুষরূপ ধারণ করত নিত্য বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার সেই পুরুষ-মূর্তিতে সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ, সহস্র হাত, সহস্র মাথা এবং সকল দেবতা বিরাজমান এবং তাঁহার নামও সহস্র ছিল।৪-১১

তিনি সহস্র মুখেই অনেক মহামূর্তিধারী মহাদ্যুতিমান্ শিবরূপ ধারণ করত দেবতাদের আদি কারণরূপে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেও পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।১২

সেই প্রভু নারায়ণ প্রথমে জলমগ্নিল সৃষ্টি করত সেই জলে শয়ান নিজ বিগ্রহের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিলেন; এইরূপে পুরাকালে সকল লোকের উৎপত্তি সংঘটিত হইয়াছিল।১৩-১৪

পুরাকালে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাদি স্থাবরাদি সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন একমাত্র সর্বাত্মা প্রভু নারায়ণই স্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন।১৫-১৬

যে আদি। সকল দেবতা তাঁহার বিগ্রহরূপ, আকাশ তাঁহার নাভি, পৃথিবী তাঁহার চরণ, অহোরাত্রদ্বয় তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার নেত্রযুগল, ইন্দ্র ও অগ্নি এই দেবতাদ্বয় তাঁহার মুখ এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার সর্বদেহরূপ; সর্বব্যাপক হরি সলিলের ন্যায় অন্তর্যামী সূক্ষ্মরূপে সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন।১৭-১৯

মহাপ্রলয়ের অন্তে সমস্ত জগৎকে জলমগ্ন দেখিয়া সর্বজ্ঞ মহাযোগী পরমাত্মা স্বয়ম্ভূরূপে অবস্থিত নারায়ণ নিজ শরীর হইতে স্বয়ং ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন। সুতরাং তিনিই সকল প্রাণীর অধীশ্বর, তাঁহা হইতেই সকল জগতের উৎপত্তি হয় এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার ও স্বয়ম্ভূর অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না।২০-২১

সনৎকুমারং রুদ্রঞ্চ মনুঞ্চৈব তপোধনম্।
সর্গমেবাদিজং ব্রহ্মা ততো লোকান্ প্রজাস্তথা ॥২৩
যে চ তত্র মহাসত্ত্বাস্তত্র প্রাহুর্ভবন্তি বৈ।
তেজোরূপবলোপেতা বহবো ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥২৩
কল্পানাং সহস্রাণি সপ্ততীতা হি ভারত।
ঋতুরূপাণ্যনেকানি বহুকোটীরনিন্দিতম্ ॥২৪
মন্বন্তরযুগাদ্যানি সর্গসংহারকল্পনা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সর্গং বিষ্ণুরজং ভবম্ ॥২৫
সৃষ্ট্বা চতুর্বিধং দেবং দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
স লোকানাং হিতার্থায় কীলোকে বসতি প্রভুঃ ॥২৬
ব্রহ্মা চ সর্বদেবানাং লোকস্য চ পিতামহঃ।
ততো নারায়ণো দেবঃ সর্বজ্ঞ প্রপিতামহঃ ॥২৭
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গো বৈ এষ ভগবান্ প্রভুঃ।
নারায়ণো জগচ্চক্রে প্রভবাপ্যয়কৃদ্বিভুঃ ॥২৮

এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিবাসাঃ যুধিষ্ঠির।
ব্রহ্মাণং শশি-সূর্যৌ চ ধর্মং চৈবাসৃজৎ পরম্ ॥২৯
মহতঃ সর্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি কার্যতঃ।
প্রাদুর্ভাবাংশ্চ বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ দেবসত্তমান্ ॥৩০
হৃত্বা যুগসহস্রং স প্রাদুর্ভবতি কার্যতঃ।
পূর্বং যুগসহস্রেণ দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥৩১
ব্রহ্মাণং কপিলঞ্চৈব পঞ্চমঞ্চ মহাসুরম্।
যোগান্ সপ্ত তথৈবান্যান্ পঞ্চক মহাযশাঃ ॥৩২
সনৎকুমারং ভগবান্ মনুঞ্চৈব প্রজাপতিম্।
পূর্বা সৃষ্ট্বেহ যোগান্ স প্রাদুর্ভবতি প্রভুঃ ॥৩৩
যেন চার্পিতমন্ত্রেণ মতে স্বায়ম্ভুবক্ষয়ে।
নষ্টমেবাহরন্নদ্ভ্যঃ প্রাদুর্ভূতস্তথাক্ষয়ে ॥৩৪
যেন ত্রায়ো ভুবর্লোকা ভারতা মনুকোটয়ঃ।
হতে তমসি তেনৈব সর্গোঽয়ং পুনঃ কৃতম্ ॥৩৫

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া প্রথমে সনৎকুমার, তপোধন-গণকে, রুদ্র ও মনুকে সৃষ্টি করিয়া পরে, তাঁহাদের দ্বারা অন্যান্য প্রজাগণকে সৃষ্টি করাইলেন। হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন মহাত্মা মহর্ষি প্রজাপতিগণ যথাকালে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করায় এবং সমাপ্তি ব্রহ্ম নারায়ণে পর্যবসিত হইলেন ॥২১-২০

হে ভারত! বহু কোটি কোটি রুদ্র ও মহাত্মাগণ অতীত হইয়াছে; তাহার ফলে সমস্ত জীবসহ মন্বন্তরাদি যুগসমূহে ক্রোধবশে ভস্ম হইতে থাকে; এইরূপে পরিবর্তনশীল সকল জগৎই বিষ্ণুময় ॥২৪-২৫

প্রভু নারায়ণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া সর্বলোকের হিতার্থে কীলোক নামক অবস্থান-স্থানে শয়ন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা সর্বলোক ও সর্বদেবতার পিতামহ; অতএব নারায়ণ সর্বলোকের প্রপিতামহ ॥২৬-২৭

অব্যক্ত হইলেও এই প্রভু নারায়ণ উৎপত্তি ও সংহারশীল সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জীবরূপ নারায়ণরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হরিরূপে জগতের পালন করিতেছেন। ইনিই ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য, ধর্ম প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥২৮-২৯

এইরূপে সর্বভূতাত্মা নারায়ণ মহত্তত্ত্বের কার্যবশতঃ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। বিশ্ব দেবগণের সহিত তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৩০

মহাপ্রলয়ে দেবশরিমাণ সহস্র যুগ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া অন্যে সেই দেবদেব জগৎপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার দ্বারা কপিলাদি সপ্ত ঋষি ও পঞ্চমকে সৃষ্টি করিলেন ॥৩১-৩২

ভগবান্ বিষ্ণু সনৎকুমার, প্রজাপতি মনুকে উৎপন্ন করিলেন এবং পূর্বকালে প্রবর্তিত অগ্নির

ভূমিং বহন্তৌ পূর্বং তৌ মধুকৈটভৌ মহাসুরৌ।
কর্ণমলোদ্ভবৌ তৌ তু বিখ্যাতৌ ভুবনত্রয়ে ॥৫৪
অম্বার্থে প্রবণস্থং তৈলাক্তমলজৌ ক্ষিতৌ।
তৌ দিব্যৌ বপুষা যুক্তৌ ব্রহ্মণা সাধু চোদিতৌ ॥৫৫
তৌ দিব্যং জ্ঞানমিত্যুক্তা ব্রহ্মাণং সমুপাদ্রবতাম্।
যুদ্ধপ্রার্থী তু তৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা সর্বাত্মদর্শনৈঃ ॥৫৬
এবং বুদ্ধবতঃ যুদ্ধং কঠিনং বৃষ্ণ চাপবৎ।
নাকৌ তু তত্রোপায়ং সংবিদুঃ সলিলৌকসঃ ॥৫৭
বুদ্ধবতাং মধুরিপোঃ কঠিনং কৈটভস্য চ।
তৌ দৈত্যৌ কৃতমায়াসৌ চেরতুর্বলগর্বিতৌ ॥৫৮
যৌ পূর্বং দিব্যং সর্বং প্রাপ্তৌ জ্ঞানং মহাসুরৌ।
প্রজাপতিত্বং দিব্যং সর্বং চেরতুর্মুক্তৈটভৌ ॥৫৯
সর্বাসকার্যকং লোকং মোহয়ন্তৌ দুরিষ্টকৌ।
তৌ ধনাবহরৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৬০
এতার্থবাদুনিমিত্তে তত্রৈবাস্তরধীয়ত।
ন সম্বে পদ্মনাভস্য বাহিরেণাং সমুদ্ভিতে ॥৬১
আলীলয়ো মহাকল্পং তৌ পদ্মজপদাস্থয়ম্।
পুরুষাবাস বলিনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৬২
তস্যাঃ তৌ জলমধ্যস্থৌ মায়াবলচতুর্মুখৌ।
যদুং দর্শয়ামাসতুঃ, পরমৌ ন চকম্পাতুঃ ॥৬৩
অথ তৌ ঈক্ষ্য জানন্তং তাবুভৌ মধুকৈটভৌ।
আজগ্মতুস্তং হন্তুং বপুঃ ধৃত্বা ব্রহ্মা ব্যবস্থিতম্ ॥৬৪
তৌ দৃষ্ট্বা লোকনাথস্য তোষাৎ সংস্তবলোচনম্।
উৎপপাতাথ সহসা পদ্মনাভো মহাদ্যুতিঃ ॥৬৫

তার শরীরস্থ সেই নারায়ণই দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন ।৫৩

মহাপ্রলয়ে যখন বায়ু, জল, মেদ, অনল, ঈথর ও আকাশ প্রভৃতি সব লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন মধুকৈটভনামক অতিশয় দুর্দান্ত দুই অসুর-ভ্রাতৃদ্বয় বাসিগণের ঈশ্বর ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে এই ভগবান্ নারায়ণই বিষ্ণুরূপে তাঁহাদিগকে উত্তম বরদান পূর্বক বধ করিয়া তাঁহাদের মেদের দ্বারা মেদিনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণু যখন মহার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন এই অসুরদ্বয় তাঁহার কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া মৈনাক হিমালয়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মারই প্রেরণায় বায়ু তাঁহাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের শরীরকে স্ফীত করিয়াছিল ।৫৪-৫৭

তাঁহারা দুইজন আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বায়ুর তাঁহাদের প্রাণরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদের বধসাধন করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণসলিলাবলম্বী ব্রহ্মা এতদ্ভিন্ন কোনও এবং অপরের অসীম কঠিন দর্শন করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি নাশ স্থির করিলেন ।৫৮-৫৯

ইহার শরীর কোমল, সুতরাং ইহার নাম মধু এবং ইহার শরীর কঠিন সুতরাং ইহার নাম কৈটভ হইল। হে রাজন্! এইরূপে উহাদের ব্রহ্মার নাম প্রাপ্ত হইয়া বলগর্বিত হইল এবং বিধাতৃ শরীরের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করত বিচরণ করিতে লাগিল ।৬০-৬১

ব্রহ্মা এতদ্ভিন্ন কোনও এবং অপরের অসীম কঠিন দর্শন করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি নাশ স্থির করিলেন ।৫৮-৫৯

ইহার শরীর কোমল, সুতরাং ইহার নাম মধু এবং ইহার শরীর কঠিন সুতরাং ইহার নাম কৈটভ হইল। হে রাজন্! এইরূপে উহাদের ব্রহ্মার নাম প্রাপ্ত হইয়া বলগর্বিত হইল এবং বিধাতৃ শরীরের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করত বিচরণ করিতে লাগিল ।৬০-৬১

ব্রহ্মা এতদ্ভিন্ন কোনও এবং অপরের অসীম কঠিন দর্শন করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি নাশ স্থির করিলেন ।৫৮-৫৯

ইহার শরীর কোমল, সুতরাং ইহার নাম মধু এবং ইহার শরীর কঠিন সুতরাং ইহার নাম কৈটভ হইল। হে রাজন্! এইরূপে উহাদের ব্রহ্মার নাম প্রাপ্ত হইয়া বলগর্বিত হইল এবং বিধাতৃ শরীরের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করত বিচরণ করিতে লাগিল ।৬০-৬১

ব্রহ্মা এতদ্ভিন্ন কোনও এবং অপরের অসীম কঠিন দর্শন করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি নাশ স্থির করিলেন ।৫৮-৫৯

ইহার শরীর কোমল, সুতরাং ইহার নাম মধু এবং ইহার শরীর কঠিন সুতরাং ইহার নাম কৈটভ হইল। হে রাজন্! এইরূপে উহাদের ব্রহ্মার নাম প্রাপ্ত হইয়া বলগর্বিত হইল এবং বিধাতৃ শরীরের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করত বিচরণ করিতে লাগিল ।৬০-৬১

সলিল জলে জলময় দেখিয়া তাঁহারা নির্জনে যুদ্ধ করিবার বাসনে বিচরণ করিতেছে বুঝিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই একার্ণবে জলমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মনাভ ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে যে পদ্ম ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে পদ্ম হইতে অদৃশ্যের সেই নিজমূর্তি পদ্মের পূজা করিতে লাগিলেন ।৬২-৬৪

চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে জলমধ্যে বহু বর্ষব্যাপী শয়ন থাকিয়াও মধুকৈটভের ভয়ে কম্পিত হইলেন না ।৬৫

তম্ মুহুরুদ্যম্য বোরং অন্তরীক্ষম্ চ বৈ তদা।
এতস্মিন্নে তদা ঘোরে ত্রৈলোক্যে সমকম্পত ॥৪৮

তদদ্ভুতং তুমুলং লুব্ধ-বর্ষসঙ্ঘাত-সঙ্কুলম্।
ন চ অবস্থয়ৌ যুদ্ধে তদা অসুরবাসবৌ ॥৪৯

অথ দীর্ঘেণ কালেন তৌ দৈত্যৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
উপযুয়ুঃ শ্রীসমবলৌ যত্র নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৫০

শ্রীমতৌ অতুল বৃত্তেন প্রাপ্তরাজ্য-চতুষ্টয়ৌ।
আত্মানং মন্যমানৌ তৌ সর্বলোকেশ্বরৌ তদা ॥৫১

ততৌ চ তম্ মুনিশ্রেষ্ঠম্ প্রাপ্তরাজ্য-চতুষ্টয়ৌ।
যো অয়ং মুনি র্নির্জরাত্মা বিদিতৌ ততৌ ॥৫২

তয়োঃ চ তদা তুষ্টা তদা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
তৌ প্রভূত সুখে দৈত্যৌ দোর্ভ্যাং তৌ সমবীড়য়ৎ ॥৫৩

উন্মথ্যাং বিমলং চক্রে তাভ্যাং তৌ মধু-কৈটভৌ।
তৌ হতৌ চারু তৌ ঘোরে বপুর্ত্যাগেকরাত্রে যতৌ ॥৫৪

যেন মুক্তকুমুর্দৈতৌ যথাবদ্যৌ অনামিভিঃ।
যেন তত্ত্বজ্ঞঃ খ্যাতঃ তাত্ত্যাবস্তুর্দৈ তদা ॥৫৫

নারায়ণশ্চ ভগবান্ত্বত্ত্ব বিশ্বঃ প্রভাঃ।
দৈত্যযোর্ভেদসাজ্ঞয়া সহঃ বাহুম্ বসুন্ধরা ॥৫৬

তদা প্রকৃতি কৌন্তেয় যেন্দ্রনীতি সুরা মহী।
প্রভাবাৎ পদ্মনাভস্য সাগরী চ কৃতা পুনাম্ ॥৫৭

অনন্তর মহীতলে পড়া মধু ও কৈটভ উভয়ে যেখানে কর্তা উপস্থিত ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া লোকনাথ ভগবান্ হরি ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া শয্যা হইতে সহসা উত্থিত হইলেন।৪৬-৪৭

তখন সেই একার্ণবে তাঁহাদের দুইজনের সহিত শ্রীহরির তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু বহু বর্ষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করিয়াও সেই অসুরদ্বয় পরিত্রাণ পাইল না।৪৮-৪৯

অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের সহিত যুদ্ধ করত নারায়ণকে পরিশ্রান্ত না দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু নারায়ণকে বলিলেন—আমরা তোমার যুদ্ধে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার বর হইতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু যে স্থানে জল নাই, এরূপ স্থানে আমাদিগকে বধ কর।৫০-৫১

আমরা নিহত হইলে তোমারই পুত্রত্বরূপ অবস্থান করিব। (আমাদের এইরূপ বর লাভে যে) যে আমাদিগকে বধ করিবে, আমরা তাহারই পুত্র হইব। তাহাদের সেই কথা শুনিয়া প্রভু নারায়ণ যুদ্ধস্থলে দুই হাতে তাঁহাদিগকে ধরিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন।৫২-৫৫

তিনি তাঁহাদের উভয়কে আবদ্ধ করত নিজ উরুর উপর রাখিয়া বধ করিলেন। তাঁহারা নিহত হইলে উরুদেশ মেদ পরিপূর্ণ হইয়া এক হইয়া গেল। তদবধি তাঁহাদের উরুদেশ মেদ হইতে এক যেদ নির্মিত হইল যে, সমস্ত জল উহার দ্বারা আবৃত ও আবৃত হইয়া গেল।৫৬-৫৮

নারায়ণ তাঁহাদের মেদ হইতে বিবিধ প্রকার (জলজ) প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদের উরুদেশের মেদে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিত হওয়ায় সেই সময় হইতে পৃথিবীকে মেদিনী নামে অভিহিত করা হয়। তদবধি পদ্মনাভের প্রভাবেই পৃথিবীর মেদিনীনামে প্রসিদ্ধি হইল।৫৯-৬১

[বরাহ-মূর্তির-বাহন-ব্যাপারের-পরস্তাৎ-শ্রীযাজ্ঞ-শ্রীমুক্ত-কথ্যমান-তদবতারাণাং সংক্ষিপ্ত-কথা]

শৌনক উবাচ।

প্রাদুর্ভাবসহস্রাণি সন্তীহাক্ষয়বেধসঃ।
তথাপি তু মমাখ্যাহি শৃণু তাত্ সুরূপতঃ ॥৪৮
সূত উবাচ নমস্কৃত্য বিধিং সাক্ষাৎ সাধ্বাহ্বয়ং মুনিম্।
পুরাণে যত্ত সম্পূজ্য দেবা ঋষিগণাঃ সদা ॥৪৯
এষ পৌরুষিকো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্তিতঃ।
পুরাণঃ কথ্যতে যত্র যেনেদং তমসাবৃতম্ ॥৫০
বরাহস্তু শ্রুতিমুখঃ প্রাদুর্ভাবো মহাপ্রভুঃ।
যত্র বিষ্ণুঃ পুরাগ্রাহ্যো বাধাং কৃত্বাধিতিষ্ঠতি ॥৫১
উদ্ধরিষ্যে মহীং দেবাং সশৈল-বন-কাননাম্।
যেনপালে দুরাধর্ষঃ প্রভুরপ্যভিচোদিতঃ ॥৫২

[বরাহ, মূর্তির, বাহন, ব্যাপারের, পরস্তাৎ, শ্রীযাজ্ঞ, শ্রীমুক্ত ও তথা অবতারগণের সংক্ষিপ্তবর্ণন।]

শৌনক বলিলেন,—শ্রীভগবানের অসংখ্যবার ও অনেক সহস্রবার আবির্ভাব হইয়াছে; আমি যথাশক্তি উহার বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪৮

সূতকালে শ্রীযোগমায়াবলে ভগবান্ নারায়ণ যখন যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন যে সময় ঋষিগণের সহিত দেবগণে উপস্থিত হইয়াছিল, যে তীর্থে দেবগণ প্রভৃতি সকলে নিদ্রিত পুরাণের কথন হয়, তাহাকেই পৌরুষিক তীর্থ বলে ॥৪৯-৫০

শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহার মুখ, সেই বরাহরূপে যে আবির্ভাব, উহা ভগবানের দ্বিতীয় আবির্ভাব। ঐ অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করত সমুদ্রজলমগ্ন সহিত নিজ পৃথিবীকে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥৫১

ঐ বরাহমূর্তির বেদরূপ চারি, দুই শ্রুতি অর্থাৎ ঋষিনির্দিষ্ট দুই মন্ত্র, শ্রুক্ (যজ্ঞ) মুখরূপ তৈতুণ্ড মুখ, অগ্নিই জিহ্বা, দুগ্ধই দোম, যজ্ঞই দন্তপঙ্ক্তি, মহোপায়ই চক্ষুর্দ্বয়, বেদই ঘ্রাণ, ক্রতুই মুখ, আজ্য অর্থাৎ ঘৃতই নাসিকা, সমস্তই মুখ সামবেদই গল, সত্যাদি চতুষ্টয় তাহার গম্ভীর, বীর্যবত্তাদি গুণরূপ বিক্রমের দ্বারা তিনি সম্পন্ন, প্রায়শ্চিত্তই তাঁহার নখ, যজ্ঞ সকল পশুই তাঁহার আহারস্থল, তিনি দক্ষিণ যজ্ঞাঙ্গস্বরূপ, ঔদুম্বর যোনিই তাঁহার বক্ষ, মন্ত্রসমূহই তাঁহার অস্থিবিকার তিনি সোমধর্মি, বেদীই তাঁহার কটি। ঋষিরাই তাঁহার বক্ষ, হবি ও কব্যই তাঁহার সেবকগণ। প্রাগ্বংশ তাঁহার শয্যা, তিনি জ্যোতির্ময়, অগ্নি-হোত্রাদিরূপ দ্বারা তাঁহাকে চয়ন করা হয়, দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়, তিনি যোগী, তিনি মহাশাস্ত্রময় মহাপুরুষ। উদাত্ত তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়, প্রবর্গ্য তাঁহার আবর্তস্থল, হায়গ্রীবিণী পত্নী তাঁহার সহায়, তিনি মণিময় নূপুরের ন্যায় উচ্চ ॥৫২-৫৮

অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষা মহাতপাঃ।
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥৫৩
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সাম্বোধায়নো মহান্।
কর্মবিক্রমবান্ শ্রীমান্ কর্মবিক্রমসংকৃতঃ ॥৫৪
প্রায়শ্চিত্তনখো ধীরঃ পশুজানুর্মখাননঃ।
ঔদুম্বরোষ্ঠলিঙ্গোঽসৌ ফলবীজমহৌষধঃ ॥৫৫
ছান্দস্তনশ্চিতশ্রোণী সোমধর্মোরুরুত্তমঃ।
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্য-কব্যাভিসেবনঃ ॥৫৬
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরাচিতঃ।
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাশাস্ত্রময়ো মহান্ ॥৫৭
উদাত্তঘোষণঃ প্রগ্র্যাবর্তভূষণঃ।
হায়গ্রীবোঽপ্যধরোষ্ঠে বৈ মণিপূত ইবোদ্ভিতঃ ॥৫৮
এবং যজ্ঞবরাহো বৈ ভূত্বা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
মহীং সাগরপর্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্ ॥৫৯

একার্ণবজলে ভ্রাম্যন্নেকার্ণবরসঃ প্রভুঃ।
অন্বিচ্ছন্ সলিলে বিষ্ণুং বায়ুরূপী তদা ঽভবৎ ॥৭০
উদ্ভ্রান্তো বিবশো মার্কণ্ডেয়স্ত পদ্মভূঃ।
পূজয়েশো মমুদ্ভূতা লোকাশো বিরজাস্ত্বয়া ॥৭১
সহস্রশীর্ষা দেবো হি নির্দ্দিষ্টো জগতীং প্রভুঃ।
এষ যজ্ঞবরাহেণ ভূতভব্যভবাত্মনা ॥৭২
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাম্বুবহা পুরা।
নিহত্য দনুজান্ সর্বান্ দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥৭৩
বারাহং কথিতো হ্যেষ বারিহিরণ্যয়ে পুরা।
যত্র ভূত্বা বরাহেণ হিরণ্যাক্ষনিসূদনঃ ॥৭৪
দৈত্যেন্দ্রো বলবান্ ঘোরঃ সুরারির্দনদুর্দ্ধরঃ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম ঋষীণাং ত্রৈলোক্যকণ্টকঃ ॥৭৫
দৈত্যানামাদিপুরুষো ধীমান্ ধৃতিমান্ বলী।
প্রবিশ্য স বনং ঘোরমতপ্যত তপ উত্তমম্ ॥৭৬

বর্ষাণামযুতান্যেব পঞ্চ পঞ্চ চ।
অপোদশসহস্রেতরাদৌ স্বায়ুর্ধৃবোঽব্রবীৎ পুরা ॥৭৭
ততো যজ্ঞপিতামহঃ প্রজাধ্যক্ষো ঽব্রবীৎ।
ব্রূহি প্রীতস্ত্বয়া তপসা নিয়মেন চ ॥৭৮
ততঃ স বরমৃষভবান্ বরদাদ্য বৃণীষ্ব।
বিনয়েনাভিসর্পন্নি বাক্যমুক্তবান্ তদা ॥৭৯
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈঃ রুদ্রৈশ্চৈবাশ্বিভিঃ সহ।
ঋভুভির্বিশ্বদেবৈশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ ॥৮০
পিশাচৈর্বিবিধাকারৈশ্চ গন্ধর্বৈঃ সপ্তভিস্তথা।
নক্ষত্রৈশ্চ গ্রহৈশ্চৈব ঘোরৈশ্চাপ্সরসাং গণৈঃ ॥৮১
দেবর্ষিভিস্তথা পূতৈঃ সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা।
যাতুধানৈঃ পুণ্যজনৈর্ভূতৈর্বেতালসংঘৈশ্চ ॥৮২
ঘোরাভি

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত।
বরং বরয় ভদ্রং তে যমেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥৮৪

বিরূপাক্ষপিঙ্গলৌচতুঃ।

ন দেবাসুরগন্ধর্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ ন মুর্খা নো দেবতাঃ ॥৮৫

অস্ত্রেণ বা ন নো শাপৈঃ ক্রুদ্ধা লোকপিতামহ।
সংপ্রযুক্তেন মুক্তা যে এষ নুনো বরো মতঃ ॥৮৬

ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ তথা স্যাদ্ধি যমো যথা ॥৮৭

আকাশে বা ন ভূমৌ বা ন রাত্রৌ বা ন দিবসেঽপি বা।
নান্তর্বা ন বহির্বাপি স্যাদ্ নো যে পিতামহ ॥৮৮

পশুভির্বা দুষৈর্বা স্যাৎ পক্ষিভির্বা সরীসৃপৈঃ।
এবমপি হ্যেষ নস্তাত যেষাং নো বরদো ভবেঃ ॥৮৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমার ভক্তি ও তপস্যায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর, তোমার কল্যাণ হউক এবং যাহা তোমার অভীষ্ট তাহা লাভ কর ॥৮৪

বিরূপাক্ষ ও পিঙ্গল বলিলেন,—হে দেবেশ! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ (সর্প), রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যেন আমাদিগকে বধ করিতে না পারে। হে লোকপিতামহ! তপস্বী ঋষিগণও যেন আমাদিগকে শাপের দ্বারা বধ করিতে না পারে। অস্ত্র, শস্ত্র, পর্বত ও বৃক্ষের দ্বারা, শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা এবং অন্য কোন প্রকারে আমাদের মৃত্যু হইবে না। আকাশে, অথবা ভূমিতে, রাত্রিতে বা দিনের বেলায়, অন্তরে বাহিরে বা বিবরে আমাদের বধ হইবে না এবং পশু, মৃগ, পক্ষী বা সর্প প্রভৃতিও যেন আমাদিগকে বধ করিতে না পারে। দেবদেব! যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বরসমূহ আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে

ব্রহ্মোবাচ।

এতে হ্যিষ্টা বরাস্তাত যথা বক্তাত্থ বাদৃতাঃ।
সর্বকামান্ বরাংস্তাত প্রাপ্স্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥৯০

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
যযাচে ব্রহ্মলোকে স ব্রহ্মবিদ্যাসবিস্তরঃ ॥৯১

ততো দেবাশ্চ বাসাশ্চ গন্ধর্বা মুনয়স্তথা।
যযাচিরে প্রভুং তে ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৯২

দেবা ঊচুঃ।

যদেবানেন ভগবন্ বাধিষ্যতি ন নোঽসুরঃ।
তৎ প্রসীদস্ব ভগবন্ যদ্যস্মত্ত প্রাথচিন্ত্যমম্ ॥৯৩

ভবান্ হি সর্বভূতানাং বরদূরাতিগঃ বিভুঃ।
প্রভুশ্চ বরযজ্ঞানামব্যক্ত-প্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥৯৪

এই বরসমূহ প্রদান করুন ॥৮৬-৮৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমার প্রার্থনীয় এই বিষ্ণু অসুর বরসমূহ তোমাকে প্রীতমনে প্রদান করিতেছি। তুমি এই বরের সহিত সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥৯০

ভীষ্ম বলিলেন,—এইরূপ প্রদান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে যখন স্বয়ং ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব ও মুনিগণ বিরূপাক্ষপিঙ্গলের প্রতি ব্রহ্মার বরদানের কথা শুনিয়া সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৯১-৯২

দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! এই বরপ্রভাবে ঐ অসুর আমাদিগকে পীড়ন করিবে। সুতরাং হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং এই অসুরের বধের উপায় চিন্তা করুন। আপনি বরদাতা, বিষ্ণু

ভীষ্ম উবাচ।

ততো লোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং সর্বদেবগণাংস্তদা ॥৯৪

ব্রহ্মোবাচ।

অবধ্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ প্রাণ্ডবং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তেঽন্তকে ভগবান্ বধং কৃতবা করিষ্যতি ॥৯৫

ভীষ্ম উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সর্বে প্রহৃষ্টা তদা বৈ বভূবুঃ।
যানি স্থাবরাণি বিদ্যন্তে ভূতানি বৈ ভূমিগতানি ॥৯৬
লব্ধবাক্যে ভবে চাপি সর্বাণ্যাপ্যায়তে প্রজাঃ।
বিশ্বাকপিপুরোগাস্তে ভবনাদেব হর্ষিতাঃ ॥৯৮
রাজন্ ততস্তে দৈত্যেন্দ্রা দৈত্যরাজৈঃ সমন্বিতাঃ।
সপ্তধাতূন্ ভুবি ত্যক্ত্বা লোকান্ লোকান্তরান্
যযুঃ ॥৯৯
বিবাসোকান্ সমস্তান্ বৈ ত্যক্ত্বান্ বিশ্বাবসুঃ সহঃ।
দেবাদিত্যান্ সমাসাদ্য পরাজিত্য মহাসুরঃ ॥১০০

ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগীয়ং স্বর্গে বসতি সাম্প্রতম্।
ইদং ধ্রুবমনুপ্রাপ্তো ভবদ্ভ্যাং দানবো বিভি ॥১০১
অথ লোকান্ সমস্তাংস্তে বিজিত্য স মহাসুরঃ।
ভবেয়মহমেবেন্দ্রঃ সোমোঽগ্নির্বা ভবামি ॥১০২

সলিলং চান্তরিক্ষং বা নক্ষত্রাণি দিশো দশ।
অহং ত্রোধশ্চ কামশ্চ বসবো রুদ্রসাধ্যাঃ ॥১০৩

ধনদস্য গৃহাণ্যক্ষাঃ কিম্পুরুষাধিপঃ।
এতে ভবেয়মিত্যুক্ত্বা যযুঃ তূর্ণং যতো ন তে ॥১০৪

তেষাং গৃহীত্বা স্থানানি তেষাং কার্যাণ্যবাপ্য চ।
ইজ্যাভাগৈশ্চযজ্ঞৈঃ স তৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ॥১০৫

নক্ষত্রাণাং সমাধীং স্বর্গস্থানাংশ্চকার সঃ।
এবমাদীনি কর্মাণি কৃত্বা দৈত্যপতির্বলী ॥১০৬
আক্রমেত্ মহাকাশং ভুবনৈ বৈ ত্রিবিক্রমম্।
সত্যধর্মপরান্ শান্তান্ পূর্বং ঋষিগণাংস্তদা ॥১০৭

এবং সকল প্রাণীর আধিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা এবং হন্তা ও ভব্যসমূহের অধ্যক্ষ প্রভৃতিবর্ণন ।৯৫-৯৪

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবগণের লোকহিতের কথা শুনিয়া ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন ।৯৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! এই অসুর তপস্যার ফলস্বরূপ এই বরগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। উহার তপস্যার অন্ত হইলে স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র উহাকে বধ করিবেন ।৯৫

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবতাগণ ব্রহ্মাকর্তৃক উক্ত বিশ্বাকপিপুর অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া আনন্দিত-মনে নিজ নিজ বিষয়ানে চলিয়া গেলেন ।৯৭

দৈত্যেন্দ্র বিশ্বাকপিপুর স্বস্থানে গমন করিয়া সকল প্রজাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ।৯৮

তিনি দৈত্যসঙ্গে পরিবৃত হইয়া সপ্তধাতুপৃথিবীকে নিজ বশীভূত করত দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ত্রৈলোক্য যজ্ঞভাগী স্বর্গে বসতি করিবে।
তখন ধ্রুবমনুপ্রাপ্ত দানবেন্দ্র তিনি ॥১০১
অথ লোকান্ সমস্তাংস্তে বিজিত্য স মহাসুরঃ।
ভবেয়মহমেবেন্দ্রঃ সোমোঽগ্নির্বা ভবামি ॥১০২

সলিলং চান্তরিক্ষং বা নক্ষত্রাণি দিশো দশ।
অহং ত্রোধশ্চ কামশ্চ বসবো রুদ্রসাধ্যাঃ ॥১০৩

ধনদস্য গৃহাণ্যক্ষাঃ কিম্পুরুষাধিপঃ।
এতে ভবেয়মিত্যুক্ত্বা যযুঃ তূর্ণং যতো ন তে ॥১০৪

তেষাং গৃহীত্বা স্থানানি তেষাং কার্যাণ্যবাপ্য চ।
ইজ্যাভাগৈশ্চযজ্ঞৈঃ স তৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ॥১০৫

নক্ষত্রাণাং সমাধীং স্বর্গস্থানাংশ্চকার সঃ।
এবমাদীনি কর্মাণি কৃত্বা দৈত্যপতির্বলী ॥১০৬
আক্রমেত্ মহাকাশং ভুবনৈ বৈ ত্রিবিক্রমম্।
সত্যধর্মপরান্ শান্তান্ পূর্বং ঋষিগণাংস্তদা ॥১০৭

দিবা লোকসকলও নিজবলে আনিলেন এবং ত্রোধসকলও ত্রোধ করিতে লাগিলেন; তাহারা ত্রৈলোক্য নিজ বশীভূত করত স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন। বরস্বর্গে বসিয়া দৈত্য স্বর্গবাসী হইলেন ।৯৯-১০১

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমিই যজ্ঞ ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, বায়ু, রবি, জল, অন্তরীক্ষ, নক্ষত্র, দশ দিক্; আমিই ত্রোধ, কাম, বসু, রুদ্র, অশ্বিনী, সুরেন্দ্র, যক্ষ, কিম্পুরুষেশ্বর। আমি যজ্ঞ ইহাদের সকলের কার্য। অতএব—এইরূপ চিন্তা করিয়া বল-পূর্বক সেইসকল দেবতার লোকসমূহ অধিকার করত স্বয়ংই তাঁহাদের কার্য করিতে লাগিলেন ।১০২-১০৪

দেবধিদেবকর্তৃক সকল যজ্ঞের ভাগ তিনিই গ্রহণ করিতে লাগিলেন; তিনি নক্ষত্র পাপী পুরুষদিগের স্বর্গে আনিলেন। এইসকল কর্ম সম্পাদন করিয়া বলবান্ দৈত্যপতি আকাশে অবস্থান করত

ব্রহ্মীয়ান্ ইন্দ্রবান্ বৈত্যানবজ্ঞোরাংশ্চ দেবতাঃ।
যত্র যত্র যথা তত্ত্বং তত্র তত্রন্যযোজয়ৎ ॥১০৮
স্বাবসিং দেবরাধং চ ভূয়া রাজ্যপালয়ৎ।
পঞ্চ কোটীস্তু বর্ষাণি বিদুরাদৈত্যবিত্তু চ ॥১০৯
ষষ্টীস্তেষু সহস্রাণাং তত্ত্বজ্ঞস্তু ভূয়াদ্বনঃ।
একস্ মর্ত্যা ন বৈত্যেয়ো ভোগৈশ্বর্য্যমবাপ সঃ ॥১১০
তেনাভিষাদ্যমানস্তে বৈত্যেয়স্তেন বন্দীকৃতা।
অন্তরীক্ষং ভূয়া তস্থুঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥
পিতামহং সমাসাদ্য বিধা প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥১১১

দেবা ঊচুঃ।

ভবন্ ভূতভবোপ ন্নাথৈব ইহাদৃতান্ :
ভবং বিভিন্নতাম্ লোকঃ ভবন্তঞ্চ দিবানিশম্ ॥১১২॥
ভবন্ সর্বভূতানাং যদ্যপ্যাদিকৃদ্ বিভুঃ।
প্রভো যঃ হব্য-কব্যানাং যজ্ঞপ্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥১১৩

ভবোবাচ।

প্রেরতামাগমেৎ যি দুর্বিজ্ঞেয়ো যদ্যপি চ।
নারায়ণস্ত পুরুষো বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ম্ভুবি ॥১১৪
অব্যক্তং সর্বভূতানামধিষ্ঠাতা বিভুরব্যয়ঃ।
যদ্যপি ন তু দুজ্ঞাতঃ যস্মন পাপ্ত মৃত্যি ॥১১৫

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদেষব্যক্তসম্ভবা।
অন্যো অন্যুঃ প্রজাঃ লোকাঃ সর্বে দেবাসুরাশ্চ যে ॥১১৬
দেবা যর্ষিঃ মুখ্যাশ্চ তথা নারায়ণো মম।
পিতামহোঽহং সর্বস্য ন বিষ্ণুঃ প্রপিতামহঃ ॥১১৭
অমিত্রং বিদ্ধি দৈত্যং ন বিষ্ণুঃ সংবিবর্ধতি।
তত্ত্ব যাতি ভবত্যুঃ চ তত্রস্থান্ ব্রূত যা চিত্তম্ ॥১১৮

ভীষ্মঃ উবাচ।

পিতামহঃ প্রভুঃ সর্বে তে তত্রবর্তত।
বিদুষা তত্ত্বমা সর্বং কর্তুঃ কর্মবিদি প্রতি ॥১১৯

ব্রহ্মচারী, সর্বজ্ঞের, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন দুর্নিবারের বর্ণন করিলেন ॥১০৪-১০৭

তিনি অবজীয় বৈত্যগণকে যজ্ঞীয় এবং যজ্ঞীয় দেবগণকে অবজীয় করিলেন। দেবগণ যে যে স্থানে আসার প্রবণ করিল, সেই সকল স্থানই বলপূর্বক অপহরণ করত সেই সেই স্থানগুলিকে বশে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দুরাত্মার প্রথম কোটি সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল। এক মর্ত্যবাসী দৈত্যেয় ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেন ॥১০৮-১১০

দৈত্যেয়ের অত্যন্ত অত্যাচারিত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে গমন করিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ॥১১১

দেবগণ বলিলেন,—হে ভবন্! যে ভূত-ভবোদ্ভব! বিধির পুত্র হইতে দিবানিশি যে ঘোর ভয় আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, আপনি এখানে আসিয়া আপনার করণীয় হইয়াছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ধাতা, বিভু এবং সর্বজীবের আধিকর্তা ও প্রভু এবং আপনিই বিশ্ব হব্য ও কব্যবহনের অব্যক্ত প্রকৃতি ॥১১২-১১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমাদের যে এইরূপ আসন আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা আমার পক্ষেও দুর্বিজ্ঞেয় ছিল। যিনি বিশ্বরূপ মহাজ্যোতির্ময় পরমপুরুষ, বিভু, অবিনাশী এবং সর্বপ্রাণীর নিকট অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, সেই নারায়ণই বিশেষে তোমাদের ও আমার সকলের একমাত্র পরমা গতি ॥১১৪-১১৫

অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেও নারায়ণ ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ, আমিও সেই অব্যক্ত পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমা হইতেই দেব অসুরাদি সকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যে দেবগণ! তোমাদের নিকট আমি যেমন, নারায়ণও আমার নিকট সেইরূপই পরম গুরু ও পতি। আমি যেমন তোমাদের পিতামহ, নারায়ণও

আদিত্যা অঙ্গতঃ সাধ্যা বিশ্বে চ মরুতস্তথা।
রুদ্রা বসবস্তথৈব অশ্বিনৌ চ মহাদ্যুতী ॥১২০
অন্যে চ বিদ্বাংসো যে ব্রাহ্মণস্তে সর্বে সমাগতাঃ ত্বরা।
চতুর্মুখং পুরস্কৃত্য যেষ্যামস্তপসিদ্ধয়ে ॥১২১
তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রং তং শ্বেতদ্বীপং পরন্তপ গচ্ছন্তু।
অনন্তশয়নং দেবমনন্তং ভীতভোজনম্ ॥১২২
শরণায় ত্রিদশা বিষ্ণুমুপতস্থুঃ সমাহিতম্।
দেবং স্তোষ্যন্তি পুরুষং ব্রহ্মণ্যং মধুসূদনম্ ॥১২৩
তুষ্টং তস্যা ভবিষ্যন্তি প্রভুং লোকনমস্কৃতম্।
নারায়ণং বিভুং দেবং পরমাং শরণং গতাঃ ॥১২৪

দেবা ঊচুঃ।

ত্রাহি নোঽদ্য দেবেশ হিরণ্যকশিপোর্বধাৎ।
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাণৌজাঃ সুরোত্তম ॥১২৫
ঊংকুলপদ্মপত্রাক্ষ পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে।
ত্রায়স্ব ত্রিবিষ্টপস্থ শরণ্যস্ত্বমতো মম ॥১২৬

ভীষ্ম উবাচ।

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা তদা বিষ্ণুঃ শুভিস্মিতা।
আশ্বস্য সর্বভূতানাং যত্নমেষোপচক্রমে ॥১২৭

শ্রীভগবানুবাচ

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
যদেবঃ ত্রিবিধং দেবাঃ প্রতিগচ্ছত যা দিশম্ ॥১২৮
এষোঽহং সমরং কৈত্যা বধমানেন তপিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্মাহম্ ॥১২৯

ব্রহ্মোবাচ।

তদবম্ ভূতভব্যেশ বিদ্ধি দেবেন্দ্র সুব্রতাঃ।
তস্মাৎ ত্বং হরি দৈত্যেন্দ্রং ক্ষিপ্রং কালোঽদ্য মা চিরম্ ॥১৩০

দেবগণই তোমাদের প্রতিপালক। সেই বিষ্ণুই দৈত্যরাজকে বধ করিবেন। তাঁহার অন্যথা কিছু নাই, তোমরা নির্ভয় হইয়া ফিরিয়া যাও ॥১১৬-১১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—পিতামহের কথা শুনিয়া সকল দেবতা পিতামহকে লইয়া ক্ষীরসমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন ॥১১৯

তখন আদিত্য, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, সাধ্য, বিশ্বেদেব, রুদ্রগণ, বসুগণ, মহর্ষিগণ, ভগবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ পদের সহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সম্মুখে রাখিয়া সকলে দেবঋষিগণ উপস্থিত হইলেন ॥১২০-১২১

ক্ষীরসমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেবগণ বিষ্ণু পরমা গতিস্বরূপ অনন্তশয্যায় শায়িত, অন্তর্যামী, দেবোত্তম, বেদ, যজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত লোকের গুরু, সর্বলোকপূজিত, সকললোকের প্রভু, সর্বলোকেশ্বরেশ্বর নারায়ণের অপূর্ব রূপ শ্রীবিষ্ণুর শয়নাগার হইলেন ॥১২২-১২৪

দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে পুরুষোত্তম! আপনিই ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতার পরম ধাতা; হে বিষ্ণো! আপনি সকলের আশ্রয়স্থান। হে পদ্মপলাশলোচন! হে পদ্মনাভ! দৈত্যকুলের বিনাশের জন্য আপনি আমাদের শরণ অর্থাৎ রক্ষক হউন ॥১২৫-১২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবগণের প্রার্থনা শুনিয়া সুপ্রসন্ন বিষ্ণু তখন সকল প্রাণীর অভয় হইয়াই দেবগণকে বলিতে লাগিলেন ॥১২৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি; তোমরা নির্ভয়চিত্তে যে যে স্থানে ফিরিয়া যাও। দেবগণের সহিত এই দানবশত্রু দেবতা ও দেবরাজের জন্য এই হারবংশে আমি একাকীই বধ করিব ॥১২৮-১২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভূতভব্যেশ! হে ভবন্! দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, সুতরাং আপনি

শ্রীভগবানুবাচ।

ক্ষিপ্রং হেষঃ করিষ্যামি ত্বয়া সৈন্যবাশনম্।
তস্মাৎ ত্বং বিমুখাস্যেব প্রতিপক্ষত বৈরিণম্ ॥১০১

ভীম উবাচ।

এবমুক্তা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবেশ্বরান্।
নরনারায়ণৌ কৃষ্ণৌ সিংহকার্ষ্ণায়সৌ তথা ॥১০২

নাদয়িত্বেন ধনুষা পাণিং বিস্ফিপ্য পাণিনা।
ভীষয়ন্তৌ মহাসৈন্যং যাদবিষ্যাত ইত্যুতঃ ॥১০৩

বিরথাবক্ষিপুং যান্তৌ ভগাম ধরণীধরঃ।
সৈন্যাস্তমাপতন্তং দৃষ্ট্বা নাদয়িত্বং মহাবলম্ ॥১০৪

ধর্ষয়ন্তঃ শস্ত্রবর্ষৈস্তে তুমুলং যুযুধুর্ভৃশম্।
তৈর্বিসৃষ্টানি শস্ত্রাণি ভক্ষয়ন্তৌ চ বৈ হরিঃ ॥১০৫

ভগাম চ ভয়ং সৈন্যাদ্ ভক্ষয়ন্তাদিবানলঃ।
তান্ নিহত্য চ সৈন্যেন্দ্রান্ সর্বান্ ক্রুদ্ধান্ মহাবলান্ ॥১০৬

অভ্যধাবৎ পুনঃক্রুদ্ধো সৈন্যেন্দ্রং বলগর্বিতম্।
ভীভূতবলসন্ত্রাসো ভীভূতবলিবন্ধনঃ ॥১০৭

ভীভূত ইব দাবেভ্যো ভীভূত ইব কেশবাৎ।
যোগারিবিজিতো মুক্তো বৃদ্ধিহীনঃ সমুদ্যতবৎ ॥১০৮

সৈন্যস্য সোঽভিপন্নস্য দৃষ্ট্বা কৃষ্ণার্ণবক্ষয়ম্।
ধীরৈর্ধৈর্য্যগুণৈর্যুক্তঃ ধীরৈর্বধমুপৈক্ষত ॥১০৯

ততঃ ক্রুদ্ধা তু যুযুধে বৈ সেন সৈন্যেন বৈ হরিঃ।
সন্ধ্যাকালে মহাসেনাঃ প্রযাণে চ ব্যবাধিষঃ ॥১১০

উত্তৌ বিধায় সৈন্যেন্দ্রং নিবিষ্টে নগৈরি তম্।
মহাবলঃ মহাবীর্যঃ মহাবেগেন পপিতম্ ॥১১১

সৈন্যশ্রেষ্ঠঃ পুনঃশ্রেষ্ঠো ভগাম তরসা হরিঃ।
বিরথাবক্ষিপুং কৃত্বা সর্বসৈন্যাংশ্চ বৈ তদা ॥১১২

বিদ্রুতানাং প্রজানাঞ্চ হিতং কৃত্বা মহাত্মভিঃ।
প্রযুযোজ হরির্দেবঃ স্বাপ্যং বর্ষং তদা ভুবি ॥১১৩

বিলম্ব করিবেন না, ইহাঁর এই সৈন্যেন্দ্রকে বধ করুন ॥৯০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি স্বয়ংই সৈন্যরাজকে বিনাশ করিব; সুতরাং তুমি ও দেবগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাও ॥৯১

ভীষ্ম বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ দেবগণকে বিদায় দিলেন এবং অর্ধ দণ্ড ও অর্ধ নিমেষের মধ্যেই বধও করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে তাহাঁর ভয়ের ভায় এত হইতে লাগিল যেন তাহাকে দেখিয়া ভগবান্ দেবগণ ভয়ার্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুর নিকট গমন করিলেন।

সৈন্যগণ সেই মহাবলশালী বলিষ্ঠমূর্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥৯২-৯৪

শ্রীহরি মহাবলপরাক্রান্ত সমস্ত সৈন্যকে বধ করত বলগর্বিত সৈন্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৯৬

. যেমন মেঘের ভায় গর্জনকারী এবং মেঘের ভায় ভীষণকায় মহাবেগশালী মেঘশত্রু বিভিন্নমুখ হইয়া হিরণ্যকশিপুর বলিসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ১০১-১০৮

ভগবান্ বলিষ্ঠও সৈন্যেন্দ্রকে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমশালিনী এবং মেঘশত্রু সৈন্যগণের ধারা ভয়ঙ্কিত দেখিয়া তীক্ষ্ণ নখাগ্রভাগের দ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সন্ধ্যাকাল আগত হওয়া মাত্র প্রযাণে (অস্ত্র রাখিতে) তাহাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করত নিজ উরুর উপর রাখিয়া তাহাকে নখধারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বিষ্ণু মহাবল ও বীর্যশালী সৈন্যেন্দ্রকে নিধন করত সমস্ত লোকের কল্যাণ সাধন ও

এষ তে বামনিত্যেবমুক্ত্বা বরদঃ প্রভুঃ।
সূনুং স্বং বামনং নাম প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ ॥১৫৪
পূজা ত্রেতামুখে রাজন্ বলির্বৈরোচনোঽসুরঃ।
দৈত্যানাং পার্থিবো ধীরো বলেনাপ্রতিমো ভুবি ॥১৫৫
তদা বলির্মহারাজ দৈত্যসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ।
বিজিত্য তরসা শক্রমিন্দ্রস্থানমবাপ সঃ ॥১৫৬
তেন বিত্রাসিতা দেবা বলিনাধৃতলোকপাঃ।
অন্যোন্যং তু পুরস্কৃত্য যযুঃ কাশ্যপমিত্য তম্ ॥১৫৭
তুষ্টুবুস্তে মহাত্মানং দেবং নারায়ণং প্রভুম্।
ন তেষাং দর্শনং চক্রে বিষ্ণুরাদ্যঃ হরিঃ স্বয়ং ॥১৫৮
প্রসাদঞ্চ তদা বিপ্রাস্ত্রিষ্টুভাদ্যৈঃ স্তবৈঃ স্তবৈঃ।
অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ ॥১৫৯
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাতঃ ইন্দ্রস্যাবরজোঽভবৎ।
অশিষ্যেব চ কালে তু দৈত্যেন্দ্রো বীর্যবান্ বলিঃ ॥১৬০

অশ্বমেধং ক্রতুশ্রেষ্ঠমাহর্তুমুপচক্রমে।
বর্তমানে তথা যজ্ঞে দৈত্যেন্দ্রস্য মুধিষ্ঠির ॥১৬১

ন বিক্লবাদ্যাচনো ভূত্বা প্রজগ্মুঃ ক্রতুবেশ্মনঃ।
মুণ্ডা যজ্ঞোপবীতী চ কৃষ্ণাজিনবসা সিতী ॥১৬২

পলাশদণ্ডা সাদৃশ্য বামনোঽধ্বরমণ্ডপম্।
প্রবিশ্য চ ন তত্রৈনং বর্তমানে তু দক্ষিণাম্ ॥১৬৩

তেনৌঙ্কারবাচ দৈত্যেন্দ্রঃ বিক্রমাত্রীন্ ক্রমেণ হ।
ত্রৈলোক্যং ত্রিপদীব্যাজাদ্বিষ্ণবেঽদদাত্তদা ॥১৬৪

ন তত্যাজ প্রতিজ্ঞাং স প্রহ্লাদে বিক্রমে তদা।
তেন সত্যেন ধর্মিষ্ঠঃ স ভূয়ান্মে ভরতর্ষভ ॥
ন শিষ্যঃ সদৃশঃ কশ্চ পৃথিব্যাঞ্চ বিদ্যতে ॥১৬৫

ত্রিভিবিক্রমৈর্লোকান্ সর্বান্ক্রম্য হরিস্তু।
অব্রবীদ্বলিনং ধীমান্ বলিনা বিক্লবা পুরা ॥১৬৬

বর্ণের আহ্বান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১৫৩-১৫৩

হে কুরুনন্দন! এই আমি তোমাকে বলির অবতারের লীলাকথা বলিলাম। এখন তোমাকে বামনাবতারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৫৪

পূর্বকালে ত্রেতাযুগে বিরোচনের পুত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বশালী বলি নামে দৈত্যরাজ ছিলেন।১৫৫

হে মহারাজ! বলি দৈত্যসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বর্গ আক্রমণ করত ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করিলেন।১৫৬

বলির দ্বারা বিত্রাসিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্রভাগে লইয়া কশ্যপের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া প্রভু নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন।১৫৭-১৫৮

দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করত ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃরূপে খ্যাত হইলেন।

সেই সময় দৈত্যরাজ বীর্যবান্ বলি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তখন ভগবান্ বামনরূপে যজ্ঞের ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইলেন এবং মুণ্ডিতমস্তক, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিন, ও সিতা ধারণ করত মৃত্তিকামেখলা ও পলাশদণ্ড হস্তে অনুরূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে বলির যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন; অনন্তর দৈত্যেন্দ্র বলির নিকট "আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান দাও" এই বলিয়া ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন।১৫৯-১৬৪

বলি তখন তাহাই দিব বলিয়া বিষ্ণুকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রীহরি তখন ত্রিপাদ ভূমি বিধিপূর্বক গ্রহণ করত পুনঃ বৃদ্ধরূপ (বামনমূর্তি)

হিরণ্যৈর্দ্বিজিহ্বেভ্যঃ কোটিসাহস্রে মহাদ্যুতঃ।
বিপ্রচিত্তিমুখাঃ কৃত্বা দৈত্যসঙ্ঘঃ মহাবলঃ ॥১৫৭
বাসাংসি কল্পয়ামাস বাসবেষ্বরো নৃপ।
বাসঃপ্রদাতা সৌম্যো বাসবাদ্যসুলোলনঃ ॥১৫৮
আত্মানুযায়িনঃ সর্বান্ প্রহ্লাদো হ্যব ভেজসা।
ক্রমমাণঃ হরিং তত্র উপাবর্তত বাসব ॥১৫৯
প্রবন্ধ্য সর্বান্ দৈত্যেন্দ্রান্ পাদংশুচালনেন তান্।
ত্রপা কৃত্বা মহাংস্তত্র তথাবাস্ত ন সেহিরে ॥১৬০
সম্প্রাপ্য পাদমাকাশমাবিশ্রাসনে স্থিতঃ।
অত্যরোচত ভূতাত্মা রাজ্ঞঃ যেন তেজসা ॥১৬১
প্রকাশয়ন্ দিশঃ সর্বাঃ প্রতিশব্দ মহাবলঃ।
ততস্তে ন মহাত্মানঃ সহলোকান্ প্রকাশয়ন্ ॥১৬২

তখন ত্রিবিক্রম প্রথম বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার জঘনদেশের কাছে অবস্থান করিতেছিলেন, পরে আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তাঁহারা অবিনশ্বরীর্য্যশালী শ্রীবিষ্ণুর আস্যদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন—এরূপ ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন। অনন্তর অতুল প্রতাপ হইতে উহার দিব্য হইতে পবিত্রপাবনী গঙ্গা নির্গতা তাঁহার পাদস্পর্শে হইয়া বিশ্বপাবিনী হইলেন এবং শ্রীহরি লোকের সহিত মিলিত হইলেন ॥১৬৩-১৬৪

ভগবান্ অনন্তর ত্রিদশেশ্বরগণকে বধ করিয়া ত্রিলোকের সহিত অসুরের ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করত যোগবলে বহু বাড়িলেন ॥১৬৫

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোকান্ ক্রান্তবান্ ভগবান্ হরিঃ ॥১৬৬

ভগবান্ ত্রিবিক্রম প্রথমে বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিলোক ক্রমণ করিয়াছিলেন। দৈত্যেন্দ্র বলিকে বন্ধন করিয়া ভগবান্ হরি তিন পদবিক্ষেপে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥১৬৬

ভগবান্ ত্রিবিক্রম প্রথমে বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিলোক ক্রমণ করিয়াছিলেন। দৈত্যেন্দ্র বলিকে বন্ধন করিয়া ভগবান্ হরি তিন পদবিক্ষেপে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥১৬৬

মহাবলশালিবিপ্রেন্দ্রঃ পূর্ব্বতো হরিণেন্দ্র দৈত্যগণ বিষ্ণুর ত্রিপাদের বিক্রমে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ ক্রুদ্ধ অসুরসঙ্ঘ মধ্যে অনেক মহাকায় বাহুযুদ্ধ ও নানা বেশধারী ছিল। তাহাদের পরে সুমহিতালয় যোদ্ধৃসঙ্ঘ ছিল। মহাবলশালী সেই দৈত্যেন্দ্রগণ নিজ নিজ সৈন্যসহ লইয়া শ্রীহরির দিকে ধাবিত হইল ॥১৫৭-১৫৯

ভগবান্ শ্রীহরি তখন মহাত্মগণকে বাসন করত হৃষ্টমনা ও পাবকসম তাহা অনেকানেক পলায়মান দৈত্যগণকে বিপাতিত করত বলপূর্ব্বক যোগিনী আকর্ষণ করিলেন ॥১৬০

তাঁহার তুলীর পদে আবিষ্ট হওয়ায় উপস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু নিজ তেজে সূর্য্যের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোভা সম্পাদন করিলেন ॥১৬১

এইরূপে সেই মহাবল বাসবতনী ভগবান্ বিষ্ণু বিবিধমত সকল লোক প্রকাশিত করিয়া পরম-লোক ধারণ করিলেন ॥১৬২

পাপপাশক্ষিবির্মুক্তাঃ পাতালে বিনিপাতিতাঃ।
অন্যাংশ্চাপি সুরাস্তত্র ন বিদ্মস্তেন তে হতাঃ ॥১২৮
কালেন মহতা রাজন্ পাত্রভূতাস্তদাঽভবন্।
তত্র গাত্রে জগৎ সর্বমাবীতমিব দৃশ্যতে ॥১২৯
ন বিভিদ্যন্তি লোকেষু মনুষ্যাস্তে মহাত্মনা।
তস্মিন্ ছন্নাঃ সুরেশস্য যোগমায়াবলাবৃতাঃ ॥
দৃষ্ট্বা তং মুমুহুঃ সর্বে বিষ্ণুস্নেহাভিপীড়িতাঃ ॥১৩০
ঋষিসঙ্ঘাশ্চ বিদ্বাংসো ব্রহ্মণ্যাশ্চ মহাত্মনঃ।
বিরোচনসুতং সর্বং পাতালে বিনিপাতিতম্ ॥১৩১
এবং বিষ্ণুর্নি কর্মাণি কৃত্বা পরুষবাহনঃ।
ন বিক্রমমুপাযচ্ছৎ পারমেষ্ঠ্যেন তেজসা ॥১৩২
ন পরমৈরৈশ্বর্যঃ সম্প্রলয় মহাপ্রভোঃ।

লৈলোক্যঞ্চ সদো ব্যাপ্তং বিষ্ণুর্বিক্রমতো নৃপ ॥১৩৩
এষ তে বাসবো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠস্যাদিতিদেবেশ কথয়ন্ত বৈষ্ণবং বপুঃ।
মানুষেষু যথা বিষ্ণুঃ প্রাদুর্ভাবং তথা শৃণু ॥১৩৪
বিষ্ণো পুনর্মহারাজ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
যজ্ঞস্যস্য ইতি খ্যাত ঋষিসোমমহাসখঃ ॥১৩৫
তেন যজ্ঞেষু দেবেষু ক্রিয়াসু চ মখেষু চ।
চাতুর্বর্ণ্যে চ সংকীর্ণে সর্বে শিথিলতাং গতে ॥১৩৬
অতিবর্ষতি চাবর্ষে সস্যে নষ্টে বিরোহণে।
প্রজাসু ক্ষীয়মাণাসু সর্বে চাকুলতাং গতে ॥১৩৭
সম্ভ্রান্তাঃ সর্বতো লোকাঃ প্রজানাঞ্চাভবন্ ভয়ম্।
চাতুর্বর্ণ্যস্য সংকীর্ণে তস্মিন্ ভূতে মহাত্মনি ॥১৩৮

স্ত্রী পুত্র সহিত অনুচরগণকে তিনি পাতালে নিপাতিত করিলেন। ঋষি, সত্ত্বা ও মহাত্মা প্রজাপতি ইহারা সকলে ও দেবগণের শ্রীহরির সাহায্য প্রভাবাদির দ্বারা পাপ ও বন্ধন মুক্ত হইয়া শ্রীহরি কর্তৃক পাতালে নিপাতিত হইলেন। ভূতাত্মা শ্রীহরি বিশেষভাবে মহাভূতসমূহ ও কলার সহিত বালকের নিজ শরীরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত জগৎ যেন একত্রিত হইয়া তাঁহার শরীরে সন্নিবেশিত হইয়াছে এইরূপ দেখা যাইতে লাগিল।

জগতে তখন এমন কোন বস্তুই ছিল না। যাহা ঐ রূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল না। মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ঐ রূপ দর্শনে দেব, দানব ও মানব সকলেই বিষ্ণুস্নেহে অভিভূত হইয়া মূর্ছিত-প্রায় হইলেন ॥১২৯-১৩০

মহাত্মা বিষ্ণু বলাভিমানী বলিকে যজ্ঞসভাতেই পাশবদ্ধ করিলেন এবং বিরোচনের পুত্রকেও সমস্ত দৈত্যদল সহিতে পাতালে নিপাতিত করিলেন। এইরূপ সব অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করিয়াও মহাত্মাদের বৈভবী পরমেষ্ঠী শক্তিদ্বারা শ্রীবিষ্ণু তাহা বিস্মৃতবৎ বিন্দিত হইলেন না ॥১৩১-১৩২

ভাবনিমুখন বিষ্ণু সমস্ত ঐশ্বর্যসহ ত্রৈলোক্য ভাবনসমূহ বিষ্ণুই হইতে লাগিল তখন ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। শ্রীভগবানের বাসবাবতারের কথা এই তোমাকে বলিলাম, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর এই সব কীর্তন করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! মানুষের মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর যেরূপ আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তুমি শ্রবণ কর।

তিনি যজ্ঞসত্রের মধ্যে ঋষিক ও মহাযজ্ঞী ছিলেন। যখন চাতুর্বর্ণ্য ও বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, যজ্ঞাদি চাতুর্বর্ণ্য যখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া, বর্ষা শিথিলতাপ্রাপ্ত, অবর্ষা বর্ষিত, সস্য ক্ষীণ ও অসস্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বর্ষা আকুল হওয়ায় প্রজাসমূহ ক্ষীয়মাণ হইয়াছিল, তখন মহাত্মা মহর্ষি যজ্ঞসত্রের যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডসহিত বেদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং চাতুর্বর্ণ্যের প্রজাসমূহকে সত্বর

স এষ বৈ বলা প্রাপ্তৈরুদ্যতাধিপত্যৈর্বৃতম্।
জহ্নৈরুদ্যানবিপদ্ভির্নোদ্বিজন্নাত্মবৎ ॥১৭৯

ততো পর্যচরৎ সদ্যাত্ শুক্লমূলঃসমূষকঃ।
ষির্ভিস্তৈ বিষয়কালো দৌর্বল্যমভবোদ্বয়ঃ ॥১৮০

আয়ুষ্য স্বয়মায়ান্তং যে অনুগ্রাহং ন মন্যন্তি।
আত্মাপরাধজন্ বিদ্বান্ বিদ্যাৎ বিদ্যাবিদ্যাবিদ্ধাৎ ॥

অক্ষয়মক্ষয়ং বিপ্রেণ দক্ষাত্রেয়েণ ধীমতা।
ষট্ত্রৈস্তুতিঃ প্রাপ্ত ইমাংস্তুত্রাত্যন্তমক্ষয় ॥১৮২

শ্রীমান্ অনঘো বলবান্ সত্যধর্মপরায়ণঃ।
সহস্রবাহুর্ভূতানাং যে প্রথমো বরঃ ॥১৮৩

জয়ানুজাতঃ সর্বং সর্বঃ তৈর্ব ত্রয়াচরন্।
প্রশাস্তাধিত্যে বর্ষেণ ত্রিতীয়ায়াং যে বরঃ ॥১৮৪

পিতৃন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ যজ্ঞৈঃ বিপুলদক্ষিণৈঃ।
অর্চিত্বান্ বিধিবদ্বৈশ্যৈর্ভূতেষু বলবত্তরে ॥১৮৫

দত্তাত্রেয়স্য ভগবতস্তৃতীয়ো বর এষ যে।
যস্য নাদীহ সদৃশো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥১৮৬

সোঽর্জুনো কৃতবীর্যস্য বরঃ পুত্রোঽভবদ্ যুধি।
স সহস্রং সহস্রাণাং বাহুভ্যামধনুর্ধরঃ ॥১৮৭

পৃথিবীমখিলাং জিত্বা দ্বীপাংশ্চাপি সমুদ্রিয়ান্।
বভূবাব বলী সূর্যঃ পুণ্যৈঃ কর্মভিরুর্জিতৈঃ ॥১৮৮

ইন্দ্রদ্বীপং কসেরুঞ্চ তাম্রদ্বীপং গভস্তিমৎ।
গন্ধর্বং বারুণং দ্বীপং সৌম্যাকমিতি চ প্রভুঃ॥
পূর্বৈরভিগতপূর্বাংশ্চ দ্বীপান্ জগ্রে সমুদ্রতঃ ॥১৮৯

সৌবর্ণং সর্বতশ্চাদ্যং বিমানবরমুত্তমম্
চতুর্ষু বাতরংহঃসু তত্র বিজ্যাবলাহকম্ ॥১৯০

সোবর্ণ ভবন হইতে সন্ধাপিত করিয়াছিলেন ॥১৭৮-১৮৮

ষিনিই বৈরহত্যাকে। অর্থাৎ কার্তবীর্যার্জুনকে বরদান করিয়াছিলেন। এক সময় বনে বিহার করিতে করিতে বৈরহত্য দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া অনুগ্রহ, যজ্ঞ ও অন্যান্য পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষয়বিষের পরম আত্মকূলক মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁহাকে অক্ষয় ঐশ্বর্যের লাভের ও প্রমাদ হইতে অভিরক্ষিত করিয়াছিলেন ॥১৭৯-১৮২

অনুগ্রহপূত অনঘ সত্যবান্ বলবান্ ও শ্রীমান্ কার্তবীর্যার্জুন তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমি যেন সহস্রবাহু হই, এই আমার প্রথম বর। অন্যান্য, অন্যান্য প্রকৃতি সর্বপ্রাণির সহিত ব্যবহার করিতে আমি যেন সমর্থ হই—এই আমার দ্বিতীয় বর। আমি যেন পিতৃ, দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞযজ্ঞসমূহের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারি এবং ধর্মে আমার শত্রুবিষয়ে তীক্ষ্ণ বলের দ্বারা বশ করিতে পারি—এই আমার তৃতীয় বর। আমার চতুর্থ বর হইতেছে এইরূপ—অর্থে ও সর্বলোকে শ্রেষ্ঠ বীরের সমূহ কখনও ক্ষয় হয় নাই, তদপেক্ষা হইবে না এবং এখনও ক্ষয় নাই, এইরূপ পুরুষই যেন আমাকে বধ করেন ॥১৮৩-১৮৬

কৃতবীর্যের সেই জ্যেষ্ঠপুত্র অর্জুন সহস্রবাহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি বাহুবিক্রমে পৃথিবীকে অবজ্ঞান করত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে জয় করিয়া মনোবলে সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীকে নিজ বশীভূত করিয়া পুণ্যকর্ম-সমূহের দ্বারা আকাশে প্রবীর সূর্যদেব তাঁর সোজন্য পাইয়েছিলেন। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রদ্বীপ, গভস্তিমৎ, গান্ধর্ব, বারুণ ও সৌম্যাক দ্বীপ—যেগুলি পূর্বে কেহ জয়

এবাগ্নেয়াস্ত্রবৎ সেনামেবাগ্নেয়াস্ত্রবৎ মুহুঃ।
যত্র তত্র দৃষ্টবাসো দাবাগ্নীজ্বলসংগ্রহে
আত্তা পরমকল্যাণস্তেন যজ্ঞানবস্থিতঃ ॥১১৬
যে হৈহয়া ব্রাহ্মণা অন্যে চ ক্ষত্রিয়া যে।
চতুর্ণামপি লোকানাং ত্রাণং সর্বান্ প্রজেষ্বয়ং।
সর্বেষ্বস্ত্রাস্ত্রবিদ্বাংশ্চ কার্তবীর্যোঽভবদ্ বলী।
আজহ্নঃ যবসৈর্বহ্নিং তর্পয়ন্তিমরন্তুদে ॥১১৯
কাকো বা মূষিকো বাপি ক্ষুধয়েব ক্ষুধার্দিতঃ।
ত্রাণায় নাপিবীজন্তে যাচ্ঞেব মনসাপি চ ॥ ২৪
স এষ যাচ্ঞাসংজাতং দুঃখমেতীহ সর্বদা।
স এষানীশ্বরাপাদঃ স হেপাদো বিনাশতে ॥১২৫
ন স্বাধ্যো বসুজাতস্য ধাতা কেত্রাণি বর্ষতি।
ইত্যস্য কার্তবীর্যস্য মনুষ্যাস্তত্র কর্মভিঃ ॥১২৬
ন পূর্বে নাপরে চক্রু র্যমিকর্মি ঈদৃশং নৃপাঃ।
ধর্ষণং প্রসভস্যেব যদ্ধঃ স পরিষিচ্যতে ॥১২৭
শতং বর্ষসহস্রাণামনুশিষ্যাদ্ধরেঃ মহীম্।
যজ্ঞেরাপ্তদক্ষিণৈরেষ এবং যাজ্যঃ প্রকাশতে ॥১২৮
এবং বহুবি কর্মভিঃ লোকহিতায় সঃ।
যজ্ঞায়ো ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভূতো বৈভবঃ।
কথিতো ভবতশ্রেষ্ঠ মৃগ্বু ক্ষুদ্রো যদাত্মনা ॥১৩০
যথা তৃণতুলে জন্দ দগ্ধো চ বংশতুরঃ।
তাদৃশস্য ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভূতো বৈভবঃ ॥১৩১
জ্ঞাতয়ত্রিপুরো হ্যাসন্ দগ্ধো নাম ন বীর্যবান্।
হৈহয়ানাংকরো হ্যাসন্ স বংশো ধনিনাং বরঃ ॥১৩২
কার্তবীর্যো মহাবীর্যো বলেনাপ্রতিমো যুধা।
তাদৃশো জায়তে হ্যন্যো বিনয়াচ্ছৃণু ॥১৩৩

করিতে পারে নাই, কার্তবীর্যার্জুন সেগুলিকে জয় করিলেন। ৯৭-১০৯

তাঁহার যেই রাজধর্মানুগ সর্বাংশেই সুখপ্রদ ছিল। তিনি রাজাকে চারিভাগে ভাগ করিয়া পালন করিতেন ॥১১০

একভাগে সেবা গ্রহণ করিতেন, অপরভাগে তিনি প্রজাগণের তৃপ্তিসাধন করিতেন। তৃতীয়াংশের দ্বারা তিনি ধনসঞ্চয় করিতেন। তিনি সেই অংশের অর্জিত রাজস্বের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। চতুর্থাংশের দ্বারা প্রাণও অন্যান্য সমস্ত বস্তুগণকে পালন করিতেন ॥১১১-১১৭

কার্তবীর্যার্জুন সকল রাজাকে আহ্বানপূর্বক বলি প্রদান করিতেন। তিনি নিজ বলের দ্বারা যে ধন আহরণ করিতেন, তাহাকেই নিজ ধন মনে করিতেন। কাক ও মূষিক বলিতে যে ব্যক্তি প্রজার ধন আহরণ করে, তিনি উহা দূর করিয়া দিতেন। তিনি সমুদয় ধন ও রাজস্বমধ্যে ধন বহু রাখিতেন না।

অর্জুনের রাজ্যে সমুদ্র বা জোর না থাকায় কেহ অধিক ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত না। তিনি যেমন বাহুবলে ছিলেন, সেইরূপ স্ত্রী, পুত্র ও অমাত্যগণ সকলে ছিলেন ॥১১৮-১১৯

রাজা যদা প্রজাগণের অবশ্যরক্ষিত ক্ষেত্রসমূহ রক্ষা করিবেন। এই সকল গুণের জন্য কার্তবীর্য অনুকরণীয় নরপতিরূপে খ্যাত হইলেন। তাঁহার পূর্বে বা পরে এমন কোন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সমুদ্রে অবগাহন করিলেও যজ্ঞ অসম্পন্ন হইত না; এইজন্য ভগবান্ যজ্ঞেশের প্রসাদে কার্তবীর্যার্জুন এক লক্ষ বৎসর পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন ॥১২৬-১২৮

লোকহিতের জন্য এইরূপ বহু কর্ম সাধন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষি যজ্ঞেশ্বররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১৯

হে ব্রাহ্মণ! তিনি পুনরায় মহাত্মা তৃণজ্ঞ মূলে জন্মগ্রহণ রূপে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর ॥২০০

মহর্ষি জমদগ্নির পুত্ররূপে শান্তভাব ধারণ করিয়া তিনি

তং ভার্গবোঽপি ভগবান্ সৈহয়ধ্বংসকৃদ্বিভুঃ।
হৈহয়ং পার্থিবং রামঃ পরশ্বধেনাপরোধসম্ ॥২০৬
তস্যাপি বুদ্ধিং ক্ষেত্রাণি চ হত্বা চ শতসহস্রশঃ।
ন ত্বেব তৃপ্যতে যোদ্ধুং ভৃগূণাং ভীষ্মবীর্যবান্ ॥
তস্মৈ প্রাদাদ্ধনুর্ঘোরং নিঃক্ষত্রিয়মিদং নৃপ ॥২০৪
ক্ষত্রিয়াণাং চতুর্বটিমূত্তানাং প্রমাণতঃ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতৌঘান্ পরশ্বধঃ ॥২০৫
তেনাস্যাং সন্ততাস্তিস্রঃ আসন্ শোণিতনিম্নগাঃ।
যত্রবিপ্রাঃ পিতৃতীর্থং সন্ধ্যায়ন্তে চ পূর্বজান্ ॥২০৬
তত্র যজ্ঞমহং যজ্ঞ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সর্বদেবময়ো দেবো সর্ববেদময়ো মখঃ ॥২০৭
চতুর্ষু সহস্রাণি কল্পমাত্মপালয়ৎ।
পিতামহ ত্রয়ীবিচ্ছিন্ন ভগবানাহৃত ভার্গবঃ ॥২০৮

রাম রামেতি যে ভূয়ো ব্রুবাণাঃ ক্ষত্রিয়াদিতে।
তান্ হন্তুমভ্যধাৎ ক্রুদ্ধঃ পরশুমাজিষু ॥২০৯
ন হন্যাদ্ভগবান্ রামো মানার্থৈর্যাচিতো নৃপ।
ক্ষত্রং বা বাধতেঽন্যোন্যং যমাকৃত্য বিজাতয়ঃ ॥২১০
কাশীরান্ দরদান্ ক্ষুদ্রান্ কুন্তীন্ কুন্তলকান্ মলান্।
কৈকেয়-কাশি-করুষাংশ্চ হত্বিষ্যন্ ক্রতু-
কৈশিকান্ ॥২১১
অযজ্বনং যজ্ঞপতিং কৃত্বা যাস্যতি কাশ্যপম্।
যাজয়িত্বা হয়শতং বিজিত্য চ মহীং পুনঃ ॥২১২
এবমানীয় যজ্ঞেন ভূমিং বৈশে সহস্রশঃ।
বিকৃত্য নিখিলৈর্বীরৈঃ সংস্থাপ্য বিধাস্যতে ॥২১৩
তাবতী ক্ষত্রিয়কৃতির্দৈবমন্যবশানুগা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী যেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥২১৪

পুনরায় ভগবান্ ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সকল হৈহয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পরশুধারী হৈহয়কুলের অন্ত করিয়াছিলেন ॥২০১

অতুলনীয় বলশালী ভার্গবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মবীর্যার্জুন তাঁহার সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকেও বধ করিয়াছিলেন ॥২০২

তিনি ভগবান্ ভার্গবশ্রেষ্ঠ ভৃগুদিগকে পাইয়া ভৃগুদের শিষ্য করিয়াছিলেন ॥২০৩

তিনি ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয়কুলকে নির্মূল করিবার জন্য ভয়ঙ্কর ধনুক লাভ করিয়াছিলেন ॥২০৪

তিনি সমন্তপঞ্চক নগরে চারিহাত পরিমিত ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজপুরী আরও চৌদ্দটার রক্তে ভাসিয়া গিয়াছিল ॥২০৫-২০৬

তিনি সেখানে সর্বদেবময় সর্ববেদময় ভূতভাবন ভগবান্ যজ্ঞপতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২০৭

তিনি চারি সহস্র কল্প আত্মপালন করিয়াছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা ত্রয়ীবিদ্যা লুপ্ত হইলে ভার্গবকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥২০৮

রাম রাম বলিয়া যে ক্ষত্রিয়েরা ভার্গবশ্রেষ্ঠকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে পরশু দ্বারা ছিন্ন করিয়া সংহার করিয়াছিলেন ॥২০৯

হে রাজন্! ভগবান্ রাম মানার্থী ব্রাহ্মণদের দ্বারা যাচিত হইয়াও ক্ষত্রিয়কুলকে ধ্বংস করেন নাই। ক্ষত্রিয়েরা পরস্পর বিরোধ করিয়া যমালয়ে যায় ॥২১০

তিনি কাশ্মীর, দরদ, ক্ষুদ্রক, কুন্তী, কুন্তল, মদ্র, কৈকেয়, কাশী, করুষ, কলিঙ্গ, ক্রতুবিদ, অযজ্বন, যজ্ঞপতি, কোশল, বাজাশ্বমেধ, বীতিহোত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে এবং সিন্ধুরাজ, ক্ষত্রিয় ও আবন্ত্য প্রভৃতি ক্ষেত্র নৃপতিগণকে এবং অন্যান্য আরও

যাহাদের তিনি বধ করিয়াছিলেন, এক হাজারকে যুদ্ধের দ্বারা এবং এক হাজার ক্ষত্রিয়কে পরশু দ্বারা ছিন্ন করিয়া অবশিষ্ট আরও চৌদ্দ হাজার ক্ষত্রিয়কে বিনাশিত করিলেন। এই রূপে নিষ্ঠা হইলে ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়া তিনি স্নান করিয়াছিলেন। "রাম! রাম!" বলিয়া ক্ষত্রিয়নিপীড়িত ব্রাহ্মণদের চীৎকার শুনিয়া তিনি এক সময় বধ হাজার ক্ষত্রিয়কে পরশু দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। "হে রাম! বেদ ক্ষত্রিয়গণ আমাদের পরাভবের কারণ হইতেছে।" এইরূপ ব্রাহ্মণদের চীৎকার শুনিয়া তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না ॥২০৯-২১০

তিনি কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, মদ্র, কৈকেয়, কাশী, করুষ, কলিঙ্গ, ক্রতুবিদ, অযজ্বন, যজ্ঞপতি, কোশল, বাজাশ্বমেধ, বীতিহোত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রীয় ক্ষত্রিয়গণকে এবং সিন্ধুরাজ, ক্ষত্রিয় ও আবন্ত্য প্রভৃতি ক্ষেত্র নৃপতিগণকে এবং অন্যান্য আরও

এবমিষ্ট্বা মহাবাহুঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সমন্তং পৃথিবীং রাজন্ সৌভে সাম্বমযোজয়ৎ ॥২১৫

উক্ত্বা স তৃণসার্দূলং সৌভং যোদ্ধুং প্রচক্রমে।
মুমুক্ষুরথ রাজেন্দ্রাস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদুত্তমঃ ॥২১৬

নদিকাবাং ভূমাবীশাং গায়ন্তীনামুপাসৃজৎ।
যাম যাম মহাবাহো তৃণসাং কীর্তিবর্ধন ॥২১৭

তাস্ত্র সন্ধ্যাদি সর্বাণি ন যুঃ সৌভং বিবক্ষতি।
সমন্ততো মহাপাণিভীমাবেষ্টকারবঃ ॥২১৮

মুনি প্রদ্যুম্ন-সাম্বাভ্যাং চক্রঃ সৌভং বিবক্ষতি।
তদ্দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রস্তত্র এব স্থিতৌ রণে ॥
তত্র সর্বাণি সন্ধ্যাদি কালকাঙ্ক্ষী মহাবলঃ ॥২১৯

যথা বর্ষাসুতং চৈব পরান্ পরুষবেব চ।
বসুদেবশ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য রাজমধ্যেতপে পরন্তপঃ ॥২২০

স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ স্থিরঃ কীর্তিঃ লক্ষ্মীঃ চাধিষ্ঠিতবর্তিনি।
পঞ্চবিংশায় বর্ষায়া তং যথা বিলসর্ষ হ ॥২২১

আদিকালে প্রভুঃ হি বিভজন্ কালযোগতঃ।
যাবন্মুক্ত্বা সৌভং ন জগ্মতো মহাবলৌ ॥২২২

জাম্বত্যা ইতি খ্যাতো যুবাসৌ কথয়ন্তি।
পৌরুষে চ পরাক্রান্তে রূপেণ সোঽপ্রতিমঃ ॥২২৩

শৃণু রাজংস্তথা বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ।
চতুর্বিংশে যুগে চৈব বিশ্বাধিষ্ঠপুরোগমঃ ॥২২৪

হিরণ্যে নাম হিমবদ্ভূতে তপসি তপসি।
কৃষ্ণাত্মানঃ মহাবাহুশ্চতুর্ধা বিভজন্ততঃ ॥২২৫

রাজকুলকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ছিন্ন করিয়া যজ্ঞকে প্রধান করিয়া সমস্ত পৃথিবী জোড়া জয়িদের যজ্ঞবেদে আহ্বানিত করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি এক্ষুণ্ণবলা পৃথিবীকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।২১১-২১৪

সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বশবর্তী হওয়ায় আহত প্রচুর ধনের দ্বারা ভূরিদক্ষিণ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সৌভনগরাধিপতি শাল্বের সহিত একলক্ষ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজন্ তারপর যখন সেই যুদ্ধকুশল পরন্তপ সুমহদ্বলযুক্ত হইয়া আরোহণ করত সৌভরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তখন কতিপয় নরা মৃগয়াস্থলে এইরূপ গান করিতে শুনিয়াছিলেন—"যে মৃগয়ুথের কীর্তিবর্ধন মহাবাহু রাম। তুমি সকল অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তোমার হস্তে সৌভের বধ হইবে না। চক্র ও গদাধারী এবং ঘোর ব্যক্তির অবতারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও সাম্বের সহিত সৌভকে বধ করিবেন।" ইহা শুনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পরন্তপ তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত অস্ত্র সব পরিত্যাগপূর্বক কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বৃষ, বধ, সাধুমানি অস্ত্র, যান, পরশু এবং বসুদেবকে রাজমধ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দুষ্কর তপস্যায় নিরত হইলেন। তিনি শ্রী (লক্ষ্মী), প্রজা, হ্রী, কীর্তি ও লক্ষ্মী এই পাঁচটিকে অধিষ্ঠান করত সেই শত্রুনিসূদন পরন্তপ যখন তপে বিলসন করিতেছিলেন ২১৫-২২১

তখনও আদিকাল হইতে প্রভু কালকে বিভাগ করত অবশেষে কাল অপেক্ষা করিয়াই সৌভরাজ সাম্বকে বধ করিলেন; বস্তুতঃ সেই মহাবলা যে সৌভকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন, তাহা নহে।২২২

মহর্ষি ভগবান্ জমদগ্নি পুত্ররূপে অবতরণ করায় তাঁহার নাম জামদগ্ন্য হইয়াছিল। সুতরাং "তপস্বী জমদগ্নি পুত্ররূপে তপস্যাও তাঁহার দৈবিক সম্পত্তি" এইরূপ জ্ঞান করিয়া তিনি তপস্যা করত হিমবতে অর্থাৎ সাধে যাত্রা করিলেন। ২২৩

হে রাজন্। যেরূপে চতুর্বিংশ যুগে মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর পুনরায় আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। এই অবতারে তিনি বিশ্বাধিষ্ঠপূর্বকে অন্য-রূপে সম্ভূত হইয়াছিলেন।২২৪

ভগবান্ বিষ্ণু নিজেকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন) নর রূপে

লোকে যাম ইতি খ্যাতস্ত্রেতায়া মাতরোপমঃ।
প্রজাধনার্থং লোকস্য বিষ্ণুস্তুত্ব পরাক্রমঃ ॥২২৬

বর্ষাণ্যেষো কৌশল্যে অজে তত্র মহাবলঃ।
তমসাদক্ষিণকূলে সর্বভূতপরোত্তমম্ ॥২২৭

যজ্ঞবিঘ্নং তদা কৃত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দ্রবাদ্বিনিহতেনৈব মারীচপ্রমুখা ক্রূরম্ ॥২২৮

তৈশ্চ রক্ষোভিঃ পশ্চাদি বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
যথার্হং দেবসংকারং দুর্বিনীতৈ সুরৈরপি ॥২২৯

বর্তমানে তথা যজ্ঞে জনকস্য মহাত্মনঃ।
তত্র যাস্যতি ধনুঃ শ্রেষ্ঠং দিব্যং সাংক্রামণং মহৎ ॥২৩০

তদ্ধনুঃ বিবৃধৈঃ পূজ্যং কৃত্বা দ্ব্যর্থমুত্তমম্।
নমস্যে পুনরাগম্য দুহিতৃভ্যাং তব সাধয়া ॥২৩১

তত্রাহং দিব্যমালক্ষ্য পিত্রা তত্রাভিচোদিতঃ।
বৈদেহ্যাঃ বিরহামিচ্ছন্ ধনুরভ্যপতং ॥২৩২

তত্ত্ব দৃষ্ট্বা সর্বরক্ষোগণপূজিতম্ ঘনে বনে।
লঙ্কায়ামুদ্যতো রাজন্ সর্বভূতভয়াবহঃ ॥২৩৩

চতুর্দশ ঘনে বস্তু। তেপো বর্ষাণি ভারত।
রূপিণী বত্ত পার্শ্বস্থা সীতেত্যাভিহিতা জনৈঃ ॥২৩৪

পূর্বোচিতত্বাৎ সা লক্ষ্মীর্ভর্তারমনুগচ্ছতি
জনস্থানে যদা রাম্ভ ত্রিদশানাং চকার হ ॥২৩৫

মারীচং দূষণং খরং ত্রিশিরসং তথা।
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্ ॥২৩৬

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে কর্কটে লগ্নে ও পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২৪

অর্থের সংস্থাপনের দ্বারা মহলোকের স্থিতির জন্য ভাবনাকুশল ব্রহ্মা রাজা দশরথ 'রাম' নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কৌশল্যা। বর্ষসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি আত্মা সম্পাদন করিয়া সর্বভূতাত্মা নরসিংহরূপে প্রতিষ্ঠিতাত্মা করিয়াছিলেন ॥২২৬-২২৭

সেই অবসরে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্ন করার নিমিত্তে শ্রীরাম বধ করিয়াছিলেন এবং মারীচকে সমুদ্রজলের মধ্যভাগে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ॥২২৮

বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে দেবগণ রাক্ষসগণকে বধ করিবার জন্য এমন সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দেবতাদেরও দুর্লভ ॥২২৯

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের সময় জনক রাজার যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছিল, বিশ্বামিত্র তাঁহার সঙ্গে লইয়া শ্রীরাম তথায় যেমনি যেমনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি অগ্রসর হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের

বিবাহ করত পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সীতার সঙ্গে পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন ॥২০০-২০১

কিছুকাল পরে শ্রীরাম কৈকেয়ীর নিকট পূর্বকৃত পিতার প্রতিজ্ঞার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কৈকেয়ীর প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছা করত শ্রীরাম বনে গমন করিলেন ॥২০২

সর্বলক্ষণযুক্ত শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করত সকল প্রাণীর হিত করিতে লাগিলেন ॥২০৩

সে আরও। চতুর্দশ বৎসর বনবাস অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র তপস্যায় নিরত ছিলেন, শ্রীসীতা তাঁহার অনুক্ষণ সেবা করিতেছিলেন। যখন লক্ষ্মী সীতা পূর্বাভ্যাস-বশতঃ বিষ্ণু তথা শ্রীরামরূপ বিষ্ণুরই পরিচর্যা করিতেছিলেন।

জনস্থানে বাস করত যিনি দেবতাদের কার্য সাধন করিবার মানসে ঘোরকর্মা চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত মারীচ, দূষণ, খর ও ত্রিশিরাকে বধ করিলেন ॥২০৪-২০৬

অথান্ত বাক্যং ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ হিতং কায়া।
বিস্তরজ্ঞ ত্বয়ৈতক্ত ক্রূরমেতিনী ॥
অথান্ত চ ত্বয়া বাক্যং ধর্মজ্ঞে ধর্মসংহিতম্ ॥২৫৭
ন ত্বাবজ্ঞ অমিত্রোবাপ্যমিত্রেষু চরত্যুত ॥
ভার্যাধিরোহ্য তং প্রাপ্য দুষ্করং কৃতবান্ হনুঃ ॥২৫৮
তত্ত্বজ্ঞস্তমুক্তং ন ত্বয়া পশ্যাম্যহীতয়া চ।
সুগ্রীবং ব্যসনিনং দৃষ্ট্বা ভক্তং মৈত্রীং তথো ন
মৈ ॥২৫৯
অথ ত্বয়া ন বিজ্ঞিপ্তো সুগ্রীবেণ সখা সহ।
বিবক্ষা খলিনং দৃষ্ট্বা বাক্যজ্ঞং মহাবলম্ ॥
অন্তর্হিতং তদা বাক্যং সুগ্রীবং নাবধারয়ন্ ॥২৬০
ততঃ স বীর্যবান্ বাক্যমুবাচ মৈত্রসূচকঃ।
বিচিত্য ধনুপূত্রেণ লক্ষ্মণেন নিবেদিতম্ ॥২৬১
সেতুং বদ্ধ্বা সুতুরগ বানরৈঃ সহিতস্তদা।
সীতায়াঃ পদমন্বিচ্ছন্ রামো লঙ্কাং বিবেশ হ ॥২৬২

প্রজাগণের হিতার্থে ধর্মাত্মা শ্রীরাম ক্রূরকর্মা বিভীষণকে বধ করিলেন। ইহা দ্বারা তিনি সাধারণের মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেন। তিনি ইতঃ পূর্ব্বে রাবণের তপিনী খুর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করায় রাবণ সীতাকে হরণ করে; ফলে ভার্যাবিয়োগে কাতর হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২৫৭-২৫৮

তিনি পম্পা সরোবর অতিক্রম করত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব ও হনুমানকে দেখিয়া তাহাদের সহিত মৈত্রী করিলেন। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করত বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজসিংহাসনে রামচরণাসনে অভিষিক্ত করিলেন ॥২৫৯-২৬০

হে রাজন্! অনন্তর সুগ্রীবের নির্দ্দেশে হনুমান্ লঙ্কায় সীতাকে দর্শন করত রামচন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলে শ্রীরাম অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অবিলম্ব

সেবোরগসমাকীর্ণং হি দুষ্ক-যাতুধান-পক্ষিণম্ ॥
অত্রাবধ্য যাতুধেন্দ্রং রাবণং যুধি দুর্জ্জয়ম্ ॥২৬৩
মুক্তং রাক্ষসকোটীভিরিক্ষাকুভরোপম্।
ধ্রুবিষ্যতি সুরসৈর্দেবৈর্যানেন বপিষম্ ॥২৬৪
অথান্ত সচিবৈঃ সার্দ্ধং লক্ষ্মণং রাবণং রণে।
ত্রৈলোক্যকণ্টকং ঘোরং মহাকায়ং মহাবলম্ ॥
রাবণং সগণং হত্বা রামো ভূতপতিং পুরা ॥২৬৫
লঙ্কায়াং তং মহারাজ্যে রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
অভিষিচ্য চ তত্রৈব অযোধ্যং পুনরেষ্যতি ॥২৬৬
আরুহ্য পুষ্পকং রাজঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
নন্দয়ঃ স্বপুরং গত্বা বর্ষয়েদ্বৎসরান্ দশ ॥২৬৭
নবযৌ নবপো রাম অযোধ্যাং পুরীং মহাবলঃ।
শত্রুঘ্নেন হতো রাক্ষসেন্দ্রো রাবণ সংযুগে ॥২৬৮
এষা যাতুনি কথিতা কৃষ্ণ লোকহিতায় নঃ।
রাজ্ঞঃ চরিতং বিবিধং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥
রাবণস্যবধায়ৈব ক্রান্তবিষ্ণুর্নিরাময়ঃ ॥২৬৯

রাবণসৈন্য লঙ্কা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সেতু বন্ধন করত লঙ্কায় সসৈন্য পার হইয়া সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন ॥২৬১-২৬২

লঙ্কাপতি রাবণের অত্যদ্ভুতবিবিধসৈন্য ভয়ঙ্কর ছিল, যেমন, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, ইত্যাদি রাক্ষস প্রভৃতির অসংখ্য ছিল, শত শত দুর্জ্জয় রাক্ষসগণের দ্বারা সমস্ত পরিরক্ষিত ছিল, স্বয়ং রাবণ এমন বলিষ্ঠ ছিল যে, দেবরাজও তাঁহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহস করিতেন না এবং যুদ্ধে দুর্জ্জয় ছিল। এইরূপ দুর্জ্জয় রাবণকে ভূতপতি শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত সংযুদ্ধে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে অমরত্ব দান করিলেন। তাহার পর তিনি সীতা সহিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত লক্ষাপুরে নিজ পুরী অযোধ্যায় আসিয়া দশবৎসর রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥২৬৩-২৬৭

শ্রীরামের আদেশে শত্রুঘ্ন মধুদৈত্যের পুত্র লবণ

নাস্ত্রবন্তশ্চ বাগ্মাশ্চ ব্রহ্মণ্যাঃ প্রাণিনাং তথা।
ন বিদ্যতে তথা চাসীদ্ রাজ্যে রাজ্ঞঃ প্রশাসতি ।২৫৩

প্রতিশ্রয়শ্চ তস্যাসীদ্ দানযজ্ঞফলাবহম্।
পর্জন্যবদ্ বিভো রাজ্যাঃ কাঙ্ক্ষন্তাকৃষয়ঃ।
সর্বযজ্ঞেষু তস্যাসীদ্ ভূরুঃ রাজ্যে প্রশাসতি ।২৫৪
ন স্ত্রীকৃতো বাপি নাক্ষকৃতঃ কুতশ্চনঃ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ।২৫৫

বিদ্ম পর্জন্যম্ ক্রতুঃ ক্রতুঃ বাসবম্ বিদ্ম।
বয়া নাথ্যচরম্ ভার্যা ভর্তৃঃ নাত্যচরম্
পতীম্ ।২৫৬

নাসীদ্রক্ষকৃদ্বিলোকে রাজ্যে রাজ্ঞঃ প্রশাসতি।
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুরুষজীবিনঃ।
অরোগাঃ প্রাণিনোঽত্যন্তম্ রাজ্যে রাজ্ঞঃ
প্রশাসতি ।২৫৭

ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ মনুষ্যাণাং তথৈব চ।
পৃথিব্যাং সর্বরাজ্ঞোঽভূন্ রাজ্যে রাজ্ঞঃ প্রশাসতি।২৫৮

সর্বে স্বাসনগুরুদারা ঔর্ধ্বম্ বিন্দন্তে।
সর্বেণ পৃথিবীঃ সর্বামনুশাসতি ভূমিপে ।২৫৯

ক্ষত্রস্তেজাংসম্ সর্বে সর্বে বর্ষসহস্রিণঃ।
পৃথিব্যাং রাজিকে ঔর্ধ্বম্ রাজ্যে রাজ্ঞঃ
প্রশাসতি ।২৬০

ব্যাধিজৈর্ন নরঃ কশ্চিদ্ বভূব প্রাণিনাং ভুবি।
প্রাণাপানৌ সমাযাতাম্ রাজ্যে রাজ্ঞঃ
প্রশাসতি ।২৬১

গাথাশস্ত্রে গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
গায়ো দুগ্ধা লোহিতাক্ষো বৎসলো নামিবর্ধনঃ ।২৬২

নায়ক বৈদ্যগণ বধ করিতেন। এইরূপ লোকহিতকর বহু কর্ম সম্পাদন করত বাসিষ্ঠশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি নিরিষ্ট হাজারিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২৫৮-২৬১

শ্রীরামের রাজত্বকালে প্রজাগণ কখনও অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, প্রাণিগণের অকালে মৃত্যু হইত না এবং রোগাদিরও ভয় তাহাদের ছিল না। শ্রীরামের রাজত্বকালে জল ও অগ্নি হইতে প্রাণিগণের কোন ভয় ছিল না। বিধবা হইয়া কোন নারী শোক করিত না এবং কোন স্ত্রীই অনাথা ছিল না। সকলে একাই অর্থ ও সুখে পূর্ণ ছিল।২৫৯-২৬১

রাজ্যমধ্যে তস্করদিগের ভয়ও ছিল না, কোন প্রজা অপরকে অগ্নির ভয় প্রদান করিত না এবং কুসময়ে কখনও নিজ পুত্র ও পৌত্রাদি বান্ধবের প্রেতকার্য করিত না।২৬২

বৈদ্যগণ রাজার যথাযথ পরিচর্যা করিতেন এবং রাজগণও বৈদ্যগণের উপর অত্যাচার করিতেন না এবং পুরুষগণ স্ত্রীকে এবং পত্নীগণ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী বা পরপুরুষের সহিত কখনও ব্যভিচার করিত না।২৫৩

শ্রীরামের রাজত্বকালে অল্প বৃষ্টিবর্ষণ হইত না, প্রজাগণ সহস্র পুত্রপৌত্রাদি লাভ করিয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতেন এবং তাঁহাদের কোনো রোগ হইত না।২৫৪

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণ একত্রে মিলিতভাবে বাস করিতেন।২৫৫

যে রাজন্! শ্রীরামের রাজত্বকালে সকলেই বৃদ্ধ ছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ ধর্মে অনুরাগী হইয়া ক্ষত্রধর্ম অনুষ্ঠান করিতেন।২৫৬-২৫৭

রাজ্যমধ্যে কোন মানুষ অব্যাধিক ছিল না এবং সকলেরই প্রাণ ও অপান সমভাবে অবস্থান করিত।২৫৮

পুরাণবিদ্ পুরুষগণ এইরূপ গাথা গান করিয়া থাকেন—"গাধবর্ধ, দুগ্ধ, আরুক্ষবর, রাজবার

আত্মানুবন্ধঃ পুরুষঃ কিংস্বরূপো মহাবলঃ।
কস্য বর্ষসহস্রাণি কস্য বর্ষশতানি চ ।২২০
রাজ্যং ভোগশ্চ সম্প্রাপ্য শশাস পৃথিবীমিমাম্।
যাদবো যাদবো রাম ইতি প্রজানামজয়ম্ কথা ।২২১
বাসুদেব ইতি খ্যাতো লোকানাং বিস্ময়ঃ সদা।
ন তস্যাধিকমন্যৎ বা রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
কথ্যতাং সাধুভিশ্চাপি ন কথনেষু বিস্ময়ঃ ।২২২
ইতিহাস ইতীহায়ং ত্রিষ্বপীহাসু ন কথ্যতে।
পুরাণকবিভিশ্চাপি সত্যে সৌপ্তিকপর্বণি ।২২৩
দেব-গন্ধর্ব-নাগানামৃষিণাং চ বিজানতা।
সম্ভবম্ তপসশ্চাস্য ধ্যায়মানঃ সনাতনঃ।
এবমেষ ময়াখ্যাতঃ পুরাণকবিসংমতঃ ।২২৪
রাজ্ঞাং সম্মতঃ কথা বিস্তরশ্রবসাং ভুবি।
ইতি হাসপ্রবেঃ খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।২২৫

(কৃষ্ণাবতারঃ)

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুর্ভীতানামভয়ঙ্করঃ।
অষ্টাত্রিংশে যুগে রাজন্ কংসে শ্রীবৃষ্ণিসত্তমঃ ।২২৬

সমূল, আত্মানুবন্ধবিশিষ্ট পুরুষ, নিত্যদেহ মহাবলশালী শ্রীরাম এবার হাজার বৎসর রাজ্য ভোগ ও শাসন করিয়াছিলেন; প্রজাগণের মুখে সর্বদাই "রাম রাম রাম" এই সব শুনা যাইত। মহাত্মাগণের সহজ জগৎ রামময় হইয়াছিল এবং কখনও যাদব বা সাধারণ অধিবাসী কেহ বলে নাই—এখন কোন বিপত্তি রামরাজ্যে ছিল না ।২১৪-২১৮

বাসুদেব বলিয়া খ্যাত লোকের বিস্ময়কর, যাহার অন্য কোন রাজা রামের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে পারে না, যাহার সমান বা অধিক কেহ নাই, যাহার কথা সাধুগণ কথনে বিস্ময় বোধ করেন, ইতিহাস বলিয়া ইতিহাসে যাহার কথা উল্লেখ নাই, পুরাণকবিগণ সত্য সৌপ্তিকপর্বে দেব, গন্ধর্ব, নাগ ও ঋষিগণের সম্ভব ও তপস্যার বিষয় ধ্যান করিয়া যাহার কথা বলিয়াছেন ।২১৯-২২৩

সেই সনাতন রামের কথা পুরাণকবিগণ সম্মত, রাজগণ ও বিস্তরশ্রবাগণের সম্মত। ইহা ইতিহাসপ্রবেদ খ্যাত মহাত্মার প্রাদুর্ভাব কথা বলিলাম ।২২৪-২২৫

অতঃপর এই অষ্টাবিংশ (অষ্টমুখের অধিকৃত) যুগে ভীতগণের অভয়দাতা, শ্রীবৃষ্ণিসত্তমধারী, কংসের (পরমশত্রুর), যমাক, সকল লোকের কমনীয়, যোগাধী, যোগকালজ্ঞ, সমস্তকুলধারণকারী, বসুদেব-তনয়রূপে খ্যাত, লোকহিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে অনুকীর্তিত হইয়া ভূমির ভার অপসারণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন ।২২৬-২২৮

তিনি তাঁর মহত্তমগণের অন্যতমা, বসুদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সকলই, সর্বত্র প্রকৃতি অনুসরণের দুর্ধর্ষাত্মোদ্ভবকারী এবং কালাদি মহত্তমগণকারী দৈত্যগণের সংহারকারী। এই সব লোকহিতের কার্যসমূহ সাধন করিয়া অন্তে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে ।২২৯-২৩০

প্রেম্ণা ভক্তেঃ চ যযৌ নিত্যং লেখমপৌর্ণমাসীঃ।
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু যিস্মিন্ শ্রুতয়ঃ শক্তিঃ ॥২৭৩

(শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বাল্য-লীলাবর্ণন।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্তোঽথ কৌরব্যঃ পৌরবেন্দ্রঃ।
আবব্রে পুরুষাদ্যং বৈ বাক্যমেতৎ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৭৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভূত এষ ত্বয়োদ্দিষ্টঃ পুরাণঃ।
ভব ভূতিস্ত্বিদ্যাবুদ্বিজ্ঞাসি ব্রহ্মণঃ বদ ॥২৭৫

(কল্কীর অবতার।)

পুরাণে এই চারি কল্পমধ্যে অন্ত এক প্রাদুর্ভাব হইবে। বেদমধ্যে ব্রাহ্মণের উপরে ভক্তিরূপে অবতীর্ণ হইবেন ॥২৭৬

পাপত লোকসমূহের বধ, ধর্মের সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদের প্রিয় কার্যসাধন করিবার জন্য তাঁহার পুনরায় আবির্ভাব হইবে ॥২৭৭

এই সকল এবং আরও অনেক দিব্য আবির্ভাব শ্রীহরির হইয়াছে—যাহা পুরাণসমূহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কীর্তন করেন ॥২৭৮

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বাল্যলীলা বর্ণনা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় এইরূপ উক্ত হইয়া পুরুষশার্দূল কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥২৭৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে প্রভো! যখনই যখনই ভগবান্ তাঁহার কিরূপ অবতার হইবে, মানবের মহাবুদ্ধিমানের তাহা শিরায় ॥২৭৯
বর্ষ চ আমাকে বল যাহা পোরুষেয়ম্।
ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্য যথাবৎ মানুষিকিতা ॥২৭৭
ক্রীড়ন্ত চৈব যদ্ বালো গোবিন্দেন বিশেষিতম্।
তদা অভিবেত্তা শ্রেষ্ঠ তদ্ধে ত্রুটি শিরায় ॥২৭৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তদা তাঁহ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
মানবেন্দ্র তদা তস্য তথ্যমাসন বীর্যবান্ ॥২৭৯

তাঁহ উবাচ।

বক্ষ্যে তে তথ্যমাত্মি যুধিষ্ঠির যথা যথম্।
যতো নারায়ণস্যেহ জন্ম কৃষ্ণিতু কৌরব ॥২৮০

উপেন্দ্র বৃষ্ণিকুলে যেরূপে অবতরণ করিয়াছেন, যে যাহিয়ন। আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। (আপনি তাহা করিয়া তাহা বলুন) ॥২৭।

হে পিতামহ। মহাত্মাগণ ভগবান্ জনার্দনের যেরূপে এই পৃথিবীতে যাহাদিগের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন ॥২৭৬

বৃষ্ণিকুলে লোকবিখ্যাত মহাবেগবতী সকল লোকের ইচ্ছাকর্তা ভগবান্ কৃষ্ণের অগ্রে তাহা যে ও ব্রাহ্মণকে তাহা করিয়াছেন এবং বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীগোবিন্দ যে সকল লীলা করিয়াছেন, হে অভিবেত্তাশ্রেষ্ঠ পিতামহ। আপনি সেই সকল লীলা কথা আমাকে বলুন ॥২৭৭-২৭৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রাজর্ষিসত্তম ভীষ্ম মহাত্মা কেশব যেরূপে মনুষ্যলোকে অবতরণ ও বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, তাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৭৯

ভীষ্ম বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! হে কুরুনন্দন। নারায়ণ বৃষ্ণিকুলে যেরূপে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শুন ॥২৮০

অথাভ্যেত্য জগন্নাথং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
কীর্ত্যমানং ময়া তত্র বিবেশ ভবনং মহৎ ॥২৮১
নাগরাশ্চ সমস্তাস্তু দৃষ্ট্বা দেবমুখং পরম্।
অন্তর্মুখাস্ততঃ সর্বা জগামাশু জনার্দনম্ ॥২৮২
বিনা সপ্তপ্রধানাংস্তু প্রধানস্তত্রৈব যদুঃ।
লোকৌঘৈঃ সম্প্রকাশন্তে জগামাশু জনার্দনম্ ॥২৮৩
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি সমবর্তন্ত সর্বতঃ।
অন্তর্ধানং তদা দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ ॥২৮৪
গীর্ভির্বিচলমুক্তাভিস্তুবন্ যদুসুতম্।
উপতস্থুস্তদা শ্রীমাঃ প্রাদুর্ভাবে মহাত্মনঃ ॥২৮৫
তত্রস্থানবিশেষজ্ঞা যাদবপ্রবরাস্তদা।
উপাসনায়ুস্তত্রস্থং পুরুষং পুরুষর্ষভম্ ॥২৮৬
উপজগ্মে চ গোবিন্দঃ সভ্রাতৃকঃ সপৌত্রকঃ।
অভ্যুত্থায় দেবশ্রেষ্ঠং মহাত্মানং পুরাতনম্ ॥২৮৭

যে অধ্যায়ন্তয়া! তারপরে এই বৃত্তিপাল শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে প্রভিবাসে অবতরণ করে বালালীলা করিয়াছেন, তাহা আমি বলিয়াছি। তুমি শ্রদ্ধার সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥২৭১

শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলে দেবকীর গর্ভ হইতে অনিরুদ্ধ হইলে, তখন সাগর ও পর্বতসমূহ আনন্দে কম্পিত হইয়াছিল, অগ্নিসমূহ অধাই প্রজ্বলিত হইয়াছিল, মরুদগণ বায়ু বহিতেছিল, আকাশে উদিত মুনিগণও আকাশে অবস্থান করিতেছিল, জ্যোতিষ্কগণ প্রভাসমূহে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেবগণ অন্তরীক্ষে দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন এবং সকল দেবগণ ও মহর্ষিগণ সুতিকাগৃহে একত্রিত হইয়া মধুসূদন বাণীর দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ প্রভৃতিকে ঐরূপ স্তুতি করিতে দেখিয়া গরুড় ও অন্যান্য যাদবগণ তথায় আসিয়া বন্দনা ও স্তবের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতেছিলেন ॥২৭২-২৮৬

ইন্দ্র উবাচ।
কৃতানি দেবকার্যাণি কৃত্বা লোকহিতায় চ।
স্বধামং লোকভৃদ্ দেব পুনর্গচ্ছ যদোরজ ॥২৮৮

ঈশ উবাচ।
ইত্যুক্তো মুনিভিঃ সার্ধং জগাম ত্রিদিবেশ্বরঃ।
বসুদেবস্ততো ভ্রাতুঃ বাললীলাবিচেষ্টিতম্।
নন্দগোপকুলে জাতং শ্রুত্বা প্রাহ্লাদমব্রবীৎ ॥২৮৯
নন্দগোপকুলে কৃষ্ণ ইত্যাদি বচনাৎ সদা।
ততঃ কদাচিৎ গুরুণা তং শকটং ব্যপোথয়ৎ ॥২৯০
যশোদা সম্পরিত্রাতা তথায় বসতং সহ।
শিশুলীলাং বহুঃ কৃত্বা বহুরূপধরঃ বিভুঃ ॥২৯১
ক্রোশে মধুরং কৃষ্ণঃ পাদাঙ্গুষ্ঠং প্রধাবতে।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন শকটং ব্যদারয়ত কেশবঃ ॥২৯২
হত্বাসুরেণ পাদেন পাতয়িত্বা তথা শিশুঃ।
গুরুঃ পঞ্চোবরাত্মানো চকার চ ক্রোশে চ ॥২৯৩

নন্দগোপের গৃহে শকটাদি ভগ্ন আসিয়া ভগবানের উপাসনা করিলেন এবং মহর্ষিগণের পূজা করত দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন ॥২৮৭

ইন্দ্র বলিলেন,—হে জগৎপতি দেবলোকসমূহের হিতের জন্য বহুবিধ দেবকার্যসমূহ নির্বাহ করিয়া আপনি স্বধামে ফিরিয়া যাইবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা ॥২৮৮

ঈশ বলিলেন—তাহাই। এই কথা বলিয়া দেবরাজ মুনিগণের সহিত স্বধামে চলিয়া গেলেন। অনন্তর বসুদেব ভ্রাতার বালচরিত্র সুখপ্রদ দেবশ্রী দেখিয়া শ্রীহরিকে যোগন করিবার জন্য নন্দকুলে রাখিয়া আসিলেন ॥২৮৯

শ্রীকৃষ্ণ নন্দকুলে বহু বৎসর বাস করিলেন। অনন্তর একদিন কৃষ্ণ শকটের নীচে নিদ্রিত থাকেন। জননী তাঁহাকে ঐভাবে রাখিয়া যমুনায়

পাণ্ডিত্যং পরমং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাস্তপস্বিনঃ।
জনাস্তে শিশবো যেন বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥২৯৪
প্রদ্যুম্নং পুরুষেশানাং দৃষ্ট্বা যে যযুরুদ্ভবম্।
পূজা চাপি বিভো মহাত্মা সর্বাত্মনা ॥২৯৫
পরমেশ্বরং সর্বদেবানাং বাসুদেবের জায়ত।
তস্য কালে জাম্বতী সংসর্গো যাদবেশ্বরী ॥২৯৬
বিষ্ণুং সর্বস্বরূপাত্মো বিদিত্বা সকলাত্মকম্।
অতোহভিবন্দ্য প্রণতো চক্রতুঃ পূর্বিবাধাবে ॥২৯৭
বিদর্পয়েতাং সর্বত্র দর্পতোদ্ধরণৌ তথা।
যেজতুঃ পাংশুপিণ্ডাভ্যাং হরি-হরৌ তদা ঘৃণাঃ ॥২৯৮
ঘটিতং জাম্বতির্ত্বা ক্রীড়ন্তৌ ঘটিতং মনঃ।
শিশুত্বে পরিভূলাস্ত মধ্যাহ্নে চ তাবত ॥২৯৯

ইচ্ছা স বালো যোষিত্বা নবনীতং তদা হরেৎ।
প্রদ্যুম্নস্তু তদ্রাত্রং যোগীন্দ্রিয়ুপেত্য বৈ ॥৩০০
ধাত্রাবোলূখলে ক্ষুদ্রো যোগপ্রৌঢ়িস্ত বৃদ্ধিমান্।
জগাম শিশুবা হেন যাদবাবর্ষুনাবুভৌ ॥৩০১
নলকুবিরৌ জাতৌ তরুরূপধরাবতৎ।
তত্রাদ্রুতৌ মহাত্মানৌ পরপ্রাণৌ বভূবতুঃ ॥৩০২
তত্রতৌ বালমুক্তৌ তৌ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ।
তস্মিন্নেব ব্রজস্থানে সন্তরেহে বভূবতুঃ ॥৩০৩
নীলশীতাম্বরৌ শৈত্যেক্ষত্যুপেতৌ।
বভূবতুর্বলপালৌ তাবপত্যবরাবুভৌ ॥৩০৪
পর্বণাং প্রকৃতিযুক্তং বালত্বে যদনন্দনৌ।
শুক্লত্বাতে যদংস্তুতৌ পিতৃত্বে পরমৌ ॥৩০৫

ক্ষেপেন। তখন ভগবান্ শিশুলীলায় অভিনয় করিবার জন্য হাত দিয়া মুখমণ্ডল মোছন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন পরমাত্মার দ্বারা সকলই ধারণ করিয়া এবং পরাধারে উহাকে স্থাপিত দেখিয়া বিস্ময় এবং শুদ্ধভাবের উদ্ভাবন দ্বারা অবধারণ করিতে লাগিলেন।২৯০-২৯৩

অনন্তর লোক পিতামহ সকলই বিশ্বাধিষ্ঠিত করিয়াছেন এরূপ সকলই আধারে আত্ম, ঘট ও ঘটীসমূহ দৃষ্ট হইতে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইল।২৯৪

অনন্তর পুরুষেশ্বরদিগের সকলের দেবেশ্বর প্রদ্যুম্নই মহাত্মা। পূজনা নিত্যা হইল। দেবগণও পরমে ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে একটু বড় হইয়া মাখাওড়ি দিতে লাগিলেন। মাতার ভার যাদবিধিধারিণী ও শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধমতি হইয়া এরিত করিতে দেখাইলেন। তখন অকালে দুইপক্ষ ইন্দ্রিয় চন্দ্র ও সূর্যের ভার তাঁহাদের দেখাইল।২৯৫-২৯৭

তখনও আদর দ্বারা মুছিয়া সর্বদা করত রাম ও কৃষ্ণ অন্যে অন্যে খেলা করিতেন, তখনও মধ্যাহ্নে বধিতাও হইলে তাঁরা দুজন ফিরিয়া যাইতেন।২৯৮

অনন্তর বালক যোগিনী হরের অন্য নবনীত (মাখন) চুরি করিয়া খাইতেছিলেন, এমন সময় যোগীরূপ তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। যশোদা তখন যোগীরূপের সহিত উদূখলে বাঁধিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তখন শিশু যোগিন্দ্র সেই অবস্থায় দুইটী অর্জুন বৃক্ষকে উৎপাটিত করিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। সেই বৃক্ষদ্বারে দেবাদেব মহাত্মাবিধিধী দুইটী অসুর নিহত হইল।২৯৯-৩০১

তারপর কালপক্ষ (কৃষ্ণ)-বাসী কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ (বলরাম) বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মহাবনমধ্যে পদার্পণ করিলেন। বলরাম শ্বেতবর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ পরিধান করিয়া এবং উভয়ে পীত ও শ্বেতবর্ণের অনুলেপন লাগাইয়া বৎসপাল করিতে লাগিলেন।৩০২-৩০৩

রাম ও কৃষ্ণ গোবৎসচারণকালে তখনও প্রতি মুহূর্তে পদ্ম বিশিষ্ট বাঁশী বাজাইতেন, তখনও

মহারাজকরৌ কৌ পদ্মবাহুবিলোচনৌ।
বলরামার্দ্ধবিংশৌ শালপোতাধিবাহনৌ ॥৩০৩
অবলিপ্তকতাপীতৌ বন্যস্রজোপবীতিনৌ।
শিতাম্বরধরৌ ধীরৌ ঘোষবেণুপ্রবাদকৌ ॥৩০৭
অভিন্ন বয়সাবন্যোন্য ক্রীড়াসঙ্গৌ দৃঢ়ং সখে।
পর্যপৃচ্ছত সম্প্রহৃষ্টৌ কৃষ্ণিমিত্রস্তবৈষিণৌ ॥৩০৮
কৌ বৎসান্ পালয়ন্তৌ দ্বি শোভয়ন্তৌ মহদ্ বনম্।
চক্রতুর্ভৌ বয়স্যৌ স্ম ব ভবেবং ইতা গুতৌ ॥৩০৯
ততৌ কৃষ্ণাবনং গত্বা বয়স্যেরনুগতৌ।
সোপ্রহ্লং তত্র কৌন্তেয় চরন্তৌ বিচরন্তুঃ ॥৩১০

[কালিয়দমন, বেণুগীতাদিভাগবতোক্তলক্ষণাক্রান্ত গীতাং যথা, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামযোরিতোগোপ, গুরুদক্ষিণা-রূপেণ মৃতগুরুপুত্রস্য দৈত্যদমনক।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ কদাচিদ্ গোবিন্দো বেণুং সঙ্কর্ষণং বিনা।
চচার তদ্ বনং রম্যং ধেনুকৈলো বয়ান্বিতঃ ॥৩১১

কাকপক্ষধরঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ।
শ্রীবৎসবক্ষা বৃত্তাংসঃ পদ্মাভ ইব লক্ষ্মণা ॥৩১২

বন্যস্রজোপবীতী চ পীতাম্বরধরো যুবা।
বেত্রগর্ভেণ নিস্তব্ধো বালকুঞ্জিতমূর্দ্ধজঃ ॥৩১৩

রাজতে বর্হিপত্রেণ বন্ধমাত্রেণ চোল্লসন্।
ক্বচিদ্ গায়ন্ ক্বচিৎ ক্রীড়ন্ ক্বচিদ্ বাদ্যং ক্বচিচ্চরন্ ॥
ঘোষবেণ্ন চ মধুরং গায়ন বেণুং বাদয়ন্।
প্রত্যুদ্গমার্থং তু গবাং ক্বচিদ্ বনগতো যুবা ॥৩১৫

ঘোষকূলে বেণুরবে তু চচার চারিতবান্ প্রভুঃ।
বহুরবেষু বেণুষু যদস্য বদনাদিষু ॥৩১৬

তাবৎ কৃতঃ যুবা লোকে ক্রীড়া তরতর্ষভ।
ন কদাচিদ্ বনে তস্মিন্ গোভিঃ সহ পরিব্রজন্ ॥৩১৭

তাতৌরঃ বাদ্য দৃষ্ট্বৈব তাত্রোষ্ঠঃ কেশবো বয়ান্।
তত্রাজগাম বিষাণী ধেনুঃ চক্রে হনঃ প্রভুঃ ॥৩১৮

মহাত্মাদের ধারা কর্তৃক কৃষ্ণ, অবসর বা পাইলে মুষ্টি মস্তক বাহন করিতেন; অবসর অবসর অবসরে মালা গলে পরিতেন; এইরূপে অবসর অবোধ্যের সাদৃশ্যে তার চারি হাত ছাড়া মস্তক যোগেশ্বর পরিধান করত বেণুবাদন করিতে করিতে বনমধ্যে খেলা করিতেন এবং অবসর গমনের খেলা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পর্যন্তায় নিদ্রা যাইতেন ।৩০৯-৩১৫

হে রাজন্! সেই বয়স্যেরনুগত রাম ও কৃষ্ণ গোচারণ স্থলে কৃষ্ণাবনের বনভূমিতে পরিশোভিত হইয়া অবসর অবসর এদিক ওদিক বিচরণ করত পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং গোপবালক-গণকেও আনন্দ দিতেন ।৩১৯-৩১০

[কালিয়দমন, বেণুগীত, অরিষ্ট, কংস প্রভৃতি অসুর-গণের বধ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাশিক্ষা, গুরু-দক্ষিণাচ্ছলে গুরুর মৃতপুত্রের জীবন দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—অনন্তর মুনে গোবিন্দ অবসর অবসর জ্যেষ্ঠ সঙ্কর্ষণ বিনা একাকী সুন্দরবনে বনমধ্যে বিহার করিতেন। তাতপক্ষ (ময়ূরপুচ্ছ)-ধারী, শ্যামবর্ণ, অরুণলোচন, শ্রীবৎস চিহ্নধারী, পদ্মাভমুখ, বন্যপুষ্পমালাধারী, পীতবস্ত্রপরিধানী, বেত্রনির্ম্মিতশেখরবিশিষ্ট, মস্তকস্থ-কুঞ্চিত কেশশোভী মধুরভাষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের গান করত গোষ্ঠ-ক্রীড়া করত, গোষ্ঠ হইতে বৃত্তা করিয়া গোষ্ঠ হইতেন সৃষ্টি করিতে করিতে কৃষ্ণাবনে বিহার করিতেন ।১১-৩১৪

গোপবেশধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য মধুর সুরে গান ও বেণুবাদন করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেন। বর্ষাকালে জ্যোতিষ্কের রশ্মি ভগবান্ গোকুলে বহু রমণীর মনে

ন তত্র বয়সা তুল্যো বৎসপালেষু সত্তমঃ।
হেমে ন বিহরন্ কৃষ্ণঃ পুণ্যা বর্ষপুরে তথা ॥৩১৯
তং ক্রীড়মানং যোগেশং কৃষ্ণং তাতৈষবাসিনঃ।
গবাদ্যৈ স্ব তবো যাতৈঃ ক্রীড়নৈরভ্যপূজয়ন্ ॥৩২০
অন্তে স্ব পরিগায়ন্তি গোপা মুদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং গায়ন্তি স্ব বনেচরাঃ ॥৩২১
ক্বেণাং সংগায়তামেব ভগবানাদিপূরুষঃ।
পর্যাক্রামদ্ বেণুং কৃষ্ণঃ যৌনাক্ষ তত্র বৈ ॥৩২২
এবং ক্রীড়াস্থটৈঃ কৃষ্ণো গোপালৈর্বিজহার হ।
যেন যাতেন কৌত্তেয় কৃতং লোকহিতং ভবা ॥৩২৩
পক্ষত্রয়ং সর্বঋতুনামাং ভাণ্ডীরমেব তৎ।
ব্রজে নীলবনে তত্র ক্রীড়তং বাসমূর্বি ॥৩২৪

তালিতঃ সার্বাত্মা বৃ সর্বলোকক পক্ষজঃ।
বিজহার তত্র কৃষ্ণো বলঃ প্রলয়বান্ ॥৩২৫
বেণুকো যাতনো দৈত্যো যাতন্ ঘাসজিঘ্রয়া।
তমা তালবনে যাতন্ বলদেবেন বৈ হতঃ ॥৩২৬
ততঃ কথাচিৎ কৌত্তেয় যাতে-কৃষ্ণৌ তত্র গতৌ।
চারয়ন্তৌ প্রবৃদ্ধানি গোধনানি তালবনে ॥৩২৭
বিবৎসৌ দূরা কৃষ্ণৌ গোকলাগৌ যবানি বৈ।
বিবৎসৌ প্রধাবন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপান্ ॥৩২৮
নামভির্গোধনৈস্তৌ চ বৎসান্ গান্ত পরন্তপৌ।
বেণুকূর্ণাকৃতিভাঃ ক্রীড়ন্তিঃপরাজিতৌ ॥৩২৯
তৌ দৃষ্টৌ ধাবমানৌ তাং গাং বৎসৌ দুরপুজিতৌ।
ওঙ্কারিতপদুক্তাভিঃ ক্রীড়ন্তিঃশ্চরতুর্বনম্ ॥৩৩০

ও ক্ষেমে বিহরণ ও ক্রীড়া করত পরম আনন্দ লাভ করিতেন। যে তরুতলে একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোধন লইয়া ধেনু চিহ্নিত করিতে করিতে তাণ্ডীর নামক এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া উহার ছায়াতে যাত্র করিতে মনস্থির করিলেন এবং সমবয়স্ক গোপালগণের সহিত বর্ষপুরীনিবাসী সেই স্থানে বহুক্ষণ আনন্দে বিহার করিলেন ৩১৮-৩১৯

তাণ্ডীরবাসী গোপালকগণ ক্রীড়ার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মায়াপ্রভাবে মানবীয় ক্রীড়ায় যাত্রা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন ৩২০

ক্রীড়ায় গোপালক কৃষ্ণ বিহরণ করিতে এবং ক্রীড়ায় অন্য বিষয়ে মনোযোগ যাত্রা তাঁহারা অত্যন্ত বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন গায়িতেছিল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেণু, শৃঙ্গ, বীণা প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন ৩২১-৩২২

হে কৌন্তেয়! এইরূপে বালক কৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত কৃন্দাবনে বিহার করিতে করিতে অনেক লোকহিতকার্য্য সাধন করিলেন এবং তাঁহার এই সমস্ত লীলা তত্ত্বতঃ সকল প্রাণীই দেখিতে পাইল।

বেলা অবসান হইলে গোধনসমূহ তালিত হইলে তালির নাদে চতুর্দিক আলোড়িত করিয়া তুলা তাহার তাহাদিগকে পালন করিয়াছিলেন।

তালিতবাসিনে বধ করিয়া সর্বলোকের সহকর্তা একদা বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কৃন্দাবনে বিহার করিতেছিলেন। এমন সময় কৃন্দাবনস্থ তালবন মধ্যে বেণুক নামে গর্দভরূপধারী এক দৈত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বলদেব তাহাকে বধ করিলেন ৩২৩-৩২৬

অনন্তর তথায় রাম ও কৃষ্ণ গোবৎস চারণ ও বনের শোভা দর্শন করিতে করিতে যমযত্নে বিহরণ করিতেছিলেন। কখনও হাস্য পরিহাস, কখনও কৃত্রিমযুদ্ধের ভাবনা, কখনও বা অন্যান্যকে হাস্য করিয়া তালিবে এবং গোকলাদির ক্ষোভমুক্ত দেখিতে দেখিতে যমযত্নে বিহার করিতেছিলেন। রাম ও কৃষ্ণের সেবাত্মুখন দেবতাদেরও পূজনীয় হইলেও মনুষ্যদেহে ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হওয়ায়

ততঃ কৃষ্ণো মহাতেজাস্তদা তু গোবর্ধনম্।
বিবিধৈঃ ক্রমৈর্যুক্ত প্রস্থঃ যোজনমায়তম্ ॥৩৫১
মুঞ্জকে পারণং গৌরিগোবধঃ সর্বকৃচ্ছ্রহৃৎ।
তত্র দৃষ্ট্বা গোপকন্যা সর্বে কৃষ্ণমন্ব সর্বতঃ ॥৩৫২
পুণ্যজনকতো গোপৈশ্চিন্তিঃ বনুচরাবহৃৎ।
কৃষ্ণো গোবর্ধনো নাম সপ্তাহং সর্বতন্তদা ॥৩৫৩
নিত্যং বাসুদেবেন গবার্থমিতি।
ক্রীড়মানস্তদা কৃষ্ণঃ কৃতবান্ কর্ম দুষ্করম্ ॥৩৫৪
তদদ্ভুতমিবত্রাসীৎ সর্বলোকস্য ভারত।
দেবরাজঃ ক্রিয়াঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণে দৃষ্টে দুরাসিতঃ ॥৩৫৫
গোবিন্দ ইতি তং হৃষ্টা। তত্রাভিষ্টুত পুরন্দরঃ।
ইন্দ্রাক্রান্তমিতি গোবিন্দঃ পুরুহূতোঽভবৎ
ততঃ ॥৩৫৬

অথাভিষ্টুত ইন্দ্রো বাক্যং বৈত্যঃ বৃষভবিক্রমম্।
তমব্রবীত্তদা কৃষ্ণঃ পশূনাং হিতকাম্যয়া ॥৩৫৭
কৌশিকো নাম বৈত্যেহ ভাতস্তে বৈ ভবিষ্যতি।
তথা ব্যবসতঃ পার্থ গজানুচরতঃ সহ ॥৩৫৮
প্রবিষ্টঃ কোকমুখ্যেন তথায় পুরুষোত্তম।
আত্মা সহজ তাপূর্ণ নিবসন্ মহাসুরম্ ॥৩৫৯
দুরাবাসমবিত্রস্তং সর্বৈস্তং সুরকণ্টকম্।
বাসুদেবেন গোবিন্দো নিজঘান চ ভারত ॥৩৬০
বলদেবেন চাহতঃ সমাজে বৃষ্টিভোজয়োঃ
ক্রান্তিশ্চ হলং তাবঃ সহি কৃষ্ণেন ভারত ॥৩৬১
ঐরাবতঃ দুরুৎসন্নঃ বাসুদেবাদিভির্বৃতঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণসরীপং হয়মাসাদ্য পত্তয়ঃ ॥৩৬২
বধা তত্রাসীদ্বিত্রস্তঃ সুরৈরাং পত্তয়ো বধা।
অভিষ্টোত্রেণ তং দিব্যং পাশুপতমস্ত্র ॥৩৬৩

মহাভারতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসম্পন্নই যদি বিচার কালে অনুভব করিতেন ॥২১-৩০

অনন্তর মহাতেজস্বী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করত গোপালকদের আনন্দবর্ধন বিবিধ ক্রমের পারমন্তরূপ চমৎকার ক্রীড়া করিলেন; তাহা দেখিয়া গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণকেই অর্চনা করিলেন (তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া প্রবল বারি বর্ষণ করত সমস্ত গোষ্ঠ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে) তখনই কৃষ্ণ বিনা দ্বিধায় বামহস্তপূর্বক এক সপ্তাহ কাল (একহস্তে) গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিলেন, তাহাতে গোপালের মধ্যে মহা হর্ষ হইল। যেন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণরূপ যে দুষ্কর কর্ম করিলেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইল। সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করত শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দরূপে অভিষেক করিলেন এবং তাঁহাকে স্তুতিসহ করত পুরুহূত (ইন্দ্র) পুরাণে বর্ণে স্থিতি হেতুসে ॥৩৫১-৫৬

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পশুগণের হিতকামনায় বৃষভ-বিক্রমশালী অরিষ্টনামক দৈত্য এবং অশ্বরূপধারী কেশীনামক অসুর দুষ্টের বলদর্পের বলপ্রতিষেধী দৈত্যকে অনায়াসে বধ করিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলদেব বন্ধুবর্গ (গোপ) সহযোগে দুরাসদ দুষ্টাত্মা দুষ্টাত্মা দুষ্টাত্মা সকল দৈত্যের দর্পহরণ বধ করিলেন ॥৩৫-৩৯

বন্ধুবর্গের সমক্ষেই বলদেব বৃষ্টিভোজবংশ সকলে নিজ আত্মাতে আবিষ্ট বধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসের সমুদয় মাতুলগণ ঐরাবতের ন্যায় দুষ্টস্বভাবী দুরাসদাদিগণসহ কংসের হস্তীকে বধ করিয়া কংসের প্রাণ বিনাশন করিলেন ॥৩৫-৩৬২

তারপর তিনি সমস্তের সমক্ষেই অসুরের বধ করত উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পিতা বসুদেবসহ ও মাতা দেবকীসহ আনন্দ করত উগ্রসেনের রাজ্যরক্ষণা করিলেন ॥৬২

এবমাদীনি কর্মাণি কৃষ্ণস্য বৈ মহাত্মনঃ।
ঔষাস কতিচিৎ তত্র দিবানি পুরুষর্ষভঃ ॥৩৫৪
ততস্তৌ তমনুজ্ঞাপ্য গুরুং সান্দীপনিং পুনঃ।
গুরুপুত্রস্য যুক্তৌ বৈ দেহিনৌ দেহসংযুতৌ ॥৩৫৫
রথমাস্থায় ধর্মাত্মানৌ বিনতাসুতচিহ্নিতম্।
অবারোহতমুদ্যন্ত্যা মহত্যা সেনয়াপ্লুতঃ ॥৩৫৬
সেখ্যক পরিঘঃ গোতৌ প্রাদ্যুম্নঃ শত্রুতাপনৌ।
গদসংকর্ষণৌ বীরৌ সারণশ্চারুদেষ্ণকঃ ॥৩৫৭
হৃতিপিঞ্জাবয়ধিকাঃ বাহপাদেন চাপতুঃ।
তাবুভৌ তমনুযাতৌ গুরুং সান্দীপনিং পুনঃ ॥৩৫৮
ধনুর্বেদচিকীর্ষাথং বর্ধমানৌ যশোবলৌ।
ত্রাবিমত্রবরাচার্যমকিলয়া প্রথয়া চ ॥৩৫৯
তেন তৌ সংকৃতৌ রাজন্ বিদেহাবধিতিম্।
পঞ্চাশদ্ভিরহোরাত্রৈর্দদৃশাতে তদা হি তৌ ॥৩৬০

সমুদ্রং ধনুষোঘেণ সরসং ত্রাসয়াপতুঃ।
দৃষ্ট্বা তদ্ভাবমিত্রেয়ো বরুণো জলদেশ্বরঃ ॥৩৬১
অর্ঘাচ্চার্ঘং যোজিত্বা ততঃ সান্দীপিমিত্রয়ু।

সান্দীপিরুবাচ।

অয়ং পুত্রো মমুদ্দেশ্যাদ্বিনা ভাগবিবর্ধনঃ ॥৩৬২
পুত্রমাত্মন ইচ্ছে যে কর্তিতং বিনিনা ত্বয়া।
আর্তায় গুরবে তত্র প্রতিদত্তাম্ব দুষ্কৃতম্ ॥৩৬৩

ভীম উবাচ।

অনভ্যাং ত্রিষু লোকেষু কর্তুমেতেন কেনচিৎ।
ইতি সান্দীপনেঃ পুত্রং জগাম ভগবান্ হরিঃ ॥৩৬৪
সোঽন্বয়ুঃ সমরে তাত্যাং সমুদ্রে বিনিপাতিতঃ।
ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ প্রভাসাপ্লবিতোদকঃ ॥৩৬৫
বীর্যকালঃ সতঃ প্রেতঃ পুনরাসাদ্য বীর্যবান্।
তথৈবাস্যচিন্তাং চ দৃষ্ট্বা দুষ্করকৃদ্ধরিঃ ॥৩৬৬
সর্বেষামেব ভূতানাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত।
ঐশ্বর্যাণি চ সর্বাণি তথাস্য চ নরস্য চ ॥৩৬৭

এইরূপ অদ্ভুত কার্যসমূহ সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর বসুদেব ও বথানুসারে আহরণকারী শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপিমুনির নিকট উপস্থিত গুরুদক্ষিণাপ্রদান মহাপ্রভাব বাসুদেবকৃষ্ণ মুনিসমীপে যজ্ঞসহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলেন।

পদ্ম ও প্রস্রবণগিরি, ধর্মিষ্ঠার, নন্দীর ও ত্রিপিষ্টপ বিমানের এই সমস্তই অধিকার করিলেন ॥৩৫৩-৩৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যাবতীয় দিব্য অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রমন্ত্র শিক্ষা করিয়া ধনুর্বেদবিদ্যায় গুরু সুদক্ষিণ সান্দীপিমুনিকে নিজেই দক্ষিণা দিতে মনস্থ করিলেন। অবন্তিনগরে সান্দীপিমুনিকে অভিবাদন, গুরুপত্নী প্রভৃতির দ্বারা সম্মান করিয়া বলরাম সহিত শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ পদার্থ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনন্তর সেই বিষয়ের উত্তরোত্তর গুরুদক্ষিণার কথা মনে করাইয়া দিয়া ঋষিপত্নীরা তাঁহাদের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন ॥৩৫৮-৩৫৯॥

সান্দীপি মুনি বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার পুত্রকে এই সমুদ্রে তিমি ভক্ষণ করিয়াছে। তোমরা আমার সেই তিমিভক্ষিত পুত্রকে আনিয়া দাও।

ভীম বলিলেন,—দুঃসাধ্য গুরুর নিকট শ্রীকৃষ্ণ সেই দুষ্কর কর্ম করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহা এই ত্রিলোকে অন্য কাহারও দ্বারা করা সম্ভবপর ছিল না।

যে অদ্ভুত সান্দীপনি মুনির পুত্রকে বধ করিয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে তাহাকে সমুদ্রমধ্যে বিনাশিত করিলেন। সান্দীপনি মুনির পুত্র দীর্ঘকাল মৃত হইলেও অভিপ্রেত্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সে পুনরায় শরীরসম্বন্ধ পূর্বক আসিয়া উপস্থিত হইল।

সর্বে তদ্গুণসম্পন্নাস্তত্রাসন্ বাহ্লিকেশ্বরাঃ।
ততস্তং পুত্রমাধায় মদ্রী চ তরুণং প্রভুঃ ৪০৫৮
অং দৃষ্ট্বা পুত্রমাধায় মদ্রীপতিপুরং যযৌ।
অশক্তয়ন্তং সর্বেষামর্চিষ্মন্তমিবানলম্ ৪০৫৯
কৃষ্ণং নারায়ণাকল্পং তিষ্যরেবিবন্ধুরম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সর্বলক্ষণপূজিতম্ ৪০৬০
পশ্যন্তো নৃপতয়ঃ প্রাপুঃ সর্বলোকেষু বিস্ময়ম্।
জোষয়ামাস তনুজোঽপি কংসন্তাত যুধিষ্ঠির ৪০৬১
অস্ত্রজ্ঞানে বলে বীর্যে তার্ক্ষ্যবাহাংশ্চ মোহয়ন্।
তস্য লোকপতেঃ পুত্রাস্ত্রয়োদশ—

বিষর্ষভাৎ ৪০৬২

উদ্বিজন্তে স্ম রাজানঃ সুপর্ণাদিব পন্নগাঃ।
চিত্রকার্মুকবিন্যস্তবিষলপ্রাণমোক্ষিনঃ ৪০৬৩
শক্তং শতসহস্রাণি পাদাতানাং তথা রথাঃ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি তুরগাণামনিবর্তিনাম্ ৪০৬৪
অযুতং জোষয়ামাস কাম্বোজস্য তথাত্মজঃ।
দৃঢ়ৎকাক্ষস্তথা ক্ষত্তা সভাপতির্যুধিষ্ঠির ৪০৬৫
তাবন্তোঽপি সমাখ্যাতা গজানামনিবর্তিনাম্।
যে চ পর্বতকাশ্মীরচিত্রপ্রস্থলতাস্থিনঃ ৪০৬৬
বহুসুবর্ণযানস্য নিত্যং প্রমুদিতা পৃথা।
বলস্যাস্যানয়ৎ শীঘ্রাণাং ভরেণাবাং যুধিষ্ঠির।
অযুতং জোষয়ামাস বিন্ধ্যাবন্তি মহদ্ বলম্ ৪০৬৭
যোদ্ধুমাপতমানানি বিংশতিশ্চাপি তস্য বৈ
অপরস্তু ক্ষয়াংতে বিন্দোরাসীৎ যুধিষ্ঠির ৪০৬৮
আয়োধনসম্পন্নো দুর্ধর্ষঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
স চ যোদ্ধুসহস্রাণাং কংসস্যাত্মপুরঃসরঃ ৪০৬৯
দুরাধা নাম তস্যাসীৎ স কংসঃ পর্যপালয়ৎ।
য আসন্ সর্বসৈন্যস্য হয়ানস্য যুধিষ্ঠির ৪০৭০
ন শ্রুতো বিজয়ো নাম ধর্মিষ্ঠাদ্রথ উচ্যতে।
কংসযোধসহস্রাণাং শ্রেষ্ঠঃ শূরসমাহতাদ্ ৪০৭১

এইরূপ অনন্য আখ্যা তখন সম্পাদন করিতে দেখিয়া সকলে প্রশংসায় বিস্ময় প্রকাশ করিল।

রাম ও কৃষ্ণ এই সাম্বপরিমুক্তিকে যদুই দেখ, অন্ধ, বধির ও ঐশ্বর্য দ্বারা পুত্রকে প্রধান করিলে পুত্রের লক্ষণ এই পুত্রকে আশ্রয়ে দেখিয়া এই কারণে অন্ধের অন্ধতা ও অন্ধিতা বলিয়া মনে করিলেন ৪০৫২-৪৯

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন—যিনি অন্ধ ও পরিত্যক্ত হইয়া পাণ্ডবদের এবং সর্বলোকের সর্বজ্ঞেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, সেই মাদ্রীরাজ যুধিষ্ঠিরকে অন্য কে এইরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন।

হে যুধিষ্ঠির। জোষয়াজ পুত্র কংসও অস্ত্রবিদ্যা, বল ও বীর্যে তার্ক্ষ্যবীর্যাক্রান্তের তুল্য ছিলেন।

জোষয়াজনয় কংস যখন নিজ শক্তিতে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিলেন, তখন অন্যত্র হইতে সর্বগুণের তার অন্যান্য রাজগণ কংস হইতে ভীত হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

শূর, বসু, বাহ্লিক প্রভৃতি অন্যান্য পাণ্ডবদের ছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার সুবর্ণখচিত অশ্ববিশিষ্ট আট শত রথ ছিল এবং তিনি সর্বসাধারণ সুখদাতা ছিলেন। হরিদ্বর্ণ পর্বতসমূহ, বৃহৎ ও উচ্চ, বিচিত্র বর্ণ ও পতাকাসমূহে শোভিত এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও প্রচুর আহারে পরিপূর্ণ ছিল। এইসকল হস্তীর দ্বারা দুইটি বৃহৎ হস্তিবাহিনী তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ষোল হাজার বিচিত্র পুষ্পের তায় রক্তবর্ণ অশ্বের দ্বারা একটী বৃহৎ অশ্ববাহিনীও তাঁহার ছিল। এই সকল অশ্বের পরিচালন ও আরোহণে পারদর্শী ষোল হাজার

ধর্মবিদ্যাব্রতাধ্যায়ং হৈংযজ্ঞপশুপ্রথাম্।
পুত্রজন্মবয়োরূপং সাদিপৈশঙ্গরাজয়োঃ ।৩৭২
ভাগপ্রতিষ্ঠাপাঠিন্যং মায়াকৃতমৈথুনম্।
ভবাদাবন্ধকারং মায়াকৃদ্বিঃকর্ষণম্ ।৩৭৩
ত্রিঃকর্মকৃষ্ণরাত্রাং যথাবৎ সিদ্ধমুদ্রম্।
অন্যূনবর্ষাং ঘোরাং ঘোষার্তনিঃস্বনাম্ ।৩৭৪
তো চ মায়াজলাবদ্ধঃ সংসরন্তা দুর্বিতীব।
এষ পক্ষদ্বয়ে ভিন্নঃ স্তাবনীতায়ে ভারত ।৩৭৫
ত্রয়ম্ ভোজপুত্রস্য মহাত্রাণীব বাহ্নয়ঃ।
ত্র সভাস্থং সমাধাতাং দ্বৌ ভংসং সমাধয়ম্ ।৩৭৬
মানবায়ান মায়াদ্যং দেবকীং সত্যবন্দিনাম্।
ঘশোদাং রোহিণীং চৈব ধর্মিষ্ঠাং পুনঃ পুনঃ ।৩৭৭

ঐক্ষসেনক রাজানমভিষিচ্য ভবার্দিতঃ।
অধিতো বহুমুখ্যেন্দ্র ভবান্ যাদবসত্তমঃ ।৩৭৮
ততঃ পার্থিবযাত্রায়ং দৃষ্ট্বা সর্বনরাধিপান্।
সমবজ্যাং ভবাসাদ্যং পুরুষোত্তম ।৩৭৯

[সৈরন্ধ্রক বধকাহুরক বধঃ, দেবকীসহ ষোড়শ-সহস্রকন্যার পাণীক্ষ বীক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রেরণ, ইন্দ্রলোকে গমন অদিতিকে কুণ্ডল সমর্পণ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন।]

ভীষ্মঃ উবাচ।

পুরুষেষ্বপুরং রাজন্। সর্বযাদবনন্দনঃ।
দ্বারকাং ভবান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যাগচ্ছত কেশবঃ ।৩৮০

কিশোর বয়স যোগ্য ছিল, কংসের ভ্রাতা সুনামাই উহাদের সকলের সেরা ছিল; সুনামা কংসের মতনই বলবান্ ছিল। ইহারা সকলে সর্বশাস্ত্রে ভালরূপে দক্ষ ছিল। ইহা ব্যতীত আরও যাট হাজার সর্বশস্ত্রের অস্ত্রের দ্বারা বিশিষ্ট বিজয় এক্টি অশ্ববাহিনীও ছিল।

অনন্তরাত্মজন্ম মহাবেগবতী, অনন্তর ভীষণী মহাকৃষ্ণমুখা মহাভীষণ মহাকৃষ্ণীবতী, মহাবলবতিনী, মহাত্রাসজন্ম মহাবেগবতী, মায়াপ্রকাশ অবতরণ ঐরাবতবতী, নাদি (আরোহি)-বেগজন্ম মহাজলবতী, ধরা ও পরিবহন পাঠিবরক্ষবতী, রথ ও রথীজন্ম মহাবর্ষবতী, মায়াকর্ষিজন্ম কর্ষবতী, বিচিত্র বহুল-রোমবতী, রথ ও অশ্বে আরোহিত্ব গুণবতী, ষোড়-শের ভারবহন মহাবেগবতী জীবন্তা যুদ্ধে মহাকৃষ্ণবতী মহী মায়াজন্ম ভিন্ন অন্য যে উত্তীর্ণ হইতে পারিত এবং মায়াজন্ম ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইত? সে মূর্খিতীর। এই শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রজাল আরোহণপূর্বক ভোজবংশের সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে মহাবেগসমূহকে বাহন তার বিনাশিত করিয়াছেন এবং সভাস্থিত রাজাকে অন্যান্যগণ ও পুরুষদের সহিত সভাতে বধ করত পুরুষগণের সহিত মাতামহী দেবকীকে সভাস্থিত করিয়াছেন। অনন্তর যশোদা ও রোহিণীকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করত ধর্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া ভগবান্ উগ্রসেন সকল বহুমুখ্যগণের দ্বারা অর্চিত হইয়াছেন ।৩৬৮-৩৭৮

. তারপর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সকল রাজগণের সহিত যুদ্ধার্থ আগত মহারাজকে সংহার ও হয়ে পূর্ণ যমুনা নদীর তীরে (মহাবন) পরাজিত করিয়াছেন ।৩৭৯

[সৈরন্ধ্রক বধকাহুরক বধ, দেবকী প্রভৃতির ষোড়শ সহস্র কন্যাকে পাণীক্ষণ দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ এবং ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান করত দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন।]

ভীষ্ম বলিলেন—যাদবগণের আনন্দবর্ধনকারী

প্রজাপতের বাণানি চ যজ্ঞানি চ যজ্ঞিনি চ।
ধর্মান্ পুত্রানীকাক্ষো নৈর্ঋতান্ প্রতিপালয়ন্ ॥৩৬১

তত্র বিষ্ণুঃ চতস্রিণ্ড সৈন্যেভ্যঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
তান্ জঘান মহাবাহুঃ স্বয়ম্ভূত্বাদ্ অযোনিজান্ ॥৩৬২

ন বিমমর্ষুরোৎ তত্র নরকো নাম নৈর্ঋতঃ।
প্রাগ্জ্যোতিষপুরাদ্ বিষ্ণোঃ যঃ প্রজাসংক্ষয়ঃ ॥৩৬৩

ন ভূয়ান্ মৃত্যুবিনিমুক্তা সর্বলোকসুখাবহঃ।
মানুষাণামমুষ্যাণাঞ্চ প্রতীপাচরণাৎ বলাৎ ॥৩৬৪

ষষ্টির্ হিরণ্যকোটীনাং কন্যানাঞ্চ সহস্রকম্।
পদ্মপত্রেণ জগ্রাহ কুচিবাসাঃ চতুর্দশীম্ ॥৩৬৫

প্রমথ্য চ মহাবৈরাং ভূয়া চ মহতোদ্যমাৎ।
মহেন্দ্রকুলমাসাদ্য প্রাগ্জ্যোতিষমস্থিতঃ ॥৩৬৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর পুত্র নরকাসুরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজধানী স্থাপন করিলেন।৫৮-৬০

কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যখন রাক্ষসী অসুর ও দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া বধ করেন, তখন তাঁহার বধ ও রক্ত সংগ্রহ করিলেন।৫৯।

যে সকল যজ্ঞের অসুর ও দৈত্য বারংবার সম্পাদন করিতেছিল, সেই সকল মহাসুরকেই বিষ্ণু বধ করিয়াছেন।৬০।

অসুরদের মধ্যে নরকাসুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরকাসুর বরলাভে মত্ত হইয়া নিজ ক্ষেত্রপ্রভাবে দেবতাগণেরও ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। সে ভূমির গর্ভে প্রবেশ করিয়া সকল দেবতা ও অসুরের নিকট অবধ্যত্ব লাভ করে এবং ঋষি ও মানুষগণের উপর অত্যাচার করিতেছিল।৬১-৬৪।

সেই ভূমিসুত নরকাসুর ষাট কন্যা চতুর্দশ-বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যাসহ বরণ করিয়া হরণ করিয়াছিল। অপহরণের সময় বাধা প্রদান করিয়াছিল, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি সেই নরকাসুর ভগবান্‌কেও প্রহরিত করিয়া কন্যাগণকে হরণ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছিল।৬২-৬৬

নরক বলিল,—হে দেবি। দেব ও অসুরের নিকট যত বর আছে, পৃথিবী ও সাগরে যত রত্ন আছে, আজ হইতে এ সকলই তোমার; আজ হইতে সকল রাজন্য, দৈত্য ও মানব তোমার নিকট উপহার প্রদান করিবে।৬৭-৬৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত। এইভাবে নরকাসুর বহু উত্তম রত্ন ও উত্তম নারী হরণ করিয়াছিল। নরকাসুরের যে সকল কন্যা, অপহরণের ভাগ্যই হউক এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের যে ষোল হাজার এক শত কন্যা, তাঁহারা একবেণী ব্রতপরায়ণা হইয়া একান্তে অবস্থিত ছিলেন।৭০-৭১।

ভীষ্ম উবাচ।
যানি রত্ন-মনুষ্যেষু যজ্ঞানি বিবিধানি চ।
বিভূতি চ মহী কৃৎস্না সাগরেষু চ যদ্ বসু ॥৩৬৭

অন্তঃপুরাণ্ড তদ্ সর্বং হৃতা সর্বস্বদক্ষিণা।
ঐরাবতমথারুহ্য বিভূতি সহ রাক্ষসৈঃ ॥৩৬৮

ভীষ্ম উবাচ।
এবমুক্তবরস্তানি যানি বিবিধানি চ।
ন জগ্রাহ তদা কৌন্তেঃ স্ত্রীরত্নানি চ ভারত ॥৩৬৯

ষষ্টর্যশীতি যাঃ কন্যা হরণে নরকো বলাৎ।
তাস্তু দেবমনুষ্যাণাং সপ্ত চাপ্সরসাং যথাঃ ॥৩৭০

চতুর্দশ সহস্রাণাং দ্বৈতবিংশত্যতানি চ।
একবেণীধরাঃ সর্বাঃ সর্বাঃ মারণমুদ্রতাঃ ॥৩৭১

অনাদ্যন্তপুরে রৌমোঽবারৎসীৎপরমর্ষিবৎ।
ঐকান্ত্যাদাত্মনাথেন মুকুন্দেন দিবঃ প্রতি ।৫৩২
তাক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা মুরশ্চ দশ চাত্মজাঃ।
হৈমাস্তাক্ত কথা মৃত্যোঃ পাশরস্ত উপাদদে ।৫৩৩
স এষ তনয়াং পাশে বধমতো মহীপতেঃ।
অধিক্ষিপ্তঃ সর্ববাদাস কৃতপাপঃ যুধিষ্ঠির ।৫৩৪
ন চাস্যগণৈঃ সর্বৈঃ পরিবৈঃ কর্ম তৎ পুরা।
কৃতপূর্বং অবোধোঽং দেবকীমুহরাত্মজঃ ।৫৩৫
যা অমী মুরুষ দেবী নক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্।
বিবরান্তপালাশ্চক্রাতো বজ্রেণাদ্রিমিবাহনৎ ।৫৩৬
আহেয়বানবাদ্যৌ পঞ্চাশ্চ পর্বতবিস্তরাঃ।
ত্রাসয়াং মুরসৈন্যং বিস্ফোটৈঃ রাক্ষসৈঃ সহ ।৫৩৭

হয়গ্রীবো বিতুণ্ডশ্চ ষোলশ পঞ্চজনখাঃ।
মুরঃ পুত্রসহস্রেণ্ড যবনেন্দ্রো মহাবলঃ ।৫৩৮
অন্তর্বার্যং অবাবাহ্যেষ চক্রগদাসিভৃৎ।
আতো মুক্তিমু দেবেন্দ্রাৎ বাসুদেবো জনার্দনাৎ ।৫৩৯
তস্যাক্ত পুত্রপৌত্রেক্ত লোকব্রিষ্টতেজসঃ।
নিধনো যাবকা জ্ঞাত বিদিতো যঃ প্রভাসকে ।৫৪০
অতীব হি পুরী রম্যা যাবকা যাদবাস্পদাৎ।
অতি বৈ যাবতে পুণ্যাৎ প্রত্যক্ষং তে যুধিষ্ঠির ।৫৪১
তস্মিন্ দেবপুরপ্রখ্যে ন্যা নরা মুকুন্দসেবয়া।
যা যাপয়ন্তি বিধাতা যোজনায়ুতবিস্তরা ।৫৪২
তত্র মুক্তাঙ্কাঃ সর্বে যাদব-কৃষ্ণপুরোগমাঃ।
লোকত্রয়াভিবাং কৃৎস্নাং পরিতক্ত আস্থিতে ।৫৪৩

যবনরাজ যাঁহাদিগকে ভয় করিয়া অদ্রিগর্ভে ঐকান্তিক ভাবে নিজ অন্তঃপুরে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিল এবং যাঁহা দ্বারাপুরীর রাজা ছিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি সেই মুরাসুরের সেই সকল কন্যা, মুরাসুরের দশটি পুত্র এবং একশত যাদবী রমণীগণকে লইয়া অসুরগণ করিবার জন্য পাতাল প্রবেশ করিয়াছিল ।৫৩১-৩৪

যুধিষ্ঠির। তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত বরে মহাসুর এমন মত্ত ছিল যে, সে ত্রিভুবনের জন্য অধিবাসীকে বিনষ্ট করিয়াছিল ।৫৩৪

এইরূপে নরকাসুর যেরূপ দুরাত্মসিক কর্ম করিয়াছিল, সমস্ত অসুরগণ মিলিয়াও এরূপ কার্য করিতে কখনও সমর্থ হয় নাই ।৫৩৫

যাহাকে পৃথিবী পক্ষে প্রসব করিয়াছিলেন, যাহার দীপ্তিমতী চারিজন মুখ্যমন্ত্রী অসুর ছিল, যে হয়গ্রীব, বিতুণ্ড, ষোল পঞ্চজন ও মহাবলপুরের সহিত মুরাসুর দুর্জয় অন্তর্জলের দ্বারা সর্বদা সুরক্ষিত থাকিত, সেই যাদব মহাসুর বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া দেবেন্দ্র দেবরাজ শব্দের মুখ করিয়া দেবরাজের নাম উপাদান করিয়াছিল ।৫৩৬-৩৭

অনাদি শ্রীবিষ্ণু সেই নরকাসুরের অবধ্য বসুদেবপুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সর্বলোকে যাঁহার কীর্তি প্রসিদ্ধ, সেই সনাতনস্বামী মহাবাহু পুরুষোত্তম এই কৃষ্ণ যে দ্বারকা নামক পুরীতে এখন বিরাজ করিতেছেন—ইহা তোমরা সকলেই জান ।৫৩৮-৪০০

যুধিষ্ঠির! সেই দ্বারকাপুরী ইন্দ্রপুরী হইতেও অধিক রমণীয় এবং পৃথিবীতে সকল পুরী হইতে অধিক শোভা ধারণ করিয়াছে—ইহা তোমরা প্রত্যক্ষই করিতেছ ।৪০১

সেই দেবপুরীতুল্য দ্বারকাপুরীতে যে ভৌম ও প্রস্থে এক যোজন পরিমিত (চারিক্রোশ পরিমিত) রাজমার্গ, তাহা লোকার্তী বাসে বিখ্যাত ।৪০২

সেই পুরীতে মনুষ্যগণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ বৃষ্টি ও অন্ধক বংশীয় মহিষগণ সমস্ত লোকযাত্রা নির্বাহপূর্বক অবস্থান করিতেছেন ।৪০৩

তত্রাসীনেষু সর্বেষু বলাদিষু তদন্তরম্।
বিদ্যুদ্ধতা সূর্যরশ্মাঃ সুমহানাদশ্চ দুষ্টঃ ॥৪০৪
তস্মাৎ সূর্যসমস্পর্শস্তেজোরাশির্বিনির্গতঃ।
মুহূর্তমন্তরিক্ষেঽভূৎ অতো ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪০৫
অথো তু তেজসস্তস্য সাগরং পরমার্দিতম্।
ভূতো রেবন্তমৌ সর্বৈর্বাসদং প্রত্যপদ্যত ॥৪০৬
রাম-কৃষ্ণৌ চ রাজা চ বৃষ্ণ্যন্ধকগণাঃ সহ।
উৎপত্য পরমা তস্মৈ মন্ত্রকারমকুর্বত ॥৪০৭
সোঽথরাত্র্যাং প্রভাতে পূর্বং পবিত্রো ভগবান্মুনিঃ।
সমন্তে বলদেবেন রাজানঞ্চ ত্বরান্বিতঃ ॥৪০৮
উদ্ধরং বসুদেবেন বিহঙ্গেন মহর্ষিণা।
প্রত্যাগমনমিষ্টং নিরুদ্বিগ্নঃ সমাদিশৎ ॥৪০৯
পরং সাধনমক্লেশং কৃতবর্মাণমেব চ।
চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ অক্রূরমপি যদূত্তমম্ ॥৪১০

পরিষ্বজ্য চ দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ কৃতলক্ষণঃ।
মুক্তকণ্ঠমথাসাদ্য পরিষ্বজ্যাথ বাসবম্ ॥৪১১
প্রসূন পুজাং তৈর্ভিন্নমুৎসৃজ্যাবনতাননঃ।
ইন্দ্র উবাচ।
অধিত্যা চোদিতঃ কৃষ্ণ তব মাত্রাহমাগতঃ ॥৪১২
কুণ্ডলেনপনেতুং তে তৌমস্য নরকস্য চ।
নিহতপশুরাংশ্চাপি লোকত্রয়ঁস্য মধুসূদন।
ত্বন্নাকাঙ্ক্ষি মহাবাহো ভূমিপুত্রং অরেঃসুত ॥৪১৩
ভীষ্ম উবাচ।
তমুবাচ মহাবাহুঃ শ্রীমান্ ভগবান্ হরিঃ।
নিহত্য নরকং তৌমমাহরোর্বি কুণ্ডলে ॥৪১৪
এবমুক্ত্বা তু গোবিন্দো রাজ্ঞশ্চৈব তদাদদে।
প্রত্যাগমনিমিত্তঞ্চ সর্বঃ চাপ্রতিমং বলে ॥৪১৫
এতাবদুক্ত্বা বলী তত্র বাসুদেবো মহাদ্যুতিঃ।
অথারুহ্য সুপর্ণং বৈ পক্ষিরাজ-পতাকিনম্ ॥৪১৬

তখায় তাঁহারা সকলে সুখেই বাস করিতেছিলেন, এমন সময় আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং বায়ু বিদ্যুৎসহ বহন করত বহিতে লাগিল। তাহার সহসা সূর্য্যের ন্যায় আলোক বিকিরণ করত অন্তরিক্ষে মহা অদ্ভুত তেজোরাশির আবির্ভাব হইল; মুহূর্তকাল পরেই উহা ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সেই তেজোরাশির মহাতাপে সাগরও অতিশয় ব্যথিত হইয়া রেবতকের দ্বারা পরিবৃত রেবতের নিকটে গমন করিল ॥৪০৪-৪০৬

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সকল বীরগণ ও শ্রীমান্ মহর্ষি আসন হইতে উঠিয়া রেবতকে নমস্কার করিলেন ॥৪০৭

ইহার পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাজা আহুক (উগ্রসেন), উদ্ধব, বসুদেব, মহামতি বিহঙ্গ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব,নিশঠ, অনিরুদ্ধ, সারণাদি, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্মা, চারুদেষ্ণ ও সুদেষ্ণ প্রভৃতিকে এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় অন্যান্যগণকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়িত রহিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন,—কৃষ্ণ! মাতা অদিতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি ॥৪০৮-৪১২

তাত কৃষ্ণ। ভূমিপুত্র নরকাসুর উঁহার কুণ্ডল অপহরণ করিয়াছে। হে মধুসূদন। তুমি এই লোকে 'নিহন্তা' নাম যাহা অর্থাৎ তুমি অসুরের সংহার। সুতরাং হে মহাবাহো অরেসুত। তুমি এই ভূমিপুত্রকে বধ কর ॥৪১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন মহাবাহু ভগবান্ শ্রীহরিকে বলিলেন—"আমি নরকাসুরকে বধে পরাজিত করিয়া কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিব ॥৪১৪

এই বলিয়া বাসুদেব ইন্দ্রের কথা অপ্রতিম-

অথৌ তথা তমীক্ষন্তো দেবাঃ সানুচরা দিবঃ।
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং দেবঃ সহপুরুষবলঃ ॥৪১৭

পূর্ণচন্দ্রকলাকুন্দ শঙ্খঃ ভগবতো বিভুঃ।
মোহয়ন্ দৈত্যসৈন্যানি যদা নদতি ভীষণম্
মহাসুরান্ ॥৪১৮

ধনুষ্টঙ্কারবিত্রস্তান্ পাশান্ হাট্টহাসঃ স্বয়ং সৃজঃ।
সাস্ত্রিন্ পাশাংস্তুতেন দুরং হয়া সহবলম্ ॥৪১৯

শিলাপাদ্রমনিক্ষেপং নিস্তুত্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
যঃ সপ্রহরণং বাহুং কন্দরেহরেৎ ॥৪২০

তং গদয়া গদাগ্রজঃ গুরুভীমং মহাগদম্।
অপাতয়ত্তয়া দুর্গঃ পুরং দ্বিবিদমক্ষ ॥৪২১

মথো মৌষ্টিকমাসাদ্য তাবান্ দেবকীসুতঃ।
ঔরসাভ্যাং বিনাপাভ্যাং জঘানোদ্বর্তনোদ্যতৌ ॥৪২২

পঞ্চ পঞ্চনখান্ যোধান্ দ্বিবিদস্য সাচিবান্।
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষো নাম দৌপাদ্রমনিধিঃ
নিহত ॥৪২৩

পুরমাসাদ্যমানস্য তত্র মুরুবর্ষতঃ।
যদ্‌ বৈরাজকং মুক্তঃ যদ্‌ মুক্তঃ তদবর্ণয়ৎ ॥৪২৪

মুক্তং ন তাৎ পদং তেন লোকবিস্মরকারকম্।
ঐশ্বর্যাদ্ভুতধিষ্ণ্য পক্ষিবক্ত্রসহায়বৎ ॥৪২৫

নিষেপূর্ণনিবাস্তত্র সমাদায় জবার্ণবম্।
অগাদ্ গরুত্মান্ গরিমা গরুত্মত পরস্তপ।
নিহত্য মুরুষড়্যাত্রঃ পাতালবিবরং যযৌ ॥৪২৬

তত্রেদং মুরুষড়্যাত্রঃ নামকং মুরুষাসতঃ।
যোগেশ্বরেশ্বরস্য স্মরতঃ শৃণুয়াদ্ যমুনুস্মরেৎ ॥৪২৭

যদুসভায় নাহ, প্রহ্লাদ ও অনুচরদিগকে আশ্বস্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে দ্বারকাপুরী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণপূর্বক গরুড়ে আরোহণ করত মহাবেগে যদুসেনাবৃত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রতি যাত্রা করিলেন। নরকাসুরের স্বরূপ উৎপাত তাঁহাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অদূরে শ্রীবিষ্ণুকে স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের মহাসৈন্যকে বাণের মহাসুরকে বধ করত অচিরে দেখিতে দেখিতে মুরাসুর ও তাহার অবশিষ্টের নিমিত্ত অস্ত্রাঘাতে মুরাসুরকে বধ করিলেন। পাশ অস্ত্র ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাশ অস্ত্রসমূহ ছেদন করত অবলীলায় মুরাসুরকে বধ করিলেন। তারপর বহু পর্বত অতিক্রম করত নরকাসুরী নিস্তন্ত্রাসুরকে মুষ্টিঘাতে প্রেরিত করিয়া ফেলিলেন।

যে একাকীই সহস্র যোদ্ধার সমান এবং যে একাকীই সকল দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে

করিয়াছে, সেই মহাবল ও যীর্যশালী হয়গ্রীব বধসহকে অসীমবেগবী সকল যাদবসৈন্যের আনন্দবর্ধনকারী বাসুদেব অনায়াসে যুদ্ধ বধ করিলেন।

ভগবান্ দেবকীনন্দন লোকিকলীলার জন্য অবতীর্ণ হইয়া পুরীতে উপস্থিত হইয়া বিরূপাক্ষ বধসহকে এবং পঞ্চ পঞ্চজন নামক যোদ্ধাগণ মহাসৈন্যসমূহকে বধ করিলেন।

তারপর যৌবনে যেগীশ্বরেশ্বর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের সহিত মহাসুরের সৈন্যগণের যুদ্ধপূর্ণ যেরূপ যুদ্ধের তার যোজনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লোকবিস্মরকারক সেই যো-তার যুদ্ধের সহিত পূর্বের কোন যুদ্ধই তুলনীয় নয়। স্বর্গবিহারী অনায়ত্ত যাদব শক্তি ও পক্ষ হস্তে লইয়া অনায়াসের উপর আপতিত হইল।

যে পাতাল। আটলক যাদবসৈন্য সংহার করত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাতালগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। অতিবেগবী মধুসূদন মধুবৈদ্যের ন্যায়

তত্ দৃষ্ট্বাঽব্রবীদ্ রামো দেব দেবেশ তারক।
কৃতান্তার্থে প্রযোক্ষ্যন্ মহাত্মন্। ৪৫৮

দুর্বৃত্তো লালয়িত্বাথ মহতঃ মধুসূদনঃ।
প্রত্যক্ষমেব সর্বেষাং যযাচে স্বর্গং প্রভো ॥৪৫৯

তেনৈবমুক্তিতঃ তত্র পপাত সহসা ভুবি।
উত্তমাঙ্গং মহাদেবস্য ক্ষুণ্ণং বজ্রহতো যথা ॥৪৬০

ভূমিস্তু পতিতং দৃষ্ট্বা। যে বৈ প্রাণাস্ত কুণ্ডলে।
প্রবার্য চ মহাবোধিঃ যত্নমকরোৎ ॥৪৬১

ভূমিরুবাচ।

সৃষ্টস্থিতৈব ভূতানাং নিধনঃ প্রভো।
অবশ্যমপি তথা ক্রীড়ন্ প্রজানুগ্রহণায় ॥৪৬২

ঈশ্বরবানুবাচ।

লোকানাং ধারণার্থায় পিতৃণাং স্বাধনায়।
ঔরসশ্চৈব পুত্রো মে ক্রিয়তাং পুরুষর্ষভ ॥৪৬৩

লোকহিতো ভূতস্তে ত্বং যেনাসি নির্মিতঃ পুরা।
সর্বলোকনমস্কার্যামভিধিং যাহি ভো ॥৪৬৪

কুণ্ডলে ঘর্ষসম্পূর্ণে তোয়েনৈনং বিমোহয়।
নৈবং মন্যুবশা কার্যো যং কৃতং ধরি তদ্বিধি ॥৪৬৫

যৎপ্রভাবাশ্চ যে পুত্রো নরকস্য মহাত্মনঃ।
তস্মাৎ পশ্য মহাভাগে তবাপত্যগণং কৃতম্ ॥৪৬৬

তখায় পদার্পণ করিবামাত্র নরকাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।৪১৮-৪২১

যে অস্ত্রবলোদ্ধতঃ। তখন দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলের নিমিত্ত ভূমিপুত্র মহাকায় নরকাসুরের সহিত দেবদেব মধুসূদনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ৪২৮

মহাবল মধুসূদন মুহূর্তকাল নরকাসুরের সহিত যুদ্ধ খেলা খেলিতে থাকিলে নরকাসুর তখন ভগবানের প্রতি চক্রাস্ত্র প্রয়োগ করিল। তখন ভগবান্ নিজ চক্রের দ্বারা তাহার চক্রকে ছিন্ন ভিন্ন সেই চক্রের দ্বারাই তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ৪২৯

নরকাসুর ভূমিতে পতিত হইবামাত্র তাহার মস্তক সহসা ভূমিতে পতিত হইল ৪৩০

নরকাসুরের মাতা ভূমি নরকাসুরকে নিহত দেখিয়া ঈশ্বরকে কুণ্ডল ফিরাইয়া দিলেন এবং মাধবকে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ৪৩১

ভূমি বলিলেন,—হে মধুসূদন! হে প্রভো! আপনিই নরকাসুরকে সৃজন করিয়াছিলেন এবং আপনিই তাহাকে বধ করিলেন। আপনি এইরূপ যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন; এখন কৃপা করিয়া নরকাসুরের পুত্রগণকে পালন করুন ৪৩২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—দেবী, তুমি, পিতৃগণ ও মহাত্মাগণের এবং সকল প্রাণীর শ্রীবৃদ্ধি উৎপাদনকারী আমার এই পুত্র সৃষ্টিকর্তা ও পূজনীয় ৪৩৩

এ সর্বলোকের হেতুর পাত্র, অতএব লোকরক্ষক হেতুক তোমার এই পুত্র সমস্ত সর্বলোকের নমস্য অভিষেকের উপযুক্ত হইয়াছে ৪৩৪

যে কর্মবশতঃ তাঁহার কুণ্ডল পতিত অপহরণ করিতে সাহস করিয়াছে; সুতরাং ইহাকে আমি বধ করিয়াছি। হে ভামিনি! আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইও না ৪৩৫

আমার প্রভাবে তোমার পুত্র উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ভার অপহরণ করিতে আমি অবতীর্ণ হইয়া আমি তাহাই করিয়াছি মাত্র। অতএব হে মহাভাগে! তুমি স্বস্থানে গমন কর ৪৩৬

ভীম উবাচ।

বিদ্ধি নরকং ভৌমং সত্যভামাসহায়বান্।
দুহিত্রা লোকপালৈশ্চ যদর্থং নরকো হতঃ ॥৪৩৭

অথাস্য মুষ্ময়ান্ নরকস্য ধনৌঘান্।
দদর্শ বেশ্মনস্তস্য বজ্রাণি বিবিধানি চ ৪৩৮

মণি-মুক্তা-প্রবালানি বৈদূর্য্যবিদ্রুমাণি চ।
অক্ষয়ান্নরকস্যাহং বিত্তান্ স্ফটিকানপি ॥৪৩৯

রাজ্ঞাং রত্নময়ান্তস্য পাত্রকুম্ভময়ানি চ।
প্রদীপ্তজ্বলনাকারি স্টীতরশ্মিপ্রভাণি চ ৪৪০

হিরণ্যবর্ণং রুচিরং বেশ্মনস্তস্য তদ্ধনম্।
অক্ষয়ং মুষ্ট তুষ্টং নরকস্য ধনং মহৎ ৪৪১

ন হি রাজ্ঞঃ কুবেরস্য তাদৃশং ধনসঞ্চয়ঃ।
দৃষ্টপূর্বঃ শ্রুতো বাপি যাদৃশং তস্য তদ্ধনম্ ॥৪৪২

ভীম বলিলেন,—কৃষ্ণিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিবার সময় সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। নরকাসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ লোকপালগণের সহিত তাহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৪৩৭

অনন্তর এই নরকাসুরের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা অক্ষয় ধন ও বিবিধ রত্ন দর্শন করিলেন ॥৪৩৮

মণি, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, অক্ষয়বাস, স্ফটিকরাশি ও প্রস্তরময় মণি, উহারা সকলে নির্ম্মিত হয়, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট রাজপুত্র, রাজপুত্র আদি বিবিধ সুবর্ণের ভাণ্ড এবং অক্ষয় ধনরাশির রাশি, সুবর্ণবর্ণ মনোহর কুবের বেশ্মসমূহ তথায় দর্শন করিলেন। যে রাজন্! ঐরূপ ধনরাশি পূর্ব্বে কখনও রাজা কুবেরের ভবনে ও ইন্দ্রের অমরাবতীতেও দেখা যায় নাই ॥৪৩৯-৪৪২

তখন ভগবানের সহিত অবস্থিত ইন্দ্র বলিলেন,—

ইন্দ্র উবাচ

ইমানি মণিরত্নানি বিবিধানি ধনানি চ।
বেশ্মসূত্রা মহাকক্ষ্যাস্তেষ্বেষোর্ণাদিনির্ম্মিতাঃ :

ভীমরূপাশ্চ মাতঙ্গাঃ প্রবালবিদ্রুমাঃ কথাঃ ৪৪৩
বিচিত্রাস্তি পতাকাশ্চিত্রাণি বিবিধানি চ।
যে চ বিশ্বকর্ম্মনাম্না বিত্তাবন্তঃ কবেশ্বরাঃ ৪৪৪

অষ্টৌ শঙ্খসহস্রাণি যেষাঞ্চাস্তোত্তমং ধনম্।
যোজিতান্যধিকৃত্যৈবং কায়ং তব জনার্দ্দন ৪৪৫

আবিধানি চ সূক্ষ্মাণি পরমাস্তরণানি চ।
কাম্বোজাদ্যৈশ্চ নৃপতিঃ প্রেষিতান্যস্মদর্থনাঃ ৪৪৬
চন্দনাগুরুনিষ্যাণি যানানি বিবিধানি চ।
এতৎ যে প্রাপ্তবিত্তানি বৃষ্ণ্যন্ধকবরিষ্বর ৪৪৭

ভীম উবাচ।

যেন-পক্ষবয়ানি হৈতেয়াস্তুরগাণি চ।
যানি সপ্তাশ্ব যুক্তানি নরকস্য বিশেষতঃ ৪৪৮

এই সকল মণিরত্ন, বিবিধ প্রকার ধন, বেশ্মরাজী, মহাকক্ষ্যা, তৌর্য্যত্রিক সমূহের ভবিষ্যসমূহ, প্রবালময় ধ্বজা, অঙ্গ পতাকাবিশিষ্ট সুবর্ণখচিত বহুমূল্য যন্ত্রসমূহ, বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় ধনী, চল্লিশ হাজার হস্তিনী, আট লক্ষ অশ্বশাবকের উত্তম ঘোড়, ও ঘোড়ামুখ, বেশ্মসমূহের নানা প্রকার শয্যা ও আসনসমূহ, অধিক কথা বলিতে সকল সুন্দর পক্ষিসমূহ, চন্দন ও অগুরু-বিরচিত বিবিধ যানসমূহ,—এই সমস্ত বস্তুই যে অক্ষিত্ত। আপনার যাবতীয় পৌরাণিক দিব ॥৪৪৩-৪৪৭

ভীম বলিলেন,—যেন, বৈতেয়, পক্ষবর্ণ, অশ্বমুখের যত রত্নরাশি নরকাসুরের পুরীতে ছিল, সেই সমস্ত বস্তুই শীঘ্র পরিত্যক্ত করিয়া যাদবাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মণিপর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৪৪৮-৪৪৯

এবং তু মন্ত্রকৃৎ সর্বঃ ক্রিয়ামারোপ্য বাসবঃ।
দাশার্হসহিতো সার্বমুপায়াদ্বিপর্বতম্ ॥৪১৯

তত্র পুণ্যা বসুর্বার্তা প্রজাশিক্ষাঃ সনূপজাঃ।
প্রেক্ষতাং দুহিতৃণাং বিদুষঃ সদসচ্চ ॥৪২০

ত্রিবিধা অবরস্তেষ চন্দ্রাদিত্যৌ যথা দিবি।
প্রভা তত্র সৈলজ বিবিধেষ্বিবাজতৎ ॥৪২১

অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ বাসবেন চ কেশবঃ।
শ্রীমদ্ভগো মহাবাহুর্বিবেশ মণিপর্বতম্ ॥৪২২

তত্র বৈদূর্যবর্ণানি স্বর্গ মধুস্রবঃ।
সভোবন-পতাকানি বাসাংসি পরমানি চ ॥৪২৩

চিত্রপ্রবিরমেয়াস্তঃ প্রবরো মণিপর্বতঃ।
যেষ্বচ্ছিন্নপতাকৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতঃ ॥৪২৪

হর্ম্যাণি চ বিশালানি মণিভূমিতলানি চ।
তত্রস্থা বরবর্ণাভা মধুগর্ভমুদ্রবন্ ॥৪২৫
গন্ধর্বগ্রহমুক্তাভাঃ স্ত্রিয়া দুহিতরস্তথা।
ত্রিবিষ্টপসমে দেশে বিষ্ঠিতমপরাজিতম্ ॥৪২৬
পরিবব্রুর্বাসবাদুমেকবেণীধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বাঃ কাঞ্চনবাসিন্যঃ সর্বাশ্চ বিদ্রুমেক্ষিণ্যঃ ॥৪২৭
অরজাংসি চ বাসাংসি বিভ্রত্যঃ কৌশিকানি চ ॥৪২৮
সমবেতা মনিংসংক চক্রুরভ্যাগতানি স্ত্রিয়া।
ঈক্ষমাণং হৃষীকেশং সর্বতঃ কমলেক্ষণাঃ ॥৪২৯
তত্রস্থা ঊচুঃ।
বাসুদেব সমাখ্যাতমস্মাভিঃ পূজনং তব।
আগমিষ্যতি গোবিন্দঃ সুধর্মাং সভামন্বহম্ ॥৪৩০

তখায় তখন পুণ্যবচন বাসু বহিতে লাগিল এবং দেবতাদের প্রজার বিধিক আলোচিত হইল। তাহা দেখিয়া দেবতাদের বিস্ময় উৎপন্ন হইল।৪১৯-

দেবগণ, ঋষিগণ, আকাশস্থিত চন্দ্র ও সূর্য ঐ মণ্ডলে প্রজার এমন জ্যোতিঃপুঞ্জ হইলেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের আকৃতিরও ভেদ বিশেষ বুঝা গেল না।৪২১

আমন্ত্রণপ্রিয়বাহ কেশব ইন্দ্র ও বলরামের অনুমতি লইয়া শ্রীমানে সেই মণিপর্বতে প্রবেশ করিলেন।৪২২

তখায় মধুস্রব বৈদূর্যমণির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বেদের পতাকা, বাস, ও বৃক্ষসমূহ দর্শন করিলেন।৪২৩

বিচিত্র সুবর্ণময় পতাকা ও প্রাসাদের দ্বারা পরিশোভিত এক ভূমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁর সেই মণিপর্বত শোভা পাইতে লাগিল।৪২৪

ঐ স্থানে বিশাল অট্টালিকাসমূহ, যাহাতে মণি নির্মিত সোপান (সিঁড়ি)-শ্রেণী রহিয়াছে। প্রাসাদসমূহে অবস্থিত উজ্জ্বলবর্ণা একবেণীধারিণী শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব ও অসুরগণের স্ত্রিয় কন্যাসমূহ সর্বদিক হইতে প্রায় মণিপর্বতস্থিত অপরাজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিলেন। সেই সকল আকাশচারিণী সংযতেন্দ্রিয়া সহস্রকন্যাগণ ভগবান্কে দেখা মাত্রই পরিজনে অবে অবে বরণ করিলেন।৪২৫-৪২৭

ঐ সময় অরু ও মহাপদ্মস্থিত কোন লোকই তাহাদিগকে টিকা দিতে পারিল না। তাঁহারা তাহাদের বারণ করিলেও উহা ধূলিশূন্য ছিল। সেই সকল মণিময়ধরা কন্যাগণ একত্রে মিলিত হইয়া হৃষীকেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৪২৮-৪২৯

সোঽহমদ্য নরকং হতা বিশুদ্ধঃ পুরুষর্ষভ ।
তৌরক্ষ দয়িতাং হৃষ্টো হরেরক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৪১১
তথা পঞ্চশতাঃ চৈব প্রাপ্যাহরণ বৈ বলাৎ ।
স্নেহমিশ্রেণ ভাবেন মুরারেরাত্মযোনেঃ। ঋষিস্তমি ॥৪১২
এবমুক্ত্বা বচো বীরঃ সেবর্ষির্নরভূষণঃ ।
তস্য চিন্তয়তো সত্যং অপো যোগমুপাগমৎ ॥৪১৩
তমেবংগতমাত্মানং মহাত্মা হৃষ্যাদ মাধবম্ ।
ইত্যেবং ঋষি সত্যং তৃষা পুরুষোত্তম ॥৪১৪
তপশ্চরন্ মহাতেজা বভূবাশ্রম ঈদৃশঃ ।
যাদবৈশ্চ বিবাহেন বিবাহঃ মুক্ত ন: প্রিয়ম্ ॥৪১৫
তত্রোহমুৎপ্রিয়কামার্থং কৃষ্ণস্য মাতুরেবচ ।
অযোনিজং বাসুদেবাদ নষ্টবাং তং ঋষিস্তমি ॥৪১৬

ভীষ্ম উবাচ ।

তাসাং পরমনারীণাং হরেরক্লিষ্টকর্মণঃ ।
স্নুষাভর্তৃষ-গর্ভা মূর্তীনাদিব যোগিনঃ ॥৪১৭
তত্র সম্প্রোপসঙ্গম্য বক্তুকামা মুনিশ্রেষ্ঠান্ ।
সম্প্রহৃষ্টা মহাত্মানো জনমেজয় ॥৪১৮

জনমেজয় উবাচ ।

সত্যং বচ পুরা যদুর্বিপ্রশাপনিমিত্তজম্ ।
সর্বভূতক্ষয়ক্ষন্ত মহর্ষিণি নারদ ॥৪১৯
বিষ্ণুর্নারায়ণো দেবঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ।
স কৌরং নরকং হত্বা ভর্তা যো ঋষিসত্তম ॥৪২০
বিভ্রাট্ ভগবিদ্যুক্তশ্চ বাসুদেবঃ মহাদ্যুতিঃ ।
কথং দর্শনমেবস্য সত্যং ঋষিভূষর্ষভি ॥৪২১

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! দেবর্ষি নারদ আমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন—শ্রীগোবিন্দ দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন ॥৪০

তিনি বিশুদ্ধ, দুষ্ট রাজাদিগের সংহারক প্রভৃতি বাসুদেবের অবিত্ব বর্ণনানন্তর নরকাসুরকে বধ করত আমার অতুল ধনরাশি তাহার আত্ত হইবেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ যোগাদিগকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিবেন। দেবর্ষি নারদের মুখে এই কথা শুনিবার পর হইতে আমরা সকলে আপনার জন্য ঘোর উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন হইয়াছি। তখন সেই সময় আসিল, যখন আপনাকে দর্শন করিব এই উৎকণ্ঠা। তখন বাসুদেব তুষ্ট আমরা সাধু সঙ্গ লাভিয়া হইয়া দর্শনের উপায় করিতেছি। হে প্রিয়! আপনি আমাদিগকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করুন ॥৪১-১৫॥

অনন্তর আমাদের উপর কৃপা করিয়া আমাদের প্রিয় কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত বাসুদেব বলিয়াছেন,—দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছেন, অতিশীঘ্রই তাহা সিদ্ধ হইবে ॥১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—সেই সকল পরমা সুন্দরী নারীগণের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া মুনি শ্রেষ্ঠ নর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ও গান্ধর্বমত বিবাহ মুনিরে তাঁহার দর্শন করিলেন ॥১৭

সেই মহাত্মাগণ শ্রীনারায়ণের সমতুল্য নর দর্শন করত পুলকিতান্তরে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলেন ॥১৮

জনমেজয় বলিলেন,—সকল প্রাণী যাঁহার প্রতি কৃতান্ত, সেই দেবর্ষি নারদ এবং যাঁহার দেবতা পূর্বে যে বলিয়াছিলেন, "শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু আর পৃথিবীর নরনাথকে বধ করিয়া তোমাদের পতি হইবেন," আজ তাহা ধন্য হইল আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের দর্শন লাভ হইয়াছে।

যং প্রিয়ং তব পশ্যাম বক্তুং ব্রূহ্যপরং তু তে।
সর্বেষাং কৃতকার্যাঃ স্মো বরমস্য বরাদ্বয়ম্ ॥৪৭২

ভীষ্ম উবাচ।

উবাচ ন মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বাত্মা জাতমন্যুবাঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা ত্বয়ি বিশালাক্ষ্যাস্তৎ সর্বং যো ভবিষ্যতি ॥৪৭৩

ভীষ্ম উবাচ।

তাবিমৌ সর্বলোকানি পর্যবিক্ষ্য বিভাবসূ:।
ত্রিশিখং ক্ষপয়িত্বাথ দেবতা-গৃহতক্ষকাঃ ॥৪৭৪

বৈকর্তনমুখে কৃষ্ণে ধনিষ্ঠর্ক্ষমুপস্থিতম্।
ত্রিপ্রস্থাবোপয়াতাস্তে তথান্ দেবকীসুতঃ ॥৪৭৫

সপত্নিকমমাত্যং স্বানালভ্যোপস্পৃশন্ জলম্ :
পাণ্ডবাদ্বয়মৈক্ষ্বাকং শত্রুস্তবমিদং জপন্ ॥৪৭৬

ভূভূক্ষিণ্ড মহাবৈন্দ্র ভূরিদ্যুম্ন বিবেকিন্।
শত্রুপ্রায়মহাপাপ্মন্ বিদ্ধি বিদ্ধীতি মাধবম্ ॥৪৭৭

তং অবেহ্যনুভূ: সৌম্যিস্তথা গরুড়োপরি।
পতন্তং সর্বভূতানাং পাতি পর্বতম্ ॥৪৭৮

উপেন্দ্রং বলদেবঞ্চ বাসবঞ্চ মহাবলম্।
তত্র ত্রয়োদশমুনং পর্বতঞ্চ মহাবলম্ ॥৪৭৯

বাসুদেবাত্মকং দিব্যং ভূয়ং ব্রহ্মাপরং শুভম্।
বপুষ্কমবিকৈর্দেবৈর্হ্যভিষিক্তোপমম্ ॥৪৮০

বিষ্ণু সর্বাণ্ড সংবাহং ন চক্রে গরুড়ং বয়ম্।
আরুরুহুঃ পর্বতাগ্রাণি পাণ্ডবাঃ সহ
দ্রৌপদীকম্ ॥৪৮১

সংবাহয়ন্ মহাত্মানি বৈকর্তনপদং গতঃ।
ব্রহ্মক্ষত্র-ভাবাগ্রং সত্যবীর্যং অবেক্ষতা ॥৪৮২

প্রভাতালম্বিতকথা চন্দ্রসূর্যোপমৌ তথৌ।
দেবৌ শিবমবাপাস্ত মহাত্মং মধুসূদনঃ ॥৪৮৩

দেবস্থানানি সর্বাণি দৃষ্ট্বা ভরতর্ষভ :
দেবৈশ্চ সহ তাংস্তত্র সংবাদাংশ্চ দুর্বিদান্ ॥৪৮৪

মাধবের কথা সত্য পরিণত হইল। মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডলে আমরা কৃতার্থ হইলাম ॥৪৭৪-৪৭২

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন মহাপ্রাজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণ ক্রোধাবেশে সেই সকল কথাকে বলিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—"তোমরা যাহা যাহা বলিতেছ, সে-সকলই তোমাদের পূর্ণ হইবে ॥৪৭৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন পুরুষবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মন্ত্রিপর্বতের অন্য বিষয়সমূহ ধারা সমস্ত দেখ ও দেবতা এবং রাক্ষসগণকে প্রবেশ করাইয়া অন্য পর্বতের মাথায় মন্ত্রিপর্বত আরোপিত করাইলেন ॥৪৭৪-৪৭৫

পক্ষি, মানুষ, বাঘ (হিংস্র জন্তু), ভূত, সর্প, রাক্ষস, প্রেতগণ, পিশাচ, বায়ু, যক্ষ, ভল্লুক প্রভৃতি পশুগণে পরিপূর্ণ এবং মহাপ্রাণ, মহাসত্ত্ব ও মহাবলশালী সেই পর্বতকে সকলের মাথাতেই উপেন্দ্র দেবতীনন্দন গরুড়ের উপর সংস্থাপিত করিলেন ॥৪৭৬-৪৭৮

উপেন্দ্র, বলদেব, মহাবলশালী বাসব (ইন্দ্র), চন্দ্রসূর্যসদৃশ যজ্ঞের দিব্য বপু এবং মহাপরিপূর্ণ সেই মন্ত্রিপর্বতকে মহান্ তেজ মহাবিষ্ণি-বিষয়ক্ষুণ্ণ গরুড় নিজ পক্ষবায়ুতে দেবদিকে মহাবেগ সৃষ্টি করিতে করিতে এবং পর্বতাগ্রভাগ ও বৃক্ষসমূহ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়া আসিলেন ॥৪৭৮-৪৮১

গরুড় বৈকর্তন (জ্যোতিষ) পথে গমন করিতে করিতে মহাবেগবলযুক্তকে যত বিবশ করিতে আসিলেন এবং নিজ বেগে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতিকে অতিক্রম করত চন্দ্র ও সূর্যের পথকে অতিক্রম করিলেন। যে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ মধুসূদন সুমেরু পর্বতের মধ্যে শিবের অংশভূত

ভাগবতাগ্রণীরেষ অম্বরীষঃ পরন্তপ।
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং স্থানং দেবলোকবিনির্মিতম্ ॥৪৮৩
সপ্তাবরণসম্পন্নং ভাবরুদ্ধং জরাদিভিঃ।
সোহতিষ্ঠদ্ভাজিতো যত্র পাদাবনিজশীকরৈঃ ॥৪৮৪
অম্বরীষপুরোধাশ্চ ব্রহ্মণেতিবিনির্ঘৃণঃ।
অথৈনং দুঃখদে দিষ্ট্যা দদাহ তপ ঈশ্বরঃ ॥৪৮৫
যস্যানি চ পরার্ধ্যানি ভাবেন সহ কেশবঃ।
প্রতিগৃহ্ণ চ তৎ সর্বমতিমেনুন্মুদং ॥৪৮৬
পূজয়ামাস লোকাংস্ত্রীন্ সহেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্।
সর্বে অহেন্দ্রবহ্নয়ো কৃতস্য মহিমাঃ তথা ॥৪৮৭
সত্যভামাস্তু সংস্থাপ্য অতিথ্যে বৈ স্বয়ংবরং।
যা তস্যাঃ সত্যভামায়াঃ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠিকীর্ষয়া ॥৪৮৮
বরং প্রাদাদ্ দেবমায়া সত্যাদ্যৈ বিশ্বরূপধৃক্।

অধিত্যুবাচ।
জন্মাং ন যাচসি বধূনাং বৈ কৃষ্ণমানুষম্।
সর্বপত্নতপোদেশো অতিস্তপি মহানসে ॥৪৯১
ভীম উবাচ।
বিদিত্বা সত্যভামা বৈ সহ পত্ন্যা সুমধ্যমা।
পত্ন্যাপি সদনুজ্ঞাতা যযৌ কৃষ্ণনিবেশনম্ ॥৪৯২
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্বিস্ময়ং পরমেষ্ঠিনঃ।
দ্বারকাং প্রবিশন্ কৃষ্ণো দেবলোকবিনির্মিতাম্ ॥৪৯৩
সোহতিপ্রীত্যা ভগবান্ দর্শয়ন্ লোকমাত্মনঃ।
স্বর্গায়নপুরারামপদাঙ্কং পুরোঽহরৎ ॥৪৯৪
(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামযোর্দ্বারকায়াঃ প্রবেশঃ।)
ভীম উবাচ।
তাং পুরীং দ্বারকাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বাসবো ভবিঃ।
ওষ্টঃ সর্বর্ধিসম্পন্নাং প্রাবেশয়ৎ সুপক্রমে ॥৪৯৫

বিশ্বেশ্বর, দাতা ও মহদ্‌গণের দেবযানমার্গ বর্ণন করিলেন ॥৮৭-৮৮

যে পরন্তপ। অম্বরীষপুরোধাঃ বিশ্বামিত্র অতিক্রুদ্ধ হইয়া পুণ্যতম দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া সপ্তাবরণে কৃষ্ণ শ্রীচরণে অবস্থান করিলেন এবং যজ্ঞ সর্ব দেবতা ও মহর্ষি সমভিব্যাহারে প্রজাপতিগণ কর্তৃক বন্দিত হইয়াও দেবলোকে অম্বরীষের চরণতল ধৌত করার বলরামের সহিত কেশব উহাকে কৃতলক্ষ্য ও পরার্ধ্যপরিমিত রত্নসমূহ প্রদান করিলেন। অতিথি সেই সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করত দুঃখপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের যথোচিত সপ্তার্চনা করিলেন।

অহেন্দ্রবহ্নিরা সহ তখন কৃষ্ণমহিষী সত্যভামাকে লইয়া অতিথির হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বরূপধারী দেবমায়া অতিথি তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলত সত্যভামাকে এই বর প্রদান করিলেন।

অতিথি বলিলেন,—(এখানে) যে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যবিগ্রহে অবস্থান করিবেন, সে পর্যন্ত বধূ তুমি অন্যান্যে যাইবে না এবং সর্বসহস্রবিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিবে ॥৮৯-৯১

ভীম বলিলেন,—(এই বলিয়া তিনি সত্যভামাকে বিদায় দিলেন;) সুমধ্যমা সত্যভামা অন্যান্য সহধর্মিণীর সহিত এবিষ্ণু অতিথি পূজিয়া বিদায় দিয়া বর্ণন করত তাঁহার নিকট বিদায় ও অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণনিবেশনে প্রবেশ করিলেন ॥৯২

ভাগবত দেব ও মহর্ষিগণকর্তৃক সেবিত হইয়া অতিথি শ্রীকৃষ্ণ দেবলোক হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন ॥৯৩

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গপথ প্রদর্শন করিয়া পুরোভাগ দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৯৪

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দ্বারকায় প্রবেশ)

ভীম বলিলেন,—সর্বসম্পদের শ্রীযুক্ত বাসবের সর্বঋদ্ধিপূর্ণ দ্বারকাপুরী দর্শনে আনন্দিত হইয়া

সৌধপঙ্‌ক্তৈঃ সুকৃতগাংশ্চ যজ্ঞানামাবহাম্ বহূন্।
সমন্ততো দ্বারবত্যাং নানাপুষ্পফলান্বিতান্ ॥৪৯৬
অর্কচন্দ্রপ্রতীকাশৈ-রেকৈকৃটনিবেশনৈঃ চৈব।
দ্বারকা দৃশ্যতে রম্যা সুকৃতা বিশ্বকর্মণা ॥৪৯৭
পদ্মবর্ণাকুলাভিশ্চ হংসসেবিতবারিভিঃ।
গঙ্গা-সিন্ধু-প্রকাশাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতা ॥৪৯৮
প্রাকারোর্কবর্ণেন পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা।
বিদ্যুদ্বি বিবিধৈশ্চৈব গৌরিবাভ্রপরিষ্কৃতা ॥৪৯৯
নন্দনপ্রতিমৈশ্চাপি মিশ্রকপ্রতিমৈর্বনৈঃ।
জাতি চৈত্ররথং দিব্যং পিতামহবনং যথা ॥৫০০
বৈভ্রাজপ্রতিমৈশ্চৈব সর্বর্তুকুসুমোৎকটৈঃ।
জাতি তাদ্রপরিক্ষিপ্তা দ্বারকা দৃশ্যতে পুরী ॥৫০১
জাতি বৈবতকঃ শৈলো রম্যাদ্রিপূর্বদর্শিবঃ।
পূর্বস্যাং দিশি রম্যায়াং দ্বারকায়াং বিভূষণম্ ॥৫০২
দক্ষিণস্যাং সমাবেষ্টঃ পঞ্চবর্ণো বিরাজতে।
ইন্দ্রকেতুপ্রতীকাশঃ পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতঃ ॥৫০৩

হৃদয়ঙ্গমো দ্বারবতঃ শৈলশ্চিত্রপুষ্পদ্রুমাবৃতঃ।
উত্তরস্যাং দিশি তথা মেরুপ্রস্থো বিরাজতে ॥৫০৪
সর্বরাত্রিপ্রতীকাশঃ পাণ্ডুঃ পাণ্ডুরকৈর্নগৈঃ।
চিত্রকল্পদ্রুমাকীর্ণঃ পাণ্ডুরস্তত্র তথা ॥৫০৫
সর্বর্তুকমলা চৈব জাতি রৈবতকং প্রতি।
সমাবেষ্টঃ সমন্তাৎ তু মেরুপ্রস্থবনং মহৎ ॥৫০৬
জাতি তালবনং চৈব পুন্নাগং পুরুষৌজসম্।
তরুবরং পরিষার্যৈবং চিত্রপুষ্পং মহাবনম্ ॥৫০৭
শতপত্রবনং চৈব করবীরকুরুন্তি চ।
জাতি চৈত্ররথং চৈব বনঞ্চ মধুমাধবম্ ॥৫০৮
তথৈব জাতিবনং চৈব মেরুপ্রস্থস্য সন্ততম্।
জাতি পুষ্করিণী রম্যা পূর্বস্যাং দিশি ভারত।
বহুস্তম্ভপরীবারা হেমবজ্র মহাপ্রভা ॥৫০৯
মহাপুরীং দ্বারবতীং পঞ্চাশদ্ভির্ভূষিতাম্।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রম্যাং ভাসয়ন্তীং সমন্ততঃ ॥৫১০

তখায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন ॥৪৯৫

প্রবেশ করিতে করিতে ভগবান্ দ্বারকাপুরীস্থিত জল ও স্থলে পরিপূর্ণ রমণীয় নানাবিধ চারিদিকে দেখিতে পাইলেন ॥৪৯৬

বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা সূর্য ও চন্দ্রতুল্য হেমোপাধ্যায় ও পর্বতসদৃশ অট্টালিকা সমূহে এই দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন ॥৪৯৭

এই দ্বারকাপুরী পদ্মবর্ণজলযুক্ত আকুলা, হংসসেবিত জলে পরিপূর্ণা; গঙ্গা ও সিন্ধুতুল্য পরীবা ও জলপূর্ণা, পাণ্ডুবর্ণ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আকাশস্পর্শী প্রাচীরে পরিবেষ্টিতা, মেঘমণ্ডলপরিবৃতা আকাশের ন্যায় অস্থাতা; নন্দনবনতুল্য মিশ্রকবনযুক্ত বনসমূহে পরিপূর্ণা ঐ দ্বারকাপুরী ভগবান্ দিব্য চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥৪৯৮-৫০০

সকল ঋতুর সমস্তাত্ত্ব পুষ্প ফলযুক্ত প্রফুল্লিত হওয়ায় দ্বারকা আকাশস্থ তারকামণ্ডলপরিবৃত ঊর্ধ্ব ন্যায় দেখাইতেছিল ॥৫০১

দ্বারকার পূর্বদিকে রমণীয় শাদ্ব ও অদ্রির (প্রাকার) বিশিষ্ট বৈবতক পর্বত দ্বারকাপুরীর অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥৫০২

পাণ্ডুপর্বত। দ্বারকার দক্ষিণ দিকে পঞ্চবর্ণ সমাবৃত ইন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। দ্বারকার পশ্চিম দিকে বিচিত্র পুষ্পতরু সমাবৃতবিশিষ্ট সুরম্য দ্বারক পর্বত এবং উত্তর দিকে পাণ্ডুবর্ণ সর্বঋতুপুষ্পফলযুক্ত মেরুপ্রস্থনামক পর্বত বিরাজিত।

বৈবতক পর্বতের চারিদিকে বিচিত্র কুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পাদপসমূহ বন এবং সকল ঋতুর সর্বপ্রকার পুষ্পে পরিপূর্ণ সর্বঋতুবন শোভা

অপ্রবেয়াং অহাসংবেয়াং মহাধাবপরিশ্রয়াম্।
প্রাসাদবলভীযাং খেলপ্রাসাদশালিনীম্ ॥৩১১
গোপুরদ্বারমহতীমট্টালৈঃ সমলঙ্কৃতাম্।
পরিখাদুর্গগহনাং দুষ্প্রধর্ষাং পুরীম্ ॥৩১২
অষ্টভী রুদ্রসংখ্যাভি প্রাকারৈ রভিরীজিতাম্।
সমুদ্রিতপতাকাভি র্যুতাং হেমপুরীং যথা ॥৩১৩
অষ্টযোজনবিস্তীর্ণমষ্টচক্রং যাবপ্রয়াম্।
বিভক্তোপনিবেশাঢ্যং বর্ম ধারকায়াং পুরীম্ ॥৩১৪
অষ্টমার্গাং মহাকক্ষাং মহাযোদ্ধপচত্বরাম্।
এষা মার্গপরিক্ষিপ্তাং সাক্ষাদ্ভুবনসা কৃতাম্ ॥৩১৫
বৃহদ্ভাগস্তথা বার্তা সত্ত্ব তৈব মহাপথাঃ।
তত্র সা বিহরঃ সাক্ষাদ্রমা বিশ্বকর্মণা ॥৩১৬

কাঞ্চনৈর্মণিসোপানৈরুপেতা ভবনদ্যুভিঃ।
শীতলাবসথাগারৈঃ প্রাসাদৈরুত্তমৈর্যুতা ॥৩১৭
তস্যাং পুরবরশ্রেষ্ঠে মাসার্ধাং ন্যবসদ্বিভুঃ।
যেষ্মিন্ জনকয়ে কৃষ্ণ, ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥৩১৮
সুধর্মিকপতাকাভি পরিষ্কৃতবিভাভি চ।
কাঞ্চনাভি তাবদ্ভি রেকৈকৃষ্টবিভাভি চ ॥৩১৯
সুধাপাণ্ডরপূর্ণেন্দ্ শতকুম্ভপরিস্কৃতৈঃ।
রত্নজালবৃতাপূর্ণৈঃ সর্বতঃ স্ফটিকৈঃ শুভৈঃ ॥৩২০
সংবৈর্যঃ পাণ্ডরৈশ্চন্দ্র মণিকূটৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
সংবৃতাং সুমনোবাহৈঃ সর্বতুফলপাদপৈঃ ॥৩২১
মণিকাঞ্চনভৌমৈশ্চ প্রবাড়ুষ্টচলৈরুতাম্।
জাম্বুনদময়ৈর্দিব্যৈর্ভূষিতাং নগরশ্রিয়া ॥৩২২

বিস্তার করিয়াছে। দ্বারকাপুরীর চারিদিকে সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট দৃঢ় প্রাকার পরিপূর্ণ সুশোভন বিরাজমান রহিয়াছে। এই সুবৃহৎ পর্বতকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্রপুষ্পবন মহাবন ও কমনীয় কুসুমের বন বিরাজিত। বৈরথ, সর্বতু, ভদ্র ও ভাবন নামক চারিটী বন বেদুর্য পর্বতের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। দ্বারকার পূর্বদিকে একলক্ষ যজনবিস্তার (৪০০ হাত দীর্ঘ) রমণীয় পুষ্করিণীও বিরাজ করিতেছে।৩০৩-৩০৯

পতাকাদি দ্বারকার পূর্ববর্ণিতা চতুর্দিকে আলোকরক্ষাকারিণী বিচিত্রবেশধারিণী মহাপুরী দ্বারকাতে ভগবান্ প্রবেশ করিলেন।৩১০

ভগবান্ প্রবেশ করিতে করিতে অপ্রবেয়া, অদৃশ্যা, অতি গভীর পরিখাপরিবেষ্টিতা, শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ও খেলবর্ণপ্রাসাদে শোভিতা, তীক্ষ্ণ যন্ত্র ও পতাকা প্রভৃতি যন্ত্রসমূহে পরিপূর্ণা এবং লৌহের মহাচক্রসমূহের দ্বারা আকীর্ণা দ্বারকাপুরীকে দর্শন করিলেন।৩১১-৩১২

ভগবানের অনুগামী দেবরাজ যেমনিভাবে দেবপুরের ন্যায় দ্বারকাপুরীরও প্রাচীরের উপর বিচিত্রীর ন্যায় ভয়ানকাকৃতি উদ্যতাস্ত্র পতাকাবিশিষ্ট সহস্র সহস্র বল বিরাজ করিতেছে, দ্বারকাপুরী বৈদেহী দ্বাদশ যোজন এবং বিস্তারে আট যোজন। ইহার বিভাগ স্থান ব্যাপিয়া পুরীর উপনিবেশ স্থিত হইয়াছে। পুরীতে আটটী মার্গ, যোড়শটী মহাচত্বর, দুই দুইটী দ্বারের অন্তরালে এক একটী মার্গ, আটটী মহাপথ। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত কাঞ্চন ও মণিময় সোপানে পরিশোভিতা দ্বারকাপুরী ভগবানের আগমন বর্ণন করিতেছেন; পুরীমধ্যস্থিত উত্তম প্রাসাদসমূহ হইতে দেবতাদের অতি চঞ্চল হইয়া পুরীকে সুশোভিত করিতেছে।৩১৩-৩১৭

ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) পুরীমধ্যে উচ্চপতাকাবিশিষ্ট কাঞ্চনময় যোগ্যস্থানে যেস্থানসমূহ প্রাসাদসমূহ বর্ণন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।৩১৮

সুধাধবল ও পাণ্ডুবর্ণযুক্ত, কাঞ্চনময় পরিচ্ছদ ও মণিময় মাল্য, ওষধি ও পূজ্য পরিশোভিত এবং দর্শনীয়ে বিভূষিত, পর্বতসমূহের ন্যায় উচ্চাকার, অট্টালাকারে অবস্থিত, নিধারি ও পতাকাবিশিষ্ট বহু

সর্বর্তুফলসম্পন্নৈর্দিব্যৈরুপবনৈর্বৃতঃ।
বনমালাকুলা ভূমৈর্বিচিত্রৈরিব পর্বতৈঃ ॥৫২৩
পদ্মসৌগন্ধিকৈশ্চ পুষ্পবদ্ভিরলঙ্কৃতঃ।
তুল্যপর্বতসন্নিকাশৈর্নানারূপৈর্বিরাজিতঃ ॥৫২৪
অন্তঃস্থিতৈরাপ্রমেয়ৈর্বিহিতৈর্বিশ্বকর্মণা।
আদিত্যস্যেব কিরণৈর্ব্যাপ্তমভ্রান্তরং যথা ॥ ৫২৫
হৈমৈর্মাল্য-ধ্বজাভৈশ্চ ধ্বজৈরুচ্ছ্রিতকেতুভিঃ।
তপনীয়াম্বুজৈশ্চিত্রৈঃ স্রগ্ভিরোগবতী যথা ॥ ৫২৬
কৃষ্ণাগুরুসুগন্ধৈশ্চ ধূপগন্ধসুখোদ্গমৈঃ।
মুক্তিমদ্ভিশ্চ স্রগ্দামপ্রভাভিরুপশোভিতঃ ॥৫২৭
বাসুদেবস্য পরমৈর্নৃপমৌর্যৈরলঙ্কৃতঃ।
বৃতঃ শ্বাসবতীব যৈর্দৈত্যৈর্বিব সংবৃতা ॥৫২৮

সাক্ষাদ্ ভবতো দেব বিহিতং বিশ্বকর্মণা।
বপুস্তদেতদ্ভবতশ্চক্ষুর্মোহবিনাশনম্।
তাবদেব চ বিস্তীর্ণবিমলেঃ সর্বাবয়বৈঃ ॥৫২৯

প্রাসাদবরসম্পন্না মুক্তং তদ্ধি পরৈঃ।
ষট্ চক্রাণ সমারূঢ়ো যাদবশ্চোদিতঃ ॥৫৩০
প্রাসাদং পদ্মবাহস্ত সর্বতো যোজনায়তম্।
হেমোদ্রিমিব দিব্যৈঃ পুরুষৈরধিরূঢ়বান্।
তস্মিন্যাঃ প্রমদা বালা বিহিতাঃ সুরযোষিতা ॥৫৩১

সভ্যতামা পুনর্বেশ্ম সর্বা বরতি পাণ্ডব।
বিচিত্রমণিসোপানং হ বিদুঃ শৈলমিতি ॥৫৩২

বিমলাদিত্যবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
ষড়ভিরঙ্গৈরুপেতং চতুর্ভির্দিগ্ভির্মহাদ্ভুতম্ ॥৫৩৩

পরিপূর্ণ গৃহাদির দ্বারা বাসুদেবোক্তি অন্বিত ব্যাস দ্বারকাপুরী অভিনব দেখা পাইতেছেন ॥৫১৯-৫২১

গৃহসমূহের মেঘস্পর্শী মণি এবং কাঞ্চনময়, উদ্যানের পরিমাজির, প্রাসাদসমূহ হাদুবল(বর্ণবিশেষ)-ময়, অর্গলসমূহ বৈদূর্যমণিনির্মিত, সকল বস্তুতেই সুবাসযুক্ত এবং রত্নালঙ্কার ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ, সুতরাং রমণীয় লাগে, তাহা ও পুরবাসিগণ পর্বতসমূহের ন্যায় দেখাইতেছে ॥৫২২-৫২৩

পুষ্পগন্ধিতুল্য সৌভাগ্যশালিনী পরমবর্ণ সুবর্ণময়ে পরিপূর্ণ, দেবসন্নিভ্রূপা জাতিবিশিষ্ট বিশ্বকর্মা-নির্মিত অন্তঃপুরসমূহে বিশ্বাসযোগ্য অভিনব উক্ত গৃহগুলি সূর্য ও চন্দ্রের মার্গকে যেন আচ্ছাদন করিয়াছে, তাহাতে উহাদিগকে গগনস্থিত নানাবর্ণবিশিষ্ট মেঘের ন্যায় দেখাইতেছে ॥৫২৪-৫২৫

দ্বারকাবাসীর অভিমতফলের নিবাসভূমিতে গৃহরূপ দ্রুমসমূহ প্রকৃত নাগগণে আকুলিত ভোগবতীর (পাতালে গঙ্গা) ন্যায় মহাভাগ্যবানী দ্বারকাবাসে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা ধারণ করিতেছে ॥৫২৬

সাক্ষাৎ ভবতো দেব বিহিতং বিশ্বকর্মণা।
বপুস্তদেতদ্ভবতশ্চক্ষুর্মোহবিনাশনম্।
তাবদেব চ বিস্তীর্ণবিমলেঃ সর্বাবয়বৈঃ ॥৫২৯

প্রাসাদবরসম্পন্না মুক্তং তদ্ধি পরৈঃ।
ষট্ চক্রাণ সমারূঢ়ো যাদবশ্চোদিতঃ ॥৫৩০
প্রাসাদং পদ্মবাহস্ত সর্বতো যোজনায়তম্।
হেমোদ্রিমিব দিব্যৈঃ পুরুষৈরধিরূঢ়বান্।
তস্মিন্যাঃ প্রমদা বালা বিহিতাঃ সুরযোষিতা ॥৫৩১

সভ্যতামা পুনর্বেশ্ম সর্বা বরতি পাণ্ডব।
বিচিত্রমণিসোপানং হ বিদুঃ শৈলমিতি ॥৫৩২

বিমলাদিত্যবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
ষড়ভিরঙ্গৈরুপেতং চতুর্ভির্দিগ্ভির্মহাদ্ভুতম্ ॥৫৩৩

কৃষ্ণবর্ণ মহাদ্রুমের পরিশোভিত, দ্বারাবতীর অন্তঃস্থলে চতুর্বর্ণবাসকারী, দক্ষিণদিকে অবস্থিত রত্নময় মহাদ্রুমের আশ্রয়ে, সহস্র সহস্র নারীগণের প্রভায় আকুল, বাসুদেবের ইষ্ট প্রভৃতি পঞ্চবিংশিষ্ট-গৃহরূপ দেবদ্রুমে অলঙ্কৃত দ্বারকাবনী দেবরাজের আকাশের ন্যায় দেখাইতেছে।

দেবরাজ সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মানির্মিত দেবদেব ভগবানের আলয় চারিযোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত অনুপমীয় পর্বতসদৃশ উচ্চ প্রাসাদরাজকে বর্ণন করিলেন।

স্বয়ং ইহার আদেশে মহাত্মা বিশ্বকর্মা এক যোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত সুমেরু পর্বতের সমান উচ্চ প্রাসাদে ভক্তিমান নিবাসের জন্য নির্মাণ করিয়াছেন ॥৫২৭-৫৩১

সত্যভামার গৃহটী পারিজাতবৃক্ষ, ইহার সোপানসমূহ বিচিত্র মণিবিনির্মিত, ইহাকে 'শৈলবাস' বলিয়া সকলে জানিত ॥৫৩২

নির্মল সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট পতাকাসমূহে

স চ প্রাসাদমুখ্যাগ্র্য আবসথ্যা বিভূষিতঃ।
প্রভয়া সুরসৈন্দ্রিত্রৈলোক্যমিব ভাসয়ন্ ॥৩৫৪
যত্র পাণ্ডবর্ষভস্যাসন্ হৈমাস্তিস্রঃ শ্রিয়ঃ।
বিষ্কম্ভাস্তরসংস্থাঃ কৈলাসশিখরোপমাঃ ॥৩৫৫
আসনং প্রথমং তাসাং প্রথমস্যাভিষেচনম্।
দাসবদ্ভিরমাত্যৈশ্চ উপাসীনৈরধিষ্ঠিতম্ ॥৩৫৬
অস্মিন্ পাদাবসাদ্যাস্য ভূমিষ্ঠা মূলসানুনা।
মুঞ্জকেশী নাম বিখ্যাতা কেশবস্য নিবেশনী ॥৩৫৭
পঞ্চকূটা ইতি খ্যাতঃ পঞ্চযোজনো মহাপ্রভুঃ।
সুপ্রভায়া মহাবাহো নিবাসঃ পরমার্চিতঃ ॥৩৫৮
যত্র সূর্যপ্রভো নাম প্রাসাদবর উচ্ছ্রিতঃ।
সপ্তভূমিঃ সুকক্ষ্যশ্চ স হতঃ পার্থিবৈর্যদা ॥৩৫৯
বৈদূর্যবরবর্ণাভঃ প্রাসাদো দয়িতপ্রভঃ।
যং বিদুঃ সর্বভূতানাং বিশ্বকর্মেব চাপরঃ।
যাদঃ স বিস্ময়ায়া দেবর্ষিগণপূজিতঃ ॥৩৬০

অধিষ্ঠা বাসুদেবস্য ভূষণং সর্বকেশজম্।
যত্র প্রাসাদমুখ্যাগ্র্যে বিহিতঃ সর্বশিল্পিভিঃ ॥৩৬১
অতীব ভয়ং সোদ্বেগ্যং প্রবেপয়তি বিষ্টপম্।
প্রভয়া যস্য পুরিতঃ সর্বশিল্পিভিঃ ॥৩৬২
অধিষ্ঠা বাসুদেবস্য কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।
প্রাসাদো বিরজো নাম বিরজস্কো অবাস্ত্রজঃ ॥৩৬৩
উপস্থানমুখং তাত কেশবস্য মহাত্মনঃ।
যত্র প্রাসাদমুখ্যাগ্র্যে যং হত্বা ব্যথয়াৎ পুরা ॥৩৬৪
যোজনায়তবিস্তীর্ণং সর্বরত্নময়ং বিভোঃ।
তেজসা যস্য বিহিতাঃ সর্বে হ্রস্বগতাঃ পতাকিনঃ ॥
সদনে বাসুদেবস্য মার্গসংস্থস্য ভারত ॥৩৬৫
ষষ্টীরালানি হৈমানি সংযতানি নিবেশনে।
আহৃত্য বসুনিলয়ে বৈরাজ্যায়লো মহান্ ॥৩৬৬
হংসকূটশ্চ যত্রাস্তে শিখরং মেরুসন্নিভম্।
যত্র চাসন্নুৎসবেষু যোজনান্যষ্ট তদ্ ॥৩৬৭

অনন্তর, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, যে উত্তম প্রাসাদে বাস করেন; যাহাকে আবসথ্য বলা হইয়াছে; যিনি অমরাবতীর প্রভায় যেন উহা ত্রৈলোক্যকে উদ্ভাসিত করিতেছেন ॥৩৫৩-৩৫৪

সভাভাগে ও আবসথ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানে পাণ্ডুবর্ণ কৈলাসশিখরতুল্য, আর্যব্রতাদের সুবর্ণে আসনের অগ্রভাগ প্রথিত, যাহা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া দাসতুল্য বিনত 'সেক' নামে যে পৃথ্বী বিরাজিত, উহাতে পাদাবসাদ্যা মূলসানী মুঞ্জকেশী ভগবানের নিবেশনে বাস করেন ॥৩৫৫-৩৫৭

মহাবাহো। পরম তার পর্বতবিশিষ্ট ও পরমপূজিত মহাপ্রভাবশালী, 'পঞ্চকূট' নামে যে প্রাসাদশ্রী আছে, উহাতে ভগবানের সুপ্রভা নাম্নী পত্নী বাস করেন ॥৩৫৮

হে মূলসানী। সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট 'সূর্যপ্রভ' নামক প্রাসাদে ভগবান্ তাঁহার সুপ্রভা নাম্নী পত্নীর বাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন ॥৩৫৯

বৈদূর্যমণির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হরিবর্ণে প্রভাশালী যে প্রাসাদশ্রী বিরাজমান, যাহাকে সকলেই 'হরি নামেই জানে' এবং যাহা সর্বপ্রাসাদের মূলস্বরূপ, দেবর্ষিগণপূজিত সেই প্রাসাদে ভগবানের মহিষী বিরজিনী বাস করেন।

সকল শিল্পিগণের দ্বারা যেই প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে, অথবা যাহার 'কেতুমান্' নামে বিখ্যাত প্রাসাদশ্রী যেন মহাদেবে অবস্থান করিতেছে; ঐ প্রাসাদে ভগবানের মহিষী সুবস্ত্রা বিরাজ করেন।

হে তাত। ধূলিশূন্য 'বিরজ' নামক প্রাসাদশ্রী মহাত্মা কেশবের উপস্থানের মুখ।

আর একটী শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ আছে, যাহা বিশ্বকর্মা স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছেন এবং যাহা এক যোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত এবং যাহা সমস্তরত্নে নির্মিত, সমস্ত

নন্দিবৃক্ষমহাবাহো তথাগ্নিবিভেজসঃ।
পঞ্চতারা সর্বফলা বায়ো স্থিরা লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৫৫৮
আদিত্যপর্ণকং বৃক্ষং অমোঘোঃ শিবমুত্তমম্।
আখুকর্ণকং বিদ্যাং স্থিরং লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৫৫৯
তথপুংপাটা কৃষ্ণেন পরিবেশনমাহরৎ।
আজহার পুরা তত্র সর্বৌষধিবিভূষিতম্ ॥৫৬০
বহ্নিপ্রভবমাহৌষিরাজবার পারগঃ।
পারিজাতং স তত্রৈব কেশবেন নিবেশিতঃ।
বিধিনা বাসুদেবেন ব্রহ্মলোকমহাদ্রুমাঃ ॥৫৬১
শালতালাশ্বকর্ণাশ্চ শতপর্ণাশ্চ রোহিণাঃ।
ভল্লাতক-কপিত্থাশ্চ চন্দ্রকাশ্চ চম্পকাঃ ॥৫৬২
বর্ধ্রাঃ কেতকাশ্চৈব সমন্তাৎ পরিরোপিতাঃ।
পদ্মাকুলজলোপেতা রক্তাঃ সৌগন্ধিকোৎপলাঃ ॥৫৬৩

অনিমৌক্তিকবালুকাঃ পুষ্করিণ্যঃ সমাসি চ।
তাসাং পায়কমূলানি শোভয়ন্তি মহাদ্রুমাঃ ॥৫৬৪
যে চ হৈমবতা বৃক্ষা যে চ মন্দরবাসিনঃ।
আজহ্রু স্তত্রিবেণ তেঽপি তত্র নিবেশিতাঃ ॥৫৬৫
হরিশ্চন্দ্রপ্রপাখ্যাঃ শিরপুষ্পাশ্চ পাদপাঃ।
সর্বর্তুফলপুষ্পাঢ্যে তেষু কাননসন্ধিষু ॥৫৬৬
সহস্রশাখাশ্চাশ্চ তথাশ্চ শতশাখিনঃ
অশোকাঃ কর্ণিকারাশ্চ তিলকা রাজবৃক্ষিকাঃ ॥৫৬৭
কুরবা রাগপুষ্পাশ্চ চম্পকাস্তুণ্ডকাস্তথা।
সপ্তপর্ণাঃ ককুভাশ্চ নীপাঃ কুরবকাস্তথা ॥৫৬৮
কেতকাঃ কেসরাশ্চৈব হিন্তালতলটাঃ।
তালাঃ প্রিয়ঙ্গুবকুলাঃ পিণ্ডিতা নীলপুষ্পকাঃ ॥৫৬৯
দ্রাক্ষাকদলখর্জুরা দ্বাদীকা জম্বুকাস্তথা।
আম্রাঃ সমন্তবৃক্ষাশ্চ আহরণ্ডিনন্তিমুক্তাঃ ॥৫৭০

প্রাসাদের মধ্যে পরমর্দ্ধিসম্পন্ন পতাকা ও ধ্বজাসমূহ সেই প্রাসাদেই স্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রাসাদের আঙ্গনের সীমার মধ্যে মহর্ষিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'রৈবতক' নামক মহাপর্ব্বতকে স্থাপন করিয়াছেন; ঐ পর্ব্বতের সন্নিকট হইতেই পর্ব্বতের পূজকেরা বিধি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পূত আটটী তালবৃক্ষের সমান উচ্চ ও পঞ্চযোজন দীর্ঘ, ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক হ্রদ আছে, যেখানে কিন্নর ও মহর্ষিগণ মহাহ্লাদে ক্রীড়া করেন; ইহার আনয়ন অধিবেদনা ভগবানের সর্ব্বপ্রধান সমস্ত কৃষ্ণ লোকবিশ্রুত অলৌকিক কর্ম্ম ॥৫৫০-৫৫৮

আদিত্যপর্ণধারী বায়ুদেবতা (সুবর্ণময়) যে নিত্যোদবিদ্যাত সুমেরু পর্ব্বতের মূল, যাহা পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে পূর্ণ ছিল, ভগবান্ আহারপূর্ব্বক তাহাকেও উৎপাটিত করিয়া নিজ নিবেশনে আহরণ করিয়াছেন ॥৫৫৯-৫৬০

যে পারিজাত বৃক্ষ পূর্ব্বকালে বাসুদেব ইন্দ্রভবন হইতে বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাকেও সেইখানে নিবেশিত করিয়াছেন।

বাসুদেব ব্রহ্মলোক হইতেও শাল, তাল, অশ্বকর্ণ, শতপর্ণাবিশিষ্ট রোহিণ, ভল্লাতক, কপিত্থ, চন্দ্রক, চম্পক, বর্ধ্রা, কেতক প্রভৃতি মহাবৃক্ষসমূহ আনিয়া নিজ নিবেশনে রোপণ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাবৃক্ষ পদ্মাকুলজলে পরিপূর্ণ, সৌগন্ধিক পদ্মবিশিষ্ট ও মণিমুক্তাময় বালুকাময় পুষ্করিণী ও সরোবর-সমূহের তীরকে পরিশোভিত করিতেছে ॥৫৬১-৫৬৪

হিমালয়প্রভব ও মন্দরকাননজাত বৃক্ষসমূহও আনিয়া তিনি গৃহ, শৈল ও অরণ্যধর্ম্মী তরুসমূহ-বিশিষ্ট এবং সকল ঋতুতেই ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়াছেন ॥৫৬৫-৫৬৬

সহস্রশাখ পত্র, শত শত শাখার বৃক্ষ, অশোক

লিকুচাম্রাতকাশ্চৈব কাঠিকা কটভী তথা।
বাদ্যিকেরেণুকাশ্চৈব উৎক্রোশকবনানি চ ।৫৬৬
ফলানি চ ফলাদ্যানি আভিহ্নিকপাটনাঃ।
অজাতক-কপিত্থাশ্চ তৈতকা বহুকীবিকাঃ ।৫৬৭
প্রবালশোকাশ্চার্যাঃ প্রাচীনাশ্চৈব সর্বশঃ।
প্রিয়ঙ্গু-মরীচিন্ধ বীরঃ শালতমালকাঃ ।৫৬৮
নক্তমালাশ্চ পাটলাঃ পাটলাপ্রিয়কাস্তথা।
উদুম্বরাশ্চ বিল্বাঃ শাল্মলাঃ পারিভদ্রকাঃ ।৫৬৯
ইঙ্গুদাশ্চর্ষ তিন্দুকাশ্চ অশ্বত্থাশ্চ বিভীতকাঃ।
সৌভঞ্জনবৃক্ষাশ্চ অরিষ্টাশ্চৈবপাদপাঃ ।৫৭০
সর্জকাম্রাম্বতাশ্চৈব শ্রুবকৈস্তথা।
ধ বৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বতঃ পরিবারিতাঃ ।৫৭১
যে চ নন্দনজা বৃক্ষা যে চ চৈত্ররথে বনে।
সর্বে তে বহুবারেণ সমন্তাৎ পরিরোপিতাঃ ।৫৭২

কুসুমোৎপলপুণ্ডাশ্চ বাপ্যঃ কূপাঃ সরস্তথা।
সমাকুলজলাবাপ্যঃ শীতা লোহিতবালুকাঃ ।৫৭৩
তস্মিন্ বৃহবনে রম্যঃ প্রসন্নসলিলা দ্রুমাঃ।
কুসুমোৎপলকহ্লারপদ্মবতো নানাকুসুমসঙ্কুলাঃ ।৫৭৪
তস্মিন্ বৃহবনে রম্যো বর্হিণর্ক্ষবরাকুলঃ।
মত্তবর্হিণ-সঙ্ঘাশ্চ কোকিলাশ্চ মদোদ্ধতাঃ ।৫৭৫
বহবঃ পরমবংশেষ্ঠাঃ সর্বে জাতিপরিষ্কৃতাঃ।
তত্রৈব মনুষ্যাশ্চ তত্র সোমহিতাস্তথা ।৫৭৬
বিমানাশ্চ কৃতাস্তত্র যথাহ্রদপরিষ্কৃতাঃ।
বিবর্ণরূপঃ শৈলঃ প্রাকারবরভূষিতঃ ।৫৭৭
যক্ষঃ কিম্পুরুষোত্তাশ্চ তত্রাকাশগতাঃ সদা।
যেন যে চ মহাশৈলাঃ সরিতশ্চ সমাবৃতাঃ ।৫৭৮
পরিক্ষিপ্তাশ্চ তৈর্যক্ত বনমালাপরাশ্চ চ।
এবং তস্মিন্নিবেশে বিবিধঃ বিবরর্ধনা ।৫৭৯

অশিবাস, তিলক, নাগ, বর্হিণ, দুরুহ, নাগপুষ্প, চম্পক, তৃণধ্বজ, সপ্তপর্ণ, অরুষ, নীপ, দুরুহক, কেতকী, কেসর, বিহাস, বল, তাটক, তাল, প্রিয়ঙ্গু, বহুল, পিতিক, ধীরপুরুষ, আকা, আম্রাতক, বর্ষ্ণ, বৃহীক, অর্জুন, আম্র, পনস, অশোক, তিলকিম্পুরুষ, লিকুচ, আম্রাতক, কাঠিকা, কটভী, বাদ্যিকেরু, ইক্ষু, উৎক্রোশকবন, অরুষীবন, জাতি, বর্হিণ, পাটল, তাম্রাতক, তৈতিক, বহুকীবক, প্রবাল, অশোক, কার্ষ্ণী এবং প্রাচীনবৃক্ষসমূহ আনিয়া তথায় রোপণ করিয়াছেন।

প্রিয়ঙ্গু, মরীচী, বট, শালতক, চন্দন, নক্তমালী, বিল্ব, পলাশ, পাটল, অশ্বত্থ, শিরীষ, উদুম্বর, বিল্ব, শাল্মলী, পারিভদ্রক, ইঙ্গুদ্রুম, অর্জুন, অশ্বত্থ, বিভীতিবৃক্ষ, সৌভঞ্জন, অরিষ্ট, অশ্বমারক, সর্জ, আম্রাতকগুচ্ছ, শ্রবক, জম্বু, বদর প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃক্ষ তথায় রোপণ করিয়া তগবান্ সেই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন ।৫৫৭-৫৬৯

নন্দন ও চৈত্ররথ বনে যে সকল বৃক্ষ জন্মে, সেই সকলই আনিয়া বহুবার চারিদিকে রোপণ করিয়া দিয়াছেন ।৫৭২

সেই বৃহবন রম্য কুসুম ও পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী-সমূহ, সমস্ত সময় ফুল, লোহিতবর্ণ বালুকায় পরিপূর্ণ শীতল মহাবাপীসমূহ, নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ নদী ও হ্রদসমূহ, মণিময় বালুকাবিশিষ্ট জলাশয়সমূহ, বহির্দেহে এবং উদরের মধ্যে শুভ্র বহুবর্ণের, অথবা কোকিল প্রভৃতি বিচিত্র পক্ষিসমূহ পরমানন্দে অবস্থান করিতেছে।

সেই স্থানেই ঋষিগণ, সোম, মহিষি, মহাত্মা ও পক্ষিগণের বিমান স্থান রচিত হইয়াছে এবং ভগবানের গৃহের চতুর্দ্দিকে বিবরর্দ্ধনা নিশ্চিত বিরাট

প্রবিশ্যেষে গোবিন্দো দদর্শ পরিতো দ্রুতঃ।
ইন্দ্রো মহাদেবঃ শ্রীমান্‌সুত্রঃ ভক্তানুকম্পতঃ ॥৫৭৫
এবমালোক্যাকক্ষুর্বিতত্ত্বমুক্তস্তুতঃ।
উপেন্দ্র-বলদেবৌ চ যাদবশ্চ মহাত্মা ॥৫৭৬
ততস্তে পাণ্ডবাঃ সৌম্যমূর্তিং তিষ্ঠন্ পুরতঃ।
শ্রীতঃ পদ্মপলাশাক্ষো বিস্মিতাঃ রোমহর্ষণম্।
তত্র পদ্মস্য পদ্মেন লাঞ্ছনং কুরুতে দৃশম্ ॥৫৭৭
ধ্বজস্য চ মহঃ সর্বং ভক্তিত্রয়ভাবং তথা।
পাণ্ডবানাং বিবোধায় বিশ্বস্য দুষ্টদানবাঃ ॥৫৭৮
বিনোকাঃ সমপশ্যন্ত পরমেশ্বরং চ সর্বগাৎ।
পদ্ম-চক্র গদাপাণিং দুপর্ণোপরি স্থিতম্ ॥৫৭৯
দৃষ্ট্বা প্রণম্যে তুষ্টাব দেবকীনন্দনম্।
ততস্তুষ্টপ্রণামশ্চ দেবীপাদ মহাত্মনঃ ॥৫৮০

শিবনাদশ্চ পরমে সর্বেষাং পূরবাসিনাম্।
ততস্তে সর্বতাপার্তাঃ সর্বে চ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৫৮১
শ্রীবৎসাঃ সমালক্ষ্যালোক্য বসুদেবম্।
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য বেণুশঙ্খরবৈঃ সহ ॥৫৮২
উগ্রসেনো মহী রাজা বাসুদেবনিবেশনম্।
আনন্দিতঃ পরিচক্রাম বেদৈঃ বেদবিদো যথা ॥৫৮৩
রোহিণী চ মহাভাগাভক্তশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
হতা ভ্রাতরিঃ সর্বে তস্যাস্তদ্ভক্তকাঃ ॥৫৮৪
এবমুক্তঃ সহ স্ত্রীভিরিত্যো মধুসূদনঃ।
ততঃ সৌরিঃ পুরস্কৃত্য যং নিবেশনমাযযৌ ॥৫৮৫
চকারাথ মহোৎসবৌঘো বলিপূর্বকম্।
তত্রো ধনানি রত্নানি সস্যানাং মধুসূদনঃ ॥৫৮৬

পর্যন্ত ঐ স্তবের প্রাকট্যরূপে তাহা উক্তিয়াছে ॥৫৬৮-৫৭২

ঐ প্রকার স্তুতিবাদের পর প্রজাবিশিষ্ট পদ্ম হস্ত উক্ত। সেই সকল মহাদেব, ঋষি প্রভৃতি, বন ও উপবনসমূহ তাঁহার ইচ্ছানুসারিণী প্রজাদের চতুর্দিকে বিরাজমান। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মানির্মিত সেই ভবনে প্রবেশ করিয়া তথায় গোবিন্দ পুনঃ পুনঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ভগবানের সঙ্গে দেবগণের সহিত ইন্দ্র বাসুদেব-পুরীর উক্ত স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে মহাবলশালী উপেন্দ্র, বলদেব ও যাদব এই তিন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বাসুদেবপুরীকে দর্শন করিলেন ॥৫৭৩-৫৭৬

অনন্তর সৌরি (বসুদেবনন্দন) পরমেশ্বর সঙ্গে অবস্থান করিয়াই শ্রীবৎসচিহ্ন পরমেশ্বরের রোমহর্ষণ তাঁহার পাদপদ্ম পদ্ম দর্শন করিলেন। সেই পদ্মের মহাত্মের সাধন সৃষ্টির এবং পদ্মের সৃষ্টির ধ্বজার সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। পাণ্ডবদের বিবোধ-নিমিত্ত পরমে দুষ্ট ও অসুরগণের অভিপ্রায়ের অন্তরায়-বিনাশকারি লোক দৃষ্টিগোচর হইল এবং তাঁহারা পরমেশ্বর পরমে ইচ্ছার দ্বারা গরুড় বেদধ্বনি পদ্মচক্র-গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

অনন্তর তুষ্টা, রোহিণীপ্রভৃতি বান্ধবগণ। মহাবলি প্রণামপরমে মুখরিত করিতে লাগিল এবং সকল পুরবাসিগণ একত্রে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন যাদবী, তুষ্টা ও অন্তঃপুরীর অভিমুখগণ সকলে বাসুদেবকে সম্মুখে রাখিয়া বেণু ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বাসুদেবের গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রোহিণী, দেবকী এবং আত্মজের (শ্রীকৃষ্ণের) অভিলাষিণ সকলে "ভ্রাতৃবিরিগণ সকলে নিহত হইয়াছে, অতএব এ দুষ্টিগোচরগণের জয় হউক" এইরূপে স্তবধ্বনি করিতে করিতে বাসুদেবের মুখে সমবেত হইলেন।

এইরূপ স্তবধ্বনি করিয়া নারীগণ সাগ্রহে ভগবানকে বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্

বিধায় পুণ্ডরীকাক্ষঃ সিন্ধুপর্ণতলাসনঃ।
তস্য সাম্বীপদি পূর্বমুপস্পৃষ্টা যথাবলঃ ॥৫৮৭
যযমে পৃথুতাম্রাক্ষঃ শ্রীবৎসো যদুসত্তমঃ।
তথাস্তপরিপূর্ণাক্ষানন্দসম্ভ্রমগদ্গদম্ ॥৫৮৮
যযমে সহ যাদবৈঃ সিতঃ যাদবানুজঃ।
যাম-কুকৌ সমাহিত্য সর্বে চাক্রুরুক্রমঃ ॥
তং তু কৃষ্ণঃ সমাহত্য যদৌঘবলসংবৃতম্ ॥৫৮৯
তত্তদ্বৎ সর্বমুক্ত্বা তানস্মিন্ সাম্রে যযৌ।
যথাস্তেষ্টমুপাগম্য পাণ্ডবান্ বৃষ্ণিসত্তমঃ ॥৫৯০
সর্বেষাং যাম তত্রাহ দাশার্হোদাহযোজকঃ।
ততঃ সর্বাণি বিত্তানি সর্বরত্নানি চ ॥৫৯১
যাজয়ৎ তানি তেভ্যোঽথ সর্বেভ্যো বসুলক্ষনঃ।
দা কেশবয়যাদবৈর্বৃতঃ প্রযযৌ সহ ॥৫৯২
শুশুভে বৃষ্ণিসার্দূলৈঃ সিংহৈরিব গিরের্বৃতঃ।
অথাসাদয়তাম্ সহাসুরঃ বিদুরাদিপঃ ॥৫৯৩

শুভদা হর্ষয়ন্ যাত্রা অরেন্দ্রস্তাম্ যথাবলা।
কুন্তুরাজকুমার্যাশ্চ তত্র রাজসমাহৃতম্ ॥৫৯৪

ইন্দ্র উবাচ।

বর্ষা অস্য কৃতস্ত্র মানুষেষু যথাবলঃ।
যৎ কৃতং বাসুদেবেন তৎ যজ্ঞাদি সমাপয়ন্ ॥৫৯৫
অয়ং পঞ্চসহস্রাণি যাবদাবাসরিষ্যতি।
নিবেক্ষ্যে পুণ্ডরীকাক্ষঃ পাতালবিবরং যযৌ ॥৫৯৬
যজ্ঞ নাবিশতং পূর্বৈঃ প্রহ্লাদবলিসত্তমৈঃ।
তমিমং সৌবিদো বিত্তং প্রাপিতঃ তত্তাজ্ঞি ॥৫৯৭
শিলাগন্ধাবচিন্ত্যস্য নিত্তস্য সদৃশো বরঃ।
হরণীংশ্চ হিরণ্যাক্ষো নিবেশো যাদবো বলী ॥ ৫৯৮
যথিষ্ঠশ্চ দুধে কৌষঃ কুণ্ডলে চাজয়ে পুরা।
প্রাগুক্ত পিবি যেবেষু কেশবেন হয়ং বধা ॥৫৯৯
যাঃ প্রলোকস্যাবাসাঃ কৃতযাত্রবলপ্রভাঃ।
যজ্ঞ বিবিধৈঃ লোকৈর্মখৈরবভৃথপ্লুতঃ ॥৬০০

সকলে উঠিয়া নিজ ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥৫৭৭-৫৮৪

অনন্তর ভগবান্ সেই জনসভায় বলিপর্যন্ত ও যজ্ঞের সকলের সমক্ষে যাইয়া পিতৃদেবের আজ্ঞায় বসুদেবের স্নেহের দিকে অগ্রসর হইতেই সাম্বীপদি মুনিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং অক্রূরের যজ্ঞেশ্বর সহিত একত্রে অকপূর্ণনয়নে আনন্দে গদ্গদস্বরে পিতা বসুদেবের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন; তখন অক্রূর ও বৃষ্ণিবংশীয় সকলে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেই সভাস্থলে আসিয়া 'সকলেই তোমরা এখন যাও' এই বলিয়া সেইস্থানে এই একত্রকে আসায় করিয়া সকল বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে উহা বর্ণন করিয়া দিলেন।

সাত্যকি ও নিষধরাজের দ্বারা নিবিড়ভাবে বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা তেমনই শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবলশালী দেবরাজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকল সুহৃদ্, অনুচর ও বৃষ্ণিবংশকে এবং রাজা উগ্রসেনকে সকলেরই বাহিরে যাত্রা করিতে করিলেন ॥৫৮৮-৫৯৩

ইন্দ্র বলিলেন,—যে কার্য সাধন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি যে কার্য এখনই করিয়া আসিলেন, আমি সংক্ষেপে তাহা বলিব ॥৫৯৪

অনন্তর পঞ্চসহস্র গোবিন্দ সহ সহ যাদবকে যখ করিয়া পাতালবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥৫৯৬

প্রহ্লাদ, বলি, নমুচ প্রভৃতি অসুরগণ যে ধন লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের জন্য সেই ধন আনিয়াছেন ॥৫৯৭

পুরস্কৃত্য দিশঃ সর্বাঃ সাধ্যানাং গণমুত্তমম্ ॥৯০১
মরুতো বিশ্বে বসবো রুদ্রাশ্চ মনুজর্ষভ ॥৯০২

তাত উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ সর্বানাজুহ্বে মুনিসত্তমান্।
পক্ষমে দ্বাদশে কৃষ্ণে চ বসুদেবঃ স্বয়ং ॥৯০৩
প্রাগ্রহণাবস্তীর্যাথ বিধিবচ্চ হুতাশনম্।
ঋত্বিজঃ বর্ত্বা সর্বে তাতুঃ চারুতরেক্ষণাঃ ॥৯০৪
সংস্কৃত্য দারুসঙ্ঘৌ পুরাণজ্ঞঃ শাস্ত্রতঃ কিল।
সমন্ত্রং বৃত্তিমাস্থায় কৃতবান্ বিধিবদ্ধ্রুবম্ ॥৯০৫
জোষয়ন্ত ঋতবর্ণাংস্তান্ দেবান্ ঋত্বিজঃ।
আজ্যান্তা দেবপ্রবরো যাজকো যাজ্যানুগম্ ॥৯০৬

পক্ষে দেবাসুরপ্রখ্যে গন্ধর্বৈরাবৃতে প্রভুঃ।
সঙ্কর্ষণং সর্বভূতাবাসমক্ষয়ং শচীপতিঃ ॥৯০৬
পৃথিবীং চাপ্তরিক্ষঞ্চ দিবঞ্চ বরবারণম্।
হৈমন্তমক্ষয়ং কক্ষ্যং বিশ্বরূপবিষাণিনম্।
অনোহরমুপাবীর্য্য সর্বপ্রহরণচ্যুতম্ ॥৯০৮
অনেকশতসাহস্রৈ পদ্মাকীর্ণৈরলঙ্কৃতম্।
বিদ্যুদ্রূপমহাপাশং অম্বরস্থিব তোয়দম্ ॥৯০৯
দিশাগজং মহাবাহুং কাঞ্চনপ্রভমাস্থিতঃ।
প্রস্থতৌ দক্ষিণাপ্রস্থঃ প্রতপন্ ভাস্করো যথা ॥৯১০
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতরং ভীমং প্রযুত্ত পরমাদৃতম্।
যযৌ দশরথা সার্দং সারথেন শচীপতিঃ ॥৯১১

পাশাস্ত্রধারী মুর ও পাশুরক অনুচরে আকর্ষণ করত ইনি তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন এবং পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করত মৈনাকির সহিত বিবাদানুচরকে বধ করিয়াছেন।

বিরূপাক্ষী মহাবলবান্ হস্ত্রীযানুচরকে বধ করত ইনি যুদ্ধে দুর্বিষহ মহাবানুচরকে সহিত করিয়া মুরুনগর আহরণ করিয়াছেন। ইহাতে আর্থও তাঁহার বিপুল ধন যোজিত হইয়াছে ॥৯৯৮-৯৯৯

জোষা অন্তক ও বৃষিবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলকে আশ্রয় করত ভোজ, অন্ধক ও বীরপুরুষ হইয়া বিবিধ ভোগাদি ভোগ দ্বারা দেবগণের যজনা করে ॥৯০০

মুনিগণ যাগানুষ্ঠানের ফলের নিমিত্ত আমাকে সম্মুখে রাখিয়া দেবগণ, ও সাধ্য মরুদ্গণ মহাদেবের পূজা করিবেন ॥৯০১

ভীষ্ম বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দেবরাজ ভূগু ও অন্ধকবংশীয় সকলকে আমন্ত্রণ করত শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ, রুদ্র, বসু, আদিত্য, চারণের প্রভৃতির সহিত বিপুল সম্ভারণ করত মুরুনগরে যাদবগণ বৃষ্ণিবংশে আনন্দিত করিলেন ॥৯০২-৯০৩

ভোজ, কুকুরগণ ও অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণকে আনন্দ করত শচীপতি ইন্দ্র উপস্থিত সকল প্রাণীর সমক্ষে দেবলোকগমন ঐরাবতে আরোহণ করিলেন ॥৯০৪-৯০৬

ধর্ম, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষকে মুখাকুল নিনাদে মুখরিত করিয়া বিরাজমান মুখরমহিষিত মহাকক্ষাবিশিষ্ট, হিরণ্ময়বন্ধনযুক্ত, অমোঘ মুখাকুল শস্ত্রাবিশিষ্ট, সপ্তমণিবিভূষিত, প্রভাময় অনেক পদ্মাকারায় পরিশোভিত, কাঞ্চনমালাধারী বিদ্যুদ্রূপমহাপাশধারী দিগ্‌গজ সেই ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র মহাবলপর্ব্বতনিবাসিত সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥৯০৭-৯১০

অনন্তর বলবান্ ভ্রাতৃবর বিশাল অক্ষুণ্ণ প্রহণ করত বলবান্ অগ্নির সহিত শচীপতি ঐরাবতে গমন করিলেন ॥৯১১

তং অবেক্ষ্যাত্মজাস্তত্র বিস্ময়ানন্দ সম্প্লবাঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ প্রীত্যা মুখৈঃ পদ্মপ্রভৈর্বৃতাঃ ॥৬১২
স বাসুদেবভবনাদ্বাস বৈশ্যবপুর্ধর ধরঃ।
প্রাপ্য সূর্য্যপথং দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৬১৩
তত্র সর্ব্বসমাহারাদ্যাদবকুল চ যা স্ত্রিয়ঃ।
নন্দগোপশ্চ মহিষী যশোদা লোকবিশ্রুতা ॥৬১৪
দেবকী চ মহাভাগা রুক্মিণী চ পতিব্রতা।
পত্ন্যো জাম্ববতী চৈব গান্ধারী সিংহবাহিনী চ ॥৬১৫
বিশোকা নন্দনা সাধ্বী ভদ্রা চ কুরুনন্দন ভদ্রা।
বাসুদেবমবিজ্ঞায় স্নিগ্ধাঃ সার্দ্ধং বসুত্রয়া ॥৬১৬
বিমুক্তি ক্লেশ ইবনঃ কেশবশ্চ বরোত্তমঃ।
প্রীয়মাণাঃ সদাঃ কন্যা বরোঽয়মিতি চুক্রুশুঃ ॥৬১৭
দেবকী সর্ব্বদেবীনাং রোহিণী চ পুরস্কৃতা।
বসুদেবোঽন্বগাদ্দীব্যন্ বৃতঃ স্বজনবান্ধবৈঃ ॥৬১৮

যৌ তু পূর্ব্বমপক্রান্তৌ রোহিণীমদিরাপতী চ।
অন্যগাদ্বরবাং যেন দেবকী ভাব-কোবিদৌ ॥৬১৯
দেবকীং সপ্তদেবীনাং ধর্ম্মাজ্ঞেষ্টাং সনাতনাম্।
বন্দমে সহ রামেণ ভগবান্ বাসবানুজঃ ॥
অথাসনবরং প্রাপ্য বৃষ্ণিভোজপুরস্কৃতঃ ॥৬২০
উপাবর্ত্তন্ত চক্রে দেবকী নন্দকোদ্যতৌ।
ন তাভ্যামুদ্যতাভ্যাং স্ম ভ্রাতাভ্যাং শুশুভে
তদা ॥৬২১
দেবকী দেবমোতেব বিরেজে বরবর্ণিনী চ।
ততঃ প্রাপ্তা অদাক্ষীদ্যা দুহিতা বৈ যশোদয়া ॥৬২২
জাম্বত্যামাত্মজা বভূবু প্রভবাদীব ভাবত।
একানংশেতি যামাহুঃ কন্যাং হরং জাম্বতীসুতম্ ॥৬২৩
যৎকুক্ষে সর্ব্বসংকল্পঃ কল্পঃ কমলযোনিবৎ।
ততঃ স ভগবান্ বাসুদেবাদপ্রাক্রম্য জাহ্নবীম্ ॥৬২৪

হস্তী ও রক্ষিগণ এবং বিদ্যাধরদিগের সহিত বলরামি দেবগণ এবং কুবের, যক্ষ, প্রভৃতি বিভূতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥৬১২

দেবরাজ বায়ুমার্গ অবলম্বন করত বৈশ্যবেশ (জ্যোতিঃ) ধারণ করিয়া সূর্য্যপথে পৌঁছিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥৬১৩

অনন্তর আবতের সভাগণ, নন্দগোপপত্নী যশোদা, ভাগ্যবতী দেবকী, পতিব্রতা রুক্মিণী, কন্যা, জাম্ববতী গান্ধারী, সিংহবাহিনী, বিশোকা, নন্দনা, সাধ্বী সুমিত্রা, কেতুমা প্রভৃতি এবং আরও অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ লক্ষ্মী সহিত ভগবান্ ও ভগবানের বিভূতি এবং মহাপদ্মা সুনন্দী নারীগণকে দর্শন করিবার জন্য সেই সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৬১৪-৬১৭

সকল দেবীগণকে সঙ্গে লইয়া দেবকী ও রোহিণী বলরামের সহিত উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তথায় আসিলেন ॥৬১৮

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে জ্যেষ্ঠক্রমে দেবকী, রোহিণী প্রভৃতির চরণ বন্দনা করিলেন ॥৬১৯

অনন্তর প্রথম মেঘ আসনে উপবেশন করিয়া দেবকী মাতা ও বসুদেব উভয়কেই কোলে লইলেন। উভয়ে তাঁহাদের কোলগত হওয়ায় তাঁহাদের শোভা এমন শোভিত হইল, যেন দেবমাতা পৃথ্বী ও যজ্ঞকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন।

অনন্তর যশোদার কন্যা নিজ শরীরের জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই কন্যাকে 'একানংশা' বলিয়া ডাকা হইত এবং ইনি বাসুদেবপত্নী ছিলেন। ইহার জন্যই ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত দেবকন্যাদের সহিত কংসকে বধ করিয়াছিলেন। যিনি আদ্যা মায়াই ভগবান্ বলরাম তাঁহার মস্তক অগ্রাণ করত যাব

মুক্তাপাত্রায় সংযম্য পরিত্রাণায় পাণিনা।
বলিনেব বধায়ৈব পরিত্রাণায় মাধবঃ।
মৃত্যুত্বাং সমাদধে তমিনীং যাম-কৃষ্ণয়োঃ ॥৮২৫
জলদস্যায়াং পত্যাং শ্রীমিবোদ্বাহমঙ্গলে।
অথাকর্ষন্মহাবাহুঃ লাঙ্গলমুষলায়ুধৌ ॥৮২৬
মুক্তয়োঃহথাকিরন্ শ্রীরাঃ সহর্ষণজনার্দনৌ।
সবাদাঃ সহাস্যাশ্চ সস্ত্রীজাতি কুলাঙ্গনাঃ ॥৮২৭
উপোপবিবিশুঃ শ্রীতা মুক্তয়ো মধুসূদনম্।
পুজয়ন্তো মহাত্মানং পৌরাণং ঋষিসত্তমম্ ॥৮২৮
বিবেশ পুরুষব্যাঘ্রঃ সবেশ্ম মধুসূদনঃ।
রুক্মিণ্যা পরিবৃতো দেব্যা প্রদ্যুম্ন জন্মনী সুখম্ ॥৮২৯
অনন্তরঞ্চ সত্যায়াঃ জাম্ববত্যাশ্চ ভারত।
সর্বাসাঞ্চ মহাভাগাঃ সহকালবিধানবিৎ ॥৮৩০
জগাম চ তদীবেশো রুক্মিণ্যাঃ পুরং বিভুঃ।
এষ তাত মহাযজ্ঞো বিধিঃ শার্ঙ্গধনুষঃ।
এতদর্থঞ্চ জগ্রাহ ধনুষেন্দ্রমুবো মহান্ ॥৮৩১

[শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন কথা, ভীষ্মকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গোপসংহারশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

দ্বারকায়াং ততঃ কৃষ্ণঃ বলদেবেন ধীমতা।
সুখং সহ মহারাজ প্রযযৌ মহাবলঃ ॥৮৩২

পৌরুষং কারণাক্ষেপে বিদুষাং বিস্ময়ং তথা।
সবাদাঃ স্ত্রীঃ সহৈবৈনং তত্রতত্রেব ॥৮৩৩

যাদো বাসাংসবদ্ রাজা বলেশ্চৈবোত্তরো বলী।
বীর্য্যবান্ তত্রতত্রেষ্ট স চ বহ্বন্নপানবান্ ॥৮৩৪

তত্তদন্নে রসপ্রৌঢ়ং সন্তোষং মনসা যযৌ।
ভক্ষ্যমন্নাদ্যমাসাদ্য স চ যাদঃ সহস্রশঃ ॥৮৩৫

তত্র বহ্বন্নপানানি ভক্ষয়েন মহাবলঃ।
তত্রাপশ্যৎ বনং রম্যং পুষ্পিতং সপ্তপর্ণবান্ ॥৮৩৬

গমন করিলেন। হে মহারাজ! ইহাই হইল পার্থিবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বিজয়কাহিনী; এই জন্যই তিনি বহু অন্য অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন ॥৮২৩-৩১॥

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্বারকাপুরী রচনা এবং ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্যের উপসংহার।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ! অনন্তর মহাবলশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীগণের সহিত দ্বারকাপুরীতে সর্ব্বদা আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন ॥৮৩২॥

হে ভরতর্ষভ! নিজ পৌরুষ অবিলম্বের বিবিধ উপায়ের সহিত সকল দেবতাদের আনাগোনা কর্ণ গোচর হইতেছিল ॥৮৩৩॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদুদিগের লোকপূজ্য রাজনামক এক বলবান্ ও বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন, তাঁহার সহস্র যাদব ছিল ॥৮৩৪॥

স শোণিতপুরে বাণস্য চকারাতিথ্যমুত্তমম্।
প্রবিষ্টস্য গৃহাঃ সর্বে রত্নধাতুবিভূষিতাঃ ॥৬৩৭
বিলিম্পন্তি বিচিত্রাঙ্গাঃ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীণাং মহোৎসবাঃ।
আমন্ত্রিতস্তু তত্রাস্তে যদুবীরো জনার্দনঃ ॥৬৩৮
তত্রাস্তে ভগবান্ শর্বঃ সভূতগণসংবৃতঃ।
তস্যাগমং মহাযোগী বিজ্ঞায় ভগবান্ হরিঃ ॥৬৩৯
সপুত্রঃ সগণং তূর্ণং তমুপাগম্য শঙ্করম্।
ননাম শিরসা কৃষ্ণঃ সাম্বঃ সাম্বতযূথপঃ ॥৬৪০
তয়োঃ সমেতয়োস্তত্র রামস্য চ মহাত্মনঃ।
বভূব তুমুলো হর্ষঃ শ্রুত্বান্যোন্যাগমং বিভো ॥৬৪১
এতস্মিন্নেব কালে তু বাণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং কৌতুকেন কৃষ্ণং যুদ্ধে দুরাসদম্ ॥৬৪২

অযোজয়ৎ ॥৬৪৩

বাণ উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানাং ভয়নাশন।
ত্বৎপৌত্রো বাধ্যতে বাণেনাস্মাভিঃ—

[রক্ষসা ॥৬৪৪

কৃতং প্রাগ্রোধবিরুধা যৈঃ স্পৃষ্টে কামাতুরে সতা।

ভীম উবাচ।

এবমুক্ত্বা মুনিবরৈঃ বাণস্যাশু পুরঃ যযৌ ॥৬৪৬

সেই বাণ দুর্গতি সহকারে অবলম্বন করত বহু যত্নের ভীম তপস্যার দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥৬৩৫

ভগবান্ শঙ্কর বাণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে প্রথমে বলিয়াছিলেন। সে পাতাল। দেবগণের দুর্লভদেবী সকল বর লাভ করিয়া অনুপমীয় ভগবান্ বাণাসুর শোণিতপুরে তাহার রাজা শাসন করিলেন এবং দেবগণের মান উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥৬৩৬-৬৭

যে ভারত। ইন্দ্রের সহিত সকল দেবগণে পরাজয় করত বাণাসুর সূর্য্যের ন্যায় মহারাজা শাসন করিতে লাগিলেন ॥৬৩৮

দৈত্যগুরু উশনা (শুক্রাচার্য্য) বাণের মঙ্গলের জন্য হিতের বর করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবকার্য্য করার তার বাণাসুরের অনুপমীয়ভগসম্পন্না এক কন্যা উষাগ্রহণ করিল, তাহার নাম হইল উষা।

অনন্তর যে মুনিসত্তম। প্রদ্যুম্নের পুত্র মহাশক্তিমান্ অনিরুদ্ধ যৌবনে উষাকে অনুকূলাভিপ্রায় লাভ করিয়া যোগবলেই তাহার সহিত মৃগয়াস্থলের আশ্রম অনুভব করিতে লাগিল।

মুনিশ্রী। কিন্তু পরে যেরূপে বাণ সেই কন্যা মৃগয়াস্থলের কথা জানিতে পারিয়া কন্যার সহিত প্রদ্যুম্নতনয়কে বলপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করিলেন ॥৬৩৯-৪২

মুনিসত্তম মহাবীর্য্য অনিরুদ্ধ এইরূপে বাণকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া তাহাকে যুদ্ধ অনুভব করিতে লাগিল এবং দেবগণঃ মুনিগণ হইয়া পড়িল ॥৬৪৩

যে কৌরব। এই সময় মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ (এই কথা জানিতে পারিয়া) দ্বারকায় গমন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥৬৪৪

নারদ বলিলেন,—হে কৃষ্ণ। হে মহাবাহো কৃষ্ণ। হে ভক্তজনের ভীতিবর্দ্ধন। অনিরুদ্ধজায়া কন্যাসুর তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে। সে তথায় সর্ব্বদা বাস করত তাহাকে কষ্ট পাইতেছে। ভীম বলিলেন,—এই

রাজন্ তত্র প্রস্থা তত্তো রাজন্ তমার্জনঃ।
আজুহ্বুস্তত্রয়ং বৈ প্রহ্লাদক মহাসুরম্ ।৩৫৭

আজগ্মুস্তে গদাহস্তাঃ স্বাত্যাং সহ ভবার্দনা।
তত্তো যুদ্ধমভূদ্ঘোরং তেষাং পুরুষমানিনাম্ ।৩৫৮

তত্তঃ ক্রুদ্ধো মহাবীর্য্যো রাজন্ নরবরং প্রতি।
অভ্যদ্রবদ্ মহাবাহু তৎপুরীং রক্ষতস্তব বৈ ।৩৫৯

তমগ্রাক্রান্তমাজ্ঞায় ভূতপতিরথোদ্যতম্।
যোধয়ামাস সংক্রুদ্ধো যুক্তাত্মপিশিতাশিনম্ ।৩৬০

ঊরুবেগপ্রভগ্নাশ্চ দ্রুতমীয়ুস্তদা দিশঃ।
তোরণৈশ্চ পতিতৈঃ কীর্ণাঃ পুরবিপণা চ
পোতিতাঃ ।৩৬১

তাং পুরীং তদসংকাশাং রুদ্রপৃষ্ঠনিবাসুখাম্।
দৃষ্ট্বা দুদ্রাব ভূয়ঃ বৈবাং বিস্ময়ঃ পরমং যযৌ ।৩৬২

তত্ত্ব রাজপুরস্কারান্ যাচমানা দেবতাঃ স্মা।
অহমগ্নিস্তথৈবেন্দ্র স্তত্রকালী চ পাবকঃ ।৩৬৩
এতা বৈ দেবতা রাজন্ রক্ষন্তুদ্বার পুরীং স্মা।
অথ কৃষ্ণো বলাজ্ঞিপ্তা দ্বারপালান্ যুধিষ্ঠির ।৩৬৪
হলমুষলযুদ্ধা মহাবেগাঃ শঙ্খচক্রধরাস্তথা।
আজগ্মুস্তে তদাক্রন্দং সংবেগাদ্বিপ্রলিপ্তিরম্ ।৩৬৫
তত্র অঘৌ মহাবেগাঃ পূলপাণির্মহাবলঃ।
পিনাকং নশরং ঘোরং রাজন্ বিস্ফারয়ন্ ।৩৬৬
তাভ্যাং তদাদয়ঃ কৃষ্ণঃ ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।
অবেষয়ো মহাবাহুঃ কৃষ্ণাভিমর্ষণাবহৌ ৩৬৭
তত্তস্তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং বায়ুদেবমহেশ্বরৌ।
তয় যুদ্ধমভূদ্ঘোরং চিত্রং লোমহর্ষণম্ ।৩৬৮
অত্রোক্তং যৌ তত্তস্তাভ্যাং শঙ্খোদ্ভবকাঞ্জিনৌ।
বিদ্যাদ্ভূতানি চ যৌ যেষৌ কৃষ্ণৌ দুরতিক্রমৌ ।৩৬৯

কথা বলিয়া দেবর্ষি বাণাসুরের পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন ।৩৫৪-৩৫৬

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাবীর্যশালী বলদেব ও প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত যদুসৈন্য আরোহণ করিলেন এবং সেই বিরাট মহাবীর যুদ্ধদুর্মদ হইয়া বাণাসুরের নগরের দিকে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ! তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্রচর্মের বেষ্টিত, সৌম্যভাবে পরিশোভিত, স্বর্ণ প্রাকারযুক্ত, দৃঢ় ও বলিষ্ঠমূল বিরাজিত, উদ্যান ও বনসমূহে পরিশোভিত, দৃঢ় ও ঘিরে দৃঢ়বিত, তোরণ ও পক্ষিসমূহে আকীর্ণ, পুরবিথীর দ্বারা অলঙ্কৃত, অট্টালিকা সমূহসমূহে পরিপূর্ণ ও অর্জুনের সেই সুরক্ষিত পুরী আক্রমণ সহিত দর্শন করত পরম বিস্মিত হইলেন ।৩৫৭-৩৬২

হে মহারাজ! বাণাসুরের সেই পুরীর দ্বারদেশে অগ্নিদেব, ভদ্রকালী ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ অবস্থান করত উহাকে রক্ষা করিতেছিলেন।

যুধিষ্ঠির! অনন্তর অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট শঙ্খচক্রধারী মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক দ্বারপালগণকে পরাজিত করিয়া পরমরক্ষিত উহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন ।৩৬৩-৩৬৪

সেখানে মহাতেজা পূলপাণি অঘের হাতের বিকটাকার পিনাক ধারণপূর্বক ও মহাবলে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাদিতাস্য যমের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে মহাবেগে অঘের ধাবিত হইলেন ।৩৬৫-৩৬৭

তখন বায়ুদেব ও মহাদেব অঘ এবং কৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহা অতিভয়ানক ও রোমাঞ্চকর ।৩৬৮

পরস্পরের অস্ত্র আকাশের উপরেই উদ্যত

ততঃ কৃষ্ণো মহাযোগী মুহূর্তং খুরনাদিনা।
বিধিত্বা তং মহাসৈন্যং তরসা যুযুধে তদা ॥৬৬৮

অস্ত্রাণ্যন্যে বিধা ভাষ্যান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্।
প্রবিশ্য বাণসৈন্যস্য স তত্রাস তদার্দিতঃ ॥৬৬৯

চক্রে যুদ্ধং মহাযুদ্ধস্তেন সার্দ্ধং সুদারুণম্।
যদাসৌ সর্বশস্ত্রাণি বিসৃজন্তি মহারথঃ ॥৬৭০

তদা কৃষ্ণস্য যুদ্ধে সা সংজ্ঞা সমভবদ্ধরে।
পুনস্তস্য শরাঘাতৈঃ সংজ্ঞাং সর্বাং হৃতিঃ ॥৬৭১

যুযোধ বাণঃ সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণং প্রতি ধনুর্দ্ধরে।
ততঃ কৃষ্ণস্য সঞ্জাতং তদা সর্বাণি তাদৃশ ॥৬৭২

কৃত্বা যুদ্ধং বাণেন যুধি রাজন্নরোত্তমঃ।
ক্রমুদ্যম্য রাজন্ বৈ বিধ্যং সংক্রোধমঃ ততঃ ॥৬৭৩

সহস্রবাহু-চিচ্ছেদ বাণস্যাধিরথস্তদা।
ততো বাণো মহাবাহু কৃষ্ণেন যুধি পীড়িতঃ ॥৬৭৪

ছিন্নবাহুঃ পলায়ান্তে বিশন্ বৈ নগরং তদা।
ন পার্ষ্ণিভ্যা বাণোঽসৌ বাণঃ কৃষ্ণস্য বিদ্যতঃ ॥৬৭৫

প্রাদ্যুম্নিঃ মোকরাজান বিদ্ধ্যং কারাগৃহে তথা।
যোধয়িত্বাথ গোবিন্দঃ প্রাদ্যুম্নিং সহ ভার্যয়া ॥৬৭৬

বাণস্য সর্বসৈন্যানি অক্ষৌহিণ্যো দশ তথা।
যোধয়ামাস সর্বত্র স বাণস্তানথো হনাৎ ॥৬৭৭

জ্বরশ্চ ত্রিযুগোপেতো যুযুধে কৌরিবর্দ্ধিত ॥৬৭৮

ততঃ স সর্বসৈন্যানি ভাষ্যতঃ অনুযুযুধঃ।
ত্রিপ্রকারোপসাক্তেন তং সর্বং গরুড়োপরি ॥৬৭৯

জ্বরস্য স কৌন্তেয় বলমেরং অবাবলম্।
প্রত্যুষ্য মহাবীর্যমিরুদ্ধং মহাত্মনি ॥৬৮১

ঈষাঞ্চ যুযুধে রাজন্ ভূতরাজীগণৈঃ সহ।
সর্বানেতান্ সমাযোগ্য বাণানি বিবিধানি চ ॥৬৮২

যুযুধে মহাতেজাঃ পীতাম্বরধরো বলী।
বিধ্যাস্ত্রগণচিত্রাঙ্গঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধিকৃৎ ॥৬৮৩

আরুরোহ গরুত্মন্তং তার্ক্ষ্যো যথা।
অথাহত্য তদা শঙ্খং স প্রমথৈ যুযুধে প্রতি ॥৬৮৪

বিধ্যাস্ত্র যোজনপূর্বক শত্রু বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৬৫৪

অনন্তর ভগবান্ মুহূর্তকাল খুরধ্বনি দ্বারা সৈন্য বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করত অন্যান্য বাণরক্ষকদিগকেও যুদ্ধে জয় করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বাণাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভয়ানক। ঐ যুদ্ধে বাণাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সকল ঈশ্বর অপেক্ষা এবং তাহার সহস্র সহস্র অস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সকল অস্ত্র ছেদন করত মুহূর্তকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া শঙ্খধ্বনি দ্বারা সকলকে ত্রাস করিলেন এবং উহা নিক্ষেপ করত অনুচরীয় বেদধ্বনি বাণাসুরের সহস্রবাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাণসমূহ ছিন্ন হওয়ায় অবশ্য পীড়িত হইয়া বাণাসুর ছিন্নশাখা বৃক্ষের ন্যায় নগরমধ্যে দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলিপুত্র বাণাসুরকে দৌড়িয়া নিপাতিত করিয়া ভার্য্যার সহিত প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধকে কারামুক্ত করিলেন। তাহার মন্ত্রণায় কৌরিবর্দ্ধন জ্বরকেশ বাণাসুরের অন্যান্য বলরক্ষ এবং যোধসমূহ বলপূর্বক হনন করিলেন ॥৬৬৫-৬৭৬

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভূত ঈশ্বর বাহনের উপর আরূঢ় হইয়া প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও মহাবল বলদেবকে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগিলেন। অনন্তর আকাশবিচারিত শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ও রামরামাগণের সহিত যুদ্ধার্থী ঈশ্বরে ও

প্রবিশ্য নগরং কৃষ্ণো বাহুভ্যাং সহিতস্তয়োঃ।
প্রদুদ্রাব তদা রাজন্ বর্ষপৌঘ ইবাম্বরে যথা ।৬৭৮
সূদিতা সৌরথা সাপি নিশুম্ভবনকৌ হতৌ।
কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকু পদ্মা পুরা প্রাগ্‌জ্যোতিষং
প্রতি ।৬৭৯
সৌত্রিণা পৃথিবীপালাত্রাসিতা তরসর্ষভ।
বসুদত্ত প্রণামেন পাকশাসনসূনুনা ৫ ।৬৭৭
যেনপ্রণোদনীতৈশ্চ বাহিনীভ্যাং সুসংবৃতম্।
প্রবিশ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষং কেশবো তরতর্ষভ ।৬৭৮
ততঃ পর্বতরোধেন মধেনাদিগুপর্বণা।
উমাহ মহিষীং ভোজাদেব চক্রপাণয়ঃ ।৬৭৯
ভাস্বান্যাবর্ষ্টিতঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ্চ বিশ্রুতঃ।
যক্ষশ্চ সহ সৈন্যেন পরাজয়া ৬ জিষ্ণুনা ।৬৮০
ইত্যেতদ্যো হতঃ প্রোবাচ্ ভরতশ্চ কলেবরম্।
পর্বতানাং সহস্রেণ চরেণ পুরুষোত্তমঃ ।৬৮১

বিবিক্ষ পুরুষীকাক্ষো দ্বারকেনবরোধনং।
অক্রূরশিনয়ে চৈব বিবেষাস্তরকারিণৌ ।৬৮২
ঔগ্রসেন তরশ্রেষ্ঠ বলদেবদ্বিতীয়কঃ।
ইত্যাবভ্যাযুতৌ চৈত্যযূথিপূর্যাসমে বলে ।৬৮৩
মোদমিত্রসহস্রেণ বিদ্রতৌ পার্থিবধ্বজা।
অক্ষপ্রপতনে চৈব বেবিষেতাং পরস্পরম্ ৫ ।৬৮৪
উভৌ তাবপি কৃষ্ণেন পরাজৈষ্টে বিনির্জিতৌ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরক্ষেষ্টৈরক্ষৈর্বহুভির্ভৃশম্ ।৬৮৫
অজেয়ো দুষ্টরবলঃ লোকপালৈঃ সহাত্মভিঃ।
ইত্যেবমাদিভিঃ ভোজো মধবো বরম্ ।৬৮৬
পারিজাতো হৃতঃ পার্থ কেশবেন বলীয়সা।
পাতাং সৌত্রুত্ত মৎস্যক কলিঙ্গক তরার্ষভ ।৬৮৭

তথান সহিতান্ সর্বানেতাংস্তান্ বাদবঃ.
এব চৈকশতং হ্যেব বংশের কারুপূরবম্ ।৬৮৮

অতঃপর তরতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের উপর চড়াইয়া সূর্যোদয়ের ন্যায় শোভিত হইয়া নিজ পুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন এবং হে রাজন্! তথায় সকল যাদবগণের সহিত মহাবিষ্ণু ইন্দ্রের ন্যায় আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন ।৬৭৫-৬৭৬

মুরাসুরের পাশমুক্ত হেরম্ব কর্তৃক তরবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশুম্ভ ও মরকাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পথকে সুগম করিয়াছেন ।৬৭৭

হে তরশ্রেষ্ঠ! মৌরি (মুরাসুরের পুত্র) বসু ও পাশমুক্ত অগ্নির বিনাশে দুই পৃথিবীপালগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছেন ।৬৭৮

হে তরর্ষভ! দেবেন্দ্র দেবমুখ্য ভাগবর্ষ বাহিনাতনয়ের সৈন্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াই প্রাগ্‌জ্যোতিষ করিয়াছেন ।৬৭৯

তরন্তর দেবেন্দ্র তাঁর পর্বতকারী ও সূর্যাস্তুল্য-তেজশী হস্তে আরোহণ করিয়া তিনি ভোজরাজীয় মহিষী রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছেন ।৬৮০

ভাস্বানি বলরাজে তিনি আহুতি, ক্রথরাজ শিশুপালকে পরাজিত করিয়াছেন এবং রক্ষ, সৈন্য ও তরবশ প্রভৃতি অরিন্দম যাদবগণকে বধ করিয়াছেন ।৬৮১

তিনি ভোজবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও কাল হরন্তকে বধ করিয়াছেন এবং সহস্র পর্বতকে প্রেরণ দ্বারা ছিন্ন করিয়া তরসলোচন কৃষ্ণ দুরন্তকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। তরশ্রেষ্ঠ! মহেন্দ্রগিরিতে বিবেষাস্তরকারী ও বলদেবের দ্বারিপালে বিচরণকারী দুইজন অনুচরকে তিনি বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্রাণীতে অগ্নি ও সূর্য্যের সমান বলীয়ান্ যোদ্ধা ও তালকেতুকে পার্থিবধ্বজ কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন।

উক্ত উভয় বন্ধুকে বিনাশে অক্ষপ্রপতনকারণভূত

অন্তরীক্ষগতং কৃষ্ণো মহিষীং গান্ধর্বরূপিণীম্।
অন্বধাবদ্ বিমানেন যাবদাশাসু বিদ্যুতম্ ॥৬৮৯
বেণুনাদ্বিত্রমাং গান্ধর্যাপহৃতচেতসম্।
পর্যটন্তীং পৃথিব্যাং বৈ সর্বাং সারঙ্গলোচনাম্ ॥৬৯০
বেলায়িত্বেশ কৃষ্ণায় ত্রিলোক্যা অনুসূনবে।
অন্যস্যা তপসা বীর্যৈঃ রূপৌদার্যগুণাদিভিঃ ॥৬৯১
ত্রাসিতাং সলজাং সর্বে ধামেন বিদ্যুতাবিপাঃ।
অন্তঃপুরিষধাপাপৈস্তাদাত্ম্যেনোপলক্ষিতাম্ ॥৬৯২
তত্র নাসীদ্ মনো দুষ্টমেতৈরপি মনাগপি।
সোঽবিভূতশ্চ কৃষ্ণেন নিহতশ্চ মহাসুরঃ ॥৬৯৩
ছিত্বা বাহুনস্যাঃ বৈ গোবিন্দেন মহাত্মনা।
এষ পীঠে মহাবাহুঃ তাদৃক্ অনুসূনঃ ॥৬৯৪

শৈব্যঞ্চ গান্ধিলোধাং নিহত্য অমর্ষিতঃ।
অন্বধাবদ্ রথেনৈক বিচরন্তং মহাসুরম্ ॥৬৯৫
অথান্ত অন্তরিক্ষেষু শব্দং চাশ্রিত্য তিষ্ঠতা।
এষ মোঘশরৈঃ ঘোরৈঃ বাহুকিং অভ্যবর্ষত ॥৬৯৬
বিভিদ্য পুরুষীকাক্ষো গৌরিপ্রেষিতমেকম্।
এষ মুমুচি তান্যপি শিতমুখৈঃ অমর্ষিতঃ ॥৬৯৭
কৃতবান্ পুরুষীকাক্ষঃ সর্বসৈন্যমহারথান্।
এষ্যেতোঽন্যুদ্যতাংশ্চ স্বয়ং শাতয়তি সর্বশঃ ॥৬৯৮
অমোঘেষুঃ কৃতঃ সর্বলোকেশঃ প্রভুঃ।
এষ্যেষ মহাবাহুঃ শান্তা সর্বদুরাত্মনাম্ ॥৬৯৯
কৃত্বা বেগার্দিতং বৃষ্ণীন্ প্রতিপক্ষক্ষয়ে।
এষ তোমরধৃগ্ বীর্যাদ্ বিমানাদ্যুধিকাত্মনঃ ॥৭০০

মেঘমালাসদৃশ যানে আরূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐরাবতকে বধ করিয়াছেন।

যম অসুরের দ্বারা পরিবৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যখন তত্রত্য লোহিতপুরস্থিতে অধিষ্ঠান করিয়া ছিলেন, তখন মহাবলশালী লোকপাল বরুণকেও পরাজিত করিয়াছেন।

যম অসুরকর্তৃক রক্ষিত ঐরাবতীকে পরাজিত করিয়া তদনন্তর ঐরাবত হরণ করিয়াছেন।

তদনন্তর তিনি পাণ্ড্য, সৌহৃদ, বসুদ, কলিঙ্গ ও আন্ধ্রদেশাধিপতি অসুরাধিপতির বলগর্বিতকে বধ করিয়াছেন।

তাহাদের এই কৃষ্ণ এবং এবং এতদন্য ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতাকে বধ করিয়া মহিষী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছেন।

যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া মহাবলশালী এই কৃষ্ণ বেণুধারিতকৃত অসুরকে ও যজ্ঞ অর্থাদিকে ইচ্ছায় করিয়াছেন। এই বেণুধারি বধ, অশ্ব ও মুনিদের সহিত সমস্ত পৃথিবীকে বধ করিয়া নিজ বশে আনিয়াছিল, তাহাকেও তিনি বধ করিয়াছেন।

মায়াসুর তপস্যার দ্বারা বীর্য, বল ও তেজোনিধি লাভ করিয়া বেলয়কে আশ্রিত করিয়াছিল; ত্রৈলোক্যসহিত সমস্ত বেলয়ের যজ্ঞ, অগ্নি, যজ্ঞ, পাশ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন না। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাহারও সম্মুখে যাহা ছেদন করত বধ করিয়াছেন।

এই মহাবাহু কৃষ্ণ পীঠ, তাল, শৈঠক, অজিলোমা, অশ্ব, ঐরাবত, বিকল খর প্রভৃতি সকলকে অসুরগণকে বধ করিয়াছেন।

যে অমরবর্গ। ইনি পারলে তোমরধারীকে নিয়া বাহুকিকে পরাজিত করিয়া গোবিন্দ মুকুন্দকে মুক্ত করিয়াছেন।

অমরলোকের অমর্ষিত বলরামের সহায়তায় এইরূপ লোকহিতকর বহু কর্ম বৈদেহরাজকেই সম্পাদন করিয়াছেন।

সর্বলোকেশ প্রভু কৃষ্ণ সর্বদা অনুরূপের নিকট অসুরের নিকট অসুরের ছিলেন।

যাবকাদ্যাস্তসাং কৃত্বা সাগরং সর্বতস্ততঃ।
অন্তর্গৃহবতীং রম্যাং চৈত্যাদ্রুপবতীং শুভাম্ ॥৭০১
যাবকাং বালসাবাদ্যং প্রবেক্ষ্যন্তি শকাববাদ্।
তাং সূর্যসদনপ্রখ্যাং অবোজ্যাং পার্থিবৈরপি ॥৭০২
বিচিত্রিতাং বাসুদেবেন সাগরঃ প্রাবয়িষ্যতি।
তথাহ্যবস্তুদেবস্য বাসুদেব ভবিতা হরিঃ ॥৭০৩
যত্তাদ্যাবদ্ বাসঃ অন্যত্র ন্যুষ্যমাৎ।
জ্ঞানযানাস্ত বিপ্রেণ বৃক্ষাস্তত্রস্থাস্তাঃ ॥৭০৪
অন্তর্ভূতং প্রতিপৎস্যন্তে নাকপৃষ্ঠং মহাদদঃ
এবমেব ধনাধীশঃ সর্বতঃ বিবিধা বিধিম্ ॥৭০৫

বিষ্ণুর্যোগাত্মকঃ সোমঃ সূর্যশ্চ কবিতা স্বয়ম্।
অগ্রজ্যেষ্ঠানিবোদ্যান্ত যত্র কাময়তে যদি ॥৭০৬

সোমতে ভগবান্ ভূতৈর্গণঃ ক্রীড়নকৈরিব।
নৈব গর্ভত্বমাপ্নোতি ন যোনাবয়নং প্রভুঃ ॥৭০৭
যাবন্নক্তেচরা কৃষ্ণঃ সর্বেষাং কুরুতে গতিম্।
যথা মুহূর্তং উষায় তত্রৈব প্রবিলীয়তে ॥৭০৮

তথাচরাণি ভূতানি তথা যাবাদ্রথে সদা।
ন প্রবাসুঃ মহাযাহুঃ শক্যো ভাবয়ত কেশবঃ॥
সদঃ ভূতসংঘেভ্যস্তাদ্ বিশ্বরূপায় বিষ্ণবে ॥৭০৯)

অন্যত্র পুরুষো বাসঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণঃ স্বপ্নাদ্যেষু প্রভাষতে ॥৩০

যো হি ধর্মং বিনিশ্চিত্যোৎকৃষ্টং মতিমান্ নরঃ।
ন বৈ সন্তেন্ নয়ং ধর্মং ন তথা চেষ্টিয়ন্তেহন্য ॥৩১

এইরূপে এই মহাযাহু সকল দুরাত্মার শাসন করত দেবগণের মহৎ কার্যসাধন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবেন।

মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীর ও বসিষ্ঠদেবের দ্বারা রমণীয় দ্বারকাপুরী আত্মসাৎ করিয়া সাগরে নিমজ্জিত করাইবেন। চৈত্য ও দুলদমূহে সুশোভিতা, পরম পুণ্যবতী, রমণীয়া ও মঙ্গলময়ী ঐ দ্বারকাপুরী রম্য উপবনের সহিত সাগরে প্রবেশ করিবে।

সূর্যলোকসদৃশী মনোরমণীয়া দ্বারকা পার্থিবা কৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া সত্বরই সাগর তাহাকে প্লাবিত করিবে।

যে দ্বারকাপুরীতে ভগবান্ বসুদেব বাস করিতেছেন, উহা হইতে উৎকৃষ্ট কোন নগরী নাই, অন্যত্র ও মনুষ্যলোকে নগরাদি নহে।

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহাত্মগণ হইতে অতিরিক্ত বিশ্ব পর্যন্ত সকলেই তাঁহারে সেবা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপে তিনি ধর্মাধিষ্ঠাতৃগণের সদ্গতি বিধান করিবেন। ভগবান্ নারায়ণ যেমিই বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য ও সবিতা, তিনি অগ্রজের, অনিরোদ্ধা, যথেচ্ছ বিচরণকারী, সর্ব চরাচরের স্রষ্টাকর্তা। বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, ভগবান্ যেমনই এই ভূতসমূহ লইয়া খেলা করেন।

তিনি ভবরূপ গর্ভে প্রবেশ বা কোন যোনিতে বাস করেন না, তিনি নিজ যোগেই সর্বজনের উৎকৃষ্ট গতিসম্পাদন করিয়া থাকেন।

যেমন মনুষ্য মুহূর্তমাত্র উষাকাল হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রলীন হয়, তেমনই সমস্ত জগৎ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই প্রলীন হয়। এই বিশ্বরূপ নারায়ণ হইতে পর ও অপর কোন বস্তুই পৃথক্ কোন নহে।)৩০-৩৩

এই শিশুপাল মনুষ্যটি পুরুষ বলিয়া কৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, সুতরাং সর্বত্রই সর্বদা সে এইভাবে কৃষ্ণনিন্দা করে। ৩০

যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ধর্মের সহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ধর্মের তত্ত্ব যেরূপ জানিতে পারে, এই ত্রৈলোক্যে সেরূপ জানিতে পারে না ৩১

সহদেবাদেবধর্মা পাণ্ডবেয় মহাত্মনঃ ।
কো নাম ভরতে কৃষ্ণং কো বাস্যেদ্
ন পূজয়েৎ ॥৩২

অথৈনাং মুরুকাং পূজাং শিশুপালো ব্যবস্থিতঃ ।
মুরুকমা মহাত্মানং মধ্যাহ্নে মর্ত্যমর্দনি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দক্ষপর্বণি অর্ঘাভিহরণপর্বণি
ভীষ্মবাক্যে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮

যাহারা রাজসূয়ের মধ্যে বালক, যুবা বা বৃদ্ধ এমন কোন মানুষ আছেন যে, এই কৃষ্ণকে পূজা করেন না অথবা ইহাকে মহতী অর্ঘ্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন না ।৩২

যদি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে দুষ্কর্ম বলিয়া মনে করে, তবে সে তাহার গতিতার ফলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে (আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত আছি ।)৩৩

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা ব্যাসদেবের মহাভারতের সভাপর্ব অন্তর্গত অর্ঘাভিহরণপর্বের ভীষ্মবাক্যে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

(সহদেবের রাজাদিগকে বিজয়, অনন্তর শিশুপাল প্রভৃতির যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স্তুতো ভীষ্মো বিদুরায় মহাত্মনঃ ।
ব্যাজহারোত্তরং তত্র সহদেবোঽর্থবদ্ বচঃ ॥১

কেশবস্য চেদিরাজাবমর্ষোপরাজস্য ।
পূজামেনং মহা যো বঃ কৃতবান্ ন সহতে নৃপাঃ ॥২

সর্বেষাং বলিনাং মূর্ধ্নি স্থিতেন শিরসা ভুবম্ ।
এবমুক্তে মহা সদ্যস্তত্রাং প্রত্যবীক্ষত ॥৩

ন এষ বি মহা যজ্ঞো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
ক্ষত্রিয়ঘ্নশ্চ যে কেচিদাজগ্মুঃ শিশবঃ স্তথা ॥৪

অর্ঘ্যমর্চিতমর্হদ্ভিরনুজ্ঞাতস্য যে নৃপাঃ ।
কৃতা ন ব্যাজমাত্রেণ কস্মিংশ্চিদ্ যুক্তিতন্ত্রতঃ ॥৫

ধার্মিকায় বলিনাং রাজ্ঞাং ধর্মে বৈ ধর্মচারিণে ।
মহতোঽপহৃতং পুণ্যাদ্ধিঃ সহদেবস্য মূর্ধনি ॥৬

অনুজ্ঞাতা যাদবেনাপ্যকৃতং সাধু সাধিভিঃ ।
ব্যবিষ্যদ্ভিরিহ কৃষ্ণং তদ্বিদ্ধ্যনয়কং ॥৭

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

(সহদেবের রাজগণকে বিজয়, অনন্তর শিশুপাল প্রভৃতির যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর এই কথা বলিয়া মহাত্মা ভীষ্মদেব বিরত হইলেন। তখন সহদেব অর্ঘপূর্ণ মস্তকে শিশুপালের মাথায় উহা অর্পিত করিলেন ।১

যে মহাত্মন্। অপ্রমেয়পরাক্রম কেশব শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে যাহারা সহ্য করিতে ইচ্ছুক নয়, আমি সেই সকল রাজার মস্তকে পদার্পণ করিতেছি। আমার এই কথার উত্তর করিবার যদি কাহারও সাধ্য থাকে, তবে সে উত্তর করুক ।২-৩

যে আমার কথার প্রত্যুত্তর করিবে, সে আমার বধ্য হইবে—ইহার সংশয় নাই। যে সকল রাজা

কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতা হি তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পূজয়িত্বা চ পূজার্হান্ ব্রহ্মক্ষত্রবিশস্তথা।
সহদেবো দৃঢ়ং হৃষ্টো মহাপ্রস্থানমাদদে ॥১০

অভিষজ্যতিতে দৃষ্টে দুর্যোধঃ শত্রুকর্ষণঃ।
অভিক্রান্তেষু কোপাদ্বৈ মন্যুনাবিশদ্ভৃশম্ ॥১১

কিমিমে সোমপত্রিষ্যন্তি যজ্ঞৈঃ কিং বা সমাহরন্।
যুধি বিক্রম্য সমরে সহেরন্ দুষ্কিলাগতিম্ ॥১২

ইতি সর্বান্ সুহৃদ্ভাব বাহুভ্যাং পরিপূজয়ন্।
যজ্ঞোপঘাতায় তদা সোঽমন্ত্রয়ত রাজভিঃ ॥১৩

অমানুষা গদা সর্বে দুর্যোধপ্রমুখা গদাঃ।
সঙ্কৃদ্ধস্য সংযুক্তা বিবর্ণবদনাস্তথা ॥১৪

যুধিষ্ঠিরাভিষেকঞ্চ বাসুদেবস্য চাহবম্।
ন তাদ্ যথা তথা কার্যমেবং সর্বে বদাদ্রবম্ ॥১৫

বিবর্ণাধিকমাৎ সর্বে রাজানঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ।
অক্রমংস্তত্র রাজানো বিবেশাস্থানিকমাৎ ॥১৬

যজ্ঞর্ষিবার্ষ্যমাণানাং তেষাং কি বপুষাস্তদা।
অভিষেকপরীতানাং সিংহানামিব গর্জিতম্ ॥১৭

বৃদ্ধিমান্, যাঁহারা পূজিত আচার্য, পিতা, গুরু ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘের যোগ্য পাত্রকে বিদ্বিষ্টই অনুমোদন করিবেন।" এই বলিয়া সহদেব পূজা প্রদর্শন করিলে ধর্মরাজ ও বুধিষ্ঠির সকল রাজগণের মধ্যে কেহ কোনও উত্তর করিলেন না। অনন্তর সহদেবের উপর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং সাধু সাধু বলিয়া অদৃশ্য আকাশবাণী সহদেবকে প্রশংসা করিল। তখন কৃষ্ণ ও বুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সর্বলোকবিদ্ সর্বজনসম্মিশ্রোতা যেখানে সমস্ত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন সহদেব তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সকল প্রাণীকে লাভ করিয়া বলিলেন—কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা অর্চনা করিবে না, তাহারা জীবন্মৃত; সুতরাং তাহারা সম্ভাষণের যোগ্য নহে।৪-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সহদেব সহদেব পূজার্হগণকে পূজা করত তাঁহার সেই কার্য সমাপ্ত করিলেন।১০

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অভ্যর্চিত হইলে শত্রুকর্ষণ দুর্যোধন (শিশুপালে) ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া রাজগণকে বলিতে লাগিলেন।১১

যে দুর্যোধন। আমি আপনাদের সকলের মতামত জানিতে চাহিয়াছি; আপনারা এখন কি অনুমতি করেন? আমি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া বৃষ্ণি ও পাণ্ডুসন্তীয়গণের সহিত একত্রে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।১২

এই বলিয়া ভেদিরাজ চেদিপতি রাজগণের সঙ্গ হইতে উঠিয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞনাশ করিবার জন্য রাজাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।১৩

তখন সেখানে আসুর ও আমর দুর্যোধপ্রমুখ সকল রাজাদেরই ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণবদন দেখা যাইতে লাগিল।১৪

তাহারা সকলে রাজসূয়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ও শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাকে দেখিয়া সত্য করা যায়, তাহার জন্য মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।১৫

সহদেব সেই দেখাইয়া অপমান করিয়াছিলেন এবং বিদ্বিষ্টই বধ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন, এই কারণে সকল রাজাই ক্রোধে অভিভূত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহারা আত্মসংযম করিতে পারিবেন বলিয়া বিদ্বিষ্টই বধ করিবেন বলিয়াছিলেন।১৬

অথ অনৌষধপর্যন্তং রাজসাগরবর্ণনম্।
দুর্যোধনং সমন্যুং কৃষ্ণো মুদুরুবে তদা ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অর্ঘাভিহরণপর্বণি রাজসূয়ে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

সুহৃদ্‌গণ যাবৎ কবিলেও তাহাদের বৃদ্ধির পরিবর্তন হয় না, বরং আমিষ ঘৃতের বহ্নির ন্যায় তাহারা বর্দ্ধন করিতে থাকিল ॥১৭

সেই অক্ষয় ও অনীম রাজসাগরকল্প বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে তত্ত্ব প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন— ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখনই বুঝিতে পারিলেন ॥১৮

শ্রীমন্মহাভারতমহাগ্রন্থের পঞ্চমাংশী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত অর্ঘাভিহরণপর্বে রাজসূয়ের বৃত্তান্তপাঠ ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শিশুপালবধপর্ব)

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভীমের ভীষণ সাহসাদায়ক।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সাগরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নৃপতিমণ্ডলম্।
সংবর্তবাত্তিমন্তং ভীমং কুরুবিবার্দনম্ ॥১
রোষাৎ প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমং যুক্তিজ্ঞাং বুদ্ধ্যা বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহম্ ॥
বৃহস্পতিং বৃহত্তেজাঃ পুরুহূতে ইবাত্মিজ্ঞ ॥২
অব্রবীৎ রোষাৎ প্রজ্বলিতো যথান্ নৃপতিসাগরঃ।
অত্র যৎ প্রতিপত্তব্যং তত্ত্বং ব্রূহি পিতামহ ॥৩

যজ্ঞশ্চ ন বিঘ্নঃ স্যাৎ প্রজানাঞ্চ হিতং ভবেৎ।
যথা সর্বত্র তৎ সর্বং ব্রূহি মেঽদ্য পিতামহ ॥৪

ইত্যুক্তবতি ধর্মজ্ঞে ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
উবাচেদং বচো ভীষ্মস্তং কৃষ্ণ পিতামহঃ ॥৫

যা কৈশ্চিৎ কুরুশার্দূল যা চিরং ধর্মসংহিতা।
নিত্যং পন্থাঃ সুমৈরেতত্র যথা পূর্বতরৈঃ কৃতা ॥৬

চত্বারিংশ অধ্যায়।

(শিশুপালবধপর্ব।)

(যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং তাঁহাকে ভীষ্মের সান্ত্বনাদান।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যেরূপ বৃহস্পতিকে দেবরাজ ইন্দ্র বলেন, সেইরূপ প্রলয়বায়ুতাড়িত পূর্ণিত তরঙ্গ সমূহের ন্যায় মহাসত্ত্ব, ক্রোধসমন্বিত সকল নৃপতিমণ্ডলকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বৃদ্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুপিতামহ ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির বলিলেন ॥১-২

হে পিতামহ! ঐ মহান্ নৃপতি-সাগর ক্রোধে ভয়ানক সঙ্কল হইয়া পড়িয়াছে, এ অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য, তাহা আমাকে বলুন ॥৩

হে পিতামহ! যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয়, প্রজাগণের হিত হয় এবং আমাদের সর্ববিষয়ে মঙ্গল হয়, সেই পরামর্শ আজ আমাকে দিন ॥৪

ধর্মজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলেন ॥৫

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে পাইত যা, চিরন্তন ধর্মসংহিতা যাহা পূর্বতন ঋষিগণ করিয়াছেন, (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আমার প্রতি) ঐ পথই অবলম্বন ও নীতিযুক্ত ॥৬

প্রহৃষ্টে বি বধা সিংহে গাবস্তস্মিন্ সমাগতঃ।
তথৈনা সহিতা সর্বে তথৈবে বৃষ্ণয়োহিপরাঃ ।৭
বৃষ্ণিসিংহস্ত দুষ্প্রেক্ষ্য তথাবী প্রমুখে স্থিতাঃ।
তত্রস্থে তাত সংক্রুদ্ধাঃ যাদঃ সিংহস্ত সন্নিধৌ ॥৮

ন হি সন্মুখতে যাবৎ প্রদ্যুম্নঃ সিংহ ইবাহবে।
তেন সিংহীকরোত্যেবান্ বৃষ্ণিসংঘেহিপ্যুপস্থিতঃ ।৯

পার্থিবান্ পার্থিবশ্রেষ্ঠঃ শিশুপালোহপ্যচেতসঃ।
সর্বান্ সর্বাত্মনা তাত বেষ্টয়ামাস বেগবান্ ।১০

মুঞ্চমানং সমাসাদ্য পুনর্বিস্রবতোজসঃ।
তাত শিশুপালস্ত তেজস্বিত্বঞ্চি ॥।১১ ।১১

বিদ্রুতা তাত তত্রস্থে তে বৃষ্ণির্ভিরমর্ষণৈঃ।
চেদিরাজস্ত কৌন্তেয় সর্বতোহবস্থিতম্ ।১২
অথাসাদ্য মহাবাহো হং বক্ষিস্যসি বৈ বলাৎ।
তত্র বিপ্রহতে বৃষ্ণিসৈন্যে চেদিপতের্বলে ।১৩
সুবিষাণাং ভুজানাং হি লোকে যাদবা।
প্রভবশ্চৈব সর্বেষাং নিধনঞ্চ যুধিষ্ঠির ।১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা তত্রস্থেষিপতির্নৃপ।
ঈষদ্ ব্রুকাক্ষরা বাচঃ আবয়ামাস ভারত ।১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি যুধিষ্ঠির-বাসনে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।৪০

সিংহ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন ক্ষুদ্রজন্তু তাহার নিকটে সমাগত হইয়া ভ্রান্তিতে থাকে, সেইরূপ এই রাজগণও যাদব বৃষ্ণিসিংহ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে একত্রিত সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া এরূপে গর্জন করিতেছে।৭

হে রাজন্! যেরূপ যতক্ষণ সিংহ নিদ্রিত থাকে ততক্ষণই ক্ষুদ্রজন্তুরা সিংহের নিকট যেই যেই স্থানে, সেইরূপ কৃষ্ণসিংহ যতক্ষণ অমর্ষ থাকিবেন, ততক্ষণ চেদিরাজ প্রমুখ এই রাজগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিবে।৮

সেইরূপ যতক্ষণ না এই শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত না হইবেন, ততক্ষণ এই চেদিরাজ মহাপতি শিশুপাল ইহাদিগকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে অর্থাৎ সিংহধ্বনি দ্বারা উৎসাহ সহকারে করিয়া সিংহধ্বনি করাইতেছে।৯

হে ভরত যুধিষ্ঠির! শিশুপাল পার্থিবপ্রধান হইলেও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই এই পার্থিবশ্রেষ্ঠ রাজগণকে সর্বাত্মনা বেষ্টন করিয়াছে।১০

হে ভারত! শিশুপালের এই দুইটক্ষণ বর্তমান আমার মনে হইতেছে যে, যিনি শিশুপালকে বিনাশ করিবেন তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।১১

হে যুধিষ্ঠির! তোমার মঙ্গল হউক। হে বৃষ্ণিবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুবাপুরুষ! চেদিরাজ ও এই সকল অন্যান্য রাজগণের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে।১২

মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন যাদবসিংহে নিজের অভিমুখে প্রহরণ তুলিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাদের বুদ্ধি চেদিরাজের ন্যায় এইরূপ বিপরীতই হইয়া থাকে।১৩

হে যুধিষ্ঠির! এই তিন লোকে অন্যান্য, অন্যায়, দ্বেষ ও উদ্বেগ—এই চারিপ্রকার প্রাণীর স্রষ্টা ও সংহর্তা—উভয়ই যাদব।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া তখন চেদিপতি শিশুপাল তাঁহাকে কটূক্তিবাক্য শুনাইতে লাগিলেন।১৫

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দশমপর্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্বে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসন নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শিশুপালের ক্রোধজ নিন্দা।)

শিশুপাল উবাচ।

বিজ্ঞৈর্বিবদমানেষ্বেতেষ্বেকোঽয়ম্ সর্বপার্থিবান্।
ন যুক্তমসমে কর্ম্ম বৃদ্ধঃ সন্ বুদ্ধপাংসন ॥১

যুক্তমেতৎ কৃষ্ণায়াঃ প্রভবো বর্ত্তিতা ভবান্।
ভক্তং ধর্ম্মলোভার্থং হং হি সর্বকৃতস্মরঃ ॥২

নাহি যৌষিদ সদস্যো বাপ্যস্তো বাপ্যস্মদাদয়াৎ।
তস্মাদ্বৃদ্ধা হি কৌরব্যা যেনো ভীষ্ম স্বয়ম্প্রভুঃ ॥৩

পূজনাহা নপূজ্যেষি কর্ম্মণাত্র বিশেষতঃ।
যদা ভীর্থবয়াহাকে কৃষ্ণঃ প্রত্যর্পিতং ময়ঃ ॥৪

অবলিপ্তস্য দুর্বৃত্ত কেশবং তোষয়িষ্যতঃ।
কথা ভীষ্ম ন তে লিজ্জা সভায়েষু বিগর্হতে ॥৫
যত্র কৃষ্ণা প্রযোক্তব্যা ভীষ্ম বালতয়েবিয়ং।
তত্রিমং আবয়ন্ বৃদ্ধঃ সন্ যোগং সংতোষুমিচ্ছসি ॥৬
বয়মেব বয়ো বালা পকুমিচ্ছত্রয়ং কিম্।
যো বাসুদেবতো ভীষ্ম যো ন বৃদ্ধবিশাসতঃ ॥৭
চেষ্টমানহিতঃ ভাষ্টঃ যমেন বিপাতিতঃ।
পাণ্ডবৈঃ পকটঃ ভীষ্ম ওত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্ ॥৮
(অর্কপ্রকাশো তো বৃক্ষো যমেন বিপাতিতৌ।
আরণ্ড পাতিতো যমেন তত্র কো বিস্ময়ঃ কৃতঃ)

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শিশুপাল কর্তৃক ভীষ্মের নিন্দা।

শিশুপাল কহিলেন,—হে কুলকলঙ্ক ভীষ্ম! তুমি বিজ্ঞদিগের বাক্য সকল রাজার ভীতি উৎপাদন করিয়া কেন লঙ্ঘিত হইতেছ না? ১

তুমি কৌরবগণের মধ্যে জ্ঞেষ্ঠ; কিন্তু ভীষ্মের কৃতীয় অবস্থায় (বাল্যে) উপনীত হইয়া ধর্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য কথা বলা তোমার পক্ষেই সম্ভব। ২

ভীষ্ম! একটী কৌয়া যেমন অন্য কৌয়াকে এবং এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে আহার করণ ছলে বিনষ্ট বা মর্দ্দে পতিত হয়, কৌরবগণও সেইরূপ তোমাকে আহার করিয়া সুরক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩

পূজনীয় ব্যক্তি যে সকল কর্ম্ম এই শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছে, সেই সকল কথা ইহার মাহাত্ম্যজ্ঞানে সভিধের বর্ণনা করিয়া তুমি আমার মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছ। ৪

কেশবের স্তুতিবাদী তোমাকে ধিক্ ও দূর হও হইতেছে, তাহা না হইলে এইরূপ কথা বলিতে তোমার জিহ্বা সহস্র বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? ৫

ভীষ্ম! যদি বালক ব্যক্তিদেরও যাহার জিহ্বা কথা উচিত, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াও সেই যোগাদ্য কৃষ্ণের প্রশংসা কেমন করিয়া করিতেছ? ৬

যদি এই কৃষ্ণ বাল্যকালেই একটী অসুরি, অশ্ব ও বৃষভকে (ষাঁড়কে) বধ করিয়াছে থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে, কারণ, উহাদের কেহই তো যুদ্ধবিশারদ ছিল না? ৭

হে ভীষ্ম! যদি এই কৃষ্ণ পরাক্রমে ভেজস্বী-পুত্র এক বৃদ্ধ মাতুল মমকে বিপাতিত করিয়াও থাকে, তবে তাহাতেই বা অদ্ভুত কার্য্য কি হইয়াছে? ৮

(যদি অর্ক (আকন্দ) বৃক্ষের ন্যায় দুইটী অর্জুন বৃক্ষকে এবং একটী বৃদ্ধকে বিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে!)

স্ত্রীকথায়াং সন্তাষ্যঃ যজমানেন দুরোদরৈঃ।
তথা যোষর্ষভো ভীষ্ম ন তস্মিন্ মন্যতে ক্ষমঃ ॥৯

দুরুক্তমেতন্ মহদ্যত্ত ক্রীড়ন্তো বদন্ত্যুত।
ইতি তে ভীষ্ম সূনায়াঃ পরুষং বিদ্ধি যাগতঃ ॥১০

যত্র চানেন বর্ষিষ্ঠ দুরুক্তমিহ বন্দীনঃ।
ন চরেন্ন হরেচ্চাপি ইত্যেতদ্ধি ব্রতং মহৎ ॥১১

ন তে প্রকৃতিবিদ্ ভীষ্ম দূনং জনয়তা সতাম্।
যদ্ যত্তে ভাষমর্ষজ্ঞ যাজ্যঃ কুরুকুলাধম ॥১২

স্ত্রীণ্ যোষ্ ন সন্ত্রাণি পাঞ্চালেষু ব্রাহ্মণেষু চ।
যত্র চান্যানি ভূতানি অন্যত্র স্যুঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৩

ইতি সন্তোষ্যমানস্তি সজ্জনং বদিতা সভা।
ভীষ্ম লোকে ন তৎ পশ্যে বিদ্যতে যদ্ধি দুষ্কৃতে ॥১৪

জানন্নুক্তং দুরুক্তং ভূয়াসো কেশবং যথ।
অজানতং ইবাখ্যাসি ক্ষত্তারং কৌরবাধম ॥১৫

গোপ্তা স্ত্রীণাঞ্চ সর্বং ভীষ্ম যথাকাব্যাদ্ যদি পূজ্যতে।
এবমুক্তস্ত যো ভীষ্ম তথা ন কুরুতেঽধিকে ॥১৬

অসৌ বক্তিতরা লোকে ন এষ ভরতঃ প্রভুঃ।
সন্তাষ্যন্তি সদোষং হ্যকামাক্রোশ জন্মনি।
এবমেতৎ পরিক্ষিপ্তং ন তৎ বিদ্যতে ধ্রুবম্ ॥১৭

ন মাধামাধিনং শক্তি বহু ভেদিনি পাতয়তি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি ভূমিরপ্রকৃতির্যথা ॥১৮

যদি স্ত্রীকথায়াং (উহাদের বিষয়ে) তাহা যোষর্ষভসমক্ষে এই দুষ্ট লোক দিব যাবৎ করিতেও থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না।৯

ভীষ্ম। এই দুষ্ট পরস্পরিকের খেলা করিতে করিতে যত অন্যায় করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তুমি ও তোমার ন্যায় অনেক (বিদ্বান্) ব্যক্তিও বিদ্ধ হইয়াছে।১০

যে বর্ষিষ্ঠ ভীষ্ম। যে বলবান্ ব্যক্তির সভায় এই দুষ্ট অন্যায় করিয়াছে, সেই অন্যেরও এ কথা বলিয়াছে—ইহা উহার পক্ষে অদ্ভুত কিছুই না।১১

(তোমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে বিদ্ধ করাই সম্ভব)। যে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জান না। সত্যবতী এ বিষয়ে কি বলেন, তাহা তুমি শুন নাই। তোমাকে সেই কথা বলিতেছি, শুন।১২

স্ত্রী, সোম ব্রাহ্মণের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে নাই এবং যাহার অন্য অন্যায় করা হয় ও যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহারও উপর অত্যাচার করিতে নাই।১৩

এইরূপ অনুশাসন যাহিষ্ঠগণ সজ্জনগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! এই অনুশাসন তোমাকে স্পর্শ করিয়াছে বোধ হইতেছে।১৪

হে কৌরবাধম! তুমি অজ্ঞাতসারেই এই কেশবকে জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিতেছ। তোমার কথায় মনে হইতেছে—আমি যেন কিছুই জানি না।১৫

ভীষ্ম। স্ত্রী ও সোমব্রাহ্মণদিগের তোমার মতে পূজা করা উচিত। অথচ। এইরূপ স্ত্রী ও সোমব্রাহ্মণদিগকে তুমি কেবল ঘৃণা করিতেছ।১৬

তোমার কথায় স্ত্রী-সোম-ব্রহ্মণাদ্বেষী অন্যান্য মনে অভিহিত এই দুষ্কর্মটী দুষ্কৃতান্বয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উহাদের প্রভু বলিয়া যদি গণিত হয়, তবে বলিতে হইবে তোমার অনেক বক্তব্যই ব্যর্থ।১৭

তোমার কথাকে মাধা ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে না। মাধাদ্বেষীরা যেমন অসত্যাদিকে তথ্য বলিয়া শুনাইলেও তাহাকে কোন মাত্রা দান করে না, তুমিও সেই কারণে শাস্তি না পাইতে পার। তুমিও পশুর যেমন নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে,

মূঢ়ং প্রকৃতিহীনো যে ভক্তা মাত্র সংশয়ঃ।
অস্তি পাপীয়সী চৈষা পাণ্ডবানামবীক্ষতে ॥১৯
যোহর্জ্যমানঃ কৃষ্ণেন ন যেষাং প্রথমঃ কৃতঃ।
যুধিষ্ঠিরমমর্ষজ্ঞঃ সহতে মর্ষিষাংস্তু সঃ ॥২০
কো হি ধর্মিষ্ঠমাত্মানং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিষু সত্তমঃ।
মূর্খাদ্ বধং বধং ভীম কৃতঃ ধর্মমবেক্ষতা ॥২১
যেন বা যদি বিদ্বাংসি যদি প্রাজ্ঞা মতিস্তব।
অক্ষকামা হি ধর্মজ্ঞা ভক্ষয়ন্তি প্রাজ্ঞমানিনঃ।
অথবা নাস্তি তত্রং তে কথং শাস্ত্রমহো বৃথা ॥২২
যত্র ত্বমপি তত্রাং ভীম কথনাৎ মৈথিলবাদ্ যতঃ।
প্রাজ্ঞা বিচিত্রবীর্য্যস্তে পত্নাং মর্ষমুপেয়িবান্ ॥২৩

যাবদ্যোষং ন জানন্তি বিদ্বাংসঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।
তাবদ্ ভাতাক্ষপত্যানি লক্ষয়ন্তি পরে পরি ॥২৪
কো হি ধর্মোহস্তি তে ভীম ভ্রাতৃর্ভার্যামিমাং মৃতাং।
যস্ ত্বমাত্মনি যোষায়াং বা স্নুষায়াং বা ন শঙ্কসে ॥২৫
ন ত্বয়ং তব ধর্মজ্ঞ পত্নাপুত্রাপচারতঃ।
ন হি তে দেবিকা মৃষ্টা ন চ ধর্মব্যতীপ্সয়া ॥২৬
ইষ্টঃ ক্রতুশতৈরাপ্তৈ বহ্বন্নাদ্যদক্ষিণৈঃ।
সর্বমেধফলাদ্ রাজন্ ফলাৎ নার্হতি ষোড়শীম্ ॥২৭
ব্রহ্মোপবাসৈর্বহুভিঃ কৃশং ভবতি ভীম যৎ।
সর্বং তদ্বধফলাদ্ যোষাং ভবতি নিষ্ফলাৎ ॥২৮

তোমরই ভূমিত তোমার এইরূপ প্রকৃতির অনুমোদন করিতেছ ॥১৮

নিশ্চয়ই তোমার এই প্রকৃতি অতিশয় অধম—ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপ অতি পাপীয়সী প্রকৃতি পাণ্ডবগণকেও গ্রাস করিয়াছে ॥১৯

রাজন্, যাহারা কৃষ্ণকেই অগ্রপূজার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের পথপ্রদর্শক। বালিক বলিয়া যাহা হইলেও তুমি বস্তুতঃ ধর্মজ্ঞানে শূন্য এবং মূর্খাপরিচয়ী ॥২০

ভীষ্ম। জ্ঞানিজ্ঞেষ্ঠ এমন কোন্ মানুষ আছে, যে নিজেকে ধর্মজ্ঞ জানিয়াও এইরূপ কর্ম করিতে পারে? তুমি যেমন বুদ্ধিমান হইয়াও এইরূপ কর্ম করিলে ॥২১

তুমি ধর্মজ্ঞই যদি জানিতে এবং তোমার বুদ্ধি যদি শাস্ত্রজ্ঞানোজ্জ্বল হইত, তাহা হইলে তুমি অন্য নারী ধর্মজ্ঞ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের অপরাধ করিতে পারিতে না! তোমার মঙ্গল হউক ॥২২

ভীষ্ম। তুমি যে কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিলে, সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য ইচ্ছুক ছিল না; কারণ, সে মনোমনের পথ অনুসরণ করিয়া চলে ॥২৩

ভীষ্ম! তুমি নিজেকে নিজেকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে কর কিনা, তাই তোমার ভাতাদের অন্ধ পুরুষ দ্বারা তোমার বিবাহিত ভ্রাতৃপত্নীদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলে? তুমি আবার বল যে, আমি ধর্মার্থজ্ঞী ॥২৪

যে ভীষ্ম! তুমি যোষবশতঃ বা স্ত্রীবশতঃ যে ভ্রাতৃবধূ অবলম্বন করিয়া আছ, তাহাতে তোমার কোন ধর্ম অর্জিত হইতেছে? তোমার সবই বৃথা—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥২৫

যে ধর্মজ্ঞ! ইহাতে তোমার ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোন ধর্মই যদি হইয়াছে—ইহা আমি মনে করি না; কারণ, তুমি তো ধর্মফলের সেবা করা নাই; যে ইহাতে ধর্ম বলিয়াছে ॥২৬

ঋত্বিগ্‌গণ বলিয়া থাকেন—ইষ্টাপূর্ত, দান, অধ্যয়ন, বহুদক্ষিণ যজ্ঞ প্রভৃতি কোনটাই পুত্রের ষোড়শাংশের এক অংশেরও যোগ্য নয় ॥২৭

যে ভীষ্ম! তুমি ব্রত, উপবাস প্রভৃতির দ্বারা যে ধর্ম অর্জন করিয়াছ, তোমার পুত্র না হওয়ায় নিশ্চয়ই ঐ সবগুলি তোমার বৃথা হইয়াছে ॥২৮

মোহেনাত্যন্ত বৃদ্ধশ্চ মিথ্যাধর্মানুসারকঃ।
হংসেষু ঘৃণবীবাসী জাতিভ্যঃ প্রাপ্তবান্ ভয়ম্ ॥২৯
এবং হি কথয়ন্তস্তে যথা জানেষিভঃ পুরা।
তীব্র তং ভয়ং সম্যক্ যথাসি তব পৃচ্ছতঃ ॥৩০
বৃদ্ধঃ কিল সমুদ্রান্তে কশ্চিদ্‌হংসোহভবৎ পুরা।
ধর্মযাজনযাযূকঃ পক্ষিভিঃ সোহনুশাস্তি চ ॥৩১
ধর্মং চরত ভদ্রং বো ধর্মো হি পরমা গতিঃ।
পক্ষিণঃ শুশ্রূষবস্তং তং তস্য বাক্যানি ॥৩২
অথাপ্ত তস্যাভ্যাশং সমুদ্রতনয়াদিষ্ট।
অথৈনং তীব্র এবং তে ধর্মার্থমিতি শুশ্রুম ॥৩৩
যে চ তস্য সমীপাগে বিশ্বস্যাণ্ডানি পক্ষিণঃ।
সমুদ্রাস্তরমাস্থায় তত্রৈনং তীব্র পক্ষিণঃ।
তেষামণ্ডানি সর্বেষাং ভক্ষয়ামাস পাপকৃৎ ॥৩৪
ন হংসে সম্প্রবক্তব্যাবাদপ্রভৃতি পক্ষিণঃ।
ততঃ প্রজীবনেষু তেষু তেষ্বণ্ডেষ্বপশ্যত।
অথাহ মহাপ্রাজ্ঞঃ স কদাচিদ্ ধর্মবিৎ ॥৩৫
তত্র স ভক্ষয়ামাস দৃষ্ট্বা হংসস্য বিক্রিয়ম্।
তেষাং পরমদুঃখার্তঃ স পক্ষী সর্বপক্ষিণাম্ ॥৩৬
তত্রা প্রব্যক্তরো দৃষ্ট্বা পক্ষিণস্তে সমীপগাঃ।
বিস্ময়ন্তঃ তথা হংসং মিথ্যাবৃত্তং কৃতঘ্নম্ ॥৩৭
তে যাং হংসধর্মাপন্নীয়ে বয়ঃস্থাপিণাঃ।
নিবদ্ধুস্তীব্র সংক্রুদ্ধা পক্ষিণঃ যথাগতম্ ॥৩৮
আযাসপ্রাপ্তাস্তি যে পুরাপক্ষিণো ভবাঃ।
তীব্র যাং তাং তে সম্যক্ ভবিষ্যন্তি তাদৃশ ॥৩৯

পুরাকালে বৃদ্ধ তুমি মিথ্যাধর্মের অনুসরণ করিতে। হংস যেমন নিজ জাতিগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, তুমি সেইরূপ রাজগণ কর্তৃক নিহত হইবার যোগ্য ।২৯

তীব্র। প্রাচীন কাল হইতে এক বৃত্তান্ত চলিয়া আসিতেছে। জাতিগণের কথিত সেই উপাখ্যান তোমাকে যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৩০

পুরাকালে সমুদ্রের তীরে এক বৃদ্ধ হংস বাস করিত। সে অন্যান্য পক্ষিগণকে ধর্মের কথা উপদেশ করিত, কিন্তু নিজে বিপরীত আচরণ করিত ।৩১

হে তীব্র। সত্যবাদী পক্ষিগণ তাহার "ধর্ম আচরণ কর, অধর্ম করিও না" এই উপদেশ সর্বদা শ্রবণ করিত ।৩২

তীব্র। অনন্তর পক্ষিগণ "ইহার নিকট ধর্মের কথা শুনিয়াছি" এইরূপ অভ্যাসবশতঃ পক্ষিগণ সমুদ্রতটে বিচরণ করত তাহার অন্ত আহার করিত ।৩৩

হে তীব্র। সেই পক্ষিগণ তাহার নিকট যাইবার পর (তিন) দিন বলা অন্ত সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হইয়া আবার আসিত। কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ তাহাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিয়াছিল ।৩৪

ঐ হংস নিজকর্মে অত্যন্ত সাবধান ছিল, কিন্তু পক্ষিগণ নিজ নিজ কার্যে অসাবধান ছিল, তাই তাহারা প্রথমতঃ তাহাকে সন্দেহ করে নাই, কিন্তু সে ক্রমশঃ অণ্ডগুলিকে ভোজন করিতে থাকায় কোন একটী বুদ্ধিমান্ পক্ষীর মনে সন্দেহ হইল এবং একদিন সে তাহার সব কার্যই প্রত্যক্ষ করিল ।৩৫

তারপর সেই পক্ষী তাহাদের অণ্ডগুলিকে ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং অন্যান্য পক্ষিগণকে হংসের এই পাপ কর্মের কথা জানাইল ।৩৬

হে তীব্র। তখন পক্ষিগণ সকলেই হংসের সেই পাপকর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে মিলিয়া সেই মিথ্যাচারী হংসকে বধ করিল ।৩৭

হে তীব্র। পক্ষিগণ যেমন সেই হংসকে বধ

অভবদ্ভয়সন্ত্রস্তো যৌধি প্রত্যাগতস্তদা।
অভবদ্ভয়সংবিগ্নং তব যাদবসৈনিকম্ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্বণি সভাক্রিয়ায়াং পৌরাণিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি শিশুপালবাক্যে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

ভবিষ্যতি, সেইরূপ এই রাজসমূহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ছলধারীকেই তোমাকে বধ করিবে ॥৩৮

হে অচ্যুত! পুরাণবিদ্‌গণ এখানে যে গাথা গান করিয়া থাকেন, আমি তাহা তোমাকে সম্যক্ বলিতেছি, শুন ॥৩৯

"হে শ্যামবর্ণ (হরে)! তোমার অনুরাগী আমরা হওয়ায় তুমি রোষ করিতেছ বটে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত কি ভাবিয়া বেদ নাই যে, তোমার ধর্ম্মাত্মজনকে অভিক্রমকারী অতিক্রমণ তোমার এই কর্ম্ম করণীয় মনে করিয়া? ॥৪০

শ্রীমহাভারতের সভাপর্ব্বণি সভাক্রিয়ায়াং পৌরাণিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি শিশুপালবাক্যে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শিশুপালের বাক্যে ভীষ্মসেনের ক্রোধ, ভীষ্মের তাঁহাকে সান্ত্বনাদান।]

শিশুপাল উবাচ।

স যে বহুমতো রাজা জরাসন্ধঃ মহাবলঃ।
যোধয়েন দুরাং নেতুং সংগ্রামেঽপরাজিতঃ ॥১

কেশবেন কৃতং কর্ম জরাসন্ধবধে তদা।
ভীমসেনার্জুনাভ্যাঞ্চ কস্তৎ সাধিতি মন্যতে ॥২

অথাবেক্ষ্য প্রবিষ্টেন ভয়ং ত্রস্তমরিন্দম।
দৃষ্টঃ প্রত্যয়ঃ কৃষ্ণেন জরাসন্ধস্য মৃত্যুতঃ ॥৩

যেন ধর্ম্মবিনাশায় ত্রয়োদশসমা বৃতা।
নেষিতঃ পাণ্ডবেয়েষু বহু সত্যমপ্রিয়ম্ ॥৪

মৃত্যুরাবিতি যেনোক্তাঃ কৃষ্ণ-ভীষ্ম-ধনঞ্জয়াঃ।
কুলসন্ধেন যৌধিষ্ঠ কৃষ্ণেন বিদুষা কৃতম্ ॥৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শিশুপালের প্রতি ভীষ্মের ক্রোধ এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনাদান।]

শিশুপাল বলিল—মহাবলশালী রাজা জরাসন্ধ যিনি অন্য রাজগণের মানবীয় রাজা ছিলেন, তিনি এই কৃষ্ণকে তাঁহার 'যম' বলিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করেন নাই ॥১

এই কেশব ভীমসেন ও অর্জুনের দ্বারা তাঁহাকে কপটভাবে বধ করিয়াছে; এইরূপ বীর কর্ম্মকে কে সাধু বলিয়া মনে করিবে? ॥২

কৃষ্ণ মহারাজ জরাসন্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে, অতএব, তাহাকে ভয় পরিত্যাগ করিয়া বলবান্ রাজগণের অগ্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছে ॥৩

জরাসন্ধ রাজাদিগের বৃত্তি দিতেন, তিনি এই দুরাত্মার প্রকৃতির না জানিয়া ইহাকে প্রথমে পাদ্য দান করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণ বলে জানিয়া তখন উহা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই ॥৪

তিনি কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও অর্জুনকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে কৌরব। কৃষ্ণ তাঁহার অনুরোধকে বিফল করিয়াছে ॥৫

যজ্ঞস্য তস্যতঃ কর্তা যদ্যেনং পূর্বং হনিষ্যতি।
ন স্যাম ব্রাহ্মণাঃ সদ্যস্তাবদ্যমনমৃচ্ছতি ॥৩

ইতি ব্রাহ্মণ্যমুক্তং যে যদি যে পাণ্ডবাস্তদা।
অপরাদ্ধা ন তস্যাং বাসাদ্ধর্মে তত্র সাক্ষিণি ॥৭
অথ বা মৈত্রকার্যাং বেলা ধর্মসি তত্ত্বতঃ।
স্ত্রীসখ্যং চ মুহূর্তং নর্মাণোঃ প্রথমঃ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু তদ্বচঃ শ্রুত্বা ছন্দং তস্যাবগম্য চ।
চুক্রোপ ভগিনীং জ্যেষ্ঠো ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৯

তথা পদ্মপ্রতীকাশে বক্ত্রাবরণবিচ্যুতে।
দৃষ্ট্বা ক্রোধাভিতাম্রাক্ষে বক্ত্রে ভ্রাতুর্বভূবুঃ ॥১০

ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং চাস্য দৃষ্ট্বা সংপ্রাবিবেশ হ।
ললাটস্থাং ত্রিকূটস্থাং পক্ষীং ত্রিপথগামিব ॥১১

যত্তাবৎ সম্পদস্তস্য কোপাদ্ বহুগুণাননম্।
দুদাহ সর্বভূতানি কালস্যেব যুগক্ষয়ঃ ॥১২

উৎপতন্তং তু বেগেন তত্রাসেনং মহাবলম্।
ভীম এব তদাবার্ষদ্ বায়ুবেগবলোদ্ধতম্ ॥১৩

তত্র ভীমস্য ভীমেন সার্ধমাসীত্ তদা রণম্।
তদদৃশ্য বিবধৈর্বাক্যৈঃ ক্রোধঃ প্রশময়ন্নিব ॥১৪

নাভিহ্রাম ভীমস্তু ন হি তাতমরিন্দমঃ।
স্মরন্নুক্তো ভবাপায়ে বেদাধিষ্ঠ মহেশ্বরঃ ॥১৫

শিশুপালস্য সংক্রুদ্ধে ভীমসেনে তদাবিশৎ।
আক্ষিপ্তস্য তথা বীর্যং সৌক্ষ্যেণ যে ব্যবস্থিতম্ ॥১৬

উৎপতন্তং তু বেগেন পুনঃ পুনরিক্ষতঃ।
ন দদর্শ ত্রিশিখাপাশং নিত্যং ক্রুদ্ধো দৃশং যথা ॥১৭

যে পূর্বা। যদি এই যজ্ঞের অন্যের কর্তা বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভীষ্মের কথিতে সাহস করা যাই যেন। ৬

এই পাণ্ডবগণ যোদ্ধার ন্যায় এবং সর্বার্থযুক্ত হইয়াছে যে, তুমি যাহা করিতেছ তাহাকেই সাধু কার্য বলিয়া মনে করিতেছে—ইহা আমার নিতান্ত অধিক আশ্চর্য মনে হইতেছে। ৭

অথবা যে ভারত। প্রীতিসাধন স্থান বন্ধুবিশিষ্ট ভোজন স্থান মৃদু মুখর ব্যক্তিদের সেবা, তাহাদের পক্ষে এইরূপ করা কিছুই আশ্চর্য নয় ॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীষ্মের প্রতি শিশুপালের ঐরূপ অসংযত বাক্য—যে বাক্যের প্রতিটি অক্ষরই মর্মন্তুদ বাক্য শুনিয়া বলিতেই প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৯

পদ্মপলাশসদৃশ মুখের ও বক্ত্রাবরণই আবৃত এবং বিকৃত ভীমের নয়ন দুইটি সেই সময় ক্রোধে আরক্ত আকারধারণ করিয়া উঠিল ॥১০

তখন ত্রিকূটসদৃশ ত্রিশিখাবিশিষ্ট ধ্বজার ন্যায় ভীমের ললাটে ত্রিশিখাবিশিষ্ট ভ্রূকুটি সকল ব্যক্তিই দেখিতে পাইলেন ॥১১

ভীমসেন ক্রোধে বহুগুণ হইয়াই করিতেছিলেন, তাহাতে তখনে তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্বগ্রাসী ক্রোধ কলিযুগ উদয় প্রলয়াগ্নির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥১২

ভীম সহসা প্রবাবসূচক শিশুপালের দিকে অগ্রসর হইতেই তাঁহাকে শিব যেমন কালিকেয়কে বলিয়া ছেলেন, সেইরূপভাবে বলিয়া ছেলিলেন ॥১৩

যে ভারত। শিশুপাল ভীমকর্তৃক নিবারিত এবং বিধি বাক্যে শান্তনা প্রাপ্ত হইয়া ভীমের ক্রোধ শান্ত হইল ॥১৪

ভবোদ্ভবকালে যেমনভাবে অন্যায় ভীত হইলেও মহাদেবি যেমন তখনও বেলাকে অতিক্রম করে না, তেমনই ভীমও ভীষ্মের কথা উল্লঙ্ঘন করিলেন না ॥১৫

যে ভারত। ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলেও শিশুপাল নিজ ধর্মীয় অবলম্বন করত কম্পিত হইলেন না ॥১৬

প্রেক্ষন্তীনাং বভূবাশু তেষামাকৃতিরন্যথা।
ভীমসেনস্তমিত্যুক্ত্বা দৃষ্ট্বা ভীমপরাক্রমম্ ॥১৮

দুষ্টেঃ ভীম পশুস্তু যাবদেনং বধাদিদাম্।
যদুপ্রবীরৈর্বিবৃতং পত্তনমিব বহ্নিনা ॥১৯

তমন্তরিক্ষেঽপতন্তং শ্রুত্বা তে মুমুদুর্জনাঃ।
ভীমসেনস্তয়োরাসীদ্ভীমো ভীমস্য যঃ পিতা ॥২০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধ্যাং পরীক্ষিদুপাখ্যানে শিশুপালবধপর্বণি ভীষ্মপ্রয়াণে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

ভীম যেখানে পুনঃ পুনঃ শিশুপালের প্রতি অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন, সুদর্শনে ক্রুদ্ধ শিবের ন্যায় শিশুপাল তাঁহাকে সহসাই ধরিলেন না ॥১৭

ভীমপরাক্রমশালী ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্রতাপশালী চেদিরাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন ॥১৮

রে ভীম! তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও; যাবৎ আমি যদুবীরদিগের সহিত বিবৃত বহ্নি দ্বারা পত্তনের ন্যায় ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি ॥১৯

চেদিরাজের সেই কথা শুনিয়া মুনিগণসহ সুহৃদ্বিয়ানগণের সহিত শ্রেষ্ঠ ভীম ভীমসেনকে বলিলেন ॥২০

শ্রীধরবিরচিতা সুবোধিনী সংহিতা ভাগবতের মহাপুরাণপারমহংস্য শিশুপালবধপর্বে ভীষ্মের স্বর্গারোহণবর্ণনাত্মক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪২

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনশিশুপালয়োঃ জন্মবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

চেদিরাজকুলে জাতস্ত্রাক্ষ এষ চতুর্ভুজঃ।
রাসভস্বরবন্নাম্না ননাদ চ ননাদ চ ॥১

জন্মত্রয়ানুগুণ্যেন ত্রিনেত্রো দশবাহবঃ।
বৈরূপ্যেণ তত্র সর্বে দৃষ্ট্বা ত্যাগায়াকুরুত মতিম্ ॥২

তন্মাতরমিদংপ্রেম্ণা সান্ত্বয়ন্ত্যং দদর্শহ।
চিত্রাঙ্গদস্তুতরয়া বাগুবাচাশরীরিণী ॥৩

এষ তে তনয়ঃ পুত্রঃ শ্রীমান্ বলযুতো বলাদ্বিতা।
তস্মাদস্মাদ্ভয়ং ত্যক্ষ্যাঃ পাহি নৈ শিশুম্ ॥৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

(ভীষ্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত কথন)

ভীষ্ম বলিলেন,—এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ ছিল; কিন্তু জন্মিবামাত্র গর্দভের ন্যায় শব্দ করিয়াছিল ও গর্জন করিয়াছিল ॥১

তাহাতে মাতাপিতাসহ সকলে ইহার ঘোরতর বিরূপ আকৃতি প্রভৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ॥২

পরী, পুরোহিত ও অন্যান্যগণের সহিত অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট নরপতির প্রতি তখন আকাশ বাণী হইল ॥৩

হে রাজন্! তোমার এই পুত্র ঐশ্বর্যশালী ও বলবান্ হইবে, সেজন্য ইহার বিপদ হইতে ভয় নাই। সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ না করিয়া যাহাতে পালন কর ॥৪

ন চ মৈ ভক্ত মৃত্যোর্বৈ ন কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
মৃত্যুর্বিভাস্তি সম্রান্তং ন জোৎস্নেয়ং বরাধিপ ॥৪

সম্প্রত্যেবাগতং মাত্যং মৃত্যুমন্তরিতং তথা।
পুত্রমেবাভিজানন্তী জননী বাক্যমব্রবীৎ ॥৬

যেনেয়ং ভীষিতং বালং ঘোরেণ তপসা প্রভো।
প্রাজলিঃ সমকামি ন্যস্তায়ুধ ন পুনর্যতঃ ॥৭

যাবাতয়েন তনয়ান্ যেন যা যদি বেত্তথ।
জোতুমিচ্ছামি পুত্রস্য কোৎস্য মৃত্যুর্বিভীষিকা ॥৮

অন্তর্হিতং তমুক্তা তু মৃত্যুমুগ্রতেজসং পুনর্বচঃ।
অন্যোৎসঙ্গে সুখীতস্য কৃতাবধিকাবুভৌ ॥৯

পতিত্বা ভিত্তিমূলে পক্ষীবাভিবিরাজতে।
কৃত্বাঞ্জলিমুখং বালস্য ললাটস্থং তু লোচনম্ ॥১০

নিবর্ত্তিষ্যতি যং দৃষ্ট্বা লোকস্য মৃত্যুর্বিভীষিকা।
তেনাহং চতুর্থং প্রেক্ষ্য তথা চ স্মূলাবতম্ ॥১১

পৃথিব্যাং পার্থিবা সর্বে অভ্যাগচ্ছন্ বিশাম্পতে।
তান্ পূজয়িত্বা সম্প্রাপ্তান্ যথার্হং স মহীপতিঃ ॥১২

এবৈকদা নৃপসাদ্যে পুত্রমাবোপয়ং তদা।
এবং রাজসহস্রাণাং পৃথক্ পৃথক্ তথাকরম্ ॥১৩

শিশুমাত্রমবাজ্ঞায় ন তং গ্রাসে নিবর্তয়ন্।
এতদেব তু সংস্মৃত্য মাবধীরিতি ভাষতে ॥১৪

তত্তস্তেষিপুরং প্রাপ্তো মহর্ষেঃ ভাবিতাত্মনঃ।
বাসবো বাসবীং দৃষ্ট্বা বলাদ্ যৌ পিতুরুত্তমা ॥১৫

অভিবাদ্য যথান্যায়ং যথাজ্যেষ্ঠং নৃপঞ্চ তাম্।
কৃপয়াবাহয়ং পৃষ্ট্বা নিষণ্ণৌ চোত্তমেষ্বথৌ ॥১৬

ইহার এখন মৃত্যু হইবে না, কারণ ইহার মৃত্যুকাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। সাধ্বী! ইহার যিনি ভর্তা এবং যে অস্ত্র দ্বারা ইহাকে বধ করিবেন, তিনি পূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছেন।৪

তখন পিতৃপাদের জননী পুত্রস্নেহে সন্তপ্ত হইয়া অন্তর্হিত সেই দেবতার কথা স্মরণ করত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।৬

যিনি কৃপাপূর্বক আমার পুত্রের প্রতি এই কথা বলিলেন, আর যাঁহাকে তপোযোগে অবলোকন করিয়াছি, তিনি কৃপাপূর্বক আমার কথার উত্তর প্রদান করিয়া পুনরায় বলুন।৭

আপনি দেবতাই হউন অথবা অন্য কোন প্রাণীই হউন, আপনি সত্য করিয়া বলুন, 'ইহার মৃত্যু কে হইবে'?৮

তখন অন্তর্হিত দেবতা পুনরায় এই কথা বলিলেন—যিনি ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে ইহার অধিক দুই হাত পক্ষীর ন্যায় বাহির হইয়া ভূতলে পড়িবে এবং এই বালকের ললাটস্থ কৃষ্ণবর্ণ নয়ন অন্তর্হিত হইবে, তিনিই ইহার ভর্তা হইবেন। ইহার পিতামহ ও চতুর্থ ব্যক্তির কথা শুনিয়া পৃথিবীর সকল নরপতি ইহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। দেখিবার সময়ে যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রত্যেকের ক্রোড়েই শিশুকে বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র রাজার ক্রোড়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যথাক্রমে বসাইয়াও তাহার দুই হাত ও তৃতীয় নয়ন সুস্পষ্টরূপ দৃষ্টান্ত নিদর্শন দেখা গেল না। ইহা শুনিয়া রাজারা হইতে মহাবলশালী রাজন্য বসুদান ও ঔশীনর যযাতিদৌহিত্র পিতৃসমাজে দেখিবার জন্য তেষিপুরীতে উপস্থিত হইলেন।৯-১৫

বসুদান ও ঔশীনর তেষিবাসে যথাযোগ্য ও তাঁহার পত্নী পিতৃসখা অষ্টকাকে ও অষ্টকাকে যথারীতি জ্যেষ্ঠক্রমে অভিবাদন করত কুশল ও পীড়াশঙ্কায় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যথায় উপবেশন করিলেন।১৬

অজাতশত্রো তব বীর্য্যো শ্রীমান্ ভাগ্যবিদ্ভবান্ ৩৬।
পুত্রং বাক্যেরতোৎসঙ্গে দেবী সংস্তম্ভয়াৎ যথা ৩৭
অতস্তমস্ত ভদ্রং তে কৃষ্ণায়াবিজিতাত্মনে।
পৈতৃষ্বস্রেয় নমতঃ ক্রমস্ব শমাটঙ্কম্ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা ব্যসৃজৎ তস্মা বরং কৃষ্ণগতাং শুচম্।
বরদং যে বরং কৃষ্ণ ভক্তার্ত্তিপ্রণাশনম্ ৩৯
ন স্মর্ত্তারং সমাসীনো ভীতানামভয়প্রদঃ।
এবমুক্তস্তথা কৃষ্ণঃ সোঽন্তর্ধাৎ যদুনন্দনঃ ৪০
ন বৈরমত্র দেবি বর্ণয়েঽ ন মাতৃঽস্তি তব তয়।
যদাবি তং যদঃ কিঞ্চ ভবত্যপি পিতৃষ্বসঃ ৪১
শক্রং যা যদি যাচেয়ুঃ কৃতিস্তি যদুসত্তম।
এবমুক্তা ততঃ কৃষ্ণমন্তর্ধাৎ ভগবান্ ৪২

শিশুপালস্যাপরাধান্ ক্ষমেথাঃ মাধব।
যৎ কুর্বতো বহূন্ পুংসো হিংসনং যে বরং গুরো ৪৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অপরাধশতং সাধ্বী ময়া হস্য পিতৃষ্বসঃ।
পুত্রস্য তে বধাদিষ্য ন ঘং শোচেঃ কদ কৃথা ৪৪

ভীষ্ম উবাচ।

এবমেষ কৃতঃ পাপঃ শিশুপালঃ হুরাত্মধীঃ।
যং সমাহময়ত্ত বীর যোগিধ্যেয়ময়সিতা ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি
শিশুপালস্তুতাস্তবনে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ৪৩

দেবী শ্রুতদেবা যখন দেই দুই বীর রাম ও কৃষ্ণকে যথারীতি শ্রীতির সহিত সম্ভাষণ করিয়া যমোচিত শ্রীকৃষ্ণকে কোলে সুস্থির করিয়া দিলেন ৩৭

যাঁহার কোলে শুইতে যাওয়াতেই শিশুপালের দুই হাত খসিয়া পড়িল এবং ললাটের তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হইল ৩৮

যাহা দেখিয়া শ্রুতদেবী অত্যন্ত ভীতা ও ব্যথিতা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে যাচ্ঞা করা বলিলেন—যে মহাবাহু কৃষ্ণ। তুমি ভক্তার্ত্তি নাশকে বর প্রদান কর ৩৯

হরণ, তুমি আর্ত্তজনের দাহনাবেরণ ও ভীতজনের আশ্রয়কর্ত্তা। যদুনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উক্ত হইয়া তখন বলিলেন ৪০

যে দেবি। যে পিতৃষ্বসঃ। যে বর্ণয়ে। তুমি ভীতা হইও না। আমা হইতে তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে কি বর দান করিব ৪১

উহা আমার সাধ্য হইলে বা অসাধ্য হইলে, আমি এই বিষয়ে তোমার বাক্য পালন করিব। এই কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ৪২

"হে মহাবাহু যদুবংশধুরন্ধর। তুমি আমার প্রতি কৃপা করিয়া শিশুপালের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবে—ইহাই তোমার নিকট আমার প্রার্থিত বর।" ৪৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে পিতৃষ্বসঃ। তোমার পুত্র বধযোগ্য অপরাধ করিলেও আমি তাহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব। সুতরাং তুমি আর কৃথা মনে শোক করিও না ৪৪

ভীষ্ম বলিলেন,—হে রাজ ভীষ্ম। এইরূপে যোগিধ্যেয় বলিয়া কথিত হইয়া এই পাপিষ্ঠ দুষ্টমতি রাজা শিশুপাল তোমাকে দ্বেষ করিয়াছিল ৪৫

শ্রীমদ্ভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্বে শিশুপালকৃতকৃষ্ণস্তবনামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মকের কৃষ্ণ-শিশুপালের ভীষণ বিবাদ, শ্রীকৃষ্ণের সহ যোদ্ধৃ সর্বান্ নৃপান্ প্রতি ভীষণভাষণেক।]

ভীষ্ম উবাচ।

তৈস্তে চেদিপতের্মিত্রৈর্বাসবস্যেহ্যুতম্।
নৃত্যতো জগৃহুঃ কৃষ্ণস্তৈর্বিশঙ্কঃ ॥১

কো হি নাম ভীমসেনাদ্ বিভ্যাদ্বৈ পাণ্ডবাদৃতে।
কেশবং কালসঙ্কাশো যথৈব কুলপাংসনঃ ॥২

এষ হ্যুক্ত আবাহয়েদ্রোহপক্ষ ইবার্ভকম্।
অথৈব পুনরাদায়েদ্বিষ্ণুমাত্মানমেব তথা বিভুঃ ॥৩

যথৈব কৃষ্ণঃ পার্থেন পার্থশ্চ ইব কেশিহা।
সর্বক্ষত্রাভিভূর্ভূত্বা সর্বানস্মানভিভবন্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা ন মৃষ্যতে চৈদ্যস্তৎ ভীষ্মবচনং তদা।
উবাচ তৈঃ সহ কৃষ্ণং পুনর্ভীষ্মশ্চ তচ্ছৃণু ॥৫

শিশুপাল উবাচ।

যদিহাগা মোহয়ন্ ভীষ্মো প্রত্যক্ষং কেশবস্য বৈ।
যস্য সংস্তবযুক্তা বৈ বালবৎ সন্তুতোষিতা ॥৬
সংস্তবে চ মনো ভীষ্ম পাবনাং যদতে যদি।
তদা সংস্তোষি বাগ্ভূমিং হিত্বা জনার্দনম্ ॥৭
স্বয়ং স্তুহি বাহ্লীকমিমং পাণ্ডবসত্তমম্।
জ্ঞাতয়ন্তেন হেতোস্ত্বং পাণ্ডবা যদি ॥৮
যদ্যদ্যবিষয়াস্তুভ্যং সহস্রাক্ষস্তদা হরেৎ
স্তুহি কর্ণমিমং ভীষ্ম যদ্যস্তি বিকত্থনম্ ॥৯

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মকে লক্ষ্য শিশুপাল কর্তৃক ভীষ্মের তিরস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন করিয়া অন্য সকল রাজগণকে ভীষ্মের আক্রমণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—এই যে চেদিপতি শিশুপাল তোমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে—ইহা তাহার বুদ্ধিবশ, ইহা নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ॥১

হে ভীষ্মসেন। কালপ্রবুদ্ধি কুলাঙ্গার শিশুপাল ভিন্ন ইহার মত এমন্ কোন্ রাজা এ পৃথিবীতে আছে, যে আমাদের এইরূপভাবে তিরস্কার করিতে সাহস করে ॥২

এই মহাবাহু কেশিহা বিষ্ণুই শ্রীহরি কেশব ও অনন্তরূপ, সর্বব্যাপী শ্রীহরি নিজের অংশে তাহাকে বিলীন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৩

যে কৃষ্ণার্জুন। এই কেশিহা আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া না করিয়াই নিজের ভাব পর্যন্ত প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দুর্বুদ্ধি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন চেদিরাজ ভীষ্মের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কেশবসমক্ষে পুনরায় ভীষ্মকে বলিতে লাগিলেন ॥৫

শিশুপাল বলিলেন, তুমি যদীয় তাব সহ যে কেশবের স্তুতি করিতেছ, সেই কেশবের এই যে প্রভাব, ইহা আমাদের সকলেরই বিদিত রহিয়াছে ॥৬

হে ভীষ্ম! যদি অন্য স্তুতি করিয়াই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই জনার্দনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার স্তুতি কর ॥৭

যাহার জন্যই এই পৃথিবী বিনাশিত হইয়াছিল, সেই রাজবংশের রাজা বাহ্লীককে স্তুতি কর ॥৮

ভীষ্ম! যিনি বল ও অস্ত্রবলের অধিকারী, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় বল ও পরাক্রমসম্পন্ন, মহাবাহুকে অনায়াসে আকর্ষণ করত যিনি যুদ্ধ করাইতে সমর্থ, সেই অর্জুনকে কর ॥৯

যজ্ঞসেন দ্রুপদে দিব্যে সমরে যেনাভিরক্ষিতে।
তক্ষক মহাবাহো মাদ্রীপুত্রপুরঃসরম্ ॥১০

বাসবপ্রতিমো যেন জবাসন্ধোঽভিরক্ষিতঃ।
নিজিত্য বাহুযুদ্ধেন যেনেজেশ্চ পরিক্রম ॥১১

শ্রোণঃ শ্রৌণিক সাদ্ধ্যঃ কঃ পিতা-পুত্রৌ মহারথৌ।
যুধি ভূত্যানুতৌ তীব্র সংক্রুদ্ধৌ বিজয়ক্রমৌ ॥১২

যয়োরস্ত্রময়ো তীব্র সংজ্ঞ্যঃ সংগ্রামজিৎ।
ইমাং বসুমতীং কৃৎস্নামাদিদেবাদিতি যে বিদুঃ ॥১৩

শ্রোণক হি সমং যুদ্ধে ন পশ্যামি মহারথম্।
নাগযুদ্ধঃ সমং তীব্র ন চ তৌ শ্রোত্রবিদ্ধিনি ॥১৪

পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যো বৈ প্রক্ষিপতে ভরম্।
সূর্যোদয়ে চ যাতেন্দ্রমক্ষিপ্য মহাভুজম্ ॥১৫

জয়ন্তক রাজানং বৃহান্তং পৃথিবীক্ষিতম্
ক্রমং কিম্পুরুষাচার্যঃ সোঽদ্য প্রতিবিবিক্রমম্।
অক্ষিপ্য মহাবীর্যঃ কিং প্রশংসসি কেশবম্ ॥১৬

বৃহক ভারতাচার্যং তথা গায়নকং কৃপম্।
অক্ষিপ্য মহাবীর্যঃ কিং প্রশংসসি কেশবম্ ॥১৭

বসুর্ধামাণং প্রথমং ভক্তিমং পুরুষোত্তমম্।
অক্ষিপ্যন্ত মহাবীর্যঃ কিং প্রশংসসি কেশবম্ ॥১৮

ভীমকক মহাবীর্যঃ মহাত্মানং পৃথিনম্।
ভগদত্তং বৃদ্ধকেতুং অমরেশক মাগধম্ ॥১৯

বিরাট-দ্রুপদৌ তোতৌ শকুনিক বৃহদ্বলম্।
বিশ্বানুবিশ্ববারন্তৌ পাণ্ডাং যেনমধোক্ষজম্ ॥২০

শৈব্যক বৃষদেনাগ্র্যং বৃহদেবক মানিনম্।
একলব্যক বিক্রান্তং কার্তিকেয় মহাবলম্ ॥২১

অক্ষিপ্য মহাবীর্যঃ কিং প্রশংসসি কেশবম্।
শল্যাদীনপি কস্মাৎ ত্বং ন স্তৌষি বদুত্তমান্।
ব্রুবন্ বা যদি বা বৃষ্ণিবর্ষভঃ তীব্র সর্বদা ॥২২

মহাবাহো! যাঁহারা কর্ণ কেকয়নন্দিন দিব্য কুণ্ডলযুক্ত যাঁহারা অঙ্গের সহিত। উদিত হইয়াছিল এবং এই সকল প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় যেসীপ্যমান (তুমি সেই সকল ব্যক্তি অতিক্রম করিতেছ না কেন?)।১০

যে ইন্দ্রসদৃশ বলবান্ অপরাজেয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে জয় করিয়াছে এবং তাহার শরীরকে দুইভাগে বিভিন্ন করিয়াছে, তুমি সেই ভীমের স্তুতি কর।১১

ভীম! তুমি যদি ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রোণ ও শ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে স্তুতি কর, তাঁহারা যেমন মহারথ তেমনই মহাবলেই।১২

হে ভীম! এই উভয়ের যে কেহ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত পৃথিবীকে প্রতীপযুক্ত করিতে পারে আমার এইরূপ বিশ্বাস।১৩

ভীম! শ্রোণ বা অশ্বত্থামার সমকক্ষ এমন কোন রাজাকে তো আমি দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি তুমি তাহাদিগের স্তুতি করিতেছ না কেন?।১৪

মাদ্ররাজ এই পৃথিবীতে যাহার সমকক্ষ নাই, সেই রাজন্য মহাবীর সূর্যোদয়কে অতিক্রম করিয়া এবং কৃপাচার্য পৃথিবিক্রম রাজা জয়ন্তকে ও বিশ্বানুবিক্রম কিম্পুরুষাচার্য দ্রুপদকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবকে কেন স্তব করিতেছ?।১৫-১৬

বৃদ্ধ ভারতাচার্য গয়নকবংশ কৃপাচার্যকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেশবের কেন প্রশংসা করিতেছ।১৭

বসুর্ধামাপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন?।১৮

মহাবীর্যশালী ভীমক, রাজা বৃদ্ধকেতু, ভগদত্ত, মুদ্রকেতু, অমরেশ, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, বৃহদ্বল, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ,

কিং হি পশ্যন্ বয়া কর্ত্তুং যদ্ বৃদ্ধাবাং ত্বয়া বৃত।
পুরা কথয়তাং পূর্বং ন শ্রুতং বর্ষকদ্বিনাম্ ।২৩

আত্মনিন্দাত্মপূজা চ পরনিন্দা পরস্তুতি।
অনাচরিতমার্য্যাণাং মৃত্যুস্থানকরাণি বৈ ।২৪

অবস্তব্যানি পশ্যন্তো নাস্তৌষি ভক্তিতঃ।
কেনস্থ ভক্ত ইত্যেব ন চিন্তয়সুপক্রমে ।২৫

কথং তোষস্ত পুরুষং ধর্মপালে দুরাত্মনি।
সন্ত্যজেদাশ্রমং সর্বং জগৎ কেবলকাময়া ।২৬

অথ চৈনং ন তে বুদ্ধিঃ প্রকৃতিং যাতি জায়ত।
যথৈব কথিতঃ পূর্বং তুলিভিঃ শকুনিবিধৈঃ ।২৭

তুলিভিঃ শকুনির্নাম পার্শ্বে হিমবতঃ সখে।
তীব্রং তপস্তপ্তবান্ যঃ স্রষ্টারমধিগম্যবিধাতঃ ।২৮

যা নাহমস্মিতীদং না পশ্যন্ত্য বাপ্নুতে ফলম্।
সাহসং চাত্মনাস্তীব চরন্তী নাবসূয়তে ।২৯

সা হি মাংসার্থিনং তীব্রং বুধ্যং সিংহমুপাগতম্।
বচোভ্যবিলয়ং যৎ স্তবাদবোধয়চেতনা ।৩০

ইত্যুক্তঃ সা হি সিংহেন তীব্রং তীব্রতপোবলম্।
তথেতি স্বপ্নমধ্যস্থিতে সদা যাচঃ প্রজাপতে ।৩১

ইত্যুক্তাং তুলিলালাপাং তীব্রং তীব্রতপোবলম্।
লোকবিধিবিকর্মা হি নাস্তোষীতি তথেতি সঃ ।৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততশ্চেতিপ্রতঃ প্রেত্য তীব্রঃ স কটুকো যতঃ।
উবাচেদং বচো রাজংশ্চেদিরাজস্য পৃচ্ছতঃ ।৩৩

ইচ্ছন্ত্যাং কিল মাংসার্থং তীব্রায়োগাং মহীক্ষিতাম্।
লোহহং ন পশ্যন্ত্যোরাংস্তুপেক্ষালি নরাধিপাম্ ।৩৪

পাণ্ডবপতি, হেত. ঈশ্বর, মহাভাগ্যবান্ পথ আতিথ্যকারী বৃদ্ধদের, বিক্রমশালী এবলম্বা, সাধারণ, ও সাধারণ অনিন্দ্যাধিপতি—এই মহাবীর্যশালী রাজকুমারকে অভিক্রম করিয়া তুমি কেনই বা প্রশংসা করিতেছ কেন?

হে ভীষ্ম! যদি তোমার ইচ্ছা করিয়াই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে পশ্যন্তপ্রভৃতি রাজপুত্রে, স্তুতি করিতেছ না কেন? ১৮-২২

তোমার এই দুর্বুদ্ধির সম্বন্ধেবাদে আমি আর কি করিতে পারি? বৃদ্ধগণেরা পুরাকালে যা বলিয়াছেন, তুমি তাহা কিছুই শোন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, আত্মনিন্দা, আত্মপূজা, পরনিন্দা ও পরস্তুতি—এই চারিপ্রকার কর্ম আর্যগণের অনাচরণীয়।২৩-২৪

তুমি যে এই স্ত্রীর অযোগ্য কেশবকে যোগবলতঃ ভক্তির সহিত স্তব করিতেছ, হে ভীষ্ম! তোমার এই কার্য কেহই অনুমোদন করে না।২৫

তুমি কি কারণে মতীভূত হইয়া তোমবলো-বজ্রধর ধর্মপাল দুরাত্মা কেশবে সমস্ত জগতের সমাবেশ করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।২৬

হে তাত! তোমার বুদ্ধি তুলিল শকুনির ন্যায় কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতেছে না—ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি।২৭

হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে তুলিলনামক এক-প্রকার শকুনি আছে। অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য করাই তাহার স্বভাব, সে নিজে অন্যান্য দুঃসাহস করিতেছে—ইহা সে নিজেও বুঝে না; সে তপস্যার সিদ্ধির মূল হইতে মাংসের আশায় যায়। নিজের উপেক্ষাবশতঃই সে মারা যাইতে—সময় পায়। হে অধর্মবিৎ ভীষ্ম! তুমি অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য করিয়াও যে এখনও জীবিত, ইহা ধর্মপতি-দেবের কৃপাবশতঃই, তোমার বীর্যবলে নহে।২৮-৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন চেদিরাজের ঐরূপ

এবমুক্তে তু ভীমেন তত: সাত্বতযূথপা:।
কেশিন্যস্তদিদে তত্র কেশিনং ভীমং প্রহরিষে ॥৩৭
কেশিমুদ্যম্য বেগেন প্রক্ষিপ্য ভীমস্য তদ্বধ:।
পাদোৎক্ষিপ্তো দ্রুতং বাক্যং ভীমমাহেতি
অব্রবীৎ ॥৩৮

বধস্তবায় দুষ্টস্য পশুবৎ সাত্বতৈ: কৃতঃ।
সর্বৈ: সমেত্য সংহৃষ্টৈর্ভদ্রং বো হন্মি বা হতঃ ॥৩৯
ইতি ক্রোধাৎ বচ: শ্রুত্বা তত: কৃষ্ণোঽব্রবীদিদম্।
উগ্রং ক্ষত্রিয়বৃত্তস্থং ভীমসেনং বরাদিপম্ ॥৪০
উদ্যতোদ্যত নেদানীং ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিত:।
বন্ধু বধ্যোঽয়ি হে মন্দ: সুদুর্বুদ্ধে হন্তুমর্হসি ॥৪১

পশুবন্ যাচত: ক্ষ যে হন্তব্যা বা হতাস্ত্বিয়া।
জিজীবয়া যুধি যো ভগ্ন: অন্তব: সকলা: পরম্ ॥৪০

এষ তিষ্ঠতি গোবিন্দ: পুরিতোঽস্মাভিরচ্যুত:।
যস্য বাহুবলে বৃষ্ণিরবলম্ব্য ন সীদতি ॥৪১

কৃষ্ণস্যাস্ত্রবলাক্ষিপ্তে দুষ্টে চক্রপরাবরে।
ভারাবতরণে দেবস্য হেতৌ বিশ্বসু পাণ্ডব: ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি ভীষ্মবাক্যে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়: ॥৪৪

ঐ কথা শুনিয়া ভীম হেডিম্বরাজের সম্মুখেই সকলকে বলিতে লাগিলেন—এই হেডিম্বরাজ বলিতেছে যে "আমি রাজসূয়ের কৃপাতেই এখনও জীবিত আছি," আমি এই কথা সত্য করিয়া স্বীকার করি; আমি এই সকল রাজগণকে তৃণতুল্য মনে করি ॥৩০-৩৪

ভীম এইরূপ বলিলে রাজগণের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইল; যাদবদের মধ্যে কেহ কেহ এই কথায় আনন্দিত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ ভীমকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৩৫

তখন কোন বৃষ্ণিবংশীয় ভীমের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—"এই দুষ্ট ভীম অত্যন্ত দম্ভ প্রকাশ করিতেছে, ইহাকে কথা কওয়া উচিত নয়। এই দুর্মতি ভীমকে পশুর ন্যায় বধ করা এবং পশুবৎ যাচক যে সকল ব্যক্তি ইহাকে ভয়ার্ত্ত হইয়া রক্ষা করিতে বলিবে, তাহাদিগকে রক্ষা করা উচিত নয়। ভীম জীবনের ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছে, ইহার সকল পরমায়ুই ক্ষয় হইয়াছে ॥৩৬-৩৭

তাহাদের এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণপিতামহ তখন তাহাদিগকে বলিলেন—তখন দুষ্ট কথা বলিয়া উহার শেষ করা যায় না। হে রাজগণ! আমি যাহা বলিতেছি, আপনারা তাহা মনোযোগের সহিত শুনুন—"আমি আপনাদের সম্মুখে এই পণ প্রকাশ করিতেছি, আপনাদের শক্তি থাকে, আমাদের পক্ষ হয় ত বধ করুন অথবা কটাক্ষির দ্বারা বধ করুন। আমাদের দ্বারা পূজিত গোবিন্দ আপনাদের সম্মুখেই অবস্থান করিতেছেন। এই হেডিম্বরাজ যে শঙ্খচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে আজ দুষ্ট বলিয়া অপমান করিতেছে, ইনি যাহার সহায় হইয়া, সে কিরূপ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূমির ভারাবতরণ করেন ॥৩৮-৪২

শ্রীমহাভারতের সভাপর্বে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্বে শিশুপালবধপ্রসঙ্গে ভীষ্মবাক্যনামক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, রাজসূয়যজ্ঞের সমাপ্তি, সর্ব্বেরা ব্রাহ্মণদিগকে রাজার শ্রীকৃষ্ণের চ স-বন্ধনে প্রত্যাবর্ত্তনক।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথঃ প্রবৈষ্ব তীর্থেভ্য চেদিরাজ্ঞ্যুর্ষিষ্ঠিরঃ।
মনুৎসুর্যাদুদেবেন যাদবমনুযাচ হ ॥১

আহরে ত্বাং বধ্য গত্ব যদা সার্দ্ধং জনার্দ্দন।
যাজয়ন্ত বিদ্বন্সি ত্বাং সহিতঃ সর্বপার্থিবৈঃ ॥২

সখ্য যদা হি মে বধ্যাঃ সবলা দৃঢ় পাণ্ডবাঃ।
নৃপতীন্ সর্বতঃ সর্বা বৈরয়াত্ত যমক্ষিতঃ ॥৩

যে ত্বাং যাজ্ঞসেনায়াং যাজ্যাঽস্তি দুর্বৃত্তম্।
অবর্জ্জয়ৎ কৃষ্ণ বধ্যান্ ইতি মে মতিঃ ॥৪

ইত্যুক্ত্বা যাদবশ্রেষ্ঠো সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণো দুষ্টপুর্ব্বমিদং বচঃ ॥৫

উবাচ পাণ্ডবান্ সর্বান্ স সমক্ষং বীরসংসদি ॥৬

এব মা শক্রহন্তারং পাণ্ডবাঃ সাত্বতীসুতঃ।
সাত্বতানাং বৃষ্ণিসাত্বা ন বিত্তোঽবলকারিণম্ ॥৬

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যাতমবধ্যং জ্ঞাত্বা বৃষ্ণিসত্তম।
অবধ্যং যাবকাদেব যত্নাদ্যঃ সম মহাবিলম্ ॥৭

ক্রৌঞ্চস্তে তোজরাজস্য এষ বৈরকরে স্থিতে।
হত্বা যত্নাচ্চ তান্ সর্বানুপায়াং যমসাদনং পুরা ॥৮

অবধ্যেন হয় যেন্যুৎসৃষ্টং বর্ষিভির্ভয়ম্।
পিতুর্মে যজ্ঞবিঘ্নার্থমহং পাপনিষ্কৃতঃ ॥৯

সৌভরাজ্ঞ প্রতি যাতাঞ্চ যদুভ্যেষ্ব তপস্বিনঃ।
ভার্য্যাহরণজং পাপমেতেনাহং ব্যপোহিতঃ ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, রাজসূয়যজ্ঞের সমাপ্তি এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর ভীষ্মের কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সঙ্গে যুক্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।১

হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। যখন আমি সকল পাঞ্চালদিগের সহিত তোমাকে বধ করিতেছি, তখন তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।২

হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত এই পাণ্ডবগণ আমার বধ্য; কারণ, ইহারা বলদর্পিতকে অতিক্রম করিয়া রাজা না হইলেও তোমাকেই অর্চনা করিয়াছি।৩

তুমি যাদব; তুমি সুহৃদ্ বোধ নও; তথাপি যাদবেরা পুরুষোত্তমের ন্যায় বাল্যকাল হইতে তুমি তোমার অর্চনা করিয়া আসিতেছ, হে কৃষ্ণ! সেই পাণ্ডবগণ সকলেই তোমার বধ্য।৪

এই কথা বলিয়া রাজশ্রেষ্ঠ চেদিরাজ সকল অবধ্যগণ হইয়া অবধ্য করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের সকল রাজার সমক্ষেই এই কথা বলিতে লাগিলেন।৫

সাত্বতশ্রেষ্ঠ আমার পিতৃষসার তনয় এই চেদিরাজ সকলেরই আমার বধ্য এবং নিরপরাধ সাত্বতগণের সকলের প্রতিই বিদ্বেষ।৬

হে রাজগণ! আপনারা জানেন; আমি যখন যাদবগণের বধ করিবার জন্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বিরাজিলাম, তখন এ দুর্মতিবশতঃ আমার পিতৃষসার ভাই হইয়াও আমার অনুপস্থিতিতে যাদবদিগকে অভিসংযোগ করিয়াছিল।৭

তোজরাজ যখন বৈরকর পর্যন্ত ক্রৌঞ্চ করিয়াছিলেন, তখন এই দুই ভাতৃবধ সকলকে বধ করিয়া নিজ পুরীতে পলায়ন করিয়াছিল।৮

আমার পিতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন এই পাপবুদ্ধি তাহার যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদন

এষ যাজ্ঞাপ্রতিঘ্নঃ কৃষ্ণার্থে তপস্বিনীম্।
ঈহার কৃষ্ণাং বৈশম্পায়ন যাজ্ঞসেনা মৃদুসঙ্গম্ ॥১১

পিতৃস্বসা কুরুতে দুঃখং মুক্তমর্যাদাসমম্।
বিত্ত্যা হীদং সমারম্ভাৎ পরিবোঢ় বর্ততে ॥১২

পশ্যন্তি হি কৃতাত্মানঃ সর্বাত্মৈব ব্যতিক্রমম্।
ইত্যনি তু পরোক্ষং মে যদি তাম্যি নিবোধত ॥১৩

ইমং কৃষ্ণ ন শক্ষ্যামি কদ্বনং ব্যতিক্রমম্।
অকল্পনাদ্ যথাহং সত্রে রাজমণ্ডলে ॥১৪

ক্রন্দিষ্যাদ্যে দুঃখ প্রার্থনাপূর্বদুর্বচঃ।
ন চ তাং প্রত্যুদাস্যামি মূঢ়ে বেণ্যক্রবীমিব ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাদি তদা সর্বে সহিতাস্তে নরাধিপাঃ।
বাসুদেবস্য শ্রুত্বা তে বিস্মিতাঃ সর্বশস্তদা ॥১৬
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শিশুপালঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীদ্ বসুদেবস্য বাক্যং তেষ্বেব চ ॥১৭
যৎপূর্বং ক্রিয়তে কৃষ্ণ সদসৎসু পরিকীর্তনম্।
বিশেষতঃ পার্থিবেষু তৎ ত্বং কৃষ্ণে ন কীর্তয়ে ॥১৮
কস্মাদয়ং হি কঃ সংসু পূজ্যঃ পরিকীর্ত্যতে।
অপূজ্যাং স্ত্রিয়ং রাজ্ঞঃ কস্মাদ্ বদসি বৃষ্ণয়ঃ ॥১৯
কথং বা যদি তে শ্রদ্ধা কঃ বা কৃষ্ণে কথম্।
কৃষ্ণাং বাপি প্রশংসাং বা কিং বে জ্ঞাত্বা ভবিষ্যতি ॥২০

করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক অনেক অনুনয় করিয়াছিল।৪

ইহার প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তা হইয়া পত্নী যখন দৌত্যে যাইতে চাহিলেন, তখন এ তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়াছিল।৫

আমার বান্ধবের কন্যা দ্বারা তাহাকে পরিতোষ প্রাপ্তির জন্য তপস্যাপরায়ণা কৃষ্ণাকেই বৈশম্পায়নে এই নির্দয় যাচ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিল।১১

ইহার অনেক আমার পিতৃস্বসার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ আমি ইহাকে ক্ষমা করিয়াছি; সৌভাগ্যমদে আজ এ সকল রাজার সমক্ষে অবজ্ঞা করিতেছে।১২

আপনারা সকলেই আমার প্রতি ইহার কুৎসিত আচরণ স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং কেন আমি ইহাকে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি, তাহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।১৩

আজ এখানে পৃথিবীর সকল রাজা সমবেত হইয়াছেন; আজ ইহার আমার উপর এই অতিক্রমটির দুষ্কর্মের আরেক আমি ক্ষমা করিব না। (কারণ, ইহার বহু পাপ সঞ্চিত হইয়াছে)।১৪

এ যাবৎ ইহার কৃষ্ণের পক্ষাবলম্বনে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু মূঢ় যেমন বেদমন্ত্র শ্রবণ করিতে পারে না, সেইরূপ এই মূঢ় উহাতে লাভ করিতে পারে নাই।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—উপস্থিত রাজগণ বাসুদেবের এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া সকলেই শিশুপালকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।১৬

ভগবানের কথা শুনিয়া প্রতাপশালী শিশুপাল কৃষ্ণসমক্ষে হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন।১৭

"কৃষ্ণ! এই সভামধ্যে বিশেষতঃ রাজসভায় আমি তোমাকে পূর্বে ক্ষমা করিয়াছিলাম"—এই কথা বলিয়া তুমি লজ্জাবোধ করিতেছ না কেন?।১৮

হে মধুসূদন! তুমি কিরূপে কে এমন আছে যে, নিজের স্ত্রী অন্যের দ্বারা প্রার্থিত ছিল—এই কথা সভামধ্যে বলিতে পারে?।১৯

হে কৃষ্ণ! তোমার যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিতে পার। মধুসূদন ক্ষমা করিও না। তোমার ক্রোধ বা প্রসন্নতা কোনটাকেই আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি রুষ্ট হইলেই বা তাহাতে আমার কি হইবে?।২০

তথা ব্রুবতি এবাস্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
দর্শয়ামাস চক্রং স্বং দৈত্যবর্গবিনাশনম্ ॥২১॥
এতস্মিন্নেব কালে তু হরেঃ হস্তগতং প্রভো।
ঈষচ্চ ভগবান্ধুটৈর্বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥২২॥
নৃপস্য যে মহীপাল যেনৈবং কথিতং ত্বয়া।
অপরাধশতং কার্যং ময়াস্যৈব দমে ॥২৩॥
তৎ তয়া তাবিতঞ্চ তানি পূর্বাণি পার্থিব।
অদ্যাপি ক্ষমিষ্যামি পঞ্চতাং যো মহীক্ষিতাম্ ॥২৪॥
এবমুক্ত্বা বচস্তেষ্টশ্চেদিরাজস্য তৎক্ষণাৎ।
তপায়ন্নিভিয়া রুদ্ধঃ চক্রেণাদিত্যবর্চসা ॥২৫॥
স পপাত মহাবাহুর্ব্রাহত ইবাচলঃ।
তস্যশ্চেদিপতের্দেহাৎ তেজোঽগ্র্যং

দৃষ্টবর্ত্মনাঃ ॥২৬

উৎপতন্তং মহারাজ গগনাগ্র্যং তাস্করম্।
ততঃ কমলপত্রাক্ষং কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্ ॥
বদন্তং তং তথা তেজঃ বিশন্তং চ নরাধিপ ॥২৭॥
অদ্ভুতমবলক্ষ্য দৃষ্ট্বা সর্বে বভূবিরে।
যদ্ বিশেষ মহাবাহুং তৎ তেজঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২৮॥
অব্রুবন্ প্রবরং লোকাঃ পপাত ধরণিতলাদ্বি।
ভূতেষু নিহতে তৈস্মে ভগবান্ চ বভূবহ ॥২৯॥
ততঃ চেদিমহীপালা নাক্রাংস্তত্র কিঞ্চন।
অতীতবাক্পথে কালে প্রেক্ষমাণাঃ জনার্দনম্ ॥৩০॥
হৃষ্টৈর্বিলোচনপথৈঃ প্রপিবন্তমিবাস্যজম্।
অপরে ভগবদ্ভাবমন্যে ভেজুর্দ্বিজাঃ ॥৩১॥
ইতরে কেচিদ্ বাক্যৈঃ প্রণম্য জগন্নাথিনাঃ।
কেচিদেব পুরাণজ্ঞাঃ যথাবাদুপচেরিরে ॥৩২॥

শিশুপাল এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বৈরানুসন্ধানকারী চক্রকে স্মরণ করিলেন।১১

ভগবান্ চক্র আসিয়া উপস্থিত হইলে ধর্মজ্ঞ-বিশারদ ভগবান্ চক্রহস্তে লইয়া ঈষৎহাস্যে সভাস্থ বলিতে লাগিলেন।১২

হে মহীপালগণ। আপনারা শুনুন, কেন আমি ইহাকে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি; ইহার মাতা ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এজন্য আমি "ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। উহার প্রার্থনানুসারে আমার প্রথম প্রতিজ্ঞাটি পরিপূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এখন আমি নূতন রাজার সম্বন্ধে ইহাকে বধ করিব।১৩-১৪

এই কথা বলিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া সকলের সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চক্রের দ্বারা চেদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন।১৫

হে মহারাজ! ছিন্নমস্তক চেদিরাজ সহসা

১৪১

পর্বতের ন্যায় পতিত হইলেন। তখনই সকল মনুষ্য দেখিলেন—আকাশ হইতে উদিত সূর্যের ন্যায় চেদিরাজের শরীর হইতে যেই তেজ নির্গত হইয়া লোকনমস্কৃত কমলনেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল।১৬-১৭

শিশুপালের দেহ হইতে মহাবাহু পুরুষোত্তমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া রাজগণ সকলেই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিল।১৮

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক চেদিরাজ নিহত হইলে আকাশ হইতে বিনামেঘে বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল এবং সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল।১৯

তখন রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে ও মনের আবেগে ভগবান্ জনার্দনকে দর্শন করিতে করিতে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।৩০

কেহ কেহ শিশুপালের বধে অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধে হস্তের দ্বারা হস্তমর্দন ও দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল।৩১

প্রবৃত্তা: কেবলং তত্র সংস্তবন্তো মহর্ষয়:।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহারাজ পার্থিবাশ্চ সহস্রশ: ॥৩৩
পশ্যন্তস্তন্নিযুক্তা: স্মৃ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য বিক্রমম্।
পাণ্ডবস্তুষ্টবীর্ য়ান্ত্ সংকারেণ মহীপতিম্ ॥৩৪
যজ্ঞোপবীতকৃষ্ণাজিং সংব্যানেন চ চিহ্নিতম্।
তথা চ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধং দীক্ষিতং তমৃষীগণা: ॥৩৫
ঋত্বিগাচার্যবিপ্রেভ্যো দক্ষিণাশ্চ যথোচিতা:।
অভ্যষিঞ্চন্ তথা পার্থ: সহ দৈবতপার্থিবৈ: ॥৩৬
তত্র ন কৃষ্ণয়োস্তস্য ক্রতু: সর্বমহত্তরম্।
দৃষ্ট্বা শ্রীতিমবো রাজন্ ন যজ্ঞে বিপুলৌজস: ॥৩৭
সার্দ্ধয়িত্বা নৃপান্ রাজ্ঞ: প্রভূতধনরত্নবান্।
অবভৃথং যজ্ঞক্রান্ত কেশবেন সুরক্ষিত: ॥৩৮

(যযুস্তত: নৃপবরা: বজ্রস্য বিধিসূত্রম্।
ঔপেন্দ্রমুদ্রা বিহিতং সহদেবেন ভারত ॥১
মণিতরোলোকস্য হেমজালবতানি চ।
দীপ্তজাতরূপ্যানি প্রাসাদানীব ভোগবা।
ন যজ্ঞভূমাবপৈক্ষন্ত প্রবেশে নির্গমে তথা ॥২
শয্যাসনপরিস্তারাংশ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মুক্তম্।
ঘটান্ পাত্রী: কটাহানি কলশানি সহস্রশ:।
ন যে কিঞ্চিদলৌহপরিমাণতত্র পার্থিবা: ॥৩
তাম্রানাং বিকারাণি বাসূনি বিবিধানি চ।
দৃষদশ্চ তথা পেষানি মুষলানি চ।
দারুবিকারাং সততং রাজপ্রেষ্যা মহাত্মরে ॥৪
পূর্বে সত্রসহস্রে তু বিপ্রাণাং ভুক্তবতাং তথা।
স্থাপিতা তত্র সংখ্যা তুল্যসংখ্যৈর্মহাত্মভি: ॥৫

কেহ কেহ যোগদান করিতে আসিলেন; কোন কোন রাজা অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন; অপর সকলে মধ্যস্থতা অবলম্বন করিলেন।৩২

অনেক মহারথ রাজা এবং ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেলেন এবং সকলেই নির্নিমেষনয়নে হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজসূয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য সংকার করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। তাঁহারা যথাকালে তাঁহার আয়োজন পালন করিলেন।৩৩-৩৫

তখন পৃথারাজন যুধিষ্ঠির ঋত্বিগাচার্যের বিদায়কালে তাঁহার পুত্রের রাজসূয়ের আনুকূল্যে অভিষিক্ত করিলেন।৩৬

হে রাজন্। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণাদের সেই সর্বমহত্তরপূর্ণ রাজসূয় যজ্ঞ সকল মুনিরও আনন্দ বর্ধন করত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।৩৭

ভগবান্ কেশবের দ্বারা সুরক্ষিত বিপুলতেজ সেই যজ্ঞ প্রভূত ধন, রাজা, অন্ন ও ভক্ষ্যদ্রব্যে সমৃদ্ধ হইয়া অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।৩৮

(ঔপেন্দ্র মুদ্রা মহাদেবকৃত পরিচালিত সেই যজ্ঞব্যবস্থা রাজগণ সবিস্ময়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞভূমিতে সুবর্ণখচিত তালবৃক্ষসমূহের দ্বারা বিবিধ কোলাহল কোলাহল হইয়া সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সেই কোলাহলে পরিবৃত এই যজ্ঞভূমি প্রবেশনির্গমেরহিত আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।১-২

রাজগণ তথায় সুবর্ণে মণ্ডিত রথে, এবং কোন শয্যা, আসন, ঘট, ক্ষুদ্র পাত্র, কটাহ ও কলস দেখিতে পাইলেন না।৩

সেই মহাযজ্ঞে রাজনিযুক্ত পুরুষগণ ব্রাহ্মণগণকে সুধায় অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, মৃন্ময় পাত্রের দ্বারা পরিবেশন করত ভোজন করাইতে লাগিলেন। দুই লক্ষ ব্রাহ্মণ সেই মহাযজ্ঞে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলে পর, প্রতিদিন যেমন শঙ্খধ্বনি হয়া হইত।৪-৫

দুন্দুভ্যঃ প্রণদন্ত তত্র শব্দো ভারত।
উচ্চন্ত শঙ্খাশ্চ তং শ্রুত্বা বিস্ময়মাগতা ॥৬
এবং প্রবৃত্তে যজ্ঞে তু ভূষ্ট-পুষ্টজনাকুলে।
আজগ্মুর্বরবো রাজন্নৃষয়ো পর্ব্বতোপমাঃ।
ঋষিকল্যাশ্চ সমৃতঃ সপিষাক প্রজাপতা ॥৭
অন্ধ্রীপাঃ হি সকলো নানাজনপদাকুলঃ।
রাজন্যবৃন্দমৈক্ষেতো রাজসূয়িন্ মহাক্রতৌ ॥৮
রাজন্ত প্রবিশন্তত্র ধনরত্নবিভূষণাঃ।
বিবিধাকরপাণানি লেখ্যানি বিবিধানি চ।
ভোজ্যানি পেয়লেহ্যানি ভক্ষ্যাণ্যুচ্চাবচানি চ ॥৯
এতানি সর্বতঃ তুষ্ট্যৈ তস্মিন্ যজ্ঞে বিশাম্পতেঃ।
পরাং প্রীতিং যযুঃ সর্বে লোকপালোপমা নৃপাঃ ॥১০
এবং সমৃদ্ধিমৎ সর্বং যজ্ঞযোগবলান্বিতং।
যজমানং তদা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ঃ পাণ্ডবং যযৌ ॥১১
অভিষিক্তং যথাশাস্ত্রং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ।
পাণ্ডবস্ত যথাকালং যুযুজুঃ সর্বযাজকাঃ ॥১২
ব্যাসধৌম্যাদয়স্তত্র সর্বে বিধিবৎ যোক্তুমবিদন্।
যথাবর্ণাশ্চ তত্রাসন্ পাণ্ডবস্য মহাক্রতৌ ॥
নাকৃতব্রতিরাসীৎ তদস্মিন্ যাজ্ঞিকে ক্রতৌ।
যাজকো যাজয়ামাসো যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ॥১৩
ন তত্র কৃপণঃ কশ্চিদ্ দরিদ্রো ন বভূব হ।
দুর্বিত্তো দুঃখিতো বাপি প্রাকৃতো বাপি মানুষঃ ॥১৫
ভোজনং ভোজনার্থিভ্যো দাপয়ামাস সর্বদা।
সহদেবো মহাতেজাঃ সততং যজ্ঞবাটগতঃ ॥১৬
সততং ভূষণান্যাশু সর্বকর্মাণি যাজকাঃ।
বিদধে বিদধে চক্রুর্যথাশাস্ত্রার্থকুশলাঃ ॥১৭
ব্রাহ্মণা বেদসম্পন্নাঃ ক্ষত্রাশ্চক্রুশ্চ সর্বদা।
বৈশ্যাশ্চ ক্রতাবস্মিন্ বৈ সর্বে তস্মিন্ মহাক্রতৌ ॥১৮

যে রাজন্! প্রতিদিন এরূপ অন্নভোজনই সম্পন্ন হইত। ইহাতে তথায় সেই উত্তম শঙ্খ-সমূহের ধ্বনি শুনিয়া সকলেই বিস্ময় উৎপাদন হইয়াছিল ॥৬

যে রাজন্! দুই ও পুষ্টজনে পরিপূর্ণ সেই যজ্ঞস্থলিতে বহু অন্নের পাহাড় নির্মিত হইয়াছিল; ঘৃত ও দুগ্ধের সরোবর সৃষ্ট হইয়াছিল ॥৭

যে রাজন্! সকলেই মনে করিলেন যেন নানা রত্নসহ সহিত সমস্ত জম্বুদ্বীপ সেই মহাযজ্ঞে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে ॥৮

সুবর্ণ মালা ও মণিময় ভূষণধারী রাজন্যবৃন্দ প্রত্যেকে রাজসূয়ে রাজযোগ্য নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় বস্তুসমূহ প্রদান করিলেন ॥৯

সেই মহাযজ্ঞে এই সকল ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করত ব্রাহ্মণগণ সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন ॥১০

যে যজ্ঞে ও যাগে পরিপূর্ণ সেই যজ্ঞবাটে দর্শন করত রাজন্যগণ সকলে বিস্মিত হইলেন ॥১১

সকল প্রকার যজ্ঞকর্মে নিপুণ ঋত্বিক্‌গণ পাণ্ডুনন্দনের রাজসূয় মহাযজ্ঞে যথাকালে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন ॥১২

ব্যাস, ধৌম্য, প্রভৃতি যোগ্য ও ঋত্বিক্ সেই মহাযজ্ঞে বিধি অনুসারে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥১৩

সেই যজ্ঞে এমন কোন সদস্য ছিলেন না—যাঁহারা যজ্ঞ সহিত বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, যজ্ঞজ্ঞ, ব্রতী, শাস্ত্রাধ্যাপক, অনাহুত ও সকল বেদ ॥১৪

যজ্ঞকার্যে যাগযুক্ত এমন কোন মানুষই ছিল না, যে কৃপণ, দরিদ্র, দুর্বার্ত, দুঃখার্ত অথবা সাধারণ মানুষ ॥১৫

মহাতেজস্বী সহদেব সদা রাজাজ্ঞানুসারে ভোজনার্থিগণকে সর্বদা ভোজন দান করাইতেন ॥১৬

মেরোরেতস্ত যজ্ঞেন্দ্র উত্তরেণেরিণা-বাসুষৌ।
বিজ্ঞাবরণৌ কৌর্ণঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯

স রাজসূয়ং ততবে বর্ষরাজস্য ধীমতঃ।
পর্জন্যস্যেব কৌর্ণঃ সোহভিষেকোহপ্লবস্য যতঃ ॥২০
মেরোর্নিষেবিতৈর্দেবৈর্মেরুশৃঙ্গে ইবাপরঃ।
স হিমপুরুষীতৈস্ত কিম্পুরুষগণোত্তমৈঃ ॥২১
নারদস্ত ঋষী রাজন্ বৃদ্ধশ্চ মহাতপাঃ।
বিজ্ঞাবরণ্ডিত্রসেনস্তথাত্রে দ্বিজকোটিভিঃ ॥২২
যমস্তত্র স্ম তান্ সর্বান্ রক্ষত্যন্তরেণেব।
ইতিহাসপুরাণানি আখ্যানানি চ সর্বশঃ ॥২৩
উদূর্বে শক্তপ্রস্থা নিত্যং তর্পয়তেরেব।
তেনাস্ত মুরজাস্তত্র যজ্ঞে বৈ গোমুখাস্ত যে।
মৃদঙ্গ-কংশাস্তুজাস্তত্র প্রবৃত্তে স্ম সহস্রশঃ ॥২৪

লোকেঽস্মিন্ সর্ববিপ্রাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ সর্বশঃ।
সর্বে তেনাঃ সর্বধর্মাঃ সাধিষ্ঠ্যাজ্ঞাপরা ॥২৫

নানাদেশসমুদ্ভূতৈর্নানাজাতিভিরাগতৈঃ।
সর্বতস্ত ইব লোকোঽভূৎ যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥২৬

ভীমস্তত্রাপরাঃ সর্বে দূরতঃ পরুষোদরাঃ।
যুক্তাশ্চ সহস্রাশ্চ পঞ্চলাশ্চাপি সর্বশঃ।
যথার্হং সর্বকর্মাণি চক্রুর্নানা ইবাজ্ঞয়া ॥২৭

এবং প্রবৃত্তো যজ্ঞঃ স বর্ষরাজস্য ধীমতঃ।
ততবে চ মাধবো দোগ্ধেব ক্রতুংস্তা ॥২৮

বহূনি কদলাংশ্চৈব প্রাবারাংশ্চৈব সর্বশঃ।
নিষ্ক-হেমকরাংশ্চাপি কুপ্যানি চ সর্বশঃ।
প্রদদৌ তত্র সততং বর্ষরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৯

যজ্ঞকর্ম অর্থাৎ বিপুল ধনদানপূর্বক যাজকগণ প্রভৃতির যথাবিধি যজ্ঞকার্য সম্পাদন করিতেন ॥১৭

বেদাধিকারে পারদর্শ ব্রাহ্মণগণ অবসর সময়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শুনাইতেন এবং সকলে তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিতেন ॥১৮

মেরু, হেম, নাগ, দিব্য, মন্দর ও বিজ্ঞাবরণে পরিপূর্ণ ধীমান্ মহাত্মা বর্ষরাজ পাণ্ডবদিগের সেই রাজসূয় যজ্ঞভূমি পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সরা, দেব ও মুনিগণে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞভূমি অমরী শোভা অনুকরণ করিয়াছিল। যজ্ঞকর্মান্তে অবভৃথ সময়ে মেরুস্থ নারদ হিমপুরুষ ও কিম্পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া অবভৃথস্নান দান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বৃদ্ধ, বিজ্ঞাবসু, ত্রিচিত্রসেন এবং আরও অন্যান্য মহাত্মগণ নানাবিধ সঙ্গীত শুনাইয়া উপস্থিত সকলকে পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

সভাস্থলে অগণিত ব্রাহ্মণগণ ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে সকলকে শুনাইয়াছিলেন।

বেণী, দূরদ, মৃদঙ্গ, গোমুখ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, অন্যান্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র রাজসূয়ের ধ্বনি সতত শুনা যাইতেছিল ॥১৯-২৩

নানা দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চারিবর্ণের মানুষ এবং ভোজ, গান্ধার প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে পরিপূর্ণ করিয়াছিল ॥২৪-২৬

ভীম, সোম, হুতাশন প্রভৃতি কৌরবগণ এবং বৃষ্ণিবংশীয় ও পাঞ্চালদেশীয় সকল ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভৃত্যের ন্যায় স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥২৭

যে মহাযজ্ঞ। বৃষ্ণিবীর বর্ষরাজের সেই মহাযজ্ঞ ক্ষেত্রে যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা ধারণ করিয়াছিল ॥২৮

বর্ষরাজ যুধিষ্ঠির বস্ত্র, কম্বল, চাদর, সুবর্ণভাণ্ড এবং সুবর্ণ গাত্র ও অলঙ্কারসমূহ সতত দান করিতেছিলেন ॥২৯

যানি তত্র মহীপাল্যা লব্ধং বা ধনমুত্তমম্।
তানি সর্বাণি বিপ্রাণাং প্রদদৌ তত্র ভূমিপঃ ॥৩০

দৌহিত্রস্যয়ং প্রথমো ব্রাহ্মণানাং মহাধনম্।
ন কশ্চিদতি তং লোকে তস্মিন্নক্তো মহীপতি॥ ৩১

যাজয়ত্বা সর্বকামৈস্ত সমৃদ্ধৈঃ পুরুষর্ষভৈঃ।
ব্যাসং যৌধাং প্রভদ্রো নারদং পর্বতং তথা ॥ ৩২

ধনঞ্জয়ং ত্রৈগর্তাংশ্চ শৈলং ত্রৈশম্পায়নমেব চ।
যাজকাংস্তান্ ঋতৌ তস্মিন্ ধনৌঘেনাভ্যপূজয়ৎ।
সর্বাংস্তে বিপ্রধনবান্ পূজয়ামাস সংকৃতান্ ॥৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুষৎপ্রকাশং প্রাপ্তোঽহং যাজপূরো মহাক্রতুঃ।
জনার্দনপ্রভাবাচ্চ সম্পূর্ণো হে মনোরথঃ ॥৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ যজ্ঞে সমাপ্তায়াং পূজয়ামাস যাদবম্।

বস্ত্রমন্ত্রক দেবেশং কৌমারাংশ্চ কুরূত্তমান্ ॥৩৫)

সমাপয়ামাস চ তং রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
তং তু যজ্ঞং মহাবাহুরাসমন্তর্জনার্দনঃ।
যথৈব তবযাজ্ঞৌষিঃ শার্ঙ্গ-চক্র-গদাধরঃ ॥৩৬

তমুত্তমগুণপ্রাজ্ঞং ধর্মজ্ঞানং যুধিষ্ঠিরম্।
সর্বতঃ পার্থিবঃ কৃষ্ণমুপগম্যেদমব্রবীৎ ॥৩৭

ত্বিত্তো হি ধর্মং ধর্মজ্ঞ লোকাঃ প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
আজমীঢ়াজমীঢ়ানাং যশঃ সংবর্ধিতং ত্বয়া ॥৩৮

কথং বৈকেন রাজেন্দ্র ধর্মস্ত সুমহান্ কৃতঃ।
অংশৃণ্বানো নরব্যাঘ্র সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ ॥৩৯

যযাতেরপি পরিক্ষায়ন্নুশ্লোকানুষেরপি।
শ্রুত্বা তু ধর্মতঃ রাজ্ঞাং ধর্মবাদো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪০

যথাবিধানে তিনি যে পরিমাণ ধন দান করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ ধন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও দান করিয়াছিলেন।৩০

সহস্র কোটি ধন তিনি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ে দান করিয়াছিলেন, যাহা তৎকালে অন্য কোন মহীপতি করিতে সমর্থ হন নাই।৩১

যুধিষ্ঠিরের ধন দ্বারায় সকল কামনা পূর্ণ হওয়ায় ব্যাসদেব পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সহদেবতাদের ব্যাস, যৌধ্য, মহাঋষি নারদ, পর্বত, ত্রৈগর্তি, শৈল, ত্রৈশম্পায়ন, যাজকবৃন্দ, ধৌম্য, মহাতেজস্বী কণ্ণাদ প্রভৃতি বিপ্রবরগণকে বিশেষভাবে সন্তোষ করত পূজা করিয়াছিলেন।৩২-৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনারই ও ভগবান্ জনার্দনের প্রভাবেই আমি এই রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছি।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যজ্ঞ সমাপনান্তে যুধিষ্ঠির দেবেশ মাধব, বসনার্থ ও কৌমাদি মূল্যবান্ বস্ত্রকে পূজা করিলেন।৩৫)

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবান্ জনার্দন শার্ঙ্গ ধনু, চক্র ও গদা ধারণপূর্বক যজ্ঞকে রক্ষা করিয়াছিলেন।৩৬

অনন্তর ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির অবভৃথ স্নান করিলে পর সকল অধিরাজমধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে ধর্মজ্ঞ। আপনি সৌভাগ্যবলেই বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং অজমীঢ়বংশীয়দের বিপুল যশ আপনি বিস্তৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই মহাযজ্ঞ-কর্মের দ্বারা আপনি প্রভূত যশও অর্জন করিয়াছেন। আপনি আমাদের সকল কামনা পূরণপূর্বক যথারীতি অভ্যর্চনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এখন আমরা পরাজ্যে পরমসুখ হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

অথাহং পূজ্যমূপগতো ভ্রাতৃণ্ বর্ষানুবাচ হ।
রাজানো সর্ব এবেহ শ্রীত্যাত্মান্ সমুপাগমন্ ॥৩৩
প্রাপ্তজ্ঞাঃ স্মাহ রাজ্ঞোহি যাজ্ঞসেন্যা সমক্ষতঃ।
অনুজ্ঞয়ত তত্রাং বো বিবক্ষাস্তং মুনোঽব্রবীৎ ॥৩৪
ভ্রাতুর্নিয়োগাচ্চায় পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
অথাহং নৃপতীন্ সর্বানেবৈকঃ সমুপাব্রজম্ ॥৩৫
বিরাটমেবতাং পূর্বং দ্রুপদঞ্চাপ্যহং প্রভো।
বন্ধুত্বে বন্ধুসেন্যস্য মহারাজং মহারথম্ ॥৩৬
ভীষ্মঞ্চ কুরুরাজানং ভীষ্মসেনো মহাবলঃ।
দ্রোণঞ্চ সমুপাক্রামৎ বীরঃ সহদেবো যুধাম্পতিঃ ॥৩৮
নকুলঃ সুবলং রাজন্ সহপুত্রং সমন্ত্রিণম্।
দ্রৌপদেয়াঃ সমৌভদ্রাঃ পর্বতীয়ান্ মহারথান্ ॥৩৯
অবশ্যংস্তাংস্তথেত্যেবমহং ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
এবং সুসূক্ষিতাঃ সর্বে তত্র বিপ্রাঃ সমাগমন্ ॥৪০

অথেমে পার্থিবব্যাঘ্রা সর্বে ব্রাহ্মণেন চ।
যুধিষ্ঠিরমুপাতিষ্ঠন্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৪১
আপৃচ্ছে ত্বাং মহাবাহো দ্বারকাং পুরুষর্ষভ।
রাজসূয়ঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ্যৈ তে প্রাপ্তবানসি ॥৪২
তথাষ্টে ধর্মরাজস্য ধর্মমার্গো ন লুপ্যতে।
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ প্রাপ্তঃ ক্রতুবরো ময়া ॥৪৩
ত্বয়ঃ সমগ্রতশ্চাপি ৎ প্রসাদাদ্ ত্বয়ে স্থিতম্।
উপায়ান্ত ধনিঃ মুখ্যান্ যাদবেষু সমুপস্থিতম্ ॥৪৪
তথং ত্বমপ্রমেয়ার্থং যে যাচে বিদ্ধ্যমেবচ।
ন হ্যহং যাচতে বীর কচিৎ প্রাপ্যোমি কিঞ্চিৎ ॥৪৫
অথস্তঃ তৈব সত্যেন তথেতি যাবকাশুচী।
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ ॥৪৬
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর প্রীতঃ পৃথাঃ পৃথুযশা হরিঃ।
সম্প্রাপ্তাঃ সমুপপ্রাপ্তা পুত্রস্নেহেন পিতৃষ্বসুঃ ॥৪৭

অথান্ত যুধিষ্ঠির রাজগণের রাজ্য প্রদান করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করত ভ্রাতৃবৎসল বলিলেন—এই রাজগণ আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক, তোমরা (ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর) সীমা পর্যন্ত ইহাদের অনুগমন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক ॥৩০-৩৪

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া ভীমার্জুন পাণ্ডবগণ এক একজন এক একজন রাজার অনুগমন করিলেন। প্রতাপশালী বৃষ্ণিবীর বিরাটের, যজ্ঞের মহারথ মহারাজ যজ্ঞসেনের, মহাবলশালী ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, সহদেব স্বয়ংযুধা সহিত দ্রোণের, নকুল পুত্রের সহিত সুবলের এবং অভিমন্যুর সহিত দ্রৌপদীপুত্রগণ পর্বতীয় মহারথগণের এবং অন্য যেই ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের অনুগমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত সমাগত রাজগণও পূজিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥৩৫-৪০

যখন রাজগণ ও যাদবগণ সকলেই চলিয়া গেলেন, তখন প্রতাপশালী বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥৪১

হে পুরুষবর! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ রাজসূয় যজ্ঞের সমর্থ হইয়াছ। এখন আমি দ্বারকায় যাইতে ইচ্ছুক; তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি ॥৪২

ভগবানের কথা শুনিয়া ধর্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন,—হে গোবিন্দ! তোমার কৃপাতেই এই মহাযজ্ঞ আমি করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তোমার কৃপাতেই সকল রাজা আমার বশে আসিয়াছেন এবং কেহ কেহ উপায়নসমূহ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে অনঘ! 'তুমি যাও' এ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব? তোমাকে বিনা আমি কোন বিষয়েই সাহায্য পাই না ॥৪৩-৪৪

তোমার যদি দ্বারকাপুরীতে অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমি আপত্তি করিব না।

নিহার্যো বহুরত্নঞ্চ না হৃতং শ্রীরিবাপরম্।
অনুজানীহি নাং ধর্মজ্ঞ যাবদ্যাঃ সহানুজৈঃ ।৫৮

ততস্তাং দ্রৌপদীমিত্য সভাজ্যেদং কেশবঃ।
নিক্রম্যান্তঃপুরাৎ তস্মাদ্ যুধিষ্ঠিরসমীপতঃ ।৫৯

স্বাগতঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণান্ ব্রূহি বাচা চ।
অথো যেবস্থিতাঃ প্রশ্নং কৃষ্ণঞ্চ মৃদুসংহিতম্।
যোজয়িত্বা যথান্যায়ং ধর্মজ্ঞঃ সমুপাবিশৎ ।৬০

উপবিশ্য তথা কৃষ্ণা ভার্যা প্রথমকেতনম্।
প্রণম্য শ্বশুরাংস্তত্র সমাজগ্মুর্মহাত্মনঃ ।৬১

প্রথমো পুত্তলীকস্তুতো যাবদ্যোঃ সুবীম্ ।৬২

(সাত্যকিঃ কৃতবর্মা চ যযুধানশ্চ সম্মতৌ।
বীরদ্যুম্নসহস্রঞ্চ চাম্যরাজ্যাৎ বলিং তথা।
ধনমেষঞ্চ মেধ্যেশো যাদবান্ শস্ত্রভৃৎ।
এবমূ যাদবং সর্বং ধর্মপুত্রেণ পূজিতাঃ।
তত্র স সপ্তরং রাজা বিশ্বা সৌবর্ণবাসনম্ ॥)

তং পপ্রচ্ছানুযাজ্যঞ্চ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবং মহাবলম্ ।৬৩

ততো মুহূর্তং সংমৃশ্য দাশার্হপ্রবরং বলিং।
অব্রবীৎ পুত্তলীকাক্ষঃ কৃষ্ণীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরম্ ।৬৪

অপ্রমত্তঃ ক্ষিতো নিত্যং প্রজাঃ পাহি বিশাম্পতে।
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ।৬৫

যাজ্ঞযাজ্যোপজীব্যস্তু সহস্রাক্ষমিবামরাঃ।
ভূত্বা পাঞ্চালরৌদ্রেণ সহিতঃ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ।৬৬

অন্যোন্যং সমনুজ্ঞাপ্য তমূচুঃ বহুমান্ প্রভিঃ।
অথ যাদবতীঃ কৃষ্ণঃ সাম্বপ্রভৃতয়ো নৃপ ।৬৭

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে মহাবাহু শ্রীহরি যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ করিয়া পুনরায় (কৃষ্ণাকে) নিজেই বিদায় বলিলেন,—হে বিভুবর্গ! তোমার পুত্রগণ আজ বিপুল সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে এবং বহু ধন দান করিয়া ব্রাহ্মণদের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছে, সুতরাং ইহাদের তুমি পরমা শ্রীতি লাভ কর; এখন আমাকে অনুমতি দিলে আমি দ্বারকায় যাইতে উদ্যোগী হই ।৫৭-৫৮

অনন্তর কৃষ্ণা ও দ্রৌপদী নিজেই বিদায় গ্রহণ করত ভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজলক্ষ্মীর সমাগম করত ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবারিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দেবের ন্যায় শ্যামবর্ণ মহাবাহু অমরাধিপ তুল্য মহাবীর যাদব ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ।৫৯-৬০

যাদবগণ সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া মহাত্মা কেশব স্বয়ং প্রথমতঃ করিয়া উঁহাকে আশীর্বাদ করত দ্বারকাপুরীর অভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন ।৬১-৬২

(সাত্যকি ও কৃতবর্মা যে আরোহণ করত চামরের দ্বারা ভগবানকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

দেবেশ ভগবান্, এবং সহস্র সহস্র যাদবগণ ধর্মপুত্র কর্তৃক পূজিত হইয়া রাজোচিত বাসগৃহাভিমুখে দ্বারকায় চলিলেন।)

ধর্মরাজ যাদুগণ সহকারে সুবর্ণখচিত সিংহাসন পরিত্যাগ করত সত্বরে ভগবান্ কৃষ্ণ প্রমুখ যাদবগণের অনুগমন করিলেন ।৬৩

অনন্তর কমললোচন শ্রীহরি সেই উৎসব অবসান করিয়া মুহূর্তকাল সাধন করিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে ধর্মরাজ। মেঘ যেমন মহাদ্রুমকে বারিবর্ষণের দ্বারা পরিপোষণ করে, তেমনই তুমিও নিজে প্রমাদশূন্য হইয়া প্রজাবর্গকে পালন করিবে ।৬৪-৬৫

অনন্তর দেবরাজের ন্যায় যাদবগণকে তুমি পরিপোষণ করিবে। এইরূপে শ্রীহরি ও পাণ্ডবগণ হইলেন ।৬১-৬২

একো দুর্য্যোধনো রাজা পঞ্চনিষ্কাপি সৌবলঃ।
তস্যাং গদায়াং বিখ্যাতমুরুমূলো নরর্ষভো ৪৬৮

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে পরমাখ্যেয়ে সাবিত্র্যাং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি শিশুপালবধে পঞ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ৪৫

পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিয়া নিজ নিজ গদা লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন যাহারা গদা ফিরাইতে পারে, তাহারা গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন ও বলরামের সমকক্ষ বলিয়া এই দুই মহাবীর সেই সভাস্থলে বিভিন্ন রাজসভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।৬৬-৬৮

শ্রীমন্মহাভারতের পরমাখ্যেয়ী সাবিত্রী বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্বে শিশুপালবধ নামক পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৫

(দ্যূতপর্ব।)

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, দর্শনে সহ সমস্তপূর্ব্বব্যবহার ১৩ প্রতিজ্ঞা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমাপ্তে বাজপেয়ে তু ক্রতুরাজে মহর্ত্বিজে।
শিষ্টৈঃ পরিবৃতো ব্যাসঃ পূর্ব্বাহ্ণে সমপদ্যত ১।
সোঽভ্যয়াদাসনাৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
সাক্ষোপাঙ্গবিদানেন শিষ্যবৎপরমর্ষিবৎ ২
অথোপবিষ্ট ভগবান্ কাঞ্চনে পরমাসনে।
আজগাম্যিতি চোবাচ ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ৩

অথোপবিষ্টং ভগবান্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্।
উবাচ ভগবান্ ব্যাসস্তমুপায়ান্তমিবাগ্নিহম্ ৪

দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি কৌন্তেয় সম্রাজং প্রাপ্য দুর্লভম্।
ধর্ম্মিতাঃ কুরবঃ সর্বে যত্র ভূরিদ্রবিণস্ত্বয়ি ৫

আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি পুত্রিতোঽস্মি বিশাম্পতে।
এবমুক্তঃ স ভগবন্ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ৬

(দ্যূতপর্ব।)

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের আবির্ভাবে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং তাহার সঙ্গে সমস্তপূর্ব্ব ব্যবহার বর্ণনায় ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নানের সমাপ্ত হইলে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।১

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পাদ্য ও আসনাদির দ্বারা বিধানমত ব্যাসদেবের পূজা করিলেন।২

অনন্তর ব্যাসদেব সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে বলিলেন।৩

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে ধর্ম্মরাজ ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন।৪

যে কৌন্তেয়! যে কুরুকুলোদ্বহ! তুমি দুর্লভ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তোমার সহিত এবং কৌরবগণেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি আমাদিগের যথাযোগ্য পূজাও করিয়াছ; এখন আশ্রমে গমন করিতে উদ্যত হইয়া তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

অভিকাঙ্ক্ষেৎসদা বৃদ্ধিং পিতামহমথাব্রবীৎ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বথা বিদিতা শ্রেষ্ঠ ভবতোৎপত্তিরুত্তমা ॥৭

তব বাক্যোদ্ভবে ধর্ম্মঃ যৈ স্থাস্যতে বিজন্মুত্তম।

উৎপাতাংস্ত্রিবিধান্ ঘোরান্ বাধতো জগতস্তথা ॥৮

বিবাহৈস্ত্বৈবাত্মিকাংশ্চ পার্থিবাংশ্চ পিতামহ।

অপি চৈষাং পরমাজ্ঞয়ৌৎপাতিকান্ বহূন্ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজন্ বচনং শ্রুত্বা পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাস ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১০

শ্রেয়োলাভং সদা রাজন্ উৎপাতানাং ফলং মহৎ।

সর্ব্বমন্ত্রহিতানাঞ্চ অবিঘ্নমিতি বিদ্ধ্যুত ॥১১

স্থানেষু স্থানকং কৃত্বা কালেন পরিবর্ত্তিত

সর্ব্বেষাং পার্থিবং কর্ম্ম কর্ত্তা ধর্ম্মস্তি তাদৃশ।

দুর্য্যোধনাপরাধেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ ॥১২

অথ ব্রহ্মর্ষি রাজেন্দ্র কথয়ন্ত্র যং বৃত্তান্তম্।

নৈমিষেষু তদা ব্যাপ্তং কথানাং ত্রিপুরান্তকম্ ॥১৩

উগ্রং রুদ্রং পশুপতিং ত্র্যম্বকমুমাপতিম্।

হরং শর্ব্বং মৃড়ং শূলং পিনাকিং কৃত্তিবাসসম্ ॥১৪

কৈলাসকূটাভিরতং মৃড়ং নন্দিপরিপ্লবম্ শিবম্।

নিরীক্ষ্যাগ্রং সরজসং পিতৃণামাত্মজাত্মজাঃ বিদুঃ ॥১৫

এবমীদৃগতং ব্রহ্মঃ ব্রহ্মণি বং বিশাম্পতে।

যা তব্ং ভূতে ধনুর্ব্যাধি তালো হি দুরতিক্রমঃ ॥১৬

যদি তেঽহন্তু বসিষ্যামি কৈলাসং পর্ব্বতং প্রতি।

অপ্রমত্তঃ স্থিরো ভূত্বা পৃথিবীং পরিপালয় ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ কৈলাসং পর্ব্বতং যযৌ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সহ শিষ্যৈঃ শ্রুতাদিভিঃ ॥১৮

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মসুতো ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।

দ্বিজসত্তমসঙ্ঘৈশ্চ অন্যৈশ্চ বিচিন্তয়ন্ ॥১৯

ভীমার্জ্জুনের বলে এখানে সমাগত সমস্ত অভিযোগ নাশ হইবে ॥১০-১২

হে রাজেন্দ্র! তুমি যাহে এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, বৃষভধ্বজ, নীলকণ্ঠ, ত্র্যম্বক, উগ্র, রুদ্র, পশুপতি, শিবাপতি, কপালী, ত্রিপুরান্তক, হর, সর্ব্ব, মৃড়ী, পিনাকী, কৃত্তিবাসা, সকল কৈলাসশিখরস্থলে বৃষভে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইয়া দৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছেন ॥১৩-১৪

হে রাজন্! তুমি এইরূপ সব দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু তুমি যেরূপ উদ্বিগ্ন হইও না। কেননা কাল দুরতিক্রমণীয় ॥১৬

তোমার কল্যাণ হউক, আমি কৈলাস পর্ব্বতের দিকে চলিলাম; তুমি প্রমাদশূন্য ও স্থিরচিত্ত হইয়া রাজ্য পালন কর ॥১৭

কথন্ত ত্বৈতং স্থানমেতি পৌরবেণ প্রবাদিষুঃ।
অথাব্রবীদ্ অর্জিতা ধনঞ্জয়ং পরন্তপো ॥২০

অন্যোন্যবৈরাদ্বিষয়াদেতাঃ সর্বাস্ আত্মনা যুধিষ্ঠির।
ক্রুদ্ধঃ বৈ পুরুষব্যাঘ্রো যথাং বৈশাম্পায়নোঽব্রবীৎ ॥২১

তথা অনুবর্তমানং শ্রুত্বা বচনে বিস্মিতা মহিঃ।
পর্যবস্থত নিত্যে যথাং বেণুর্মহীপতিঃ ॥২২

কালেন বিস্মিতস্যাস্য তো মহার্ণোঽভি ভীরবঃ।
এবং ব্রুবন্তং রাজানং কাল্গুনঃ প্রত্যভাষত ॥২৩

ন রাজন্ কথনং যোগ্যং তবিধস্য বুদ্ধিমাপনম্।
মন্ত্রয়ার্থী মহারাজ যৎ ক্ষেমং তৎ সমাচর ॥২৪

তৎ তথেত্যব্রবীৎ সত্যবিক্রমস্তু সর্বান্ পুরিষ্টিয়।
বৈশম্পায়নস্য তন্মে ক্ষেমং সমুপচিন্তয়ন্ ॥২৫

অথ প্রস্থিতি কালে তু প্রতিজ্ঞা মে নিবোধত।
ত্রয়োদশ সমাস্তাত তো মহার্ণোঽভি ভীরবঃ ॥২৬

ন প্রবক্ষ্যামি পরুষং ভ্রাতৃবক্ত্রাচ্চ পার্থিবম্।
বিদ্যে নিয়মে ভ্রাতৃণাং যোক্ষ্যে তৎ সমুপা-
স্যন্ ॥২৭

এবং যে ব্রতমাস্থায় বহতেরিতরেতরম্।
ক্ষেমো ন ভবিতা লোকে ক্ষেমমূলো হি বিগ্রহঃ ॥২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদমার্গের অনুযায়ী বিভুবন-নমস্কিয়াধারে কৈলাস পর্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।১৯

তিনি পিতামহ বেদব্যাস চলিয়া গেলে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সেই কথা বারবার চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত ভ্রাতৃগণকে ডাকিতে লাগিলেন।২০

অহো! এই দৈবকে কেমন করিয়া পুরুষকারের দ্বারা অতিক্রম করা যাইবে? মনে হয়, পরমর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।২১

এই কথা ভাবিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলেই তো শুনিয়াছ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে যাহা বলিলেন।২২

উঁহার কথা শুনিয়া আমার বুদ্ধি বিশেষ বুদ্ধি বিশ্বিত হইয়াছে। সকল কর্তব্যের বিষয়ে আমিই বিশিষ্টরূপে বিচারের উচিত।২৩

ইহাই কালের ব্যবস্থা, সুতরাং আমার বলিয়া থাকিয়া কি লাভ? রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে ফাল্গুন (অর্জুন) তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।২৪

হে রাজন্! আপনি বুদ্ধিমান্ এই ঘোর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইবেন না। মহারাজ! ধৈর্য ধারণপূর্বক যাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে, তাহাই করুন।২৫

তখন সত্যবিক্রম রাজা যুধিষ্ঠির বৈশম্পায়নের সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে সকল ভ্রাতৃগণকে বলিলেন।২৬

তাত! তোমাদের কল্যাণ হউক। আজ হইতে আমার এই প্রতিজ্ঞার কথা শুন; ত্রয়োদশ বৎসর পৃথিবী থাকায় আমার কোন লাভ নাই।২৭

আমার প্রতিজ্ঞা হইতেছে—আজ হইতে আমি, আমার ভাই বা অন্য কোন রাজাকেও কর্কশ বাক্য বলিব না; ভ্রাতৃগণের নির্দেশে আমার যতটা সম্ভাবিত করিয়া অবস্থান করিব।২৮

এইরূপ নিয়মানুসারে অবস্থানকালীন আমার পুত্রের সহিত অথবা পুরুষদের কেহ তর্ক করিবে না। কেননা কলহের মূল।২৯

বিজ্ঞায় মূলতো ধর্ম্মম্ প্রিয়াপ্রেয়ে সমাচরন্।
ন তাভ্যাং ন বিহন্যাসি লোকেষু মনুবর্ত্তয়ঃ ৪২৯
আনুপূর্ব্যেণ তাঞ্জন্ পাণ্ডবাঃ সহিতাস্ত্বয়া।
অথৈব সমবর্ত্তন্ত বর্ষাণ্যভিবিতে তদা ৪৩০
সংবৎসরে সমগ্রে তু বর্ষাণ্যুষ্ট্রা তু তাঃ সহ।
পিতৃষ্বসুর্ব্যসাদ্যাথ দেবরাত্ত বিশাম্পতে ৪৩১
কৃষ্ণাজিনপরীধানো জ্যাকৃতিঃ পরিবারিতঃ।
গতস্তু অজিরেত্রস্থ সর্ব্বং তদকরোদ্ বনম্ ৪৩২

যুধিষ্ঠিরঃ সমাযান্তং প্রবিশেদ্ পুরোত্তমম্।
দুর্য্যোধনো মহারাজ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
সভায়াং রমণীয়ায়াং তত্রৈবান্তে মহাদ্যুতি ৪৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি যুদ্ধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-সন্দেশে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ৭৬

যে পুরুষব্যাঘ্র। পুরুষাগ্র্য সকলের প্রিয় আচরণ করত তাহাদিগকে বশীভূত করিবে। যাহাতে লোকে আমাকে মন্দ না বলে, তাহার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিবে ৪২৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ তাঁহার কথায় অনুবর্ত্তন করত সতত বনবাসের দিকে নিয়ত থাকিলেন ৪৩০

রাজন্! সকলের সহিত এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বর্ষাকাল আগমনকরিবামাত্রে বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করত সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য করাইলেন।

হে ভরতর্ষভ। কৃষ্ণাজিনকে পরিধান করিয়া জ্যাকৃতি অবস্থায় ধনঞ্জয় মহর্ষি মুদ্গলের ঐশ্রপ্রস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ। এদিকে দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র মহাদ্যুতি শকুনি যুধিষ্ঠিরের সেই রমণীয় সভাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ৪১-৪৩

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত যুদ্ধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপ্রতিজ্ঞাবারক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৭৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনের যাদৃশিবিধসভালাভবর্ণন, তদনুসারে ময়দৈবতকর্ত্তৃক তাহার উপযোগী ভবনবিশেষনির্ম্মাণবর্ণন, যুধিষ্ঠিরের দৈবত দেখিয়া দুর্য্যোধনের চিন্তা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কথম্ দুর্য্যোধনস্তত্র সভায়াং পুরুষর্ষভ।
শকৈর্বর্ষ তা বসতঃ সভায়াং শকুনিনা সহ ১

তত্রস্থ বিস্তানভিজ্ঞায়াম্ কথং দুরুদরবা।
ন দৃষ্টপূর্ব্বা যে তেন বসতে বাসসাহয়ে ২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ময় বিনির্ম্মিত সভাভবন দর্শন, তদনুসারে ময়দৈবতকর্ত্তৃক তাহার উপযোগের ভারবহণ এবং যুধিষ্ঠিরের দৈবত দেখিয়া দুর্য্যোধনের চিন্তা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধন শকুনির সহিত সেই সভায় অবস্থান করিয়া বারে বারে সমস্ত সভা দেখিতে লাগিলেন।১

পুরুষবর দুর্য্যোধন সেই সভার এবং সব

স তস্মিন্ সরসো মধ্যে ভার্যয়াস্ত্রৌ মহৌজসিঃ।
স্ফাটিকং বলমাসাদ্য ললনাসঙ্গনির্বৃতঃ ॥৩

যদ্যোষিদ্গর্হণঃ রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ।
দুর্মনা বিমুখশ্চক্রে পরিত্রাসং তয়ং সরঃ ॥৪

তস্মিন্ সরসি নিম্লোচো দুর্মনা ভীরুকো নৃপঃ।
বিবিক্ষন্ বিমুখশ্চাপি পরিত্রাসং তয়ং সরঃ ॥৫

তস্য স্ফাটিকভোগস্য বৈ স্ফাটিকমুখোহভবৎ।
বাসীং যথা স্বলঙ্কৃত্য সর্বাসাং প্রাণরক্ষণে ॥৬

জলে নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীতমনো অবোধয়া।
জহাস তদবষ্টম্ভং বিহরন্ত ইবোরগম্ ॥৭

বাসাংসি চ শুভাচ্ছৈব প্রদদু রূপশালিনে।
তথাপতং তু তং দৃষ্ট্বা ভীতমনো অবোধয়ঃ ॥৮

অর্জুনশ্চ তথা ভীমো সর্বে চ প্রাণরক্ষিণো।
নাবর্তন্ত তদত্যেতাবষাদমবর্ষয়ন্ ॥৯

আকাশং তদ্যথাপন্নং ন ন ভাতি সমৈরকম্।
পুনর্বিলম্বমুৎক্ষিপ্য প্রত্যবিক্ষদিব যদম্ ॥

আজগাম তদা সর্বে সহস্রশ্চ পুনর্জনাঃ ॥১০
যাবন্ত পিহিতাকারং স্ফাটিকং প্রেক্ষ্য দুর্মিনঃ।
প্রবিবিক্ষাহতো দুষ্টি ব্যদূষিত ইব দ্বিজঃ ॥১১

তাবদেব পরং যাবৎ স্ফাটিকোরুকপাটকম্।
বিবৃণ্বন্ কবাট্যাং তু নিষ্ক্রমাগ্রে পপাত হ ॥১২

যাবৎ তু বিততাকারং সমাপেষে পুনশ্চ সঃ।
তস্মাদ্বারং ঘোরি মহানো যাবদ্যাবদুপাবিশৎ ॥১৩

এবং প্রবেশনং বিবৃণ্বন্ প্রাপ্য তত্র বিশাম্পতে।
পাণ্ডবেয়াস্তদুদ্ভাতস্তো দুর্যোধনো নৃপঃ ॥১৪

দিয়া অন্তরীক্ষে বহুদূর চলিয়া গেলেন, তথাপি তিনি ভক্তিমাত্রে তখনও যেখেন নাই ॥

বৃকোদরের ভাতা দুর্যোধন সেই সরোমধ্যে স্ফটিকনির্মিত ভবনের ভোগা। জলক্রীড়ায় বুদ্ধি-ভ্রংশবশতঃ নিজ বস্ত্রের উৎক্ষেপণ (উত্তোলন) করত অগ্রসর হইলেন এবং জল না দেখিয়া ও স্থলে বিলম্বিত হইয়া বিবশ ও বিমুখ হইয়া সেই সরোমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥-৪

অনন্তর তিনি এক স্থলে ভিত্তি পতিত হইলেন, তাহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া বিষণ্ণ হইলেন। তখন ভীমনিবাস ত্যাগ করিতে করিতে বিমুখ হইয়া তিনি সেই সরোবর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥

অনন্তর সে স্ফটিকভূমি অন্তর্হিত এবং স্ফটিক-নির্মিতরূপধারিণী দ্রৌপদীকে স্থল মনে করিয়া সরোমধ্যে জলে পতিত হইলেন ॥

তাঁহাকে জলে পতিত দেখিয়া মহাবল ভীম-সেন হাসিয়া উঠিলেন ও দুরাশয় দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥

রাজার আদেশে দুরাশয় দুর্যোধনকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে দিল। দুর্যোধনের ঐ অবস্থা দেখিয়া মহাবল ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই হাসি দুর্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না। কোন প্রকারে আকৃতির অধিকাংশ রক্ষাপূর্বক যত্ন পূর্বক ধীরভাবে চলিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইল যেন জল উদ্গার করিবেন। এই অবস্থায় তিনি ঐ সরোবর পুনরায় হাসিতে লাগিলেন ॥-১০

অনন্তর স্ফটিকনির্মিত দ্বারকে বুঝিতে না পারিয়া দুর্যোধন যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনই দ্বারে মস্তক আহত হইয়া দুর্বিষহভাবে ব্যথাযুক্ত হইলেন ॥১১

অনন্তর ঐরূপ আর একটি বৈদূর্য স্ফটিক-দ্বারকে দ্বারশূন্য মনে করিয়া যেমন তাহা খুলি-

অবেক্ষতেন মনসা রাজসূয় মহাক্রতৌ।
প্রেক্ষ্য তামনুভাবৃদ্ধিং তদাস পরমাহবম্ ॥১৫
পাণ্ডবশ্রীপ্রতপতঃ ব্যাবর্ণয়ত পার্থিবান্।
দুর্যোধনস্ত দদৃশে পাণ্ডবা মহিতাস্তদা ॥১৬
পার্থান্ দৃষ্ট্বাথ সকলে দৃষ্ট্বা পার্থিবাংশ্চ তথানুগান্।
দুঃখং চাপি বিবং লোকস্যানুযানাং দুরন্বয়ং ॥১৭
ঋষিবচ্চ পরাক্রান্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
দুর্যোধনো মার্তমন্ত্রী বিবর্ণঃ সমপদ্যত ॥১৮
স তু সঞ্চিন্তয়ন্নেবাত্মানং সর্বতোঽবমানিতম্।
বিমনা দীনমনসা ধর্মরাজং মহীয়সং ॥১৯
প্রেক্ষতো দুষ্টবাহ্লীক পুত্রো দুর্যোধনস্তদা।
ব্যাজহারেদং দুর্বলং ভ্রাতরমাস পুনঃ পুনঃ ॥২০

অনেকাগ্রঃ তু তং দৃষ্ট্বা শকুনিঃ প্রত্যভাষত।
দুর্যোধন দুষ্টোক্ষ্য নিঃশ্বসন্তিব পন্নগি ॥২১

দুর্যোধন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং যুধিষ্ঠিরবশানুগাম্।
বিজাত্রপ্রতাপেন যেনাসক্ত মহাত্মনঃ ॥২২
তত্র যজ্ঞং তথাভূতং দৃষ্ট্বা পার্থস্য মাতুল।
যথা স্বপ্নস্য দেবেষু তথাভূতঃ আত্মনঃ ॥২৩
অহমেব তু সম্পূর্ণো দহ্যমানো দিবানিশম্।
শুচিশুক্লাক্ষয়ে কালে তাপং তোয়মিবাগতম্ ॥২৪
পশ্য শাকস্যুবাণ্য শিশুপালো নিপাতিতঃ।
ন চ তত্র পুরাকল্পে কশ্চিৎ তত্র পরাভূবা ॥২৫
ভগদত্তা হি রাজানঃ পাণ্ডবেনার্জুনেন বৈ।
আনুপূর্ব্যাদ্ বিনিজিত্য তে তো হি তং কমুর্মহীতি ॥২৬

যার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন, অমনই যার হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেলেন ॥১৪

রাজন্! পুরুষের আর একটি দুর্লক্ষ্য থাকাতে যজ্ঞ সমে করিয়া যাজ্ঞসেনী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে যাঁরা যাঁরা বিবিধপ্রকারে বঞ্চিত হইয়া এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়া দুর্যোধন অত্যন্তমনে পাণ্ডবদের অনুমতি গ্রহণ করত হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন ॥১৫-১৫॥

পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিতচিত্তে তাহা চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুর্যোধনের হৃদয়ে পাণ্ডুপুত্রির উদয় হইল ॥১৬

পাণ্ডবদের সুপ্রসন্ন মন, ঔপস্থিত রাজন্যবর্গের বশ্যতা, সমস্তপুরাধিপ সমস্ত ঋষি মহর্ষিগণের পাণ্ডবদের প্রতি বিশ্বাসভক্তি এবং তাহাদের বিপুল প্রভাব দেখিয়া দুরন্তাকৃতির দুর্যোধন বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ॥১৭-১৮

তিনি অত্যন্তমনে হইয়া সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করিতে করিতে ধর্মরাজের অনুপমেয় বৈভবের কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং মাতুল শকুনি বারবার তাঁহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিলেন না ॥১৯-২০

তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া শকুনি বলিল,—হে দুর্যোধন! তুমি এমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিতেছ, ইহার কারণ কি ॥২১

দুর্যোধন বলিলেন,—"মহাত্মা অর্জুনের বাহুবলে বিজিত এই সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশীভূত দেখিয়া এবং যেমন স্বপ্নের মধ্যে ঐন্দ্রকর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের ঐ যজ্ঞ দর্শনে আমি দিবারাত্র ঈর্ষ্যায় অধীরচিত্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় পুড়িয়া আষাঢ়মাসে বিপুল-রাশিকৃত শুক্লপক্ষের সলিলে বিক্ষিপ্ত জল জলের ন্যায় শুকাইয়া যাইতেছি ॥২২-২৪

দেখ, শাকস্যুবাণ্যে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে যে বধ করিলেন, কিন্তু কোন রাজা সেখানে ছিল না, যে শিশুপালের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে; পাণ্ডবদের ঔপস্থবলির দ্বারা সম্মানিত হইয়া বলবিক্রম ঐ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে; নতুবা যে উহা ক্ষমা করিতে পারে ॥২৫-২৬

যাদবেন্দ্রের উৎ কর্ষ যথাযুক্ত অবং কৃতম্।
নিজক পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রভাবেণ যথাহরম্ ॥২৭

তথা হি যজ্ঞভাগার্হা বিবিধাস্তি নৃপা নৃপম্।
উপাতিষ্ঠন্ত কৌন্তেয়ং বৈশ্যা ইব বরপ্রদাঃ ॥২৮

শ্রিয়ং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা কলত্রাণীব পাণ্ডবে।
অমর্ষজলসম্পূর্ণো হৃদয়ে ন তথাভবৎ ॥২৯

এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তত্তো যদুবরস্তদা।
পূর্বগাত্রাণ্যনুস্মৃত্য হৃদয়ান্ন বিবাসিনা ॥৩০

যদ্বিদ্বেষ প্রবেক্ষ্যামি কথঞ্চিদ্যপি বা বিভূ।
অপো যদপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শক্ষ্যামি
জীবিতুম্ ॥৩১

কো হি নাম পুমাঁল্লোকে যদ্বিদ্বিষ্টমিতি ব্রুবন্।
লপন্নাত্মহিতং দৃষ্ট্বা হৃষীকাণামধীশবৎ ॥৩২

নোৎসহে ন স্ত্রী ন চাপ্যস্ত্রী ন পুমান্নাপুমানপি।
নোৎসহে তা যদাযত্ত তাদৃশীং শ্রিয়মাবহন্ ॥৩৩
ঈদৃশঞ্চ পৃথিব্যাস্তু বহুতোঽপ তাদৃশীম্।
যজ্ঞক তাদৃশা দৃষ্ট্বা যাদৃশা নো ন সংসদঃ ॥৩৪
অসক্তশ্চৈক এবাহং তামযুর্ত্যুং মৃত্যুজিতম্।
সহাস্তাংশ্চ ন পশ্যামি যেন দুষ্যুং বিচিত্রধা ॥৩৫

বৈদেহেব গৃহে যজ্ঞে পৌরুষক নিরর্থকম্।
দৃষ্ট্বা কৃতীনুতে তদ্বৎ শ্রিয়ং তাদৃগবজ্ঞয়া তয়া ॥৩৬
কৃতো যত্নো বধা পূর্বং বিনাশে তস্য পৌরুষ।
তস্য সর্বমিদং পশ্যন্ মাদৃগেবংশ্চিরং গৃহে ॥৩৭

হেয়ং বৈদেহ গৃহে যজ্ঞে পৌরুষক নিরর্থকম্।
যাতয়াদ্ভিশ্চ হীয়তে পার্থা যদ্ভি নিজাদ্ভঃ ॥৩৮

নোৎসহে শ্রিয়ং তাং দৃষ্ট্বা সভায়াং তাঞ্চ তথাবিধাম্।
ক্ষত্রিয়ত্বাবলেপেন হৃতং পরিবৃঢ়েন যথাদ্বিনা ॥৩৯

যাদুবেন্দ্র যে দুষ্কর কর্ম সেখানে সম্পাদন করিয়াছেন, উহা যথার্থ পাণ্ডুপুত্রগণের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে ॥২৭

রাজগণ যেরূপে নানাবিধ বিপুল দ্রব্য আনিয়া বৈশ্যরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে বিরাজিত করিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের যুধিষ্ঠিরের ঐ ঐশ্বর্য দেখিয়া অসহিষ্ণুতাবশতঃ আমি বশ হইয়াছি।—এই ভাবে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করত দুর্যোধন যাদবরাজ শত্রুনিকে পুনরায় বলিলেন,—"আমি, অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিব, অথবা বিষ পান করিব। আমি বাঁচিতে চাহি না। কে এমন পুরুষ আছে, যে নিজ শত্রুগণকে সমৃদ্ধ এবং নিজেকে হীন দেখিয়াও তাহা সহ্য করিতে পারে? যে আমি ঐশ্বর্য দেখিয়াও সহ্য করিতেছি, সেই আমি স্ত্রী কি অস্ত্রী, পুরুষ কি অপুরুষ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ঐরূপ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর, ঐরূপ ঐশ্বর্য এবং ঐরূপ মহাযজ্ঞ কর্তৃক করিয়া আমার ন্যায় পুরুষ কখনও শোকগ্রস্ত না হইয়া পারে? আমি একাকী ঐরূপ রাজৈশ্বর্য আহরণ করিতে অসমর্থ, এবং সভায় তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহার দ্বারা উহা আহরণ করিতে পারি। দুর্যোধন ঐরূপ ঐশ্বর্য অবিচ্ছিন্ন দেখিয়া মনে করিতেছে যে, তাহার যজ্ঞ, পুরুষকার নিরর্থক। উহাদের বিনাশের জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ঐ সকল বিনষ্ট অতিক্রম করিয়া উহারা জলমগ্ন বহ্নির ন্যায় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু পঞ্চমাত্রপ্রমাণ জলপূর্ণ হ্রদমধ্যে এবং পাণ্ডুনন্দনগণ অধিক সমৃদ্ধ হইতেছে, সেই হেতু বলিতে হইবে তাহারা বলবান্, পৌরুষ নিরর্থক। আমি ঐ ঐশ্বর্য, ঐরূপ দিব্য সভাগৃহ এবং রাজিগণের উপহার দেখিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ পরিতপ্ত হইতেছি, হে যাদুল। আজ তুমি আমাকে

ন তাবদনুজানীথি যাবদ্যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে।
অথবৈক সমাবিষ্টং দুরবাপ্তং বিদেহত ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি তৃতীয়পর্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া ভুলিয়া থাকিবে; যদি ইচ্ছা হয়, তবে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইহা জানাও ॥৩৯-৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতী সংহিতা মহারাজকের সভাপর্বান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের দুর্য্যোধনপরিত্রাসনামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(অন্ধকাঠারাঃ পাণ্ডবান্ প্রেষ্য শকুনি-দুর্য্যোধনয়োরালাপঃ।)

শকুনিরুবাচ।

দুর্য্যোধন ন তেঽস্বর্গ্যঃ কাম্যঃ প্রাপ্তঃ যুধিষ্ঠিরম্।
ভাগধেয়ানি হি সর্বাণি পাণ্ডবঃ ভুঙ্‌ক্তে সদা ॥১

বিধানং বিদিতাকারং পরং ক্ষেমং বিধানতঃ।
অনবৈরজয়াপ্তৈশ্চ ত্বয়া ন পরিরক্ষিতঃ পুরা ॥২

আহরন্তি সমারাজ পুনঃ পুনরিহৈব।
বিভজন্তি নরব্যাঘ্র ভাগধেয়ানুরূপতঃ ॥৩

বৈর্দ্যূতে দ্রৌপদী কার্ষ্ণে ক্রমলব্ধা ত্বয়া জয়ঃ।
সমাজা পৃথিবীপালৈঃ বাসুদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৪

(অজিতঃ সোঽপি সংবেহি সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ।
ভ্রাতরশ্চ প্রকৃষ্টাস্তে ন কা পরিচরেদ্ধ্বজা।)

সঙ্কল্পানবিকৃতার্থৈঃ সিদ্ধ্যোঽংশঃ পৃথিবীপতে।
বিকৃতেরেষা ক্ষেমং ক্ষত্র কা পরিচরেদ্ধ্বজা ॥৫

অন্যত্রেন গাণ্ডীবধন্বনো চ মহেষ্বাঃ।
সঙ্কল্পজ্ঞাপি বিদ্যানি ক্ষেমবিদ্যা দ্রুতাসনম্ ॥৬

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

(শকুনিদ্বারা পাণ্ডবগণকে অন্নের বিবিধ শকুনি ও দুর্য্যোধনের আলাপ)

শকুনি বলিলেন—হে দুর্য্যোধন! যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার এই ঈর্ষা করা উচিত নয়, কারণ পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা নিজ ভাগ্যের ফলই ভোগ করিতেছে ॥১

তুমি পূর্ব্বে সবিনয় প্রণামে দাদা ঈশানের প্রসাদ করিয়া তাঁহাদের বিনাশের জন্য যত্ন করিয়াছ, কিন্তু তাঁহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই ॥২

সমস্তরূপ মহারাজ! তুমি বৈশ্যদ্বারায় পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়াছ, কিন্তু সেই সমস্তের্ষণের নিজ দৌভাগ্যানুসারে তোমার হস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥৩

তাঁহারা দ্রৌপদীকে সহায়রূপে লাভ করিয়া ক্রমশঃ পুরুষের সহিত সমাজরূপে লাভ করিয়াছেন এবং বীর্য্যবান্ বাসুদেবকে সহায়রূপে পাইয়াছেন ॥৪

(যিনি সকল দেবতা ও অসুরগণ অপেক্ষা সেই বাসুদেবকে সহায়রূপে লাভ করত তাঁহারা তাঁহার তেজে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছেন, ইহাতে শোক করিবার কি আছে?)

হে রাজন্! তুমি দ্যূত কৌশলে অভিজ্ঞ না হইয়া শিক্ষাপুরুষপরাক্রমশালী রাজ্যের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাতে শোক করিবার কি আছে? ॥৫

অন্যত্র গাণ্ডীবধন্বা ও মহেষ্বাস অর্জ্জুন হইতে ক্ষেমবিদ্যা ও সঙ্কল্পজ্ঞা বিদ্যা এবং দ্রুতাসন ॥৬

যেন ভার্যাসহস্রেষু বহুবীর্যোঽসি সত্তমঃ
কৃষ্ণা কৃষ্ণ মহীপালাস্তব তা পরিবেদয়া ॥৭

অহিতাশ্চাহিতাশ্চাপি যেঽস্মিন্নিহ্ন ন যন্তবেৎ।
সভাং তাং কারয়ামাস সর্বলোকী পরন্তপঃ ॥৮

যেন চৈষ অহংযোক্তা কিংকরো বাং জনার্দন।
যদ্যস্তি তাং সভাং ভীমাদ্ভুত যা পরিবেদয়া ॥৯

যজ্ঞসেনসুতাং রাজন্ কৃষ্ণামাহুর্মনীষিণঃ।
ভবিষ্যা ভ্রাতরো হ্যস্যাং তব সর্বে মহাদ্যুতয়ঃ ॥১০

প্রোবাচ অহংবাদঃ সহ পুত্রেণ বীর্যবান্ :
সুহৃদশ্চ যবীয়াংসো যৌবনস্থ মহাবলঃ ॥১১

অহঞ্চ সহ সোদর্যৈঃ সোদর্যৈশ্চ পার্থিবঃ।
এষ্টব্যঃ সহিতঃ সর্বৈর্ন কৃচ্ছ্রাং বহুক্ষয়াৎ ॥১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদা চ সহিতো রাজন্নেভিশ্চান্যৈর্মহারথৈঃ।
এজমেব বিজেষ্যামি যদি যজ্ঞস্তথা ভবেৎ ॥১৩

এতেষু বিদিতেষ্বেষ ভবিষ্যতি মহী ময়।
সর্বে চ পৃথিবীপালাঃ সভা সা চ মহাদ্ভুতা ॥১৪

বাসুদেব উবাচ।

ধনঞ্জয়ো বায়ুসুতো ভীমসেনো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ক্রুদ্ধশ্চ যমরাট্টুল্যঃ ॥১৫

নৈতে যুধি পরাজেতুঃ শক্যা দেবগণৈরপি।
মহাত্মানো মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রাঃ যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥১৬

অহন্তু তব বিজ্ঞানে যি বিজেতুং যেন শক্যতে।
যুধিষ্ঠিরঃ যথা বেত্থ তথা যোৎস্যে ন সংশয়ঃ ॥১৭

ধনঞ্জয় অগ্নিকে লাভ করিয়া খাণ্ডব বন, অক্ষয়তূণীরদ্বয় এবং দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছেন।৬

তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও নিজের রাজ্য হইতে সকল রাজাকে কর করিয়াছেন, ইহাতে শোকের কি আছে।

পাণ্ডবগণের সকল মনোরথকে অতিক্রম করিয়া শত্রুসমবেতকারী সব্যসাচী তাঁহার দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের মহাদুর্গ নির্মাণ করাইয়াছেন। সেই মহাত্মাদের আদেশেই তাঁহার ভীমার্জুনি রাজসূয় ক্রিয়াসমূহ সর্বথাই সেই সভা সফল করিয়াছে; সুতরাং ইহাতে শোকের কি আছে।৯

হে রাজন্ ভারত! তুমি তোমার অমাত্যগণের কথা বলিলে তাহাও সত্য বল, কারণ আমার অধীনস্থ সকলেই তোমার সমানুগ।১০

তবু তাহাই বল, মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ তাঁহার পুত্রের সহিত, সুহৃদগণ ভাইসব, যৌবনস্থবলীয় মহাবল কৃপাচার্য, রাজা বৃহদ্রথ এবং তাইসবের সহিত আমি—আমাদের সকলের সহায়তায় তুমি সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় কর।১১-১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার সহিত এই সকল মহারথ ও অন্যান্য রথিগণের সহায়তায় আমি পাণ্ডবগণকে জয় করিব, যদি তুমি অনুমোদন কর। ইহাদিগকে জয় করিতে পারিলে এই পৃথিবী, পৃথিবীর রাজন্যবর্গ এবং সেই মহামূল্য সভাও আমার করতলগত হইবে।১৩-১৪

বসুদেব বলিলেন,—ধনঞ্জয়, বায়ুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, পুত্রসহিত মহারাজ দ্রুপদ—ইহারা সকলেই মহাবলশালী, মহারথ, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধে দুর্মদ। দেবতাদের সহিত মিলিত হইয়াও ইহাদিগকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। রাজন্! আমি সেই উপায়ের কথা জানি, যাহার দ্বারা আপনি যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবেন, আমি তাহা বলিতেছি, তুমি যাহা ভাল এবং প্রয়োজন কর।১৫-১৭

হাঁ, আমি—আমিই আমি। ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান যখন আমি উপস্থিত হয়, তখন আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। সংক্ষেপে, বিস্তারে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই,—একথা সত্য বটে, তা' হলেও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ-রূপ ধারণ করে লীলা করবার জন্য আমি অবতরণ করি। আমার লীলার বিরাজনা দুই রকমই সত্য। আমি পরমাকাশ, পরব্রহ্ম "ওঙ্কার" আমার নাম।

আমি পরব্রহ্মময়ী, "মা" আমার নাম।

আমি পুরুষ, সৃষ্টি করেন। কারণের অতীত মহাকারণ তাও আমি, আমি। স্থিতি আমি, ঐ লক্ষ্মী আমি, ঐ সূর্য্য আমি, পালন আমিই; আমিই পবন, আমিই আকাশ, আমি সব, আমি সব, আমি সব।

ঐ বিল্বতরু তুলসীতরু আমি, আমি ঐ পুষ্পতরু, আমি পুষ্প, পত্র, সব আমি। আমি প্রতি প্রভাতে অরুণকিরণে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করে সূর্য্যরূপে সমুদিত হই। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হয়ে সুধাধারায় জগৎকে অভিষিক্ত করি আমি। তারার বিচিত্রতাও আমি, আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, নাই, নাই। ঐ জরায়ুজ নাম, যেমনঃ—আমি, গরুর জোড়া আমি, জোড়, বলদ, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, হাত, পাখি, পাখা, পাখা, ইত্যাদি

আমি, আমিই ব্রহ্ম, বৃদ্ধি চিত্ত, অহঙ্কার, আমিই বিষ্ণু, ধাতা, পূষা, প্রজেশ্বর, অশ্বিনীকুমার, আমিই রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি, আমিই চন্দ্র, মনুষ্যগণ, বাসুদেব, রুদ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে। আমি প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান-উদান আমি বায়ুপঞ্চক। আমি ভূলোক, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, অমরাবতী, বিতল, আতল ও মহাতল-কক্ষা, আমিই প্রতি ভুবনের স্থলে স্থলে অধিষ্ঠিত মাতৃকাবর্ণসমূহ।

যা,—

আমি মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত, শোণিত, শুক্র। আমি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তি, জিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী অলম্বুষা কুহু ও শঙ্খিনী প্রভৃতি প্রধানা নাড়ী। সব আমি, সব আমি, সব আমি।

LC 301 1969

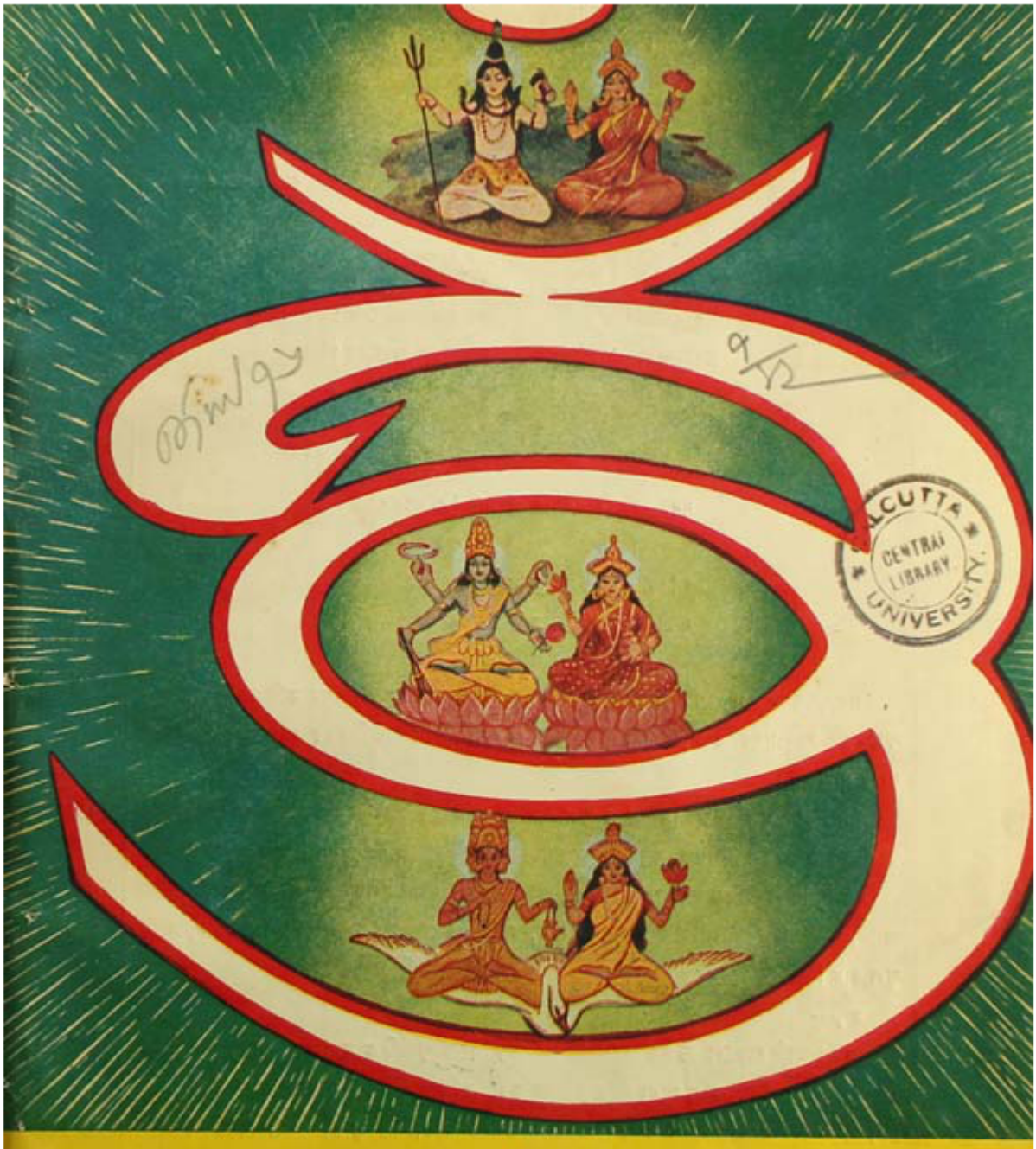

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁশ্রীগুরবে নমঃ

এবার যঃ ২৪।১৬৬

শ্রীজগন্নাথ-প্রার্থনা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

স্বানন্দমূর্তি ঈ, জগন্নাথায় গুরবে!
সনাতনমূর্তি ঈ, জগন্নাথায় গুরবে!
স্বানন্দমূর্তি ঈ, জগন্নাথায় গুরবে।

ঈ, ঈ, ঈ—

যে দেবা দি দেবক প্রানির্ভরতি তাবত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যখন, যখন যত যুগের যে যে অবতারের অভ্যুত্থান, তখন—তখন করি আমি আমারে সৃজন। সাধুদের রক্ষা, পাপীদের নাশ ও ধর্মসংস্থাপন করিবারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ারে।

আমি সব, মূল ১০১ বাড়াইতে ও পাশা বাড়ী যাহাতে কোটি যাহাতে লক্ষ দশ হাজার যুগে এক বাড়াইতে আমি ধ্রুবরাজরূপে বিরাজ করি। আমি দুরাজকোটি লাভমণি লক্ষ লোমকূপ, আমিই তিন লক্ষ পঞ্চ, কেশ, দেহের মধ্যে যা কিছু আছে—সব আমি, সব আমি, সব আমি। আমি প্রাণ, আমি সূর্য, আমি রবি, আমি চন্দ্রমা, আমি আত্মা, আমি মূল অজ।

ঈ,—

আমি আদিত্যরূপে উদিত হয়ে আপন জ্যোতিতে পূর্বদিক সমাজ্জ্বল করে, পূর্বদিকস্থ প্রাণশক্তিকে স্বীয় কিরণ দ্বারা আকর্ষণ করি। দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে নিম্নে ঊর্ধ্ব দিকে ক্রমান্বয়ে আমি প্রবেশ করে অনীম শক্তিকে প্রকাশিত করি। আদিত্যরূপে আমি সকলদিকে অবস্থিত হয়ে প্রাণরূপকে কিরণদ্বারে পরিবিষ্ট করি।

অতএব আমিই, সর্বজীবাত্মক সর্বজনত্রাণী প্রাণ ও অগ্নি আমিই, জ্ঞানরূপে আমিই উদিত রই।

[সপ্তমবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৭৬] [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নান যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

কৃতীয় শতবার্ষিকী শতিরত্নমার অনুষ্ঠিত আর্ত্তিক ভাষার
উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারসহায়তায়
অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণানুকূল্যে সম্ভব হইয়াছে

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীতীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল ১৪'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসরস্বতীপ্রেসলিঃ
(সরকার সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীজ্ঞানময় বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রণ-কর্ম্মিবৃন্দ :—
কিরণ বিশ্বাস।
ডাঃ শ্রীবিমলেন্দু বাগচী, এম্. বি., ডি. ভ. এস্, এস্. ডি. পি. এইচ্, ডি.ই.এস্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৫৫ হইতে প্রকাশিত ও ৪৪, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৪৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৩-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রসম্ভ মাসিক পত্র। প্রতি মাসের ইংরাজ ১লি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্রবিরচিত, প্রজাপতি-পদ্ধতিপ্রভৃতি বহু মূলগ্রন্থ পুস্তিকাকারে, বাষ্পীয়-যন্ত্রালয়ে, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। ভারতের আর্যাশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাকব্যয় ও পার্সিভাবে সহায় ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ হিসাবে মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সহায় ১০'০০, প্রতি সংখ্যা ১'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া ২য় সপ্তাহের মধ্যে অফিসারে কার্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং মণিঅর্ডার "সম্পাদক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাসাধ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে কারিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭৮২, পি. ওয়াই. টি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

মুদ্রক—আর্যাশাস্ত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব মঠ

শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাণী

পুরুলিয়া
অরবিন্দ-ভবন
পৌষমী
১৩৮৭।

যে যারেরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

(সংহিতা—যম, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, মনুস্মৃতি, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, মনুস্মৃতি, অত্রি, আঙ্গিরস, অঙ্গিরা, সম্বর্ত্তসংহিতা, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, কাশ্যপ, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, বায়ব।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

দুর্যোধন উবাচ।

অপ্রমাদেন কৃষ্ণায়াস্তেষাং ত্রাতাসি মাধব।
যদি পশ্যা বিজেষ্যে তে তত্ত্বমাচক্ষ্ব মাতুল ॥১৮

শকুনিরুবাচ।

দ্যূতপ্রিয়ঃ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।
নমস্যুশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্নোতি নিবর্তিতুম্ ॥১৯

যেষাং কৃষ্ণসহায়ং ন যোদ্ধুং সংখ্যে ত্বয়ি।
ত্রিষু লোকেষু কৌরব্য ত্রস্ত ন্যুষ্টে পলায়তে ॥২০

তত্রাক্ষানুদ্ধরো রাজন্যাবন্তেয়ঃপরাম্।
যাস্যা ত্রিষ্টক তাং গোত্রাং ক্ষর্দং পুরুষর্ষভ ॥২১

ইদং তু পর্বং তং কালে দুর্যোধন নিবোধ মে।
অনুজ্ঞাতস্তু যে পিত্রা বিজিত্যৈ তান্ ন সংশয়ঃ ॥২২

দুর্যোধন উবাচ।

যমেব কৃষ্ণমুখ্যায় দ্রুতায়াক্ষৈঃ সৌবল।
নিজহ্রে বচনাদ্রাজ্ঞঃ বাহং তমেনং নিবেদয়ম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তাদশপর্বণি দ্যূতপর্বণি দুর্যোধনসন্তাপে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮

দুর্যোধন বলিলেন,—হে মাতুল! যদ্যপি কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ আমার প্রমাদশূন্য হইয়া যে উপায় অবলম্বন করিলে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিব, তুমি সেই উপায় আমাকে বল।১৮

শকুনি বলিল,—যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া পাশাখেলা খুব পছন্দ করে, কিন্তু সে খেলিতে ভাল জানে না, দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান করিলে সে নিবৃত্ত হইতে পারিবে না।১৯

অক্ষক্রীড়ায় আমি অত্যন্ত কুশল, আমার সমান এই বিষয়ে আর কেহ নাই; সুতরাং হে কৌরব্য! যাহাকে যুদ্ধে (পাশাখেলায়) আহ্বান করা।২০

হে রাজন্! অক্ষক্রীড়ায় কুশল আমি উহার আত্মা তোমাকে দান করিব। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইহাতে তোমার সংশয় নাই।২১

হে দুর্যোধন! তুমি প্রথমে এই কথা পিতাকে বল, তাঁহার অনুমতি পাইলে আমি নিঃসংশয়রূপে তাহাদিগকে জয় করিব।২২

দুর্যোধন বলিলেন,—হে সৌবল! এই কথা কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ দ্রুতক্রীড়ার জন্য তুমি যাহা বল, আমি তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিব না।২৩

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সপ্তাদশপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে দুর্যোধনের পরিতাপসম্বন্ধে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৮

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসিতক্রমে দুর্যোধনের অভিপ্রায়বর্ণনপূর্ব্বক, দ্যূতক্রীড়ার্থে যুধিষ্ঠিরকে আনয়নার্থ, ধৃতরাষ্ট্রের বিদুরের প্রতি আদেশদান।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুজ্ঞাতস্তু রাজ্ঞাথ রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
যুধিষ্ঠিরস্য নৃপতের্গান্ধারীসুতসংযুতঃ ॥১

শ্রিয়ঞ্চাপ্রতিমাং রাজ্ঞঃ পূর্ণং দুর্যোধনস্তদা।
প্রজ্ঞাচক্ষুষমাসীনং শকুনিঃ সৌবলস্তথা ॥২

দুর্যোধনঃ প্রকথা ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্।
উপগম্য মহাপ্রাজ্ঞং শকুনির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৩

শকুনিরুবাচ।

দুর্যোধনো মহারাজ বিবর্ণো হরিতঃ কৃশঃ।
চিন্তাপরো ন হি ভবান্ কস্মাদেবং ন পৃচ্ছতি ॥৪

ন বৈ পশ্যতি হস্ত্যশ্বং শূন্যমাত্মনমেব চ।
জ্যেষ্ঠপুত্রস্য তে রাজন্ কিমর্থং নানুবধ্যসে ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দুর্যোধন দুরোদরং কৃপমর্থোঽসি পুত্রক।
ভোগবন্তমলব্ধ্বা তং মোহাদ্ধো ন হি মে সুকৃতম্ ॥৬

অয়ং বাপি শকুনিঃ প্রাহ বিবর্ণং হরিতং কৃশম্।
চিন্তয়ন্ত ন পশ্যামি শোকস্য তব সম্ভবম্ ॥৭

ঐশ্বর্য্যং হি মহৎ পুত্র ভবি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভ্রাতরঃ সুহৃদশ্চৈব নাচরন্তি তবাপ্রিয়ম্ ॥৮

আত্মন্যসি প্রাবরাবরজ্ঞে বিদ্বংশ্চৈবম্।
আজ্ঞাপয়েহ যদ্যত্তঃ কেনাসি হরিতঃ কৃশঃ ॥৯

শয়নানি মহার্হাণি বেশ্মানি চ মনোরমাঃ।
ভূষণানি চ বেশ্মানি বিবাহাশ্চ যথাস্থিতাঃ ॥১০

একোনপঞ্চাশত্তমো অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসিত দুর্যোধনের অভিপ্রায়বর্ণন, দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী মহাবল দর্শন করিয়া এবং আলাপের দ্বারা দুর্যোধনের অভিপ্রায় পূর্ণে অবগত হইয়া তাহার প্রিয় চিকীর্ষু সুবলতনয় শকুনি গান্ধারীতনয় দুর্যোধনের সহিত সিংহাসনে সমাসীন প্রজ্ঞাচক্ষু মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দুর্যোধনকে বক্তব্য বলিতে লাগিলেন ॥১-৩

শকুনি বলিল,—হে মহারাজ! দুর্যোধন কিন্তু বিবর্ণ, হরিদ্বর্ণ, কৃশ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া সর্বদাই চিন্তার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে—ইহা আপনি অবগত হউন ॥৪

পক্ষ হইতে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের যে অতি অনহ শোক উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা কেন পরীক্ষা করিতেছেন না ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে পুত্র দুর্যোধন! তুমি কেন শোকার্ত হইয়াছ এবং তাহার কারণ কি? যদি সে বিষয় আমার শ্রোতব্য হয়, তবে বল ॥৬

এই শকুনি আমাকে বলিল যে, তুমি বিবর্ণ, হরিদ্বর্ণ ও কৃশ হইতেছ এবং খুব চিন্তামগ্ন হইয়াছ, আমি চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না ॥৭

হে পুত্র! এই সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের ভার তোমার উপরই রহিয়াছে; তোমার ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌গণ কেহই তোমার অপ্রিয় আচরণ করে না ॥৮

তুমি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য আস্বাদন করিতেছ এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ তোমাকে বহন করে, তথাপি কেন তুমি বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছ ॥৯

যেনাস্মাভি র্ন সর্বং যাচি বচং ন সংশয়ঃ।
ন নীল ইব দুর্ধর্ষ ক্ষমাস্মোঽপি পুত্রক ॥১১
(উপস্থিতঃ সর্বকামৈস্ত্রিভির্বিধে যাদবো যথা।
বিধিযোগমপাশ্নন্ত প্রবৈঃ কিং নু শোচসি ॥
নিরস্তং বিষয়ং কৃষ্ণঃ সমকৃষ্ণার্জুনস্তথা।
অবীক্ষ্য কৃষ্ণবিদ্বেষস্তেষাঞ্চ ক্ষয়কারণৈঃ কৃপাৎ ॥
ব্রহ্মণ্যত্বাৎ কৃপাদ্ ভোগাৎস্মরিষ্যামশ্চ তাদৃশম্।
প্রদুষ্কর পুত্রকে পুত্র সন্তাপঃ সূতমাগধৈঃ ॥
ত্বত্ত স্তে বিবিধপ্রজ্ঞ শোকমূলমিদং কৃতম্।
লোকেষ্বপ্রিয়তাঞ্চাপি যং ত্বমাগাঃ পুত্রক ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্ত তদ্ বচনং শ্রুত্বা মন্দঃ দোষবশানুগঃ।
পিতরং প্রত্যুবাচেদং ব্রুবতিঃ সম্প্রকাশকম্ ॥

দুর্যোধন উবাচ।

অথাত্মাত্মানমে চাহং যথা দুষ্পুরুষস্তথা।
অবধীং যাময়ে তোয়ং বিধীয়ঃ কালপর্যয়ম্ ॥১২

অবধীচ যথা প্রকৃতীর্জিহ্মঃ পাপং পিতা।
প্রেপাস্ দুষ্টুঃ পাপাত্মা ন বৈ পুত্রস্ত উচ্যতে ॥১৩

সন্তাপো বৈ শ্রিয়ং হরতি দুর্ভগানঞ্চ ভারত।
অনুশোচন্নয়ং তোকে বৈক্লবো বাদ্যতে ভবং ॥১৪

ন মাং শ্রীরাপি বহুকং শ্রিয়ঃ দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরে।
অতি ধনস্তী তোক্তেয় বিবর্তন্তীং বহ ॥১৫

সপত্নাবৃষভাক্রান্তাং ভীমসেনে বিশেষ চ।
অনুশ্যামপি তোক্তেয় শ্রিয়ং সন্তপ্তিরোক্তয়ম্ ॥১৬

মহামুনে মহাত্মন্ তোমার মত ব্যবহার আছে, অতএব আমাকে তোমার বরীয়ান, পূজ্য গুরু ও ঈশ্বরস্বরূপ তোমার অভিবাদন করিতেছে: যেমনরূপ আর যাদবগণকে তোমার এইরূপ পূজ্য, সে দুর্ধর্ষ পুত্র। তথাপি তুমি কাহার আর শোক করিতেছ কেন ॥১০-১১

(অর্থ যাদবের আর সকল কামনার ও বিধির ঈশ্বরই বর ও পাণ্ডব আবার যারা তুমি পরিত্যক্ত। তথাপি তুমি কেন শোক করিতেছ? তুমি কৃষ্ণার্জুনের বিরোধ নিরস্ত, দুষ্ট, আর্তী যাজ্ঞসেনী প্রভৃতি এবং যদুগণের সহিত যেরূপ অবাধন করিয়াছ। যদুগণের বিনাশ হইতে মহামুনি, কৃপ এবং দ্রোণাচার্যের বিনাশ অনুবিদ্ধা বিধিযোগ এবং পুত্র যাদবগণের দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সকলের ঈশ্বর প্রভুত্ব করিতেছ। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সকল পুত্রের জন্মী বলিয়া সকলে জানে, তথাপি তোমার শোকের কারণ কি? হে পুত্র। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি আমাকে খুলিয়া বল।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! ঐ কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠের বচনানুসারে দুর্যোধন পিতার নিকটে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিতে লাগিলেন।)

দুর্যোধন বলিলেন,—পিতৃদেব! আমি নিজেই আর তখন ও নিজেই বর পরিবার করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহা আপনারই কার করিতেছি; অতএব ঐরূপ অবিদ্বিষ্টভাবে ব্যবহারপূর্বক আলাপন করিতেছি মাত্র ॥১২

যে ব্যক্তির প্রতি অবিদ্বিষ্ট, তাহাকে পরাজিত করিয়া যে নিজের প্রজাকে ব্যক্তিগত ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত, তাহাকেই পুত্রের বলে ॥১৩

তাত! সন্তাপ রাজার ঐশ্বর্য ও অভিজাত্যের নাশ করে এবং যারা ও তাই—এই নিশ্চয়ই ঐরূপ। আমি ইহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মহামুনি শোক করিতে অক্ষম ॥১৪

আমার বিবর্তনশীলা ভাগ্যবতীকে যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মীরূপে ঐশ্বর্যে আমার ভোগ্য বস্তু আমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে না ॥১৫

তস্মাদ্বং বিবর্দ্ধস্ব রাজন্ হরিগতঃ কুরুঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকা মূলমেধিনঃ ॥১৭
ত্রিসাহস্রাশ্চ এবৈকো যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠির।
দাসাস্তানি সহস্রাণি নিত্যং ভক্ষ্যমুভুঞ্জতে।
ভূভরে ভরণায়ৈষাং বিহিতো বিদুষে ধনম্ ॥১৮

কমলৌঘসমাকীর্ণৈঃ কুমুদোৎপলসঙ্কুলৈঃ চ।
কারণ্ডবাদিভির্জুষ্টৈঃ তথৈব পরমর্দ্ধিমদ্ভিঃ।
পক্ষিযোষিদ্গণাকীর্ণৈঃ পদ্মখণ্ডৈরলঙ্কৃতাম্ ॥১৯

ত্রিপঞ্চ কোটীবাসীনাং সহস্রাণি বিভাস্বর।
বালা যুবতয়ো স্নাতা বি মৃদঙ্গরবৈঃ ॥২০

পূর্ণঘটসহস্রাণি ধন্যানি পার্থিবৈঃ পূর্ব্বৈঃ।
আহরন্ কুরুমুখ্যাস্তানি কুরোস্তস্য পূরিণঃ ॥২১

ন কর্ষন্তি ধরা তাদৃগ্ বৃষ্টমুপ্তা ন চ প্রভো।
যাদৃগ্ যজ্ঞায়তে যজ্ঞে পাণ্ডুপুত্রস্য ধীমতঃ ॥২২
অপর্য্যাপ্তং ধনৌঘং তং দৃষ্ট্বা সঞ্জয়তাং নৃপ।
সদস্যৈর্যাজকৈশ্চাপি চিন্তয়ানো বিশাম্পতে ॥২৩
ব্রাহ্মণা ভাষিতারশ্চ ঘোরাস্তং পরমঞ্জসম্।
ক্ষিপ্রং ধনিনমায়ান্তি বিহীনং যাহি মা ত্বরা ॥২৪
কথঞ্চন্নুপলপ্সায়ে ভারতপরমাহুতম্।
এতদ্ ধনং সমাসাদ্য প্রযোক্ষ্যে নেতরে ন চ ॥২৫
যৈরেষ মহু সঙ্গ্রাম্য ধারয়ন্ত্যমরদ্বিষঃ।
তৈশ্চ তৈস্তত্তথাবীর্য্যৈ রাজভিঃ কম্পমাগতৈঃ ॥২৬
সৈন্যৈঃ কুরুসহস্রস্য বহুভির্বিকৃতিং গতৈঃ।
সর্ব্বং প্রবয়সোরায় বাসুদেবোঽভিরক্ষতাম্ ॥২৭
দৃষ্ট্বা চ মম তৎ সত্রং ধনৌঘপরিবারিতম্।
দুর্যোধনস্তদা তুষ্যেন্ন তপ্যেদ্ যুধি সংক্ষয়ে ॥২৮

সভাকে সহজ ও নিজেকে হীন এবং কুরুপুত্রের উন্নতি ও অমৃতা শ্রী দর্শন করত আমি দিন দিন দীনভাবাপন্ন, কৃশ ও বিবর্ণ হইতেছি। তিন তিন জন দাসী যাহাদের প্রত্যেককে সেবা করে, এমন আশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং অন্যান্য আরও দশ হাজার ব্রাহ্মণকে যুধিষ্ঠির নিত্য উত্তম অন্নাদি দ্বারা ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার গৃহে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করেন।১৬-১৮

কমলাকরশোভিত হাজা কমলোৎপলযুক্ত ও পক্ষিকোলাহলে বিনাদিত কূপ, তাল ও অন্যান্য পার্শ্বসংযুক্ত তড়াগ যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়াছেন। বন্দি, বৈতালিক, গো ও অশ্ব শত শত লাভে লাভে তাঁহার প্রশংসা বিঘোষণ করিতেছে এবং তিন হাজার স্ত্রী ও স্ত্রী নিত্যই তাঁহার সেবা করিতেছে। এইরূপে বহু রাজা উপহার লইয়া রাজসদনে সমবেত হইয়াছেন। কুরুপতি তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত রাজগণ নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ প্রচুর ধন উপহার দিয়াছেন।১৯-২১

যেরূপ কর্ষণ করিলে ও বীজ বপন করিলে ধরা যেরূপ ফলে ফলিয়াছে, আমি পূর্ব্বে সেরূপ কখনও দেখি নাই অথবা শুনিও নাই।২২

হে রাজন্! পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ যজ্ঞে আমি চিন্তাকুল হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।২৩

ঘোরস্বভাবী অত শত ব্রাহ্মণ নিরন্তর ঘোষণা করিতেছেন যে, তুমি শীঘ্র ধনহীন হইয়া অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রচুর ধন লইয়া তাঁহারা ঘরে প্রবেশের অনুমতি পাইতেছেন না।২৪-২৫

অমরদ্বেষীগণ যেরূপ দেবরাজের জন্য মধু আহরণ করে, তেমনই ভরতশ্রেষ্ঠ (রাজা) তাঁহার জন্য বসুন্ধরাকর কাঞ্চনময়ী মধু আহরণ করিয়াছেন।২৬

বাসুদেব সহস্রপুরুষ নিহিত দিগা এবং বহু

তৌরেব পশ্চিমং ভাস্তি দৃষ্টীয়া তত্ত্বদর্শিভিঃ।
উত্তরং তু ন পশ্যন্তি বিনা জ্ঞানং পরন্তপৈঃ ॥২৯
তত্র যজ্ঞার্জুনো বজ্রমাজহারোদ্ধিতং বলম্।
ইন্দ্রঃ প্রমুচ্যমানোঽপ্যত্রে বিশ্বয়ং পুনঃ ॥৩০
পূর্বং পরশুরামেণ তু বিত্রাণাঃ পরিবিক্ষতম্।
যাপিতা তত্র সংজ্ঞামুদ্রেণো ভারতি নিত্যদঃ ॥৩১
মুহূর্তং প্রণতস্তস্থৌ পশ্চাত্ত ভারত।
অনিশং সত্যসন্ধোঽসৌ ত্রয়ো লোকাদি যেহনঘ ॥৩২
পার্থিবৈর্বহুভিঃ কীর্ণমুপবাসৈঃ বিমুক্তিভিঃ।
আসসাদ মহারাজ নরকৈরেরিবামলা ॥৩৩
সর্বরত্নসমাপন্নাং পার্থিবা যে জনেশ্বর।
তত্রে তত্র মহারাজ পাণ্ডুপুত্রস্য ধীমতঃ ॥৩৪

বৈশ্যা ইব মহীপালা বিজাতিপরিবেষকাঃ।
ন দা শ্রীরেবরাজস্ত যথা যজ্ঞে তু ভারত ॥৩৫
তত্ত্বকাধিপতেরাপি যা শ্রী রাজন্ যুধিষ্ঠিরে ॥৩৬
তাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রস্য ক্রিয়া পরমিকাদ্ভুতা।
শান্তিং ন পরিগচ্ছামি স্মরন্যজ্ঞস্য চেতসা ॥৩৭
(অপ্রাপ্য পাণ্ডবৈর্যজ্ঞং শূন্যা মম ন বিদ্যতে।
অবদগ্ধা বা মম বাণৈঃ পরিঘৈ বা হতং পরৈঃ।
এতাদৃশস্য যে কিং নু জীবিতেন পরন্তপ।
যদ্যেতে পাণ্ডবা রাজন্ যজ্ঞং বৈ বিতৃতৃক্ষবঃ।)

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞসেনীমুপাদায় সর্বাং দৃষ্ট্বাকরোনি পাণ্ডবে।
উক্তাঃ প্রাক্তাপুপায়ঃ যে নৃপ সত্যপরাক্রম ॥৩৭

অন্ন বিভূষিত হেই সব দানিয়া যুধিষ্ঠিরকে অতিথিক আপ্যায়িত করিয়াছেন।৩১

এই সব দেখিয়া আমি যেন অন্য আকাশে ভাসিলাম। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ঐ সব যজ্ঞ প্রসঙ্গে তত্ত্বদর্শী পুরুষ ও ঋষিগণ সমূহে অনেক কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু উত্তর দিকে পশ্চিমের দ্বারা অন্য কেহ যায় নাই। উত্তর দিকে অর্জুন বজ্র ধারণ করত যুদ্ধ করিয়া প্রভূত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। সেখানে আমরা একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।২৯-৩০

এক আশ্রমে 'যাপিয়া' নাম দিয়া সেখানে দুই লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর উহার অবশেষের দ্বারা প্রত্যহ মধ্যরাত্রি করা হয়। হে ভারত! সেখানে সর্বদাই ঘৃতপূর্ণ পক্বান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে। অবশেষে সেই অন্নরাশি আমার চোখধাঁধা হইতে লাগিল।৩১-৩২

মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থল দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া ঐ সকল লক্ষবাহা পরিবেষ্টিত আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৩

হে জনেশ্বর! রাজগণ সকল প্রকার রত্ন লইয়া তথায় করদাতা বৈশ্যগণের ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারা বহু বিজাতিগণকে বহু মূল্য অন্ন পরিবেষণ করিতেছেন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠিরের যেরূপ ধন সমারোহ আমি দেখিয়াছি, তাহা দেবরাজ ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণেরও নাই।৩৪-৩৫

পাণ্ডুপুত্রের সেই অদ্ভুত ঐশ্বর্যদর্শনে আমি মর্মাহত হইয়া একেবারেই শান্তি পাইতেছি না।৩৬

(পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য না পাইয়া আমার শান্তি হইবে না। ঐ অশান্তি নিবারণের জন্য আমাকে যুদ্ধ করিয়া উহা আহরণ করিতে হইবে অথবা শত্রু দ্বারা অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ হইয়া মরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণের বর্তমান এবং আমার দুরবস্থ ঐশ্বর্য দর্শন করিয়া আমার পক্ষে জীবিত থাকিয়া কোন লাভ নাই।)

অবজ্ঞয়াবজিতানাং পৃথিব্যামপি রাজন।
ক্ষত্রিয়াণাং পরাজয়ে বিদ্বেষশ্চ ন্যায়তঃ ॥৩৮

যুদ্ধপ্রিয়শ্চ ভৌমেয়ো ন চ জানাতি দেবিষুম্।
আহুতশ্চৈব যুদ্ধায় যুধ্যতাপি কথাপি ॥৩৯

বিজয়ং বা বিজেষ্যামি হত্বা বা কপটং রিপো।
আনয়ামি সমৃদ্ধিং তাং পিতুঃ তোষায়তে বৃত ॥৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ সমুদ্রিক্তো রাজা দুর্যোধনস্তদা।
দুরুধাষ্টমিদং বাক্যমপক্রান্তমনন্তরম্ ॥৪১

অনুৎসহন্তে রাজন্ ক্রিয়তে বহুসংগ্রহঃ।
যুদ্ধায় পাণ্ডুপুত্রস্য তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৪২

দুরুধাষ্ট উবাচ।

কথং মন্যে মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্বেষো বক্তুমিহ সাম্প্রতে।
যেন সম্প্রত্য বেৎস্যামি কার্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৪৩
ন হি ধর্মং পুরস্কৃত্য গৌরবেণ পরং বিদুঃ।
উত্তমাঃ পরমোদ্যুক্তং বক্ষ্যন্ত্যর্থবিনিশ্চয়ম্ ॥৪৪

দুর্যোধন উবাচ।

বিবর্তন্তিহতি কালো যদি কর্তা সংশয়তি।
বিমুক্তে ত্বয়ি রাজেন্দ্র ধ্রুবং ভরতসত্তমম্ ॥৪৫
ন ত্বং যদি দুরুধে রাজন্ বিদুরেণ সুখী ভব।
ভোজয়ন্তে পৃথিবীং কৃৎস্নাং কিং বয়া তব
করিষ্যসি ॥৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আর্তবাক্যং তু তৎ তস্য প্রণতোক্তং বিশাম্পতে।
দুরুধাষ্টস্তমর্থং প্রেক্ষন্ দুর্যোধনমথাব্রবীৎ ॥৪৭

সমুদ্রি হইল,—হে মহারাজ দুর্যোধন। তুমি যুধিষ্ঠিরের অনুপম সভা দেখিয়াছ, উহা প্রাপ্তির উপায় আছে, আমি তাহা বলিতেছি, শুন ॥৩৭

হে ভারত! আমি এই পৃথিবীতে অক্ষক্রীড়ার অত্যন্ত অভিজ্ঞ, বিদ্বেষক ও পণ্ডক এবং উহার দোষ ও আমি জানি ॥৩৮

এদিকে যুধিষ্ঠির অন্যান্য যুদ্ধপ্রিয়, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় একেবারেই অনভিজ্ঞ। তুমি যদি দ্যূতক্রীড়ায় বা যুদ্ধে তাহাকে আহ্বান করিতে পার, তাহা হইলে সে অবশ্যই আসিবে ॥৩৯

হে রাজেন্দ্র! আমি কপটতা দ্বারা তাহাকে জয় করিব এবং তাঁহার দোষ দিয়া ঐ ব্যসন করিব, তাহাতে তুমি সুখে আমার কর ॥৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমুদ্রি এই কথা বলিলে রাজা দুর্যোধন তখন তখন দুরুধাষ্টকে বলিলেন ॥৪১

হে রাজন্! এই অক্ষক্রীড়ার পাণ্ডুপুত্রের জন্য করিতে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি, সুতরাং আপনি আমাকে অক্ষক্রীড়ার অনুমতি দান করুন ॥৪২

দুরুধাষ্ট বলিলেন,—মহারাজ বিদুর আমার গুরু এবং আমি তাহাকেই মঙ্গলাই গণি। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমি এ বিষয়ে নিশ্চয় করিব ॥৪৩

যে দূরদর্শী; বয়োবৃদ্ধদের উত্তম পক্ষের যাহা হিতকর হইবে, তাহাই সে চিন্তা করিয়া বলিবে ॥৪৪

দুর্যোধন বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কাল (বিদুর) যদি আপনাকে এই কার্য হইতে বিমুক্ত করে, তবে আমি অবশ্যই মঙ্গলকে বরণ করিব ॥৪৫

হে রাজন্! আমি বলিয়া রাখিলাম আপনি বিদুরকে দিয়া এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিয়া সুখী হউন। আমার দ্বারা আপনার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ॥৪৬

পুণ্যলক্ষৈর্হতাঃ সর্বে যাবন্তঃ সন্তি মানবাঃ ৫৫।
অনাবৃতা দক্ষিণাশামাশু দুর্যন্তু সিন্ধবঃ ৫৮
তত্র সপ্তসহস্রাণি হয়ানাং বক্ত আবায় সর্বশঃ।
সুরক্ষ্যমাণাঃ সৌবীরৈঃ ক্ষিপ্রমেত্য মহীপতেঃ ৫৯
দুর্যোধনস্য শাস্ত্যর্থমিতি বিজ্ঞায় ভূমিপঃ।
দ্রুতমাহূয় আবাস্য প্রাবিশদ্ বিদুরায় বৈ ৬০
অদৃষ্ট্বা বিদুরং যত্র বাসাৎ কঞ্চিদ্ বিনিষ্কৃতম্।
দুঃখেন মোহমাপন্নঃ স পুত্রব্যসনকর্ষিতঃ ৬১
উদ্যুক্ত বিদুরো বীক্ষ্য অনিবার্যমুপস্থিতম্।
বিনাশমুৎপাতকৃতং দ্রুতমাহূতবানৃষিঃ ৬২
সোঽভিগম্য মহাত্মানং ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবীৎ।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য চরণাবিদং যমসমব্রতঃ ৬৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
আগচ্ছাগচ্ছ ধর্মজ্ঞ ত্বমেবাত্র ক্ষমঃ প্রভো।
পুত্রাণাং মে যথা ন স্যাৎ ধ্রুবমেবোপপাদয় ৬৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথা পুত্রান্ পুনর্দ্যূতে কলহো ন ভবিষ্যতি।
যদি মেধাং প্রমাণং বঃ করিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ৬৫
অস্তুকং বা ভবেৎ পাপি বিজয়ো বা যদি ভারত।
প্রবর্তধ্বং পুনর্দ্যূতং ক্ষিপ্রমেবেতি শাসনাৎ ৬৬
যদি সন্নিধিমেষ্যন্তি ভ্রাতরো ভরতর্ষভ।
অন্যথা মৈথিলিং বিদ্যো ন কথঞ্চন লপ্স্যসি ৬৭
অথ তং ধর্মরাজায় হবির্ধানায়নৈর্ঋতে।
যাতবেদ্যবধীদ্ বিদ্বান্ ধর্মিষ্ঠমিতি নঃ শ্রুতম্ ৬৮

বিদুর উবাচ।
যাস্যিন্যামি তে রাজন্ যথাদৃষ্টমিহ প্রভো।
পুত্রৈর্ভেদো যথা ন স্যাদ্ ধ্রুবমেবোপপাদয় কুরু ৬৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অস্তু পুত্রান্ পুনর্দ্যূতে কলহো ন ভবিষ্যতি।
যদি মেধাং প্রমাণং বঃ করিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ৭০
অস্তুকং বা ভবেৎ পাপি বিজয়ো বা যদি বাহিতম্।
প্রবর্তধ্বং পুনর্দ্যূতং ক্ষিপ্রমেবেতি শাসনাৎ ৭১
যদি সন্নিধিমেষ্যন্তি ভ্রাতরো ভরতর্ষভ।
অন্যথা মৈথিলিং বিদ্যো ন কথঞ্চন লপ্স্যসি ৭২
অথ তং ধর্মরাজায় হবির্ধানায়নৈর্ঋতে।
যাতবেদ্যবধীদ্ বিদ্বান্ ধর্মিষ্ঠমিতি নঃ শ্রুতম্ ৭৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্যোধনের প্রবঞ্চনাপূর্ণ আহ্বানবাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে কৃত্যবানকে বলিলেন।৫১

আমার বিশ্বাস ছিল সহস্র সহস্র মহাবল অশ্বের উপর সশস্ত্রপরিবৃত যবনেরা মহাবল নিশ্চয় হয়।৫৮

রাজা যেখানে যিনি আসিতেছ উহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া অভ্যর্থনাপূর্বক প্রবেশসংবাদ করত পুনর্বিদায় হইলে আমাকে সত্বর নিবেদন কর।৫৯

মহারাজ। দুর্যোধনের অনেক সাদির জন্য এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আনিবার জন্য ত্বরা প্রেরণ করিলেন।৬০

বিদুরকে না দেখিয়া কোথায় কিজন্য গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন ধৃতের অনেক দোষ আছে, তথাপি পুত্রস্নেহে কাতর হইয়া বিদুরকে তিনি ডাকাইলেন।৬১

কৃত্যের কথা শুনিয়া ধীমান্ বিদুর বিনাশোন্মুখ ধৃতির আগমনে পাণ্ডবদের সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে—ইহা জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ত্বরা উপস্থিত হইলেন।৬২

বিদুর মহাত্মা অগ্রজ ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করত বলিলেন।৬৩

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনার বিপক্ষের কথা জানিয়া আসিয়া লাভ করিতেছি না। পুত্রদের মধ্যে যাহাতে বিরোধ সৃষ্টি করা আপনার পক্ষে উচিত নয়।৬৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে প্রভো! যদি মেধাবী আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে আমার পুত্রদের সহিত পাণ্ডুপুত্রদের কলহ হইবে না।৬৫

অন্তক যা তার হউক, জিত বা অজিত হউক, পুত্রদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া প্রবর্তিত হউক, ইহাই আমার নিশ্চিত মত হয়।৬৬

হে ভারত। আমি, সোমদত্ত, ভীষ্ম এবং তুমি—এই চারিজন যেখানে উপস্থিত থাকিব, সেখানে মৈথিলিকে কোন অন্যায় হইবে না।৬৭

তুমি ধর্মজ্ঞ বাহুলা ধীমানী অথবাদিত্ত হবে আরোহণ পূর্বক পাণ্ডবগণের সমস্ত করত যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর।৬৮

এ বাক্যে ব্যবসায়ে যে বিদুরৈরস্ত্র ত্রয়োদশে তে।
তৈস্তথেব পরং ভদ্রে বেদৈরঙ্গপদক্রমে ॥৫৯
ইত্যুক্তা বিদুরো ধীমান্ মেধাকীর্তি চিন্তয়ন্।
আপদমেব মহাপ্রাজ্ঞমন্ত্রাগাৎ দুঃখিতঃ ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি তৃতীয়পর্বণি তৃতীয়াধ্যায়ে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯

হে বিপ্রর্ষে। তুমি আমার অভিপ্রায়ের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিও না—ইহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। কেবল বলবান্, যাহার যাহা এইরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে ॥৫৯ বুদ্ধিমান্ বিদুর এইরূপ উক্ত হইয়া বিদুর বেদিলেন, বুদ্ধিমান্ কোন কথাই এখন প্রকাশের না—এই কথা চিন্তা করিয়া অতিদুঃখিত চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন ॥৬০

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত তৃতীয়পর্ব তৃতীয়াধ্যায়ের একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫৯

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখাদ্ধৃতরাষ্ট্রেণ দুর্যোধনস্য স্ব-দুঃখচিন্তা-কারণপৃচ্ছনম্]

জনমেজয় উবাচ।
কথা সমভবদ্ ব্রহ্মন্ পাণ্ডবানাং তথাদ্ভুতাম্।
যত্র তদ্ ব্যসনং প্রাপ্তং পাণ্ডবৈর্ধর্ম পিতামহৈঃ ॥১
কে চ তত্র পরাজ্ঞায় রাজানো ব্রহ্মবিত্তম।
কে চৈনমন্বমোদন্ত কে চৈনং প্রত্যষেধয়ন্ ॥২

বিদুরেণৈবমুক্তস্তু তথ্যমানঃ হিতং বিভো।
মুমুহে কেবলং বিদ্বাংস্তস্মিন্ কালে পৃথিব্যা বিজনত্বয় ॥৩

সৌতিরুবাচ।
এবমুক্তস্তদা রাজা ব্যাসশিষ্যেণ প্রজ্ঞাবান্।
আমন্ত্র্যৈনমথ যযৌ তৎ সর্বং ক্ষেত্রবিৎ ॥৪

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের নিকট দুর্যোধনের নিজ দুঃখ ও চিন্তার কারণবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মহাপণ্ডিত সেই বুদ্ধিমান্ বিদুরের নিকট এবং আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ বিপদে যেই বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ১

হে ব্রহ্মন্! সেই বিপদ্‌কালে ধৃতরাষ্ট্রের সময় কে কে বর্তমান ছিলেন ? কে কে ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কে কে ইহার নিষেধ করিয়াছিলেন ? ২

হে ব্রহ্মন্! আপনি এই কথাগুলি বিস্তার করিয়া বলুন; কারণ, হে বিপ্রবর! এই বৃত্তান্তে পৃথিবীর রাজগণের বিনাশের কারণ হইয়াছিল ॥৩

সৌতি (সূতনন্দন) বলিলেন,—রাজা জনমেজয় এই কথা বলিলে ব্যাসদেবের শিষ্য প্রজ্ঞাশালী বেদ-ক্ষত্রবিদ্ বৈশম্পায়ন সেই সব বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু মে বিস্তরেণেমাং কথাং ভারতসত্তম।
ন তৃপ্যে হ্যমৃতস্যেব কথ্যমানস্য ভূয়সী ॥৫
বিদুরস্য মতিং জ্ঞাত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমুবাচ বিজনে পুনঃ ॥৬
অলং যুদ্ধেন গান্ধারে বিদুরো ন প্রশংসতি।
ন হ্যসৌ যুদ্ধসংসিদ্ধিমিহ বো মন্যতে ক্ষমম্ ॥৭
বিজ্ঞাতং হি পরাক্রান্তং মনো বিদুরবুদ্ধিজম্।
বিশেষতঃ পুত্র তব দর্শনেষ্বতথেষু চ ॥৮
দেবর্ষির্বাসবতুল্যর্দ্ধির্বরাপ্সরসি যোনিতঃ।
যৎ প্রাহ শাস্ত্রং ভগবান্ বৃহস্পতিরুশনাশ্চ যৌ।
তদ্ বেদ বিদুরঃ সর্বং সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শিভিঃ ॥৯
বিদুরস্য বচো ভদ্র সদাকর্ণি পুত্রক।
লিপ্সবো হ্যপি যেবাং কৃষ্ণাঃ প্রথমো বরঃ ॥১০
উদ্যতো বা মহদ্যুদ্ধং ভীরবশ্চিরজীবিনো নৃপ।
তস্মাৎ পুত্র দুরাজ্ঞেন যুদ্ধে কেনে হি কৃষ্যতে ॥১১
ভেদে বিনাশো রাজ্যস্য তৎ ত্বং পুত্র পরিবর্জয়।
পিতা ভ্রাতা চ পুত্রস্য বয়ং কার্য্যাঃ সদা পুত্রম্ ॥১২
প্রাপ্তস্ত্বমসি তাতেন পিতৃপৈতামহং পদম্।
অভীতবান্ কৃতী শাস্ত্রে শালিতঃ সততং সুহৃদ্ ॥১৩
ভ্রাতৃজ্যেষ্ঠঃ পিতৃ্যো রাজ্যে বিদ্বানিতি ন শোভনম্।
পৃথগ্ জনৈরসম্ভাব্যং যদ্ ভোক্তব্যাজ্ঞপং পদম্ ॥১৪
তৎ প্রাপ্তোঽসি যথান্যায়ং জন্মাজ্যেষ্ঠসি পুত্রক।
ভীতা ভ্রাতুঃ যথান্যায়ং পিতৃপৈতামহং মহৎ ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারতসত্তম মহারাজ জনমেজয়। যদি তোমার শ্রবণে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি এই আখ্যানটী বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪

অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দুর্য্যোধনকে নির্জ্জনে ডাকিয়া পুনরায় বলিলেন ॥৬

হে গান্ধারীনন্দন! যুদ্ধক্রীড়ায় তোমার প্রয়োজন নাই; বিদুর উহার প্রশংসা করিতেছে না, মহাবুদ্ধিমান্ বিদুর আমাদের অহিত কখনও বলিবে না ॥৭

বিদুর যাহা বলিতেছে, আমাই পরম হিতকর বলিয়া মনে করি, সুতরাং হে পুত্র। আমার কথানুসারে কাজ কর। আমাতেই তোমার হিত হইবে ॥৮

ইন্দ্রসমৃদ্ধি দেবর্ষি সুরগুরু ভগবান্ বৃহস্পতি যে নীতিশাস্ত্রসম উশনাঃ, ইহাকে বলিয়াছেন, বিদুরের সহিত সেই শাস্ত্র বিদুর অধ্যয়ন করিয়াছে। হে পুত্র! তাহার কথা আমি সর্ব্বদাই শ্রবণ করি। তোমরা ইহার যেমন ঔরসপুত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, বিদুরও তেমনই ক্ষেত্রজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ; সুতরাং হে পুত্র! যুদ্ধক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই, ইহাতে ভেদ (বিগ্রহ) সৃষ্টি হয় ॥৯-১১

পুত্র! ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ হইলে রাজ্যের বিনাশ হয়, সুতরাং যুদ্ধক্রীড়া পরিত্যাগ কর। পিতা ও ভ্রাতার কর্ত্তব্য হইল, পুত্রের প্রতি হিতকর হওয়া, সেই জন্য আমি এরূপ বলিলাম ॥১২

তুমি পিতৃপিতামহ পরম্পরা প্রাপ্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছ। তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হইয়াছ এবং সতত সুহৃদ্ তুমি শালিত হইয়াছ ॥১৩

পুত্র! তোমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির রাজা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে তুমি ঈর্ষান্বিত কেন হইতেছ না? সাধারণ লোকের অপ্রাপ্য ভোজ্য ও আচ্ছাদন

বিস্ময়াবিষ্টমনসো ভ্রাতরো মে নৃপাসনে।
তস্য তে বিধিবত্তত্র সোদরস্যাকরোৎ ক্রিয়াম্।
সমুদ্রিক্তং দুঃখতরং হৃদয়ং কাপি দুর্মদম্ ॥১৬

দুর্যোধন উবাচ।

অবধ্যান্ত্রাক্ষয়ত্বাদ্যৈস্তি প্রপঞ্চম্ প্রাপ পুত্রকা।
নাবধীৎ ভূভরে বহু পুত্রান্ সোদরকান্ মুক্ত ॥১৭

ন মে প্রীতিস্তি ভাগেন্দ্র লক্ষ্মীঃ সাধারণী বিভো।
ধনিনামেব লোকেহস্মিন্ দ্বিষঃ দৃষ্টা। ন বিস্ময়ে ॥১৮

সর্বাঙ্গ পৃথিবীকৈব যুধিষ্ঠিরবশানুগম্।
দ্বিষোঽপি সোদরঃ তাঁরাদি দুঃখায়ৈব কম্

ত্রয়োদশি মে ॥১৯

আবন্ত্রিকা ইবাভান্তি নৌশাশ্চিত্রকৌতুকম্।
ভারতাঃ সোদরাশ্চাপ্তা যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥২০

হিমবৎ-সাগরাভূম্যাঃ সর্বে রত্নাকরাস্তথা।
অন্যান্যে সর্বে পর্যাপ্তা যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥২১

জ্যেষ্ঠোঽর্থিতি বাং যথা জ্যেষ্ঠকেতি বিশাম্পতে।
যুধিষ্ঠিরেণ সংকৃত্য মুক্তা। রত্নপরিস্তরে ॥২২

উপস্থিতায়াং রত্নায়াং জ্যেষ্ঠায়াবর্তনায়িনাম্।
নাবৃণ্বন্ পরঃ পারো নাপরস্তত্র ভারত ॥২৩

ন মে হৃতঃ সমৃদ্ধস্য যত্ত তৎ প্রতিযুধ্যতা।
অতিষ্ঠত্ত মহি ভ্রান্তে মৃদ্ধ মৃদ্নাতু যত্ত ॥২৪

আর যাইবার তুমি কেন শোক করিতেছ? মহারাজ। পিতৃ-পিতামহ সম্পদাপ্রাপ্ত এই সাম্রাজ্যের আয়তন বিপুল ও বিশাল। তুমি তাহার অধীশ্বর হইয়া স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় প্রভূত লাভ করিয়াছ। তোমার বুদ্ধিও সর্বজনবিদিত, তথাপি তোমার এই দুঃসহ শোক কেন হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥১৪-১৬

দুর্যোধন বলিলেন,—ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্য লাভ পরিহারে মহা ধীরা যে শান্তি সুখ অধিক ঐশ্বর্যশালীকে ইহা না বলে, সে অবধ্য সুখ ॥১৭

যে ভাগেন্দ্র। এই সাধারণ ঐশ্বর্য আমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে না। যখনই আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের কথা স্মরণ করিয়াছি, তখন হইতেই আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি ॥১৮

সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশানুগা হইয়াছে—ইহা দেখিয়াও যে আমি এখনও স্থির ও ধীরভাবে আছি, তাহা হইতে অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? ॥১৯

ধীর, স্থিরমতি, কুশল, ব্যবহার ও লোকিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা যুধিষ্ঠিরের গৃহে দেবতের ন্যায় সেবা অবলম্বন করিয়া থাকিতেন ॥২০

রত্নাকরসমূহের রাজরত্ন এবং হিমালয়, সাগর, এবং অন্যান্য (বনপ্রান্ত) দেশসমূহে বসবাসকারী অন্যান্য রাজারা যুধিষ্ঠিরের গৃহের দ্বারদেশে সর্বদা উপস্থিত হইয়াছিল ॥২১

হে রাজন্। জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সকলের পূর্বেই যুধিষ্ঠির আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথ স্নানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥২২

মহাপরাক্রমশালী রাজগণের প্রণত উপহার গ্রহণের সময় বিধাতা জানি হইয়াছিল যে, আমাদের সেবা নীচা দেখা যাইতেছিল না। আমার হাত দুইখানি প্রণত হইতে অসমর্থ হইতেছিল, সেই পর্যন্ত আমি রাজসূয়ে পরিব্রাজ হইয়াছিলাম; তাই রাজারা বল করিয়া বহুদূর পর্যন্ত ঠেলাইয়া রাখিলেন ॥২৩-২৪

কৃতঘ্ন বিষ্ণুসোমৈর্ত্বমিন স্থাতিরুচ্যতে।
অপাকৃষ্য বলিনং পূর্ণমুক্তবজ্রেণ ভারত ॥২৫

অন্যমুৎকর্ষতি যদি প্রাহসৎ ন কৃতোদ্যমঃ।
অন্যোর্দ্ধদ্বিতিসম্বেন বিষ্ণুঃ স্বয়মিতম্ ॥২৬

তত্র স্ম যদি শক্তঃ স্যাং পাতয়েয়ং কুকোদরম্।
যদি মূর্ধ্নি সমাহন্যাং ভীমং বজ্রং বরাধিপ ॥২৭

শিশুপাল ইবাস্মাকং পরিঃ স্যাত্র সংশয়।
সম্প্রহারবলেনো যে ন মাং হন্যাৎ ভারত ॥২৮

পুনশ্চ তাদৃশীমেব ধারণ বলসম্মিতাম্।
বধা শিলাময়ীং ভোয়ে পতিতোঽস্মি বরাধিপ ॥২৯

তত্র মাং প্রাহসৎ কৃষ্ণঃ পার্শ্বেন সহ ফল্গুনম্।
দ্রৌপদী চ সহ স্ত্রীভিঃপ্রস্থিতা সমো বন ॥৩০

ক্ষিপ্রমুক্ত তু জলে বিবৃধা বাক্যমব্রুবন্।
দুর্যোধনাদি যেনেমানি রত্ন দুষ্টং পুরা ময় ॥৩১

প্রণম্য শূলপাণিং ঘটো যে বরাধিপ।
অবহরন্ বিনির্গম্য রাক্ষসস্থানকপিণা ॥
অভিহত্য শিলাং ভূয়ো ললাটেনাপি বিক্ষত ॥৩২

তত্র মাং বন্ধকৌ দৃষ্ট্বালোক্যাভিরক্ষ বলা।
বাহুভিঃ পরিগৃহ্যাং লোহত্তৌ পরিঘাবুভৌ ॥৩৩

উদ্যত্য সহসৈবস্ত্র মাং বিস্ফুরন্তিম।
ইদং স্মাহিত্বা পুনঃ স্মারিতি পুনঃ পুনঃ ॥৩৪

ভীমসেনেন আত্মানো দৃষ্ট্বাস্ত্রৌ তত্রেতি চ।
সংস্মার প্রহসিতা চ ইতো যাবং বরাধিপ ॥৩৫

যে ভারত। মহারাজ বিষ্ণুসোমযুক্ত মহাসুরে খচিত অতীব বিস্তির এবং গদ ও বল ধারণ করিয়াছে যে, আমি বল প্রকাশ করিয়া চলিতে থাকিলে কৃতঘ্ন আমাকে মহাসুর ও অন্যান্য মহাবিষ্ণু দেখিয়া হাসিতে লাগিল ॥২৫-২৬

যদি আমি সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে ভীমকে অবশ্যই বিনাশিত করিতাম। হে রাজন্! কিন্তু তখন যদি তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আমার মস্তকে শিশুপালের মতই হইত। ভারত! অন্যান্য এই উপায়ে আমার ভয়ঙ্করে বধ করিয়াছে ॥২৭-২৮

মহারাজ। আমার একটী অলঙ্কার পূর্ণবিষ্টিকে পূর্ণ জলে করিয়া যেমন অস্ত্রের হইয়াছি, তেমনই জলে পড়িয়া গেলাম; তাহা দেখিয়া পার্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং যশস্বিনীর সহিত দ্রৌপদী ইতস্ততঃ হাসিতে লাগিল; তাহাতে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল ॥২৯-৩০

ক্ষিপ্রমুক্ত তু জলে বিবৃধা বাক্যমব্রুবন্।
দুর্যোধনাদি যেনেমানি রত্ন দুষ্টং পুরা ময় ॥৩১

প্রণম্য শূলপাণিং ঘটো যে বরাধিপ।
অবহরন্ বিনির্গম্য রাক্ষসস্থানকপিণা ॥
অভিহত্য শিলাং ভূয়ো ললাটেনাপি বিক্ষত ॥৩২

তত্র মাং বন্ধকৌ দৃষ্ট্বালোক্যাভিরক্ষ বলা।
বাহুভিঃ পরিগৃহ্যাং লোহত্তৌ পরিঘাবুভৌ ॥৩৩

উদ্যত্য সহসৈবস্ত্র মাং বিস্ফুরন্তিম।
ইদং স্মাহিত্বা পুনঃ স্মারিতি পুনঃ পুনঃ ॥৩৪

ভীমসেনেন আত্মানো দৃষ্ট্বাস্ত্রৌ তত্রেতি চ।
সংস্মার প্রহসিতা চ ইতো যাবং বরাধিপ ॥৩৫

আমার বাক্য শুনিয়া রাজারা বিস্ময়বশ যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমাকে ঘটাবৃত্ত রত্নসমূহ প্রদান করিল। ইহা আমার সঙ্গে আসিয়া স্থান-স্থানক হইল ॥৩১

রাজন্। আমার আসিবার প্রস্তাবের কথা শুনুন; আমি অন্যান্যকে যার মনে করিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলে কটিকের প্রভাবে ললাটে আঘাত পাইলাম এবং ললাটে ক্ষত হইল ॥৩২

আমাকে এভাবে আসিতে দেখিয়া বলবান নকুল ও সহদেব দুই ভাই আমাকে বাহু দ্বারা ধরিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥৩৩

আমাকে যেন বিদ্ধ করিয়া সহদেব বার বার বলিতে লাগিল—"হে রাজন্। আপনি এই দিক দিয়া চলুন, এইদিকে যান" ॥৩৪

তখন ভীম আসিয়া আমাকে 'কৃতঘ্নাস্ত্রক' অস্ত্রাঘাত করিল বলিল,—হে রাজন্। এই দিকে যাইয়া, এদিকে নয় ॥৩৫

যাজ্ঞসেনি যজ্ঞায়াং পুরস্তাদ্ ভ্রুবস্তথা যে।
যানি দুষ্টানি যে তস্যাং বনস্পতি তথা যে ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দুর্যোধনসন্তাপে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০

যাবি আমার সম্মুখে আবিভূত যে সকল যজ্ঞ দেখিয়াছি, উহাদের নামও আমি জানিনা। এই সব কারণে আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে ॥৩৯

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব দুর্যোধনসন্তাপনামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫০

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

(যুধিষ্ঠিরায়োপহৃতানাং ধনানাং দুর্যোধনেন বর্ণনম্।)

দুর্যোধন উবাচ।

যস্যা পাণ্ডবেয়াঃ ক্রতবঃ সপ্তধাতবঃ কৃতাঃ।
অজস্রং ভূরিদাক্ষিণ্যৈরিষ্টবন্তো যুধিষ্ঠিরম্ ॥১
যাজ্ঞসেনি মুখাম্ভোজং দৃষ্ট্বাহং ত্রপয়েবেদম্।
কথয়ন্তো ভূমিপা যাং প্রতিপদ্যন্ত ঈদৃশাঃ ॥২
উদীচ্যৈ বৈদ্যান্ বাহ্লীকান্ কাম্বোজপরিবৃঢ়কান্।
প্রাবারাজিনকুথ্যাংশ্চ কার্ষ্ণাংস্তাংশ্চ প্রযতো বহূন্ ॥৩
অন্তর্গিরিবহির্গিরীয়কাংস্তিলখলান্ শুকানিকান্।
উষ্ট্রদমীস্ত্রিপক্ষাংশ্চ পৃষ্টাঃ পীলূন্যমীমুদে ॥৪

যোধাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ লাসকীয়াংশ্চ সর্বশঃ।
প্রীয়মাণো দদৌ রাজন্ সর্বকামান্ যথায়থম্ ॥৫

স্থিরঃ ধনিনমাসাদ্য যাদি হিংস্তি যাচিতাঃ।
ব্রাহ্মণা যাইযানাংশ্চ যোধমুখ্যাংশ্চ সর্বশঃ ॥৬

কমণ্ডলূপধানায় কাঞ্চনপরমাস্তরান্।
এবং যদিঃ সদাপূর্ণ প্রবেশং লেভিরে ন চ ॥৭

(যজ্ঞে ন বিঘ্নমুখেন রাজ্ঞঃ পূর্ণা নিবেদিতঃ।
প্রীত্যা যজ্ঞঃ কৃষ্ণিসেন সর্বকামান্ দদৌ তদা ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত উপহার প্রভৃতি বহুধনযুক্তের বর্ণন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—হে তাত! পাণ্ডবগণের জন্য যে সকল উত্তম ধনরত্ন উপহাররূপে রাজার আহরণ করিয়াছিল, আমি তাহার বর্ণনা করিতেছি—শ্রবণ কর ॥১

মহারাজ যে ধনরাশি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম, কলমাত্র মৃগ প্রভৃতি ও ভূমিজাত নানা প্রকৃতি নানা ধনরাশি তথা আপনি অবগত হউন ॥২

ঔর্ণ (মেষলোম), বৈল (বিড়াললোম) ও বার্ষদংশ (মূষিকলোম) জাত সুবর্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ কম্বল ও অজিন কাম্বোজরাজ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি তিব্বত ও তন্নিবাসীদিগের তৈজস ভাণ্ড আনিয়াছিলেন। অন্ত এবং পীলু, মদী ও ইঙ্গুদীফলে প্রস্তুত তৈল ও বাসী (অম্বল) প্রদান করিয়াছেন ॥৩-৪

যে মহারাজ যোধেয়ী ও বাসযোধ্য ব্রাহ্মণগণ সহায়া বধূগণের শ্রীতির জন্য হিরণ্ময় যোনি উপহার লইয়া যানে উপস্থিত হইয়াও যাহিষ্মতীর

অথ শঙ্খো দধ্মৌ প্রথমং ভীমসেনো মহাবলঃ।
অথানকদুন্দুভয়ো গোমুখাশ্চ সহস্রশঃ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনোত্তমে।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব প্রাদদাতাং মহাস্বনৌ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুডাকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

নিযুক্তি হইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের যোদ্ধবিষয়িণী সব শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনুষ্যের দুর্বল নিষিদ্ধ অন্নভক্ষণমূহ লইয়া রাজে প্রবেশ করিতে পারে নাই।৫-৭

(বিজয়ের) ভূমিদ্ব শ্রীকৃষ্ণ সহিত বর্ণরাজকে যে অপূর্ব শঙ্খটী প্রদান করিয়াছেন, ভাহাকে কিরীটিকে (অর্জুনকে) ইহা বিয়াছেন এবং যৌধিষ্ঠির দেবরাজের অনুরূপ সেই অমল শঙ্খ গ্রহণ করিল।

বিষকর্মাকর্তৃক মনের সুমনের দ্বারা পরিশোভিত বিজয়ের যৌধ, সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নেই শঙ্খকে বর্ণরাজ পৃথক্ পৃথক্ নকুলের হাতে প্রদান করিলেন। ঐ শঙ্খ অবয়বের সমস্ত শব্দ অতিক্রম করিয়াছিল এবং সেই শব্দ আরও অধিক উচ্চৈঃ স্বরে শব্দ করিয়াছিল।

সেই শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভেজোহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল; ভেজ ও সৌর্য্য সম্পন্ন শত্রুপক্ষের বিজয়কারী শব্দ পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, ভয়াবহ ও ভয়বান্ ঔদর এবং সেই ভয়ানক শব্দকে আমাদের সকলকে বেষিয়া রাখিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর যৌধিষ্ঠির (অর্জুন) আরম্ভিত হইয়া দুর্যোধনপ্রমুখবিশিষ্ট পাঞ্চজন্য যখ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

মহারাজকে (ধৃতিষ্ঠিরকে) সুমুখবাদক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ উদারায়, ভূমিদ্ব যত্ন বিদ্যা ও যত্ন এবং কাশীরাজ মহৎ, শুভ সুঘোষ মণি ও অন্যান্য যত্ন মূল্যবান্ উদারায়মূহ প্রদান করিয়াছেন।

যমজাত যমমুলাযোগসম্পন্ন পার্থিব অবয়বমূহ মহামূল্য আভরণমূহ, মহামূল্য পুষ্প, শুভ্র, মনোহর পরার্থসম্পন্ন বিভিন্ন কবচমূহ এবং অন্যান্য যত্ন উদারায় লইয়া রাজে নিযুক্তি হইয়া অবস্থান করিয়াছিল।

অশ্বমেধা বেদবিদ্ভিশ্চ ব্রাহ্মণৈরভিপূজিতাঃ।
সংবৎসরা দ্বাদশৈব গাঃ সহস্রাণ্যদাদ্ বশী ॥
তৈত্তিরবাং সহস্রাণি বয়সাং পক্ষিণাঞ্চ যৎ।
আদাৎ তৈত্তিরো রাজা হেমশৃঙ্গীস্তথৈবচ ॥
গৌরীরো হরিভির্যুক্তান্ রথাংশ্চ ত্রিগরাবরান্।
জাতরূপপরিষ্কারান্ অধিরুহ্য বিভূষিতান্ ॥
অন্বয়িনার্ক প্রতিমাংস্তেজসা প্রতিমানিব।
ঋষিক্ ভূৎস্রয়বায় পাণ্ডবায় ন্যবেদয়ৎ ॥
অবন্তিরাজো হরীংশ্চ বিবিধাংশ্চ সংগ্রহান্।
রাজসূয়াংশ্চ যূপাংশ্চ বৈ বিধিবৎ বিভূষণম্ ॥
যদৌনামধিপশ্চৈব যদিমাংস্তে ন্যবেদয়ৎ।
সপ্তরাত্রি রাজেন্দ্র হিরণ্ময়ধরাংস্তথা ॥
রথাংশ্চন্দ্রার্কবর্ণাভাংশ্চ যূপাংশ্চৈব বৈণ্যবান্।
ঋষিক্ ভূৎস্রয়বায় পাণ্ডবায় ন্যবেদয়ৎ।
কাশিরাজেন ছন্নেন বলী হ্যজত্ সংবৃতঃ ॥

অশীতিনাগসাহস্রাণি পদাতয়শ্চ শক্তিমান্।
বিবিধানি চ বস্ত্রাণি কাশিরাজো বশী তদা ॥
কুণ্ডলানঞ্চ হৈমানাং কৌশেয়ঞ্চ মহাধনম্।
যবনুর্বাজিমুখ্যাংশ্চ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥
হৈমান্যা রথারিষ্টি সাধ্বা ত্রিগর্তো বলবৈঃ সহ।
তদৈব রত্নানি বহুধৈরেকো ভূমিপোঽন্বিতম্ ॥
হারাংশ্চ মুক্তাঃ মুক্তাংশ্চ বিবিধেক বিভূষণম্।)
শতং দাসীসহস্রাণাং কার্ণিকনিবাসিনাম্ ॥
শ্যামাংশ্চন্দ্রো দীর্ঘকেশ্যো হেমাভরণভূষিতাঃ।
মুক্তা বিদ্রুমতশ্চাপি বাসসাঞ্চাধিকানি চ ॥
যদিমাংস্তে ন্যবেদয়ৎ কুরুরাজনিবাসিনঃ।
উপনিষুর্মহারাজ রথান্ পাণ্ডবায়ন্তদা ॥
ইন্দ্রগোপৈর্বর্ণতি বাজৈর্যে চ নবীয়ৈঃ।
সমুদ্রনিষ্ঠা জাতাঃ পার্বতীয়ু চ মানবা ॥

যদিরাজ প্রদত্ত উত্তম অশ্বিনী, যাহার মহোদরের নিকটবর্তী দেশে উৎপন্ন শত শত উত্তমোত্তম এবং অন্যান্য রাজগণের নিকট হইতে আহৃত সহস্র সহস্র অশ্বতরী উপহারস্বরূপ পাণ্ডুনন্দনকে প্রদান করিয়াছেন।

পাঞ্চালরাজ হিরণ্যবর্ণা ঘাড়ী পরিহিত বাহুদ্বয় ও চক্ষুর কাঠ এবং সেই পরিমাণ অশ্ব যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছেন।

ভোজাধিপতি ও কেকয়াধিপতি অপরিমিত চন্দন ও অগুরু এবং মুক্তা, বৈদূর্য ও বিচিত্রপ্রকার মণি ও রত্নসমূহ পাণ্ডুনন্দনকে প্রদান করিয়াছেন।

মহারাজ অম্বষ্ঠ সুবর্ণখচিত সুবর্ণ মাল্যপরিহিত সহস্র সহস্র হৃষ্টপুষ্ট ঘাড়ী, সিন্ধুরাজ সুবর্ণমালা পরিহিত পঞ্চশত রাজার সিন্ধুদেশীয় অশ্ব এবং সৌবীরাধিপতি সুবর্ণরথে, মণিরত্নবিভূষিত, মহামূল্যবান সুবর্ণমুক্তা শোভিবিশিষ্ট ত্রিগর্তাধিপতি তিন শতের অধিক রথ পাণ্ডুনন্দনকে প্রদান করিয়াছেন।

মহারাজ মহান্ত বিবিধ প্রকার বস্ত্র, হার ও অন্যান্য প্রভৃতি নানা প্রকার অলঙ্কার এবং দশ হাজার দাসী আনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দর্শন লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কলিঙ্গ দেশের অধিপতি, চেদিরাজ ও শৌক্তিমান্ মুক্তাদ্বারা—যাহারা নানা প্রকার বলি (উপহার), কাশিরাজ সন্তোষিত আশী হাজার ঘাড়ী, এক শত আট হাতী এবং বিবিধ প্রকার রত্ন যথা—কুণ্ডল, কুরুবক, হৈমবত, কৌশল ও মুকুলাদি প্রভৃতি রাজকুল শ্রেষ্ঠ হাজার শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং হাজার হৈম্য রথারোহী সুবলরাজের সহিত ও ত্রিগর্ত রাজবংশীয় অনেক সব প্রত্যেকে অপরিমিত রত্নসমূহ এবং হার মুক্তা প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছেন।)

যে বৈরাজাঃ পারদাশ্চ আত্মেয়াঃ কিতবৈঃ সহ।
বিবিধৈ রত্নিসংঘৈশ্চ তানি বিবিধানি চ ॥১২

অজাবিকং গোহিরণ্যং খরোষ্ট্রং কম্বলাজিনম্।
কম্বলান্ বিবিধাংশ্চৈব বাহি ত্রিষ্ঠন্তি বাহিনঃ ॥১৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ভগদত্তো মহাবলঃ।
বৃতশ্চৈ পরিতো রাজা কলভৈঃ সাগরোপমৈঃ ॥১৪

অঞ্জনৈরাম্ বামনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈরপি।
দিগ্গজৈঃ কুলপ্রখ্যৈর্বাহি ত্রিষ্ঠতি বাহিনঃ ॥১৫

অন্তর্গিরিগতঃ রাজা শুক্লস্তুৎসঙ্গসম্ভবঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপো ধীমাংস্তথা তোককিরাতকান্
তথা ॥১৬

যবনাংশ্চাপি কাম্বোজান্ বাসোবিদ্যুতঃ সহায়কান্।
ঔষ্ট্রীকানন্তরদ্বীপান্ শকান্ পুলিন্দকাংস্তথা ॥১৭

একপাদাংশ্চ তত্রাহুরপশ্যাং বাহিনীমিমাম্।
রাজানো বলিনো বীরা নানাবর্ণাশ্চ সর্বশঃ ॥১৮

কৃষ্ণগ্রীবান্ মহাকায়ান্ বারণান্ পূর্বপাতিনঃ।
আরুহ্য পর্বতপ্রখ্যান্ বিনীতান্ শিক্ষু বিশ্রুতান্ ॥১৯

প্রধানরাজসম্পন্নাম্ বহুকুঞ্জরসঙ্কুলাম্।
ফল্গুনং সহতস্যৈষা দিশঃ রক্ষতি বৃষ্ণ ॥২০

বৃত্বা প্রবেশং প্রাগ্যোষে যুধিষ্ঠিরনিবেশনে।
ইন্দ্রগোপকবর্ণাভান্ কক্ষবদ্ধান্ শুভাননান্ ॥২১

ঘণ্টাজালপরিক্ষিপ্তান্ সদা মদবলোৎকটান্।
অনেকবর্ণবাসঃস্থান্ দৃপ্তান্ মত্তান্ মহাবলান্ ॥২২

আরুহ্য সত্ত্বসম্পন্নৈ রথৈস্তৈরেকপাদকাঃ।
চীনাহূকাংস্তথা চৌড্রান্ বর্বরান্ বনবাসিনঃ ॥২৩

দার্ব্যান্ রাজন্যপাংশ্চ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা।
নীলাম্বুদনিভৈর্যুক্তান্ দ্বিপৈর্যান্ যোধয়িষ্যতি ॥২৪

ভগদত্ত ও কম্বোজীয় সুদক্ষিণ কাপায়িক যোধ-বিষাণিনী সুকর্ণী, ঘণ্টী, হৈমকক্ষী, সুবর্ণালঙ্কার পরিশোভিতা এক লক্ষ বাহী এবং সিন্ধুদেশীয় পারদাদি সমুদ্রের নিকট অবস্থানকারী বৈরাজ, পারদ, আত্মেয় এবং কিতবগণ বিবিধ প্রকার রত্নসমূহ, ছাগ, মেষ, গো, হিরণ্য, পর্বত, শীত, কম্বলাদি বহু এবং বিবিধ প্রকার বস্ত্র লইয়া যাহে বিষাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল ॥—১৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি, বীর ভগদত্ত রাজার রাজা ও মহাবল অঞ্জনগণের সহিত বামনগণ দিগ্গজগণী অঞ্জনগণ, পাদ্মের পদ্মসমূহ এবং ভদ্রহস্তিগণ বিবিধ রোধবন্ধ পরিধানপূর্বক তাহার যাহে বিষাদিত হইয়া বিপুলরূপ অবস্থান করিতেছিল এবং পরে ঐ গজসমূহ যান করত প্রস্থান করিলেন ॥১৪-১৬

হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, দশার্ণক, ইন্দ্রীক, অন্তর্বাস, রোমক, সুক্ষ্মপাদক ও একপাদ দেশীয় নানা প্রকার রাজগণকে যাহে বিষাদিত হইয়া অবস্থান করিতে দিক রোধে দেখিলাম তাহারা নানাবর্ণের কম্বু-গ্রীবাবিশিষ্ট মহাকায়, সুবর্ণময়ী প্রধানে বদ্ধ হইয়া সূর্যাস্তক পর্যন্ত ও বহু পূর্ব সূর্যোদয়ে যান করিয়া শত্রুদের অধিকারে পাইলে তাহারা যুদ্ধের পূর্ব রৌদ্রা মূর্তি, প্রচুর মৌলিক পর্ব ও বহুসংখ্যক ঘণ্টাজাল পর্যন্ত উপাবরণরূপে যান করিলেন।

ইন্দ্রগোপের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মদোৎকটমস্তক, ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, নানাবর্ণের আবরণে আবৃতমুখ এবং বহুমূল্য সুবর্ণ যান করিতে ইচ্ছুক এবং বহু হৈমিক, শক, ঔড্র, বর্বরাধি বর্গ, বৃষ্ণিবংশ যান হয়, কৃষ্ণবর্ণ হিমালয়বাসী, অঞ্জনপর্বতবাসী বহু ফ্লেচ্ছকে রথে বিষাদিত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিলাম ॥১৭-২৪

যত্নাদ্ধৃতং যত্নকৃতং রাজরূপানুরূপকম্ ।
কৃতকৌশলসম্পন্নং যন্ত্রজালমুপাশ্রিতৈঃ ।
অন্যাংশ্চ বিবিধাকারান্ বালক্রীড়নকান্ বহূন্ ॥২৫
এবমাদ্যমনর্ঘ্যাঢ্যং বাহ্যাভ্যন্তরমুত্তমম্ ।
ঔর্ণিকং রাঙ্কবঞ্চৈব কৌষেয়ং পট্টজং তথা ॥২৬
তূলীপ্রকল্পং শুভ্রঞ্চ কদলাজং মহাপ্রভম্ ।
প্রাবারং যত্নকার্পাসমাবিকং দ্বীপ চারিজম্ ॥২৭
বিবিধাংশ্চৈব বর্ণাদীন্ কৃতিপক্তি-পরম্বরান্ ।
অপরাজিতমন্যৈশ্চ রাজভোগ্যৈর্ন পরাদ্ভুতম্ ॥২৮
ক্ষৌমং পট্টাংশ্চ বিবিধান্ বস্ত্রাণি চ সহস্রশঃ ।
ধনিকৈঃ কুরুমুখ্যৈশ্চ ধার্যন্তি যানি রাজসু ॥২৯
পক্ষান্তরেষু কম্বাংশ্চ রোমজাঃ পৃথিবীপতে বরাঃ ।
অজাবিকং তূরগমং গবিদাজমুলং হয়ম্ ॥৩০
পক্ষলৈশ্চৈব বহুলং সুবর্ণং পরমর্দ্ধিমৎ ।
ধনিনাথায় বিবিধং যানি তিষ্ঠন্তি যানিষু ॥৩১

যানানি বরার্হাণি যানানি শয়নানি চ ।
যানিকাকর্ম-চিত্রাণি পক্ষস্তরণানি চ ॥৩২

তল্পানি বিচিত্রাণি পত্রাণি বিবিধানি চ ।
রথাংশ্চ বিবিধাকারান্ রাজোপকরণাদ্বিতান্ ॥৩৩

রৌক্মৈর্বৈদূর্যৈঃ শস্ত্রৈর্ন্যস্তং বৈয়াঘ্রপরিচ্ছদম্ ।
বিচিত্রাংশ্চ পরিস্তোমান্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৩৪

বারাণসেয়ং বারাহং চর্ম্মাণি বিবিধানি চ ।
একং লক্ষ্যা হরন্ত্যন্যে পূর্বদেশাধিপা নৃপাঃ ।
প্রবিষ্টা বজ্রদশনাঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি নীলপর্বণি দুর্যোধন-সন্তাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১

তাহারা বলিরূপে কৃষ্ণাজীন, মহাকায় শঙ্খ-ক্রোপশায়ী দুন্দিভিক ও মর্ম্মরিত বিষয়ার বস্ত্র হাজার ধর্মরাজ সঙ্গে আনিয়াছিল ॥২৪

মধু, গুড়াম, ফল, ভোজন পূর্ণ প্রভৃতি দেশীয় বহু ভেষ্য রাজা দৈর্ঘ্য, রাজব, কৌষেয়, পট্টাম, অমরত্ব কোমল বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, তেজার সোনের কবল, বহু কোমল অজিন, (৪২) তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ অসিসমূহ ও যষ্টি, শক্তি, তীক্ষ্ণ পরশুসমূহ, বিবিধ রথ ও রথসমূহ আনিয়া দ্বারে বিন্যস্তি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ।

মূল্যবান্ মহারত্নসমূহ, দশ কোটি স্বর্ণ এবং বহু বহু পরাকৃতি সুবর্ণ উপহার লইয়া দ্বারে অবস্থিত দেখিলাম ॥২৬-৩১

মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, গদি ও আস্তরণ বিচিত্র পত্রযুক্ত বিবিধ বিচিত্র কবচ, বিবিধ রথ, ভিন্ন ভিন্ন আকারের সুবর্ণখচিত ধ্বজসমূহ, বহু সুশিক্ষিত অশ্ব, বিবিধ বস্ত্র, বারাহ, অজিনাদ্রাত মালা প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রসমূহ উপহার প্রদান করিয়া পূর্বদেশীয় নৃপতিগণ পাণ্ডবের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশের অধিকার পাইলেন ॥৩২-৩৫

শ্রীবেদব্যাসবিরচিতায় লক্ষশ্লোকী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত নীলপর্বে দুর্যোধনসন্তাপ নামক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(যুধিষ্ঠিরায় উপঢৌকনবস্তূনাং দুর্যোধনেন বর্ণনম্।)

দুর্যোধন উবাচ।

শারদ্বতং বিদিত্বা তং শ্রুত্বা যে বনমাশ্রিতম্।
যজ্ঞার্থং রাজভির্বিত্তং হরাদ্য ধনমক্ষয়ম্ ॥১

যেষাং কনকযজ্ঞেষু বৈখানসনিষেবিতে। শ্রোত্।
যে তে কাঞ্চনবেদ্যন্তা ন্যায়ং বহ্যনুপাসতে ॥২

অশ্মা এতাশনা ঘর্ঘাঃ প্রবণা বীর্যবেগবঃ।
পারদাশ্চ তুলিন্দাশ্চ তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ ॥৩

তথা বৈ পিশীলিকাঃ নাম উত্তরেণ হিমবতঃ। পিশীলিকৈঃ।
তাংস্তরন্তি হোপায়ৈর্বহুবো পুরুষা নৃপাঃ ॥৪

কৃষ্ণাগুরুনিবাংশ্চন্দনাংশ্চ তুরগোপস্করান্।
হিরণ্যং পুষ্পকং চৈব যাচ্ত্ব কৌন্তেয় তদ্ বহু ॥৫

উত্তরেভ্যো কুরুভ্যশ্চ সোমোঽস্মাকং মহামণিঃ।
উত্তরাশ্চাপি কৈলাসাদ্যোধাঃ কুতোভয়াঃ ॥৬

পর্বতীয়া খশা নাম চাতুবর্ণ্যযুতাঃ প্রজাঃ বিভোঃ।
অলঙ্কারার্থমাহর্তুং তেষাং তিষ্ঠন্তি যাচিতাঃ ॥৭

যে পরার্ধে হিমবতঃ সুবর্ণাকরগোচরাঃ নৃপাঃ।
কারুষাশ্চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যাশ্চ যে চ ॥৮

ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্মবাসসঃ।
ক্রুদ্বন্তাঃ ক্রুদ্ধকন্যাশ্চ পক্ষামাংসং প্রভো ॥৯

চর্মাণ্ডকক্ষাতাশ্চাপি তাংশ্চ কালীয়কাংশ্চ চ।
চর্মমুদ্গলিনাংশ্চাপি গন্ধাংশ্চৈব প্রদাস্যতি ॥১০

কৈরাতকীনমেয়ূংশ্চ তাংশ্চানাদৃত্য বিদ্মস্পতে।
আহরন্তু ধনঞ্জয়াশ্চান্ দূরজান্ দূরবাসসঃ ॥১১

নিত্যং পর্বতবাসাংশ্চ বিদ্ধ্যান্ দূরনিবাসিনঃ।
যবিনঃ কুৎস্নবাসাংশ্চ তানি তিষ্ঠন্তি যাচিতাঃ ॥১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকনরূপে প্রদত্ত বস্তুসমূহের ঐশ্বর্য বর্ণন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! অন্যান্য বিভিন্ন রাজগণ প্রভূত যে ধনরাশি যজ্ঞার্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যবর্তী শৈলোদা নদীর নিকটে বীরক ও বেণুমতের বনবাসী রাজা যাহারা সেবন করে, সেই খশ, একাসন, ঘর্ঘ, প্রবর, বীর্যবেগ, পারদ, তুলিন্দ, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ প্রভৃতি ক্ষেত্রজাত পুরুষগণ পিশীলিকা কর্তৃক পিশীলকনামক সুবর্ণ অনুসরণ করিয়া তুষিবার অভিপ্রায়ে প্রভূত সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের সেই ধনরাশির হইতে এক যোগ পরিমিত শুদ্ধ শুদ্ধ সুবর্ণ আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়াছে।১-৪

পর্বতীয় মেচ্ছ রাজগণ কৃষ্ণ ও গুরুবর্ণ অগুরু এবং চন্দন রাজগণকে, হিমালয়ের পৃষ্ঠ হইতে হিরণ্য নামক পুষ্পক, বহু মণি, চামরী গাভী, উত্তর কুরু হইতে অলঙ্কার আনয়ন করিবে বলিয়া আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছে। এবং কৈলাস হইতে মহাবলশালিনী ধর্ষিণীসমূহ আহরণ পূর্বক অলঙ্কারের তরে যুধিষ্ঠিরের দ্বারে নিবারিত ও প্রণত হইয়া অবস্থান করিতেছিল।৫-৭

যে সকল রাজা হিমালয়ের অপরপার্শ্বে উত্তর সমুদ্রে এবং লৌহিত্য সমুদ্রের প্রান্তবর্তী ফলমূলে ও চর্মবসনে বিরাট কায় করে, আর যে সকল কিরাত কৃষ্ণবর্ণ ফলমূল ভোজন করে, চর্মের বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা অন্য রাজা করে এবং কুলদ্রুম রাখে করে, যে প্রভো! আমি তাহাদিগকেও দেখিয়াছি।৮-৯

বাহ্লীক বাহ্লীক চন্দন ও অগুরু আনে, চর্ম, বস্ত্র, সুবর্ণ ও বহুরত্নের রাশি, দশ হাজার কিম্বাজী দাসী, অনেকের বহু বিলাস দ্রব্য, মৃগচর্ম কম্বল ও পক্ষিসমূহ এবং পর্বতসমূহ হইতে আহৃত বহু

কৈরাতা দরদা দর্বাঃ শূরা বৈ দরকাস্তথা।
ঔদুম্বরা দুর্বিভাগাঃ শাবরা বাহ্লিকৈঃ সহ ॥১৩
কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকা হংসকায়নাঃ।
শিবিত্রিগর্তযৌধেয়া বাটধানা অম্বষ্ঠকৈঃ সহ ॥১৪
অম্বষ্ঠাঃ কৌহুরাতার্ক্ষ্যা বহবঃ পল্লবৈঃ সহ।
দশার্ণাশ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রকমালবৈঃ ॥১৫
সৌত্তিকাঃ কুহুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাম্পতে।
অশ্মা দণ্ডাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা পরাজয়া ॥১৬
তুম্বরাভাঃ ক্রোথিন্দাঃ ক্রোথাশ্চ শুকদারিণঃ।
অন্ধ্রাঃ কলিঙ্গা বিত্তং শত্রুশার্দূলকম্পনে ॥১৭
বন্যা কলিঙ্গা হস্ত্যশ্বাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পূর্ণতাঃ।
কৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈলবাসিনঃ ॥১৮
কর্ণ-প্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা যবনাশ্চৈতে প্রোচ্যন্তে যাজ্ঞসেনয়ে।
কৃতজ্ঞাঃ দৃঢ়ভক্তাশ্চ ধর্মযুদ্ধাপরাশ্চ ॥১৯

ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পত্রবর্ণান্ কুথাস্তরান্।
শৈলজান্ নিত্যবসতীংশ্চাপ্যুত্তিতঃ কাম্যকে দদৌ ॥২০
ধৌম্যেনৈতে যদা পৃষ্টাস্ কুরুরাজ্ঞে কৃষ্ণাকৃতম্।
তথাবৃত্তং কুলীনাশ্চ যাবেণ প্রাবিশংস্তদা ॥২১
এতে চান্যে চ বহবো গণা দিগ্ভ্যঃ সমাগতাঃ।
অক্ষৈহেঁপাপতন্তত্র রত্নানীহ মহান্তি হি ॥২২
রাজা ত্রিগর্তযো নাম যজ্ঞসেনো যশস্বিনঃ।
শতানি ত্রীণ্যযাযাবরক্ষণানাং যতব্রতাম্ ॥২৩
কুথাকৃত্ত প্রমুদিতো দদৌ যাজ্ঞিনে শতম্।
আস্তরপ্রাবরীণানাম্পাধ্যায়ায়নিনাম্ ॥২৪
কৃষ্ণা বাসো চ কৌরব্য শুকবাণাঃ বিশাম্পতে।
অদাদ্ যজ্ঞবরাণাং শতানি দ্বাদশৈব তু ॥২৫
বিরাটস্তু মহৎসৈন্যো বন্যাংশ্চ বেসবালিনাম্।
কুম্ভবাণাং শতান্যে দ্বে হরীণাং সমুপাহরৎ ॥২৬

অন্যান্যগণ সুবর্ণ উপায়নরূপে লইয়া দ্বারে বিরাজিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে ॥১০-১২

কিরাত, দরদ, দর্ব, বীর দরকগণ, ঔদুম্বর, দুর্বিভাগ, শাবর, বাহ্লিক, কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্তদেশীয় যুদ্ধদুর্মদ রাজগণ, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌহুর, তার্ক্ষ্য, বহুল, পল্লব, মদ্রাবল, মৌলেয়, ক্ষুদ্রমালব, সৌত্তিক, কুহুর, শক, অশ্ব, দণ্ড, পুণ্ড্র, শাণবত্য, খশ এবং দুষ্কৃতি প্রভৃতি পরাক্রান্ত ক্ষেত্রে রাজগণ ক্ষেত্রস্থ হইয়া সহ শত শত দাসি লইয়া যজ্ঞসেনকে বিরাজে ॥১৩-১৭

তারত। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রক, সৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ, শৈলজ এবং কর্ণপ্রাবরণ দেশের রাজগণ শ্রেষ্ঠ উপায়ন সহ লইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভার দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপালের আদেশে দ্বারপাল তাহাদিগকে বলিল—"সবর হইলে আপনারা দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবেন ॥১৮-১৯

তাহারা কুলীন হইলেও দ্বারপালের ঐরূপ আদেশে ক্ষণ করিল এবং প্রত্যেকে ঈষাদন্ত হস্তবিশিষ্ট, হেমকক্ষ, পত্রবর্ণ, পর্বতজাত বিস্ময়কর কাম্যকসরোবর সমীপবর্তী বনবাসী এক হাজার হস্তী উপায়নস্বরূপ দান করত তবে তাহারা দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিল। এইরূপ আরও অনেক হস্তী ও নানা বিদেশ হইতে আগত রাজগণ বহু ধন উপায়ন দিয়াছে ॥২০-২২

ইক্ষ্বাকুর অনুবর্তী ত্রিগর্তরাজ যজ্ঞসেনও যাজ্ঞসেনী তাপসিকে অশ্ব উপায়ন দিলেন ॥২৩

কুথাকৃত্তবাসক যজ্ঞসেনের তায় বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণমাল্যধারী এক শত অশ্ব উপায়ন দিয়াছেন। ৪

পাণ্ডবাগ্র্যৈস্তু বহুধানো ধনো বহুবিশেষিতা সভাম্।
সভাবাক সংস্তরে যে রাজন্ ভাজনবাসিনাম্ ॥২৭
রুক্মস্তম্ভোপশোভানাং মহতীমাং নরাধিপ।
ঋদ্ধিক দ্রুপদস্যাথ পাণ্ডবেয়ো জবেরহৎ ॥২৮
যজ্ঞসেনেন দাসীনাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
দাসবাসমুখং চৈব সদাবাণাং বিশাম্পতে।
গজমুক্তা মহারাজ যাঃ বহুবিশেষিতা ॥২৯
রাজ্ঞাক কৃৎস্নং পার্থেভ্যো বজার্থং বৈ নিবেদিতম্।
রাজসূয়োপি বার্ষ্ণেয়ো যথা তুষ্যেৎ বিশীর্ষিতঃ ॥৩০
অবহাৎ গজমুখ্যানাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
আজা বি কৃষ্ণঃ পার্থস্য কৃষ্ণস্যাত্মা ধনঞ্জয়ঃ ॥৩১
যদ্ ব্রুয়াদর্জুনঃ কৃষ্ণং সর্বং কুর্যাদসংশয়ম্।
কৃষ্ণো ধনঞ্জয়স্যার্থে স্বর্গলোকমপি ত্যজেৎ ॥৩২

হে রাজন্। হে কৌরব্য! কৃষ্ণাসহিত রাজা যজ্ঞ সভা সুন্দর হয়ো এবং রাজা বিশাই যেমন-মালাধারী দুই হাজার সভ্য হয়ো বলিয়াছেন।২৫-২৬

হে রাজন্। পাণ্ডবাগ্র্য হইতে আমরা রাজা যজ্ঞ-সেন রাজিমণী হয়ো এবং সুবর্ণমালাধারী শ্বেত ও বলবান্ত দুই হাজার যৌবন প্রাপ্ত অব সভায় উপহার দিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিয়াছেন।২৭-২৮

হে রাজন্। রাজা যজ্ঞসেন যৌব হাজার দাসী, দশ হাজার স্ত্রীলোকদান, রাজিমণী সহিত্ত যব এবং নিজের সমস্ত রাজ্য যজ্ঞার্থ পার্থগণকে উপহার দিয়াছেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস মানুষোপম কিরীটি (অর্জুনের) সমান রাজা অন্য যৌব হাজার যেই হয়ো উপহার দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের আত্মা, অর্জুনও তেমনই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা।২৯-৩১

অর্জুন যাহা বলিবে, শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তাহা

তথৈব পার্থঃ কৃষ্ণার্থে প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।
দুরতীক্ষ্ণনয়দাম্ যেষ্বদুরসমাহিতাম্ ॥৩৩
মলদাম্ সর্বরাষ্ট্রেষু দেবাসুরপরাক্রমাম্।
মণিরত্নানি জাবন্তি কাঞ্চনং সূত্রমেবচ ॥৩৪
গোলাঙ্গুলানপি যাবৎ ন লেঙ্গতে হ্যপস্থিতৌ।
সমুদ্রসারং বৈদূর্যং মুক্তাসঞ্জাতমেব চ ॥৩৫
শঙ্খশ্চ কুথাংস্তত্র শিবলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিভীরৈশ্চ স্তামাস্তাম্রনখোষ্ঠকাঃ ॥৩৬
তা গৃহীতা নরাস্তত্র যানি ছিষ্টানি পার্থিবাঃ।
প্রীত্যর্থং ব্রাহ্মণানাঞ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ বিনির্জিতাঃ ॥৩৭
উপায়ন্তবিশশ্চৈব পৃষ্টাঃ শুশ্রূষবস্তথা।
প্রীত্যা চ বহুমানাচ্চ পাণ্ডবান্ পর্যতোষয়ন্ ॥৩৮

করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের জন্য স্বর্গলোকও ত্যাগ করিতে পারেন।৩২

অর্থের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত মুক্তার মালা, মলয় ও মহেন্দ্র পর্বত হইতে আহৃত চন্দন ও অগুরুরাশি, যৌবনের মণি ও রত্নসমূহ, সুবর্ণ ও সুবর্ণরত্নসমূহ লইয়া উপস্থিত হোক ও গোলাঙ্গুল যাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সমুদ্রের সারের বৈদূর্য ও মুক্তাসমূহ এবং শঙ্খ শঙ্খ কুথ (হস্তী পিঠের আচ্ছাদন বস্ত্র) লইয়া মণির বস্ত্র পরিবৃত তাম্রবর্ণ ও তাম্রবর্ণ লোচনবিশিষ্ট শিবলদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজদেশে বিরাজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ, বিজিত ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রীতির সহিত বহুমানপুরঃসর উপহার লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।৩২-৩৮

সর্বে ক্ষেমাঃ সর্বলা আবিক্ষ্যন্তাত্তথা।
নারায়ণস্তথৈবেন্দ্র নারাজাতিভিরেব ॥ ৩৬
পর্যন্ত ইব লোকোঽয়ং যুধিষ্ঠিরনিবেশনে।
উদ্যতাসুপ্রমাণান্ বাজিনঃ প্রাপিতান্ বহূন্ ॥ ৩৭
সহস্রাণি পঞ্চাশতো দ্বে চান্যানুদ্বহন্তি যে।
দ্বে সহস্রে তু পাত্রাণাং তেষাং বক্ষ্যামি পানিয়ম্ ॥ ৩৮
যেষামাসন্ পঞ্চ দাসিশতানি যুধিষ্ঠিরঃ।
অযুতং দ্বে চ পঞ্চানি সহস্রাণ্যেষাং সমাদিশৎ ॥ ৩৯
ধনানামুদ্বহং চাপি পাত্রাণাং যত্নবত্তথা।
প্রমীয়মাণমাদায় পঞ্চাশদ্ভারকং তথা ॥ ৪০

বিদ্বদ্ভ্যশ্চাপি চাত্যর্থং পুণ্যাহবচনং তথা।
নানুজগ্মুস্তদা বাণীং বাদিত্রস্বনমেব তৎ ॥ ৪১

অপাক্তং সর্বমাদায় যুধিষ্ঠিরনিবেশনে।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকা মূলমেবিনঃ ॥ ৪২
ত্রিসহস্রাণীহ ঐতেষাং ধার্যন্তি বিরতিং যুধিষ্ঠিরঃ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ পরিমুষ্টাশ্চ তে হ্যাসন্নয়নিবাসম্ ॥ ৪৩
ধনানাদায় সর্বাণি যতীনামূর্ধ্বরেতসাম্।
মুক্তাজিনং সমাদায় যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥ ৪৪
অযুক্তং যুক্তবদ্ যদ্যপি সর্বং মুক্তবান্ধনম্।
অযুক্তাশা বাজসনী প্রত্যাদেষদ্ দিশাম্পতে ॥ ৪৫
যৌ দ্বৌ ন প্রত্যদেষ্টাং কৃষ্ণৌ পুত্রৌ তব প্রভো।
সর্বদক্ষিণকা যজ্ঞা যস্যাসন্ ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি তৃতীয়ঃ পুণ্যাহবচনস্তাপে দিগ্বিজয়োঽষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সকল ক্ষেত্র, আনি, দনা ও অন্যান্য পর্যন্ত সকল স্থানের মানুষই যুধিষ্ঠিরের উপহার দিয়াছে। নারায়ণসখ নারাজাতির মনুষ্যগণের দ্বারা এবং উষ্ট্র ও নীল রাজকর্মের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ এমন পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল যেন সকল লোক একত্র সমবেত হইয়াছে।

পঞ্চাশশত এই সমস্ত স্থানে দুঃখে আমার ধনিয়ার ইচ্ছা হইয়াছে। এখন যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যগণের কথা বলিতেছি, যাহাদের জন্য আমি (তাঁহা)ও পক্ষ উহার প্রকার অন্নের ব্যবস্থা যুধিষ্ঠির করিয়াছেন।

তিন শত দশ হাজার স্নাতক সহিত থাকত, মূলফলাহার হয়, অন্যান্য পদার্থিকের জন্য প্রতিদিন তাঁহার পাকা অন্নের পাক হইতেছে, সর্বদা সুস্থাদু খাদ্য উপস্থিত হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহ হইতে কোন অর্থীই কোন লোককে অযুক্ত, অধীন ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় যাইতে দেখি নাই।

আশী হাজার গৃহস্থ স্নাতক ব্রাহ্মণ, যাহাদের প্রত্যেকের সেবার জন্য তিন তিন শত দাসী নিযুক্ত, তাঁহারা সকলেই ঊর্ধ্বরেতা হইয়া ঐতিহ্যসহকারে যুধিষ্ঠিরের গৃহেই বাস করিতেছেন। ইহা ছাড়া আরও দশ হাজার উর্ধ্বরেতা সন্ন্যাসী যুধিষ্ঠিরের গৃহে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করেন।৩৪-৪৭

হে রাজন্! মুক্ত রাজন্যাদি পর্যন্ত সকল লোকের মধ্যে যে যুক্ত বা অযুক্ত অযুক্তা রাজসনী দান পরিবেশন করেন।৪৮

হে রাজন্! দুই জন লোক যুধিষ্ঠিরকে কর দেয় নাই; এক—পাকালয় বৈয়াসিকসংহিতাধ্যায়ক, দুই—অযুক্ত ও দক্ষিণাহীনগণ বহুযজ্ঞযাজক। (এতদ্ব্যতীত সকলেই কর দিয়াছে।) ৪৯

শ্রীমন্মহাভারতপ্রতীক সভাসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বাধ্যায়ের মূলপর্বে যুধিষ্ঠিরসভাপ্রাপ্তি নামক দিগ্বিজয়পর্ব অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনেন যুধিষ্ঠিরস্যাভিষেকবর্ণনম্।]

দুর্যোধন উবাচ।

আর্য্যাস্তু যে বৈ রাজানঃ সত্যসন্ধা মহাব্রতাঃ।
পর্য্যাপ্তবিত্তা বক্তারো যেষোক্তাবহুধনুস্তুতাঃ ॥১
তুল্যিতেষা ত্রীনিষেধা বর্ষীয়াংসো বহুশ্রুতাঃ।
যুধিষ্ঠিরাভিষেকান্তে তৈরং রাজানঃ পর্য্যুপাসতে ॥২
দক্ষিণার্থং সমানীতা যাজকৈঃ কাঞ্চনস্রজঃ।
আরণ্যা বহবশ্চাপ্তা অপক্তাস্তত্র তত্র বৈ ॥৩
আহৃতস্তত্র সংহৃষ্টো ব্রাহ্মণেষু তরেত।
অভিষেকার্থমাপ্তাস্তে ব্রাহ্মণাস্তাবতঃ পৃথক্ ॥৪
বাহ্লীকো বসুদানেন ব্রাহ্মণানুপতিষ্ঠতি।
দক্ষিণাস্তু মুদুস্তেষাং কাঞ্চনৈরেব নিষ্কৈঃ ॥৫
সুবীরঃ প্রীতিমাংস্তৈরং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতঃ।
রথৈঃ কৈলাসশিখরৈর্যুক্তৈরেবমবাহরৎ ॥৬
রাজ্ঞাং হৈরণিকৈশ্চৈব বহ্বশ্বৈঃ কাঞ্চনস্রজম্।
রাজিপাস্তু সমানীতা অপক্তাশ্চ যথাবিধি।
বহবশ্চাপ্তা অবেষাসো গজেন্দ্রাঃ ষষ্টিহায়নৈঃ ॥৭
মৎস্যস্তৃষ্ণীম্ বেদবিদ্বানেকলব্যা উপানয়ৎ।
আরণ্যা বহবশ্চাপ্তা অপক্তাস্তত্র তত্র বৈ ॥৮
চেকিতান উলূকশ্চ দ্রুতঃ কাংস্য উপায়নৎ।
অজিনং বৃষসাহ্বঃ শৈব্যঃ কাঞ্চনমালিনম্ ॥৯
অভ্যধিক্তং জয়ো যৌধ্যো ব্যাঘ্রং সুমহাবলঃ।
নাবধ্নন্ পুরুষং বেদঃ ক্ষত্রিয়ং ধৃষ্টি ॥১০
শ্রীনিষেধ উপাদিষ্টৈস্তিভিরেকং মহাধনৈঃ।
ভারদ্বাজো দক্ষিণাবান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥১১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের অভিষেকবর্ণন।)

দুর্যোধন বলিলেন,—যে সকল আর্য্য রাজা সত্যসন্ধ, মহাব্রত, যথেষ্টবিত্ত-সম্পন্ন, সুবক্তা, বেদজ্ঞ অবভৃথ স্নানে পবিত্রীকৃত, বৈখানস, সন্ধ্যাবান্, বর্ষীয়ান্, বহুদর্শী এবং যাজ্ঞিকদিগের অভিবিজ্ঞ, তাঁহারাই এই বর্ষীয়ানের উপাসনা করিতেছেন ॥১-২

রাজপারিবর্হিক সুবর্ণময়ী যে সকল আপণস্থ যাজ্ঞী রাজগণ উপহার দিয়াছিলেন, যজ্ঞের দক্ষিণার জন্য সেই সকল যাজ্ঞীকে যজ্ঞস্থলে সমানীত দেখিলাম—উহার সংখ্যা অনেক রাজার হইবে ॥৩

যে রাজন্! রাজগণ যাজ্ঞিকে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের নিমিত্ত যখনই যেই বস্তু পান সকল আনয়ন পূর্ব্বক আহিতাগ্নিদের দেখিলাম ॥৪

বাহ্লীকরাজ জাম্বুনদময় সুবর্ণে মণ্ডিত রথ আনিলেন এবং রাজা সুবীর কাঞ্চনমালিনী হৈম-মুকুট অশ্ব ও রথ আনয়নে যোজনা করিলেন ॥৫

মহারাজ সুবীর প্রীতিপূর্ণ মনে সেই রথ অনুকর্ষ (রথের বিতানাদে সংযোজ্য কার্পাসিকের) যোজনা করিলেন এবং তাহা হৈরণিক সেই রথে অশ্ব উত্তম করিলেন ॥৬

রাজিপারোর রাজা সংহরণ (৬৭), মহতের রাজা বাহ্য ও ঐক্ষীক এবং মহাসত্ত্বশালী বসুদান ষাট বৎসরের হস্তী রথে যোজনা করিলেন ॥৭

মৎস্যরাজ পাণ্ডা হেমার অঙ্গে সোনার পাখা, একলব্য চর্ম্ম পাদুকাবর এবং অবন্তিরাজ অভিষেকার্থ বসুধির জল আনয়ন করিলেন ॥৮

চেকিতান উলূকের (দূতের)-দত্ত কাংস্যরাজ বৃহৎ ও অজি এবং শৈব্য সুবল বৃষ্টিযুক্ত বেগবান (অশ্বতরি) সহিত কাঞ্চনমালিনী রথ আনিয়া দিলেন ॥৯

বেদবিৎ ব্যাঘ্র, মহাবলী অজিত ও যৌধেয় জয়ৎসেন মন্ত্রবৎ রাখিয়া মহাতপস্বী ব্যাঘ্র ও যৌধ্য যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করিলেন ॥১০

অভিজগ্মুর্ধরাত্মানো যত্রস্থং কুরিসত্তমম্।
অযত্নমিব তেজোভি র্বিবৃ তপর্বতরো যথা ॥১২

অথাযজন্ত রাজানং সর্বমেধেন পাণ্ডবাঃ।
ধনঞ্জয়শ্চ যজ্ঞে তৌ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১৩

চাতুর্বর্ণ্যং তথা শুদ্ধে যে যথৌ ভরতর্ষভ।
উপায়াদ্ বিধিনা যজ্ঞং পুরাকল্পং প্রজাপতিঃ ॥১৪

তমযজ্ঞং শতযাজ্ঞীয়ং রাজানঃ কলশোদ্যতিঃ।
সৈন্যা বিনয়সম্পন্নৈ র্গুপ্তকৈ র্বিষয়বাসিভিঃ ॥১৫

তেনাভিষিক্তঃ কৃষ্ণেন তত্র যে কলশোদকৈঃ।
পঞ্চন্তি পুরাকল্পং যজ্ঞং চাপি পঞ্চিণম্ ॥১৬

উত্তরং কুরু যজ্ঞন্তি বিনা তত্র পতত্রিভিঃ।
তত্র স্ম যদ্ভুঃ পতনঃ পক্ষাদ্ মরুতকারকাৎ ॥১৭

প্রাপয়ন্ত মহারাজস্তত্রো যোগমি যেহবরম্।
প্রাপতন্ কুরিপালাস্তে যে কুরু হীনায় তেজসা ॥১৮

ইষ্ট্বাশ্বং পাণ্ডবস্তু সার্বভৌমঃ কেশবাহবীরঃ।
সম্বৃতা বীর্যসম্পন্না যুক্তোত্তমিয়মর্ধিনা ॥১৯

বিসর্জয়ন্ কুরিপাংস্ তুষ্টো যাং চ তে প্রাহরজ্ঞা।
ওজঃ প্রভবতো বীক্ষ্য তঃ প্রাযাদ্ধর্মবিদাংবিদাম্ ॥২০

পঞ্চাস্তরভুবাং পক্ষ বিহঙ্গানাং তাবত।
ন বভূবেষো নাকস্মো যৌবনাদো মনুর্ন চ ॥২১

ন চ যাতা পৃথুর্বৈণ্যো ন চাপ্যাত্মৌ তথীষবঃ।
যযাতি-নহুষৌ যদি যথা যাতা ধৃতিস্তীব্রঃ ॥২২

যথাভিষাত্রঃ কৌন্তেয়ঃ স্ত্রিয়া পরময়া মুদা।
রাজসূয়হয়াগ্র্যেণ হরিশ্চন্দ্র ইব প্রভুঃ ॥২৩

আসবদ্যের সহিত অশ্বমেধের সভায় মহিষির প্রীতি সহকারে যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়া ইহা বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥১১

যেমন মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোকের অভিমুখে গমন করেন, সেইরূপ প্রভূত দক্ষিণাদ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনাগমন করিতে করিতে মহারাজ মহর্ষিগণ গমন করিলেন ॥১২

মহাপরাক্রান্ত পাণ্ডবি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে স্বয়ং ধারণ করিলেন এবং পাদপুত্র ভীম ও অর্জুন পাখার দ্বারা হাওয়া করিতে লাগিলেন ॥১৩

নকুল ও সহদেব চামরদ্বয় গ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি পুরাকল্পে যাহা উপহার দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্নাদি (নকুল) সেই ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিলেন। বিষয়বাসী বিনয়সম্পন্ন যে সৈন্যগণ সুখসম্পাদনে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সৈন্যদ্বারা অভিষেক করিলে আকাশ হইতে আসা হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের জন্য পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ সাগরের লোকে জল আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু উত্তর সাগরে পক্ষী ব্যতীত কেহ যাইতে পারে না। তখন সকলে মিলিয়া পক্ষসমূহ বাহাইতে লাগিল; তাহাতে এমন শব্দ হইল যে আকাশ ভেদ হইতে লাগিল এবং কুরিপালগণ তেজোহীন হইয়া বিসেন হইয়া পড়িলেন ॥১৪-১৮

তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ, সাত্যকি, পঞ্চ পাণ্ডব ও কেবল এই আটজন ভক্ত ও বীর্যসম্পন্ন এবং পরস্পরের প্রিয়কারী বীর আমাদের ও কুরিপালগণকে তেজোযুক্ত দেখিয়া ঈক্ষণদ্বারা হাসিতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর অর্জুন প্রজাপতির যেরূপ মৃগবিশিষ্ট পাঁচ পক্ষ পাখী বিসেষভাবে দান করিয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সভায় ও মহর্ষি দেখিয়াছি, উহা মরুত্তের, যযাতি, যৌবনাশ্ব, নহুষ, পৃথুপুত্র পৃথু, ভগীরথ, যযাতি, নহুষ প্রভৃতি কোন রাজাই লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না ॥১৯-২২

রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির অভিষেক পরেই লাভ করিয়া যেরূপ শোভা ধারণ করিলেন, তাহাতে

এতাং বৃত্তে। শ্রিয়ঃ পার্শ্বে ধ্রুবিষ্যন্তে যথা বিতো।
ন্যস্য তু ভৌমিঃ শ্রেয়ো মম পশ্যসি ভারত ॥২৪
অন্যেষামপি ভূতানাং বিপর্যস্তঃ সবাধিপ।
ঈদৃশস্যেহ বিবর্ণস্তে জ্যেষ্ঠো ধীমন্ত এব চ ॥২৫
এবং বৃত্তে। মাভিবিদ্যাদি সর্ব
সমীক্ষ্যকারোঽপি কুরুপ্রবীর।

তেনাহমেতং কৃপণাং পতন্তং
বিবর্ণতাং চৈব সমীক্ষ্য রাজন্ ॥২৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দুর্যোধনসন্তাপে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩

ঔষধকে যেন প্রভু ধ্রুবিষ্যন্ত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥২৩

যে বিভো! যে রাজন্। রাজা ধ্রুবিষ্যন্তের ন্যায় পার্শ্বে অবস্থিত ঐরূপ শ্রীহীন বর্ণহীন তনয় আমার নিকট ভীষ্মি থাকা জ্যেষ্ঠতম বলিয়া মনে হইতেছে না ॥২৪

রাজন্। বিধাতা যেন অন্ধ মানুষের ন্যায় এই রাজা দুর্যোধনকে বিপরীত ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, সৌভাগ্য আমার হেতে করিয়া দৃষ্টি পাইয়াছে এবং আমি জ্যেষ্ঠ হইয়াও হীন হইয়া পড়িয়াছি ॥২৫

কুরুনন্দন। যুধিষ্ঠিরের এরূপ শ্রীহীন দেখিয়া সেই অবধি আমি আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছি না। হে রাজন্! সেইজন্য আমি কৃপণ, বিবর্ণতা ও শোকে মুহ্যমানতা প্রাপ্ত হইতেছি ॥২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পরমাদ্ভুতা সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বমধ্যে দ্যূতপর্বে দুর্যোধনসন্তাপনামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫৩

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রেণ দুর্যোধনায় শান্তনবাদানম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অথ বৈ জ্যেষ্ঠতা কৌন্তেয়ৈঃ পূর্বং ন পাণ্ডবান্ বিদুঃ।
জ্যেষ্ঠা হ্যনুপধাদত্তে বরেষু নিরনং তথা ॥১
অন্যৎপক্ষং সমাবার্য দুর্যোধিরং যুধিষ্ঠিরম্।
অধিসভা কথং বিদ্বান্ রাজসূয়ে তদর্থবিৎ ॥২

দুর্যোধনস্তথা বীর্যাদ্ধ কথং ভ্রাতুঃ শ্রিয়ং নৃপ।
পূর্বং কামমদে মোহাদেবং কৃচ্ছ্রে ন সাধু বা কৃতম্ ॥৩

অথ বজ্রবিভূতিং তাং কাঞ্চনে তদর্থবিৎ।
অধিসভা তদা দত্তবান্ রাজসূয়ে ॥৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দুর্যোধনকে শান্তনবাদান]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র দুর্যোধন। তুমি জ্যেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ আতার পুত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে কেন করিলে না। তাহারা, বেদজ্ঞগণ তুমি তো জানই না, তাহা মূঢ়তার ন্যায় তাহা দোষ করে অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১

হে ভরতর্ষভ! হে জ্যেষ্ঠ তুমি, তোমার সমান যাহার ভ্রাতৃত্ব, তোমার বিনাশই যাহার ইচ্ছা, যে তোমাকে কখনও ছেড়ে করে না; তুমি তাহাকে ছেড়ে কর কেন ?২

রাজন্। পুত্র! তোমার ও তাহার অভিপ্রায় তুল্য ও ধীর্য সমান, সুতরাং তুমি যোগবলে তাহার ঐশ্বর্য কেন কামনা করিতেছ? এরূপ করিও না, লাভ হয়, শোক করিও না ॥৩

আহরিষ্যন্তি রাজানস্তবাপি বিপুলং ধনম্।
প্রীত্যা চ সহযজ্ঞানাং রত্নান্যাহরণানি চ ॥৪

(স্ত্রী কাম্বুজা সা হি বীরপত্নীতি শ্রোত্রিয়ে।
তথা বীর্যান্বিতঃ পুত্রস্তস্যাং বৈ জনয়িষ্যতি।
তস্যাপ্যস্তি হি তেজো বীর্যং ভোক্ষ্যসে যদি মেদিনীম্
অনার্তামরিভিঃ কাম্ব পরবন্তং কুরুন্ কুরু।
যদগৃহীতং ধনং যচ্চ ন বৈ দৃষ্টমবস্তিতে ॥৬
অন্যান্যাঃ পরমস্ত্রীষু নিত্যোদ্যোগঃ সদৈব হি।
যজনং সহসাজানামেতদ্ বৈতসলক্ষণম্ ॥৭
বিদর্ভরাজযজ্ঞে হ্যস্মিন্ নিত্যমুদ্যানবান্ বলঃ।
অপ্রমত্তো বিশেষাচ্চ বিদ্যতে তত্রাপি শঙ্কিতং ॥৮

ধনুর্নিবেদনং বা তে ক্ষেলোঃ পাণ্ডুসুতাত্মনঃ তে।
ভ্রাতৃণাং তদ্ধনার্থং বৈ বিক্রোশেঃ চ মা কুরু ॥৯
পাণ্ডোঃ পুত্রান্ ন বিদ্মস্ত ত্বাং
তুষ্যন্ত তে ভ্রাতরঃ সমগ্রম্।
বিক্রোশে তাত মহান্ বধঃ
পিতামহা যে তব তেঽপি তেষাম্ ॥১০
অন্তরেষাং ধনং বিদ্ধি কামানন্তরমব্রিয়ম্।
জীবন্ ন্যাসনিধানজ্ঞঃ প্রশাস্য ভরতর্ষভ ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমপর্বণি হ্রদপর্বণি দুর্যোধনসন্তাপে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ১৫৪

হে ভারত। তুমি যদি যুধিষ্ঠিরের তায় যজ্ঞবিভূতি কামনা কর, তবে তোমার ভ্রাতারা সর্বস্বরূপ সম্ভার সহিত তোমার যজ্ঞের জন্য বহুতর রত্ন আহরণ করিবেন।৪

রাজাদিগের যাজনদ্বারা যে ধন ও প্রীতি সহকারে তোমার জন্য বিপুল ধন লাভ ও মূল্যবান আহরণ করিবেন।৫

(পৃথিবী কাম্বুজা ও বীরপত্নী বলিয়া শ্রুতিতে আছে; বীর্যবান পুত্র পৃথিবী অবশ্যই বিস্তার করে। তোমার অন্যেও যদি সেইরূপ বীর্য থাকে, তাহা হইলে তুমি এই সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করিবে)।

হে কুরু। পর ধনের স্পৃহা অনার্তের অর্থাৎ বীর জনের হয়, যে নিজ ধনে ও নিজ ধর্মে সন্তুষ্ট, সেই সুখ লাভ করে।৬

যে পরম্পর আহরণে ব্যাপৃত না হইয়া নিজের অন্যায়ে নিত্য উদ্যুক্ত থাকে এবং নিজ অধিক ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত না হয়, সেই বৈভব প্রাপ্ত হয়।৭

যে বিদ্বান ব্যক্তি ভয় না, যে মানব সর্ব অর্থে দক্ষ ও নিত্য উদ্যুক্ত, অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধান এবং বিশেষচিত্ত, সেই সকলের মঙ্গল দর্শন করে।৮

তোমার নিজ বাহুবলে এই পাণ্ডবগণকে ক্লেশ করিও না, ভ্রাতৃগণের ধনলাভ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া বিক্রোশ করিও না।৯

হে ভারত! তুমি পাণ্ডুপুত্রগণকে ক্লেশ করিও না। এবং ভ্রাতৃগণের সমস্ত ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করিও না; বিক্রোশে মহান্ অনর্থ হয়; যেহেতু তোমার পিতামহ ও তাঁহাদের পিতামহ একজনই—ইহা মনে রাখিও।১০

তুমি অন্যান্য ভ্রাতাদের ধন জান কর, ঐশ্বর্যের সহিত তাঁহারা সকল পিতামহকে প্রিয় বিষয়-সমূহ ভোগ কর; হে ভরতর্ষভ। তুমি শান্ত হও।১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের নবমপর্বান্তর্গত হ্রদপর্বে দুর্যোধনের সন্তাপনামক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্যোধনস্য আক্ষেপঃ, পাণ্ডবানাং সম্পত্তিবৃদ্ধ্যুপ্রকাশনঞ্চ]

দুর্যোধন উবাচ।

তত্র যাতি বিদ্বা প্রজ্ঞা কেবলস্তু বহুশ্রুত ১।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসানিব ১১

জানন্ বৈ বোধয়সি মাং নাবি নৌরিব সংভ্রম।
যার্থে কিং নাব্যবাসস্তে উতাহো সেহি মাং ত্বয়া ১২
ন শক্যাবে বার্তয়ন্ত্রী বেদাং বদনুপাসিরা।
অবিজ্ঞাতব্যমাখ্যাসি সর্বং কৃত্যমাত্মনঃ ১৩

পরমেবোপজীবন্তি ন ঘাসান্ প্রতি মুঞ্চতি।
পক্ষানেনুমসংহায়ং কথং তত্র সংমুখাঃ ১৪

রাজন্ পরিসৃতপ্রজ্ঞো বৃহস্পতিরিবেতরৈঃ।
প্রতিপন্নান্ যকস্মাত্ম শ্লোকয়সি নো মৃদু ১৫
লোকবৃত্তান্ত রাজবৃত্তস্য বৃহস্পতিঃ।
তস্মাত্ম রাজাপ্রমত্তেন স্বার্থশিন্ত্যাঃ সদৈব হি ১৬
ক্ষত্রিয়স্য হ্যনায়াসে ধনে বৃত্তিঃ প্রশাস্যতে।
ন বৈ ধর্মবৃধৌ বা বহুতৌ বা পরীক্ষ্যতে ১৭
প্রকাশয়েত্ বিদ্বঃ সর্বাঃ প্রজ্ঞোপেনেব সাধবিঃ।
প্রজ্ঞয়াধিক্ষিপেত্ শত্রুং বিদুষ্কুত্ব ১৮ ৯৮
প্রজ্ঞয়া বা প্রকাশো বা যোগো যোগবিদঃ প্রভাবতে।
তত্রৈব শত্রুং সন্ত্রিধাঃ ন শত্রুং ছেদনৈঃ কৃতম্ ১৯

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্যোধনের আক্ষেপ এবং পাণ্ডবগণের সম্পত্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ।]

দুর্যোধন বলিলেন,—(বিদুরের প্রতি) যে ব্যক্তি বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু নিজের কোন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) নাই, দর্বী (হাতা) যেমন নানা রসের রস বুঝিতে পারে না, সেও তেমনই শাস্ত্রার্থ জানিতে পারে না।১

এক নৌকার লোক যেমন অন্য নৌকার লোককে জানায়, আপনি বিদুরের বুদ্ধিতে আমাকে বোধিত করিতেছেন। কিন্তু স্বার্থে আপনার কি অপরাধ আছে? অথবা আপনি কি আমাকে স্নেহ করেন?২

আপনি যাহাদের অনুশাসনকর্তা, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এ সময়ে আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না; তাহার, যাহা সর্বথা বক্তব্য, আপনি তাহাকে অবিজ্ঞাতের ন্যায় বলিতেছেন।৩

যাহার অন্ন (ধনাদি) লোকে যাহা দ্বারা প্রকাশিত, সে প্রকৃত পথে বিদ্বান্ হয়, সুতরাং আমার অনুশাসিতব্য কেমন করিয়া আমার অনুশাসন করিবে?৪

হে রাজন্! আপনি পরিসৃতবুদ্ধি, বৃহস্পতি যেমন দেবতাদিগের, তদ্রূপ আমাকে অন্যান্য মোহিত করিতেছেন।৫

লোকনীতি ও রাজনীতি বৃহস্পতি বলিয়াছেন। সুতরাং রাজা অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা করিবেন।৬

হে মহারাজ! অন্নকে ধন বলাই হইল ক্ষত্রিয়ের সনাতন আচরণীয় বৃত্তি। তাহা বহুই হউক অথবা অল্পই হউক—ইহা পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?৭

যে ক্ষত্রিয়ের। যেমন যেমন স্থান দ্বারা সর্বদিকে বল প্রকাশ করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ও সকল ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া এক সর্বদিকে নিজেকে পরিচালিত করিবে।৮

মোক্ষবেত্তা হউক অথবা প্রকাশের হউক, যে উপায় অবলম্বন করে, তাহাই সত্যবিক্রমের

শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেপ্যং ন চ মার্জনম্।
যো যৈ দদ্যাপহরতি তং ন শত্রুং প্রচক্ষতে ॥১০
অনন্তোঽস্মি ক্ষিতৌ মূঢ়ঃ তস্মাৎ তং কামমাহরম্।
সন্দ্রব্যে যো হরতে ন রাজন্ পরমো নরঃ ॥১১
ধনঞ্চ যি ন কর্তব্যমৈশ্বর্যে বা ধনেঽপি বা।
পূর্বাপাত্তং হরন্ত্যন্যে রাজন্যং যি তং বিদুঃ ॥১২
অত্রায়মপরঃ কৃত্যা নিশ্চয়ং নমুচেঃ পিতঃ।
শক্রঃ সাক্ষিমতা তত্র বিশ্বো বৃত্তিঃ সমাহৃতা ॥১৩
যাবদ্ভূমৌ প্রযুক্তে ভূমিঃ সর্গো বিলম্বতি।
যাবদ্ধ চাধিরোহায় ত্রাহ্মণঃ ত্রাহ্মণায়িনম্ ॥১৪

শত্রু; যাহার যাহা দেখন করা যায়, তাহাই শত্রু হয়।

রাজন্! যে শত্রু হইতে নিত্য ইহা তাহারও শরীরে লেপা যাইতে না বা লেপন করার সাক্ষেতিক শব্দও নাই। যে যাহাকে সমর্পিত করে, সেই তাহার শত্রু।১০

ঐশ্বর্যলাভের মূল ইচ্ছাতে অনন্তোষ, সুতরাং আমি তাহাই কামনা করি। রাজন্! মনুষ্যের ধন যে হরণ করে, সেই পরম মানবৈষ্ণিক।১১

ধনের পক্ষে ঐশ্বর্য (প্রভুত্ব) ও ধনে যেমন ধনের ইচ্ছা হয়; কারণ, পূর্বদত্ত ঐ দুইকে ও প্রভৃতিকে হরণ করাই তাহাদের।১২

লোক করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞাতে বিরোচন পুত্র (ইন্দ্র) নমুচির মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এখানে উপর এই ব্যবহারই সকল রাজার সমাক্ষী রাজনীতি।১৩

মর্ত্য যেমন প্রাণীকে দর্প দেখন করে, তেমনই পৃথিবীও অধিরোহী রাজা ও অগ্রবাহী ব্রাহ্মণ (সন্ন্যাসী)—এই দুই জনকে গ্রাস করে।১৪

যাবদ্ধি বৈ ব্রাহ্মণঃ শত্রুং পুরুষস্য বিশাম্পতে।
নৈব সাধারণী বৃত্তিঃ ন শত্রুর্নোভয়ো ভবেৎ ॥১৫
শত্রুশব্দং সমুদ্যন্তং যো মোহাৎ সমুপেক্ষতে।
তাবিমাবাপ্যধিং ঘোরং তত্র মূঢ়ং বিমজ্জতি ন ॥১৬
অন্যোঽপি ক্ষত্রিয়স্যার্তঃ স্বধর্মমনুপালয়েৎ।
ধর্মাদ্ধি ক্ষত্রিয়স্যেহ প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥১৭
আত্মনো বিশোলক্ষ্মীর্যা তে বোচিষ্ঠে ভারত।
এষ ত্বায়ঃ সমুদ্দিষ্টো নয়ঃ শিবসি বিষ্টিতঃ ॥১৮
ভস্মন্যুদ্ধিরিবার্ষভ্যাং যো বৃদ্ধিমতিকাঙ্ক্ষতে।
এবমেষ ভবিতুং ন বৈ শক্তো বৃদ্ধিং বিমুঞ্চতি ॥১৯

হে মহারাজ! জাতি অর্থাৎ জন্ম হইতেই পুরুষের কেহ শত্রু হয় না। যাহার সহিত যাহার জীবিকা সমান, সেই তাহার শত্রু, অন্য নহে।১৫

ক্রমশঃ অধিক বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং শত্রুকে যে রাজা উপেক্ষা করে, পাপিষ্ঠোচিত ঘোরতর সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করে।১৬

মূলে হাত দেওয়া যেমন সমস্ত বৃক্ষকে গ্রাস করে, তেমনই অন্য শত্রুও পরাক্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুরুষকে গ্রাস করে।১৭

যে অবশ্যকরণীয়বোধক্ষম। যে তাত! শত্রুর ঐশ্বর্য আপনার ইচ্ছিত নাই হউক, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, সেই তাত তোমরা রাজনীতিবিদ্‌গণ তাহা শুনিয়া চিরোধার্য করিয়া রাখিবে।১৮

অগ্নির পর হইতে ক্রমশঃ যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যে রাজা সম্পদের ক্রমিক বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, সে-ই জাতিগণের জন্যে সমর্থ হয়; অন্যরূপ পরাক্রমই চরম উৎকালীন উন্নতির হেতু।১৯

নাপ্নোষ্যে পাণ্ডবৈর্যাঃ সম্পদো যে ভবিষ্যতি।
অবাপ্যো ন ভবিষ্যামি যদি পঞ্চত্বে ন হতো যুধি ।২০

এতদ্ধি পুরুষস্যাদ্য যৌবিষ্ঠির বিপদ্যতে।
যদ্বৈ পাণ্ডবা বিত্তং যশঃ প্রতিগ্রহাঃ ।২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি স্ত্রীপর্বণি দুর্যোধনে মহাপ্রাণে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।৫৫

পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবন সংশয়াকুল হইবে। আমি হয় তাহাদের শ্রী হরণ করিব অথবা বিনষ্ট হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব ।২০

হে বিশাম্পতে। (রাজন্।) পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি লাভ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের সমৃদ্ধি অধিক। এরূপ অবস্থায় আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ ।২১

শ্রীমহাভারতের ব্যাসদেবীয় সংহিতার মহাভারতের মহাপর্ব। স্ত্রীপর্ব দুর্যোধনমহাপ্রয়াণ পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫৫

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনয়োঃ প্রলাপঃ, যুদ্ধক্ষেত্রাৎ সঞ্জয়স্য নির্গমনম্, যুধিষ্ঠিরস্য ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরস্য ধৃতরাষ্ট্রস্যাশ্বাসনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যং দৃষ্ট্বা শিরসা ভূমৌ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরে।
তস্যাসে তাং ধরিষ্যামি দুস্তেন জয়তাং বর ।১

আদ্রবন্তং পরং রাজন্ ভূতীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অথৈনং সংশয়মাপন্নো ন চ হন্যুরে ।২

অথাস্য ক্ষিপ্রকল্পঃ সন্ বিধানবিদুরো ভবে।
গ্রহান্ ধনূংষি যে বিদ্ধি শরাংশ্চাপি ভারত ।৩

অক্ষাণাং কুশলং যে দ্যূতে বিদ্ধি মহাত্মনঃ ।৪

দুর্যোধন উবাচ।

অথাদুৎসহতে রাজন্ প্রহর্তুং মকরিং।
দুস্তেন পাণ্ডুপুত্রেভ্যস্তথা রাজ্যমুপার্জিতম্ ।৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বিজেতারমি পাপেন ত্রাতুমিচ্ছতি মাধবঃ।
তেন নূনং বিনংক্ষ্যন্তি ধার্তরাষ্ট্রা বিনিশ্চিতম্ ।৬

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের আলাপ, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য মহাপ্রস্থান, ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে আজ্ঞা দান)

সঞ্জয় বলিল,—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে ঐশ্বর্য দেখিয়া তুমি পরিতাপ করিতেছ, যে অধিকারী আমি দ্যূতের (পাশা খেলার) দ্বারা তাহা হরণ করিব ।১

হে রাজন্। তুমি বৃষ্ণীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান কর; আমি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ না করিয়াও অক্ষযুদ্ধে বিপক্ষের যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিব। তোমার সম্মুখে পাশা ফেলিয়া পাশাখেলায় অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় আমি অনায়াসে জয় করিব। এই অক্ষযুদ্ধে পণকে বল, অক্ষযুদ্ধকে রথ, অক্ষের ফলককে ধনু এবং অক্ষচালনা আয়ত্তকে আমার বাণ বলিয়া জানিবে ।২-৪

দুর্যোধন উবাচ।

ধনঞ্জয়স্তি যে বুদ্ধিঃ স্থিরো মুক্তসংশয়ঃ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়ে যুক্তো ন তথা ভব কৌরব ॥৭

ব্রাহ্মণক্ষত্রসাধর্ম্যাৎ পুরুষঃ কার্যমাত্মনঃ।
অক্রিয়মাণং ধনুর্বাতি কার্যেষু কুরুনন্দন ॥৮

তস্য পরিহরন্ মন্য আত্মানং পরিপালয়ন্।
বর্ষান্ত্র ত্রিয়কৌন্তেয়ং ভিক্ষেয়মাকলোহিত ॥৯

ন হ্যাবয়ো রাপি ধনং প্রাপ্তুঃ শ্রেয়ঃ প্রতীক্ষয়ে।
ধনমস্য তবেৎ তস্মাদ্যস্মাদ্বেঃ দদ্যাদ্বেৎ ॥১০

কৃষ্ণাহ্নে উবাচ।

সর্বথা পুত্র বলিভির্বিগ্রহো মে ন রোচতে।
বৈরং বিবাদং সন্ত্যজ্য তবে শত্রুবধায়ুধম্ ॥১১

অবর্ষবর্ষং সমরে রাজপুত্র
সংগ্রামে ফলহেতোর্হি ঘোরম্।
তবৈ প্রহৃষ্টস্য তথা কথঞ্চিৎ
সংজ্ঞেয়ৌস্ বিদিতাদ্ সাধকাস্ত ॥১২

দুর্যোধন উবাচ।

যুদ্ধে পুণ্যাপৈর্যবহারঃ প্রশস্ত-
স্তত্রাত্মবো ন হি ন সম্প্রহার্তা।
তস্ত্ব রোচয়ে শকুনের্বাক্যমেত
সন্ধাং ক্ষিপ্রং ধর্মিষ্ঠাজাপয়ন্ত ॥১৩

ধর্মরাজং যৌধয়ন্তং যো বিদিত্বা
ধর্মিষ্ঠানাং চাপি তবৈব যুদ্ধম্।
তত্ত্বেবং ত্বাদৃশা কুশলাস্তব
ভূয়াংসঃ পাণ্ডবৈস্তং কুরুষ ॥১৪

দুর্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! অক্ষক্রীড়ায় বিপুল ধন ও সমুদ্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বিজিত হইতে দেখিয়া যাহা মনস্তাপ হয় তাহাতে উহাঁদের বোধ করিতেছে। আপনি উহাতে অনুমতি প্রদান করুন ॥৫

কৃষ্ণা বলিলেন,—হে! আমি আমার আত্মা মহাত্মা বিদুরের নিকটে থাকি, সুতরাং আমি তাঁহার পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চয় করিব ॥৬

দুর্যোধন বলিলেন,—হে কৌরব! বিদুর নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিকে পরিবর্তিত করিবেন। তাহাতে তিনি পাণ্ডবগণের যেরূপ হিতে রত, সেরূপ আমার নন ॥৭

হে কুরুনন্দন। অন্যের সাহায্যে উহাঁর নির্ণয় করিয়া কোন কার্য আরম্ভ করিতে নাই, কারণ কোন কার্যেই উভয়ের বুদ্ধির সাম্য থাকে না অর্থাৎ মতের মিল হয় না ॥৮

আমার পুরুষ তাহা পরিহারপূর্বক নিজেকে রক্ষা করিতে থাকিলেও যদি তাহার উদ্যোগ না করে, তবে সে ধর্মাত্মাদের নিকটে আপনার হাত এড়াইয়া থাকিয়া অধর্মাচরণ প্রাপ্ত হয় ॥৯

ব্যক্তি যা ধন মানুষের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করে না; সুতরাং সাধ্য থাকিতে থাকিতেই শ্রেয়ঃ কার্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥১০

কৃষ্ণা বলিলেন—হে পুত্র! বলবানের সহিত বলবান আসিয়া জোটে; আহা, বলবান বিবাদ করিতে এবং সে বলবান হইলে সৌহার্দ্য বিনিময় করে—এমন আছে ॥১১

হে রাজপুত্র! তুমি তরুণ বলবানের অনুষ্ঠেয় যুদ্ধসম্ভারাদি অবর্ষণেই অর্থ বলিয়া মনে করিতেছ। যে কোনরূপে বলবান একবার প্রসন্ন হইলে উহা সুতীক্ষ্ণ অগ্নি ও বাণ বৃষ্টি করে ॥১২

দুর্যোধন বলিলেন—মহারাজ! প্রাচীনগণ যুদ্ধ ক্রীড়াকে রাজব্যবহার অর্থাৎ রাজকর্তব্য বলিয়াছেন, উহাতে অধর্ম (নিন্দা) নাই এবং আত্মপ্রহারও (মৃত্যু) নাই। সুতরাং আপনি শকুনির বাক্য গ্রহণ করুন এবং শীঘ্র সভাস্থ নির্মাণের আদেশ দিন ॥১৩

দুরন্তরাষ্ট্র উবাচ।
যাবান্ ব যে যোগবরে বৎ যথোক্তং
বৎ তে প্রিয়ং তব্ব কিমিচ্ছকা বদ্ধে।
পশ্চাৎ তথাস্তে তদুপাক্রমা যাস্যে
ন হীদৃশং ভাবি মমো হি বর্ষাৎ ॥১৫
দূতৈঃ প্রেষ্যন্ বিদুরবৈব সর্বং
বিসর্জিতা দুর্দ্বিষিতামুপেত্য।
অনাবৈরমবপদ্যাদ্যুপৈতি
মহদ্ভয়ং কর্ত্তিমহীষতি ॥১৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা দুরন্তরাষ্ট্রো মনীষী
যৈবা যথা পথঃ দুরন্তরক্ষ।
শলাকোচ্চৈঃ পূরুষাদ্ পূরুষাক্যে
বিদ্বো রাজা বেদমপ্রচোদয়ঃ ॥১৭
সহস্রস্তম্ভাং বেদৈর্বৃতিতাং
সভামাহুঃ বোধনকাটিকাখ্যাদ্।
সভাবদ্যাং কোশমাত্রাহরাং যে
অন্বিতাবাসাত্ত পূর্বং দুরন্তরাষ্ট্রঃ ॥১৮
প্রজ্ঞা তত্ত্ব ভবিতা বিদিতাত্মা
রাজা সভায়াং তব চক্ষুরাত্ত।
সর্বত্রব্যাপুপ্রভবুঃ সভায়াং
সংস্থাপ্তঃ বিদুরবৈব দুরন্তরাষ্ট্রঃ ॥১৯
কালেনাত্মেবাথ নিষ্ঠাং গতাং তাং
সভাং বদ্যাং বহুবস্তাং বিদিত্বা।
চিত্রৈর্বৈবৈবাদনৈরুপেতা-
মাচখ্যুস্তে তত্ত্ব রাজঃ প্রতীতাঃ ॥২০
ততো বিদ্বান্ বিদুরঃ মন্ত্রিমুখ্য-
মুবাচেদং দুরন্তরাষ্ট্রো মনীষী।
ঘৃষিষ্ঠিরং রাজপুত্রং গত্বা
বদাক্যেব কিপ্রমিবাবহস্ব ॥২১

এই অক্ষক্রীড়া আমাদের বংশের বিনাশ এবং আমাদের অন্যোন্যবিরোধের হেতু হইবে। এরূপ বলিলে আপনার অনুতাপ করিতে হইবে; সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়ার আয়োজন করুন ॥১৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! তুমি যাহা বলিলে ইহা আমার নিতান্ত মনোগত হইতেছে না, তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই কর। তোমার বাক্য অনুসারে কার্য করিয়া তুমি পরে অনুতাপ করিবে। তোমার এইরূপ কথা কখনও বুদ্ধিমানী ব্যক্তির সহ্য হইতে পারে না ॥১৫

বিদুর বলিলেন, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্। যে পূর্বেই ইহা আশঙ্কা করিয়াছে ও যে পূর্বেই বলিয়াছে, সমস্ত অনিষ্টের প্রতীকারকারী মহাত্মা উপস্থিত হইয়াছে ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মনীষী পরম ধৈর্যের প্রেরণায় ধর্মরাজার-পুত্র হইয়া ধৃতরাষ্ট্র পরম দুরন্ত দুষ্টের আগমনের পূর্বেই পুরুষকার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছাপূর্বক কৃত্যপথে বলিলেন ॥১৭

সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট সুন্দর ও বৈদূর্য মণিতে চিত্রিত, সভাবাসিগণ, ভক্তিত বিবিধ ভোগ—সমন্বিত, একক্রোশ দীর্ঘ ও প্রস্থ একটী ক্রোশ সভাগৃহ ভোমরা সকলে মিলিয়া নির্মাণ কর ॥১৮

ঐখানে আমরা প্রবেশমাত্র সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত ও তত্ত্ব নিষ্ঠা বিদিত হইয়া নিজদেহের সৌহৃদ সভাগৃহ নির্মাণ করত উপযুক্ত ভ্রাতৃগণের দ্বারা উহাতে সাজাইলেন ॥১৯

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবক্ত পুরুষগণ অল্প সময়ের মধ্যে বহুধন খচিত বিচিত্র সুন্দর আসনে পরিশোভিত সেই বিচিত্র সভা নির্মাণ করত রাজাকে নিবেদন করিল ॥২০

সমেতং যে সুহৃদ্বর্গা বিচিত্রাঃ
সম্যগ্‌বৈরক্তপক্ষা মদর্থৈঃ।
তা দৃষ্টভাং ভ্রাতৃভিঃ সাধমেত্য
সুখদ্যূতং বর্ততাম্বেষ চেতি ॥২২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে সভাপর্ব্বণি সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরানয়নে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

আমি যে সকল বিচিত্র মহামূল্য সভা ও আসন পরিপূর্ণ সমাপ্ত নির্মাণ করাইয়াছি। তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আসিয়া উহা দর্শন কর এবং সুহৃদ্‌গণের সহিত দ্যূতক্রীড়া কর ॥২২

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরানয়নামক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৫৬

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রসংবাদারম্ভঃ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীৎ পুত্রমন্ধস্য রাজা
ধৃতরাষ্ট্রো নরাধিপঃ।
যদা চ দ্যূতং বৈবমেতদ্ ব্যাকৃষ্টবান্ বৈ ॥১
অক্ষানেব তথোক্তস্ত বিদুরঃ প্রত্যুবাচ হ।
রাজন্নন্ধস্য ভো ভ্রাতর্দর্শনং রোচয়স্ব মে ॥২

বিদুর উবাচ।

নাভিনন্দে নৃপতে দ্যূতমেতৎ
যেন ভ্রাতৃণাং কুলনাশায় বিত্তেষি।
পুত্রৈরিষ্টৈঃ কলহস্তে ভ্রুবং স্যা-
দ্দেবস্যাপ্যেতদ্ দ্যূতকৃতং নরেন্দ্র ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যেন কল্পঃ কলহস্তস্পায়ো বা
ন তেন দৈবং প্রতিলোমং করিষ্যৎ।
রাজা তু বিষ্টঃ সমে কিলেতৎ
সর্বং ভবন্তমেতি ন সংশয়ঃ ॥৪

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর পুত্রের বশ স্বীকার করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্যূত দৈব বশে করাও ভাবায় ইত্যাদরূপ কার্য্য করিলেন ॥১

বিদুরই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ অন্যায় কথা শুনিয়া মোটেই আনন্দিত হইলেন না, তাই ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন ॥২

বিদুর বলিলেন,—হে নরপতে! আপনি আমাকে যে আদেশ করিলেন, ইহাতে আমি মোটেই আনন্দিত হইলাম না। মহারাজ! আপনি এরূপ কার্য্য করিবেন না; কেবল, আমার কুলনাশের জন্য হইতেছে, আপনার পুত্রগণের অবশ্যই ভেদ ও কলহ হইবে। দ্যূতক্রীড়া হইতে আমি এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ (বিদুর)! এখানে দৈব যদি প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ হইবে না; সুতরাং তাহা কলহ হইতে কোন সন্তাপ আমার

অত্র বিঘ্নং প্রাপ্য রাজানং মম সাধয়তাৎ।
বিপ্রযাতয় ত্বরিতং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি যুধিষ্ঠিরানয়নে সপ্তসপ্তাশততমোঽধ্যায়ঃ ১৭৭

হইয়াছে না। বিবাহে বিবাদের মূলীভূত এই সমস্ত অসৎ; সমস্ত অসৎ তাঁহার ইঙ্গিতেই ঘোরিত হয়, অসতের ঘোর আবশ্যক নাই ॥৪

সুতরাং হে বিদুর! অদ্য তুমি আমার আজ্ঞায় দুর্ধর্ষ যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া শীঘ্র আমাদের এখানে লইয়া আইস ॥৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সকলসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে যুধিষ্ঠিরানয়নবর্ণনাবসর সপ্তসপ্তাশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ১৭৭

অষ্টসপ্তাশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুর-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংলাপঃ, সপরিবারস্য যুধিষ্ঠিরস্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমনম্, তত্রৈঃ সহ মিলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রযাতং বিদুরোঽথৈরন্দ্রাবৈ-
র্ব্রাহ্মণৈর্বৈশিকৈঃ সাধুসাধ্যৈঃ।
ব্যাদিষ্টযুক্তা দৃতবাহ্যেন রাজ্ঞা।
ধৌম্যস্য পাণ্ডবানাং সকাশে ॥১

সোঽভিপত্য তত্রভবানম্বাদাদ্য দৃষ্টঃ পুনঃ।
প্রবিবেশ স্বায়ুধিঃ পুজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥২
ন ত্বাজমূঢ়মাসাদ্য সুবেষ-স্বজনোপমম্।
অভ্যাগচ্ছত ধর্মজ্ঞো ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩

তং বৈ রাজা সত্যধৃতির্যবীয়া-
ন্মত্বা তপস্বিনমিহ প্রবাপ্তম্।
পূজাপূর্বং প্রতিগৃহ্যাভ্যনন্দ-
দ্ধৃতো দূতং দৃতবাহ্যঃ সপুত্রম্ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিজানীতে যে মনসোঽভিপ্রায়ং
কচ্চিৎ কৃতঃ সুখমেবাধ্বনীহ।
কচ্চিৎ পুত্রাঃ সুখমন্বাসতে বো
যথানুপূর্বাণ্যপি বিপ্রবর্য কচ্চিৎ ॥৫

অষ্টসপ্তাশততম অধ্যায়।

(বিদুর-যুধিষ্ঠিরসংলাপ, সপরিবারে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন এবং সকলের সহিত মিলন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বক প্রেরিত হইয়া বিদুর মহাবেগশালী, মনস্বান্ ও সুশিক্ষিতাশ্ব অশ্বযুক্ত রথে চড়িয়া মহারাজ পাণ্ডবগণের নিকটে চলিলেন ॥১

বুদ্ধিমান্ বিদুর সেই বিশাল পথ অতিক্রম করত ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বিজাতিগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥২

সুবেষস্বজনসদৃশ সেই রাজভবনে প্রবেশ করিয়া ধর্মজ্ঞ বিদুর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩

সত্যধৃতি, সত্যসন্ধ, মহাত্মা ও অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে পূজাপূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং পুত্র সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিদুর! তুমি আমাদের অভিপ্রায় জান, কোথা হইতে সুখে আসিতেছ? কুরুগণ সুখে আছেন? পুত্রগণ সুখে আছে? হে বিপ্রবর! যথাক্রমে সকলের কুশল বল ॥৫

বিদুর উবাচ।

রাজা সমাজা কুশলী সপুত্র
আস্তে বৃদ্ধো জাতিভির্বিপ্রমুক্তঃ।
প্রীতো রাজন্ পূজয়ৈবিদ্বিশেষ-
বিশেষজ্ঞ প্রত্যয়ৈর্বর্ধমানঃ ॥৬

ইহং দু যাং কুশলামোহনুপ্রাপ্ত
পূর্বং দৃষ্ট্বা কুশলং প্রাহ পশ্চাৎ।
ইহং সতা ৎবংসমীক্ষ্যপ্রতীতা
ব্রূহি ক্ষিপ্রং কে দুষ্কৃতং তেত্য পুত্র ॥৭

সভাপর্ব্য ভারতঃ পার্থ তস্যাঃ
দুষ্কৃতস্যাহং ক্রিয়তাং ব্যাখ্যাতা।
প্রীত্যর্থং তবাহং সভায়ে
সর্বাণ্যাহং কুরবস্তাপিসত্যে ॥৮

দুর্যোধনো বিদিতা যে দু তব
ব্যাখ্যাতা দৃতক্রীড়নে রাজন্।
তান্ প্রত্যক্ষে কিতবান্ সন্নিবিষ্টঃ
নিত্যাপ্তোহহং মৃগয়তে পক্ষযুক্ত ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দূতে কক্ষঃ কশ্চনো বিদ্যতে বা
কো বৈ দ্যূতং বেদিতেহ যুক্তরূপঃ।
কিং বা তত্র সন্নয়ে দুষ্কৃতং বা
ব্যাখ্যাতো নঃ এষ বিদ্বাঃ সখা ॥১০

বিদুর উবাচ।

জানাম্যহং দ্যূতবর্ধনঃ
কৃতশ্চ যত্রোহহং যথা নিবদ্ধে।
রাজা চ যাং প্রাবিশোৎ যৎসকাশং
শ্রুত্বা বিবক্ষুর্ইবাচবেহ ॥১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তাত! আপনার মনকে অপ্রসন্ন দেখিতেছি। আপনি কুশলে আগমন করিয়াছেন তো? বৃদ্ধ রাজার পুত্রগণ ও তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার বশীভূত আছে তো?৬

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত কুশলেই আছেন এবং তিনি জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পুত্রগণ তাঁহার বশীভূত আছে; তিনি পারিবারিক সুখে আনন্দযুক্ত আছেন।৮

কুরুরাজ জ্ঞাতিগণের সহিত তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করত তোমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন—পুত্র! আমি তোমার সভায় পূর্ব এক সভা নির্মাণ করিয়াছি, তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাহা দর্শন কর।৭

হে পার্থ! ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করত তুমি সেই সভায় সুহৃদ্‌ভাবে দ্যূতক্রীড়া কর ও আমার প্রমোদ কর। তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া আমি ও সমবেত কৌরবগণ সকলেই প্রীত হইব।৮

মহারাজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার যে দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সভাস্থিত জনগণকে দেখিতে পাইবে। হে রাজন্! এই কথা বলিতে আমি আসিয়াছি, তুমি এই ক্রীড়াতে যোগদান কর।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তাত! দ্যূতক্রীড়াতে দোষের কারণ হইতে পারে, ইহা জানিয়া তথাপি এই ক্রীড়াকে তোমরা বুদ্ধিমান্ পুরুষ বোধ কর? অথবা আপনি এবিষয়ে কি যুক্তিযুক্ত মনে করেন? আপনার কথা আমাদের সকলের নিশ্চয়ই গ্রাহ্য।১০

বিদুর বলিলেন,—ভ্রাতঃ যে অনর্থের মূল—ইহা আমি জানি; আমি ইহার নিবারণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু আমার কথা না শুনিয়া তোমার পিতাই আমাকে পাঠাইয়াছেন। ভ্রাতঃ যুধিষ্ঠির! এখন এসকল শুনিয়া তোমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ মনে হয়, তাহাই কর।১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে তত্রাসন্ত বিদুর যোধাস্তাত
বিনা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং বিদুর তন্মে যথাবৎ
সৈন্যাধ্যক্ষা পঞ্চমঃ সপ্তমশ্চ ॥১২

বিদুর উবাচ।

গান্ধারীরাজঃ শকুনির্বিশাম্পতে
রাজাতিষেণী কৃতহস্তো বরাহঃ।
বিবিংশতির্চিত্রসেনশ্চ রাজা
সত্যব্রতঃ পুরুমিত্রো জয়শ্চ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অস্মাকমা বিদুরাঃ সন্নিবিষ্টা
যাংশ্চোপেত্য যোৎস্যতে নঃ পরে।
রাজা তু বিদ্বংস্তব যৎ চিকীর্ষেৎ
সর্বং তথৎ বিদ্ধি ন বক্তব্যমস্মৈ ॥১৪

নাহং রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাপ-
ং মন্ত্রমিজ্ঞামি তবেহ হোতুম্।
ইচ্ছেৎ হি পুত্রস্য পিতা মহেন্দ্র
মন্ত্রিং কর্তা বিদুরাৎ বা যথা ॥১৫
ন চাতাদ্ শকুনিনা সোমদত্তং
ন তেষাং কিঞ্চিদ্ রহস্যং বিনা শস্ত্রাৎ।
আত্মজেভ্যো ন নিহন্তে কথঞ্চিৎ
তস্মাদ্ যথাং পাণ্ডবঃ যে ব্রুবন্তু যে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো বিদুরঃ ধর্মরাজঃ
প্রায়াদ্যোধুক্তে সহসা সাদুযাঃ
সহ ভ্রাতৃভিঃ পাণ্ডবানাং হিতায় ॥১৭

তৈরপি প্রজ্ঞাং যুক্তমিতি চক্ষুষ্মের ইবাসতৎ।
যাদৃচ্ছং ধনমাদায় পাণ্ডবেয়বরঃ সিতঃ ॥১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ব্যতীত যেখানে আর কে কতটা পাণ্ডবসেনাকে আছে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি তাঁহাদের নাম বলুন, সপ্ত শত পঞ্চ রথিগণ তাঁহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে করিতে হইবে ॥১২

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রণী বিষ্ণু, শিবাংশ ও অপরিমেয়বল গান্ধাররাজ শকুনি, বিচক্ষণতি, রাজা তিতিক্ষেণ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র ও জয় থাকিবেন ॥১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অহো। যাহাকে বিষ্ণু মহাত্মগণ কপটী অক্ষক্রীড়াকারিগণের অধিনেতা করা হইয়াছে। এই জগৎ বিধাতার বিধানের বশীভূত হইয়া অবস্থান করে, ইহার কোন অন্যথা নাই ॥১৪

হে তাত। সুতরাং আমি ধৃতরাষ্ট্রের পাপমন্ত্রণায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক নাই; তাহাতে, পুত্র পিতার বিশেষ প্রিয়। অতএব হে বিদুর। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব ॥১৫

আমার কখন যুদ্ধক্ষেত্রে ইচ্ছা নাই, আমাকে বিজয়ী হইয়া দুরাত্মা যদি পাণ্ডবসেনায় এই আদেশ না করিবেন, তাহা হইলে আমি কখনই শকুনির সহিত পাণ্ডব সেনিতাম না। আমার এই নিত্য মত রহিয়াছে যে, আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে আমি সম্ভাষণ করিব না ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই কথা বলিয়া হস্তিনাপুরে যাত্রার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পাদন করত পরদিন নিজ অনুযায়িগণ ও দ্রৌপদীপ্রমুখ স্ত্রীগণের সহিত হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন ॥১৭

চক্ষুর উপর আপতিত যেরূপ যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, সেইরূপ তাঁহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

ইন্দ্রাক্ষু। প্রথমো রাজা সহ কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরঃ।
অন্বকম্পত্তকাথ সমাসাদ্যবিশম্পতিঃ ॥১৯

বাহুশালিকল স্বং বভমাস্থায় পরবীরহা।
পশ্চিমেন্দো যযৌ পার্থো ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ ॥২০

রাজন্যিতো বীর্য্যবানো যযৌ ভ্রমপুরঃসরা।
(সন্দিশ্যেদ ততঃ প্রেষ্যান্ রাজসয়ধরিং প্রতি।
ততস্তে বহুমার্দুলাশ্চক্রুরৈ নৃপশাসনম্ ॥১

ততো রাজা মহারাজঃ সংবৃতঃ সপরিচ্ছদঃ।
রাজ্ঞাগৈঃ পরিবারৈশ্চ নিবেশে ন্যবিশদ্ বলিঃ ॥২

রাজসেন্যো যযৌ যত্র পার্থানাং স যশস্বিনি।
অন্বকম্পত্ত স তু ন্যায়ং যত্নযোগপরক্রমে ॥৩

সর্বলক্ষণসম্পন্নং রাজার্হং সপরিচ্ছদম্।
ততস্তমেব মহারাজো অজেন্দ্রং ঘটিয়াস্যতি ॥৪
বিশালং গজস্কন্ধে কাঞ্চনে পরমাসনে।
ছত্রী কিরীটী হেমাঙ্গঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥৫
বরাজ রাজন্ পার্থো বৈ পরমা নৃপশোভয়া।
কুরুবেশিকঃ প্রাহেদো ভূতপূর্বং হুতাশনঃ ॥৬
ততো জগাম রাজা স প্রকটনবরাহকঃ।
যযৌযোধেন মহতা পূরয়ন্ বৈ বসুন্ধরাম্ ॥৭
সংবৃতমানঃ স্তুতিভিঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
মহাদেবেন সংবীতো যথাদিত্যঃ স্বরশ্মিভিঃ ॥৮
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ শ্রিয়মাণেন মূর্ধনি।
যতো যুধিষ্ঠিরো রাজা সৌবলরাজাধিরোঢ়বান্ ॥৯

পাণ্ডবের দ্বারা বন্ধ বাহুদের ন্যায় সকল জীব বিশ্বাসের বশীভূত ॥১৮

শত্রুদমন রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া অনুমতি আহরণের জন্য করিতে না পারিয়া অবার (বিদুরের) সহিত প্রস্থান করিলেন ॥১

বাহ্লীকরক্ষিত প্রবল রথে চড়িয়া শত্রুবীরহা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পশ্চিমে অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥২০

রাজন্যবর্গে বেষ্টিতস্থান রাজা যুধিষ্ঠির রাজকে অনুমতি রাখিয়া যাত্রা করিলেন এবং (কৃষ্ণাকে ইন্দ্রপ্রস্থপুরের দিকে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ঐ সব মহাবেগী রাজকুমার যাত্রা করিলেন। তখন মহাবেগবতী যাত্রা মহাবেগে পশ্চিমদেশে বিদ্রুবিত হইয়া রাজকগণের যাত্রা অভিযান করত পুরোহিত সৈন্যের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥১-২

রাজার মুখলেই তত্ত্ব রাজপথকে গমনের ও অন্যান্য কৃত্যসমূহে পারিতোষিক প্রদান করত গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥৩

মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞিয়বরণ রাজোচিত সর্বলক্ষণসম্পন্ন ও সর্বসাধারণের সুলক্ষিত মহারাজ আহরণ করিয়া সেই রথের উচ্চে অশ্বারোহণ উপবিষ্ট হইলেন। সুবর্ণবর্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির হার, কিরীট ও সর্বপ্রকার আভরণে ভূষিত হইয়া এবং রাজশোভা ধারণ করিলেন যে, তাঁহাকে সুবর্ণবেদিমধ্যস্থ কৃষ্ণবহ্নিপ্রভৃতি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥৪-৬

রাজকৃত্য ও রাজধারণসমূহ ভূষিতে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। সূত ও মাগধবন্দীগণ রাজা স্তুতি গান করিতে লাগিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অভিষেক পরিপূত সূর্যের ন্যায় মহতী সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহাবিক্রমে আকাশ ও ভূতলকে পূরিত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে যেরূপ শ্বেত ছত্র ধৃত ছিল, তাহাতে তিনি পূর্ণিমাতিথিতে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥৭-৯

চামরৈর্বেদভৈশ্চৈব মৃদুভাশ্চ সমন্ততঃ।
ভয়ান্বিতা প্রদুদ্রাব নরাণাং পথি পাণ্ডবঃ ॥১০
প্রেক্ষমাণাস্তু রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
অপরে কুরুরাজানং পথি যান্তং সমাবিশন্ ॥১১
স্তুবন্তি নরকং সৌম্যাস্তপসা দিব্যচক্ষুষঃ।
তথৈব সৈনিকা রাজন্ রাজানমনুযান্তি যে ॥১২
তেষাং হলহলাশব্দো দিবং স্পৃশতি প্রবিষ্টিতঃ।
নৃপস্যাগ্রে যযৌ ভীমো গজস্কন্ধগতো বলী ॥১৩
উভৌ পার্শ্বগতৌ রাজ্ঞঃ সব্যসাচী চ যুদ্ধিষ্ঠিরঃ।
অধিরূঢ়ৌ রথে চাপি জ্বলদূর্জস্করপ্রভৌ ॥১৪
শোভয়ন্তৌ মহাসৈন্যং তাপনীয়ৌ তপস্বিনৌ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ ভীমং পার্থঃ শত্রুভয়ঙ্করঃ ॥১৫
যেষামেষ গতিঃ যুদ্ধে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ;
সৈন্যমধ্যে যযৌ রাজন্ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬
দ্রৌপদীপ্রমুখা নার্যঃ সানুগাঃ সপরিগ্রহাঃ।
আরুহ্য তা বিচিত্রাণি শিবিকাযানশয়নি চ ॥১৭
যমজ্যা সেনয়া রাজন্রক্ষে রাজ্ঞো বভূবুষা।
সমুদ্যতধনুর্বাণাং সপতাকধ্বজাম্ ॥১৮
সমুদ্যতমহাখড়্গং পত্তিভির্বাহিতধ্বজম্।
শঙ্খদুন্দুভিনিনাদাং বেণুবীণানুনাদিতম্ ॥১৯
শুশুভে পাণ্ডবং সৈন্যং প্রয়াতং তৎ তদা নৃপ।
ন সমানি নদীষ্টেন যযাস্যুপবনানি চ ॥২০
অন্যৈরুদ্যানসংযানৈঃ পূর্বং তত্যাজ পত্তয়ঃ।
হস্তীপুরপরীণেন তু কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১
চক্রে শিবেন তত্র তাং স সর্বসৈনিকঃ।
স্থিরে দেশে সমে চৈব শুচাবুদ্যানসংযুতে ॥২২
উবাচ রাজন্ সমাদুয় শোকবিহ্বলয়া গিরা।
এবম্ রাজ্ঞশ্চ সর্বেষাং ধৃতরাষ্ট্রস্য কৌরবম্।
আচষ্টে যযাবৃত্তং বিদুরোঽথ নৃপস্য চ ॥২৩)
ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা তু রাজ্ঞশ্চ সমরেণ চ ॥২১
স যাস্যতি মৃধং ত্যক্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্য যো বধঃ।
নমিত্বা চ যযৌ রাজা ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবঃ ॥২২

যে রাজন্! সুবর্ণখচিতশিরস্ক চামরসমূহের দ্বারা বীজিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির পথে যাইতে নাগরিকগণের জয়াশীর্বাদ শ্রবণ করিলেন। কুরুরাজকে পথে চলিতে দেখিয়া অন্যেরা মৃদু ও পতীর স্বরে অনুচরগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সৈন্যগণও মহারাজের স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।১০-১৩

সেই সৈন্যদের হলাহলশব্দ আকাশমণ্ডলকে স্পর্শ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজার সম্মুখে ভীমসেন গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অগ্নিশিখাসদৃশ-তপস্যায় নকুল ও সহদেব দুই ভ্রাতা দুই ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বিজয়শালী সৈন্যবাহিনীকে পরিশোভিত করিয়া রাজার দুই পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। শত্রুভয়ঙ্কর পার্থ অন্যান্য পাণ্ডবগণের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সকল সৈন্যের মধ্যে থাকিয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির চলিতে লাগিলেন।১৪-১৬

হে রাজন্! দ্রৌপদীপ্রমুখ নারীগণ বিচিত্র যানযুক্ত রথ ও ঘোড়ায় চড়িয়া অনুযায়িনীগণের সহিত নানা বিচিত্র শিবিকায় আরোহণ করিয়া মহতী সেনার দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। হে নৃপ! সমস্ত বন, বাগ ও অন্য পরিচ্ছদ, পতাকা ও ধ্বজসমন্বিত, সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি অস্ত্রে পূর্ণ পদাতিকগণের কোলাহলে মুখরিত, শঙ্খ, দুন্দুভি, তাল, বীণা ও বেণু ধ্বনিতে বিনাদিত সেই অভিযানে পাণ্ডব সেনাবাহিনী পরম শোভা ধারণ করিল।

অভিরক্ত পাণ্ডবসৈন্যের কোলাহলাদির মধ্যে আরোহণ-পূর্বক রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সকল সৈন্যের মধ্যে থাকিয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির চলিতে লাগিলেন।১৪-১৬

হে রাজন্! দ্রৌপদীপ্রমুখ নারীগণ বিচিত্র যানযুক্ত রথ ও ঘোড়ায় চড়িয়া অনুযায়িনীগণের সহিত নানা বিচিত্র শিবিকায় আরোহণ করিয়া মহতী সেনার দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। হে নৃপ! সমস্ত বন, বাগ ও অন্য পরিচ্ছদ, পতাকা ও ধ্বজসমন্বিত, সমস্ত অস্ত্রে শস্ত্রাদি অস্ত্রে পূর্ণ পদাতিকগণের কোলাহলে মুখরিত, শঙ্খ, দুন্দুভি, তাল, বীণা ও বেণু ধ্বনিতে বিনাদিত সেই অভিযানে পাণ্ডব সেনাবাহিনী পরম শোভা ধারণ করিল।

তথা ভীমেন ভোজেন কর্ণেন চ কৃপেন চ।
সহিতায় মহাত্মায় দ্রৌপদ্যা চ বিভূষণম্ ।২৩
সহদেবস্য চ মহারাজ্ঞা সোমকেন চৈব হ।
দুর্যোধনেন সহসা সৌভদ্রেণ চ ধীমতা ।২৪
যে চাপ্যত্র মহারাজানঃ পূর্বমেব সমাগতাঃ।
তেষামপ্যনুরূপেণ সর্বেষাং বিধিবেব চ ।২৫
তথা তেষাং চ তথা কৃষ্ণায়াশ্চ পরন্তপ।
ততঃ সর্বৈর্মহারাজ-ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ।২৬
প্রবিবেশ গৃহং রাজ্ঞো দ্রুপদস্যাথ ধীমতঃ।
দদর্শ তত্র গান্ধারীং দেবীং পরিমুমুক্ষয়া ।২৭
গৃহীত্বা সংমুখাং শুভাং তাবাত্মবিদং যোষিদ্।
অভিবাদ্য চ গান্ধারী তথা চ প্রতিবন্দিতঃ ।২৮

দদর্শ পিতরং কৃষ্ণা প্রজাঃকুলবীবৃতম্ ।২৯
রাজা পূর্বপ্রদানাত্মা জগতে চ কৌরবনন্দনঃ।
চোদয়ন্ পাণ্ডবা রাজন্ ভীমসেনপুরোগমা ।৩০
অথো হর্ষঃ সমভবৎ কৌরবাণাং বিশাম্পতে।
তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রান্ পাণ্ডবান্ প্রিয়দর্শনান্ ।৩১
বিবিশুস্তে২নুজ্ঞাতা বহবশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
সুহৃদ্ভোপজগ্মুস্তান্ দ্রুপদা প্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ ।৩২
বাসুদেবাঃ সমাদৃষ্টি দৃষ্ট্বা প্রজ্বলিতামিব।
সুতাং তা দ্রুপদরাজ্ঞ বাসিপ্রথমযোষিতম্ ।৩৩
ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রা যথা স্ত্রীণি চ কৃষ্ণিম্।
কৃত্বা যাথাবদ্বাণি কৃত্যানি প্রতিপেদিরে ।৩৪

হে মহারাজ! দুরাত্মা দুর্যোধন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, ধর ও উপবন অধিকতর করত হস্তিনাপুরের সমীপে অবস্থান করিলেন। তিনি সৈন্যগণের সহিত তাঁবু ফেলিলেন এবং চতুরঙ্গ সমন্বিত এক দিন বিশ্রাম করিলেন।১৭-২২

হে রাজন্! তখন বিদুর সোভবিমান বাসী সকলকে সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণের জন্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।২৩)

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বাসভূমি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া মহারাজ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সহিত মিলিত হইলেন।২৪-২৫

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীম, সোম, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যথাবিধানে মিলিত হইলেন।২৬

তাহার পরাক্রমী মহারাজ যুধিষ্ঠির সোমদত্ত, দুর্যোধন, সহদেব, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদী, ধীমান দ্রুপদরাজ প্রভৃতি আত্মীয়গণের সহিত এবং তথায় পূর্ব হইতে সমাগত রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করত গান্ধারীর পরিচয়া রোহিণীর ন্যায় পুরুষব্যঘ্রগণ পরিবৃতা পতিব্রতা গান্ধারীতে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার আশীর্বাদে অভিনন্দিত হইয়া প্রজাচক্ষু জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন (এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।)২৭-২৯

রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলের আনন্দবর্ধনকারী ভীমসেন প্রমুখ চারি পাণ্ডবকে আশীর্বাদ করত মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।৩০

হে রাজন্! তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া কৌরবগণের মধ্যে মহানন্দ সমুদিত হইল।৩১

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া ভবন পরিপূর্ণ গৃহমধ্যে দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ মহারাজ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু

তত্র কৃতাহ্নিকাঃ সর্বে বিপ্রাশ্চন্দনরূষিতাঃ।
কন্যাপক্ষপরীপ্সেন ব্রাহ্মণাদ্ বহ্নি যাতা চ ৪৩৪
অলোভয়ন্নরং ভূরি বিবিক্তঃ পরমাম্বরৈঃ।
উপনীয়মানা নারীভির্বরস্ত্রীপুরুষাবৃতঃ ৪৩৬
জলাশয়ে তেষাং সা রাত্রিঃ পুণ্যা রতিবিবর্ধিনী।
শুশ্রূষাশ্চ বিধাতারঃ তত্রস্থে বিপ্রাধ্বাত্মজম্ ৪৩৭

সুখোষিতাস্তে রজনীং প্রাতঃ সর্বে কৃতাহ্নিকাঃ।
সভাং হৃষ্যাং প্রবিবিশুঃ কিরন্তৈরভিপূজিতাঃ ৪৩৮
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি যুধিষ্ঠিরসভাপ্রবেশে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।৫৮

প্রফুল্লিত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল যৌবনশ্রী উহার দেহসুষমা বর্ধন করিয়া সেই বৃত্তান্তের পূর্ণবৃত্তান্তের মত অধিক সন্তুষ্ট হইল না অর্থাৎ অত্যন্ত হইল।৩৫-৩৬

অনন্তর পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ স্ত্রীগণের সহিত তথায়বর্তী বলিয়া ব্যাখ্যাদি পারীত্রিক কৃত্য সম্পাদন করত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম সমাপন করিলেন। অনন্তর মঙ্গল বিধানপূর্বে বিভূষিত হইয়া কন্যাপক্ষ হইতে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রস্তুয়মান হইতে লাগিলেন।৩৪-৩৭

অনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রতিদিন ভোজ্যসমূহ ভোজন করত নিত্যই পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নারীগণের প্রবণসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিনিদ্র হইলেন।৩৯

অনন্তর তাঁহারা সুখে সেই পুণ্যদায়ী রাত্রিসকল অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে একত্রিত হইয়া যথাকালে নিত্যকর্মানুষ্ঠান করিলেন।৪০

সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ সমাপন করত তদনন্তর পুরবাসিগণের দ্বারা সংস্তুয়মান হইয়া সুধর্মাখ্য বর্তুল সভাভিমুখে সেই বয়স্যগণ সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন।৪৮

শ্রীমন্মহাভারতের অনন্তরাংশী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত ভাষ্যমধ্যে যুধিষ্ঠিরসভাপ্রবেশনামক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(কৃষ্ণসৌহিত্যসংশ্রিত্য যুধিষ্ঠিরস্য পঞ্চমুনেশ্চ সংবাদঃ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতিস্ত তাং সভাং পার্থা যুধিষ্ঠির পুরোগমাঃ।
সহিতা ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈঃ পুরাণৈরভিপূজিতাঃ ৪১
যথাবয়ঃ সুবেশাশ্চ উপবিষ্টা যথোচিতম্।
আসনেষু বিচিত্রেষু স্পর্শাস্তরণবৎসু চ ৪২

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[কৃষ্ণের অনৌচিত্য সম্বন্ধে পঞ্চমুনি ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পার্থগণ সেই সভায় প্রবেশ করিয়া সকল ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং পুরবীরগণকে পূজা করিয়া বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে যথাযোগ্য বিচিত্র মহামূল্য আসনসমূহে ক্রমশঃ উপবেশন করিলেন।১-২

তেন্ ত্বত্তোপজিতৈশ্ব সর্ববস্ব মৃগোম্যু ৬।
শকুনিঃ সৌবলস্তত্র যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৩

শকুনিরুবাচ।

উপস্থাপা সভা রাজন্ সর্বে ত্বাং কৃতলক্ষণা।
অক্ষানুপ্ত্ব। দেবনস্য সমহরাহয় যুধিষ্ঠির ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিকৃতির্দেবনং পাপং ন ক্ষাত্রোঽত্র পরাক্রমঃ।
ন চ মায়াবিদো রাজন্ ক্ষিপং হ্যুতং প্রশংসসি ॥৫
ন হি মাদৃশ: প্রশংসন্তি বিকৃতো কিতবস্য বি।
শকুনে দৈব যো বৈদ্যো বাহুবীর্যেণ যুধ্যতে ॥৬

শকুনিরুবাচ।

যো বেত্তি সংখ্যাং বিকৃতৌ বিদিজ্ঞ-
শ্চেষ্টাবধিঃ কিতবোঽক্ষজাস্থ।

আমন্ত্রিতস্য ন ত্যজতি মৃত্যুং
ন বৈ সর্বং সবতে প্রক্রিয়াস্থ ॥৭

অক্ষায়ত্তা সোহস্তিরেৎ পক্ষ ব-
স্তেনৈব লোকে জয়তীহ পার্থ।
যীত্বাহরে পার্থিব মা বিষাদং
কুরুষ পাশক চিরক মা মৃষাঃ ॥৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এতদ্বাহ্যবসিতা দেবনা যুধিসত্তম।
ইত্যপি লোকবাদাংশ্চি যো বৈ ত্রায়তি সর্বদা ॥৯

ইদং বৈ দেবনং পাপং বিকৃত্যা কিতবৈঃ সহ।
ধর্মেণ তু জয়ো যুদ্ধে তৎপরং ন তু দেবনম্ ॥১০

তাঁহারা সকলে এবং সকল রাজগণ উপস্থিত হইলে সেই সভাতে বৃদ্ধলক্ষণ শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥৩

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! সভাগৃহ নির্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে; তুমি আমাকে আনয়ন করিবার জন্যই সকলেই উৎসবের আনন্দ অনুভব করিতেছি। হে যুধিষ্ঠির! পাশা চালিয়া খেলা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময় ॥৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দ্যূতক্রীড়া বিকৃতি (পাপ) ভিন্ন কিছু নহে, এজন্য উহা পাপ কর্ম; ইহাতে ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রম কিছু নাই। হে রাজন্! ইহা নিশ্চয়ই তোমার বিদিত নহে; তবে তুমি দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ কেন? ॥৫

কপটী ব্যক্তির পাপ্যকর্মে যাহা সম্মানের তোমার বোধ নাই, সেইজন্য সজ্জনগণ উহার প্রশংসা করেন না। হে শকুনে! তুমি বৃদ্ধদেবের ন্যায় বাহুবলে আমাদিগকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেছ না ॥৬

শকুনি বলিল,—যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ছল করিলে উহা তাহা জয় হইবে বা পরাজয় হইবে ইহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারে, যে দ্যূতবিদ্যাতে জানে, যে পরা জিত না হইয়া কপটতা অবলম্বনপূর্বক প্রতিপক্ষের পরাজয়জনক দ্যূতক্রীড়া করিতে পারে, যে যথাযথি দ্যূতক্রীড়া জানে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অযথার দ্যূতকে পরাজয়াবহ করিতে পারে, সে-ই সকল প্রকার দ্যূতক্রীড়ায় শতবারপূর্ণ জয়লাভ করিতে পারে ॥৭

হে সুবীপুত্র! যেরূপ দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের উভয়ের মধ্যে একের দ্যূতফল অন্যপক্ষের ব্যবহার আমাকে অভিভূত করিবে, সেইরূপ দ্যূতক্রীড়াই পাপজনক। সুতরাং হে রাজন্! তুমি আমরা করিও না, এস আমরা পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করি, বিলম্ব করিও না ॥৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল মুনি এবং অন্যান্য মুনি, যাঁহারা ধর্মবিলোপের আশঙ্কা করেন, তাঁহারা

যাহা হোক তাহাতে আমার ও ক্ষতি নাই।
অধিরথপুত্র সূতপুত্রত্বের সংপূরকত্বের ॥১১
শক্তিতো ব্রাহ্মণান্ সূতং ধনিকুং প্রত্যয়াদ্বয়ে।
তবৈব নিত্যং বাহ্লিষ্বার্য্য হৈবৈঃ পক্বনে পরান্ ॥১২
নিকৃত্যা তাদৃশেনাহং দুষ্কৃতস্য বনেহি বা।
বিনয়েনেব কৃষ্ণেন বৃত্তেনেব পুনর্যথা ॥১৩

পক্বনিরুবাচ।

শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়েনেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বান্বিদুষোঽভ্যেতি নাহুত্বা নিকৃতিং জনাঃ ॥১৪
অৌক্ষমি শিক্ষিতোঽভ্যেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুত্বা নিকৃতিং জনাঃ ॥১৫

অকৃতাস্ত্রং কৃতাস্ত্রশ্চ দুর্বলং বলবত্তরঃ।
এবং সর্বেষু সর্বেষু নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুত্বা নিকৃতিং জনাঃ ॥১৬
এষ তে মাধবিহ্যেত্য নিকৃতিং যদি যাচতে।
যেনেবাদ্য বিনির্বর্তেয় যদি তে বিদিতো ভবেৎ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আহুতো ন নিবর্তেথমিতি মে ব্রতমাহিতম্।
দ্বিবিদ্ধ বলবান্ রাজন্ বিক্রান্তাপি ধনে স্থিতঃ ॥১৮
অস্মিন্ সমাজসে কেন দেবনে যে কৃতিস্থিতি।
প্রতিপাদ্য কোদ্যোঽভি তত্রো ব্রূহি
প্রবর্ততাম্ ॥১৯

হইলেন বলিয়াছেন—তখনি পুরুষত্বের সহিত কপটতাপূর্বক অক্ষক্রীড়া পরিত্যাগ করিবে, সুতরাং ধর্মানুসারে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়, পাশাখেলা নহে ॥৯-১০

যাহা যে শুদ্ধ ভাবকে অতিক্রম করে, (আমার যুদ্ধক্রীড়া হইতে ভাল, তাহা,) সে তাহা কপটতাপূর্বক করে না, জিতার অসামর্থ্যবশতই করে। সুতরাং কুটিলতা ও শঠতাশূন্য যে পরুষবচন, ইহাই সংপুরুষের মত ॥১১

আমি আমার যে মনের দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, সে পক্বনে। তুমি অধিরথের অর্থাৎ কপটতাপূর্বক অক্ষক্রীড়ার যেই মনের দ্বারা শত্রুকে জয় করিতে চেষ্টা করিবে না ॥১২

আমি কপটতার দ্বারা বধ বা দুঃখ কিছুই চাহি না। পাশাখেলা কপটতাময় বলিয়াই হয়, সুতরাং ইহা যোদ্ধারই প্রশংসনীয় নয় ॥১৩

পক্বনি বলিল,—শ্রোত্রিয় (বেদবেদাঙ্গপারদর্শী-বিদ্বান্) ব্রাহ্মণ নিকৃতি অর্থাৎ জিতীষাবশতঃ অপর শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে এবং বিদ্বান্ জিতীষাবশে অবিদ্বানের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। হে যুধিষ্ঠির! কেহ

উহাকে আটকা করে না ॥১৪

হে যুধিষ্ঠির! অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ব্যক্তি কপটতার সাহায্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় এবং অজিত অবিজ্ঞের সহিত জিতীষা বশে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু লোকে উহাকে আটকা করে না ॥১৫

কৃতাস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ যোদ্ধা অকৃতাস্ত্রের সহিত এবং বলবান্ দুর্বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সর্বস্থানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিক ব্যক্তি অনভিজ্ঞকে কপটতার সাহায্যে পরাজয়ে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু লোকে উহাকে বাধা করে না ॥১৬

তুমি আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া ইহাকে কপটতা বলিয়া মনে কর এবং তজ্জন্য তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে তুমি অক্ষ-ক্রীড়া হইতে বিরত হও ॥১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! আহূত হইয়া সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হওয়াই আমার ব্রত। যিনিই বলবান্ এবং আমরা সকলেই বৈরের বশীভূত ॥১৮

দুর্য্যোধন উবাচ।

অহং রাজন্নি দ্যূতায় ত্বয়াহূতঃ বিশাম্পতে।
অত্রৈব মেহিতা ভাতঃ শকুনির্যত্রকুলো নয় ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অক্ষেনাহূত যৈ দ্যূতং বিদ্যং প্রতিলভি যে।
এতদ্ বিদ্যমপাবৃত্য কামযেয়ং প্রবর্ত্তিতুম্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-শকুনিসংবাদে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯

এই অক্ষবিদ্যা আমাকে প্রদান করিয়া আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে হইবে এবং (আমার সমান অথবা ঈষদূন ঐশ্বর্য্য লাভ) কোন বাক্তি বা আমার পরাজিত হইবে। ইহা স্থির করিয়া অবশ্য দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইবে।১৯

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাজন্! আমি ইহা ত্বরা প্রদান করিব। আপনি নির্দ্বিধায় আমার এই মাতুল শকুনি আপনার প্রতিনিধি হইয়া পাশা খেলিবে।২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অক্ষের দ্বারা অন্যের দ্যূতক্রীড়া আমার নিকট বিষম বলিয়া মনে হইতেছে। হে বিদ্বন্! যদি তুমি নিশ্চয়ই এই পাশা গ্রহণ কর, তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হউক। আমার ইহাতে কোন আপত্তি নাই।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-শকুনিসংবাদবাদক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্যূতক্রীড়ার আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঐশোহযানে দ্যূতে তু রাজানং সর্ব্ব এব তে।
দ্যূতমাহুঃ পুরস্কৃত্য বিবিশুস্তাং সভাং তদা ॥১

ঔষো গ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিদুরশ্চ মহামতিঃ।
আসিষ্ঠীরন্ যথা দেহেষ্বসুস্তদ্বত্ত তাদৃশ ॥২

তে সভাস্থা পৃথক্ চৈব সিংহগ্রীবা মহৌজসঃ।
সিংহাসনানি ভূয়োপি বিচিত্রাণি চ লেভিরে ॥৩

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যখন দ্যূতক্রীড়াবিষয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন রাজগণ সকলেই দ্যূতসভাকে অগ্রে লইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিলেন।১

ঔষ, গ্রোণ, কৃপ ও মহামতি বিদুর অন্যান্য সভ্যগণের সহিত আসনের অনুবর্ত্তন করিলেন।২

সিংহের ন্যায় গ্রীবাযুক্ত মহাতেজস্বী রাজগণের মধ্যে অবশিষ্ট দুই দুই জন করিয়া এক এক সিংহাসনে এবং অবশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ এক এক বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।৩

ততস্তে সা সভা রাজন্ রাজভিঃ সমাবৃতৈঃ।
যৌবনৈরিব সম্ভোগৈঃ সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥৪
সর্বে ক্রোধিতাঃ সূতাঃ সর্বে তাম্রমুখাঃ।
প্রাবর্তন্ত সভায়াং দ্যূতমুদ্দিশ্য ভারত ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়ং অক্ষবলো রাজন্ শকুনিঃ সৌবলস্তব।
অনক্ষজ্ঞো মহারাজঃ ক্ষত্রধর্মমনুব্রতঃ ॥৬
এতদ্ রাজন্ মম ধনং প্রতিপাদয়তীতি হ কিল।
তেন যদি তে সভায়াং মনোঽনুমতে ভবেৎ ॥৭

দুর্যোধন উবাচ।

অস্তি মে ধনমক্ষৈশ্চ ধনানি সুবহূনি চ।
ন ত্বেতন্মন্ত মেধাবী জয়তীদং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো জগ্রাহ শকুনিরক্ষানক্ষবিদাং বরঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৯
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দ্যূতারম্ভে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০

রাজন্! মহারাজাধারাম্ সভয়ের মেরুশৃঙ্গের পরিপূর্ণ অর্থের ন্যায় সমাবেশ রাজগণে পরিবৃত সেই সভা শোভা ধারণ করিল ॥৪

উপস্থিত রাজগণ সকলেই যোদ্ধা, বীর ও উৎসাহ-পূর্ণচিত্তের ছিলেন। হে মহারাজ! তাঁহাদের সমক্ষে সেই সুরম্যপ্রাসাদে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল ॥৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! সাগরের আবর্ত (ঘূর্ণিবাত) হইতে উত্থিত, কাঞ্চনময়, সূর্যসদৃশ তাস্র নির্মিত সুবর্ণের মেঘ বৃহৎ বিদূষিত আমার মহামূল্য মণিরাজি এই দ্যূতক্রীড়ার পণস্বরূপ রাখিতেছি। রাজন্! এই ধন আমার পণ। এখন যে পণে তুমি আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে চাহিতেছ; হে মহারাজ! কিরূপ ধনকে তোমার পণ রূপে রাখিবে ॥৬-৭

দুর্যোধন বলিলেন,—আমার বহু ধন ও ধন আছে, সে সকলই আমি পণরূপে রাখিতেছি। আমার ধনে কোন আশঙ্কা নাই; তুমি দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা ঐ সমস্তই জয় করিয়া লও ॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অক্ষতত্ত্ববিদ্ শকুনি সেই অক্ষসমূহ (পাশার ঘুটি) গ্রহণ করিলেন এবং তাহা নিক্ষেপ করতই যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আমি তোমার পণকে জয় করিয়া লইয়াছি ॥৯

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে দ্যূতারম্ভনামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শকুনের কপটদ্যূতে প্রতিপক্ষের পার্থিব পরাজয়ঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অক্ষৈঃ কৈতবকৈরেব বঞ্চিতোঽসি দুরোদরে।

শকুনে হন্ত যোদ্ধাস্মে রমমাণঃ পরাজয়ম্ ॥১

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[শকুনির কপট দ্যূতে প্রতিপক্ষেই পার্থিব পরাজয়।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে শকুনে! তুমি কপট দ্যূতের দ্বারা আমার পণকে জয় করিয়াছ বটে; বেশ। আমরা পুনরায় পরস্পর পণ রাখিয়াই খেলা খেলিব ॥১

সর্ব্বে বিজয়ন্তেষ্ব ভারিকো ভবিষ্যতি ততঃ।
কোশলো বিরণাষ্ঠীবো রাজন্যস্তমনুব্রতঃ।
এবমুক্ত্বা যযৌ যত্র তেষাং গোধনমাহৃতম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৌরবাণাং মুখপতা জ্যেষ্ঠং পাণ্ডবমব্রবীৎ।
ইত্যুক্তো নকুলঃ প্রাহ বিজয়স্তেষ তে নৃপম্ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যত্র শস্ত্রক্ষয়ো নিত্যং যত্র নিত্যং ধনাগমঃ।
সুহৃদ্ভোজ্যশ্চ সততং তত্র বাসো বিধীয়তাম্ ॥৪
সম্ভ্রাদনো হরিমেধো হরিবাহো বিলোমজঃ।
ত্রৈযোনো হ্যবরঃ পুত্রঃ ক্ষেমকস্তস্য চাত্মজঃ ॥৫
অষ্টৌ তে কুলরক্ষায়াঃ কল্পা ব্রহ্মসমাঃ স্মৃতাঃ।
অস্তি বৈশ্যঃ কৃষিস্থশ্চ পশূন্ রক্ষন্ সুসম্পৃতঃ।
এতম্ রাজন্ ধনং যাম্যং তেষাং গোধনমাহৃতম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ তত্র বিকৃতিং নকুলস্তদা।
বিজয়িত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মরাজায় বৈ তদা ॥৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শঙ্খ ধামীসহস্রাণি তরুণ্যো বেণুবল্লিকাঃ।
কম্বলেষ্বাবিণ্যো বিকৃতাস্তা বলাহৃতাঃ ॥৮
আবিক্ষিতাকরণাঃ হ্যস্ত্রাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
ধনম্ বেদং চ বিপ্রাণাং হৃতং বিপ্রাণাং ॥৯
অনুযেষাং চরন্তীনাং হৃতা মৃগ্যাসবম্।
গ্রামকানাং গোষ্ঠানাং যাস্তাঃ যন্ন পালয়ে।
এতম্ রাজন্ ধনং যাম্যং তেষাং গোধনমাহৃতম্ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ তত্র বিকৃতিং নকুলস্তদা।
বিজয়িত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মরাজায় বৈ তদা ॥১১

সহস্র সহস্র সুবর্ণমুদ্রার পরিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর রত্ন সমূহ (খাঁপি) আমার আছে এবং যতদিন অর্থ-রৌপ্যাদিপরিপূর্ণ আমার অক্ষয় কোষ আছে, হে রাজন্! এই সমস্ত ধনরাশি পণ রাখিয়া আমি তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নকুলি অবলীলা ক্রমে অধিকৃত, কৌরবকুলের চক্ষু জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—আমি তোমার এই ধনরাশি জিতিয়া লইলাম।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহস্র রথকুলা, হ্যাম্বর্ণমণ্ডিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, উৎকৃষ্টচক্রবিশিষ্ট, বেণ্ডিতে সুন্দর, সুবর্ণ-জালাচ্ছাদনে ভূষিত, মেঘ ও সাগরের ন্যায় ভয়ানক অবওয়াজ, তরুণীল, পুষ্ট ও বলবান্ যে রাজগণ আমাদিগকে এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে এবং যাহাদের কুম্ভ পক্ষীর ন্যায় রাজধানী আটটী উৎকৃষ্ট অশ্ব বহন করিতেছে, তুমি স্পর্শ করিয়াই অধিকারে

যাহির যে অশ্বগুলির পা হইতে কোন ক্রমে প্রাণী হত্যা পায় না, আমার সেই রাজগণ ক্রম বন্ধক পণ রাখিয়াই আমি এখন তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৪-৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া অরে বিজিতবুদ্ধি নকুলি পাশাখেলা আরম্ভ করার কথা কৌরবকে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এ সমস্ত জিতিয়া লইলাম।৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমার এক লক্ষ সুবর্ণনির্ম্মিত বেণ্ডিতে সুসজ্জিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রূপবতী, সখা ও বেণু পরিহিতা, জিন-পরিচ্ছিতবস্ত্রনির্ম্মিত উত্তরীয়ধারিণী, অলঙ্কারে বিভূষিতা, বহুমূল্য রাজ্য ও আভরণে ভূষিতা, সুন্দর-বস্ত্র পরিহিতা, চন্দনে অনুলিপ্তা, চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যায়

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এতদ্বৈ চ মহারাজ মহদাশ্চর্য্যমস্তি বৈ।
প্রবক্ষিপাম্যহংযোদ্ধুং প্রাণাবরুদ্ধবান্ সদা ॥১২

প্রাজ্ঞা কৌশিকো রাজা যুধাংশো দৃঢ়বিক্রমঃ।
পাত্রীবতো বিধাবাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্রত ॥
এতন্ মাজন্ মম বলং তেন শৌর্য্যেণ বৈ সদা ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তদা বিপ্রঃ বিকৃতিং সমুপাগমৎ।
জিজ্ঞাসিত্বোর পপ্রচ্ছ যুধিষ্ঠিরমকাতরম্ ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সহস্রসংখ্যা রাজা যে যজ্ঞাস্তিষ্ঠন্তি গৌরব।
যেষজ্ঞাঃ কৃতাশীচ্যাঃ পক্ষিণো বৈনয়ালিনঃ ॥১৫

মহাত্মা রাজভবনাঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতা যুবি।
ঈদৃশাস্তা মহাকায়াঃ সর্বে চাষ্টচতুর্দশাঃ ॥১৬
সর্বে চ পুরুষোত্তমাঃ বলবন্তশ্চ সত্তমাঃ।
এতন্ মাজন্ মম বলং তেন শৌর্য্যেণ বৈ সদা ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্নিব সৌতিঃ।
জিজ্ঞাসমানো পপ্রচ্ছ যুধিষ্ঠিরমকাতরম্ ॥১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহান্ত বত্ত এবেহ বেদবন্তঃ পরাক্রমাঃ।
হয়েরিনৌকৈঃ সম্পন্নাঃ বহিশ্চিত্রযোধিভিঃ ॥১৯
একৈকো ত্বত্র সপ্তত্ব সপ্তপ্রপরমাঃ কৃতিম্।
যুদ্ধ্যন্তেহনুযাতো বৈ তেন্তং মামকালিকম্।
এতন্ মাজন্ মম বলং তেন শৌর্য্যেণ বৈ সদা ॥২০

পারদর্শিনী বাসী আছে। তাহারা আমার আদেশে সাতশত বিবসন, অনাহত ও রাজপথের পার্শ্বরক্ষা-দানাদি সেবা ও কৃতাশীর্বাদাদি দ্বারা আমার হার জয়ে। রাজন্! আমার এই বাসীগণ বলের পণ রাখিয়া আমি তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ॥৮-১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া অতি বিস্ময়াবিষ্ট নকুলি পাশাখেলা আরম্ভ করত ধর্ম্মজ কৌশলাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—আমি তোমার এই বলও জিনিয়া লইলাম ॥১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এই আমার একশত উদ্যান-ভিজ, বাহ্য, পাইত্র এবং অশ্বতুলবাহী, যুদ্ধিমান্, তেজী, লক্ষবেধির যুবক ভৃত্য আছে; ইহারা বিনয়ে পারদর্শক অতিথিগণকে ভোজন করায়। আমি আমার এই বাসগণ বলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ॥১২-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া অতি বিস্ময়াবিষ্ট নকুলি পাশাখেলা আরম্ভ করত ধর্ম্মজ কৌশলাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—তোমার এই বলকেও আমি জিনিয়া লইলাম ॥১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যুবরাজ! আমার এই এক হাজার যুবকদিগের পরমযুদ্ধবিদ্যা, অলঙ্কারে বিভূষিত, পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত ও যুদ্ধবিদ্যাধারী, লাজন-মুখা বজ্রবিদ্যা, যাহা হস্তিশৌণ্ডদন্তির, অত্যন্ত বলীয়ান্, সকল প্রকার শত্রু দমন করিতে সক্ষম, নানাদেশজাত, যাহা বেদজ্ঞপণ্ডিতবিদ্যা, রাজবাহন যোগ্য হস্তী আছে। হে রাজন্! আমি আমার এই হস্তীগণ বলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ॥১৫-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে যুবরাজ নকুলি তখন হেন উপহাস করিয়া বলিল,—তোমার এই বলকেও জিনিয়া লইলাম ॥১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যুবরাজ! আমার এই পঞ্চাশ-বিদিষ্ট এক হাজার রথ আছে। ইহাতে যুদ্ধবিদ্যা অবলম্বন যোদ্ধা আছে এবং বিচিত্র যুদ্ধে কুশল মহান্ রথী ইহার চালক। যুদ্ধ করত অথবা

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্তে তনয়ে কুন্তীযৌ দুঃখমাতুরে।
বিসৃজন্তিব পক্ষ্মভ্যো বাষ্পং ভীমমুবাচ হ ॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অবাপ্তস্তিষ্ঠিরিক্ষয়াদ্ গাণ্ডীবাদ্ বেগবত্তরম্।
ধনং চিত্রবহাদ্ভীমো বাহুভ্যাং গাণ্ডীবধরনে ॥২২

ভুজে ত্বিদং পরাক্রান্তা শ্রীরিবূর্বমিবাশ্রিতা।
এতদ্ রাজন্ ধনং ধন্যং তেন দৌব্যাস্যহং ত্বয়া ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ব্যবসিতা বিকৃষ্টিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব পক্ষ্মভির্বিষ্টিরমভাষত ॥২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যথাদ্যাং পঞ্চমীমাদ্য শ্রেষ্ঠামাং চাদ্রুতামি যে।
মুক্তয়েব ত্বি তিষ্ঠন্তি বাহবশ্চক্রুশ্চ চেষ্টয়া ॥২৫

এবং বর্ষেষু বর্ষেষু সমুদ্রীয় সমাপ্তয়ঃ।
যথা সমুদ্রিতা যোগাঃ সর্বে যোগসমাপ্তয়ঃ ॥২৬

কৌরং শিবস্তিষ্টন্তি মুক্তাবাং শালিতণ্ডুলম্।
ঘটীযানি সহস্রাণি সর্বে বিপুলবক্ষসঃ।
এতদ্ রাজন্ ধনং ধন্যং তেন যৌব্যাস্যহং ত্বয়া ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ব্যবসিতা বিকৃষ্টিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব পক্ষ্মভির্বিষ্টিরমভাষত ॥২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তাম্রলোহৈঃ পরিবৃতা বিবরে যে চতুষ্পথাঃ।
পঞ্চশ্রৌণিকঃ এতৈকঃ সুবর্ণস্যাহরন্ত যে ॥২৯

আহরন্তস্ত সুব্যক্তং অক্ষয়ং ধনমাত্মবত।
এতদ্ রাজন্ ধনং ধন্যং তেন যৌব্যাস্যহং ত্বয়া ॥৩০

যাই হউক, প্রত্যেক ১টি বাসে সহস্রাধিক সুবর্ণ মুদ্রা বেতনরূপে লাভ করে। হে রাজন্! আমি আমার এই ধন ও ইতিপূর্ব বলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ।১৯-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভূপতি শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—তোমার এই বলকেও আমি জিনিয়া লইলাম ।২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুসমর চিত্ররথ গন্ধর্ব লক্ষ্মীসিতে শ্রীতিপূর্বক অর্জুনকে যে দিব্যলক্ষণযুক্ত বিচিত্রবর্ণ ও সুবর্ণমালাধারী গন্ধর্বলোকোদ্ভব অশ্বসমূহ দিয়াছিল, হে রাজন্! আমি সেই অশ্বরূপ ধন পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ।২২-২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠির শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করিল দুষ্ট কৌরব অবলম্বনপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে বলিল—এই দেখ। আমারই জয় হইয়াছে ।২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুবর্ণের তাম্র ও লৌহপাত্রে নিহিত আমার চারিশত নিধি আছে। কৌরবাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—"আমি তোমার এই ধনও জিনিয়া লইলাম" ।২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নানাপ্রকার বাহনসমূহে যুক্ত আমার যে হাজার ভৃত্য ও দাসী আছে ।২৬

তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বিভিন্ন জাতির দাসী করা যাহার মূল্য পরাক্রমশিল্পী বিচিত্রবস্ত্রধারী যাহার বীর সৈন্য আছে, যাহারা প্রত্যেকে-শালিতণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃত (ঘৃত) পান করত আমার মুখে অবস্থান করিতেছে। হে রাজন্! এই সব ধনকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ।২৬-২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া শত্রুনাশে আনন্দকারী শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত দুষ্ট কৌরব অবলম্বনপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে বলিল—এই দেখ। আমারই জয় হইয়াছে ।২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুবর্ণের তাম্র ও লৌহপাত্রে নিহিত আমার চারিশত নিধি আছে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তা ব্যবসিতো বিদুরঃ সমুপাদ্রবৎ।
জিতমিত্যেব চাব্রুবন্ বিদুরস্য সমাগমে ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি মুষ্টিকপর্বণি প্রেক্ষণে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তা ব্যবসিতো বিদুরঃ সমুপাদ্রবৎ।
জিতমিত্যেব চাব্রুবন্ বিদুরস্য সমাগমে ॥৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া তিনি সুনিশ্চিত সমুদ্যমে সমাগত হইয়া বিদুরকে কৌশলক্রমে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—"তোমার এই বন্ধুকে আমি জিতিয়া লইলাম ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি মুষ্টিকপর্বণি প্রেক্ষণে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

শ্রীমন্মহাবিষ্ণুবতারাংশসম্ভূত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত মুষ্টিকপর্বে অক্ষক্রীড়ানামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরস্য সাবধানবাণী।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং প্রবর্ত্তিতে যুদ্ধে ঘোরে সর্বাপহারিণি।
সর্বলক্ষণসম্পন্নো বিদুরো বাক্যমব্রবীৎ ॥১

বিদুর উবাচ।
মহারাজ বিজানীহি যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত।
মুহূর্তমবধৎস্বেমং ন চেদেতাপি তে ভ্রুবম্ ॥২
যদৈষ পুত্র জানাত্যো ভবান্
মোহাদ্বয়ং বিদ্বাংশ্চাপি সন্।
দুর্দ্যূতদেবী ভরতানাং কুলঘ্নঃ
সোঽয়ং দুষ্কৃত ভবতং কালয়েদ্বঃ ॥৩
মৃদ্বে যদস্তা মোহাদুং ন বৈ মোহান্ন বুধ্যসে।
দুর্দ্যূতস্য ফলেনাদ্য মৃত্যু কাষ্যাং পিতর্ যম ॥৪
যদু বৈ মায়িকো লব্ধা প্রশ্নাংস্তে নৈব বুধ্যতে।
আক্ষস্য তং বক্ষতি যা পরমঃ চাবিষক্ষতি ॥৫
সোঽয়ং অক্তাঽক্ষদূতেন যদুধ্য পরাজিতে।
প্রশ্নাংস্তে বুধ্যতে নৈব বৈরং কৃত্বা মহাবীর্যঃ ॥৬

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের সাবধানবাণী।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সর্বস্বাপহারিণী এইরূপ দ্যূতক্রীড়া চলিতে থাকিলে তখন সকল অনর্থোৎপাদনকারী বিদুর বলিতে লাগিলেন ॥১

বিদুর বলিলেন,—হে ভরতকুলকিঙ্কর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনাকে যাহা আমি এখন বলিব, তাহা আপনি অবহিত হইয়া শুনুন। মুমূর্ষু রোগীর নিকট ঔষধও রুচিকর হয় না, তেমনই আপনার

যে বুদ্ধিবিনাশই পুত্রদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব চরিতার্থ করিয়াছিল, তাহাতেও পাপচিত্ত এই দুর্দ্যূতের কালধারা প্রেরিত হইয়া আপনার আশীর্বাদ করিবার জন্য সর্বদা উদ্যুক্ত ॥৩

আপনার মূঢ়ে দুর্দ্যূতের ফল লইয়া এতটা পুত্রাদর যাহা করিতেছে, আপনি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনাকে ভক্তিভাবের যাহা বলিতেছি, শুনুন ॥৪

বিদিতং মে মহারাজ ভোজেরেষণমদ্ভুতম্।
পুরুং সত্যব্রতং পূর্বং পৌরবো দ্বিতকাময়া ॥৭

অজকা যাদবা ভোজাঃ সর্বতাঃ অদদদ্ধনম্।
বিপ্রার্থং তু বনে তস্মিন্ দুষ্কৃতান্যভিচিন্ত্য চ ॥৮

এবং তে রাজন্ সর্বে ভোগবানাঃ শতং সমাঃ।
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসাধী নিপুণাস্তু ভবোত্তমম্ ॥৯

নিত্যহোমস্ত পাপস্য ভোজস্যাং কুরবঃ দুষন্।
ভাবেনেবংবিধং ধর্মং পার্থেনাং ক্রোষ্টুকেন চ।
ক্রীণীহি পাণ্ডবান্ রাজন্ ন যজ্ঞৈঃ সোমদায়ক ॥১০

তাবৎ কুরুর্ধে পুরুষা গ্রামার্ধে কুরুর তাবৎ।
গ্রাম জনপদার্ধে আত্মার্ধে পৃথিবীং তাবৎ ॥১১

সর্বজ্ঞ সর্বভাবজ্ঞ সর্বলক্ষণলক্ষিত।
ইতি ত্বাং তাবতে কাব্যো ভক্তত্বাদেষ ব্রাহ্মণম্ ॥১২

হিরণ্যস্যৈবিধা কার্ষ্ণিং পক্ষিণো ব্যসোচয়ন্।
পুরে বিল কৃতাবাসান্ লোভাৎ রাজা ন্যবীভৃৎ।
ন লোপয়ন্তো লোকস্য তে দ্বিজস্যার্থী পরন্তপ ॥১৩

আত্মিকং তবাত্মজ উরে সক্তো ন্যবাসয়ৎ।
তদর্থকামবৎ ত্বং মা ক্রয়ঃ পাণ্ডবান্ বৃণ ॥১৪

মনুষ্যব্যবসায়ী মনুষ্যেতে এমন ধন হয় যে, সে পর্বতাদির উচ্চস্থানেও উঠিতে পারে না; তাহার সেই উচ্চস্থানের উপর উঠিয়া সে ধনে বিমর্দিত হয় অথবা অবসন্নিত হয়॥৬

এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানে এমন উচ্চ হইবাছে, মনুষ্যব্যবসায়ীর তায় ইহাকে পর্যালোচনা করিলেই যা। যথার্থে পাণ্ডবগণের মহিত শত্রুতা করিয়া তাহাকে যে বিনাশে পতিত হইতে হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না॥৭

হে মহারাজ! আমি আমি ভোজরাজবংশীয়দিগের মাধবিকজনের বিতরণের পূর্ব অনুসন্ধানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন॥৭

ঐরূপ অজক, যাদব এবং ভোজগণ বিনিত হইয়া যে কালকে পূর্বেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই বিনাশে সেই কালকে শত্রুতা গ্রহণ করিয়াছেন॥৮

এইরূপ উহার মহারাজ পাঁচ জারিংশ সকলে সর্বদা সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। সেইরূপ আপনি আজ্ঞা দেন, তবে আপনার অনেকে সত্যসাধী (অর্জুন) ইহাকে বর করুন॥৯

এই পাণ্ডিত্যের বিনাশে ভোজবংশ সকলে সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। আমার বিনিময়ে মনুষ্যগণকে এবং পৃথিবীর বিনিময়ে যাহাতে মানুষ যেমন ক্রয় করে, হে রাজন্। তেমনই আপনি এই ব্রাহ্মণরূপ পুরুষের বিনিময়ে পাণ্ডবরূপ ধার্মিকগণকে ক্রয় করুন, ইহার অন্যথা করিয়া সোমদায়ক আপনি বিনষ্ট হইবেন না॥১০

ধনের ইচ্ছায় তত একজন পুরুষকে, গ্রামের জন্য কুলকে এবং জনপদের জন্য গ্রামকে এবং আত্মার্থে পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করিবে॥১১

এই কথাগুলি সর্বজ্ঞ ও সর্বভাবজ্ঞ এবং সর্বলক্ষণযুক্তের উদ্দেশ্যেই ভক্তানুকে আশ্রয় করিবার সময় মহাত্মাগণকে বলিয়াছিলেন॥১২

বনবাসী কতকগুলি পক্ষী মুখ হইতে স্বর্ণময় মালা নিক্ষেপ করিত, তাহারা কোন সময়ে এক রাজার পুরে বাস করিতে লাগিল। সকলেরই। কিন্তু রাজা অর্থার্থী হইয়া ও লোভ লোভনের সেই পক্ষিগণকে বধ করিয়া তাঁহার স্বর্ণধাম ও অধিকৃত উচ্চপ্রকার লাভেরই বিনাশ করিয়াছিলেন। হে রাজন্। সেইরূপ আপনিও যদি পাণ্ডবগণের অর্থ লাভ করিতে চাহেন, তবে পাণ্ডবগণের সঙ্গে রোষ করিবেন না॥১৩-১৪

যোবাচ্ছা তত্ত্বমেন পশ্চাৎ পশ্চিমো পুরুষো ভবা।
(এবেন তব বাপঃ স্যাদ্ ধর্মিষ্ঠাস্যতরো ভবা।)
আত্মে আত্মে পাণ্ডবেয়া পুত্রমাবংশ্চ ভারত ॥১৪

যাসাকাং ইবাদায়ে স্নেহং কুর্বন্ পুনঃ পুনঃ।
কৃষ্ণলায়কাবীব মৈত্রাং যাতীঃ সমূলকান্।
স যথা সমূলতাত্ত্বাঃ সবলশ্চ ধনক্ষয়ম্ ॥১৫

সমূহতাম্ হি কঃ পার্থাম্ প্রতিযুধ্যেত ভারত।
অন্তর্হিতে দহিতো রাজন্নপি সাক্ষাদ্ধরুৎপতিঃ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি দ্রৌপদীপর্বণি বিদুরনিষ্ক্রমণে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

সেই পক্ষিগণের বিনাশকারী রাজা যেরূপ পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আমার কথা না শুনিলে পরে অনুতাপ করিতে থাকা হইবেন। বন্ধিগণ যাহা সকলের (মূঁড়ি মাত্রের) তাহা আপনিও এই দুর্যোধনের থাকা বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং যে তাহাত। যেমন, মালাকার স্নেহবশতঃ উদ্যানস্থ সমস্ত বৃক্ষকে জলসেচনদ্বারা বর্দ্ধিত করে ও তাহা হইতে বিবিধ পুষ্প প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে রাজ্য ধনরূপ পুষ্পকে আহরণ করুন। অগ্নি যেমন বৃক্ষকে দগ্ধ করিয়া মূলে অন্তরে পরিণত করে, সেইরূপ আপনি আপনার বংশীয়গণকে সমূলে বিনাশ করিবেন না এবং স্বয়ং পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত যমলোকে যাইবেন না।১৪-১৬

যে তাহাত। রাজন্! উপকারের মূলমূলের অথবা কথা হইলেও ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই সময়ের পক্ষপাতশূন্যে দুঃখ করিতে পারে।১৭

শ্রীমহাভারতের বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীপর্বে বিদুরনিষ্ক্রমণনামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরেণ ধৃতরাষ্ট্রায় বিজ্ঞানকথনম্।]

বিদুর উবাচ।
ধৃতরাষ্ট্র মৃগং কৃষ্ণং রুরোরাত্মেতি
বিদ্ধি ক্ষেমং সমর্থে বাহুবল।
ঘটোৎকচোঽয়ং কৃষ্ণায়াশ্চ পুত্রো
দুর্যোধনং সমর্থে বৈরমুগ্রম্ ॥১

প্রাতীপেয়ং শান্তনবং বৈচিত্রবীর্যং সখায়িকা।
দুর্যোধনাপরাধেন কুরুং প্রাপ্স্যতি সংক্ষয়ম্ ॥২

দুর্যোধনো অবৈরেণ ক্ষেমং রাষ্ট্রাদবোহতি।
বিনাশং যৌধিবং ঘোরং যমরাষ্ট্রক্ষয়ংকরম্ ॥৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিদুর কর্তৃক পাণ্ডবদিগের যোগবল বিজ্ঞাপন।]

বিদুর বলিলেন,—কৃষ্ণার মূল এই মৃগ মহাত্মাদিগের সহিত বাস করা ক্ষেম নষ্ট করে। এই ঘটোৎকচ দুর্যোধনকে এই মৃগকে আহার করিয়া ভীম-সেনের (কৃষ্ণমূলের পূর্বপুরুষ) বংশোদ্ভূত করিয়াদিগের সহিত এই দুর্যোধনের অপরাধে সর্বনাশ করা পারিবে।২

ভীষ্ম শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের সখা ছিলেন।১

প্রতীপ, শান্তনু এবং বিচিত্রবীর্যের সহিত ভীষ্ম-সেনের (কৃষ্ণমূলের পূর্বপুরুষ) বংশোদ্ভূত করিয়াদিগের দুর্যোধনের অপরাধে সর্বনাশ করা পারিবে।২

ক্ষিতিরক্ষতি পরত যাজন্
যৌঃ কবিঃ যাবয়তঃ পৃষ্টিম্।
বায়ুঃ সমুদ্রো ইব যাদসেত্রা-
মাত্মা ত্বোরে যদসে বিধর্তোঃ ॥৪

দুর্যোধনো গ্রসতে পাণ্ডবেয়
শ্রিয়াজুষ্টং ঘং অজাতশত্রুম্।
অতিধর্মা জাহুষে সত্রসেনো
অজা বিনাশং সমুপৈতি পুরাদ্ ॥৫

আকর্ষতেরাক্ষসঃ সুপ্রতীকো।
ভূমি প্রোক্তঃ যন্ত্রপরঃ সমাধিঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ ভগবন্তমাত্মা
মচিন্তিতোঽবতিতরঃ স্বয়ম্বুবা ॥৬

প্রাতীপেয়ঃ শান্তনবঃ সুহৃদ্বো
ভাষ্যাং যাচঃ সাদমি কৌরবাণাম্।
বৈশ্বানরং প্রবিশন্তং মুখোয়
ন যাচতমং ব্রহ্মমুপ্রপন্নম্ ॥৭

যদা যন্ত্যাং পাণ্ডবোঽভাচন্দ্র-
র্কৌ সংবেষ্টকন্যাভিযুক্তঃ।
কুরোবনা সন্ত্যজতী মনো চ
কোহত্র যৌণঃ স্যাৎ সুহৃদো বয়স্যান্ ॥৮

মহারাজ প্রবদন্তং ব্রবীমি
পুরা দূতাশ্বনা যাবয়িত্বঃ।
বহ্বিত্তম্ পাণ্ডবানেষ্যন্তং
কিং তে তৎ স্যাদ্ যদ্ বিশেষ পার্থাৎ ॥৯

হয় মহাবলঃ বিষ্ণুভক্ত হইতে পৃথক্ হইলে যেমন অপমানিত হয়, সেইরূপ দুর্যোধনও মহাত্মা পাণ্ডবদিগের রাজ্য হইতে স্বজনকে পৃথক্ করিতেছে।৩

হে রাজন্! যাঁহার ও ভ্রাতৃবর্গের সুখের নিমিত্ত আপনি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, তবে সে সমুদয় পূর্ব বাসিক চালির নৌকার আরোহণকারীর সমুদ্রে নিমজ্জনের ন্যায় বিষয় বিপদে নিমজ্জিত হয়।৪

দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কপট দ্যূতে পরাজয় করাইতে করিতেছে। আপনি তাহাতে আপনার জয় হইতেছে ভাবে করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন। মায়া হইতে পুরুষের বিনাশ হয়, তদ্রূপ ভগবান প্রহরণ তাহার নিকট পরিত্যাগ করিয়া জয় হন।৫

কিন্তু কলহাগ্নি এই পাণ্ডবেদাহকে পরুষিয়া মহাশয় আপনি কিরূপে এমতভাবে প্রবিষ্ট করিতেছেন যে, বিদ্যার ও ইন্দ্রের বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের সহিত আপনার তুলনা করিয়া আসিবে।৬

হে প্রতীপ ও শান্তনুর বংশধরগণ! আপনারা তত্ত্বজ্ঞানযোগে এই যাগ করুন। আপনারা কৌরবসভায় এই যাজ্ঞাকে অনুমোদন করিয়া ভগবান হুতাশনে প্রবেশ করিবেন না।৭

দুর্যোধনের অনুচরে অভিভূত হইয়া এই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যদি ক্রোধের সময়ে না করে এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও যদি তাহার অনুমোদন না করে, তবে তাঁহাদের ক্রোধানলে বিনষ্টপ্রায় আপনাদের আত্মীয়বর্গের রক্ষা কে করিবে।৮

হে মহারাজ! পাণ্ডবেদাহের পূর্বেই আপনি মনে মনে যত ইচ্ছা করেন, তত দূরে এখনও আপনি হইতে পারেন। যদি আপনি পাণ্ডব পাণ্ডবদের জয় করিয়া বহু ধন লাভ করিতে পারেন, তাহাতে আপনার কি হইবে? সুতরাং আপনি কৌরবগণ যাহা পাণ্ডবদিগকে দান করুন।৯

জানীহ্যহং বিদিতা সৌবলস্য
যেন দ্যূতে বিনিজিতঃ পৃথিব্যাম্।
হৃতং প্রাপ্তং পুনরিত্যেব বাদ্য
মা দ্যূতেন ভারত পাণ্ডবেয়াম্ ॥১০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি বিদুরবাক্যে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

আমি জানি যে, এই সুবলতনয় দ্যূতের কূট কৌশল ভাল জানে; তাই, পর্বতীয় যাহাই দ্যূতের তাহাই পণ্ডিত। তাহার যেমন হইতে পারুনি আসিয়াছে, পারুনি সেখানেই ফিরিয়া যাউক। আপনি পাণ্ডবগণের সহিত দ্যূতে লিপ্ত হইবেন না ॥১০

শ্রীমন্মহাভারতের সংহিতা বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব বিষয়ে বাক্যে বাসক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[দুর্যোধনের বিদুরকে ভর্ৎসনম্, মোহোদ্ঘাটনপূর্বকং বিদুরস্য বিরোধপ্রদর্শনঞ্চ।]

দুর্যোধন উবাচ।

পরেষামেব বসসা ত্বমদ্য বৈ
বদসি কস্মাৎ কুৎসয়ন্ পার্থিবান্নঃ।
জানীহ্যহং বিদুর যৎ ক্ষিতৌ ত্বং
যথাবিধানস্য বিধানবক্তা ॥১১

ন ত্বিদ্যতে পুরুষোঽন্যত্র রাজ্ঞো
বিশ্বাপ্রদানে হি যথা দুর্বৃত্তিঃ।
ত্বিদ্বন্ যথা বৈ ভবসি ব্যবস্থিতো
ন ত্বন্যথা কুরুষে ধর্মমাত্মনঃ ॥১২

উৎসৃজ্য তাত ইবাদিতোঽসি
মাতাপিতৃভ্যাং পোষকঃ কোপনশ্চ।
তস্মাদ্ ভয়ং ন হি পাণ্ডবেষু আত্মন্
তস্মাৎ কস্মাৎ ত্বং ন বিভেষি পাপাৎ ॥১৩

ত্বিদ্বন্ শত্রূন্ কথমাত্মা বধ্যো বৈ
রাজ্ঞাং কস্মাৎ পরমাপ্তো মতো মে।
বিদ্বদ্ভিস্তু সপ্তপ্রযোগাভিনন্দী
দুর্যোধনো বাণি ন সম্প্রয়োগাৎ ॥১৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনকর্তৃক বিদুরকে ভর্ৎসন এবং বিদুর কর্তৃক তাহার প্রতি মোহোদ্ঘাটনপূর্বক বিরোধপ্রদর্শন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—কাকা! পরের অন্নের দ্বারা তুমি গর্ব অনুভব কর এবং সর্বদাই ক্ষত্রিয়দিগকে নিন্দা কর। হে বিদুর! রাজারা তোমার প্রিয়, আমি তাহাদিগকে জানি, তুমি আমাদিগকে দূর করিয়া সর্বদাই অবজ্ঞা কর ॥১১

যে পুরুষ বিদ্বের অন্নভোজন করে সে অন্যের অর্থাৎ তাহার মঙ্গলে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তাহার নিন্দা ও প্রশংসা বাক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়, তোমার অন্নের তায় নিন্দা স্পষ্টই

অধিরোহতাং যাতি মযোঽধমং ক্রমম্
নিমূলতে গুরুমন্যুনিরংঘ্রিপম্।
অনাদিরোহণশ্রম কিং নু বাধসে
বলিষ্ঠমি ঘং তরিষ্যতিক্রমম্॥৫

ন মোহমংঘা বিদ্ধ মনস্তবেদৃশং
শিখত্ব বুদ্ধিং ঋষিবাপাং সকাশাৎ।
অলং বলস্থ বিদুষ সম্প্রতীহং
ন ত্বাদৃশাঃ পদবীমেষু মুহ্যতি॥৬

অহং কর্তেতি বিদুষ মা চ মংস্থা
মা মো বিদ্যাঃ পরবানীহ যোঃ।

অতিক্রম করিতেছে; বিদ্ধ ছেদ হইতে তোমার হস্তকে প্রতিরোধ করিও না।৫

তোমাকে ছোড়ে দর্পের ভাব পালন করা হইয়াছে; তুমি বিদ্বানের ন্যায় নিজের দোষ কর্তাই অধিক করিতেছ। নিজ দোষের কর্তার অধিকারী হইলেও তোমাকে কেহ পাপিষ্ঠ বলিতেছে না, যে কারণ। এজন্য তুমি কি পাপকের ভয় কর না?৬

অকারণকে ভয় করত আমরা আপনার ছেড়ে অধিক বলীয়ান্ হইয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কর্কশ বাক্য বলিও না। অক্ষর সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তুমি আরম্ভ লাভ করিতেছ; আমাদের সহিত বিরোধে আরম্ভ হইলেও তুমি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সেব করিতেছ।৭

বিদ্বানদের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট গোপন রাখিবে। কিন্তু তুমি তাহা সকল সমূহে প্রকাশ করিতেছ; হে নির্লজ্জ। তুমি কখন আমাদের এইরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের সহিত শত্রুতাই করিতেছ। তুমি রাজা দুষ্মন্তের প্রসাদ পাইয়া আমাদিগকে পীড়ন করিতেও কি লজ্জাবোধ

ন যাং পৃচ্ছামি বিদুষ যদিদং যে
যদি সন্তমী বিদ্বিদ্বাং বিদুষ্ম্।৭

একা সাক্ষ্য ন বিভেষোঽস্তি শাস্ত্রা
যত্রে সভাসঃ পুরুষং শাসি শাস্তা।
যেনানুশিষ্টঃ প্রবদাম বাচো
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা বদামি॥৮

ক্ষিতিং বিবদা শৈলবহিং তোজয়তে চ যঃ।
যৌবেষ কুরুতে তস্য কার্য্যাগমবিপ্লবম্।
যো বলাদ্ভুজাভ্যাং সোঽমিত্রং তেন বিন্দতি॥৯

করিতেছ না? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছ।৪

তোমার মনকে আমরা জানিয়াই আসি, আমাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। হে বিদ্বন্! তোমার এতদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ (দোষ কর্তার অনুকূলে) বলা করিবার যোগ্য নয়। তুমি অজ্ঞের কার্য্যে ব্যাপৃত হইও না।৯

হে বিদ্বন্! তুমি নিজেকে এই রাজ্যের কর্তা বলিয়া মনে করিও না; আমাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ কর্তা বলিও না; হে বিদ্বন্! এজন্য আমি আমার হিত মনকে তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি না; তোমার মঙ্গল হউক, যে কারণ। তুমি আমার সহিত শীঘ্রতার সহিত অতিক্রম করিয়া যেতেছ করিও না।৭

জগতে এমন কি বিদ্বান তোমার শাস্ত্রের কর্তা নাই, যিনি সর্ব্বে সভাসদ পুরুষকে শাসন করেন, সেই ভগবান্ই একত্র শাসন কর্তা; আমি বিদ্যানুযায়ী মতির ন্যায় তিনি আমাকে অনুশাসন করত যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি

বিত্তাদনুহরুং তু মনুষ্যেক্ষস্য পণ্ডিতঃ।
প্রদীপ্য যঃ প্রদীপ্তাগ্নিং প্রাক্ চিরং বাহিবার্হতি।
তস্যাপি ন ন বিদ্যেত স্থিতিং ধর্ম্মে তথা তাবত ॥১০

ন ক্ষাম্যেৎ পরিবর্গ্যং বিদ্বাংস্
বিদ্বেষ্টা ভবতীহ মনুষ্যঃ।
ন ত্বেবাত্মানি বিদুষ তত্র পশ্য
ত্যনাদিত্বা ভবতী ত্বং ভবাতি ॥১১

বিদুর উবাচ।

এতাবতা পুরুষং যে ভাজন্তি
কেবাং বৃত্তং লক্ষিয়ন্ ত্বহি রাজন্।
রাজ্ঞাং হি চিত্তানি পরিপ্লুতানি
লাক্ষ্যং হ্যেতন্ মৃগয়ৈর্বাচরন্তি ॥১২

আপনি যে দুর্যোধন ও আমার উভয়ের কথাই শুনিলেন। আমার এই কথাকে যাহারা আমার ন্যায় হিতকারী পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে চাহে, তাহাদের আটটি চিহ্ন—বিদ্বেষ আমার ন্যায় তাহা আপনি বলুন; ইহারা যেন পরিমুক্ত হইয়া হরিণকে মৃগয়ার দ্বারা মারিতে অর্থাৎ ইহারা রাজার স্নেহের সুযোগে সর্বনাশ করিয়া আসিতেছে ॥১২

যাহাই বলিতেছি ॥৮

যাহার বশীভূত হইয়া মানব মনুষ্যের দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে চায় এবং সর্বদা অন্যের দোষ অন্বেষণ করা যাহার ইচ্ছা করে, তাহার বুদ্ধিই এই অনর্থকার্যকে অনুধাবন করে। যে বলপূর্বক অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয়, সেই মনুষ্য এই ব্যবহারে শক্তিমান প্রাপ্ত হয় ॥৯

যে বিদ্বান অনুবর্তন করে, পরিত্যাজ্য তাহাকেই উপেক্ষা করেন। যে আত্মা। কর্তৃত্বকে প্রকাশিত করিয়া যে ইহা নিজাইতে বিলম্ব করে, তাহার নিকট ইহার ধর্মের স্থিতি অর্থাৎ থাকে না ॥১০

যে পুরুষ। যে পুরুষ সহিত সমস্ত লোকে এবং নিজকে দ্বেষ করে, বিদ্বেষরূপ তোমার ন্যায় অধিকারী মনুষ্যকে কখনও নিজপুরে বাস করিতে দেওয়া উচিত নয়। হে বিদুর। তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তী প্রাণে বিদ্বেষরূপে সাধনা বিনের যে পণ্ডিতে পরিত্যাগ করিয়া পরমুহূর্তকেই ভজনা করে ॥১১

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্ পুরুষাই।

অন্যলক্ষ: মনুষ্যে রাজপুত্র
যাবোঽধিক্ষেপ্য সুহৃদস্তুদন্তে।
স সৌহৃদ্রে পুরুষং স্থাপয়িত্বা
পশ্চাদেনং বুধয়তে ন বালঃ ॥১৩

ন জোষয়ে নীচকে মন্দবুদ্ধি
স্ত্রী প্রোত্তিষ্ঠতেব মুহে প্রভূতী।
এতং ন দোষেণ কারণজ্ঞ
পণ্ডিঃ কুমার্যা ইব যষ্টিবর্ষা ॥১৪

অন্ধঃ প্রিয়ং চেষ্টমুপাসনেন যং
অর্থেষু কাংক্ষেত্ হিতাহিতেষু।
স্থিরশ্চ রাজন্ ভবতানুকাংক্ষ
পুত্রা যং বৈ তাবুশাস্তৈব সর্বান্ ॥১৫

অন্যলক্ষ: মনুষ্যে রাজপুত্র
যাবোঽধিক্ষেপ্য সুহৃদস্তুদন্তে।
স সৌহৃদ্রে পুরুষং স্থাপয়িত্বা
পশ্চাদেনং বুধয়তে ন বালঃ ॥১৩

হে রাজপুত্র। তোমার বুদ্ধি অতিশয় মন্দ, সেইজন্য তুমি মিত্রকে বিনাশ এবং আমাকে বালক মনে করিতেছ। যে ব্যক্তি কোন পুরুষকে সৌহার্দে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ তাহার দোষ উদ্ঘাটন করে, সেই বালক অর্থাৎ মূর্খ ॥১৩

যেরূপ জোষিত যাজ্ঞসেনী মূঢ়ে মন্দবুদ্ধি দুর্মতিকে ভোগোপভোগে উপায় আত্মসমর্পণ করে অভিমুখে লইয়া যাওয়া যায় না, সেইরূপ মন্দমতি পুরুষকেও কল্যাণপথে লইয়া যাওয়া যায় না। দুর্যোধন নিকট ষাট বৎসরের পণ্ডি যেমন

সত্যমেব বদু পাণ্ডবান্ বরো মু প্রিয়বাদিনি।
অপ্রিয়স্য চি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥১৬

কস্ত ধর্মপরশ্চ ভাষিতা কর্তা প্রিয়াপ্রিয়ে।
অপ্রিয়স্যাস্য পথ্যস্য ভোক্তা যদি ন বিদ্যতে ॥১৭

অন্যাধিকং কটুকং তীক্ষ্ণমুষ্ণং
যদোদ্গতং পাণ্ডবং পুত্রমদ্য।
সর্বাং ক্ষেত্রং বন্ধ শিবস্ত্বমস্তো
মন্যুং মহারাজ শিব প্রশাধ্য ॥১৮

ভবিষ্যতি হয় না; যেহেতু যে ওষধজন্য রোগীর নিকটেও আমার কথা ভবিষ্যা হইতেছে না ॥১৬

যে রাজন্! অতএব তুমি তোমার ভ্রাতৃগণ সমস্ত কার্যে যদি আপনাদের প্রিয়ই কামনা কর, তবে তোমার হিতাহিত জ্ঞানে হীনলোক, অল্পবুদ্ধি মূর্খ, পশু ও ঐরূপ অন্যান্য লোকের সহিত পরামর্শ কর ॥১৫

এ জগতে এমন লোকই সুলভ মিলিবে, যে তোমাকে অবোধজন প্রিয়কথাই বলিবে; কিন্তু ভাবিফল অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তা ও শ্রোতা ইহলোকে দুর্লভ ॥১৬

ভবিষ্যতে কাহা হইবে কি অসাধ্য হইবে—ইহা চিন্তা না করিয়া যে ব্যক্তি অপ্রিয় হইলেও ভবিষ্যতে হিতকর কথাই বলে; সেই প্রকৃত সহায় আশ্রিত ॥১৭

যৈষ্ঠিরবীর্যস্য বলো বলস্য
ধাতারাষ্ট্রং সংপ্রকৃতং পুরং চ।
যথা তথা যেহস্য বলস্য ক্ষেহস্তু
যদ্যপি চ ষষ্ঠি শিষ্যস্তু বিদ্যাঃ ॥১৯

আশীবিষান্ ক্রোধবিষান্ ক্রোপয়েস্ত্বং পতিষ্যতঃ।
এষ ক্ষেমঃ পরাধীনঃ প্রবয়ঃ কুরুনন্দন ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি
বিদুরাগমনে ত্রয়ঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

হে মহারাজ! ধার্মিক ব্যক্তিদিগের অন্ন প্রবর, বস্ত্রের মধ্যে উৎপল, তীক্ষ্ণ, তাপজনক, বলবর্ধকারী, রুক্ষ, দুঃখের জনিকা প্রভৃতি, যাহা দুই পুরুষ পান করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু সংপুরুষের পান যোগ্য, ঐ ক্রোধকে তুমি পান কর এবং শান্ত হও ॥১৮

হে রাজন্! বিচিত্রবীর্যের পুত্র তুমি, পুরুষের সহিত তোমার বল ও ধন ধাতাতে শাসক হয়, আমি তাহাই কামনা করি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। রাজগণ আমার কল্যাণ কামনা করুন। ৯

হে কুরুনন্দন! যাহাদের হাতে ও যাহাদের ক্রোধে বিষ আছে; সেই সর্পকুল্য রাজকুলকে তোমার পতিত ব্যক্তি দূষিত করিবে না। আমি অবশ্যভাবে তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি ॥২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সত্যবতীসুত মহাভারতের সভাপর্ব তদীয় ভাষাপর্বে বিদুরাগমনাখ্যানামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[বন রাজা-ব্রাহ্মণ-দ্রৌপদীভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্যাক্ষক্রীড়ায়াং পরাজয়ঃ।]

নহুষিরুবাচ।

যদ্ বিত্তং পরমৈশ্বর্যং পাণ্ডবানাং যুধিষ্ঠির।
আচক্ষ্ব বিত্তং কৌন্তেয় যদি তেহস্ত্যপরাজিতম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যন্ন বিত্তময়ং যজ্ঞে যন্নঃ যে লৌকিকা।
অথ বা নহুষে কস্মাদ্ বিত্তং সর্বমুপস্থিতম্ ॥২॥

অনূনং প্রযুতং চৈব নহুষে পঞ্চ পঞ্চ চ।
খর্বং অন্ধা নিখর্বশ্চ মহাপদ্মশ্চ কোটয়ঃ ॥৩॥

শঙ্খাশ্চ চৈব পারার্ধ্যা মলিনং চাত্র পঞ্চমম্।
এতন্মম ধনং রাজংস্তেন খেলাম্যহং বলাৎ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব নহুষিং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সমাপ্তং বহুবেদুকমন্নপ্যেষমকাবিলম্।
যৎ কিঞ্চিদুপপর্যাপ্তং প্রাক্ সিদ্ধোরপি লৌকিকম্।
এতন্মম ধনং সর্বং তেন খেলাম্যহং বলাৎ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব নহুষিং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুরং জনপদো ভূমিরন্তঃপুরপরিচ্ছদঃ সহ।
অত্রাস্তশ্চাপি পুরুষা দাসভূতাঃ ধনং মম।
এবমু রাজন্ ধনং ধন্যং তেন খেলাম্যহং বলাৎ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব নহুষিং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৯॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[বন, রাজা, ব্রাহ্মণ ও দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় পরাজয়।]

নহুষি বলিল,—হে যুধিষ্ঠির! পাণ্ডবদিগের যাহা কিছু ধন তুমি হারাইয়াছ। হে কৌন্তেয়! আরও যদি অপরাজিত ধন তোমার থাকে, তাহাও বল।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে নুরশ্রেষ্ঠ! আমার অনেক ধন আছে, সুতরাং হে নহুষে! তুমি আমাকে ধন সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ।২

অযুত, নয়, নিযুত, কোটি, অর্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, ধন্য ও পারার্ধ্য পরিমিত ধন আমার আছে। রাজন্! আমি সে সমস্তই পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৩-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া রাজা নহুষির পুনর্বার কূট দ্যূতক্রীড়ায় অবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এই সমস্ত ধনই জিতিয়া লইলাম"।৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নুরশ্রেষ্ঠ! সিন্ধু নদীর পূর্বতীর হইতে পর্যাপ্ত নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত ভূমিতে যত মুদ্রাযুক্ত গাভী, অশ্ব, হাতি ও খেচর আছে, এ সমস্ত আমার ধন; আমি এই অক্ষক্রীড়ার উদ্যমেই পণ রাখিতেছি।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের বাক্য অবসানে পুনর্বার নহুষি দ্যূত অবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এ ধনও জিতিয়া লইলাম"।৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রাহ্মণের ধন ভিন্ন অন্য সকল ধন নয়; সকল নগর ও জনপদ এবং ব্রাহ্মণাতিরিক্ত সমস্ত প্রজাই এখন আমার ধনরূপে অবশিষ্ট আছে। রাজন্! আমি তাহাই দ্যূতে পণ রাখিতেছি।৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাজপুত্রা ইমে রাজংস্তেজসা বৈশ্বিকুবিতাঃ।
কুতশ্চাসি চ নিষ্ক্রান্ত এবং রাজবিদূষণম্।
এতন্নঃ সর্বং রাজেন্দ্রে সৌবাস্যবং যথা ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ব্যবসিতো নিষ্ক্রান্তি সুপাস্যিতঃ।
জিতস্ত্রিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাগতো খলু লোহিতাক্ষ স্নিগ্ধকান্তো মহাদ্যুতি।
নকুলো ব্রূহি এতৎকো বিদ্বেষস্তব তদ্বদম্ ॥১২

শকুনিরুবাচ।

প্রিয়স্তে নকুলো রাজন্ রাজপুত্রো যুধিষ্ঠির।
অস্মাকং বলতঃ প্রাপ্তো দূরাৎ কেনেব সৌবলে ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু তানক্ষানুদ্ধরন্ প্রত্যপাদয়ৎ।
জিতস্ত্রিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অক্ষ বর্ষাদ্ সহস্রাদ্যোঽনুপাস্তি
লোকে ক্ষত্রিয় পণ্ডিতাখ্যাং গতশ্চ।
অন্যত্রাত্ম রাজপুত্রেণ বৈ
দ্যূতাদ্যাহং ন প্রিয়স্ত্বং প্রিয়োঽসি ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ব্যবসিতো নিষ্ক্রান্তি সুপাস্যিতঃ।
জিতস্ত্রিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১৬

শকুনিরুবাচ:

রাজ্ঞীপুত্রৌ প্রিয়ৌ রাজংস্তবেমৌ বিদিতৌ যথা।
সহদেবো ন তে অন্যে ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(হে জনমেজয় !) ইহা শুনিয়া অন্যে যুধিষ্ঠির ও কপটাক্ষধী শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—ইহাও জয় করিলাম ॥৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দুর্বৃদ্ধ ও নিষ্ঠুর ভূতলাধি রাজদূষণ নিমিত্ত এই যে রাজপুত্রগণ রহিয়াছে; ইহারাও আমার ধন, যে রাজন্! ইহাদিগকেই আমি পাশা খেলায় পণ রাখিতেছি ॥১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া অন্যে বিজিগীষু ও ধূর্তচূড়া অবলম্বনকারী শকুনি পাশা ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এই ধনসহ জিতিয়া লইলাম ॥১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সাধুলোকের, নিত্যসত্য, অধ্যবসায়, পরমসুন্দর ও যুবক এই নকুলই প্রথম আমার ধন। ইহাকেই আমি পাশা খেলায় পণ রাখিতেছি ॥১২

শকুনি বলিল,—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজপুত্র নকুল তোমার প্রিয়। বেশ, তোমার এই ধনও আমাদের বশীভূত হইল। অপর কি পণ রাখিবে ॥১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া শকুনি অক্ষগুলি নিক্ষেপ করত যুধিষ্ঠিরকে বলিল—তোমার এই ধনও জিতিয়া লইলাম ॥১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এই সহস্র বর্ষের উপরে কাল লোকে পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ আমার প্রিয়; এই রাজপুত্র সহদেব পরের অযোগ্য হইলেও আমি অধিকের ন্যায় ইহাকে পাশায় পণ রাখিতেছি ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া অন্যে যুধিষ্ঠির শকুনি কাপট্যাবলম্বনে পাশাখেলা আরম্ভ করত যুধিষ্ঠিরকে 'বলিল—আমি ইহাকেও জিতিয়া লইয়াছি ॥১৬

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! যমজ রাজীপুত্রদ্বয় তোমার প্রিয় সন্দেহ নাই। আমি তাহাদিগকে জয়

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অর্থং চরসে মূঢ়ং যো নাবেক্ষসি বৈ বহু।
সো ঽয় মূঢ়কালস্থ কিমেবং কর্তুমিচ্ছসি ॥১৮

শকুনিরুবাচ।

অর্থে বদ্ধা প্রপদ্যন্তে প্রবদন্তঃ সাধুসম্মতি।
তেনৈতে রাজন্ ঘটিতোঽসি বন্ধনে তদ্বদস্ব মে ॥১৯
অথ বাপি ন মুঞ্চসে আত্মানং বা যুধিষ্ঠির।
কিন্তন্ত বাপি যৌথ্যস্তঃ প্রলপন্ত্যাৎকটা ইব ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যো মে সাধ্যো নৌধিব পাশনেতা
জেতা বিপুণাং রাজপুত্রতমো।
অর্থজ্ঞো লোকবীরেণ তেন
যৌথ্যাদ্যাহং শকুনে কাঙ্ক্ষমেয় ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ব্যবসিতঃ বিহৃষ্টঃ শকুনাব্রিতঃ।
বিজয়িষ্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২২

শকুনিরুবাচ।

অক্ষ ধরা পাণ্ডবানাং ধনুর্ধরঃ
পরাজিতঃ পাণ্ডব সভাজী।
তীব্রেণ রাজন্ ঘটিতেন দীব্য
ৎং কৈতবং পাণ্ডব তেহবশিষ্টম্ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যো নো নেতা যুধি নঃ প্রণেতা
যথা যন্তা মানবশ্চক্ররেক্ষঃ।
তির্যগ্ যেষ্টা সমরস্তর্মহাত্মা
সিংহস্কন্ধো দন্ত শলাতমবী ॥২৪

যস্যেন তুল্যো ধনুষ্মান্ ন বিদ্যতে
ধনুর্ভৃতাঞ্চাপ্যথ ইষ্বিমর্দনঃ।
অর্থজ্ঞো রাজপুত্রেণ তেন
যৌথ্যাদ্যাহং ভীমসেনেন রাজন্ ॥২৫

করিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় ভীমসেন ও যমজ ভ্রাতৃদ্বয় তোমার অধিক প্রিয়।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মূঢ়! তুমি লোভের বশবর্তী হইয়া কথা বলিতেছ না। সুতরাং তুমি অনর্থভাজন হইতেছ। তুমি উপস্থিত আমার এই আত্মবধের জন্য কিরূপ পরি করিতে চাহিতেছ।১৮

শকুনি বলিল,—হে ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! যত ব্যক্তি অর্থে পতিত হয় এবং প্রথম ব্যক্তি সাধুগণ (সুধীগণ দ্বারা) সম্মিত প্রশংসিত হয়। হে রাজন্! তুমি বলিবে। সুতরাং তোমাকে বলিতেছি।১৯

হে যুধিষ্ঠির! কপট দ্যূতকারিগণ পাশা খেলিতে খেলিতে যে সকল উৎকট কথা বলে, তাহা আমরা অবহার্য বোধ করিলে পারিয়াই যায় না, অথচ বেষিতে পারা যায় না।২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে শকুনে। যে আমাদের মূলমন্ত্রে নৌকার ন্যায় পার করে, যে রাজপুত্র অক্ষিজ্ঞ শত্রুগণকে পরাজিত করে, সেই লোকবীর পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাহারই পণ রাখিতেছি। আমি এই বলবন্তকেই পণ রাখিয়া খেলিতেছি।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যুধিষ্ঠির শকুনি তখন কপটতাপূর্বক পাশা খেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"তোমার এই ধনও আমি জিতিয়া লইলাম।"২২

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! পাণ্ডবগণের মধ্যে যিনি ধনুর্ধর ও অস্ত্রবিশারদ, সেই মহাবাহু অর্জুন পরাজিত হইয়াছে। এখন তোমার প্রিয় ভীমই পাশাখেলার পণরূপে অবশিষ্ট আছে। হে পাণ্ডব! এবার তাহাকেই পণ রাখ।২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ব্যবসিতো বিকৃতিং সমুপাগতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্বিষ্ঠিতবতাব্রবীৎ ।২৩

শকুনিরুবাচ।

অক্ষৈ বিদ্ধা পরাজৈষীর্মামহং সহদেবাৎ।
আচক্ষ্ব বিদ্ধি কৌরব্য যদি তেঽস্ত্যপরাজিতম্ ।২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহং বিশিষ্টঃ সর্বেষাং ভ্রাতৃণাং ধর্মচারিণাম্।
দুর্যোধনং জিতং কর্ম ন মমাস্ত্যপরাজিতম্ ।২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা ব্যবসিতো বিকৃতিং সমুপাগতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্বিষ্ঠিতবতাব্রবীৎ ।২৯

শকুনিরুবাচ।

এতৎ পাণ্ডিত্যমস্মাকমিত্যাস্থায় ব্যবস্থিতাঃ।
স্থিতে পতি বনে রাজন্ পাণ্ডব আত্মপরাজয়ম্ ।৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা মহাপ্রাজ্ঞো ব্রতে সর্বাবস্থিতাম্।
পরাজয়ং লোকবীরমুক্তা রাজানং পুনঃ পুনঃ ।৩১

শকুনিরুবাচ।

অস্তি তে বৈ প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদী পরমাঙ্গনা।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াস্মানং পুনর্জয় ।৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নৈব ত্বয়া ন মহতা ন কৃপা মাতিরোদিনী।
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া শৈব্যাত্মজং জয় ।৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! যেমন মায়াবলম্বন একমাত্র মহা মহাবাহু ইন্দ্র দনুর বেদজ্ঞ ও যুদ্ধে পরিচালক; তদ্রূপ এই বিশ্বস্তুতিসম্পন্ন সহজ ক্রতুকুল, নিয়তত্ত্ব, অতেজ ধর্মে সদা অবস্থিত ভীমও আমাদের বেদ্য। যাহার বুদ্ধি বলবান্ কোন পুরুষ নাই, যে সভাবাদিগণের সর্বদা জ্ঞেয়, সত্যব্রতধর এবং রাজপুত্র সে সহদেব অবধ্য হইলেও—তথাপি এই ভীমসেনকেই আমি পাশার পণ রাখিতেছি ।২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! ইহা শুনিয়া অক্ষে নিপুণ শকুনি কপট দ্যূতাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—তোমার এই বচন আমি বিজিলাম ।২৬

শকুনি বলিল,—হে কুরুনন্দন! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত বহু হস্তী প্রভৃতি ধন হারাইয়াছ। এখন বল, পণ রাখিবার মত তোমার কি অবশিষ্ট আছে ।২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমি বিশিষ্ট ও সকলের প্রিয়। আমি পরাজিত হইয়া ইহাদের সহিত তোমাদের আজ্ঞা পালন করিব। ইহাদের পরাজয়ে আমার জয় সুখে আনুত হইয়াছে। সুতরাং আমি আমাকেই পণ রাখিতেছি ।২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া অক্ষে নিপুণ শকুনি কপট দ্যূতাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"আমি তোমাকেও জয় করিলাম" ।২৯

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! তুমি যে নিজেকেই পণ রাখিয়া হারাইয়াছ, ইহা অতি অযথা কার্য করিয়াছ। এখন অবশিষ্ট থাকিলে আত্মপরাজয়ের পূর্বে নিজের কথা ।৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া অক্ষবিদ্ শকুনি অক্ষক্রীড়াকুশলে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে যুধিষ্ঠিরের পরাজিত সকল বস্তুকে পুনঃ পুনঃ জয়ের কথা জানাইলেন ।৩১

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! তোমার পরমপ্রিয়া পত্নী একমাত্র অপরাজিত পণরূপে অবশিষ্ট আছে। তুমি তাহাকে পণ রাখিয়া পুনরায় নিজেকে জয় কর ।৩২

শাম্ভবোৎপলস্রাক্ষ্যা শাম্ভবোৎপলগন্ধয়া।
শাম্ভবোৎপলসেবিন্যা রূপেণ শ্রীসমানয়া ॥৩৪
তথৈব তাদাবুদগ্রাং তন্বা তাম্র ইবনখাম্।
তন্বা তাম্রোষ্ঠনখ্যা বাণিজ্যং পুরুষঃ ক্রিয়ম্ ॥৩৫
সর্বৈস্তৈর্যি সম্পন্নামনুকূলাং প্রিয়ংবদাম্।
বহ্বীষু ধর্মকামার্থসিদ্ধিষ্বিষ্টময়ঃ ক্রিয়ম্ ॥৩৬
চন্দনং সর্বিষশ্চৈব যা প্রযচ্ছতি প্রতিগ্রহাৎ।
আত্মোপাত্তবিপাপেভ্যঃ সর্বং বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৩৭
আজানি পশবশ্চক্রুঃ সংবৎসরমথাপি চ।
যেষিষ্যা যৌবনেনী তাম্রাক্ষী বাহিনোদরী ॥৩৮
তয়ৈবংবিধয়া ধার্যন্ পাতালস্থোঽহমস্যয়া।
ত্বয়া যৌবনমাসাদ্য শ্রোণিতা বত শোভন ॥৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তে তু বচনে ধর্মরাজেন ধীমতা।
বিস্মিতাভ্যেব বৃদ্ধাভ্যাং সত্যাভ্যাং নিঃসৃতা গিরঃ ॥৪০
ততঃ সা সত্যা রাজন্ রাজ্ঞাং সত্যপ্রিয়ে শুভা।
ঊরূ-শ্রোণি-কৃপাবেভ্যাং বেদশ্চ সমজায়ত ॥৪১
শিরো মুখং তথা গ্রীবা বক্ষশ্চ হৃদয়ং তথা।
অঙ্গেষু ব্যায়তশ্চোর্ধ্বং নিঃসৃতশ্চিব পঞ্চমঃ ॥৪২
(বাহুলোকঃ সোমকশ্চ প্রাতীপেয়ঃ পরন্তপঃ।
শ্রৌণি-ভূরিশ্রবাশ্চৈব মুহুর্মুহুরিতাহুতঃ।
যতো নিঃসৃতবেদাক্ষ্যঃ নিঃসৃতস্তু যতোবপাঃ।)
মুহুরাহুয় তং হৃষ্টঃ পাদ্যমূচুঃ পুনঃ পুনঃ।
কিং কিমঃ কিং কিমঃ কুর্মঃ কিমস্মাকং ভবানিতি ॥৪৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যিনি দীর্ঘাঙ্গ নহেন, হ্রস্বাঙ্গও নহেন, কৃশাঙ্গও নহেন, অথচ যৌবনবর্ণাও নহেন এবং যিনি নীল মুক্তিতকেশী, আমি সেই স্ত্রৌপদীকেই পথ হারিয়া তোমার সহিত শয়া সেবিতেছি ॥৩০

যাঁহার নয়ন শরৎকালীন পদ্মদলের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার অঙ্গ হইতে শারদ পদ্মের গন্ধ নির্গত হয়, যিনি শারদীয়পদ্মকে ভালবাসেন এবং যিনি রূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ॥৩১

যাঁহার উরু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, যেমনই অধিবিন্নতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন আছে। যেরূপ মাত্রেতে পুরুষমাত্রই স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করে ॥৩২

যিনি সর্বগুণসম্পন্না, অনুকূলা, মধুরভাষিণী, ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধিবিষয়ে এবং যেরূপ নারী পুরুষমাত্রের বিশেষই পত্নীরূপে প্রার্থনীয় ॥৩৩

যিনি পতির শয়নের পরে শয়ন করেন, যাঁহার জাগিবার পূর্বেই জাগরিতা হন এবং যোগাল হইতে যিনিই ইঙ্গিতমাত্র কর্মকারী পর্যন্ত সকলের কার্যের সুখানুসুখ সংবাদ যিনি রাখেন ॥৩৪

পদ্ম ও মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় যাঁহার যেরূপ মনোরম গন্ধ পাওয়া যায়, যিনি বস্ত্রবেশীর ন্যায় কৌশেয়া, ঔর্ণকেশী, তাম্রনেত্রা এবং অধিলোমবর্জিতা ॥৩৫

হে রাজন্! যে সুবদনা আমি পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্টা সেই সুবদনা সর্বাঙ্গসুন্দরী পাতালস্থ পথ হারিয়া তোমার সহিত শয়া সেবিতেছি ॥৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ এই কথা বলামাত্রই সত্যের মুখ সত্যবের মধ্য হইতে বিনু বিনু এইরূপ বাণী নির্গতা হইল ॥৩৭

হে রাজন্! সেই সত্য মুক্তির হইল এবং রাজকন্যার মুখ হইতে শ্রোণোজ্ঞান নির্গত হইতে লাগিল; ঊরু, শ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির সহিত বেদ উৎপন্ন হইল ॥৩৮

বিদ্বান্ দুই হাতে মস্তক ধারণ করিয়া অঙ্গসমূহের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সূর্যের ন্যায় তীব্রতেজঃ পরিত্যাগ করিতে করিতে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৩৯

অর্থং কর্ণেন্দ্রিয়ক্ষুব্ধং মং দুঃশাসনাদিভিঃ।
ইত্যেবমাঃ দু সভ্যানাং মেত্রেভ্যঃ প্রাপতদ্ভুবম্ ॥৪৪
সৌবলস্তুবিবাহৈঃ বিজয়ী মহাংস্তেজঃ।
বিজহ্রিয়ে তদানীং পুনরেবমুবাচ হ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে পরমাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশসাহস্র্যাং দ্যূতপর্বণি দ্রৌপদীপ্রাপ্তিরাখ্যানে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

(যাজ্ঞসেনী, প্রতীপের পৌত্র সোমদত্ত, সঞ্জয়, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাপ্রভৃতি কুরুবৃদ্ধ অধোমুখে হতবল শেষন করিতে করিতে কর্ণের তীব্র বিদ্রূপ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।)

দুর্ব্বাক্য অবধি হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কি হয় কথা হইয়াছে? কি হয় কথা হইয়াছে!" তিনি ঘোরতর রোষন দমিতে পারিলেন না ॥৪৩

দুঃশাসন প্রভৃতির বচিত কর্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু সভ্য সকল সভয়ে মেত্র হইতে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল ॥৪৪

অনন্তর, সুবলতনয় শকুনি "আমি তোমার এই সমস্তই হরণ করিয়া লইয়াছি" এই বলিয়া পুনরায় অক্ষ ঢালিয়া ফেলিল ॥৪৫

শ্রীমহাভারতবিবেকপ্রদীপে পরমাহস্যাং সংহিতায়াং মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দ্রৌপদীপ্রাপ্তিরাখ্যানের পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরেণ দুর্য্যোধনস্য ভিরস্কারঃ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

এহি ত্বং দ্রৌপদীমানয়
ক্ষিপ্রং তাঞ্চাং দশ্যতাং পাণ্ডবানাম্।
সম্মার্জ্জনীং বেশ্ম পরেতু শীঘ্রং
তস্মাদ্ধ্যেতা দাসীভিঃ সুসংবিগ্না ॥১

বিদুর উবাচ।

দুর্বিজ্ঞেয়ং তাদৃশং দাসভাবং
ন ত্বং সম্যগ্‌বেত্সি পাপপ্রজ্ঞ।
প্রপাতে ত্বং সন্নয়মানো ন বেৎসি
ব্যাত্তাস্যং বৃকঃ দ্রৌপদেয়ৈরিবেদম্ ॥২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে ক্ষত্তঃ (বিদুর)! আপনি এইদিকে আসুন; পাঞ্চালরাজের সম্মানিতা ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করুন। সে শীঘ্র আসিয়া এই গৃহ মার্জ্জনা করুক এবং ঐ পাপাচারিণী অকস্মাৎ দাসীগণের মধ্যে অবস্থান করুক ॥১

বিদুর বলিলেন,—তোমার ন্যায় দুরন্বয় এইরূপ দুরবস্থার আশ্রয়ে করিতে পারে। হে অবিবেকে! তুমি যে ঘোরতর আপদে পড়িয়াছ—ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। উহাতে যেটুকু হইয়া তুমি যে প্রপাতে পতনোন্মুখ হইয়াছ—ইহাও বুঝিতেছ না; মূঢ় হইয়া অসামর্থ্য অভিজ্ঞের ন্যায় দ্রৌপদীকে ক্রুদ্ধ করিতেছ ॥২

আদিবিবাহে বিধিশ্চ পূর্বকোপা আবিষ্টাঃ।
যা জোপিষ্ঠাঃ প্রবদ্ধাস্তু যা পরস্তঃ পরস্তরম্ ॥৩
ন হি রাজীবলাপাসা কৃষ্ণা তবিতুমর্হতি।
অরীমেন বি রাজেয়া পথে ক্ষেত্রতি যে মহিঃ ॥৪
অয়ং তত্তে পেতৃষিবাদ্বধাতী
কথং রাজা দ্রুপদস্যাত্র পুত্রঃ।
যুক্তম্ হি বৈরায় মহাজনায়
অতো ন বৃদ্ধাত্মবন্তকালম্ ॥৫
বাক্সন্তুরা ভাষ্য মৃদুপ্রবোধী
ন হীদৃশঃ পরবন্ত্যাপরীত।
যস্যাস্ত যাতা পথ উদ্বিজেত
ন তাং অবজ্ঞাস্তীঃ পাপলোক্যাম্ ॥৬

পরুষস্ত্বাতিবাদাংশ্চ বক্ষ্যতি
বৈবাহঃ শোভতি রাজবাসি।
পরস্ত নার্যাস্তু তে পতন্তি
জন্ পণ্ডিতো নাবসেদ্বেৎ পথেষু ॥৭
অলো হি শত্রুমন্দিরং ভিনৈতঃ
শত্রু বিপক্ষে শিবদাশ্চ ভূমৌ।
বিকৃত্তনং বক্ত কণ্ঠস্য ঘোরং
তত্ত্বম্ বৈরং যা কৃথাঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ ॥৮
ন ত্রিত্রিবিষ্ণঃ প্রবদন্তি পার্থা
যদেতাং যা দুঃশাসনিনা যা।
তপস্বিনং যা পরিপূর্ণবিদ্যং
ত্বাপি বৈরং যবরাঃ শমেত ॥৯

অত্যন্ত কুরু মহাবিবর দর্শনদ্বয় তোমার মস্তকের উপর ঘন্টা বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। যে পুরুষস্ত্রে ! ইহাদিগকে দূষিত করিয়া তুমি মহাসংকটে পতন করিও না।৩

কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) কখনও রাজীব প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেননা, (নিজে রাজপদে আরূঢ় হইয়া পরাজিত হওয়ায় রাজার দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার কোন অধিকারই নাই সুতরাং) বিজেতা উহার প্রভুস্বরূপ রাজা ইহাকে পণ রাখিয়াছেন—ইহাই আমার বিশ্বাস।৪

যেরূপ বীর নিজের বিনাশের জন্যই কল বাহন করে, সেইরূপ দ্রুপদরাজপুত্র এই দুর্যোধন আত্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দ্যূতক্রীড়া এখন সজ্জনের ও মহাজনের আচরণ হইয়া পরিয়াছে, কিন্তু তথাপি এই যজ্ঞ বিনাশের অনুকূল উপস্থিত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিতেছ না।৫

তাহাতেও কর্কশভাষী বাক্য যা তাহাদের তর্জন বাক্য বলিতে নাই, অথবা হীন ব্যক্তির ন্যায় কটুবাক্য দ্বারা সভাকে কলুষিত করিতে নাই; যেরূপ বাক্যের দ্বারা সভ্য উদ্বিগ্ন হইতে পারে, এইরূপ আলাপও মহাত্মা যাজ্ঞসেনী যাজ্ঞাও বলিতে নাই।৬

যে সকল অবলা ও কুরুরাজপুত্র মুখ হইতে উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কটুবাক্যে আমার অঙ্গে এবং আঘাত করিয়া বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, পণ্ডিতগণ সভ্যের প্রতি এরূপ বাক্য কখনও প্রয়োগ করেন না।৭

এক অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনিহত করিয়াছিল, অন্যটী সমগ্র আইরাবতী যাত্রায় যে বাহিনী সমস্ত মারিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনিময় চেষ্টা করিলে ঐ অস্ত্রের দ্বারা অর্পণ কণ্ঠদেশই ছিন্ন হইয়াছিল। সেইরূপ দ্রৌপদীরূপ অস্ত্র তোমার কণ্ঠ ছেদন করিবে: সুতরাং তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিও না।৮

কুরুবীর পুরুষগণ কোন ব্যবসায়ী, মূর্খ, জলধী অথবা পরিপূর্ণ বিদ্যাবৃদ্ধে এইরূপ বাক্য কখনও বলেন না। কুরুবংশের অবাবিধিষ্ট ব্যক্তিগণই সভা এইরূপ বলিতে পারে।৯

যাস্ত দুষ্যেয়ু নরকস্ত ভিন্নঃ
ন দুষ্যতে দুরভাষ্ট্রস্ত পুত্রঃ।
তমেবমাহুর্বহবো মুরুণাং
মুখ্যোত্তমে সদ্ম দুর্যোধনেন ॥১০

অক্ষজ্ঞানান্নহি শিক্ষাঃ প্রয়ন্তে
দুষ্টস্ত বাক্যেঽস্তসি পদ্মপত্রে।
তুল্যে যাস্ত দুরভাষ্ট্রস্ত পুত্রা
ন যে যাচঃ পদ্মপত্রাঃ স্পৃশন্তি ॥১১

অন্যো দুষ্ট অধিকারং করোতি
দুষ্টাত্মনঃ সর্বতো বিপ্রণষ্টঃ।
যাস্ত কাষ্যাঃ দুষ্টবাক্যে পদ্মপত্রে
ন শ্রদ্ধত্তে বর্ষতে লোক এষ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি বিদুরবাক্যে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

দুরভাষ্ট্রনন্দন দুর্যোধন ইহা বুঝিতেছে না যে, এই কথা যুক্ত কুটিল লোকের প্রকৃতির বাধ্য বচন। (আশ্চর্য্যের কথা এই যে) এই কথা যুক্তে দুর্যোধনের সহিত অন্যান্য কৌরবগণও ইহার অনুযায়ী হইয়াছে ॥১০

অন্যায়ক্ত (দুষ্ট) জনে বুঝিতে পারে, প্রকৃতরূপ জনে জানিতে পারে, কৌরবসমূহও জনে না জানিয়া চিরকাল নিন্দিত হইতে পারে, তথাপি যাহা দুরভাষ্ট্রনন্দন দুর্যে দুর্যোধনের আমার হিতকর বাক্য গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥১১

যেহেতু শুক্রাচার্য্য এবং বৃহস্পতির হিতকরী বাণী ইহারা শুনিতেছে না, বরং লোক ক্রমশঃ ধ্বংসিতই হইতেছে, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে কৌরবদের সকল কার্য্যকারী মহাকাল অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে বিদুরবাক্যাত্মক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রাতিকামিনী আনয়নার্থ দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে দূতী। আসিয়াছে দুর্যোধন প্রভৃতি, কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন, সভাস্থলে দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধনের বিদ্রূপ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিদুরস্ত বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো
দুর্যোধনো বহূন্ রাজ্ঞঃ দুরভাষ্ট্রস্ত পুত্রঃ।
অব্রবীৎ প্রাতিকামীং সভায়াং
সূতং চৈনং পরমর্যাদমেত্য ॥১

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[প্রাতিকামীকর্তৃক আনীত হইয়া দ্রৌপদীকে না আসিতে দেখিয়া তাহাকে আনিতে দুঃশাসনের গমন, কেশ গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে সভায় আনয়ন এবং সভাস্থলের প্রতি দ্রৌপদীর বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুরভাষ্ট্রনন্দন দুর্যোধন বিদুরকে বিদূরিত প্রধানপূর্ব্বক দর্প ভরে সভামধ্যে অবস্থিত প্রতিকামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল সভ্যগণের সমক্ষে তাহাকে বলিলেন ॥১

দুর্য্যোধন উবাচ।

প্রাতিকামিন্ দ্রৌপদীমানয়স্ব
ন তে ভয়ং বিদ্যতে পাণ্ডবেভ্যঃ।
সভা হৃতং বিষয়ং যে তবেতো
ন চাস্মাকং বৃষ্ণিকাশ্চ দ্বিষন্তি ॥২

বৈকর্ত্তন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রতিকামী ন সূতঃ
প্রায়াজ্ঞাজ্ঞং রাজবচো বিনশ্য।
প্রবিশ্য চ দ্রুপদস্যেহ বেশ্ম
সমাসদৎকৃষ্ণয়া পাণ্ডবানাম্ ॥৩

প্রাতিকাম্যুবাচ।

যুধিষ্ঠিরো দ্যূতজিতেন যজ্ঞসেনে
দুর্য্যোধনো দ্রৌপদি ত্বামযাচৎ।
সা ত্বং প্রপদ্য দ্রুতমাশু ক্ষত্তারং
বয়ামি বাং কর্ত্তুমিহাজ্ঞপ্তিমস্মৈ ॥৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কথং ত্বেবং ভাষসি প্রতিকামিন্
কো হি বীর্য্যেণ ভার্য্যাং যাচতে ক্ষত্রপুত্রঃ।
মুক্তা রাজা দ্যূতজনেন সর্ব্বং
তদুদ্ভাবং কৈতবমেতৎ কিমিত্থম্ ॥৫

প্রাতিকাম্যুবাচ।

যদা নাদুঃ কৈতবমেতদস্য
ততোদেবীঃ পাণ্ডবেয়াস্তদাসন্।
তস্মাঃ পূর্বং ভ্রাতৃভিস্তেন রাজ্ঞা
স্বয়ং চাত্মা স্বয়মো রাজপুত্রি ॥৬

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যদ্ধ ত্বং ক্ষিপ্তঃ পরা পরাভবাদ্ দ্যূতপরেণ সূতজ।
কিং নু পূর্বং পরাজৈষীর্মাং দ্যূতপরো নু মাম্ ॥৭

এতজ্জ্ঞাত্বা সমর্থয়স্ব ত্বমেনং যদি বয়ং মৃষা।
অথবা ক্ষিপ্তবান্ রাজা দেবনাদি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে প্রাতিকামিন্! তুমি দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। এই কথা (বিদুর) পাণ্ডবদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে; এ আমাদের নিন্দা কখনই করে না।২

বৈকর্ত্তন বলিলেন,—দুর্য্যোধনের আদেশ শ্রবণ করিয়া সেই সূত (সারথি) প্রতিকামী ভবন গমন করত দ্রুপদ যেমন সিংহদ্বার প্রবেশ করে, সেইরূপ পাণ্ডবমহিষীর গৃহে প্রবেশ করিল।৩

প্রাতিকামী বলিল,—হে দ্রৌপদি! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন আপনাকে জয় করিয়াছেন। সুতরাং হে রাজপুত্রি! আপনি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের গৃহে এখন হইতে দাসী বলিয়া জানিবেন। আমি দুর্য্যোধনের আদেশে আপনাকে কর্ম করিবার জন্য লইতে আসিয়াছি।৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে প্রতিকামিন্! তুমি এ কি কথা বলিতেছ? এমন কোন ক্ষত্রপুত্র আছে, যে ভার্য্যাকে দ্যূতে পণ রাখে; রাজা দ্যূতমদে কি এই মত্ত হইয়াছে? তাঁহার পণ রাখিবার মত আর কোন বস্তু ছিল না?৫

প্রাতিকামী বলিল,—হে রাজপুত্রি! যখন আপনাকে পণ রাখিয়াছিল, তখন রাজার অন্য কোন ধন আর অবশিষ্ট ছিল না। তাহার পূর্বেই রাজা ভ্রাতৃগণকে ও নিজেকে পণে হারিয়াছেন এবং পরে আপনাকেও হারিয়াছেন।৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! তুমি সভায় যেই কথা রাজার নিকট গিয়া বল এবং জিজ্ঞাসা কর যে, রাজা প্রথমে নিজেকে হারিয়া আমাকে হারিয়াছেন অথবা পূর্বে আমাকে হারিয়া পরে নিজেকে হারিয়াছেন?৭

হে সূতপুত্র! ইহা জানিয়া আমাকে আনিয়া

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সভাং গত্বা চ তে রাজন্ দ্রৌপদ্যাসহিতা নৃপম্।
যুধিষ্ঠিরং সমাসাদ্য যথা বিদুরিদং বচঃ ॥৯

অজ্ঞেয়ো বঃ পরাজৈষীরিতি হোবাচ দ্রৌপদী।
কিং নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবাপি মাম্ ॥১০

যুধিষ্ঠিরস্তু বিজ্ঞেয়া পরমস্ত ইবাভবৎ।
ন কং সূতং প্রত্যুবাচ যচ্চং সাধ্বসমাবিশৎ ॥১১

দুর্যোধন উবাচ।

ইহৈবাগচ্ছতু পাঞ্চালী প্রশ্নমেনং প্রতীয়তাম্।
ইহৈব সর্বে শৃণ্বন্তু তত্রাস্তেচ্ছতু যদ্ বচঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স গত্বা রাজভবনং দুর্যোধনবশানুগঃ।
উবাচ দ্রৌপদীং সূতঃ প্রাতিকামী ব্যবস্থিতঃ ॥১৩

প্রাতিকাম্যক।

সভামেতী রাজপুত্র্যাজ্ঞপ্তি
অদ্য প্রাপ্তঃ সকাশং কৌরবাণাম্।
ন বৈ সন্ধিং পাণ্ডবস্তে মনীষাম্
বদ্ধ্বা সভাং বেদয়তি রাজপুত্রি ॥১৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এষ সূতং ব্যাহরাৎ সংবিধাতা
স্পর্শানুকো স্পৃশতা ত্বদ্বচোভ্যঃ।
ধর্মং চেরং পরমং প্রাহ লোকে
ন হং সূতং যাজয়ন্তি গোপ্যমানা ॥১৫

দ্যূতং ধর্মে মায়য়াত্তং কৌরবাণাং বৈ
সভ্যান্ বদ্ধা পুরু ধর্ম্যং যথা মে।
তে বাং জ্ঞাস্যন্তি নিপুণং হতং বিদ্বে
ধর্মাস্থানো নীতিমন্তো ধরিষ্ঠাঃ ॥১৬

লইয়া চল। আমি যজ্ঞসেনের রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া দুঃখিত হৃদয়ে তথায় গমন করিব ॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সেই প্রাতিকামী সভায় যাইয়া রাজপুত্রের সহিত অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর কথা বলিল ॥৯

মহারাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আপনি কোন বস্তুর বাজিক খাকিতে আমাকে পণ রাখিয়া হারিয়াছেন? এবং "আপনি প্রথমে আপনাকে হারে হারিয়াছেন অথবা আমাকে?"১০

ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির প্রাণহীন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সূতকে কোন বাক্য কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥১১

দুর্যোধন বলিলেন,—পাঞ্চালী এখানে আসিয়াই সভ্যদের সমক্ষে এই কথা জিজ্ঞাসা করুক। সভ্যেরা তাহার ও উহার কথা শুনুন ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্যোধনের বশীভূত প্রাতিকামী সভায় যাইয়া রাজপুত্রের সহিত অবস্থিত দ্রৌপদীকে বলিল ॥১৩

প্রাতিকাম্য বলিল,—হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ আপনাকে সভায় লইয়া আনার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্য ইহা কৌরবদিগের বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সমুচিত পুরুষ মনীষীরা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। কেবল, সে আপনাকে সভায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে ॥১৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—বিধাতা নিশ্চিতই এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, সূত ও দুঃখরূপ স্পর্শের আধার সূত সকলেই স্পর্শ করে, এজন্য ইহলোকে মনীষিগণ ধর্মকেই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া থাকেন। ধর্মকে রক্ষা করিলে তিনিই আমি বিবাদ করিবেন ॥১৫

সেই ধর্ম কৌরবগণকে পরিত্যাগ না করুক। তুমি সভ্যগণের নিকট গিয়া আমার এই জিজ্ঞাসা কর। সেই নীতিমান্ শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ সভ্যগণ যাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবেন, আমি তাহাই করিব ॥১৬

শ্রুত্বা সুভদ্রাতনয়ো বাক্যমেতাঃ
সভাং গত্বা প্রাহ রাজ্ঞঃ সকাশম্।
অথানুযাতশ্চ ন তং বিবিক্ষুঃ—
নির্বন্ধাৎ তং দ্বারপালাশ্চ সূতম্ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
দুর্বিজ্ঞেয়ং জ্ঞাতুমা দুর্যোধনচিকীর্ষিতম্।
দ্রৌপদ্যাঃ পরমং দুঃখ প্রাপ্তিযোগ্যং তদর্হতঃ ॥১৮

একবস্ত্রা রজস্বলী যোগমায়া রজস্বলা।
সভামাগম্য পাঞ্চালি যত্তদক্ষাক্ষতো জিত ॥১৯

অথ দ্বারপতাং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রীং সভাং গতাম্।
সভায়াং সর্বে বিনিশশ্বসুঃ অনার্যিষ্টমিতাব্রুবন্ ॥২০

ন যত্র ক্ষত্রিয়ঃ দূতঃ কৃষ্ণায়া তদনং পুনঃ।
ভবেদেবমহং মন্যে বর্ষরাণাঞ্চ মন্ত্রিতম্ ॥২১

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো দীনা দুঃখসমন্বিতাঃ।
সত্যসন্ধাভিসন্ধাতা নোদীক্ষন্তে স্ম কিঞ্চন ॥২২
তত্তদ্বেষাং মুখমালোক্য রাজা
দুর্যোধনঃ সূতমুবাচ গুপ্তঃ।
ইমৈরৈবাস্যন্ত প্রাতিকাম্যিং
প্রত্যক্ষতঃ কুরবো জগ্মুষশ্চ ॥২৩
ততঃ সূতস্তত্র যথানুযাত্রং
ভীতশ্চ কোপাৎ ক্রুপদাত্মজায়াঃ।
বিবায় যানং পুনরেব সভ্যা-
ন্নুবাচ কৃষ্ণাং কিমহং ব্রবীমি ॥২৪

দুর্যোধন উবাচ।
দুঃশাসনৈষ ব্রজ সূতপুত্রো
দুঃকৈতবাদুদ্বিজতেঽল্পচেতাঃ।
যদং প্রযুঙ্ক্ষ্বাবর যাজ্ঞসেনীং
কিং তে করিষ্যন্ত্যবলাঃ সপত্ন্যাঃ ॥২৫

বাজসেনীর কথা শুনিয়া সূত সভায় গিয়া দ্রৌপদীকে এবং সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু দুরভিসন্ধিবশতঃ দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা কেহই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর করিলেন না।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্যোধনের দ্রৌপদীকে বলপূর্বক সভায় উপস্থিত করিবার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ধৃষ্টির দ্রৌপদীর সূতরূপে আগত প্রাতিকামীকে দ্রৌপদীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে, তুমি দ্রৌপদীকে এইরূপ বলিবে—পাঞ্চালি। তুমি একবস্ত্রপরিধানা রজস্বলা দ্রৌপদীমাত্র হইলেও সভায় আসিয়া গুরুজনের সম্মুখে উপস্থিত হও।১৮-১৯

তখন সকল সভ্যই রাজপুত্রী দ্রৌপদী সভায় আসিয়াছেন ইহা দেখিতে পাইয়া মনে মনে দুর্যোধনের নিন্দা করিতে লাগিলেন।২০

হে নৃপ! তখন সেই ধীমান্ দূত প্রাতিকামী কৃষ্ণার বচনে উপস্থিত হইয়া ধর্মরাজের বচন তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।২১

(কিন্তু দ্রৌপদী রজস্বলা হওয়ায় সভায় আসিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর সভাস্থলের নিকট জানিবার জন্য পুনরায় প্রাতিকামীকে সূতরূপে প্রেরণ করিলে) মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যসন্ধতাবশতঃ দীন ও দুঃখিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিলেন, কোনদিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।২২

অনন্তর রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবগণের অবনত মুখদর্শনে হৃষ্ট হইয়া সূতকে বলিলেন—হে প্রাতিকামিন্! তুমি এখনই তাহাকে লইয়া আইস, কুরুরাজ সভাসদ তাহার সম্মুখেই আমার প্রশ্নের উত্তর বলুন।২৩

তখন সূত দুর্যোধনের বশানুবর্তী হইলেও দ্রুপদরাজের কন্যার কোপভয়ে দুর্যোধনের বাক্যকে

উক্তঃ সমুষায় স রাজপুত্রঃ
প্রহস্য প্রাহুঃ শনকৈঃ কৃষ্ণাম্।
প্রবিশ্য তৎ বেশ্ম মহানসং যা-
দ্বিজ্ঞাপয়ৎ দ্রৌপদীং রাজপুত্রীম্ ॥২৬

এষোহি পাঞ্চালি জিতাসি কৃষ্ণে
দুর্যোধনঃ পশ্য বিমুক্তলজ্জঃ।
কৃষ্ণস্ তদাকর্ণ্য বচঃ সরোষং
ধর্মেণ সংতাপি সতাং পরেহি ॥২৭

তচ্ছ্রুত্বা সমুষায় দুর্মনাঃ সা
বিবর্ণবক্ত্রা মুখং অবৈক্ষৎ।
আর্তা প্রদুদ্রাব ততঃ স্ত্রিয়ন্তু
দৃষ্ট্বা রাজঃ কুরুপুঙ্গবস্য ॥২৮

তত্রো জবনাভিসারং রোষাৎ
কুশাসনস্তাম্রতিলর্ক্ষনেত্রঃ।
ঘোরৌ ঘনৌ বেণিধরৌ তথোরৌ
তস্যাঃ বেণো নকুলোপনীতৌ ॥২৯

যে রাজসূয়াবভৃথে জলেন
মহাক্রতৌ অক্ষপুতেন সিক্তৌ।
যে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীর্যং
বলাৎ প্রভুতা দ্রুবরাট্টজেন ॥৩০

ন তাং পরাক্ষন্ত সভাসদোপ-
মানীয় কৃষ্ণাং দ্রবিণৌঘকেশীম্।
দুশাসনো নাম নরাধমাধমঃ
জকর্ষ বাহুং করণীমিবার্তাম্ ॥৩১

উপেক্ষা করিয়াও সভাসদকে বলিল,—আমি কৃষ্ণাকে কি উত্তর দিব, আপনারা বলুন ॥২৬

দুর্যোধন বলিলেন,—হে দুঃশাসন! আমার কৃষ্ণ এই সুকুমার দুর্যোধনের (ভাবের) অতি উৎকট রোষ করিতেছে; এ অত্যন্ত দুঃখান্বিতা; তুমি যাও গিয়া বলপূর্বক রাজসেনীকে এখানে লইয়া আইস; পাণ্ডবেরা আমার কতদূর তোমার কি করিবে ॥২৭

তখন রাজা দুর্যোধনের আদেশানুসারে সেই রাজপুত্র দুঃশাসন আতঙ্কোদ্বেগে মহারথপাণ্ডবগণের মুখে প্রবেশ করত রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল ॥২৮

হে পাঞ্চালি! তুমি আইস। হে কৃষ্ণে! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক দুর্যোধনকে দর্শন কর। হে পাঞ্চালকে আতঙ্কোদ্বেগে! তোমাকে ধর্মপূর্বকই জয় করা হইয়াছে; তুমি কৌরবদিগের অবমান কর; সভায় চল ॥২৯

তখন আর্তা দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া দুই হাতে নিজের বিবর্ণ মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে যেখানে মুখ কুরুকুলের বৃদ্ধদিগের পার্শ্বদেশ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে দৌড়িয়া গেলেন ॥২৮

অনন্তর দুঃশাসন ক্রোধে গর্জন করিতে করিতে ঐ দ্রৌপদীর সম্মুখবর্তিনী হইল এবং সেই রাজপুত্রীর তাম্রবর্ণ বর্তুল নীল ও কুঞ্চিত কেশ ধারণ করিল ॥২৯

যাজ্ঞসেনীর যে কেশরাশি রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথস্নানের জন্য সিক্ত হইয়াছিল, পাণ্ডবদিগের বীর্য অবহেলা করিয়া দ্রুপদাত্মজা বলপূর্বক তাহার সেই কেশরাশি গ্রহণ করিল ॥৩০

বায়ু যেমন কদলীবৃক্ষকে আকর্ষণ করে, দুঃশাসনও সেইরূপ সভাস্থা হইয়াও অনায়াসে তাঁর অপরিমিত অতিদীর্ঘকেশী কৃষ্ণাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে করিতে সভায় সমীপে আনয়ন করিল ॥৩১

সা কৃষ্ণমাগা দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী
শনৈরুপাগাৎ যত্রাস্তে পুরুষর্ষভঃ।
একস্ত যাসো বস বস্ত্রমুত্তমে
সভা মেকুঃ নাহিসি মানমার্হা ॥৩২
অতোঽন্যথীং তা প্রসমীক্ষ্য নিত্যং
কেশেষু কৃষ্ণেষু তদা স কৃষ্ণাম্।
কৃষ্ণাং নিরীক্ষ্য হরিং মরেন্দ্র
প্রোবাচ নিক্ষেপগতিং যাজসেনীং ॥৩৩
দুঃশাসন উবাচ।
বলবতা বা তব যাজসেনি
এতাবতা বাপাবতা বিবক্ষা।
দ্যূতে জিতা চাসি কৃতাসি দাসী
দাসীষু বাস্তে অথোপভোগম্ ॥৩৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রতীপকেশী পতিতার্তরূপা
দুঃশাসনেন ব্যথয়ন্তমানা।

দ্রৌপদ্যুবাচ ৫ বচসানা
শনৈরিয়ং যাজসেনী কৃষ্ণা ॥৩৫
দ্রৌপদ্যুবাচ।
ইমে সভায়াসুপবীতসাত্ত্বাঃ
ত্রিলোকপালা ইব প্রকাশাঃ।
গুরুশ্চাপা গুরুসংকৃতশ্চ সবে
তেষাসমে নোৎসহতে বাসুদেবঃ ॥৩৬
পৃথগ্বিধর্মস্থমনাবাসৃত
মা মা বিবৃণ্ডাঃ কৃত মা বিকর্মীঃ।
ন মর্ষয়েদুত্তম বাজপুত্রাঃ
ক্লেশান্ত দেবা যদি তে সহায়াঃ ॥৩৭
ধর্মে স্থিতো ধর্মগুরো মহাত্মা
ধর্মস্ত সূক্ষ্মো নিপুণোপলব্ধঃ।
বাচাপি গর্হ্যঃ পরমাণুমাত্র-
মিত্যাহি লোকঃ ন গুণান্ বিপশ্চিৎ ॥৩৮

দুঃশাসন কর্তৃক আকৃষ্যমাণা হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নষ্ট হইয়া পড়িল, তখন তিনি ধীরে ধীরে দুঃশাসনকে বলিলেন—হে মন্দবুদ্ধে! আমি একবস্ত্রাই সভায় আসিয়া আছি; আমি রজস্বলা। হে অনার্য্য! আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে ॥৩১

এই বলিয়া যাজ্ঞসেনি এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে কৃষ্ণ। যে জিষ্ণু। যে হরে। যে নর। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন দুঃশাসন বলপূর্বক কেশাকর্ষণসময়ে কৃষ্ণাকে আরও বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল ॥৩৩

দুঃশাসন বলিল—হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রাই হও অথবা বিবস্ত্রাই হও না কেন, তোমাকে দ্যূতে আমরা জয় করিয়াছি, তুমি এখন আমাদের দাসী, দাসীর পক্ষে যথেচ্ছাচার দোষের নহে ॥৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আনুপূর্ব্বিক ক্লেশ, পতিতার্ত্তরূপা, দুঃশাসনকর্তৃক ক্লেশে আকৃষ্যমাণা লজ্জায় ও দুঃখে মুহ্যমানা হইয়া কৃষ্ণা ধীরে ধীরে এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥৩৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—এই সভায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ত্রিলোকপাল, ইন্দ্রতুল্য তেজ ও গুরুমানীয় সকলে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমি এইভাবে অবস্থান করিতে পারি না ॥৩৬

হে অনার্য্যচিত্ত! হে বিবিধকর্ম্মা! আমার অঙ্গ আকর্ষণ করিও না। আমাকে বিবস্ত্রা করিও না। যদি দেবতাদের সহিত লোকপালও তোমার

ইদং যথার্থং কুরুবীরমধ্যে
বক্তব্যমাং বং পরিতর্কয়ে বাম্।
ন চাপি কশ্চিৎ কুরুষেবতে হৃৎসাং
ত্বয়ং অবেবং বতমন্যুসন্তপ্তা ॥৩৯
বিনষ্ট নষ্টঃ বসু ভারতানাং
বর্ষন্তথা কত্রিবিনাশ বৃক্ষম্।
অয় ভবীতাং কুরবর্ষভেণাং
প্রেক্ষন্তি সর্বে কুরবঃ সভায়াম্ ॥৪০
প্রোপস্থ ভীমস্ত চ বাহ্নি সন্ধং
অতঃ তথৈবাক যথাস্থানোঽপি।
যাজ্ঞসেনী হীদমবর্ষমুক্তঃ
ন লক্ষয়ন্তে কুরবস্তদ্বয়াং ॥৪১
(ইদং প্রশ্নমিদং ক্রুদ্ধ সর্ব এব সভাসদঃ।
নিত্যং যাপাজিতাং বা ন্যং মন্যতে সর্বভূমিপাঃ ॥)

মহান্ হয়, তথাপি এই রাজসূয়যজ্ঞ যোদ্ধাকে তথা করিবেন না।৩৭

বর্তমান এই সভায় সকলে এককেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; বস্তুতঃ আমি দেখিতেছি; দাক্ষায়ণিসুতগণই ইহার মূল কারণ। আমি স্বামীর ভাবে চেষ্টা করিয়া যাহা করিতেছি তাহা তাঁহারা অনুরোধ বোধ করিতে ইচ্ছুক নহি ॥৩৮

এই কুরুবীরগণের মধ্যে যাজ্ঞসেনী আমাকে আকর্ষণ করত যে অপমান করিতেছে; ইহাতে দেখিতে পাইতেছি যোদ্ধা মহাধনুর্ধর হইয়া কেহই তোমার নিন্দা করিতেছে না ॥৩৯

মহারাজ ধিক্! ভারতীয় ক্ষত্রিয়সমাজ নষ্ট ও অসমর্থ হইয়াই নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে; নতুবা, কৌরবসভায় এরূপ ঘোরতর অধিক্রান্ত হইতে দেখিয়াও সভায় সমাসীন কৌরবগণ তাহা কেমন দর্শন করিতেছেন ॥৪০

ভীম ও ফাল্গুনের বাহুযুগল সর্বদা সন্ধ রহিয়াছে; যাজ্ঞসেনী তাহাদের ক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে; তথাপি ইহারা কেমন দর্শন করিতেছেন ॥৪১

(হে সভ্যগণ! আপনারা সকলে আমাকে বলুন—আমাকে অপমান করিয়া সভা কি করিয়াছে কি না?)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(হে রাজন্!) সেই দুরবস্থায় দ্রৌপদী কাতরভাবে এইরূপ বলিতে বলিতে দুই পুত্র দুর্যোধনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের ক্রোধকে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন ॥৪২

রাজা, ধর্ম, যুধিষ্ঠিরসম্বন্ধের কারণ পাণ্ডবগণের তত দুঃখ হয় নাই, যত দুঃখ হইয়াছিল সভা ও ক্রোধে আকুল দ্রৌপদীর কটাক্ষপাতে ॥৪৩

কর্ণস্তু তদাজ্ঞায়ভীব তদ্ভঃ
সম্পূজয়ামাস হরিং সমন্ততঃ।
আজ্ঞায়মানঃ স্বকলস্য পূজ-
য়ৈবেষ দুঃশাসনতঃসমক্ষং ॥৪৫
সন্ধায় যে তত্র ধনুর্মহন্তে
জ্যামাকৃষ্য মার্গণাংশ্চৈব তীব্রান্।
ভেদাদ্ধ্রুবং দুষ্করতীব কৃত্বা
দৃষ্ট্বা সভায়াং পরিহৃষ্টরূপাম্ ॥৪৬
ভীষ্ম উবাচ।
ন কর্ণসৌষ্ঠবাৎ সূতজে বিদেহ্যাঃ
স্বয়ম্বরে যে প্রথমিং বরার্হে।
অন্যাস্তপস্তাঃ পরিতুঃ পরস্য
ত্রিয়াস্ত কর্ণ্যবশাঃ সমীক্ষ্য ॥৪৭

দুঃশাসনের দ্রৌপদীকে রথারোহণের পরিবর্তে রিক্ত হস্তোত্তোলন করিতে দেখিয়া অন্তরঙ্গগণ তাঁহাকে যেরূপ আশ্বাস করিতে করিতে "তুমি আমাদের স্বামী" এই বলিয়া সন্তোষ জন্মাইয়া ছিলেন ॥৪৪

তখন কর্ণও তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। কথা সমর্থন করিলেন এবং শার্ঙ্গধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দুঃশাসনকে অভিনন্দিত করিল ॥৪৫

সভামধ্যে দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর সম্মানকর্ম করিতে দেখিয়া দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি তিন জনেরই অন্তরে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৪৬

ভীষ্ম বলিলেন,—হে সুভদ্রে। কর্ণের সুন্দরাকৃতি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না। যে বিদেহকে পণ রাখিয়াছে, সে বিদেহ উহার প্রমুখ রাজাইয়া কেলার যোগ্য হইতে পণ রাখিতে অনধিকারির প্রমুক্ত অন্যে হইয়া যেরূপ সত্য; তেমনই দ্রৌপদও সর্ব্বথা কর্ণার বশীভূত হইয়া তাহারও সর্ব্বা পৃথিবী সমক্ষে
দুর্বিষহিতা বর্ষবধো ন বাচ্যাৎ।
উক্তং বিদেহাধিপতি চ পাণ্ডবে
তস্মান্ন শক্যামি বিবেক্তুমেতৎ ॥৪৮
দুর্যোধনস্যাঃ শকুনির্মহাত্মা
মুক্তাহরন্তেন বিদগ্ধরূপাম্।
ন মন্যতে তাং বিকৃতিং দুর্বিষহ্যং
স্তুয়াদ্ য তে প্রশ্নমিমং ব্রবীমি ॥৪৯
দ্রৌপদ্যুবাচ।
আহুর রাজা কুশলৈরবাদ্যৈ-
র্দ্যূতপ্রিয়ৈর্দ্যূতবিদো সভায়াম্।
দ্যূতপ্রিয়োর্নাভিসৃতে প্রবন্ধঃ
কস্মাদয়ং মাং বিসৃজেতকাম্ ॥৫০

তোমরা সত্য; সুতরাং এই উত্তর দিয়া চিন্তা করিয়া আমি যথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না ॥৪৭

কর্ণরাজ দুর্বিষহ সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, কিন্তু বর্ষকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না। সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরই তোমাকে পণে রাখিয়াছে এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে; এজন্য আমি প্রকৃত উত্তর ঠিক করিতে পারিতেছি না ॥৪৮

সমস্ত মানুষের অথবা দ্যূত ক্রীড়ার শকুনি অধিকার; যুধিষ্ঠিরও তাহার সহিত পাশা খেলায় নিযুক্ত হইয়াছে, তথাপি সে শকুনির এই দ্যূত ক্রীড়াকে পরিত্যাগ করে নাই, এজন্য আমি সন্দিহানচিত্ত হইয়া তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না ॥৪৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—পাশা খেলায় বিদুর অনার্য্য, ইহাতে, পরীক্ষার ছলে দুরাত্মগণ কর্তৃক সভায় পাশা খেলায় অত্যন্ত দ্যূতপ্রিয় রাজাকে আহ্বান করা হইয়াছে; সুতরাং এই কথা

অতস্তথাবৈরিণি প্রহরেত-
মুদ্যম্যমানঃ মৃদুপাণ্ডবাগ্র্যয়া।
নমূঢ় ধর্মৈক হিতোঽপি ধর্মরাট্
পশ্চাদমর্ষৈক বৈরমনুশেতঃ ॥৫১

তিতীর্ষতি যেন কুলং সমাত্মা-
নৌনাঃ সুকষ্টাক তথা সুদাগাম্।
সজীব্য সর্বে মম চাপি রাজ্যং
বিক্রম্য যে প্রত্যহিনং ধনাংং ॥৫২

(ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্রুবত্যাং করুণং দ্রুপদ্যা-
মবেক্ষমাণা কৃপণান্ পতীংস্তান্।
ক্রুশোদরঃ পাণ্ডবাগ্র্যপ্রিয়ার্হা
বাষ্পাম্বুধারাঃ সসৃজুর্মুখেষু ॥৫৩

অথ কৃষ্ণাক্ষ রক্তান্তা-
ন্নেত্রোত্তরৌষ্ঠাবনতাননাংস্তান্।
কৃষ্ণাবেক্ষ্য ধৃষ্টিদ্যু-
ম্নো ধৃষ্টিমিত্যুবাচ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি গৃহপর্বণি দ্রৌপদী প্রশ্নে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

পাণ্ডবরা অর্জুনের মতন প্রিয় বন্ধুর হারি কি ঠিক হইয়াছে ?৫০

অতঃপরিত, ধর্মরাজ বিনীত বচনে বিদিয়া ভগবৎকৌশল দ্বারা দ্রৌপদীর কৃপণাবস্থাপন্ন দৃষ্টিপাতের ভয় করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এইরূপ বিলম্ব হইয়াছেন।৫১

সভার উপস্থিত কৌরবগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কন্যার পিতা ও পুত্রবধূর শ্বশুর। সকলে বিদিয়া থাকায় প্রায় বিবেচনা করত উঠা যায় না।৫২

(তাহা সভাই নয়, যেখানে বৃদ্ধগণ উপস্থিত নাই ; যিনি বৃদ্ধ নন, যিনি ধর্মের কথা বলেন না ; তাহা ধর্ম নয়, যাহাতে সত্য নাই এবং তা সত্য নয়, যাহা ছলনা দ্বারা অনুবিদ্ধ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রৌপদী করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে এইরূপ বলিলে এবং পতিগণের দিকে কটাক্ষপাত করিতে থাকিলে বৃকোদর তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও অশ্রুর ধারাসমূহ বলিতে লাগিল।৫৩

অনন্তর দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করাতে উত্তরীয়বস্ত্র নুয়ে নুয়ে পড়িতেছিল। ঐ অবস্থা দেখিয়া এবং যুধিষ্ঠিরের মৌন সম্মতি জানিতে ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইল।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত মূলসংস্কৃত দ্রৌপদীপ্রশ্ন নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৬৭

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমস্য কোপঃ, অর্জুনেন তস্য প্রশমনম্, বিরাটস্য বর্ষানুশায়েনোক্তেঃ তথৈব প্রতিবাক্যং, দ্রৌপদ্যা অন্তরগমনং, শ্রীকৃষ্ণেন দ্রৌপদ্যা সন্ত্বনা করণং, অন্তঃপুরস্য প্রতিবাসার্থং বিরাটস্য সন্দেশকং প্রেষণমাদিকং।]

ভীম উবাচ।

অর্হতি ক্লেশমেবায়ং বিহরণমাত্মনঃ যুধিষ্ঠিরঃ।
য ইমামীদৃশীং প্রাপ্তো দশামার্যো ন বুধ্যতে ॥১

রাজ্যাদ্ যঃ প্রবরাদ্যাদ্যাদ্ ভ্রষ্টো বন্ধুজনাদৃতঃ।
তস্যেয়ং পৃথিবীপালা নাশিনঃ পরমান্নভোজনম্ ॥২

যাজ্ঞসেনি বনেঽপ্যেব কৃষ্ণাজাতুষ্বাসি চ।
যাজ্যমানা ময়ৈবেহ কৈরবেণ প্রভাঃ পরৈঃ ॥৩

ন চ যে তস্য কোপোঽভূৎ সর্বলোকো হি যো তথা।

ইমং ব্যতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদ্যা বত্র পশ্যতে ॥৪

এবা অর্জুনস্য ঘাতা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌরবৈঃ।
বনান্তরে নিবসতে দুষ্টৈর্দুঃশীলকারিভিঃ ॥৫

অজ্ঞাঃ কুরুষু সম্প্রাপ্তং ক্ষয়ং রাজন্ বিপাক্ষতে।
যাস্তু যে সম্প্রবক্ষ্যামি স্মরে বাহিষ্মতীমপি ॥৬

অর্জুন উবাচ।

ন পুত্রা ভীমসেনস্য যবীয়ঃপৌরবিক্রিয়ঃ।
পরৈতে মাণিভিঃ সূনৃতাদৈর্দমগৌরবম্ ॥৭

ন সভায়াং পরে তাত্যা দর্পহেতোরুপক্রমেৎ।
আত্মনং বাধিকং জ্ঞাত্বা ক্রোধঃ ক্রোদ্ধিতুমর্হতি ॥৮

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের কোপ, অর্জুনকর্তৃক উহার প্রশমন, বিরাটের বর্ষানুশয় উক্তির অর্জুনকৃত প্রতিবাদ, দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দ্রৌপদীর সান্ত্বনা এবং অন্তঃপুরের প্রতিবাসার্থে বিরাটকর্তৃক সন্দেশপ্রেরণ বর্ণন।]

ভীম বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! শত্রুগণের মুখে অনেক অসতী স্ত্রী থাকে; সেইরূপ সেই অসতী স্ত্রীদের পাপার পর নাই; তাহারাও ইহাদিগকে ধন্য থাকে।১

কাম্যকবনে যে সব ও অন্যান্য ব্রত আরম্ভিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, যে সব, যজ্ঞ, যাগের ব্যয় ও অন্নদান উপায়সকল আরম্ভিলেন; সেই সমস্ত ব্রত, যাজ্ঞ, আমরা সকলেই শত্রুকর্তৃক অপহৃত হইয়াছি।২-৩

এই দ্রৌপদী ভিন্ন আমার কোন ক্রোধ নাই, কারণ আমাদের সকলের প্রভুই আপনি। দ্রৌপদীকে আপনি দ্যূতে পণ রাখিয়াছেন—ইহা আপনি অবিচারের অতিক্রম করিয়াছেন।৪

এইরূপ অন্যায়াচারে অযোগ্য এই বলিয়া যেহেতু পাণ্ডবগণের সহিত সমতা, সেই হেতুই ভরতশ্রেষ্ঠ, দুরাচারী ও নিন্দ্য কৌরবদিগের দ্বারা অন্যায়াচরিত হইতেছে।৫

রাজন্! ইহা আপনার পক্ষ রাখার দোষেই হইয়াছে। ইহার দুঃখ দর্শনে আমার কৌরবগণের উপর ক্রোধ না হইয়া আপনার উপরই হইতেছে। আমি আপনার বাহুদ্বয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব, সহদেব। তুমি অগ্নি লইয়া আইস।৬

অর্জুন বলিলেন,—হে ভীমসেন। তুমি পূর্বে কখনও ধর্মরাজকে এরূপ কথা বল নাই। নির্দয় শত্রুগণ বিদ্যমানেই তোমার ধর্মলোপে ক্রোধ করিয়াছে।৭

আমাদের আত্মকলহ দ্বারা কলহ সৃষ্টি করিয়া শত্রুর কামনা পূর্ণ হইতে দিও না। কোন্ ব্যক্তি ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিতে পারে?৮

আহুতো হি পরৈ রাজা কাম্যকে ব্রতমুত্তমম্।
দীয়তে পরমান্নেন তঃ: কৌতিকরং মহৎ ॥৯

ভীমসেন উবাচ।

এবমস্মিন্ কৃতং বিদ্যাং যদি নাম্নঃ ক্ষয়ো ভবেৎ।
ধৌম্যস্যেমৌ মমিষ্টৌ বাহু নির্দহেয়ং ক্ষমামিব ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দুঃখমাবিশৎ।
কৃষ্ণস্যাশ্চ পাঞ্চালীং বিজয়ং ঈক্ষমাণয়োঃ ॥১১

রাজসেনা যদুক্তং তদ্ ধর্মরাজে বিজানতা।
অধিক্ষেপেন রাজ্ঞশ্চ নাতঃ কষ্টতরো নরঃ ॥১২

ভীমশ্চ বৃকোদরশ্চ কৃষ্ণকৃষ্ণসহোদরৌ।
সর্বেষাং নহেতুঃ কিঞ্চিদ্ বিদুষশ্চ মহাত্মনঃ ॥১৩

ভারতাশ্চ সর্বেষামাচার্যঃ কৃপ এব চ।
দুষ্ট এতাবপি প্রাহুর্নাবজুদ্বিজসত্তমৌ ॥১৪

যে ত্বত্র পৃথিবীপালাঃ সর্বেভ্যঃ সর্বতো দিশঃ।
কামক্রোধৌ সমুৎসৃজ্য তে ব্রুবন্তু যথাবিধি ॥১৫

ধর্মিষ্ঠঃ শ্রোত্রিয়াচারসম্পন্নকুলসম্ভবঃ।
বিদুষ্ক কস্য কা পক্ষ্যা পাণ্ডবী মতিরুত্তরম্ ॥১৬

এবং স বহুশঃ সর্বানুক্তবাংস্তান্ সভাসদঃ।
ন চ তে পৃথিবীপালাস্তত্রুঃ সাধ্বসাদু বা ॥১৭

উচুঃ সমুৎ তথা সর্বান্ বিজয়ঃ পৃথিবীপতীন্।
পাণৌ পাণিং বিনিষ্পিষ্য নিঃশ্বসন্নিবমন্যবান্ ॥১৮

বিজিত্য পৃথিবীপালা রাজ্যং যা যা ক্ষমেন্ন।
অক্ষে ক্ষান্তা ভবন্ত্বাং ক্ষত্তি বক্ষ্যামি কৌরবান্ ॥১৯

রাজা সভ্যগণ কর্তৃক আহূত হইয়া ধর্মে যখন তাহার পরাজয়ের বিষয়ানুসারে তাহাদের সহিত পাশা খেলিয়াছে; তখন আমাদের মহাকীর্তি বর্দ্ধিত করিতেছে ॥৯

ভীমসেন বলিলেন,—হে বলরাম! আমিও যদি এ কথা মনেপ্রাণে না জানিতাম, তবে আমি বলপূর্বক প্রজ্বলিত অগ্নিতে ধর্মরাজের দুই বাহু পোড়াইয়া দিতাম ॥১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণাকৃষ্ণার বিজয় পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং পাঞ্চালীকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন ॥১১

হে রাজন্। রাজসেনী যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা যদি তাহার উত্তর না দেই, তবে মহা অনর্থকারী ॥১২

কৌরবসভায় কৃষ্ণসখা বিভাবসু ভীম, কৃষ্ণাকৃষ্ণা এবং আমাদিগকে বিদুষ—ইহারা কেহই বিলিয়া হইয়া উত্তর দিতেছেন না কেন? ॥১৩

ভরতবংশের এবং সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য—এই দুই দ্বিজোত্তমই এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবেন না কেন? ॥১৪

অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণ, যাঁহারা এখানে নানা দিক্ হইতে উপস্থিত আছেন, তাঁহারাও কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক নিজ বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিন ॥১৫

হে রাজগণ। বিশেষভাবে ধর্মজ্ঞা দ্রৌপদীর প্রশ্ন বিশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করুন, যাহাতে বুঝা যায় এই বিষয়ে কার কোন্ পক্ষ ॥১৬

এইভাবে বিজয় বারবার জিজ্ঞাসা করিলেও সভ্যস্থিত রাজগণের কেহই 'সাধু' বা 'অসাধু' কিছুই বলিলেন না ॥১৭

তারপর বিজয় আর একবার সভ্যগণ সকলকে উত্তরদানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ক্রোধে হস্ত পেষণ করত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন ॥১৮

হে কৌরবগণ ও পৃথিবীপালগণ। আপনারা যখন এ বিষয়ে কোন কথাই বলিতেছেন না, তখন আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুনুন ॥১৯

চতুর্ণামর্জুনস্যেতি যাদবানি মহীক্ষিতাম্।
ইত্যুক্তা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ প্রাহ্যে চৈবাভিরক্ষতাম্ ॥২০
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং পার্থস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বভাষেতাং চ কৃষ্ণাং বিদ্বাং লোকো ন বঞ্চতে ॥২১
অয়ং পাণ্ডুসুতস্তেন যাজ্ঞসেনি বৃতস্তব।
পতাহুতেন কিতবৈরসাধিতো দ্রৌপদীপতিঃ ॥২২
সাধারণী চ সর্বেষাং পাঞ্চালানামনিন্দিতা।
বিভেন পূর্বং চরতা পাণ্ডবেন কৃতঃ পণঃ ॥২৩
ইত্যেষ কীর্তিতা কৃষ্ণা সৌবলেন পণার্থিনা।
এতৎ সর্বং বিজানীষ্যে যথা ন বিজিতাবিতি ॥২৪

এবমুক্তা তদা বাক্যং সভায়াদুত্থিতঃ তদা।
বিকর্ণঃ সদসদ্বাক্যং সৌবলস্যাপি নিস্তরাম্ ॥২৫
তস্মিন্নুপরতে সর্বে রাজানঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ।
প্রসূয় চক্ষিরে বাহূন্নিঃ বচনমব্রবীৎ ॥২৬

কর্ণ উবাচ।

দৃশ্যন্তে বৈ বিকর্ণস্য বৈকৃতানি বহূন্যপি।
তস্মাদ্বক্তুমিহাশাস্ত্রং ন বিদ্বাংসমিহার্হসি ॥২৭
(যাবিবেদ্যা বালস্তে পাণ্ডবেয়োঽপি সন্নুতা।
ধৃতানি পণয়ো যস্যাং বহবঃ কৈব কৌরবৈঃ।
প্রোণো জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ শ্রৌষিদ্বিদুষশ্চ মহাত্মনঃ।
দুরাত্মংস্ত্বং বালাত্মা কুতঃ প্রাজ্ঞবয়ো যথা।)

যে রাজসূয়ে। মহীপালগণের চারিটি বিশেষের কথা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে; যথা, কৃষ্ণা মহাশয়, বৃদ্ধসেবক এবং পুরাণে অভিজ্ঞ আছেন ॥২০

এই যাদবসমূহে আপনি রাজা বলিয়া অভিহিত হন। আপনার দ্বারা যথাযোগ্য কৃত কার্যকে কোন লোক বঞ্চনা করে না ॥২১

এই পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইয়া এবং ছলনাপরায়ণ কপটদ্যূতকুশল শকুনি কর্তৃক আহূত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন ॥২২

এই সর্বজনমান্যা দ্রৌপদী এক যুধিষ্ঠিরের পত্নী নহেন, পঞ্চ পাণ্ডবেরই পত্নী; (অন্যান্য রাজগণের সম্মতি না লইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অধিকারই বা কোথায় ?)। এতদ্ব্যতীত এই পাণ্ডব যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আপনাকে পণ রাখিবার অধিকারই নাই। (এবম্ভাবস্থায় দ্রৌপদীকে পণ রাখা অবৈধ হইয়াছে) ॥২৩

অপর যুক্তি এই যে, পূর্বেই যুধিষ্ঠির আপনি দ্রৌপদীকে পণ রাখার কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে পণ রাখিবার নাই; শকুনি কপট আহ্বান করিয়াই তাঁহাকে পণ রাখিয়াছেন। এই সব কথা চিন্তা করিয়া বিচার করত আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি,—দ্রৌপদীকে পণ করা হয় নাই; এবং দ্রৌপদীকে পণ রাখাই অবৈধ হইয়াছে) ॥২৪

বিকর্ণের কথার অন্তে সভাস্থ সকলে বিকর্ণের প্রশংসা এবং শকুনির নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সভাস্থলে মহাকোলাহল উত্থিত হইল ॥২৫

সেই শব্দ শান্ত হইলে রাধাপুত্র কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অনন্তর দুই বাহু বারম্বার তুলিতে বলিতে লাগিলেন ॥২৬

কর্ণ বলিলেন,—হে বিকর্ণ! এ জগতে অনেক বিকৃত বস্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অরণিকাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্নি যেমন অরণিকেই ভস্মীভূত করে, তেমনই যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন বস্তুই তাহার বিনাশ করে ॥২৭

(যেরূপ শমীর হইতে উৎপন্ন ব্যাধি বর্ধিত হইয়া শমীরই বর্তমান থাকিয়াই শমীরই বলকে নাশ করে, যেরূপ পাণ্ডবগণ দ্যূত হইতে শকুনি লাভ করত

এতে ন কিঞ্চিদ্‌ব্যলীকমাচরিতা কৃপি কৃষ্ণয়া।
ধর্মেণ বিজিতাশ্চৈতাঃ সর্বাস্তে ক্রুদ্ধপান্নবাঃ ॥২৮

যদ্ তু কেবলমাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রী বিমন্যতে।
তদ্ অপীহৈব সন্তাপো বালা ধর্মবিদো যথা ॥২৯

ন চ ধর্মং সমাবৃত্য কৃষ্ণা বেৎস্যতি দুর্যোধনাম্।
যদ্ অধীমি জিতাং কৃষ্ণাং ন জিতেতি সুমন্দধীঃ ॥৩০

কথং হ্যবিজিতাং কৃষ্ণাং সভমে ধৃতরাষ্ট্রজ।
বদা সভায়াং সর্বস্বং প্রভুরান্ পাণ্ডবাগ্রজঃ ॥৩১

অনুজ্ঞয়া চ সর্বাসাং দ্রৌপদী বরবর্ণিনী।
কথং হ্যবিজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ন জিতাং সখে ॥৩২

কীর্তিতা দ্রৌপদী বাচা অনুজ্ঞাতা চ পাণ্ডবৈঃ।
কথমার্যজিতা কেন যেহুনেষ্যা মতা তব ॥৩৩

সভমে যা সভাসেক্যমাসীনাসেকবাসসম্।
অমর্ষেণেতি তত্রাপি শৃণু মে বাক্যসূত্তমম্ ॥৩৪

একো ভর্তা স্ত্রিয়া দেবৈর্বিহিতঃ কুরুনন্দন।
ইয়ং তু বহুকর্তৃকা যদ্ধকীর্তি বিনিন্দিতা ॥৩৫

অস্যাঃ সভায়াবহনং ন চিত্রমিতি মে মতিঃ।
এতাবদ্বধনং বাপ্যথবাপি বিবস্ত্রতা ॥৩৬

যদ্যেষাং ত্রয়িণং কিঞ্চিদ্ ন চৈষা মে চ পাণ্ডবাঃ।
সৌবলেয়স্য তৎ সর্বং ধর্মেণ বিজিতং বসু ॥৩৭

সেই দুঃখকে স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হয়ে, সৌম্যভাব তোমার ন্যায় সুহৃৎসাধারণে ব্যক্তি অল্পকেই বিনাশ করে। ক্রোধ, ঈর্ষা, ঘৃণা, অসূয়া, এবং মহাভয়ি বিদ্বেষ—ইহারা সকলেই তোমা হইতে অধিক প্রাজ্ঞ; এরা কি দুর্যোধন ও শকুনি পর্যন্ত সৌম্যাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতেছেন।)

ইহারা সকলেই ক্রুদ্ধপাণ্ডবকর্তৃক বিত্রাসিত হইয়াও কিছু বলেন নাই, ইহা দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হয় যে, ইহারা সকলেই ক্রুদ্ধপাণ্ডবগণকে স্বপক্ষে বিজিত বলিয়াই মনে করেন।২৮

যে ধার্তরাষ্ট্র! কেবল তুমি বালচাপল্যবশতঃ বিদ্রোহ প্রদর্শন করিতেছ। তুমি বালক হইয়া সভামধ্যে বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতেছ।২৯

হে দুর্যোধনবর্ধন! তুমি ধর্মের দ্বারা সমস্তে আবৃত নয়, সুতরাং তুমি জিতা দ্রৌপদীকে বিজিত নয় বলিতেছ, ইহা তুমি মন্দবুদ্ধিবশতঃ বলিতেছ।৩০

হে কুরুশ্রেষ্ঠনন্দন! যখন পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্বস্ব পণ রাখিয়াছেন, তুমি তাহাকে কি করিয়া অবিজিত মনে করিতেছ?৩১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণা যখন যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে সভামধ্যে অন্তর্বর্তি; তখন সে সকলেই বিজিতা হইয়াছে, তুমি তাহাকে অবিজিতা কেন মনে করিতেছ?৩২

যখন সভামধ্যে স্বয়ংরাজ দ্রৌপদীকে পণরূপে ঘোষণ করিয়াছেন এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ যখন তাহা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন তুমি কোন্ কারণে তাহাকে অবিজিতা মনে কর?৩৩

তুমি যদি মনে কর যে, দ্রৌপদীকে একবস্ত্রা রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনয়ন করা অধর্ম হইয়াছে, তাহা হইলে আমার উত্তর শুনিয়া সেই মত অপনোদন কর।৩৪

যে কুরুনন্দন! স্ত্রীলোকের জন্য একই পতির বিধান করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণা অনেক পুরুষের বশীভূতা, সুতরাং সে অবশ্যই ইহা নিন্দিত। সুতরাং সে বেশ্যাতুল্যা হওয়ায় একবস্ত্রাপরিহিতা অবস্থায়ই হউক অথবা বিবস্ত্রা অবস্থায়ই হউক, তাহাকে সভামধ্যে আনয়নে কোন অধর্ম হয় নাই।৩৫-৩৬

পাণ্ডবগণের সমস্ত ধন, এই কৃষ্ণা এবং স্বয়ং পাণ্ডবগণ সকলকেই সুবলনন্দন শকুনিরাজ পণরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।৩৭

দুঃশাসন উবাচ।
বিকর্ণঃ প্রাজ্ঞবাদিকঃ।
পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাদি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপায়ন॥ ৪৩

তন্মূলে পাণ্ডবাঃ সর্বে দাসি বাসাদি তাবত।
অবকীর্যোত্তরীয়াণি সভায়াং সন্নুপাবিশন্ ৪৪

অতো দুঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ।
সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য ব্যপাকর্ষৎ প্রহসন্নিব ৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাশ্চিন্তিতো হরিঃ।

দ্রৌপদ্যুবাচ।
জানাসি ত্বং হরিশ্রেষ্ঠ পুরা গহনং মহাস্থিতা।
ত্বমেবাপদি সম্প্রাপ্তে স্মর্তব্যো ভগবান্ হরিঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সোঽভিধ্যেতি সমাধায়ে দুঃখেতি চ পুনঃ পুনঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস দেবং নারায়ণং প্রভুম্।
আপৎসুতরণং কৃষ্ণা লোকানাং প্রভিবাদয়ন্।)
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন ৪৮২
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্ ৪৮৩
ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণা সা হরিং বিশ্বপ্রবেশ্বরম্।
প্রাচ্ছদৎ পুনরিত্যেব দুঃখোপহতা ভামিনী ৪৮৪

যে দুঃশাসন: প্রাজ্ঞের ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন এই বিকর্ণ অত্যন্ত বালক, ইহার কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ সকলের বস্ত্র সমূহ অপহরণ কর।৪৩

যে তাহাতে তাহা শুনিয়া পাণ্ডবগণ নিজ নিজ বস্ত্র ও উত্তরীয় খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া সভায় বসিয়া রহিলেন।৪৪

যে রাজন্। তখন কর্ণের কথায় দুঃশাসন সভামধ্যে সকলসমক্ষে বলপূর্বক দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, তখন দ্রৌপদী মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

(দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি জানি পূর্বকালে মহাত্মা ধৌম্য বলিয়াছেন—মহাবিপদে পড়িলে তখনই শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' এই নামে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া দ্রৌপদী সেই দেবদেব প্রভু নারায়ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যিনি কৃষ্ণারূপে জগৎ আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি সর্বলোকের প্রতিপালক এবং আপৎকালে অকূল সমুদ্রযানকারী।)

যে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ! যে কৃষ্ণ। যে গোপীজনপ্রিয়। যে কেশব। কৌরবগণ আমাকে লাঞ্ছিত করিতেছে—ইহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না? যে নাথ। যে রমানাথ। যে ব্রজনাথ। যে আর্তিনাশন। যে জনার্দন। কৌরবরূপ সাগরে নিমগ্ন আমাকে তুমি উদ্ধার কর।৪৮১-৪৮২

যে কৃষ্ণ। যে মহাযোগিন্। যে বিশ্বাত্মন্। যে বিশ্বভাবন। যে গোবিন্দ! কুরুসভার অভ্যন্তরে অবসন্ন আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে রক্ষা কর।৪৮৩

এইরূপে দ্রৌপদী বিশ্বপ্রবেশ্বর হরি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বস্ত্রহরণের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।৪৮৪

রাজসেনঃ যঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণো দারবতীপুরাৎ।
অভ্যাগাৎ সহসা দ্রষ্টুং কৃপণাং ত্যক্তসাধ্বসাৎ ॥৩৫

কৃষ্ণশ্চ বিষ্ণুশ্চ হরিঃ নরশ্চ
তথায় বিপ্রোঽপি বাজসেনী।
তত্রস্থ বর্ণাশ্রমিণো মহান্তো
নমস্যমানৈ বিবিধৈঃ স্তবৈশ্চ ॥৩৬

আকৃষ্যমাণে ধনবে দ্রৌপদ্যাস্তু বিশাম্পতে।
উচ্চৈঃস্থলস্থঃ ক্রুদ্ধঃ প্রাদুরাসীদ্বৃকোদরঃ ॥৩৭

নাদাবাগবিরাগাদি বলমাস্থায় বৈ প্রভো।
প্রাদুর্বভূবি সহসা বর্ষঞ্চ পরিপালয়ন্ ॥৩৮

ওজো বলমলোলত্বমাসীদ্ যোধস্য ধীমতঃ।
তদদ্ভুততমং লোকো মানো মহীভৃতঃ।
শব্দমুদ্রো ভিশব্দং তত্র কুৎসন্তে কুরুরাড়ুকম্ ॥৩৯

শব্দাপ তত্র ভীমস্য রাজন্যো ভয়সংবৃতঃ।
ক্রোধাদ্ বিস্ফুরমাণৌষ্ঠো বিনিন্দিতমিদং জগৎ ॥৪০

ভীম উবাচ।

ইদং যে বাক্যমাশ্রুত্য ক্ষত্রিয়া লোকবাসিনঃ।
মোক্ষপূর্বং নরেন্দ্রস্য চরতো ধর্ম্ম বর্ত্মনি ॥৪১

অস্মদ্ভয়েনমুক্তা যে ন কুর্যুঃ পৃথিবীক্ষয়ম্।
পিতামহানাং পূর্বেষাং নাহং শক্তিমতাং প্রভো ॥৪২

অস্ত লোকস্য কুর্বতো ধর্মমুদ্বাসনমস্য চ।
ন বিদ্যেয়ং কথং নাম্নো ক্রিয়া ফেন্ দ্রবিণং যুধি ॥৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র যে তত্ যঃ শ্রুত্বা দ্রৌপ্যাঃ ক্লেশমহর্ষণম্।
প্রাদুর্ভূবন্ নৃপাঃ কুৎসন্তো কুরুরাড়ুকম্ ॥৪৪

রাজসেনীঃ (স্ত্রী-পুং) অতিবাত্যাদরপে অবধারণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা আবির্ভূত হইলেন এবং রাজকার্য্য নিজ শয্যা ও আসন পরিত্যাগ করত কৃপাপরবশ হইয়া দ্রৌপদীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৩৪

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, নারায়ণ প্রভৃতি নামে দ্রৌপদী যখন নিজের বক্তব্য শেষ করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং ধর্মস্বরূপ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে অন্যান্য বিবিধ স্তবের দ্বারা আশ্বাসন করিলেন।৩৬

যে রাজন্য তখনকার। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ আরম্ভ করিতে আরম্ভ করিল, তখন দ্রৌপদীর পরিধানে এত এতখানি করিয়া দ্রৌপদীর অনন্ত বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।৩৭

প্রভো। ধর্মপালনের প্রভাবে ধর্মস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় নানা রঙ্গ, বেরঙ্গের শত শত বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।৩৮

ঐরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রাজগণের মধ্যে যোদ্ধবর্গের মহান্ তেজোরূপ বল বর্দ্ধিত হইল। সকলেই দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৩৯

তখন ক্রোধে ভীমসেনের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তখন গর্জন করিতে করিতে সভাস্থলে উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য বিলেন অর্থাৎ বলিতে লাগিলেন।৪০

ভীম বলিলেন,—হে জগৎবাসী ক্ষত্রিয়গণ। আমার এই কথা আপনারা শ্রবণ করুন। যেরূপ কথা পূর্ব্বে অন্য মানব কখনও বলে নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও ঐরূপ বলিবে না।৪১

হে রাজন্যবৃন্দ। আমি যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে উহার প্রতিপালন না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণের গতি প্রাপ্ত না হই।৪২

যদি এই অত্যাচারপরায়ণ দুরাত্মাগণকে ইহাদিগের দুরাচরণের বদলা দেখ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রক্ত পান না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্বোক্ত গতি প্রাপ্ত না হই।৪৩

অথ তু দাসদাং রাজ্ঞি সভায়ামে সমাবিশৎ।
অথো দ্রাপদঃ প্রাহো দ্রৌপদিঃ পদ্মপাণিনম্ ॥৫৫

বিদুরস্তত্ত তত্ত্বজ্ঞ সর্বধর্মবিদাং বরঃ।
সভায়াং বহবোবাচঃ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং তথাগতাম্ ॥৫৬

ন বিরুধ্যতি কৌরব্যাঃ প্রশ্নমেতমিতি প্রভু।
ন অস্য প্রেষণতি শাস্ত্র দুরাত্মাং বিপ্রকর্ষণম্ ॥৫৭

অথো খলু সমুদ্ভিত্য নিবার্য্য চ সভাসদঃ।
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫৮

বিদুর উবাচ।

দ্রৌপদী প্রশ্নমুক্তং বো কৌরবাণি ন মানবৎ।
ন চ বিব্রুত তং প্রশ্নং সভা ধর্মেণ পৃচ্ছতে ॥৫৯

সভাঃ প্রপদ্যতে যাস্তিঃ প্রশ্নমিতি ন মানবাঃ।
তং যৈ সভাসদ ধর্মং সভাঃ প্রপদ্যন্তাং ॥৬০

ধর্মপ্রশ্নমতং ক্রমাদ্যাং সভ্যেন মানবাঃ।
বিব্রুত্বন্ত তং প্রশ্নং কামক্রোধবলাজিতাঃ ॥৬১

বিকর্ণেন তথা প্রশ্নমুক্তং প্রশ্নো মহাবিদাঃ।
অনুক্তোপি হি তং প্রশ্নং বিব্রুত্বন্ত যথাবিধি ॥৬২

যো হি প্রশ্নং ন বিব্রুতাৎ ধর্মদর্শী সভাং গতঃ।
অনৃতে যে সভাধ্যস্তস্যাঃ সোধর্মো সমশ্নুতে ॥৬৩

যঃ পুনর্বিব্রুতা প্রশ্নং ধর্মদর্শী সভাং গতঃ।
অনৃতস্য তয়ং তৎস্য সম্প্রাপ্যেতীতি নিশ্চয়ঃ ॥৬৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন দ্রৌপদী সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দুরাত্মা দুর্যোধনকর্তৃক নিজ অবমাননার বিষয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৪

যখন সেই সভামধ্যে দ্রৌপদী (ধর্মতত্ত্বপ্রধান) রাজি স্পষ্ট হইল, তখন দুঃশাসন আরও লজ্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥৪৫

ঐ সময় কুরুকুলসম্ভূত ভীষ্মপ্রমুখ বর্ষীয়ান ব্যক্তিগণ সভায় বাস করিতেছেন অথচ কৌরবগণ বিদ্বেষবশতঃ মন্ত্রণা করিল ॥৪৬

তাহারা সাধারণ কথায় বিদুরকে বৃকোদরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—কৌরবগণ কেন দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না ॥৪৭

তখন দুর্যোধন উদ্যোগসহকারে সভায় সেই জনতাকে নিবারিত করিয়া সর্বধর্মজ্ঞ বিদুর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥৪৮

বিদুর বলিলেন,—দ্রৌপদী আমি বিদিতা অথবা বিদিতা নহি' এইরূপ প্রশ্ন আপনাদের সম্মুখে উত্থাপন করিয়া অনাথার ন্যায় অত্যন্ত রোদন করিতেছেন। হে সভ্যগণ! আপনারা কেহই সেই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেছেন না; ইহাতে বস্তুতই ধর্ম লঙ্ঘন হইতেছে ॥৫৯

প্রকৃতির অধিক দূরে নিবাস করিয়া কোন ব্যক্তি যদি সভায় গমনাগমন করে; তাহা হইলে সেইরূপ সভ্যগণের অর্ধেক পাপ ও অর্ধেক অধর্ম করিয়া সেই প্রশ্নকারি অধিকে প্রাপ্ত হয় ॥৬০

যখন কোন আর্ত মানব সভায় বিষয় ধর্মবিষয়ক কোন প্রশ্ন করে, তখন সভ্যগণ কাম-ক্রোধাদির বশবর্তী অধিকৃত হইয়া সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিবেন ॥৬১

বিকর্ণ তাহার নিজ বুদ্ধি অনুসারে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। হে মহাবিদগণ! আপনারা যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দিন ॥৬২

যে ধর্মদর্শী ব্যক্তি সভায় গমন করত জিজ্ঞাসিত হইয়াও ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দান না করেন, তিনি মিথ্যাভাষণের অর্ধেক পাপের ভাগী হন ॥৬৩

এইরূপ যে ধর্মদর্শী ব্যক্তি সভায় গমন করিয়া প্রশ্নের উত্তর অথবা মিথ্যাভিযোগ দান করেন, তিনি

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং সুধন্বাঙ্গিরসস্য চ ॥৬৫

প্রহ্লাদো নাম দৈত্যেন্দ্রস্তস্য পুত্রো বিরোচনঃ।
তস্যাহ্নেতোরাদিষ্টঃ সুধন্বাঙ্গিরসাব্রবীৎ ॥৬৬

অহং জ্যায়ানহং জ্যায়ানিতি তত্রেপ্সয়া তয়া।
অন্যোন্যমভিসম্প্রাসীৎ প্রাণস্পর্ধীতি বৈ প্রজম্ ॥৬৭

তয়োঃ প্রবিবদিষোস্তু প্রহ্লাদঃ সমপদ্যত।
জ্যায়াংস্তু আত্মনোঽমন্যৎ প্রশ্নং প্রস্তুমি বৈ মৃষা ॥৬৮

ন বৈ বিবদমানৌ তৌ সুধন্বানং বিলোকয়ম্।
ক্ব সুধন্বাস্বিতি ক্রুদ্ধ ব্রহ্মহন্তেতি চাব্রবীৎ ॥৬৯

বিদ্যাভাবপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ পাপের ভাগী হন—ইহাই তাৎপর্য্য ॥৬৪

এখানে আমি পুরাকল্পের একটী ইতিহাসের বিষয় বিবৃত করিতেছি, যাহাতে প্রহ্লাদের সহিত আঙ্গিরস সুধন্বা ঋষির কথোপকথনের কথা বর্ণিত আছে ॥৬৫

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন কোনিমিত্ত এক কন্যার প্রাপ্তিতে বিবাদগ্রস্ত হইয়া অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার নিকট উপস্থিত হইলেন। (উভয়ে একটী কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায়) উভয়ের মধ্যে প্রাণপণে পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়া হইতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই নিজকে 'আমি জ্যেষ্ঠ' এইরূপ বলিতে লাগিলেন—এইরূপ আমি শুনিয়াছি ॥৬৬-৬৭

উভয়ের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ—ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া উভয়ে প্রহ্লাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের উভয়ের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, তাহা আপনি বলুন," কিন্তু মৃষা কথা বলিবেন না ॥৬৮

প্রহ্লাদ অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বাকে নিজপুত্রের সহিত বিবাদগ্রস্ত দেখিয়া উভয়ের বিবাদ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলেন। তখন সুধন্বা

যদি বৈ বক্ষ্যসি মৃষা প্রহ্লাদাথ ন বক্ষ্যসি।
শতধা তে শিরো মূর্ধ্নি শকলেন বিদীর্যতি ॥৭০

সুধন্বন্ কথয়স্বেতি সম্ব্যাহরতমব্রবীৎ।
তথায় কল্পতাং বৈত্যঃ পরিপ্রষ্টুং বরোঽসুরম্ ॥৭১

প্রহ্লাদ উবাচ।
ক্ব বৈ বর্ষতি বিজ্ঞাতা বৈদ্যুতোঽগ্নিরুত ক্ব।
ব্রাহ্মণস্য মহাভাগ ব্রূহি কৃত্স্নমিহ দ্যুতি ॥৭২

যো বৈ প্রশ্নং ন বিব্রূয়াদ্ বিব্রূতং বৈব নির্দিশেৎ।
কে বৈ তস্য পদে লোকাস্তমহং চাপ্যুপাস্মহে, পৃচ্ছতো ॥৭৩

তাঁহাকে তাঁহার দৈব তাপবর্ষণে অসমর্থ জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন। তাহা প্রজ্বলিত হইলেন এবং বলিলেন ॥৬৯

"রে প্রহ্লাদ! তুমি যদি এই প্রশ্নের মৃষা উত্তর দাও অথবা কোনই উত্তর না দাও, তাহা হইলে তোমার মস্তকে শতধা বিদীর্ণ করিব ॥৭০

সুধন্বা ঐ কথায় অসমর্থতার পরের তাপ নিবারণকল্পে অসমর্থ হইয়া প্রহ্লাদ অগ্নিদেবতা: তত্ত্বদর্শির নিকট গিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৭১

প্রহ্লাদ বলিলেন,—আপনি দেবতা ও অসুর উভয়ের বর্ষণকর্তে বিশেষ অভিজ্ঞ। হে মহাভাগ! আমি প্রশ্নকর্তৃক বর্ষণিজ্ঞাসার বিষয়ে পড়িয়াছি; আপনি তাহা বলুন ॥৭২

জিজ্ঞাসিত হইয়া যে ব্যক্তি বর্ষণসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় না অথবা মৃষা জবাব করে, সে পরলোকে কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? আপনি আমায় এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন ॥৭৩

ভরত উবাচ।

ভাবাদ্ভিক্ষেরন্ প্রধান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াৎ তথা।
সহস্রং ব্রাহ্মণান্ পাপান্নাদ্যন্তি প্রতিভূকৃতি ॥৭৪
সাক্ষী যত্র বিক্রবেত্ সাক্ষ্যং লোকপরিবেদনম্।
সহস্রং ব্রাহ্মণান্ পাপান্নাদ্যন্তি প্রতিভূকৃতি ॥৭৫
তত্র সম্প্রত্যয়ে পূর্বং পাশ এবং প্রকল্পয়েৎ।
তস্মাৎ সত্যং তু বক্তব্যং জানতা সত্যমুত্তমম্ ॥৭৬
ত্রিষ্বা ধর্মো হ্যধর্মেণ সভাং যত্রোপনশ্যতি।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥৭৭
অর্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো কর্তারমৃচ্ছতি।
পাদশ্চৈব সভাসদ্যু যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্ ॥৭৮
অনেনা ঋষয়ো জ্ঞেয়ো দুষ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥৭৯

বিজয়স্ত অথোবাচ ধর্মং প্রহ্লাদ পৃচ্ছতে।
ইতীদমুক্তবান্ তে হ্যত্র সত্ত সত্ত পরাবরম্ ॥৮০
ভরতস্য হি যদ্ দুঃখং ভরতপুত্রস্য বৈ বনে।
অদিত্যা প্রতি যচ্চোক্তং পার্থায় প্রতিতস্য বৈ ॥৮১
স্ত্রিয়া পত্ন্যা বিহীনায়া রাজ্যং প্রত্যক্ত বৈ বনে।
অপুত্রায়াশ্চ যদ্ দুঃখং যাজ্ঞসেন্যাশ্চ বৈ বনে ॥৮২
অজ্ঞাতবাসে যদ্ দুঃখং সাক্ষিণিবিবাসনে চ।
এতানি বৈ সমাখ্যাতান্যনি স্তিনিবেদনাঃ ॥৮৩
তানি সর্বাণি দুঃখানি প্রাপ্নোতি বিতথং ব্রুবন্।
সহস্রদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাচ্চেতি বা পুনঃ ॥৮৪
তস্মাৎ সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা প্রহ্লাদ পৃচ্ছসে ॥৮৫

ভরত বলিলেন,—প্রশ্নের উত্তর জানিয়াও যদি ভয়, ক্রোধ বা অজ্ঞানবশতঃ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, সে সহস্রজনের সহস্র সহস্র এজনের পাপের দ্বারা আবদ্ধ হয়।৭৪

লোকনিন্দিতের ন্যায় উত্তরসাধে বিরুদ্ধবাদী সাক্ষী বিপক্ষ সাক্ষ্য অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সেও সহস্র ব্রাহ্মণপাপে আবদ্ধ হইবে।৭৫

এই এই বচনের পর সে এক একটি পাপ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ সহস্র বচনব্যাপী পাপবদ্ধ হইয়া ভয় পায়, সুতরাং সভ্যবাক্যবাদী যাহা সত্য, তাহা বলিবে এবং তাহাই অবিলম্বে বলিবে।৭৬

সভামধ্যে অধর্ম দ্বারা সভ্যগণ হইলে সমস্ত সভ্যই সেই অধর্মের দ্বারা বিদ্ধ হয়, অধর্মকারীর শল্য কোন সভ্যগণই বাহির করিতে পারে না, কেন না, তাহারা সকলেই অধর্মের দ্বারা বিদ্ধ।৭৭

যে স্থানে সভ্যগণ অধর্মকারীর নিন্দা করে না, সেখানে অধর্মকারী পাপের চতুর্থ ভাগ, সভার অধীশ্বর বা সভাপতি অর্ধেক এবং সভ্যগণ সকলে পাপের চতুর্থ ভাগ ভোগ করিবে।৭৮

যেখানে সভার সভ্যগণ নিন্দনীয় অধর্মকারীর নিন্দা করে, সেখানে সভাপতি ও সভ্যগণ কেহই পাপভাগী হন না, সকল পাপ অধর্মকারীকেই আক্রমণ করে।৭৯

হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়া মৃষা বাক্যব্যয় করে, তাহার উত্তরন সপ্তপুরুষ ও অবরজ সপ্ত পুরুষের ইষ্টপূর্তাদি ধর্মজনিত সকল পুণ্য নষ্ট হয়।৮০

যাহার সমস্ত বন চৌরাদিভয়শূন্য অবস্থায় হইয়াছে, যাহার পুত্র মৃত হইয়াছে, যে বিনা দোষে হইতে রাজ্য হইয়াছে, যে স্ত্রী পতিহীনা হইয়াছে, রাজা যাহার ধনসম্পত্তি গ্রাস করিয়াছে, যে বন করিয়াছে, যে অপুত্রক, যে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, যে দ্রুপদরাজ বিবাহ হয় নাই এবং সাক্ষিগণ যাহার ভার্যা বিনাশ করিয়াছে; ইহাদের সকলেরই দুঃখ সমান —ইহা বেদজ্ঞ বলিয়া থাকেন। সত্যের দুঃখসহনকারী সেই সত্য ইহাদের সকলের দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

সত্যবাক্য ধর্ম ও অর্থ হইতে হীন হয় না।৮১-৮৫

জ্ঞেয়ম্ দুষ্টা হৃতা বৈ সতঃ শ্রেয়ংকরাদিয়াঃ।
যাজ্ঞা দুষ্টবদ্ধাপি ধার্তরাষ্ট্রঃ শ্রেয়সী ভবেৎ।
বিরোচন দুষ্টয়াঃ প্রাণানাশীষস্তেন ৪৩

দুষ্ট উবাচ।

পুত্রস্নেহঃ পরিত্যাজ্য যদ্ধঃ ধর্মে ব্যবস্থিতঃ।
অনুজানামি তে পুত্রং জীবন্তং শক্র মা শুচঃ ৪৭

বিদুর উবাচ।

এবং বৈ পরমং ধর্মং শ্রুত্বা সর্বে সভাসদঃ।
যথাপ্রধানং তু কৃষ্ণায়া বরতঃ কস্ত কিং পরম্ ৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্ত বচঃ শ্রুত্বা রোহিণ্যা নন্দিবর্ধনঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ প্রত্যুবাচ যুধাং বরম্ ৪৯
ওম্ বেদপ্রধান সত্যাত্মন্ প্রজাপালন শং পাণ্ডবম্।
দুঃশাসনস্ত সভাজয়ন্ বিকর্ণং তপস্বিনীম্ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দ্রৌপদী-
বরদানে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ১৬৮

যে সাক্ষাৎ ধর্মকে ত্যাগ করে এবং প্রামাণিকগণের অসম্মত হইয়া যে বিবাদের সময় করিয়া থাকে, তাহাকেই সাক্ষী বলে। সুতরাং সভ্যবাদী সাক্ষী কখনও ধর্ম ও অর্থ হইতে বিচ্যুত হয় না।

তখনকার কথা শুনিয়া রাজা পুত্রকে বলিলেন,—দুর্যোধন! তোমার হইতে কেহ এখন অধিক ধনী আর হইবে নাই। দুর্যোধন! তোমার ধনকে ধনকে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হে বিরোচন! দুর্যোধনই এখন তোমার প্রাণের অধীশ্বর অর্থাৎ তোমার জীবন ও মৃত্যু এখন তাহারই অধীন ৪১-৪৬

দুর্যোধন বলিলেন,—হে প্রজানাথ! তুমি পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মে ব্যবস্থিত আছ, তখন আমার অনুমতি অনুসারে তোমার পুত্র শত বৎসর জীবিত থাকুক ৪৭

বিদুর বলিলেন,—হে সভ্যমণ্ডল! আপনারা এই পরম ধর্মের কথা শ্রবণ করিলেন। এখন আপনারা কৃষ্ণার প্রার্থের কি উত্তর হইবে তাহাই বলুন ৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদুরের এই কথা শুনিয়াও কোন রাজাই কোনও উত্তর করিলেন না। তখন কর্ণ দুঃশাসনকে বলিলেন—তুমি রাজ্ঞী কৃষ্ণাকে শুদ্ধ লইয়া যাও ৪৯

দ্রৌপদী তপস্বিনেরের ও সভাস্থলে পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রলাপ করিতেছিলেন। সেই অবস্থায় দুঃশাসন তপস্বিনী দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ৫০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত সত্যসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে
দ্রৌপদীবরদান নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ১৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদী বিলাপ, ভীমের ক্রন্দন।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

পুরস্তাৎ কথনীয়ং যে ন কৃতং কার্যমুত্তমম্।
বিহস্যন্তি কুরূণাং মে বর্ষজা বলিনো ভৃশম্ ॥১
অভিমানং করোম্যেষাং কৃষ্ণানাং কুরুসংসদি।
ন মে জাতপ্রসবাহস্য যদিদং ন কৃতং ভবেৎ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তেন চ সমাধূতা দুঃখেন চ তপস্বিনী।
পতিভিঃ বিপ্রলাপেষু সভামধ্যমুপাগমৎ ॥৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যজ্ঞসেনস্য বাস্মি দৃষ্টদ্যুম্নস্য যজ্ঞতঃ।
ন দৃষ্টপূর্বা চাক্ষত্র সংযম্য সভাং পুরা ॥৪

যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো দৃষ্টবন্তৌ পুরা কুরে।
সাহমদ্য সভামধ্যে কৃষ্যামি জনসংসদি ॥৫

যাং ন সূর্যস্তি যাতেন স্পৃষ্টপূর্বা কুরে পুরা।
স্পৃষ্টপূর্বাস্মি সংহৃষ্টৈঃ পাণ্ডবানাং দুরাত্মভিঃ ॥৬

সূতিস্তি দুরবস্থেয়ং অন্তে কালস্য পর্যয়ে।
সূতাং দ্রুপদরাজস্য দৈত্যৈরিব দুরাসদৈঃ ॥৭

কিং নঃ কৃতং কুরুপতে ধর্মং হ্রী সতী পুরা।
সভামধ্যং বিমার্গেহস্মি ন চ যৎ স্মরতী স্মৃতম্ ॥৮

ধর্মাং স্থিতং সতাং পূর্বে ন সমস্তীতি মে শ্রুতম্।
স নষ্টঃ কৌরবেয়েষু পূর্বো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৯

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

(দ্রৌপদীর বিলাপ এবং ভীমের ক্রন্দন।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সভ্যগণ! আমার প্রশ্নের উত্তর আপনাদের সকলেরই দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা আপনারা দিলেন না এবং আমাকে এই সাংঘাতিক বাক্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্যও আপনারা কিছুই করিলেন না; অতএব বলবান্ দুঃশাসন আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছে, সুতরাং আমি অত্যন্ত বিবশা হইয়া পড়িয়াছি।১

এই কৌরব সভায় সমস্ত কুরুবংশীয় মহাত্মগণকে আমি অভিবাদন জানাইতেছি; ইহা আমার পূর্বেই করা উচিত ছিল; কিন্তু আমি অত্যন্ত বিপদজালমধ্যে তাহা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এজন্য আমা করি, আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে লাঞ্ছিতা হইবার অযোগ্যা হইলেও তপস্বিনী দ্রৌপদী দুঃশাসনকর্তৃক আকৃষ্টা এবং দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—যে আমাকে যজ্ঞসেনরাজ মহাযজ্ঞ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্বে যে আমাকে অন্য কেহই দর্শন করে নাই, সেই আমি আজ বলপূর্বক সভায় আনীত হইয়াছি।৪

যে আমাকে বায়ু এবং সূর্যও রাজভবনে দর্শন করিতে পারে নাই, সেই আমি সভার মধ্যে আজ জনসংঘের দ্বারা দৃশ্যমান হইতেছি।৫

পূর্বে যাহাকে যাহারা স্পর্শ করিলে, কুরু কেহ তাহা সহ্য করিত না, সেই আমাকে দুরাত্মা দুঃশাসন আকর্ষণ করিলেও পাণ্ডবগণ তাহা সহ্য করিতেছেন।৬

কৌরবগণের পূর্বপুরুষ আমি, সুতরাং কন্যাভূল্যাও তাই এইরূপে লাঞ্ছিতা হইবার যোগ্যা নহি; তথাপি সেই কৌরবগণও আমার লাঞ্ছনা অবাধাচরণে সহ্য করিতেছেন; ইহা কালেরই বিপর্যয় বলিয়া মনে হয়।৭

অথ হি ভার্য্যা পাণ্ডূনাং পাঞ্চালস্য সুতা সতী।
বাসুদেবস্য চ সখী পাঞ্চালী-ং সমাহিতাম্ ॥১০

তামিমাং ধর্মরাজস্য ভার্য্যাং সর্বগুণান্বিতাম্।
ক্ষত্র ধাসীজ্ঞাসীং বা তৎ ব্রবীতু কৌরবঃ ॥১১

অহং বা মৃত্যুঃ কুরুঃ কৌরবাণাং যশোহরঃ।
জিজ্ঞাস্য মাং ন তৎ শোচ্যং ব্রিয়ঃ পশ্যামি
কৌরবাঃ ॥১২

জিতাং বাপাজিতাং বাপি মন্যন্তে যাং যথা যুবাঃ।
তথা প্রত্যুক্তবিজ্ঞানি তৎ ব্রবীতু কৌরবঃ ॥১৩

ভীষ্ম উবাচ।
উক্তবানস্মি কল্যাণি ধর্মস্য পরমা গতিঃ।
লোকে ন পশ্যতে জাতুমপি বিজ্ঞেয়রূপিণী ॥১৪

বলবান্ যথা ধর্ম লোকে পশ্যতি পুরুষঃ।
স ধর্মো ধর্মবেলায়াং তত্তাস্মিন্নস্তঃ পরঃ ॥১৫

ন বিবেক্তুং চ তে শক্যমিমং পুরুষনির্ণয়ম্।
সূক্ষ্মত্বাদ্ গহনত্বাচ্চ ভার্যাত্বাচ্চ তে কৌরবাৎ ॥১৬

সূক্ষ্মত্বাদ্ গহনত্বাচ্চ ভর্তৃতঃ বর্তিতাদিব।
তথা হি কুরবঃ সর্বে সোঽয়মেবংগতো ধর্মঃ ॥১৭

আমি কল্যাণী সতী নারী দ্রৌপদীর সন্দেহের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছি—ইহার চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? আজ রাজসভামধ্যে সকল লোকের সমক্ষে ॥৮

কুরুবংশের কোন রাজা ইতঃপূর্বে তাঁহাকে ধর্মপত্নীরূপে সভায় আনিয়াছেন—ইহা আমরা শুনি নাই; আজ কৌরবগণের সেই পূর্বপ্রচলিত সনাতন ধর্ম নষ্ট হইল ॥৯

পাণ্ডবগণের ভার্যা, পাঞ্চাল (দ্রুপদরাজের) দুহিতার ভগিনী এবং বাসুদেবের সখী কৃষ্ণাকে আমি কি করিয়া এই সভায় আনীতা হইতে পারি ॥১০

আমি ধর্মরাজের সনাতনধর্মজ্ঞাতা (ক্ষত্রিয়ধর্মজ্ঞ) ভার্যা; হে কৌরবগণ! আপনারা বলুন আমি কৌরবকুলের দাসী কি অদাসী? আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই মানিয়া লইব ॥১১

হে কৌরবগণ! কৌরবকুলের যশহরণকারী এই মৃত্যুরূপী দুঃশাসন আমাকে ভয়ানক ক্লেশ দিয়াছে, আমি ইহা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিব না ॥১২

হে রাজগণ! হে কৌরবগণ! আপনারা আমাকে বিজিতা কিংবা অবিজিতা বলিয়া যাহা মনে করেন—তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলুন, আপনারা যাহা বলিবেন—আমি তাহাই মানিয়া লইব ॥১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—হে কল্যাণি! আমি পূর্বেই বলিয়াছি—ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম; ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও জানিতে সমর্থ হন না ॥১৪

বলবান্ পুরুষ যাহাকে ধর্ম বলিয়া দেখিতে পায়, ধর্মবিচারকালীন তাহাই ধর্ম বলিয়া সকলে গ্রহণ করে। আর দুর্বল পুরুষ যাহাকে ধর্ম বলে, তাহা বলবান্ পুরুষ কর্তৃক ধর্ম হইতে প্রচ্যুতও হয়। (মোটকথা বলবান্ ধর্ম ও দুর্বলের ধর্ম বলিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাই 'ধর্ম' বলিয়া সর্বোপরি জানিবে।) ॥১৫

বিবেকী ব্যক্তি গুরুতর গভীর ও সূক্ষ্ম হইলেও আমি তোমার প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছি না ॥১৬

আমার মনে হইতেছে, অচিরেই এই কুরুকুলের নাশ হইবে। কেননা, এই কৌরবগণ সকলেই লোভ ও মোহপরবশ হইতেছে ॥১৭

ভূতলম্ আজ্ঞাঃ কল্যাণি যাদবেরাহৃতা ভৃশম্।
ধর্ম্যাদ্ধর্ম্যং চাপতন্তে মোহাৎ মন্দ্যু:স্থিতা ॥১৮
উপপ্লবক পাঞ্চালি তবেদং দৃষ্টবানসি।
যৎ ভূয়ুষ্যপি সম্প্রাপ্তা ধর্ম্মরাজনিবেশনে ॥১৯
এতে রোগাদয়শ্চৈব দৃষ্টা ঘোরিণো ময়া।
পূর্ব্বং শরীরমুৎসৃষ্টমিতি পশ্চাদ্ব ইবাব্রবীৎ ॥২০

যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নেষ্বিদম্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।
অস্মিন্ বা বিদ্ধি যদ্ বেত্তি যদ্ বাস্যর্ত্তং ভবিষ্যতি ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চদশপর্ব্বণি ভূতপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

যে কল্যাণি। তুমি যাহাদের পত্নী, সেই পাণ্ডবগণ বিনা এই ভূতলেই তাহা। তাঁহারা নানা বিপদে অনাথ হইয়াও ধর্ম্মপথ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই ॥১৮

হে পাঞ্চালি। তুমি যে এইক্ষণে অনাথাদিগের হইয়াও ধর্ম্মপথেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য্যই হইয়াছে ॥১৯

যেন মোহ প্রভৃতি এই সব ধর্ম্মের সম্বন্ধেই প্রমাদরূপ দুর্লভ ধারণা ধর্ম্মের যেন প্রমাদীন পুরুষের হইয়া অবশেষে সমস্তে অবস্থান করিতেছেন ॥২০

এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরেরই আমি প্রমাণ বলিয়া মনে করি। তুমি অস্তিত্ব বা বিনা—এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করুন ॥২১

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সপ্তদশপর্ব্বণি ভূতপর্ব্বে তীর্থযাত্রানামক একোনসপ্ততিতমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৯

সপ্তচিত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনকৃত কপটতাপূর্ব্বকত্ব, ভীমসেনস্য রোষপূর্ব্বতাপনক।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তু কৃষ্ণা বহু তত্র দেবী:
রোরুদ্যমাণা দুঃখিতার্ত্তরূপা।
নোচুর্বচঃ সান্ত্বয়ন্ত্যো নরেন্দ্রান্
মহৌজসো বার্ষ্ণেয়াশ্চ তত্র ॥১

তৃষ্ণীং তথা পার্থিবপুত্রপৌত্রাঃ
তূষ্ণীংকৃতাম্ বৃষ্ণয়াশ্চৈব পুত্রাঃ।
অস্মিন্নেবং বাসুদেবে বদত্যে
পাঞ্চালরাজস্য সুতাং জগাদ ॥২

সপ্তচিত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের ছল ও কপটতাপূর্ণ বাক্য এবং ভীমসেনের রোষপূর্ণ ভাষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আর্ত্তা দুঃখিতা অতি রোদনীতে যাদবেরা অন্যান্য রোদন করিতে দেখিয়াও দ্রুপদরাজনন্দিনী দুর্য্যোধন তখন উচ্চ হাসিয়া পাঞ্চাল রাজপুত্রী রৌদ্রীকে এই কথা বলিলেন ॥২

দুর্যোধন উবাচ।

ভিষ্ঠন্তং প্রথমং উদ্যমন্তে
ভীমেদ্রুনে সমরেষে ওষৈব।
পশ্যন্তী ৬ তে বহুলে বাজসেনি
অন্যোক্ত বলং বৎপ্রসূতম্ ॥৩

অনীকস্থং ক্ষিপ্রহস্তারিমন্তে
যুধিষ্ঠিরং তব পাঞ্চালি হেকেঃ।
দুর্যন্তু সর্বে চাদৃক্ত বর্মরাজঃ
পাঞ্চালি তং মোক্ষ্যসে যাদরাযাৎ ॥৪

অর্থে ক্ষিতো ধর্মসুতো ধরায়া
বয়ং তেন ভবদ্বিপ্রয়ুক্তাঃ।
ইমো বা তে ভবীশ্যেষবৈব
বাক্যায়ত ক্ষিপ্রমেকঃ কুরুষ ॥৫

সর্বে হীমে কৌরবেয়াঃ সভায়াং
দুঃখস্যান্তে বর্তমানাস্তবৈব।

ন ক্ষিপ্রহস্তার্থসন্ধা ভবাংৎ
পশ্যেৎক্ত তে সব্যসাচ্যগ্রতস্থান্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ওজ্ঞা সভ্যাঃ কুরবাজস্য কৃষ্ণা
বাক্যং সর্বে প্রত্যপদ্যন্তমোঘম্।
মোঘোদ্যোগাস্তাপি চক্রুর্বিহস্য
হয়ত্যাদীপি চৈবার্তরূপাঃ ॥৭

শ্রুত্বা তু বাক্যং কৃষ্ণয়া সুমধ্যমং তু-
র্যোধনাৎ কৌরবাণাং সভায়াম্।
সর্বে চাদন্ পাণ্ডবাঃ প্রীতিযুক্তাঃ
কুরুশ্রেষ্ঠঃ ধার্মিকং পূজয়ন্তঃ ॥৮

যুধিষ্ঠিরং তে সর্বে সমুপেত্য পাণ্ডবাঃ।
কিমু ব্যক্তি ধর্মজ্ঞ ইতি সাংকৃতাবন্তঃ ॥৯
কিমু ব্যক্তি গৌতমোত্রাজিনো যুধি পাণ্ডব।
ভীমসেনো অথো তেজো কৃষ্ণঃ কৌতুহলাদ্বি ॥১০

দুর্যোধন বলিলেন,—হে যাজ্ঞসেনি! ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি তোমার পতিগণের সম্মুখ তুমি তোমার প্রভু বাছ। ইহাদিগে তোমার দৃষ্টি প্রসন্ন হউক কি না।৩

পাঞ্চালরাজনন্দিনি! ইহারা যদি তোমার প্রভু যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন এবং তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে তোমাকে পণ হারা লইবে হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তবে তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪

অর্থ কিন্তু মহারাজ ইতিপূর্বে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়াছ, তিনি তোমার ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর নহেন। তিনি যাহা বলিবেন, তদনুযায়ী তুমি অনায়াসে যে কোন একজন অবলম্বন কর।৫

এখানে উপস্থিত পরিবারবর্গ কৌরবগণ সকলেই তোমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু মনস্তাপ তোমারই পতিগণকে বিপদ্ধ দেখিয়া কেহই কিছু বলিতে পারিতেছেন না।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সভাস্থ উপস্থিত কুরুরাজ দুর্যোধনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সকলে নিজ নিজ ইচ্ছামত যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু অপরদিকে পাণ্ডব এবং পাণ্ডবানুরাগিগণের মধ্যে হাহাকার শব্দে আর্তনাদ শব্দ হইল।৭

দুর্যোধনের সেই দুরভিসন্ধি বাক্যশ্রবণে সভাস্থ কৌরবগণের মধ্যে আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং অত্যন্ত হাস্যমুখে প্রীত হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে ধার্মিক বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সম্মান করিতে লাগিলেন।৮

তখন সভাস্থ সকলেই একত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট

অস্মিন্ পক্ষে স্থিতঃ ভীষ্মঃ সোমকোঽস্ত্রবীদিদম্।
প্রযুহ্য রুচিরং বিত্তং ভুঙ্ক্ষ্ব চন্দনচর্চিতম্ ॥১১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রেদং শৃণুতাং বর্ম যাতো মহাত্মনা।
ন প্রহর্তা স্বয়ং মূঢ়স্তাত ন ত্বং বধমর্হসি ॥১২
ইমৌ হি পুণ্যতপসাং প্রাপ্তাবাবপি লেখ্যতা।
সমতেনৈব সমরান্ন ত্বয়ৈষ বিজিতা যুধি ॥১৩
ন হি মূঢ়েন যে ভীরু পদা দূষিমুপস্পৃশম্।
ধর্মজ্ঞো ধর্মতো মূঢ়ো মূঢ়ো যে পরিধাবিষি।
নেক্ষেয়মাত্মনঃ প্রাপ্তা মূঢ়েতাপি পরাজয়ম্ ॥১৫

ধর্মপাশপরিক্ষিপ্তং নাভিসন্ধাতুমুদ্যতম্।
যৌধিষ্ঠিরেণ বিক্রম্য নিগ্রহাদ্ধর্মচারিণম্ ॥১৬
ধর্মপাশবিসৃষ্টেন নিহতঃ ক্ষুদ্রমানিনা।
দার্ঢ্যাদ্ভীরুবিধান্ পাপান্ নিশ্লিষেয়ং তথাবিধান্ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ তদা ভীষ্মো রোষো বিদুর এব চ।
কথ্যতামিতি তিষ্ঠন্তং পরং পারাশরং ঋষিম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি মূলপর্বণি ভীষ্মবাক্যে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৭০

যুদ্ধে অর্জুন ভূতীয় পাণ্ডব অর্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা কে কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলের বশীভূত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ১০

তাঁহাদের কোলাহল শব্দ নিবৃত্ত হইলে ভীমসেন তখন তাঁহার চন্দনচর্চিত বাহুযুগল সুন্দর রূপ উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন।১১

ভীমসেন বলিলেন,—মহারাজ এই ধর্মরাজ যদি আমাদের পিতৃতুল্য এবং আমাদের মূলের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা এই পাপাচরণকে কখনই সহ্য করিতাম না।১২

ইনি আমাদের পুণ্য, তপস্যা ও প্রাণের প্রভু; ইনি যদি নিজকে বিজিত মনে করেন, তবে আমরা সকলেই বিজিত।১৩

আমরা যদি বিজিত বলিয়া নিজদিগকে মনে না করিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীর উপর পরাক্রান্ত এমন কোন্ মনুষ্য আছে, যে আমাদের সমক্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিতে পারে?।১৪

যে মূঢ়! এই আমার পরিত্যক্ত বিদুর দেবীসুত যোগাচার্য যাহাকে নিরীক্ষণ করে; এই ব্যক্তিকে মধ্যে পতিত হইয়া শত্রুর মুক্ত হইতে সক্ষম হয়।১৫

ধর্মপাশে বদ্ধ আমরা, ইহার বিক্রমে করিলে জোষ্ঠমাত্র যুধিষ্ঠিরের দৌরাত্ম্যবশে হইবে এবং অর্জুনও আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে; এইজন্যই সহ্য উপায়ন করিতে পারিতেছি না।১৬

ধর্মরাজ যদি একবার অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র দুর্যোধনকে নিহত দেখে বিনাশ করে, আমি তেমনি পাপিষ্ঠ এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে অগ্নিতুল্য ক্রোধদ্বারা পিষিয়া ফেলিতাম।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভীষ্ম, রোষ ও বিদুর ভীমসেনকে বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে তাহা সবই তোমার পক্ষে ক্ষমা সম্ভব—ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি এমন কথা বল।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতের সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্যন্তর্গত মূলপর্বে ভীষ্মবাক্যনামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণকর্তৃক দুর্যোধনের চতুরঙ্গ-আনয়নপূর্বক ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রের অবধানার্থ বিদুরপ্রতি উক্তি, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নোত্তর বর্ণনারম্ভ।]

কর্ণ উবাচ।

ত্রয়ঃ কিলেমে ধনদা মনুষ্যা
রাজ্ঞঃ পুত্রস্তাবত্রা চ রাধা।
যানস্য পত্নী ধনদস্য ভদ্রা
ইমেবয়ং যানবরং সমেতাঃ ॥১

প্রবিশ্য রাজ্ঞঃ পরিষদ্যং ভবন্ত
মম চাদ্যঃ শিষ্টমাবিশন্তেবয়ং।
ইমাস্ত সর্বে তব রাজপুত্রি
তিষ্ঠন্তু বৈ বাহ্যরাষ্ট্রে চ পার্থাঃ ॥২

অথো ব্রুবীষ পরিজাতু ভাবিনি
যস্মাদ্ ভয়ং ন স্তদি দেবেষু।

অবাচ্যা বৈ পতিষু কাময়ন্তি-
র্বিদ্যাঃ যাকে যিদিকা উদ্ভবন্তু ॥৩

পরাজিতো বহুলো ভীষ্মসেনো
যুধিষ্ঠিরঃ সহদেবার্জুনৌ চ।
যাসীদ্ভয়ং বৈ হি বৈ রাজসেনি
পরাজিতাস্তে পতয়ো নৈব সন্তি ॥৪

এষোজনঃ জন্মনি কিং ন যজ্ঞতে
পরাক্রমং পৌরুষং চৈব পার্থে।
পাঞ্চালাস্ত ক্রুদ্ধতরা হুরাদিয়ঃ
সভাসদো কে যমসাদ্ ন যেষু ॥৫

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও দুর্যোধনের দ্রৌপদী-আনয়নে ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা; ধৃতরাষ্ট্রের অবধানের নিমিত্ত বিদুরের উক্তি ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে দ্রৌপদীর বরপ্রাপ্তি।]

কর্ণ বলিলেন,—এ জগতে ধাম, পুত্র ও অবস্থা দ্বারা—এই তিনটি ধন বলে ধনবান হইয়া থাকে। যে অশ্ব। যাহার পতি নিজ ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই ধনবান রাজের পত্নী ও সেই রাজের সমস্ত বধূই এখন ঐ রাজের প্রভু দুর্যোধনের অধীন।১

দুঃশাসনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এখন রাজপরিবারের সেবা কর—ইহাই এখন এখানে তোমার অবশিষ্ট কার্যানুষ্ঠান আবশ্যক হইতেছে। হে রাজপুত্রি। পার্থগণ আর এখন তোমার প্রভু নহেন, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই এখন তোমার প্রভু।২

হে ভাবিনি। ইহাই তুমি অন্য ভার্যাদের (দুর্যোধনকে) পতিরূপে বরণ করিয়া লও, তাহা হইলে পাণ্ডব দ্বারা তোমাকে যে দাসীত্ব অর্পিত হইয়াছে, উহা আর থাকিবে না। দাসীর পক্ষে ইন্দ্রাদি দেবতা পতি হওয়া তথা—এ জগতে বিস্ময়ের নয়, সুতরাং তোমার পক্ষেও উহা বিস্ময়ের হইবে না।৩

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার এই পতিগণ সকলেই পরাজিত হইয়া দাসত্বে দীক্ষিত হইয়াছে। হে রাজসেনি। তুমিও দাসীভাব পাইয়াছ। এখন পরাজিত এই পাণ্ডবগণ তোমার পতি নহে।৪

পূর্ব যুধিষ্ঠির জন্মের তোর এষোজনীয়তা আমরা বলিয়া কি মনে করে না এস কি পৌরুষ ও পরাক্রমকেও সর্ব কার্যে আবশ্যকতা বলিয়া মনে করে না? বহুবা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা তোমাকে পাণ্ডবগণের পণ রাখিবে কেন? (সুতরাং পরাজয়ে অধিক সেই বন্ধকে যখন দুর্যোধন পাশায় জিতিয়া লইয়াছে, তখন তুমি তাহারই অনুগামিনী হও)।৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সৈ প্রহসা ভীমসেনোঽব্রবীদ্বচঃ
ক্রুদ্ধঃ বিনিশ্বসন্ ভার্গবন্নিব।
রাজপুত্র্যো বর্ষপাশানুদ্যতো
যমদণ্ডৈরব লোকবক্তৃষ্টিঃ ॥৬

ভীম উবাচ।

অয়ং সুহৃদ্ধ সুতপুত্রস্য রাজ-
ন্নেব সত্যং যদবোচৎ প্রবিদ্ধঃ।
ন্যি বিদ্যিতো বৈ মাদ্রবত্যাং যমাভ্যাং
বংশেঽস্মিন্ যত্নবতা নরেন্দ্র ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্য শ্রুত্বা বাক্যং দুর্যোধনস্য।
যুধিষ্ঠিরমুপাসীনং কৃষ্ণাপুত্রশ্চোদয়ন্ ॥৮

ভীমার্জুনৌ যমৌ চৈব বিদ্যো তে নৃপ পার্শ্বতে।
প্রহর ত্বং চ কৃষ্ণাং যদ্যস্তিত্বং যদি মন্যসে ॥৯

এবমুক্তঃ তু কৌন্তেয়স্তদপাস্য বসনং বলবৎ।
স্বয়মেব পাঞ্চালীমৈশ্বর্যমদমোহিতঃ ॥১০

কদলীতরুসঙ্কাশং সর্বলক্ষণসংযুতম্।
গজহস্তপ্রতীকাশং বৃত্তং করিবরোপমম্ ॥১১

অন্যোন্যসদৃশাবেতৌ ভীমার্জুনবপুর্ধরৌ।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ সব্যমূরুমদর্শয়ৎ ॥১২

ভীমসেনস্তমালোক্য মেত্রে উৎপাট্য লোহিতে।
প্রোবাচ রাজমধ্যে তু সভায়াং বিশ্রাবয়ন্নিব ॥১৩

পিতৃভিঃ সহ লোকাংস্ত্বং স্বর্গস্থেষু বৃকোদর।
অক্ষৈরনৃতং কৃত্বা ন জিগ্যাংস্তে মহাত্মনে ॥১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুতপুত্রের ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভীমসেন আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু দ্বারা বার বার যুধিষ্ঠিরের দিকে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিব্যতিরেকে ও বন্ধু পাণ্ডবের ক্রোধ প্রতিকার করিতে না পারিয়া ক্রোধে আকুলহৃদয়ে কর্ণের প্রতি এইরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যেন তাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥৬

ভীম বলিলেন,—হে ধর্মরাজ। এই সুতপুত্রের উপর আমার এমন ক্রোধ হইতেছে না, কারণ যে সত্যই দ্যূতের যে দোষ, তাহাই বলিয়াছে। কিন্তু হে রাজন্। আপনি এই দ্রৌপদীকে কেন পণরূপে পণ রাখিলেন? ইহা না করিলে কি সকলের সাক্ষাতে আমাদের সম্মুখে এইরূপ কথা বলিতে পারিত? ॥৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেনের কথা শুনিয়া রাজা দুর্যোধন তখন যোদ্ধগণমধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥৮

হে রাজন্। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহারা সকলেই আপনার শাসনে অবস্থিত; এখন আপনি পাঞ্চালীর সম্বন্ধে উত্তর দিন। যদি আপনি ইহাকে অবিজিতা মনে করেন, তবে ইহাকে বলুন ॥৯

দুর্যোধনকর্তৃক এই কথা বলিয়া উৎসাহ দানে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিতে উদ্যতদেখিয়া বিজয় গর্বে উচ্চ হইতে বস্ত্র অপসারণ করায় রাজার কর্তৃক আচ্ছাদিত করিয়া ভীমসেনকে যেন দগ্ধ করিবার জন্যই দ্রৌপদীকে ইহা প্রদর্শন করিলেন। ঐ উরু কদলী তরুসদৃশ গোল, সমস্ত লক্ষণে সুশোভিত, করিশুণ্ড তুল্য সুন্দর এবং বজ্র সদৃশ কঠোর ছিল ॥১০-১২

ভীমসেন তখন দুর্যোধনের দান উচ্চৈঃস্বরে সভা মধ্যে প্রকাশ করিয়া বিলাপিত করত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শুনাইয়াই যেন ইহাঁকেও বলিতে লাগিলেন ॥১৩

হে দুর্যোধন! যদি মহাযুদ্ধে এই উরুদ্বয় দ্বারাতে তোমার ঐ উরুকে চূর্ণ না করে, তবে যেন পিতৃপুরুষগণের সহিত লোক প্রাপ্ত না হয় ॥১৪

কুরুষ্ব তত সর্বেভ্যঃ শ্রোত্রেভ্যঃ পাবকক্রিয়ম্।
কুরুভ্যশ্চ বিনিষ্ক্রান্তঃ কৌরব্যঃ প্রবহন্নভঃ ॥১৪

বিদুর উবাচ।

পরং ত্বয়া পরজ্ঞ ভীমসেনাৎ
তথা যুধাং ধৃতরাষ্ট্রাশ্চ পুত্রাঃ।
বৈবেষিতো মুবলং পুরস্তাৎ
পরোহনয়ো ভারতেদৃশ্যাদি ॥১৫

অস্মিন্নহং কুরুষিহ বর্তমানো
যস্মাৎ ত্রিতঃ বিনষ্টঃ সভায়াম্।
মোঘক্ষেমো নষ্টতো বঃ সমেত্য
পাপাম্ মন্ত্রান্ দুরবো মন্ত্রয়ন্তি ॥১৬

ইমং ধর্মং দুরবো নাবরাত্ত
ন্যস্তে ধর্মে পরিবৃঢ়ং সন্তুরুভ্যঃ।
ইমাং ত্বেং পুরং বিত্তবোহস্মিন্
যীশেঽবিষহ্যপরাজিতাত্মা ॥১৮

যদ্যে ধৃতরাষ্ট্রা বিজিতং বদন্ত
যেন ক্রান্তং যত যীয়ত্যনীশম্।
পাঞ্চালরাজস্য তদা বিনষ্ট
মস্মাৎ দুরবো নাপনয়ন্ত ॥১৯

দুর্যোধন উবাচ।

ভীষ্ম যদো ভরতেষ্বাদ্যুবাচ
বিদোহয়ং বৈ মদ্যতোঽস্মদ্যতেষু।
দুর্বিহিতা যে প্রবসন্তনীশ-
মুষা রাজ্যাদ্যোক্যসে যাজসেনি ॥২০

অর্জুন উবাচ।

ঈশো রাজা পুরুষাদ্যে মতো নঃ
যুক্তাযুক্তো ধর্মরাজো মহাত্মা।
ঈশস্তং ত্বং পরাজিত্যাত্মা
ন্যস্তানীশং দুরবঃ কর্ম এষ ॥২১

যে সভাসদ্ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে কৌরবদিগের হইতে নির্গত অগ্নি বিদুর দ্বারা দুষ্ট ঔষধের সমস্ত রোগকুল হইতে যেমন অগ্নিকুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ॥১৪

বিদুর বলিলেন,—হে ধৃতরাষ্ট্রবংশজগণ। তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ ভীমসেন হইতে তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। দুর্যোধন দ্বারা যেরূপ প্রেরিত হইয়াই তোমরা এই ভরতবংশাবতংস পাণ্ডবগণের উপর এই অনীতির প্রয়োগ করিতেছ ॥১৫

হে ধার্তরাষ্ট্রগণ! দ্যূতক্রীড়াকে অতিক্রম করিয়া অগ্নি দুর্মতির আচরণ করিয়াছে, তেমনি তোমরা সভামধ্যে দ্রৌপদীকে লইয়া দুর্মতির বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমাদের যোগ (অর্জনীয় বস্তুর অর্জন) ও ক্ষেম (অর্জিত বস্তুর রক্ষণ) উভয়ই এই হইতে বসিয়াছে এবং তোমরা কৌরবগণ পাপমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়াছ ॥১৭

হে কৌরবগণ। তোমরা ইহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) সাধারণ দ্যূত বলিয়া জানিবে। অন্যের বাক্য হইতে সমস্ত সভাই দূষিত হয়। যুধিষ্ঠির যদি পূর্বে ইহাকে (দ্রৌপদীকে) পণ রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহার প্রভু থাকিতেন; তাহার তখন তিনি বিজেতে হইয়া যান ॥১৮

অতএব আমি এক কথা বলিতেছি—দ্রৌপদীকে আর কথা বলিবার সময় হইয়াছে। কারণ, যুধিষ্ঠির আপনি পরাজয়বশতঃ অধীনী হইয়াই দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন, সুতরাং অনুমতি করা তোমার উচিত না এবং হে কৌরবগণ। তোমরা ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না ॥১৯

দুর্যোধন বলিলেন,—ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের কথা আমি মানিতে সম্মত আছি। ইহারা সকলে যুধিষ্ঠিরকে প্রভু বলিয়া অঙ্গীকার

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথো রাজন্ দ্রুপদাদ্যৈস্তে
যোধাস্তৈর্ব্যূহ্য বলমরিসৈন্যে।
তং যাতব্যং প্রত্যুবাচাথ রাজন্
সমন্ততঃ পক্ষিণশ্চৈব যোদ্ধ্যাঃ ॥২২

তে বৈ পক্ষং দ্বিরদস্যেব কৃত্বা
তস্থুর্যোধা দ্রুপদাদ্যা চ।
ভীষ্মো দ্রোণো গৌতমশ্চাপি বিদ্বান্
যত্তি যত্তীত্যপি চৈবাব্রুবংস্তে ॥২৩

অথো গাঙ্গেয়ো দ্বিরদস্যাপি বিদ্বান্-
স্তদুৎপাতং ঘোরমালক্ষ্য রাজন্।
নিবেদয়ামাস দুরাধর্ষমগ্র্যং
তদা রাজা বাক্যমিদং বভাষে ॥২৪

দুর্যোধন উবাচ।

যতোঽসি দুর্ধর্ষ ততো বয়ং স্মঃ
স্বস্তি নস্তাত কুরুপুঙ্গবানাম্।
ত্রিঘ্নন্ সমাক্ষেষি দুরিতানি
নিঃসন্দেহো দ্রোণতো বর্ধতাং ত্বম্ ॥২৫

এবমুক্তো দ্রুপদাদ্যো মহীয়ো
নিবারয়ন্ যাতবানাততায়ম্।
দৃষ্ট্বা পাঞ্চালীমগ্র্যাং সাধুপূর্বং
নিবৃত্তৈস্তৈঃ প্রজহে তত্ত্বুদ্ধিঃ ॥২৬

দুর্যোধন উবাচ

যতো দুর্ধর্ষ পাঞ্চালি যতো বভ্রুবাহুসি।
যতো হি বিষ্ণিভী রে ততো বর্ধস্ব নঃ সদা ॥২৭

করুন। হে মাতুলেয়ি! আমি তোমাকে মানব হইতে দূত করিয়া দিব।২০

অর্জুন বলিলেন,—এই পাণ্ডা বেলার পূর্বে দুর্যোধন প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাদের সকলেরই যেমন প্রভু ছিলেন, তাহাদের দ্বারা (পাণ্ডাবেলায়) পরাজিত হইলেও তেমনই তিনি এখনও আমাদের সকলেরই প্রভু আছেন। হে কৌরবগণ! আপনারা সকলেই ইহা জানিয়া রাখুন।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! (অর্জুন যখন এই কথা বলিতেছিলেন) ঠিক সেই সময় অগ্নিহোত্র যজ্ঞশালায় উচ্চৈঃস্বরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই ভাবিলেন এবং সাবধানে অবস্থানের পরামর্শ করিয়া উঠিলেন।২২

অনন্তর বিহঙ্গ, মৃগসমূহ পাণ্ডাগী, ভীষ্ম, দ্রোণ, গৌতমকুলীন কৃপ সকলেই সেই ভয়ানক অমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 'যতি' 'যতি' উচ্চারণ করিলেন।২৩

তখন পাণ্ডাগী ও বিদ্বান্ বিদুর এই সব ঘোর উৎপাত দর্শনে আরও ভীত হইয়া রাজা দুর্যোধনের নিকট নিবেদন করিলেন। দুর্যোধন তখন এই কথা বলিলেন।২৪

দুর্যোধন বলিলেন,—হে দুর্ধর্ষ! যেহেতু তুমি মঙ্গলময়ী কৌরবসমক্ষে আসিয়াছ এবং যে হেতুনিমিত্ত; যেহেতু তুমি বিঘ্নসমূহ দ্রৌপদীর ন্যায় পঞ্চপাণ্ডব সহিত কুশলের কথাবার্তা বলিয়াছ, সেইহেতু তুমি নিশ্চিন্তভাবে আমাদের ত্রাণিয়া আসিয়াছ।২৫

এই কথা বলিয়া তত্ত্বদর্শী মহীয়ী দ্রুপদাদ্যী বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া আসিলেন। তিনি কাহারও দ্বারা তাহাদিগকে কাহারও হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পাঞ্চালরাজকন্যা কৃষ্ণাকে সাম্বনাপ্রদান পূর্বক বলিলেন।২৬

দ্রুপদাদ্যী বলিলেন,—হে পাঞ্চালি! তুমি আজি-কার মত বধূরাণী বিষ্ণিভী বধূ। সুতরাং আমি তোমাকে যত প্রদান করিতেছি; তুমি তোমার

দ্রৌপদ্যুবাচ।
অস্যামি তেঽহং বরং বরং বৃণোমি তবানঘ।
সর্বধর্মভৃতাং শ্রীমান্নজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠির ॥২৮

অধিবিদ্যশ্চতুর্থো মৈত্রঃ শ্রুতঃ কৃষ্ণাবকাঃ।
এতে বৈ দাসপুত্রা বি প্রতিবিন্ধ্যাং মমাত্মজম্ ॥২৯

রাজপুত্রঃ পুরা কৃষ্ণা যথা নাকঃ পুমান্ ভবিৎ।
রাজভির্নালিতশ্চাসি ন তু দাসপুত্রতা ॥৩০

বৃহদশ্ব উবাচ।
এবং ভবতু কল্যাণি যথা ধর্মস্তথাগমৎ।
দ্বিতীয়ং তে বরং ভদ্রে দদানি বরবর্ণিনি ॥৩১
যদ্যপি হি যে দ্বিতীয়ঃ মৈত্রঃ বরবর্ণিনি ॥৩১

দ্রৌপদ্যুবাচ।
নকুলো নকুলাক্ষো চ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ।
অথো চ বরয়ে রাজন্নকুলাম্ যশস্বিনম্ ॥৩২

বৃহদশ্ব উবাচ।
তথান্ত তে মহাভাগে যথা বদ বরাঙ্গনে।
তৃতীয়ং বরমাপন্নো নাসি রাজ্ঞাং সুমধ্যমে।
যং হি সর্বসুহৃদাং যে প্রেয়সী ধর্মচারিণী ॥৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।
লোভো ধর্মং নাশয়তি তথন্ নাহিংসয়ে।
অর্থী হ্যধর্মাদ্বৃণুতে তৃতীয়ং রাজসত্তম ॥৩৪
একমাহুর্বৈশ্যবরং দ্বৌ তু ক্ষত্রিয়ৌ বরৌ।
ত্রয়স্তু রাজ্ঞো রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণস্য শতং বরাঃ ॥৩৫

অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥২৭

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভগবন্! যদি আপনি আমাকে বর দেন, তবে এই বর যাচ্ঞা করিতেছি যে অধর্মানুসারী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করুন ॥২৮

মদ্রবতী আমার পুত্র এই প্রতিবিন্ধ্যকে না জানিয়া রাজসূয়াবসরে যেন তাহাকে দাসপুত্র বলিয়া পরিচয় না দেন। যে পূর্বে রাজপুত্র ছিল, বালোচিত ঐশ্বর্যে যে রাজপুত্রের ন্যায় লালিত পালিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে দাসপুত্রতা প্রাপ্তি শোভন নয় ॥২৯-৩০

বৃহদশ্ব বলিলেন,—হে কল্যাণি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। অদ্য তুমি একটি মাত্র বরের যোগ্য নহ। আমি একটী মাত্র বর তোমাকে দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি না ॥৩১

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে রাজন্! যম ও ভবের সহিত ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করুন—ইহাই আমি দ্বিতীয় বরূপে প্রার্থনা করিতেছি ॥৩২

বৃহদশ্ব বলিলেন,—হে মহাভাগে! হে বরবর্ণিনি! তোমার অভিলষিত দ্বিতীয় বর পূর্ণ হউক। তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার সকল পুত্রবধূগণের মধ্যে অধিক ধর্মচারিণী, সুতরাং কল্যাণময়ী। তোমাকে দুইটী মাত্র বরদানে তোমার সন্তোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করি না ॥৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভগবন্! লোভ ধর্মনাশের কারণ, সুতরাং আমি তৃতীয় বর লইতে উদ্যোগ করিতেছি না। আমি তৃতীয় বরের অযোগ্য ॥৩৪

রাজেন্দ্র! শাস্ত্রে আছে—বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়বালা দুই বর এবং রাজা ভিন্ন বর এবং ব্রাহ্মণ শতবর যাচ্ঞা করিতে পারে ॥৩৫

পাণ্ডবানাং ইমে পুত্রা সন্তীতি পরমং যশঃ।
বেৎস্যন্তি তৈব তত্রাপি রাজন্ পুত্রান্ কথং ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তাশীতিপর্বণি দ্রুপদপর্বণি দ্রৌপদী-হরণাতে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১

রাজন্। আমার পতিগণ পাণ্ডবগণের পরাজিত হওয়ায় যাদব কেহ পাণ্ডবে হইয়াছিলেন, আমি ঔদ্বাহিকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে সমর হইয়াছি। এখন তাঁহারা পুনরায় আমাই বিজয় লাভ করিতে পারিবেন ॥৩৬

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সপ্তাশীতিতম পর্বের দ্রুপদপর্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণে যাদব একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

(যুধিষ্ঠিরের পক্ষপরাজয়ে ভীমের বিষাদ।)

কর্ণ উবাচ।

যা বঃ প্রজ্ঞা সমুদ্রেষু দ্বীপেষু চ সরঃসু চ।
তামাহরেতমুৎসৃজ্য কর্ম ন কল্যাণবৎ তথা ॥১

দ্রৌপদ্যাপিজিতৈঃ পার্থৈঃ পাঞ্চালৈরজিতৈঃ পরৈঃ।
দ্রৌপদী পাণ্ডুপুত্রাণাং কৃষ্ণা পাণ্ডিত্যমাহরৎ ॥২

আত্মানমাত্মনি যথা নাবগচ্ছতি নিশ্চয়াৎ।
পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রাণাং তথৈবা পাণ্ডবেষ্বপি ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা তু প্রজ্ঞা ভীমসেনঃ কুরূদ্বহঃ।
দ্বৌ পাণী পাণিনা ঘ্নন্ বাক্যমুবাচ দুর্মনাঃ ॥৪

ভীম উবাচ।

দ্যৌরি ত্যেতদ্যদি পুরুষং হরি বৈ বেদসোহব্রবীৎ।
অনন্তঃ কর্ম বিদ্যা চ ত্রয়ঃ সৃষ্টাঃ প্রজাপতেঃ ॥৫

অথেদং বৈ যথাপ্রাণং পুরুষং জাতিলক্ষণম্।
কথং ত্রিভিরবৈকং পুরুষস্যাপসূদয়ে ॥৬

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক পক্ষপরাজয়ে ভীমের বিষাদ]

কর্ণ বলিলেন,—এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদী অনেক প্রবীণ কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের কাহারও দ্বারা এইরূপ কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই ॥১

অতএব তুমি দ্রৌপদীসহকৃত ও দ্রুপদাত্মজাসহকৃত আর এসকলাতলবাসিনী কৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিবে ॥২

তখনই দ্রৌপদী অর্জুন বিনাদমন্ত্রে নিজ পাণ্ডবগণের সঙ্গে কৃষ্ণার সৌহার্দ্য করিয়া তাঁহাদিগকে পাপে লোহাইয়া দিলেন ॥৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—"দ্রৌপী পাণ্ডুপুত্রগণের সঙ্গে পরিবারা হইল"—এইরূপ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত অন্তরে ভীমসেন এই কথা বলিলেন ॥৪

ভীম বলিলেন,—যদি বেদজ বলিয়াছেন—অনন্ত (মহান), কর্ম ও বিদ্যা—এই তিনটী জ্যোতি অর্থাৎ তেজই হইল পুরুষের স্বরূপ ॥৫

তাহাই যদি হয় তবে পুরুষের প্রাণ, জাতি ও লক্ষণ কিরূপে তিনটী হইতে পারে ॥৬

অমা জ্যোতির্ভবতঃ প্রাণাপানৌ তিমর্পয়ৎ।
অন্তরা দ্যাং চ খং চৈব ব্যাপ্তমেতেন তেজসা ॥৭

অর্জুন উবাচ।

ন তৈরাক্তা ন চাপুক্তা হোমঃ পক্ষ্যতি বিদ্যা।
অয়ং প্রতিনিবর্ত্তেত ন তুষ্টঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ ॥৮

শ্রুতমিষ্টং হুতঞ্চাস্মে ন বৈষামি হুতাশনঃ।
সখা প্রতিবিধাস্যেতে শত্রুসন্তাপনো যথা ॥৯

ভীম উবাচ।

ইত্যেবমাত্মস্তুতয়ঃ সখায়ং প্রতি পাণ্ডবম্
অথ বিস্ফার্য্য গাণ্ডীবং সশরং হর্ষমাদদে ॥১০

কিং নো বিবদিতেনাদ্য কিমুক্তেন চ ভারত।
অদ্যৈবৈনান্ বিনির্জ্যাহং প্রদহামি পৃথিবীমিমাম্ ॥১১

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনস্তু কপিশৈর্ব্যাকুলৈঃ শুভৈঃ।
বৃষভস্যেব বিক্রান্তো মুহুর্মুহুরলৈক্ষত ॥১২

লাঙ্গূলাগ্রো ধ্বজস্থানঃ পার্শ্বোদ্ভিষ্টকর্ণবান্।
বিস্ফোট্যোরুবেগেন মহতা মহতো বলী ॥১৩

কৃষ্ণস্য তস্য ঘোষেণ কর্ণাদিত্যো মহাদ্রিপ।
সহসা সঙ্কুলিতাভিঃ পপাত সহসাহত ॥১৪

ভ্রুকুটীকৃতমুখ্যেন ভয়মুৎপাদয়ন্নিব।
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কৃতান্তস্যেব কর্ষিণঃ ॥১৫

প্রদাহ, চরাচর এই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তখন এই বিশাল জ্যোতির্ময় পুরুষের উদরে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অবলম্বন কি ?৬

হে বাসুদেব! সখাগণ আমাদের প্রতি সাহস করায় আমাদের অসহ্যতেজ জ্যোতি দূর হইয়াছে; তাহা, শত্রুকর্তৃক অপহারিতা স্ত্রী হইতে আর সম্ভাব পুনিতই হয় না ৭

অর্জুন বলিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস! ভীম লোকেরা তর্পণ করা বন্ধ আর নাই বন্ধুক, উহা শ্রবণ করিয়া উহার পুরুষগণ কখনও তাহার প্রত্যুত্তর করেন না ৮

যজ্ঞসমূহ আর পুরুষকৃত পুণ্যের (উপভোগের) ক্ষয়ই করণ যাহেন, শত্রুদের কথা মনে রাখেন না। প্রতিবিধানের সমর্থতা থাকিলেও যজ্ঞ তাহারা তখন প্রতিবিধান করেন না ৯

ভীম বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র (যুধিষ্ঠির)! আপনি অনুমতি করিলে আমি এখনি সমস্ত সমরকে বধ করিতে পারি। হে ভারত! অবশেষ এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বধ করিব ১০

ইহাদের সহিত বাক্য বিতণ্ডা করিয়া কি লাভ! আজই সমস্তকে আমি বধ করিতেছি; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীকে শাসন করুন ১১

এই কথা বলিয়া ভীমসেন কপিধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের সহিতে বৃষভের অবহিত নিরীক্ষণের ন্যায় চারিদিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ১২

অনন্তরে বরং কপিধ্বজী পৃথাতনয় অর্জুন গাণ্ডীবে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক সাধুবাদ প্রদান করিলে গাণ্ডীবধারী মহাবাহু ভীম অত্যন্তে হৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত বিস্ময় হইলেন ১৩

যে রাজন্! কৃষ্ণ ভীমসেনের কর্ণাদি মহীধরের হইতে পুনঃ, পুলিন ও বিষাণ সহিত অতি নির্গত হইতে লাগিল ১৪

প্রলয়কালে ক্রুদ্ধাত্মা কৃতান্তের (যমের) ন্যায় ভ্রুকুটিকুটিল তাঁহার সেই মুখের ভীষণ ভাবান্তর দর্শনে সকলের মনে ভয় উপস্থিত হইল ১৫

যুধিষ্ঠিরস্তমাবার্য্য বাহুনা বাহুশালিনম্।
ত্রৈবিদ্যব্রাহ্মণীভিশ্চ বোধয়ামাস ভারত ॥১৬
নিবার্য্য চ মহাবাহুঃ কোপসংরক্তলোচনম্।
পিতরং সমুপাতিষ্ঠৎ কৃতাঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি নারায়ণীয়ে
শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিবারণ করিয়া বাহুবলে বাহুবলশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিলেন এবং ত্রৈবিদ্যব্রাহ্মণীগণ "এরূপ করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর" এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥১৬

ক্রোধে আরক্তলোচনে পিতাকে বিনাশ করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে কৃতাঞ্জলি যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইলেন ॥১৭

শ্রীমন্মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্ব্বান্তর্গত দ্রোণপর্ব্ব
ভীমক্রোধে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান এবং প্রবোধদানপূর্ব্বক ভীমপ্রভৃতিকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রেরণ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাজন্ কিং করবামস্তে প্রপন্নাস্ত্বামরীন্দম।
নিত্যং হি ত্বানুযুঞ্জানাস্তব ভারত শাসনে ॥১

কৃতবর্ম্মা উবাচ।

অজাতশত্রো জানীমঃ যে আবাং বহ্নি মন্যসে।
অনুজ্ঞাতাঃ সবধনা যথাজ্ঞপ্তমুপাস্মহে ॥২

ইদং তৈরাবতাধ্যক্ষঃ কৃতবর্ম্মা মহাবলম্।
মম বিপ্রিয়কৃৎ সংখ্যে শ্রুত্বা বিপ্রোষিতো গতম্ ॥৩
যেন ত্বং তাত বর্ষাণাং শতিঃ সৃষ্টঃ যুধিষ্ঠির।
বিনীতবাহনো রাজন্ কৃতবর্ম্মা পরাজিতঃ ॥৪
অহং দাশার্হকঃ শান্তিঃ প্রপদ্যে পুরুষর্ষভ।
ত্রাহীতি পাণ্ডবেয়ন্ত্বং বাক্যং তস্যোপপাদয় হ্যাত্মে ॥৫

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান এবং প্রবোধদানপূর্ব্বক ভীমপ্রভৃতিকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রেরণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমাদের প্রভু। সুতরাং আপনি আদেশ করুন এখন আমরা আপনার কি করিব? হে ভারত! আমরা সর্ব্বদাই আপনার শাসনে অবস্থান করিতে চাই ॥১

কৃতবর্ম্মা বলিলেন,—হে অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক। তোমরা সকলে আমার অনুমতি অনুসারে ধনসম্পৎ সহ বিজিত ও সুসজ্জিত ভৈরবরথে

যদি আমায় এই আদেশ তোমরা অবশ্য কর অর্থাৎ পালন কর। তাহা, আমার সহ তাহাই তোমাদের পক্ষে হিতকর ও কল্যাণজনক হইবে ॥৩

হে যুধিষ্ঠির! হে পুরু! তুমি বর্ষের সৃষ্টা বলিয়া জান। হে মহারাজ! তুমি অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভ্রাতৃগণের সেবাপরায়ণ ॥৪

হে ভারত! যেখানে যুধিষ্ঠির থাকে, সেইখানেই শান্তি বিরাজ করে। যেন, তাহার প্রভাবেই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ হইয়া মানুষ অনুপযুক্ত হয় না, পরন্তু

ন বৈরাণ্যাদিজানন্তি গুণান্ পশ্যন্তি বাগুণান্।
বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি যে ত উত্তমপূরুষাঃ ॥৬
স্বয়ন্তি গুরুবাক্যেষু ন বৈরাণি কৃতান্যপি।
লভন্তে পরমাং তুষ্টিং বাক্যেষ্বেতে প্রতিক্রিয়াম্ ॥৭
সংকারে পরমাচার্যমুপিতিং নরাধমাঃ।
প্রত্যাহুর্ন্যায়বন্তং ত্বাং পরুষমুত্তরম্ ॥৮
ন ত্বোক্তঃ বৈব চাসূয়ুরুপিতঃ পরুষং হিতঃ।
প্রতিব্রুবন্তি বৈ বীরাঃ সন্তঃ তৃতমনুব্রতাঃ ॥৯
স্বয়ন্তি গুরুবাক্যেষু ন বৈরাণি কৃতান্যপি।
লভন্তে প্রতিবিধানেন লব্ধ্বা প্রত্যয়মক্ষয়ম্ ॥১০
অধর্মিষ্ঠাধ্যবসায়াঃ পাপাঃ ক্রিয়পরিগ্রহাঃ।
তথা চরিত্রবাদেন ত্বয়িন্দ্রে সংপ্রহারয়ে ॥১১

পূর্বোপবন্ধ পাঞ্চাল উৎ তাত ছবি মা কৃথাঃ।
মাতরঞ্চৈব পাঞ্চালীং যাজ যং শুশ্রূষসে ॥১২
উপস্থিতং মুহুস্তাত পিতরং পশ্য তাবত।
প্রেক্ষাপূর্বং বধা মূঢ়বিদিত্বাশীলমেভিস্তম্ ॥১৩
ত্রিরাপি ক্রুষ্টতাতেন পুত্রাণাং বলাবলম্।
অশোচ্যা কুরবো রাজন্ যেষাং ত্বমনুশাসিতা ॥১৪
মন্ত্রী চ বিদুরো যস্য সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ধৃতি ধর্মেহর্থনে ধৈর্যং তীক্ষ্ণসেন পরাক্রমঃ ॥১৫
প্রজ্ঞা চ শুশ্রূষা চৈব যেষাং পুরুষসত্তমৌ।
অজাতশত্রো কচ্চিৎ তে ন তাতপ্রত্যয়াদিনঃ ॥
ভ্রাতৃষ্বিত্যেষ সৌভ্রাত্রে বর্তে তে ধীরতা যথা ॥১৬

দোষে তাহের মধ্যে অন্য (দুষ্টাদি) পাপ থাকে না।

যাহারা উত্তম পুরুষ, তাঁহারা অন্যকে অল্প মাত্রেও না, অন্য গুণসমূহই দর্শন করেন, দোষ দর্শন করেন না, বিবাদও করেন না।৬

অপরাধকারী সজ্জনগণ গুরুজন সংকর্মসমূহই স্মরণ রাখেন, গুরুজনে শত্রুতা রাখেন না এবং গুরুজনের প্রতিবিধানে ধৈর্যবান্ হন না।৭

হে যুধিষ্ঠির! নরাধমগণই আচার্য সহিত ব্যবহারে কর্তব্যজ্ঞানে প্রত্যেক করিয়া থাকে। অন্যায়কারী কেহ কর্তব্যজ্ঞান বলিলে তাহার উত্তরে কর্তব্যজ্ঞান বলেন না৮

অহিতকর কর্তব্য বাক্যসমূহ বলা হইল বিলিয়া নাই হইল, বীর উত্তমপুরুষগণ তখনও সেই সব কথার উত্তরে কর্তব্যজ্ঞান বলেন না।৯

প্রতিবিধানে লব্ধ হইয়াও নিজ আত্মবিশ্বাস-জনক সংপুরুষগণ গুরুর সংকর্মসমূহকেই স্মরণ রাখেন, পাছে গুরুর গুরুতাকে স্মরণ রাখেন না।১০

ক্রিয়বর্মন সাধুগণ আত্মমর্যাদাকে কখনও অতিক্রম করেন না। ধৃষ্টিত এই লক্ষণসমূহের আশ্রয়েরই লালন করিয়াছে।১১

হে পুত্র! তুমি গুরুশ্রেষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং তুমি আমাকে এবং তোমার জ্যেষ্ঠমাতাকে (আচার্যাকে) সমান মানিয়া দুর্যোধনের কর্তব্য মাতৃকে মনে রাখিও না।১২

হে ভারত! তোমার নিকটে উপস্থিত তোমার পুত্র এই জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে (আচার্যপ্রবরকে) দেখ। আমি পূর্বেই বুদ্ধিপূর্বক এই দুরাত্মাকে দৌরাত্ম্যেরই উপেক্ষা করিয়াছিলাম।১৩

ত্রিবারকে কর্ণ এবং পুত্রগণের পরীক্ষা করিবার জন্য এই দুরাত্মাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদের অনুশাসনকর্তা, সেই কৌরবগণের কোন প্রকার শোকের আর কারণ নাই।১৪

সর্বশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ বিদুর যাহাদের মন্ত্রী, তাহাদের কখনও দুঃখ হয় না।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃষ্ণাদ্বৈপায়নং সর্বং প্রত্যুবাচ যথাতথম্ ॥১৭
হে ভবান্ বেদসন্ন্যাসাদ্যাবান্ যশ্চ কৃতক্রতুঃ।
প্রভূতদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈস্তথা পূর্তাভিরব্যয়ৈঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি যুধিষ্ঠিরপর্বণি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-যুধিষ্ঠিরসংবাদপূর্বকদিগ্বিজয়প্রবন্ধঃ প্রতি যুধিষ্ঠিরবচনে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ বলিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার তথা তাঁহার যজ্ঞ ও দানের বিষয় যথার্থ প্রত্যুত্তর করিলেন।১৭

তিনি কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি বেদসন্ন্যাস করিয়াছেন, প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ ও অক্ষয় পূর্তকর্ম করিয়াছেন।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ বলিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার তথা তাঁহার যজ্ঞ ও দানের বিষয় যথার্থ প্রত্যুত্তর করিলেন।১৭

তিনি কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি বেদসন্ন্যাস করিয়াছেন, প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ ও অক্ষয় পূর্তকর্ম করিয়াছেন।১৮

শ্রীমহাভারতের সংহিতা নামক শতসাহস্রী সংহিতার মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত যুধিষ্ঠিরপর্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-যুধিষ্ঠির-সংবাদপূর্বক দিগ্বিজয়প্রবন্ধ প্রতি যুধিষ্ঠিরের বচনসমাপক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৩

(অনুক্রমণিকা পর্ব)

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট যুধিষ্ঠিরের অর্জুনের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধোদ্যোগ পাণ্ডবদিগকে প্রদানের অনুরোধ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপদেশ।)

জনমেজয় উবাচ।
অনুজ্ঞাতস্তু বিপ্রেণ সত্যবত্যাস্তথৈব চ।
পাণ্ডবান্ বার্তয়াঞ্চক্রে কথমাসীন্মনস্তদা ॥১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
অনুজ্ঞাতস্তদা বিপ্রো কৃষ্ণদ্বৈপায়নো বীরঃ।
রাজন্ দুঃখাসনং কিঞ্চিদ্ রাজানং প্রতি ॥২

যুধিষ্ঠিরঃ সমাসাদ্য মাতরং ভরতর্ষভঃ।
দুঃখার্তো ভরতশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩

দুঃখাসন উবাচ।
দুঃখেনৈতৎ সমাসাদ্য বনিতো মাপরক্রমৌ।
শত্রুত্বম্ গতবন্ত্রাতঃ উভৌ যুদ্ধায় দুর্মদৌ ॥৪

জনমেজয় বলিলেন,—ঐ ঋষির সহিত পাণ্ডবগণকে দ্বৈতবনে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া দেখিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বীরবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে

অথ দুর্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
বিনঃ সমস্য সচিবাঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারিষ ॥৫
তৈস্তৈরুপায়ৈঃ রাজানঃ কৃতবান্তে বলীয়সঃ।
অবিষহ্যা বলাদুক্তাঃ ক্রুরঃ যত্নপরৈর্নরৈঃ ॥৬

(দুর্যোধনের উক্তি।)

অর্জুনেন সহায়ো বৈ নাস্তি লোকে ধনুর্ধরঃ।
যোদ্ধুমেবার্জুনস্যেমা বিদ্ধি দুঃখপরম্পরাঃ ॥৭
সূত্র রাজন্ পুরাচিত্যানর্জুনস্য চ সংযুগে।
অর্জুনো ধনিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৃতবান্ কদনং পুরা ॥৮
ক্রুদ্ধস্য পুরে রাজন্ সৌবলস্যাপি ধীমতঃ।
স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ সর্বান্ ক্রুদ্ধান্ পার্থে ব্যবস্থিতঃ ॥৯
ব্যাবর্তত পরৈরেতৈরজয্যং তত্র ন স্মরন্।
বিদ্ধি তু ত্বং মহীপালান্ সর্বান্ কর্ণপুরোগমান্ ॥১০
সেতে হতাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পার্থেন যুধি দুর্জয়ে।
সর্বক্ষত্রসমূহেষু অস্মাকং জীবিতং যথা ॥১১
যত্নঃ কদাচিদ্ যৌধিষ্ঠিরৈর্বলাদ্ যদি ধরেত্ ধরাম্।
অনাদৃত্যৈব তান্ সর্বান্ বাসুদেবসহায়বান্ ॥১২
বাহুবীর্যেণ চাস্মাভিঃ প্রাপিতোঽয়ং মহাক্রতুঃ।
ধরেয়ং পৃথিবীং বেদ্মি ন বৈনাং চাপ্যসংশয়ম্ ॥১৩
ন হ্যস্মিন্ সমুদ্যোগে ধনং চাপ্যসমাপ্তি বৈ।
মুমাদীত্যর্থমাত্রে যো ভরতায়াদ চার্জুনো ॥১৪
প্রাহরন্নাধিতঃ পক্ষ ত্রিশৌঘৈঃ কিল বৈ ধনাৎ ॥১৫

যাইবার জন্য বন্ধুভাবে ইহাকে হস্তিনাপুর হইতে আনা হইয়াছে। দুর্যোধনের বিশ্বাস ছিল।১

যে অবস্থায় : অন্যান্যদেশের সহিত অবশ্যিত অবস্থাতেই দুর্যোধনের সহায়ক হইয়া হস্তিনাপুর হইতে চলিয়া গিয়াছিল।২

হস্তিনাপুর বলিল,—আমরা এই আমরা পাণ্ডবদের ধনসম্পদসমূহ আহরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ সব এই সমস্ত সম্পদ সহ সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া দিল—যে যাহাদের। আপনারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখুন।৩

তখন পাণ্ডবদের উপর ঈর্ষাপরায়ণ দুর্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও হস্তিনাপুর এই চারিজনে মিলিয়া কি করিয়া পাণ্ডবদের নিকট হইতে ধনসম্পদসমূহ কাড়িয়া লওয়া যায় তাহার জন্য বিভিন্নপ্রকারের খুব মন্ত্রণা করিয়া হস্তিনাপুরের নিকট গিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিল।৪-৬

(দুর্যোধন বলিলেন,—পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে অর্জুনের সমান বিতীয় কোন ধনুর্ধর নাই। অর্জুনের সহিত অর্জুনই তুলনীয়, বিতীয় অর্জুনের সহিত যুদ্ধ (সংগ্রাম) করিবার জন্যকিছু তুলনা হইতে পারে।৭

যে রাজন্! পূর্বে বনবাসকালে অর্জুন যে সকল দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক অভিযানের কার্য করিয়াছে, তাহা আপনি স্মরণ করুন।৮

ক্রুদ্ধ রাজা সৌবলপুরীর সৌবলীর বাহুবলে সমস্ত পাণ্ডবের কার্য সৌবলীকে জয় করিয়া লইবার পর যখন ঐশ্বর্যশালী রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সৌবলীকে বিনাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অর্জুন একাকী ধর্মপুত্র সমস্ত রাজাদের তীব্র বাণে জর্জরিত করিয়া নিজবাহুবলে যুদ্ধে রাজাদের করদ রাজ্যসমূহ হস্তগত করিয়া লইল। যেমন পূর্বে শিবাদের তীব্র রাজন্যবর্গকে জয় করার আদেশ দেন করিয়াছিলেন, অর্জুন সেইরূপই তাহাকে জয় করিয়াছিল।৯-১

অনন্তর অর্জুন যখন তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল, তখন নাগরাজকন্যা পুরবী উলূপী অর্জুনের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পতিত্বে প্রার্থনা করিয়াছিল, অর্জুন তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সেই নাগকন্যা অর্জুনের নিকট প্রার্থনা করিলে অর্জুন উলূপীকে গ্রহণ করিয়াছিল।

অনন্তর অর্জুন গোদাবরী, বেণা ও কাবেরী

কৃপাচার্য্যো সমুদ্যম্য তরো যাবেতরে অথো।
তত্র হ্যেনমিষ্বস্ত্রং ন মুঞ্চন্তং প্রাপ্য কাঙ্ক্ষতি॥
তমন্যোন্যস্য অপশ্যন্তে প্রহরেথা বসূনীব প্রাহ॥৯
কৃষ্ণ শৃণু মহাবাহো কাঙ্ক্ষতস্য তু সাধনম্।
যথা চ অহরীতন্মুঞ্চ প্রাবিশৎ পাণ্ডবং বলম্॥১০
সহমাত্রে তু কৌন্তেয় তথেত্যুক্ত্বা জনার্দ্দনঃ।
তস্থিবান্ পাণ্ডবং রাজন্তরঃ প্রেক্ষ্য মহাত্মনে॥১১
তত্রস্থং তত্রস্থস্তং বৈ সব্যসাচী বিশাম্পতে।
যথা যথা পরান্ যুদ্ধে ন কথাপূর্ব্বঃ প্রভুঃ।
পালয়ামাস পাঞ্চাল্যং যথার্থেন মহাবলঃ॥১২
তত্র প্রেক্ষ্য অস্ত্রপ্রতং দ্রৌণেরস্ত্রান্ সমিদ্ধেন বৈ।
দ্রৌণেরস্ত্রং দ্রৌণপ্রাণে বর্ষুর্বহিরিবার্চিষা॥১৩

অথো দ্রৌণেরস্ত্রান্ পার্থঃ পরাস্ত্রৈঃ পরন্তপঃ।
ধনঞ্জয়ো ধনুষ্মান্ অস্ত্রান্তর্ধিমাকরোৎ॥১৪
অথিতান্ দ্রৌণেরস্ত্রাংস্ত্রান্ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণঃ সুদর্শয়ঃ।
পাণ্ডবং বলমাধায় সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ॥
অথো পার্থেন সংযোজ্য রথার্থং পাণ্ডবস্য চ॥১৫
ক্ষত্রান্তক মহাবীর্য্য বলবন্তাধিনো বল।
আধিত্যাষ্টৌব সাধ্যাংস্ত্বং বিশ্বেদেবাংস্ত্বং বাসব॥১৬
গন্ধর্ব্বাংস্ত্বং পিতৃন্ত্বং অস্ত্র রক্ষাংস্ত্বং বৈ।
যে চান্যে শস্ত্রসম্পন্না লোকস্যাস্য পরন্তপা।
বলন্তে বিদ্যতে যুদ্ধে প্রাণেষ্বিহ্যুধিষ্ঠির॥১৭
তথো দেবগণাঃ সর্ব্বে দুদ্রুবা পার্থেন বৈ যুদ্ধে।
ন চ তেষ্বভবংস্তত্র হ্যস্ত্রা যে তত্র তৈর্যুধি॥১৮

প্রভৃতি ঘোর শব্দ করিয়া মহাস্ত্রতেজের প্রভাবানুযায়ী ঘোর দিয়া উপস্থিত হইল। তখন সিন্ধু সৌবীরগণে দুর্ভেদ্যরূপে মহাসৈন্যের অবস্থিত পাণ্ডবের অগ্রভাগে অর্জুন ধাবমান করিয়াছিল।৬-৮

তারপর কৃষ্ণার্জুনাদিকে স্বীয় সমীপস্থ করত অর্জুন বলিতে লাগিল। তখন শত্রুতা বিস্মরণে তাঁহার অধিনী মুক্তমনে অস্ত্র আরোহণ করাইয়া নিজ বাহুবলে বাসবগণকে পরাজিত করত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিল।৯

হে মহারাজ! পুনরায় অর্জুনের দুঃসাধনের কথা শুনুন; অর্জুন অস্ত্রিকে পাণ্ডবগণ যাহা করিতে পাণ্ডবগণ অনুমতি দিল।১০

রাজন্! অর্জুনের অনুমতি পাইবামাত্রই অস্ত্রি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।১১

মহারাজ! মহাবাহু মহাবল অর্জুন তখন অস্ত্রি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পাণ্ডবদল যুদ্ধ করিতে পারেন, তজ্জন্য তখনে সখার সহিত তখন রথঃ ও পরস্পর প্রহরণপূর্ব্বক মধ্যে আরোহণ করিয়া বিজয়ীদের অস্ত্রিকে রক্ষা করিতে লাগিল।১২

তখন যেখানে সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ যেখানেতে পাণ্ডবগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন; তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রই যোদ্ধগণ অস্ত্রিবর্ষণের দ্বারা পাণ্ডবদলকে আচ্ছাদিত করিল।১৩

তখন অর্জুন চতুর্দিকে পাঞ্চাল বিক্রমপূর্ব্বক যেখানেতে আক্রমণকারীই প্রতিরক্ষা করিল। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিলেন।১৪

যেখানেতে বিপদ্রিত হইতে দেখিয়া পুরন্দর (ইন্দ্র) ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তাঁহার রথারোহণ করত আরোহণ পূর্ব্বক যেখানে পতিত হইয়া পাণ্ডবদলকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।১৫

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ ও অন্যান্য যোদ্ধ দেবতাগণ—সকলেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ও নিজ নিজ বেশে দেবীপ্যমান হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।১৬-১৭

তখন দেবগণ সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ যেখানেতে পাণ্ডবগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন; তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রই যোদ্ধগণ অস্ত্রিবর্ষণের দ্বারা পাণ্ডবদলকে আচ্ছাদিত করিল।১৩

তখন অর্জুন চতুর্দিকে পাঞ্চাল বিক্রমপূর্ব্বক যেখানেতে আক্রমণকারীই প্রতিরক্ষা করিল। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিলেন।১৪

যেখানেতে বিপদ্রিত হইতে দেখিয়া পুরন্দর (ইন্দ্র) ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তাঁহার রথারোহণ পূর্ব্বক যেখানে পতিত হইয়া পাণ্ডবদলকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।১৫

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ ও অন্যান্য যোদ্ধ দেবতাগণ—সকলেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ও নিজ নিজ বেশে দেবীপ্যমান হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।১৬-১৭

শাতয়ন্তে বিমুঞ্চন্তঃ সর্বে পার্থরথাদ্দিশঃ প্রতি।
তুরগান্ বাপি তুণ্ডেষু বিধিষ্যন্তি মহারথাঃ ॥১৯
সর্বথা তত্র তুণ্ডেষু হন্যমানা ন সংশয়ঃ।
ততো দেবগণাঃ সর্বে পার্থং সম্পরিচক্রমুঃ ॥২০
অস্ত্রাণ্যস্য তদা দৃষ্ট্বা ন তাঃ দেবগণাস্তদা।
অরিন্দমং তদা দৃষ্ট্বা তীক্ষ্ণবাণাসনোদ্যতম্।
শক্রং দেবগণাঃ সর্বে তদা ভীতা ইবাভবন্ ॥২১
ততো দেবগণাঃ সর্বে বীক্ষ্যেন্দ্রং সমুপস্থিতম্।
অবাকিরন্ শরাস্ত্রৌঘৈর্মুমুক্ষুং তং মহীপতে ॥২২
ততঃ পার্থো মহাতেজাঃ পাণ্ডবং বৃষ্ণিসত্তমঃ।
বাসবাস্ত্রং দেবগণাং শরব্রাতৈঃ পরাক্ষিপৎ ॥২৩

পুনঃ ক্রুদ্ধাঃ প্রহরাঃ সর্বে সর্বত্র সংঘশো ভারত।
নানাশস্ত্রৈরবর্ষন্ত পরবাহিনি মহীপতে ॥২৪
তান্ পার্থঃ শস্ত্রবর্ষাণ্ বৈ বিসৃজতো বিমোহয়া।
বিধ্যা বিধ্যা চ বিদ্ধ্যন্ বৈ এব বিদ্ধ্যতি পাণ্ডবঃ ॥২৫
পুনশ্চ পার্থঃ সাক্রুদ্ধঃ ধনুশ্চাকৃষ্য কার্মুকম্।
দেবসঙ্ঘাংস্তদা বীক্ষ্য বার্ষ্ণেয়ং বৈ সমন্ততঃ ॥২৬
বিদ্রুতান্ দেবসঙ্ঘাংস্তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ পার্থঃ বাণৈরবাকিরৎ ॥২৭
পার্থোঽপি শক্রং বিব্যাধ বাসুদেবো বিমুহ্যবিদম্।
ততঃ সোঽস্ত্রমঘং ঘোরং ব্যসৃজদ্ বিমুহ্যবিদম্।
তদাবৈষ্ণবমুদ্যন্তং ঘোরং প্রতিবিধেয় পার্থঃ ॥২৮

তারপরেই। অনন্তর দেবগণ সকলে মুখপত্র অর্জুনের দর্শিত মুখ করিয়াছে [অর্থাৎ] বাণসমূহে বিদীর্ণ হইলেন এবং অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব বলিয়া মনে করত যুদ্ধ হইতে বিমুখগণের ন্যায় বিরত হইলেন। কিন্তু যে রাজন্! তাঁহারা তখন প্রলয়কালীন ঘোর বিস্ফোটসমূহ পর্যন্ত করত পুনরায় দেবগণ অর্জুনের উপর মুখপত্র আপতিত হইলেন।১৮-২০

অর্জুন তাহাতে বিমুখতার বিচলিত হইল না এবং সমাগত সেই দেবসেনাবাহিনী দেখিয়া শীঘ্রতার সহিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ যোজনা করত দেবাস্ত্রসহ দেবগণের দিকে তাঁহারা প্রলয়কালীন কালের (যমের) ন্যায় অবিলম্বেই অবস্থান করিতে লাগিল।২১

মহীপতে। তখন দেবগণ মুখপত্র সমস্তাৎ বিস্তারিত করিয়া মহাধনুর্ধারী অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২২

তারপর মহাতেজা পার্থ নিজ গাণ্ডীবনির্মুক্ত শরসমূহের দ্বারা দেবগণের সমস্ত শরসমূহকে নিবারণ করিল।২৩

হে মহীপতে। মহাশক্তিধর দেবগণ বিশ্ব শরসমূহ হইতে দেখিয়া ক্রোধে নানাবিধ শরজাল দ্বারা অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।২৪

অর্জুন তখন গাণ্ডীবনির্মুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দেবগণনিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ আকাশমার্গেই দুই বা তিন ভাগে খণ্ডিত করিয়া ফেলিল।২৫

পুনরায় পার্থ ক্রোধে ধনুকাকারে গাণ্ডীবকে কৃষ্টিত করত অনন্য বাণের দ্বারা দেবগণকে চতুর্দিকে আচ্ছাদিত করিল।২৬

অর্জুনকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দেবগণ ভয়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মহাতেজা পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন।২৭

পার্থ আহত হইয়াও দেবরাজকে বিমোহনকারী অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দেবরাজ অর্জুনের উপর ঘোর বধ করিতে থাকিলে অর্জুন অসহিষ্ণু হইয়া নিজ ঘোর বধের দ্বারাও প্রতিরোধ করিলেন।২৮

অথ সর্বেষাং রাজ্ঞাং তত্র বসতাং দেবরাজপি।
তুমুল এষ তদা বীর্যাঃ ত্রিজগদ্ভয়মাবহৎ ॥২৯
সোঽস্ত্রমন্ত্রবিৎ অস্ত্রেণাস্ত্রমিন্দ্রিয়ুক্তিঃ পাণ্ডবোঽপি চ।
বিনাশং সমরাদাশু হর্ষয়ন্ পাকশাসনম্ ॥৩০

উপায়ান্ত্র তু সর্বাস্ত্রান্ত্রজ্ঞঃ নাম পর্বতম্।
সমস্ত যাতুধানেন্দ্রো জিঘাংসুঃ দেবরাজম্ ॥৩১
অভ্যোহর্জুনো দেবগিরিং সমারৈরভিজিঘাংসো।
অথৈবিজয়সংগ্রামং ত্রিদিবরাজ সহসা ॥৩২
শক্রক যাতুধানেন্দ্রঃ পরৈঃ পার্থো বলাদ্ যুধি।
তত্র শক্রেণ আখ্যাত প্রথে বীর্যং ধনঞ্জয়ম্ ॥৩৩
আজ্ঞা জেতুমশক্যঃ ত্বং ত্রৈলোক্যস্যাপি ভারত।
পরাং প্রীতিং অগো তত্র পুত্রস্যৈবাস্য ধীমতঃ ॥৩৪

অনন্তর দেবরাজও অর্জুনের বীর্য, পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আহত অস্ত্রিল পরিত্যাগ করিতে থাকিলে অর্জুন অস্ত্রবেগসম্পন্ন নিজ বাণসমূহে সেই প্রস্তরবৃষ্টিকে নিবারণ করত পাকশাসনের (ইন্দ্রের) আনন্দ বর্ধন করিলেন ॥২৯-৩০

তখন শক্র (ইন্দ্র) পুত্রকে দূর হইতে অস্ত্রসম্পন্ন পর্বতকে প্রেরণ করত অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলে দেবরাজের অর্জুনও বীর্যবান দেবপালী বাণসমূহের দ্বারা সেই পর্বতকে বিনষ্ট করিলেন এবং নিজ বীর্যবলে শত্রুকে (ইন্দ্রকে) বিদ্ধ করিয়া তাঁকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ইন্দ্র ত্রৈলোক্যসমবিজয়ী বীর মহাত্মাকে যুদ্ধে অক্ষয় যুক্তিতে পারিয়া পুত্রের বিজয়দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৩১-৩৪

অর্থাৎ তখন এমন কোন মহাবলশালী বীর দেবতা ছিলেন না, যিনি যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করিতে সক্ষম ছিলেন; রাজন্! এমন কি সাক্ষাৎ প্রজাপতিও অর্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ ছিলেন না ॥৩৪

তদা তত্র ন তস্যাসীৎ কিঞ্চিদস্ত্রবিশেষতঃ।
সমর্থো বিজয়ে রাজন্নপি সাক্ষাৎ প্রজাপতিঃ ॥৩৫
ততঃ পার্থঃ শরৈর্দিব্যৈ-র্বজ্র-ভাস্কর-পাবকান্।
বীরেণ তারকী অস্ত্রেণাজয়ান্ত্র সমন্ততঃ ॥৩৬
প্রজিঘ্রেষন্তমিন্দ্রং পার্থো ন শেকুস্তত্র কেচন।
দৃষ্ট্বা বিনাশিতং শক্রং তিষ্ঠি দেবগণাঃ সহ ॥৩৭
তদা পুলস্ত্যঃ সোমার্কৌ বিধুন্তদবরং পুরা।

তদা জিত্বা হয়ান্ পার্থস্তুম্বুরাদীন্ সায়কৈঃ ॥৩৮
অভ্যোহর্জুনঃ ধনীযোগ তর্পয়িত্বা বিভাবসুম্।
হয়ং জগ্রাহ হয়াংশ্চৈব দিব্যাস্ত্রাণি সহস্রশঃ ॥৩৯
যাতুধানং ধনুঃশ্রেষ্ঠং তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
এতান্যবাপ বীরঃ পুরুষর্ষভঃ কীর্তিং তদা ভারত ॥৪০

অনন্তর পার্থ যাতুধরাজ হইতে পলায়নের যজ্ঞ, রাক্ষস ও পরাক্রমযুক্ত বর করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিকে অর্চনা করিয়া সর্বদিক বিজয় করত অস্ত্রিলদেবের তৃপ্তি সাধন করিলেন ॥৩৬

অর্জুন কর্তৃক দেবগণের সহিত দেবরাজকে পরাজিত হইতে দেখিয়া অর্থ তখন অর্জুনের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম ছিলেন না ॥৩৭

দেবগণ পরম্ভ সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছিলেন, দেখিয়া অর্জুনও দেবগণকে পরাজিত করিয়া অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিল ॥৩৮

অনন্তর অর্জুন নিজ বীর্যবলে অস্ত্রিকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হয়, ধনু, দেবদত্তনাম দিব্যাস্ত্রসমূহ, বহু শ্রেষ্ঠ যাতুধান, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও বাণসমূহ, দিব্য রথা প্রভৃতি বস্তু লাভ করিলেন এবং হে ভারত! বিজয়ের বিপুলা কীর্তিও লাভ করিল ॥৩৯-৪০

ভূয়োঽপি পৃথু বাহুভ্যাং পার্শ্বে পরোক্তরাং দিশম্।
বিজিত্য বরবর্ণাংশ্চ নগুরাংশ্চ সপর্বতান্ ॥৪১

অন্ধ্রীপাংশ্চ বশে কৃত্বা সর্বং তদ্ধ্ব মকর্ষত।
ততোঽভিজগ্মে মুসলান্ সহান্ কর্ষে চ নিষিষেধ চ ॥৪২

মহাকক্ষায় সর্বাণি দত্ত্বা চৈব পুনঃ পুনঃ।
ভক্তো জ্যেষ্ঠং মহাবাহুং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং কারয়ামাস ভারত ॥৪৩

স তাভ্যাস্তানি কর্মাণি কৃতবান্ ভূরিদক্ষিণঃ পুরা।
অর্জুনেন সহ বীর্যে নাস্তি লোকে পুমান্ কচিৎ ॥৪৪

যেন-যাবন-যজ্ঞাশ্চ পিশাচৌরদ-রাক্ষসাঃ।
ভীম-ভোগাশ্চ সর্বে তে সুরসঙ্ঘ মহাবলাঃ ॥৪৫

লোকে সর্বমুপাশ্চৈব বীর্যাদ্ভাক্তে মহুর্মহাঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ পরিবার্য মহীপতে ॥
একং পার্থং রণে হত্বা প্রতিযোদ্ধুং ন শক্নুয়ুঃ ॥৪৬

অহং হি বিত্তাং কৌরব্য ফাল্গুনং প্রতি সত্তমম্।
অধিমন্য চিন্তয়িত্বা তং সমুদ্বিজোঽস্মি তদ্ভয়াৎ ॥৪৭

ভূয়ে ভূয়ে চ পশ্যামি তাত পার্থবলং মহৎ।
মহদাতীবমহুক্তং পাশুপতমিবাস্ত্রতঃ ॥৪৮

অপি পার্থস্যস্ত্রাণি ভীতঃ পশ্যামি ভারত।
পার্থস্য রথিনং সর্বং মনসা প্রতিভাতি মে ॥৪৯

পার্থেন হি পশ্যামি রথিনো ভারত ভারত।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং পার্থং সুভদ্রাপি ন্যচেতনং ॥৫০

অকামাপীমি বাসামি অর্জুনস্যেতি চেতনং।
অন্যান্যার্থা ন্যাতীক্ষ্ণং ব্রাহ্মং সংজ্ঞয়তি মে ॥৫১

হে রাজেন্দ্র ! অর্জুনের কীর্তির কথা আমার শুনুন : পার্থ উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া সমস্ত পর্বত এবং সমুদ্রতীরের ভূমি করিয়া সমস্ত অন্ধ্রীপদেশ বশে আনিয়াছে এবং নিজবাহুবলে সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া সকলের নিকট হইতে কর আদায় করত মহাধনরাশি লইয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভারত! অনন্তর জ্যেষ্ঠ মহাত্মা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করাইয়াছে ॥৪২-৪৩

এইরূপ অনেক অমানুষ কর্মসমূহ অর্জুন পূর্বে করিয়াছে। সুতরাং এই ভূমণ্ডলে বীর্যে অর্জুনের সমান পুরুষ কোথাও নাই ॥৪৪

যেন, যাবন, যজ্ঞ, পিশাচ, ঔরদ, রাক্ষস, ভীম ভোগ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহাবলবান এবং এই সমস্ত বীর বহুসংখ্য মহা রাজা আছেন—মহীপতে! ইহারা সকলে মিলিত অর্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিলেও তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন ॥৪৫-৪৬

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি প্রতিদিন সর্বশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনির (অর্জুনের) কথা চিন্তা করত তাহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া থাকি ॥৪৭

শিশু। আমি প্রতি মুহূর্তে পাশুপত অস্ত্রের ন্যায় ভয়ানক ও অসহনীয়বেগী অর্জুনকে দেখিতে পাই ॥৪৮

হে তাত! আমি এখন ভীত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক পার্থকে তত্ত্ব সমস্তের (সব) পার্থরূপে দেখিতে পাই এবং এই সম্পূর্ণ জগতকেও পার্থময় দেখি ॥৪৯

হে তাত! আমি নির্জন স্থানেও পার্থকে দেখিতে পাই; এমন কি অন্যকেও পার্থকে দেখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অবস্থান করি ॥৫০

অর্জুনের ভয়ে আমি এমন ভীত যে, অকামাবস্থায় মাত্র অগ্নিদেবই আমি ভীত হইয়া পড়ি; এমন কি 'অন্য' 'অর্থ' ও 'অন্ন' প্রভৃতি বাচক আমার ব্রাহ্ম উৎপাদন করে ॥৫১

নাস্তি পার্থাদৃতে তাত পরবীরান্ হনেদ্ যুধি।
প্রহ্লাদং বা বলিং বাপি বজ্রাস্তি বিনয়ো বলে ॥৫২
তস্মাৎ ত্বেষ সমাধাতুং যুদ্ধযজ্ঞমনন্তরম্।
অন্যে তব প্রতাপজ্ঞা বিদ্যুঃ দুঃখ মহাস্তি চ ॥৫৩
পুত্রা হি বন্ধুসাধ্যেষু ধারাঃ কর্ম্মসু যে মতাঃ।
অন্যে ত্বাদৃশে পার্থাৎ তথা পার্থে তবাদৃশাঃ ॥৫৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

আচার্য্যেষ মম ব্রহ্মা বিক্রান্তেষ্বস্ত্রমেব চ।
অস্ত্র বীর্য্যে পার্থস্য মা কার্ষীস্ত্বং বিচিন্তনম্ ॥৫৫
যুদ্ধে বা শস্ত্রমুক্তে বা দুর্বাক্যৈ বা তথাচম।
প্রহ্লাদেন কৃতে তত্র বিপ্রিয়ঞ্চৈবাপি নো ভবেৎ ॥
তস্মাৎ ত্বং পুত্র পার্থেন বিদ্যাং স্নেহেন বর্জ্জয় ॥৫৬

বন্ধ পার্থেন সমতাং বর্জ্জয়ে চ মনো যুধি।
তত্র নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥
তস্মাৎ ত্বং বিদ্যুষা বৎস বিদ্যাং স্নেহেন বর্জ্জয় ॥৫৭

দুর্য্যোধন উবাচ।

যুদ্ধে পার্থস্য কৌরব্য ধারয়া বিপ্রকীর্ণয়া কৃতা।
তস্মাদ্ধি ভয় মহি নস্তত্রোপায়েন যো ভবেৎ ॥৫৮

কৃতবাহু উবাচ।

উপায়শ্চ ন কর্ত্তব্যঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
পার্থান্ প্রতি পুরা বৎস বহুশঃ কৃতাবজ্ঞা।
তানুপায়াংস্তু কৌন্তেয়ঃ বহুশো নাতিচক্রমুঃ ॥৫৯
তস্মাদ্বিদ্বং জীবিতার্থে নঃ কুরুষ্ব ভরতর্ষভ।
যঃ চিকীর্ষসি তেষু বৎস মহিদ্রুঃ সহবান্ধবঃ।
সম্প্রাকৃতস্তু পার্থেন বিদ্যাং স্নেহেন বর্জ্জয় ॥৬০

পিতঃ। আমি পার্থ ভিন্ন অন্য কোন যোদ্ধাকে ভয় করি না। পার্থ যুদ্ধে প্রহ্লাদ বা বলিরও সদৃশ ভয়ঙ্কর নহেন ॥৫২

হে মহারাজ। আমাদের সকলের বিনাশকারী যুদ্ধ পার্থের সাহায্যই অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব; আমি উহার প্রভাব জানি, এজন্য সর্ব্বথা দুঃখ অনুভব করি ॥৫৩

ভ্রাতৃগণের স্বভাবতঃ হিতাচরণ হইতে আমারও যেরূপ ভীতি হইতেছিল; পার্থ হইতে আমারও সেইরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥৫৪

কৃতবাহু বলিলেন,—হে তাত! বিদ্বান্ (অর্জ্জুনের) এইরূপ দুর্বলতার মহাবীর্য্যের কথা বিশেষভাবেই আমি জানি, সুতরাং বীর পার্থের অপ্রিয় কিছু আচরণ করিও না ॥৫৫

তুমি যদি যুদ্ধে, শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ অথবা দুর্বাক্য দ্বারাও তাহাদিগকে বল, তাহা হইলেই তাহাদের সহিত তোমার শত্রুতা হইবে; সুতরাং হে পুত্র! তুমি পার্থের সহিত স্নেহের সহিত বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর ॥৫৬

হে ভারত! যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সমতাবে বাস করিবে, এ তিন লোকে তাহার কোন ভয় থাকিবে না। সুতরাং হে বৎস! তুমি বিদ্বান্ (অর্জ্জুনের) সহিত স্নেহের সহিত বাস কর ॥৫৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে কৌরব্য! পাণ্ডব দেখার আশা বলবার আশা পার্থের লাঞ্ছনা করিয়াছি। সুতরাং তাহাতে কৌশলে বধ করব; অন্য কোনপ্রকারেই পার্থের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই ॥৫৮

কৃতবাহু বলিলেন,—পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়া উপায় পরিত্যাগ কর। তুমি ঐরূপ বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছ; কিন্তু সে সমস্তই পার্থ হইয়াছে সুতরাং তুমি যদি আত্ম, মিত্র ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমাদের মূলের যথার্থ কোন হিত করিতে ইচ্ছা কর, তবে ভ্রাতৃগণের সহিত পার্থের সঙ্গে সর্ব্বথাই বিদ্বেষভাব ত্যাগ কর ॥৫৯-৬০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃতমন্ত্রৌ তদা রাজা দুর্যোধনস্তদা।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং তু বিবিধং চাপ্যনেকধা ॥৬১॥

দুর্যোধন উবাচ।

ন স্মরেয়ং পুরুং রাজন্ যজমানং বৃহস্পতিঃ।
শক্রঞ্চ যৌজি প্রবরং বিদ্যাং দেবপুরোহিতং ॥৭
অবোপায়ৈর্নিহন্যাস্তং শত্রুং শক্রসূদন।
পুরা মূলম্ বলাদ্ যাপি প্রহরন্তি তথাবিধম্ ॥৮
যে বনং পাণ্ডবসেনৈঃ পরীতং সম্পুজ্য পার্থিবান্।
যদি তান্ যোধয়িষ্যামি কিং মে ন স পালয়ন্তি ॥৯
অহীনাশীবিষান্ ক্রুদ্ধান্ নাশায় সমুপস্থিতান্।
কৃষ্ণা ক্রুদ্ধা চ পৃষ্টা চ কঃ সমুৎসহতে ধরিতুং ॥১০

আজহ্রে যথাবচ্চ কৃপিতাস্যান্ন পাণ্ডবান্।
বিদ্রবেয়ুর্ন বা কৃষ্ণা কুদ্ধা ধার্ষ্টদ্যুমিনী ধ্রুবং ॥১১
সমস্তো হ্যর্জুনো বাপি বিধুত্য গাণ্ডিবেষুধী।
গাণ্ডীবং মুক্তবাণঞ্চ বিকর্ষন্ত নিরীক্ষতে ॥১২
অথবা ভীমসেনস্য ভয়িষ্যন্ত কুতোভয়ম্।
যথা যোধয়িতা নিত্যং ন হি বা প্রহরন্ত ॥১৩
নকুলঃ খড়্গমাদায় চর্ম চাপ্যর্ষভং শতম্।
সহদেবশ্চ বাণা চ শত্রুরাজাবধিষ্টিতৈঃ ॥১৪
যে বাপায় যযুঃ সর্বে যত্নপ্রাপিতৈবলম্।
অভিদ্রুতো বধস্তাভ্যাং সেনাযোগায় নির্মিতঃ ॥১৫
ন ত্বংস্তত্তে যথাশক্তির্যদ্ধি স্যাদ্ধৃতরাষ্ট্রজা হি তে।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং তত্ত্বেনং কস্তরিষ্যতি ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুরাত্মার কথা শুনিয়া রাজা দুর্যোধন তখন মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া যেন বিষণ্ণচিত্ত হইয়াই বলিলেন ॥৬১॥

দুর্যোধন বলিলেন,—হে রাজন্! দেবপুরোহিত বিদ্বান্ বৃহস্পতি ইন্দ্রকে রাজনীতি উপদেশ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই আপনি স্মরণ করেন ॥৭

বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলিয়াছেন—হে শক্রসূদন! প্রথম প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুকে বধ করিবে। মনুষ্য মূঢ় বা বলপ্রকাশপূর্বক শত্রুগণ তোমার অহিত সাধন করিবে ॥৮

আমরা যদি কৌশলে পাণ্ডবগণের সমস্ত ধন হরণ করিয়া উহার দ্বারা সকল রাজাদিগকে বশীভূত করত উহাদের দ্বারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করাইতে পারি; তাহা হইলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি হইবে ॥৯

রাজের জন্য উপযুক্ত বিষয়ে ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ পৃষ্টে ও ক্রোড়ে ধারণ করত কে তাহাদের হাত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে ॥১০

তাত! অবশ্যই ধনাপহারী কুপিত পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ নাগ যোদ্ধাদের সকলকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলিবে ॥১১

বৃকোদর গাণ্ডীব ও অক্ষয়তূণীরদ্বয় ধারণ করত একা পাঁচজন হইয়া অতুল যুদ্ধমদে মত্ত হইয়াছে এবং বারবার গাণ্ডীব ধনুকের ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে ॥১২

যুদ্ধকালে বিশাল গদা হাতে লইয়া ঘন ঘন জৃম্ভণ করিয়া ক্রুদ্ধ বাহির হইয়া যাইতেছেন—ইহা আমি শুনিলাম ॥১৩

সহদেব খড়্গ ও অর্ধচন্দ্রাকার চর্মধারণপূর্বক এবং নকুল ও রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া যখন অভিযোগ করিবেন ॥১৪

তাঁহারা বহু শস্ত্র ও পরিচ্ছদে ভূষিত -হইয়া রথসমূহে আরোহণপূর্বক শত্রুপক্ষীয় রাজগণকে সংহারের উদ্দেশে সেনাব্যূহরচনা করিবার জন্যই নির্গত হইয়াছেন ॥১৫

আমরা যেরূপভাবে তাহাদের অপমান এবং দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না; কেই বা ইহা ক্ষমা করিতে পারে ॥১৬

পুরীষ্যায়াং ভবন্তঃ তে বসন্তাং পাণ্ডবৈঃ সহ।
এবমেতাবদ্ধি কর্তব্যং পক্ষয়োঃ পুরুষর্ষভ ॥১৭
তে বা যাবন্ত বর্ষাণি বনে বা নগরে ক্ষিতা।
প্রবিশেম তাবন্ত্যেবাহং প্রবিশ্যাদিতা ॥১৮
জ্ঞাতীনাং সমবে ভক্তানাং পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরক্তানি বনে বর্ষাণি বাস্ত ॥১৯
বিদিতেষু বনে তে বা তথা দ্বাদশ বৎসরান্।
অজ্ঞাতচর্যা পুর্ণাংশ্চ ত্রয়োদশমিহ ক্ষপাঃ ॥২০
এবং কৃতা হয়ং রাজন্নাত্মনাত্মানমাত্মবান্।
আয়ুঃ বি পরিমিষেণ পরিষ্যত্যকলাস্মবম্ ॥২১
দুরন্ধুনা বনে বাসো বিজ্ঞাপি পরিবৃঢ় চ।
লাঘবম্ বিপুলঃ লৈক্যং সংকৃতা চ ভবাদৃশৈঃ ॥২২

তে চ ত্রয়োদশম্ বর্ষং পারয়িত্বাতি তেন্ বনে।
জ্ঞেষ্যামস্তান্ বনে রাজন্ যোৎস্যন্তে যে পরাজিতাঃ ॥২৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দুর্লভং প্রতিযানস্য হ্যেতদ্ ব্যসনমাপদি।
আপদ্যস্তু পুনর্ভূতিমিদং কুরুষু পাণ্ডবাঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ভোগঃ সোমদত্তো বাহ্লীকশ্চৈব সৌমদত্তঃ।
বিদুরো ভোগপুত্রশ্চ বৈশ্যাপুত্রশ্চ যুযুৎসবান্ ॥২৫

ভূরিশ্রবাঃ শান্তনবো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ।
যা দুঃশলাভাবস্তু পুত্রো দুর্যোধনস্য চ ভগিনী ॥২৬

যে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের বনবাসের অন্ত পুনরায় পাণ্ডা যেমিল। আপনার মঙ্গল হউক। এইজন্যই পাণ্ডবগণকে আমরা বনে আসিতে সময় দিয়াছি ॥১৭

যে পাণ্ডা যেখানে যাবিবে, সেখানে বনবাস অবধি (দ্বাদশ) পরিমাণ করত বনবাস করিবে এবং পরে ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে।

কিন্তু অজ্ঞাতবাস অবস্থায় যদি শত্রুগণ তাহাদিগকে জানিতে পারে, তবে পুনরায় বারদ বৎসর বনবাস করিতে হইবে ॥১৮-১৯

এইরূপ পণ করিয়া পুনরায় পাণ্ডাসেনা হইল,—আমি যদি হারি, তবে আমি বনে যাইব, আর তাহারা যদি হারে, তবে তাহারা বনে যাইবে—এই পণ করিয়া পাণ্ডবগণ যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি ফিরিয়া চলিলেন ॥২০

হে ভরতকুলভূষণ মহারাজ! ইহাই এখন আমাদের মহান্ কর্তব্য। আপনি অসুবিধা অনুভব করিবেন না, উত্তমরূপে অজ্ঞাতবাস করিবেন ॥২১

আমরা এইভাবে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া বহু মিত্র সংগ্রহ করত বারো বৎসর অর্থাৎ বারো বৎসর পূর্ণ হইলে আপনারই ঔরসজাত পুত্রগণের দ্বারা বলশালী বিপুল, শ্রেষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী সাহায্যে আসিব ॥২২

রাজন্! যদি ত্রয়োদশ বৎসরকাল বনবাস করত তাহারা ফিরিয়া আসে, তবে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী সেনাবাহিনীর সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিব। হে শত্রুদমন! যদি এই পরামর্শ আপনার রুচিকর হয়, তাহা অনুমতি দান করুন ॥২৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র! পাণ্ডবগণ যতদূরই পথ যাউক না কেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন। পুনরায় এইরূপ পণে পাশুলুব্ধক অক্ষক্রীড়া করুক ॥২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভোগ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, সৌমদত্ত (ভূরি), বিদুর, ভোগপুত্র অশ্বত্থামা, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, শান্তনুনন্দন বীর এবং মহারথ বিকর্ণ ইহারা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হইতে বলিলেন এবং অর্জুন এবং পাণ্ডবগণ বিজয় করত ইহাই জানাইলেন ॥২৫-২৬

অজাতশত্রোঃ সর্বেষাং ধৃতরাষ্ট্রস্য চৈব হি।
অকরোৎ পাণ্ডবাস্তাত ধৃতরাষ্ট্রঃ সুতপ্রিয়ঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমপর্বণি অনুক্রমণিপর্বণি দ্বিতীয়-প্রত্যাবরণে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রী সকল পুত্রগণের হিতার্থে পাণ্ডবগণকে পুনরায় অন্ধ ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন ।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সপ্তমপর্বান্তর্গত অনুক্রমণিপর্বে দ্বিতীয় প্রত্যাবরণে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবীয়া দ্যূতার্থং প্রস্থাপনম্ ; ধৃতরাষ্ট্রস্য তদ্বারণচিন্তা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীদ্ধৃতরাষ্ট্রঃ সুবলেয়ম্।
পুত্রহার্দাদ্ ধর্মযুক্তা সাধ্বী শোকভয়িতা ॥১
জানে দ্যূতেঽবিদ্বাংসং তাত মহাক্ষত্রিয়ব্রতম্।
নীয়তাং পরলোকায় শাশ্বতঃ কুলপাংসনঃ ॥২
ব্যবহারাদ্ধর্মতো হি সোঽজুর্যং তাত।
অন্যো মূঢ়ঃ কুলস্যাস্য ধৃতরাষ্ট্রাদিরেব হ ।৩

মা নিমজ্জীঃ শোকবেগে মহাপ্রাজ্ঞ কুরু হি তাত।
মা বালমাত্মসম্ভূতমাত্মজিৎসা মমৈষা প্রভো ॥৪
মা কুলস্য অন্ধে ঘোরে তারয়ং ত্বং তরিষ্যসি।
যদ্বঃ সেতুর্যো যু ভিন্দ্যাদ্ ধর্মস্যাস্তক পাবকম্ ॥৫

অথ বিদ্বান্ যো যু পার্থান্ রোপয়েদ্ ভরতর্ষভ।
সাধ্বক্ষ ধর্মাজ্ঞো হ্যারিষ্টায়ধরে পুথ ॥৬

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[গান্ধারী কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে অসম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর ধর্মপ্রাণা শোকার্তা গান্ধারী পুত্রস্নেহবশতঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন ।১

দুর্যোধনের জন্মিবামাত্রই মহামতি ভগবান্ (বিদুর) বলিয়াছিলেন যে, এই পুত্র কুলনাশক হইবে, সুতরাং ইহাকে এখনই পরলোকে প্রেরণ করা উচিত ।২

হে তাত! এই পুত্র অধিবামাত্রই পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিয়াছে, সুতরাং এই পুত্রের জন্য সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে : হে কৌরবপতে! আপনারা ইহা অবধারণ করুন ।৩

হে ভারত! আপনি নিজদোষে মহাসাগরে নিমজ্জিত হইবেন না। হে প্রভো! আপনি অপিচ এই বালকপুত্রের বৃদ্ধিতে প্রণয় দিবেন না ।৪

এই কুলের ভবিষ্যৎ বিনাশের প্রতি আপনি পাত্র হইবেন না। যদ্ব সেতুকে যে বিনাশ করিতে চায় ও ধর্ম অগ্নিকে যে প্রজ্বলিত করিতে চায় ।৫

হে ভরতর্ষভ! সাধ্বিগণের পূজ্যজনগণকে যে কুপিত করিতে সাধন করিবে। হে অজাতশত্রো! আপনি ইহা নিজেই বুঝিতেছেন, আমি পুনরায় ইহা আপনাকে স্মরণ করাইয়া

মাস্তু বঃ শক্তি দুর্বুদ্ধিঃ মোহনে কেশবস্য চ।
ন যৈ দুষ্টো বালবুদ্ধির্ভবেন্ রাজন্ কথঞ্চন ॥৭
আজ্ঞয়া সন্তু তে পুত্রা যা বঃ প্রীতিঃ প্রবাসিনু।
তস্যাবশ্যং কৃষ্ণাৎ তাতাঃ কুলপাংসনঃ ॥৮
তথা যে ন কৃষ্ণ যাতম্ পুত্রস্নেহসমন্বিত।
তত্র প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণং মহৎ ॥৯

সমেন ধর্মেণ ন্যায়ং যুক্তা
যা তে বৃদ্ধিঃ সন্তু তে সা প্রসাদাঃ।
প্রজাবতীনাং কুলসংহিতানাং স্ত্রী
বৃদ্ধিরেষা পরমং পুত্রপৌত্রম্ ॥১০
অথাব্রবীদ্বাসুদেবো গান্ধারীং ধর্মদর্শিনীম্।
অন্ধ ত্বাং কুলতন্তুং ন শক্ষ্যামি নিবারিতুম্ ॥১১
যদ্যেতদি তথৈবাস্তু প্রত্যাগচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ।
পুনর্যুদ্ধঞ্চ দুর্বৃত্ত যাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং মহাপর্বণি অনুশাসনপর্বণি গান্ধারী-
বাক্যে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫

দিতেছি যান ॥৬

সন্তু আভাবিক দুর্বুদ্ধি অনুসারে শাসন করিয়া কখনও কল্যাণপথে লইয়া যাইতে বা অকল্যাণের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে রাজন্! তুমিও বালবুদ্ধি অর্থাৎ বালকদিগের ন্যায় দুর্বুদ্ধি করাই কখনই উচিত নহে ॥৭

আপনিই পুত্রগণকে পরিচালনা করুন, ইহারা আপনাকে যেন পরিচালনা না করে। পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যদর্শনে বিদীর্ণহৃদয় আপনার পুত্রগণ সন্ধি প্রাপ্ত হইলে আপনাকেও পরিত্রাণ করিতে পারে। সুতরাং আপনি আমার কথায় এই কুলাঙ্গার পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করুন ॥৮

হে মহারাজ! আপনি যদি পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া আমার কথানুসারে কার্য না করেন, তবে আপনি কুলনাশের জন্যই কার্য করিয়াছেন বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে তাহার ফলও অচিরেই প্রাপ্ত হইবেন ॥৯

সমস্ত, ধর্ম ও নীতির সহিত যুক্ত হইয়া আপনার যে বুদ্ধি পূর্বে ছিল, এখন সেইরূপ বুদ্ধি হউক। আপনি প্রমাদগ্রস্ত হইবেন না। কুরু কুলের দ্বারা সদ্য ঐশ্বর্য আপ্ত হয়, বৃদ্ধিমত্তা ও প্রবীণতার দ্বারা প্রাপ্ত যে ঐশ্বর্য, ইহাই পুত্র পৌত্রাদির সমৃদ্ধির কারণ হয় ॥১০

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে বলিলেন—হে অন্ধে! আমি ইহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহি ॥১১

আমার পুত্রগণ যাহা ইচ্ছা করিয়াছে তাহাই হউক, পাণ্ডবগণ ফিরিয়া আসুক এবং আমার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হউক ॥১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্বান্তর্গত অনুশাসনপর্বে গান্ধারীবাক্যে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭৫

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনাদয় বিদ্যমানেও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের যুধিষ্ঠিরকে পুনরক্ষ-ক্রীড়ার্থ আহ্বান, পরাজয়াদি।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ব্যতীতেষু পুনঃ প্রাতিকামী যুধিষ্ঠিরম্।
উবাচ দুষ্টাদ্ ব্যসনো দুরাত্মাত্মন বৈরতঃ ॥১

উপাস্যতেঽদ্য সভা রাজপুত্র। যুধিষ্ঠির।
এষি পাণ্ডব দৈবেতি পিতা যামেতি ভাষতে ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বাসুদিয়োগাদ্ দুষ্টাসি প্রাদুর্ভূতা শুভাশুভম্।
ন নিবৃত্তিস্তুয়োগেতি দৈবিতব্যঃ পুনর্যদি ॥৩

অক্ষদ্যূতে সভাস্থানে নিয়োগাৎ স্থাবরস্য চ।
জানন্নপি কুরুশ্রেষ্ঠঃ কথমিত্যবৃণোৎ পুনঃ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনন্তরং বৈবস্বতং জগৌ—

তথাপি মন্যে সুমুখে সুদুর্লভে
প্রাপ্তং সমাসাদ্য পরাভবাগ্নয়ঃ
হিনো বিনির্দাহতরা ভবন্তি ॥৫

ইতি ব্রুবন্ নিবৃত্তেঽপি প্রাবৃষ্টি সহ পাণ্ডবঃ।
জানন্ত পরমেষ্বাসঃ পার্থো দ্যূতমিয়াৎ পুনঃ ॥৬

বিনিবৃত্তে সভাং তস্মিন্ দুষ্টস্যেব সমাগমে।
ব্যাবর্ত্তন্ত ন তে রাজ্ঞঃ সুহৃদঃ সাধুদর্শিনঃ ॥৭

অথোপজগ্মুরাসীনাঃ পুনর্দ্যূতপ্রবৃত্তয়ে।
সর্বলোকবিনাশায় দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥৮

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[সকলের নিষেধ সত্ত্বেও দুরাত্মার আহ্বানে যুধিষ্ঠিরের পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ ও পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর প্রাতিকামী অনেক দূর পথভ্রষ্ট যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া ধীমান্ দুরাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে বলিল ॥১

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির। সভাতে পাশা খেলার জন্য পাতিয়া সকলে অবস্থান করিতেছেন; 'হে পাণ্ডব! আসিয়া এস, পুনরায় পাশা খেলা হউক;' আপনার শ্রেষ্ঠ পিতৃব্য আপনাকে এই কথা বলিলেন ॥২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বিধাতার বিধানানুসারেই প্রাণিগণ শুভ বা অশুভ ফল পাইয়া থাকে। সুতরাং পুনরায় যদি পাশা খেলিতে হয়, তাহা হইলে অনিবার্য্য বিধাতার বিধানের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই ॥৩

পুনরায় পাশাখেলা হইলে উহা অবশ্যই অনিষ্টকর হইবে—ইহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি; তথাপি বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ পিতৃব্যের আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অবশ্য ভোগ করা হয় না—ইহা জানা সত্ত্বেও শ্রীমানচন্দ্র পুনর্দ্বার দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। বিপদ আসন্ন হইলে প্রায়শঃই মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত প্রাপ্ত হয় ॥৫

এই কথা বলিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আতৃগণের মতির প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অনুমতি আসিয়াও পুনরায় পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬

সেই অনর্থসমাগমে মহারথ পাণ্ডবগণ সুহৃদ্-অপর সকলকে বিদায় করিয়াই যেন পুনরায় সভায় প্রবিষ্ট হইলেন ॥৭

উহারা যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া যেন দৈবের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সর্বলোকের বিনাশের নিমিত্ত পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥৮

সমুদ্রিক্ষ্যাঃ।

অনুক্তং ব্রহ্মিতা যদ্ যো ব্রূতঃ পূর্তিতমেব তৎ।
অথাবদন্ ব্রতং যেকং শূদ্রে তে অনমর্ষিত ॥৯
ব্রতং যা ব্রাহ্মণাদ্যাসি মুখাদ্ভির্ভূর্ভিরিতিতাঃ।
প্রবিশেম অথাবদ্যং বৌরবাজিবয়ানসঃ ॥১০
ত্রয়োদশক সমনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরস্যামি বনে বর্ষাণি দ্বাদশ ॥১১
অস্মাভির্নিবিতা মূঢ় বনে বাসশ বৎসরান্।
ততঃ কৃষ্ণা সার্থমিতৈঃ প্রবিশ্যালিতাঃ ॥১২
ত্রয়োদশক সমনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরস্যামি বনে বর্ষাণি দ্বাদশ ॥১৩
ত্রয়োদশে চ নির্বৃত্তে পুত্রবর ধনোজ্জিতম্।
যথাস্য প্রতিপত্তব্যমিন্দ্রসেনপরেতৈঃ ॥১৪

অনেন ব্রতবাসেন সত্যাবাপ্তির্ধুধিষ্ঠির।
অথাসুত্ত্ব। পুনর্ব্রহ্মেহি গৌরাশ্ব অনত ॥১৫
অথ সভ্যাঃ সভামধ্যে সমাজুত্তবরাজ্ঞা।
উচুর্ধিয়ন্তমনসঃ সাধ্বেবাং সর্ব এব হি ॥১৬

সভ্যা উচুঃ।

অয়ো বিদ্ বাহবো নৈনং যোধয়ন্তি মহাবলম্।
যুদ্ধা যুধ্যেম বা যুধ্যেরন্ বৈ তবর্ষভম্ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অবপ্রবাল্য যুধাহুত্ত্ব বর্ষণি বরাধিপঃ।
ত্রিরা চ বর্ষসংযোগাৎ পার্থো যুক্তমিবাৎ পুনঃ ॥১৮
আবসদি মহাবুদ্ধিঃ পুনর্ব্রহ্মবর্তাৎ।
অথাত্মানমা বিজ্ঞাঃ স্যাৎ যুক্তমিতি চিন্তয়ন্ ॥১৯

অর্জুন বলিল,—হে ব্রহ্মবন্ধু! যুধ রাজা আপনাদিগকে যে সমস্ত বনসম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে। এখন এখনি মহামূল্য পদার বিষয় শ্রবণ করুন।৯

যদি এই পাশাখেলায় আমরা পরাজিত হই, তবে আমরা অজিন (মৃগচর্ম) বসন ধারণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিব।১০

এক বৎসর (ত্রয়োদশ বর্ষে) লোকালয়ে অজ্ঞাতবাস করিব। যদি আমরা প্রকাশিত হইয়া পড়ি, তবে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিব।১১

এইরূপ আপনারা যদি পরাজিত হন, তবে কৃষ্ণার সহিত অজিন পরিধান করিয়া দ্বাদশ বৎসর আপনারা বনে বাস করিবেন।১২

ত্রয়োদশ বর্ষে (পরবর্ত্তী এক বৎসর) লোকালয়ে অজ্ঞাত বাস করিবেন; কিন্তু জ্ঞাত হইয়া পড়িলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন।১৩

আমরা বা আপনারা যদি অযোক্তরীতিতে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিয়া ফিরিয়া আসি, তবে পুনরায় নিজ নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইব।১৪

হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আসুন এবং পাশা খেলুন করিয়া আমাদের সহিত পাশা-খেলায় প্রবৃত্ত হউন।১৫

তখন সভ্যমধ্যে সভ্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বরে সকলেই বলিলেন।১৬

সভ্যগণ বলিলেন,—মহারাজ বিভু! এই যুদ্ধ হইতে পরিণামে মহারাজ উৎপন্ন হইবে—এই কথা ইহারা বারম্বার ইহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) বলে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না—যুধিষ্ঠির নিজের যুক্তিতে ইহা আনিতে পারিয়াছেন অথবা আনিতে পারেন নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথারাজ রাজা যুধিষ্ঠির মহ অবপ্রবাস করিয়াও কেবল বর্ষ হইতে বিচ্যুত হইবেন এই সভায় পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১৮

কৌরবগণের বিনাশ আসন্ন হয় ভিন্ন করিয়াই

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ততঃ স বৈ বসুমতী রাজা ধর্মমনুপালয়ন্।
আত্মনঃ বিনিবর্ত্তেত কীদৃগাদি বদস্ব মে ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বৈ বর্ত্তমানস্তু ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনোঽর্জ্জুনশ্চৈব বিক্রমেণ চ বীর্য্যবান্ ॥১

যুদ্ধে দুর্য্যোধনস্যাপি সঙ্কর্ষণ ইবাপরঃ।
গদাহস্তো নৃপতয়ো বৈ তীব্রমন্যুমহৌজসঃ ॥২

বিক্রমেণ চ বাহুনাং লৌল্যতো দ্রৌপদী তথা।
নকুলস্তস্য চ তথা ব হ্রীমেন চ বীর্য্যতঃ ॥

বার্য্যাদ্যোঽপি নকুলঃ ন চ রাজা বিমন্যতি ॥৩)

নকুলিরুবাচ।

ধনানাং ভারতেমুক্তপর্য্যন্তমভয়াদিকম্।
গজাঃ কোশো বিবর্দ্ধশ্চ ভগবানাশু বর্ষতি ॥২১
এবং নো গৃহ এবৈকো ধনধান্যাদ্য পাণ্ডবাঃ।
যুদ্ধে বাহু বা বিজিতা ধনেন ধনবাহিতাঃ ॥২২
ত্রয়োদশস্তু বৈ বর্ষজাতাঃ সমনুজা তথা।
অনেন ধনধান্যেন বীর্য্যেণ পুরুষর্ষভাঃ ॥২৩
সমুৎক্ষেপেণ চৈকেন বসবাসায় ভারত।
প্রবিশন্ত্রাহ্ম ন পার্থো ন্যস্ত্রাণ্ড সৌহৃদঃ।
ত্রিভিরিত্যেব সমুদ্দিষ্টো যুধিষ্ঠিরমতাবহ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপর্ব্বণি অনুদ্যূতপর্ব্বণি নকুলযুধিষ্ঠির-সংবাদে দ্বাদশত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬

মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে নকুল! আমাদের ন্যায় ধর্ম্ম পালনকারী ব্যক্তি আহুত হইয়া দ্যূত হইতে কি করিয়া বিনিবৃত্ত হইতে পারে? তুমিই হে নকুল! তোমার মতি আমি পাণ্ডা দেখিব ॥২০

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে বৈরথকে আসিয়া বর্ত্তমান যুধিষ্ঠির ভীম, দ্রৌপদী, বীর্য্যবান্ বিজয়, বৃহদ্বল, কৃপ, নকুল, সাত্যকি, পৃথা (কুন্তী), ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বীর বিরাট, দ্রৌপদী, অনুযায়ী, দ্রৌপদেয় ও যাজ্ঞসেনী প্রভৃতির দ্বারা অনবরত নিষেবিত হইয়াও দ্যূত হইতে বিরত হইলেন না ॥১-৩)

নকুলি বলিল,—গো, অশ্ব, রথ, দেহ, দেয়, ধান্য, হস্তী, কোষ, দুর্গ, নগর রাজ্য ও ধর্ম্ম—এই সকল বস্তুই আমাদের ধনবানের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত। হে পাণ্ডবগণ। আপনাদের বা আমাদের অন্য পরাজিত হইল, তিনি বারো বৎসর বিপিনে বসবাস করিবেন ॥২১-২২

তারপর ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ বারোবছর বনবাসের পরবর্তী অব্দে লোকালয়ে অজ্ঞাতবাস করিবেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা পাশা ফেলিব ॥২৩

তারপর। একবার পাশা নিক্ষেপ করিয়াই আমরা বিনা দ্বিধায় যে বনবাসে যাইবে। তখন নকুলির উক্ত পণ রাজা যুধিষ্ঠির স্বীকার করিলেন। নকুলি তখন পাশা নিক্ষেপ করিয়াই যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "আমি জয়ী হইয়াছি" ॥২৪

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মহাপর্ব্বাঙ্গর্গত অনুদ্যূতপর্ব্ব যুধিষ্ঠিরপরাজয় দ্বাদশত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃশাসনের পাণ্ডবানামুপহাসঃ, ভীমার্জুন-নকুল-সহদেবানাং শত্রুবধার্থং প্রতিজ্ঞা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষু প্রয়াতেষু পার্থা বনায়ায় দীক্ষিতাঃ।
অজিনান্যুত্তরীয়াণি জগৃহুশ্চ যথাক্রমম্ ॥১
অজিনৈঃ সংবৃতান্ দৃষ্ট্বা ধৃতরাষ্ট্রাবরজমান্।
প্রবিবিক্ষুং বনায়ায় তদা দুঃশাসনোঽব্রবীৎ ॥২
প্রহৃষ্টঃ সার্তরাষ্ট্রশ্চ হসংশ্চ রাজ্ঞো আত্মজঃ।
পরাজিতাঃ পাণ্ডবেয়াঃ বিপদ্যৈঃ পরমাং গতাঃ ॥৩
অহৈতুকে যে সম্প্রাপ্তাঃ সর্বৈশ্বর্যবিনাশনৈঃ।
তদন্তেষ্বিবতথা জ্ঞেষ্ঠাঃ জ্ঞেষ্যামো বয়ং ধ্রুবং ॥৪
নষ্টরাজ্যাঃ পরিক্লিষ্টাঃ পার্থা দীর্ঘতমোবৃতম্।
দুরন্তং দীর্ঘমাধ্বানং বিবক্ষন্তঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৫

যমের মতো যে তেজস্বী ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রবাদিষু।
তে বিদিত্বা তথাত্মানং যমেনেবাভি পাণ্ডবাঃ ॥৬
চিত্রান্ সন্ত্রাসয়ন্ত্যদ্য পার্থা
ধনাদপি বিবাসিনি চ তানুবাচ।
বিবাসস্থাঃ প্রকর্তব্যা নরৈ
র্যথা গ্রহং সৌবলজাদুপেতা ॥৭

ন সন্তি লোকেষু পুমাংস ঈদৃশা
ইতোব যে স্থাবিরমুদ্বহন্তি।
আজন্তি জেষ্যন্তমমিত্রমেব পাণ্ডবা
বিপদ্যয়ে বর্ততিলা ইবাজ্যাৎ ॥৮

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

(দুঃশাসনকর্তৃক পাণ্ডবগণকে উপহাস এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের শত্রুবধার্থ প্রতিজ্ঞা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর পরাজিত পাণ্ডবগণ বনবাসের জন্য দিবসিত হইয়া অজিনের (মৃগচর্মের) বস্ত্র ও উত্তরীয় যথাক্রমে ধারণ করিলেন।১

অজিনবসন পাণ্ডবগণকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অজিন-পরিধান করত বনগমন করিতে দেখিয়া তখন দুঃশাসন বলিল।২

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহারাজ দুর্যোধনের সমস্ত সাম্রাজ্য আজ আয়ত্ত হইল এবং পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াবনাদিপদে পতিত হইল।৩

পাণ্ডবগণ সকলেই ধনশালী মহাবলবান্ আজই তাহা ত্যাগ করিয়াছে। আজ আমরা প্রতিপক্ষ হইতে ধন ও অন্যান্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই জ্যেষ্ঠভাবে প্রতিপন্ন হইলাম।৪

সুখ ও রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া পৃথাপুত্র-গণকে আমরা দীর্ঘকালের জন্য দুঃখময় বনবাসে পাতিত করিয়াছি। তাহারা আজ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যাইবে, যাহারা বনমধ্যে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে এক সময় ভৎসনা করিয়াছেন, সেই পাণ্ডুপুত্রগণই আজ পরাজিত ও বনবাসী হইয়া বনে যাইতেছেন।৫-৬

সুবলতনয়ের পাশক যখন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সভামধ্যে অন্যের বিত্ত বিজিত করত ও মহামূল্য বিবিধ উত্তম বস্ত্রসমূহ পরি-ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণমৃগের চর্মসমূহ পরিধান করুন।৭

তাঁহারা পূর্বে যখন অক্ষক্রীড়া করিতেন তাঁহাদের তাদৃশ সুখ আর লক্ষিত নাই; তাঁহারাই এখন বুঝিতে পারিবেন যে বিপর্যয়ে পতিত হইয়া তাঁহারা অসুর উপায়নে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় বিমনা হইয়াছেন।৮

যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণের অজিন (মৃগচর্ম) অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, আজ বলবান্ বনবাসী পাণ্ডব-গণের এই অজিনবস্ত্রও তেমনই দেখাইতেছে—সন্দেহ নাই। (এই বস্ত্র পরিয়া মৃগচর্মের অন্বেষণে অরণ্যে গমন

ইদং হি ধারয়া ধরি বেদ্যপায়াং
অন্বিষ্যাং রৌদ্রকর্মাণম্।
অনীক্ষিতাস্ত্রমজিতানি যথা
ক্ষীরান্ন পক্ষ্ম পাণ্ডবান্ ॥৯
যথা প্রাজ্ঞ সৌহৃদির্বিজ্ঞসেন্ত
ক্ষমা পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবেষ্ঠঃ প্রধার।
অকার্যং বৈ দুষ্কৃতং মেহ কিঞ্চিৎ
ক্রীড়ার্থং পার্থাঃ সহসো যাজ্ঞসেনাঃ ॥১০
সূক্ষ্মপ্রমাণান্তর্বিনোক্তবীয়ান্
দৃষ্ট্বারণো নির্বাবপ্রতিষ্ঠম্।
কঃ স্বা শ্রীমিঃ সম্প্রমে যাজ্ঞসেনি
পরিং দৃষ্টেবেষ যেষ্যস্তিসি ॥১১
এতে হি সর্বে সুহৃদঃ সমেতাঃ
কান্তা পাণ্ডাঃ সুহৃদিংশোপপন্নাঃ।
এষাং দৃষ্টিবৈক্ষমং পাঞ্চিবে
ন স্বাং অপৎ কালবিপর্যয়োঽয়ম্ ॥১২

ক্ষমাবলা। ধর্মজ্ঞিলা যথা চর্মবন্ধা দৃঢ়াঃ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে যথা কাশ্যপ অপি ॥১৩

কিং পাণ্ডবানাং পক্ষিরাজানুযাত্ত
যোধঃ ক্রমঃ ধর্মজিন্নানুযাত্ত।
এবং মৃগেন্দ্রস্য পক্ষ্মাণি পার্শ্বা-
ন্যাহারয়ন্ দুষ্টরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ ॥১৪

তম্ বৈ ভ্রুবা ভীমসেনোঽভ্যবর্ষী
নির্ভৎর্সোগ্রৈঃ শমিমুদ্বীক্ষ্য যোধাৎ।
উবাচ হৈনং মহতৈশ্বোপপন্নো
সিংহো যথা হৈমবতঃ শৃগালম্ ॥১৫

ভীমসেন উবাচ।

ক্রূর পাপজ্ঞানেষু উদ্বেজনার্থং প্রকাশনে।
পাণ্ডবানিহা হি ত্বং বাসুদেবস্য বিক্রমে ॥১৬

ক্ষেত্রের ক্ষেত্রাধিপে—যে ধর্মজ্ঞ। আপনার ইহাতে কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি নাই) ॥৯

সৌহৃদের পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ যাজ্ঞসেনি যে নিজ কন্যা পাঞ্চালীকে পাণ্ডবগণের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কিছুই দুষ্টবুদ্ধিতার কার্য হয় নাই; কারণ যাজ্ঞসেনীর পতি পার্থগণ সকলেই শ্রেষ্ঠ ॥১০

হে যাজ্ঞসেনি। অল্পমাত্রও ব্যভিচারিত্ব দূষ্য নহে, অগ্নিরও উদ্ভাবনযুক্ত এবং নির্ঝর ও অপ্রতিষ্ঠিত পক্ষিগণকে দেখিয়া তুমি মনে কি প্রীতি লাভ করিতে পারিবে? আর কেনই বা তুমি বৃথা ভয় দেখাইয়া পক্ষিগণকে পরিত্যাগ করিতেছ ॥১১

ক্ষমাশীল, ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন বিপুল ঐশ্বর্যশালী এই সুহৃদ্‌গণ সভায় উপস্থিত আছেন, তুমি ইহাদের তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা; এই কার্য কিন্তু তোমাকে ভালরূপ না হয়ে অর্থাৎ পক্ষিগণের কালবিপর্যয়প্রযুক্ত যে দুঃখসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তোমার উহা ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিবে ॥১২

অদুষ্টকর্মকারিণী ক্ষিপ্র, চর্মময় দৃঢ় এবং উত্তমরূপে বদ্ধ যেমন নিষ্ফল, এই পাণ্ডবগণও তেমনই সর্বথাই এখন নিষ্ফল ॥১৩

অদুষ্টপ্রভাবসম্পন্ন মহাধনুর্ধারী ক্ষিপ্র দৃঢ় কবচ হইতে বিমুক্ত এই পাণ্ডবগণকে উপাসনা করিয়া তোমার সহ পরিজন ধ্বংস হইবে—এইরূপে দুরাত্মা দুর্যোধন নির্ঝরের ন্যায় পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া বহু অন্যায় কর্কশ বাক্য বলিল ॥১৪

দুরাত্মাদের কটুবাক্য শ্রবণে অমর্ষিত ভীমসেন, হিমালয়ের শিরে যেমন মৃগরাজের দিকেই দৃষ্টি করিয়া উপস্থিত হয়, তেমনই দুর্যোধনের নিকটবর্তী হইয়া ক্রোধবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন ॥১৫

ভীমসেন বলিলেন—রে ক্রূর। পাপিষ্ঠ লোক যেরূপ দুর্দান্ত কথা বলে, তুমিও সেইরূপ দুর্দান্ত

যথা তুষ্যসি ধর্ম্মজ্ঞ বাসুদেবৈষিণে মো ভূপম্।
তথা স্বামাহিতা দেহং ত্যক্ষ্যে ধর্ম্মজ্ঞ সাক্ষুণ ॥১৭
যে চ ত্বামনুবর্ত্তন্তে ত্রৈলোক্যেতরজনাশ্রয়া।
যোক্ষ্যন্তে সানুবন্ধাংস্তান্ বেত্তাসি যদনাদন ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ :

এবং ব্রুবাণামভিবীক্ষ্য বাসিতং
দুঃশাসনঃ পরিদৃত্তমভি বা।
অথো মুহূর্ত্তাৎ ধর্ম্মবিদ্ধমন্যুং
গৌর্গৌরিতি স্মায়মুক্তবন্তঃ ॥১৯

ভীমসেন উবাচ।

দুষ্টদল পুরুষং বক্তুং পত্যুঃ দুঃশাসন যথা।
বিদ্বত্যা হি বদং লক্ষ্যে কো বিদ্বাংস্তদুদাহরেৎ ॥২০

নৈব ন্যূনকৃতাজ্ঞোকাদ্ যজ্ঞেৎ পার্থো দুরোদরম্।
যদি যজ্ঞো হি তে ভিত্ত্বা ন নিবেদ্যোপিতং মনঃ ॥২১
বার্ত্তায়ামুত্তমে মনে ইতরা বিষমাং সর্ব্বথাবিদাম্।
পক্ষং যজ্ঞাপি নিচিতং ন সমাধেয়ং ত্রবীমি তে ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ রাজা দিবেশ্যকে সংবেদঃ
দুর্দ্ধর্ষাণাং ভীমসেনস্ত ধীমান্।
শক্তিং যজ্ঞাপ্তুতাং মনে।
নির্মন্থতঃ পাণ্ডবানাং সভায়াঃ ॥২৩
ঐরাবতা কৃষ্ণবিত্যত্তরীং তঃ
বৃকোদরঃ পরিদৃত্তমভি বাহুঃ।
ঈক্ষ্য বি ঘাং বিহ্বলাং বাসুদেবং
সংস্মার্য্যাহঃ প্রতিজ্ঞাঞ্চ যুদ্ধ ॥২৪

কথা বলিতেছিল। যাহার বিদ্যার অর্থাৎ বুদ্ধির প্রভাবে পাণ্ডব জিতেন্দ্রিয় হইবার সম্বন্ধে খুব বড় বড় কথা বলিতেছিল ॥১৬

দুষ্ট যেরূপ সাধারণ পুরুষদের দ্বারা সাধ্বীস্ত্রীকে অন্যায় পথে চালিত করিতে, আমিও তেমনই মূঢ়তাবশে তোকে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াছি। বিদ্বা তোর ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি ॥১৭

যখন যাহারা তোর ও লোকের বশবর্তী হইয়া তোর অনুবর্তন করিবে এবং তোকে রক্ষা করিতে থাকিবে, তখনি তাহাদের সকলকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন পরিধান করত রথারোহণে গমনোদ্যত হইয়া যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা প্রতিরোধের পর ভীমসেন আর উৎসাহ দিতে পারিবে না ইহা বুঝিয়া দুঃশাসন সভা পরিত্যাগ করত দৌবারদলের মধ্যে ভীমকে 'এটা চোর' 'এটা চোর' এইরূপে আখ্যায় করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥১৯

ভীমসেন বলিলেন,—হে দুঃশাসন! যে বুদ্ধিমান তোর পক্ষে এরূপ কটুকথা বলা সম্ভবপর; তাহাদের দ্বারা বরলাভ করিয়া তুই ভিন্ন আর কে এইরূপ বলিতে পারে ॥২০

আজ আমি পুরাতন সকলের সমক্ষে বলিতেছি যে, দুর্দ্ধর্ষ যুধিষ্ঠির যদি দ্যূত তোর বশবর্তী হইয়া পরাজিত না হয়, তাহা হইলে পুণ্যাত্মা ধর্ম্মরাজ তোর হাতে নিহত হন ॥২১

সমস্ত অনুচরবর্গের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের সকল পুত্রকে যুদ্ধে অবিলম্বে বধ করিয়াই পাণ্ডিত্যাভিমান করিব, অন্যথা নহে—ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি ॥২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুদ্ধসভা হইতে যখন পাণ্ডবগণ গমন করিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন আবদ্ধ সিংহের ন্যায় পরিক্ষীণ ভীমসেনের পক্ষিকে অনুকরণ করত খেলা করিতে লাগিলেন (আস্ফোটন করিলেন) ॥২৩

ভীম তখন ক্রোধভরে ওষ্ঠদ্বয় কম্পাইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"ইহার দ্বারাই তোমার সব কাজ

এবং সমীক্ষ্যাত্মনি চাত্মজানং
বিধত্ত আত্মা বলবান্ ন যাবৎ।
রাজানুজা সংসতি কৌরবাণাং
বিনিক্ষ্যতাম্ বাক্যমুবাচ ভীষ্ম ॥২৫

ভীষ্মসেন উবাচ।

অয়ং দুর্যোধনঃ ক্ষত্তা কর্ণঃ পত্তা বনঞ্জয়।
শকুনিঃ সাত্বতিঃ সহদেবো ময়িষ্যতি ॥২৬
ইমৌ কৃষ্ণা দ্রুপদস্য নপ্তার্যৌ বৃহদ্ বধঃ।
নপ্তারঃ দেবাঃ ভবিতুর্ন যত্র দুঃ ভবিষ্যতি ॥২৭
দুরন্তবন্ধিঃ পাপঃ হন্তারমি পশ্যতি মূঢ়ি।
শিরঃ পাদেন চাক্রান্তমহিরাত্মকৃতি কুরুতে ॥২৮

বাক্যমুরুত্ত ভৈরাক্ষ পক্ষপত্ত দুরাত্মনঃ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পাস্যামি দুঃসহাদ্যি ॥২৯

অর্জুন উবাচ।

ভৈরং বাচা বাসনিনং ভীম বিত্রাসয়ন্ সভাম্।
ইত্যুক্তপূর্বাণি কর্মাণি ত্রয়োদশে বর্ষে করিষ্যতি ॥৩০

ভীমসেন উবাচ।

দুর্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মনঃ।
দুঃশাসনস্যকৃতিনাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৩১

অর্জুন উবাচ।

অনুস্মিতঃ ত্রয়োদশ্যাং পক্ষস্যান্তে বিকত্থনম্।
ভীমসেনস্য বিজ্ঞায় তে হন্তারং কর্ণমাহবে ॥৩২

যেন হইল" ইহা মনে করিও না। হে মূঢ়! তোমার এই সকল আচরণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিশ্চই ভীম ভ্রাতিবন্ধুগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াই ইহার প্রত্যুত্তর দিবে ॥২৫

এইরূপে আত্মাবমান কর্ণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেও যাবৎ ভীমসেন বিক্রমবৃদ্ধির বলে নিজ ক্রোধকে দমন করিলেন এবং কৌরবগণের সভায় রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণ তখন বিনিক্রান্ত হইবার সময় তিনি সকলকে শুনাইয়া এই কথা বলিলেন ॥২৬

ভীমসেন বলিলেন,—আমি দুর্যোধনকে, রাজার অনুজে এবং কপট দ্যূতকারী শকুনিকে সমরের মুখ করিব ॥২৬

এই সভামধ্যে আমি পূর্বেও এই কথা গুরুতর রূপেই ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার এই কথা যেরূপেই সত্য হইবেন। যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন আমি সেই যুদ্ধ পাপিষ্ঠ এই দুর্যোধনকে সবান্ধবে হত্যা করিব এবং সবান্ধবে ইহার সকল দুঃখের কারণ হইব ॥২৭-২৮

শিরে যেমন দুঃখের কারণ পাদ আঘাত করে, আমিও তেমনই এই মায়াবীর কর্মফলস্বরূপী দুঃশাসনের বক্ষ ছেদ করিয়া রুধির পান করিব ॥২৯

অর্জুন বলিলেন,—হে ভীম! সভামধ্যে তুমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছ, তাহাতে দুঃখ এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিও না; আজ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষে যাহা সংঘটিত হইবে, তাহা সকলেই স্মরণে রেখিতে পারিবেন। (মুখে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই) ॥৩০

ভীমসেন বলিলেন,—(আজ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষে) এই পৃথিবী দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুরাত্মা দুঃশাসন—এই চারিজনের নিশ্চয়ই শোণিত পান করিবেন ॥৩১

অর্জুন বলিলেন,—ভীমসেনের আহবে সহায়তার আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অনুরাগকারী (মুখে ঘোষণাকারী), (ভীমসেন বিপক্ষীকরণাদির প্রয়োজনা জ্ঞানপূর্বক) সকল দুর্ঘটিত অর্জুন শত্রু এবং অতি দুর্ঘটিত রাজা ও বন্ধুর প্রবক্তা এই কর্মকে আমি যুদ্ধ করে বধ করিব ॥৩২

অর্জুন প্রতিজ্ঞানীহি ভীষ্মস্য বিনাশকারণম্।
কর্ণং কর্ণানুজাংশ্চৈব বলে ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিবান্ ॥৩৩
যে চাস্মে প্রতিযোৎস্যন্তি বৃদ্ধিমোহেন মানবাঃ।
তানস্ত সর্বানহং বাণৈর্বেতাগ্নি যমসাদনম্ ॥৩৪
ত্রয়াণ্ণামিহ যান্যস্ত্রাণি ত্বং বিদ্যাশ্চ কেবলাঃ।
তৈরহং মোহয়ে প্রযুক্তৈস্ত বৎসেত্যুক্তঃ কিরেৎ
যদি ॥৩৫
ন প্রযাস্যতি চেদ্ ভাল্গুনিরুক্তো মধ্যে চতুর্দশে।
দুর্যোধনোঽভিসংরব্ধা সত্যসেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তস্তত্তি পার্থে তু শ্রীমান্ গাঙ্গেয়স্তদাঽব্রবীৎ।
প্রহৃষ্য বিপুলং বাহুং সমরেষু প্রতাপবান্ ॥৩৭
সৌবলস্য বধং প্রেপ্সুর্বিদ্ধ্যস্য চ মহারথস্য।
ক্রোধসংরক্তনয়নো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ॥৩৮

ভীষ্ম উবাচ।

অক্ষবান্ বান্ ধনুষো মুঞ্চ গান্ধারীনন্দ ফল্গুনাৎ।
নৈবমুক্তা বিনিক্ষিপ্তা ময়া বাণাস্তবৈঃ সমরে ধৃতাঃ ॥৩৯
যদা তৈরেবমুক্তবান্ ভীষ্মস্যামুষিতং সমরেষু।
কর্তাস্মি কর্ণপক্ষস্য তদা কার্যাণি সর্বশঃ ॥৪০
যদ্ধ্যাদি যুদ্ধমূলে ধনুষোঽস্য সমাদদে।
যদি স্থাস্যতি সংগ্রামে অক্ষয়ার্থো ভবেৎ ॥৪১
সমরেষ্বক্ষয়ঃ প্রোক্তো ধনুষোঽপি বিশাম্পতে।
কর্ণগৌরবতো নূনমিদং ব্যসনমস্তুতে ॥৪২

ভীষ্মের প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই আমি অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিপক্ষ সমস্তদিগের যারা কর্ণ ও কর্ণের অনুগামিগণকে যুদ্ধে বধ করিব ॥৩৩

বুদ্ধির মোহবশতঃ অদ্য যে সকল লোক আমার সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের সকলকে আমি বাণের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥৩৪

যদি আমার প্রতিজ্ঞা অযথা বিফলিত হয় অর্থাৎ অক্ষয় হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে—হিমালয় স্থানভ্রষ্ট হইতে পারে, দিবাকর প্রভাশূন্য হইতে পারেন এবং চন্দ্রও সৌম্য পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥৩৫

যদি আজ হইতে চতুর্দশ বর্ষে এই দুর্যোধন সমরাঙ্গনমধ্যে আমাদের দ্বারা রক্ষিত না হয়, আমি দ্বারা অদ্য বলিলাম, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে ॥৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন এই কথা বলিলে শ্রীমান্ মহাবীর্য প্রতাপশালী সমরে ভীষ্ম বিশাল বাহু উত্তোলনপূর্বক সুবলতনয় শকুনির সমক্ষে তাঁহার ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আত্মগৌরবে এই কথা বলিলেন ॥৩৭-৩৮

সমরে বলিলেন,—হে গান্ধারীনন্দন যশোবর্ধনকারী যুবা। যেগুলিতে তুমি পাখার ন্যায় অগ্রভাগ বিশিষ্ট, ঐগুলি পাখার ন্যায় শর, তীক্ষ্ণ নয়; ঐ তীক্ষ্ণ শরগুলি পাখার ন্যায় অগ্রভাগগুলিতেই তুমি যুদ্ধে বরণ করিয়া লইলে ॥৩৯

বন্ধু-বান্ধবের সহিত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি ভীষ্মদেব যাহা বলিলাম, আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব। সুতরাং তুমি নিজ জীবন রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা কর ॥৪০

হে সৌম্য। তুমি আজই অবলম্বন করত যুদ্ধে সমুদ্যত হইও, তাহা হইলে আমি সমরাঙ্গনে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করিব ॥৪১

হে বিশাম্পতে। তখন সমরেষের কথা শুনিয়া মনোমহজ্বালাকারী শকুনিও সেই সময় সকল লোকের সমক্ষে বলিলেন ॥৪২

বসুল উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রমিমং দ্রুতম্।
বৈশ্যায়াং জনিতা জাতঃ বিদুরেতি যোধরিষ্যতি ॥৪৩
তাম্ বার্ষ্ণেয়ীম্ দুর্জাতাম্ পুরুষম্ কালচোদিতাম্।
সর্বজ্ঞমপি দুষ্প্রজ্ঞাঃ বৈশ্যজাতয়ম্ ॥৪৪
নিত্যম্ তু সর্বযজ্ঞেষু শ্রোষ্যন্তি পয়সো ভয়ম্।
নির্বর্তিষ্যন্তি পৃথিবীং কর্তারশ্চ যতিষ্যতি ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সর্বে ব্যাহৃতবাহবঃ।
প্রতিজ্ঞা মহতীঃ কৃত্বা দ্রুতরাষ্ট্রমুপাগমন্ ॥৪৬
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সপ্তদশপর্বণি অনুস্মৃতপর্বণি পাণ্ডব-
প্রতিজ্ঞাকারে সপ্তদশত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

বসুল বলিলেন,—এই ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞক্ষেত্রে এই কথা শ্রৌপদীকে যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নানাপ্রকার দুর্ভাষ্য অথবা তাঁহার বাক্যসকল শুনিয়া দুর্যোধনের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সেই দুর্বুদ্ধি কালপ্রেরিত দুষ্প্রজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অধিকাংশকেই আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥৪৩-৪৪

শ্রৌপদীর পরাভব অনুস্মরণ করিয়া বার্ষ্ণেয়ের বিদ্বিষেণ আদি অধিরথগণমধ্যে পৃথিবীকে নির্বীর্যাই (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিহীন) করিব ॥৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ সকলেই বাহু উত্তোলনপূর্বক মহা প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪৬

শ্রীমন্মহাভারতে বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের সপ্তদশপর্বান্তর্গত অনুস্মৃতপর্বে পাণ্ডব-প্রতিজ্ঞাকারক সপ্তদশত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭৭

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

(ধৃতরাষ্ট্রাদিকে। সমবায়ানুমতি দূরীভূত যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যাবর্তন, বিদুরকে মৃগয়াচ্ছলে বিদুরকে প্রত্যাবর্তন, পাণ্ডবেতর বিদুরসম্বন্ধোপাখ্যান।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আত্মজন্মনি তত্ত্বজ্ঞা দ্রষ্টুং পিতামহম্।
ব্যাসমৃষিং সোমকক্ষ মহাত্মানং বাহ্লিকম্ ॥১

শ্রোত্রং চৈব দৃশাংস্তাত-সখ্যায়ানঞ্চ।
বিদুরং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ সর্বশঃ ॥২
দুষ্টংদুষ্টং সভায়াং চৈব কথয়ন্তাত্ সভাসদঃ।
সর্বানাহূয় গচ্ছামি ব্রুবন্তি পুরুষেতি চ ॥৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

(ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট বিদায়গ্রহণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান, দুর্যোধনকে নিজ গৃহে যাইতে বিদুরের প্রস্থান এবং পাণ্ডবদলের প্রতি বিদুরের উপদেশ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টা, বৃদ্ধ পিতামহ, ঋষি সোমক, মহাত্মা বাহ্লীক, শ্রোত্র, কৃপ, সখ্যায়ন, আমার জ্ঞাতিভ্রাতা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, দুর্যোধন, সভায় এবং অন্যান্য সভ্যগণ সকলকে আমন্ত্রণ করার আমি মনে মনে করিয়াছি, ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সকলকে পুনরায় দর্শন করিব ॥১-৩

একদিন বাক্-ত্বক্-চক্ষু-কর্ণ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর সহকারে বলেছিল,—আমরা সেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে থাকি।

মুখ্য প্রাণটী আমি বল্লাম—তোমরা মোহগ্রস্ত হয়ো না। আমিই নিজেকে প্রাণ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল—এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করে এই দেহ ধারণ করে থাকি।

তারা যে কথায় শ্রদ্ধা দেখাল না। তখন আমি অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করতে উদ্যুক্ত হলাম। যখনই উৎক্রমণ করলে দেহের অধিষ্ঠাতাগণ তার সহিত উৎক্রমণ করেছিলেন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ উৎক্রমণ করছে দেখে আমি স্থির হলাম, তারাও স্থির হয়ে আমার স্তব করতে লাগলো।

তুমি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হও, সূর্য্যরূপে প্রকাশ কর, তুমি পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণ করে থাক, ইন্দ্ররূপে প্রতাপশালী ও অজেয়পক্ষে সংহার কর, তুমি বায়ুরূপে বেগ ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলসমূহকে ধারণ কর, তুমি পৃথিবীরূপে সকলকে ধারণ কর, তুমি প্রজ্ঞারূপে লোকের কাম, তুমি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, তুমি অমৃত।

যখনই [illegible] তখনই তোমাতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, তপস্যা, মন্ত্রসমূহ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, লোকসকল এবং লোকসমূহ নাম অর্থাৎ। তুমি ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদসকল এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ।

যে প্রাণরূপে তুমি [illegible] তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর ও মাতাপিতার অনুরূপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাক। হে শ্রেষ্ঠতম প্রাণ! তুমি যখন আমি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রতি শরীরে বাস কর তোমার জন্য ভূতগুলি ভোগ্য বিষয় আহরণ করে।

[illegible]
অগ্নিহোত্রের পক্ষে তুমি যজ্ঞীয় হব্যের উত্তম বাহক, পিতৃদিগের তুমি প্রথম স্বধায় প্রাণক।

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র পরমেশ্বর, তুমি বীর্য্যে রক্ষা, লোকরূপে পালয়িতা, তুমি ভূমন-রূপে বিশ্বা ও অন্তরমনের যা। অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পতি সূর্য্য।

[illegible]
যখন তুমি বর্ষণ কর, হে প্রাণ! তখন এই প্রজাগণ উল্লাসযুক্ত হয় হবে মনে করে, অন্নরূপে অবস্থান করে।

Regd. No. C-67
JAISTHA
1870 ISV
Aryashastra
May - June 1969

2 1 AUG 1969

হে প্রাণ! তুমি ব্রাত্য, সংস্কারক বেদ না থাকায় সংস্কারহীন স্বতঃস্ফূর্ত তুমি একটি ব্যবহৃত অভিধারূপে বহির্গোলক ভব। তুমি সকলের উপর পড়ি। আমরা তোমার বন্দনা করি। হে অন্তরীক্ষচারিন্! তুমি আমাদের পিতা। হে প্রাণ! তোমার অপরূপ তনুসমূহ বরেণ্য, দ্যুলোকে, পৃথিবীতে এবং অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানরূপ, অমৃতময়, জ্যোতে, জ্যোতেন্দ্রিয়ে, চন্দ্র ও আকাশে, প্রাণরূপ তনুসকল চক্ষে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে সূর্য ও আদিত্যে), মনোময়রূপ তনুসমূহ মনে, ইন্দ্রিয়ে কূর্ম ও সমস্ত লৌকিক পদার্থে ব্যাপ্ত হয়েছে। ইহলোকস্থ সমস্ত উপভোগ্য এবং স্বর্গে যা কিছু উপভোগ্য আছে, তা তোমারই অধীন।

হে প্রাণ! মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করেন, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর। তুমি আমাদের জন্য সম্পদ ও প্রজা বিধান কর।

এখানে চৌত্রিশজন আমাকে স্তব করেছেন।

সৃষ্টির আদিতে সংকল্পে আমি অবস্থান করি, প্রাণরূপে আমিই প্রকাশ হই, আমার সকল নাম—আমার প্রথম সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, সূক্ষ্মসূক্ষ্ম ব্রহ্ম, প্রথমে।

ভূত-ভবিষ্যৎকালে আমিই বর্তমান আছি, আমা হতেই আমি প্রাণাদি ষোড়শকলাপ্রভৃতি আদুভূতকাল করি।

এ জগতে আমি ভিন্ন বিতীয় কিছু নাই। আমি লীলা করবার জন্য বহুরূপ ধারণ করি। যা দেখা যায়—তা আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি। যা শোনা যায়—তা আমি। আমি মহান্ হ'তে মহান্, অণু হ'তে অণু, জগতে এরূপ কোন ভাব নাই—যা আমাকে প্রকাশ করতে পারে। আমি আছি তাই জগৎ আছে, আমি না থাকলে জগৎ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ, শুচি অশুচি, ভাল মন্দ যা কিছু সব আমি, সব আমি। সব আছি, আমি নির্গুণ, আমি সগুণ, আমি নির্গুণ সগুণের অতীত একমাত্র আমিই আছি। আমার একপাদে অবস্থকোটী ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তিন পাদের সন্ধান কেহ জানে না।

আমি লীলা করবার জন্য যেরূপধারণ করি, আমার লীলাতে সবারে চলে যাই। আমার জীবকে আমি বড় ভালবাসি, তাই জীবের উদ্ধারের জন্য বার বার লীলা বেশধারণ করে অবতীর্ণ হই—আমি, আমি, আমি।